

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি-

ভগবৎ-কৃষ্ণঐশ্বর্যায়ন-বেদব্যাস-বিরচিত-

ব্রহ্মসূত্রম্

বা

বেদান্তদর্শনম্

-----০ঃ১০-----

শাকরভাষ্য-ভামতী-কল্পতরু-ভামতীপ্রভ-সমেতম্ ।

-----০ঃ০ঃ-----

দ্বিতীয়া অধ্যায় প্রথমপাদ

-----১ঃ১ঃ-----

বেদান্ততর্কস্বতীর্থোপাদিক

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত ভামতীপ্রভাষ্য টীকা ও বঙ্গভাষ্যাদি সহিত ।

সিদ্ধার্থাশঙ্কর-এ-বানার্জি ও জ্ঞানসিদ্ধান্তী প্রণেতা, ন্যাসিষ্টপঞ্চক-তর্কসংগ্রহ-তর্কামৃত ও শ্রীনাথগোবিন্দাচার্য

প্রভৃতি গ্রন্থের অমূল্যবাদক এবং ঐদৈতসিদ্ধি ও বেদান্তদর্শনপ্রভৃতি বিবিধগ্রন্থের

সম্পাদক বেদান্ততর্কস্বতীর্থোপাদিক

পণ্ডিত শ্রীযুক্তরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত

স্বায়ংবেদান্তাদিবিবিধগ্রন্থের প্রকাশক

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত

৬নং পাশিবাগান লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা

সন ১৩৪১, শকাব্দ ১৮৫৬, বুধবার ১২৩৪।

ଭାରତୀୟ ଶାସିବାଗର ମେଳ, କରା ଶୁଦ୍ଧି ଯଥା ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧି
ଶାସିବାଗର ଶାସିବାଗ ବି-ଏ, କରା ଶୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ।

নিবেদন ।

শাক্তভাষ্য ও ভামতী-টীকার বঙ্গানুবাদসহ বেদান্তদর্শন গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছায় মহামহো-
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে অনুবাদকরূপে এবং আমাকে সম্পাদকরূপে ১৭ বৎসর
পূর্বে স্বর্গীয় অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরণ করেন। তাহার ফলে আজ হইতে ১৪ বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের
চতুঃস্থত্রীয় প্রকাশিত হয়। মতায়ুদের আরম্ভে এবং পূজনীয় তর্কভূষণমহাশয়ের কাশীবাসে উক্ত প্রথম
অগত্যা পরিত্যক্ত হয়। ভগবদ্ভিষ্মাখ্য আজ আবার ১৪ বৎসর পরে মদীয় মহামন্ত্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল বোসের
অনুরোধে তাহারই সম্পাদনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এবার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততর্কম্বিতীর্থ
মহাশয় ভামতীর উপর “ভামতীপ্রভা” নামক একটি সংস্কৃতটীকাসহকারে উহাব অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পূর্বে ভাষ্য ও ভামতীর যেকপ বিস্তৃত অনুবাদ করা হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহা করা হয় নাই। ইহাতে
কেবলমাত্র ভাষ্য ও ভামতীর সরল অক্ষরার্থই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং কল্পতরুকাবকৃত শাস্ত্রদর্পণের তাৎপর্য্যসহ
ভারতী তীর্থের অধিকরণমালা ও তাহার অনুবাদও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কল্পতরু-টীকার মূলমাত্র প্রদত্ত হইল,
তাহার অনুবাদ আর প্রদত্ত হইল না। তাহার পর এবার পূর্বে প্রকাশিত চতুঃস্থত্রীয় পব হইতে আরম্ভ
না করিয়া বেদান্তের দার্শনিক বিচারাংশ অগ্রেই অবগত হইবার জ্ঞান এবং পরীক্ষার্থীদের তৃপ্তির জ্ঞান
দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করা হইল। এই খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ মাত্র প্রকাশিত হইল।
দ্বিতীয়পাদ যন্ত্রস্ত।

ভামতীগ্রন্থের টীকা এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কোন পণ্ডিত করিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই। এই গ্রন্থের
অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততর্কম্বিতীর্থ মহাশয় সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বঙ্গবাসী
পণ্ডিতবর্গের মুগ্ধ উজ্জ্বল করিলেন—সন্দেহ নাই। ভামতীর বহু টীকাদি থাকিলেও বালবোধোপযোগী এত
বিস্তৃত টীকা বোধ হয়, হয় নাই।

এ গ্রন্থে আর একটি নূতন বিায়েয় সন্নিবেশ করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণশাস্ত্রী
দ্রিড় মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে প্রতিস্থত্রেয় পাদটীকায় স্থত্রেয় আকারমাত্রের সাহায্যে স্থত্রার্থ নির্ণয় কবিতা
ব্যাসদেবভিষ্মেত ব্রহ্মস্থত্রেয় অর্থ যে শাক্তভাষ্যেই প্রকটিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্থত্রার্থ-
নির্ণয়ের এই পথটী অতি সমীচীন পথ; কারণ, অর্থ লইয়াই মতভেদ। স্থত্রাক্ষরমাত্র দ্বারা পূর্বপক্ষ,
সিদ্ধান্তপক্ষ এবং অধিকরণের আরম্ভ ও শেষ জানিতে পারিলে, ইচ্ছামত স্থত্রার্থ করিতে প্রায়ই পাওয়া যায় না।
বস্তুতঃ শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকৃষ্ণ ও মধ্ব প্রভৃতি ভাষ্যে পূর্বপক্ষ প্রভৃতির অগ্রথা করিয়াই
অনেকস্থলে আচাৰ্য্যগণ ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াছেন। এই তিনটী বিষয় নির্দিষ্ট থাকিলে প্রধান প্রধান
বিনয়ে মতভেদ অনেকটাই নিবারিত হয়। এজন্ত স্থত্রাক্ষরদ্বারা এই বিষয় তিনটী নির্ণয় করা অতি প্রয়োজনীয়
উপায়। যাহা হউক, এ বিষয়ে অগ্রসম্প্রদায়ের অনেক কথাই বলিবার আছে। সে সব কথার আলোচনা
এস্থলে সম্ভবপব নহে। তবে আমাদের এই চেষ্টা দেখিয়া যদি স্বধীবর্গ এই পথে চিন্তায় প্রবৃত্ত হন, তাহা
হইলে নিঃসন্দেহ কোন একটি অর্থে উপনীত হইবার সম্ভাবনা হইতে পারিবে; যেহেতু ব্যাসদেব ব্রহ্মস্থত্রদ্বারা
কোন একটি নির্দিষ্ট মতাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সন্দেহ নাই। তাহাব গ্রন্থদ্বারা বিভিন্নসম্প্রদায় ভবিষ্যতে
পরস্পরবিরুদ্ধ ভিন্নমতের প্রচার করিবেন, ইহা তাহার ইচ্ছা কখনই ছিল না—এইরূপই বোধ হয়।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—ব্যাসদেব যেমন পুরাণমধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিঃশ্রেয়সোপ-
যোগিত্ব প্রচার করিয়া তত্ত্ব সম্প্রদায়ের স্বধমতে নিষ্ঠারদ্বি উপায় করিয়াছেন, এই ব্রহ্মস্থত্রেও তাহাই
করিয়াছেন, আর এই জ্ঞানই সকল সম্প্রদায় স্বধমতে ব্রহ্মস্থত্রেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সকলেই নিজ নিজ
মতের স্বমূলকত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কথাটী শুনিবামাত্র সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিঙ্ক
একটু চিন্তা করিলে অগ্রথা প্রতীতও হইতে পারে। কারণ, যদি সকল মতেই সমান ফললাভ হইবার সম্ভাবনা
থাকে—ইহাই ব্যাসদেবের মত হয়, তাহা হইলে, সেরূপ কথা স্পষ্টভাবে ব্যাসদেব কোথাও বলেন নাই কেন?
তাহা বলিলে পরবর্ত্তী আচাৰ্য্যগণের মধ্যে আর বিরোধ হইত না। দ্বিতীয় কথা—তাহা হইলে এক সম্প্রদায়
অগ্র সম্প্রদায়ের মতকে ভ্রান্ত বলেন কেন? তৃতীয় কথা—ব্যাসদেবই ব্রহ্মস্থত্রে মধ্যে সাংখ্যাদির মত খণ্ডন
করেন কেন? আর এই মতখণ্ডনে পরস্পরবিরোধী আচাৰ্য্যগণের মত হইলে কেন? চতুর্থ কথা—
ব্রহ্মস্থত্র বেদান্তের একবাক্যতা প্রদর্শন করে। এখন ওরূপ ও নান্য মতের সত্যতা জ্ঞাপন
করা হইয়াছে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে, বেদান্তেও—এই কথাই বা আচাৰ্য্যগণ

বলেন কেন? বেদের তাৎপৰ্য্য একটা—ইহা ত ব্যাসজৈমিনিরও মত? পঞ্চম কথা—তাহা হইলে কোন আচাৰ্য্য ‘সকল সম্প্রদায় সত্য’—এই মতে কোন ভাষ্যরচনাই বা করেন নাই কেন?—এইরূপ নানা কারণে মনে হয়, ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে কোন একটা বিশেষ অর্থই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সকল মতেই তাঁহার সূত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে—এরূপ অভিপ্রায়ে তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। অতএব পূৰ্ব্বোক্ত পথে স্বধীগণ চিন্তা করিলে অনেকটা সফললাভের সম্ভাবনা।

তাহার পর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসাভিপ্রেত অর্থ নির্ণয় করিবার আরও দুইটি পথ আছে, সে বিষয় দুইটা আর আমবা গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শন করিতে পারি নাই। তথাপি চিন্তাশীল পাঠকবর্গের জন্ত এই প্রসঙ্গে তাহা বলিয়া দিলে তাঁহাদের চিন্তার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারিবে। সে বিষয় দুইটার মধ্যে প্রথমটা ব্যাস-সম্প্রদায়ের অভিমত অর্থের জ্ঞানলাভ এবং দ্বিতীয়টা শ্রুতির দ্বারা অর্থ করিবার সুবিধা থাকিলে পুরাণাদির আশ্রয় গ্রহণ না করা।

প্রথম—ব্যাসসম্প্রদায়ের দ্ব্যমত অর্থের জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা এই যে, পৌরুষেয়গ্রন্থে বক্তার অভিপ্রায় তাৎপৰ্য্যনির্ণয়ের একটা হেতু হয়। কারণ, কোন বক্তাই তাঁহার মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পাবেন না। কিছু ভাব তাঁহার অপ্ৰকাশিতই থাকে। বিশেষতঃ, সংক্ষিপ্ত ভাষার গ্রন্থে বা সূত্রগ্রন্থে ইহা নিশ্চয়ই ঘটয়া থাকে। ইহা সকলেই অনুভব করিয়াও থাকেন। অতএব এই বিষয়টা মাগ্ন করিলে ব্যাসাভিপ্রেত অর্থের জন্ত ব্যাসসম্প্রদায়ের মতের অবগতি প্রয়োজন। বস্তুতঃ, শঙ্করসম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাসসম্প্রদায়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ গুরুশিষ্যসম্বন্ধ, এরূপ অপর কোন সম্প্রদায়েরই নাই—ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমরা এইজন্তও এই গ্রন্থে সূত্রার্থনির্ণয়কালে পাট্টীকায় শঙ্করব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি। আজকাল সাম্প্রদায়িকতার উপর বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়, কিন্তু ইহার মন্দদিক্‌টা দৃশ্য হইলেও ইহার ভাল দিক্‌টার কথা নিম্নত হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয়—সূত্রার্থনির্ণয়ে শ্রুতিবাক্যের উপর পুরাণাদির প্রাধান্য বা প্রত্যক্ষ অন্তর্য্যামানাদি অজ্ঞ প্রমাণের প্রাধান্য না দেওয়াই আবশ্যক। পুরাণ ও যুক্তি, শ্রুতির আমূল্য্য করিবে, কিন্তু শ্রুতির অর্পের অন্তথা করিবে না। সূত্রার্থনির্ণয়ের পথ—এইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, বেদব্যাস শ্রুতিবহি মীমাংসাব জন্ত ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, পুরাণমীমাংসার জন্ত করেন নাই, অথবা প্রত্যক্ষাদি শ্রুতিভিন্ন প্রমাণসাহায্যে কোন তত্ত্বনির্ণয়ের জন্তও করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যায় শ্রুতিসাহায্য যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, পুরাণাদির সাহায্য সে ভাবে গৃহীত হয় নাই। আর পুরাণবচনসাহায্যে পুরাণাদিই সূত্রার্থনির্ণয়ে সম্যক উপায়—ইহাও জ্ঞান করা, বোধ হয়, উচিত নহে। কারণ, পুরাণাদিতে সর্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ও নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র যে তাহা নহে, তাহা পূৰ্ব্বই বলা হইয়াছে। পুরাণাদি শ্রুত্যাৰ্থের অনুবাদ হইলেও তাহাতে ব্যাসকর্তৃত্ব যতটা আছে, ব্রহ্মসূত্রে তদপেক্ষা অধিকই আছে। তাহার পর পুরাণাদির অধিকারী সমগ্র মানবসমাজ, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের অধিকারী বিশেষসাধনসম্পন্ন বেদজ্ঞবাক্তি। অতএব পুরাণসাহায্য ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায় শ্রুতির অনুল্ল্যরূপেই গ্রাহ্য, শ্রুত্যাৰ্থের অন্তথা সম্পাদন করিয়া গ্রাহ্য নহে। এই নিয়মটার উপর লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রে (২।১।১) কপিলমতে শ্রুতিব্যাখ্যা করিবার প্রস্তাব বেদব্যাসই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আর এইজন্ত পূৰ্ব্বমীমাংসাদর্শনে শবরভাষ্যে শবরস্বামী জৈমিনি ঋষির সূত্রেরও অজ্ঞাধাৰ্ণন (শ্লোক বার্তিক ১৮ পৃঃ) করিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রই দুই একস্থলে (১।১।১২ সূঃ ও ২।১।৩০ সূঃ) কতকটা অনুল্ল্যরূপ কাৰ্য্য করিয়াছেন। পুরাণ ও ঋষিবাক্য হইতে শ্রুতির মৰ্যাদা এতই অধিক। বস্তুতঃ, শ্রুতির মীমাংসা যেমন ব্রহ্মসূত্র, সমগ্রপুরাণের মীমাংসাও তদ্রূপ মহাভারত। উভয়ই ব্যাসের কীৰ্ত্তি। আর এইজন্ত শাঙ্করভাষ্যে শ্রুতিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে পুরাণবচন অশেষ মহাভারতের বচন অধিক অবলম্বিত হইয়াছে। আর তাহার মধ্যে গীতাই আবধর অধিক। সম্মানিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এইজন্তও আমরা শঙ্করমতের অনুসরণ করিয়াছি।

অতএব ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ের জন্ত সূত্রাক্ষরদ্বারা তাহা করিবার চেষ্টা যেমন হওয়া উচিত, এ দুইটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তেমনই কর্তব্য। আজকাল স্বাধীনভাবে সূত্রার্থনির্ণয়ের যখন একটা প্রবৃত্তি আসিয়াছে, তখন স্বধীবর্গের নিকট এই কথাগুলি কিঞ্চিৎ সহায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এইজন্ত এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।

সূত্রাক্ষরসারে বিষয়সূচীর মধ্যে ভাষ্য ও ভাষ্যতীর প্রায় সমুদায় সার সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

ভূমিকায় অনেক কথা বলিবার আবশ্যক ছিল। এসঙ্গে তাহার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইল না।

সম্পাদক—

শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সূচীপত্র

সামান্যসূচী

মূলগ্রন্থ, ভাষ্য, ভামতী ও অনুবাদ ১—১৬৩

টীকা—ভামতীপ্রভা

১৬৪—২২০

নিশেষ সূচী

১। স্মৃত্যধিকরণ (১ম—২য় সূত্র)	৫-২০	৮। উপসংহারদর্শনাদিকরণ (২৪শ—২৫শ সূত্র)	১২৪-১৩০
সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে		অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা	
২। যোগপ্রত্যক্ষ্যাদিকরণ (৩য় সূত্র)	২১-২৮	৯। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিকরণ (২৬শ—২৯শ সূত্র)	১৩১-১৪০
যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে		ঈশ্বর উপাদানরূপে পৰিণামিকারণ	
৩। বিলক্ষণত্বাদিকরণ (৪র্থ—১১শ সূত্র)	২৯-৬০	১০। সর্বোপেতাদিকরণ (১০শ—১১শ সূত্র)	১৪১-১৪৪
তর্কান্তসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে		ঈশ্বর অপরীতির হইলেও	
৪। শিষ্টোপরিগ্রহাদিকরণ (১২শ সূত্র)	৬১-৬৫	সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ও মায়াবী	
নৈশৈবিকতর্কান্তসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে		১১। ন প্রয়োজনবজ্ঞাদিকরণ (৩২শ— ৩৭শ সূত্র)	১৪৫-১৫১
৫। ভোক্তাপ্রত্যক্ষ্যাদিকরণ (১৩শ সূত্র)	৬৭-৬৯	ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব	
প্রত্যক্ষান্তসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে		১২। নৈশৈবনৈশৈব্যাধিকরণ (৩৪শ—৩৬শ সূত্র)	১৫২-১৬০
৬। তদনন্ত্যাদিকরণ (১৪শ—২০শ সূত্র)	৭০-১১৭	ঈশ্বরে বৈশ্বমনৈশৈব্যা নাই	
ভেদাভেদের বাবহারিকত্ব ও		১৩। সর্বধর্মোপপত্ত্যাদিকরণ (৩৭শ সূত্র)	১৬১-১৬৩
অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব		ব্রহ্মে সকল কারণমধ্যে উপপত্তি	
৭। ইতরব্যাপদেশাদিকরণ (২১শ—২২শ সূত্র)	১১৮-১২৩	অধিকরণ, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ ও সূত্রবিভাগ	
ব্রহ্মে জীবদ্বয়ম্বে শক্তি নিরসন		ভামতীপ্রভা টীকা	

সূত্রানুসারে বিষয়সূচী

১। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নাঙ্গ- স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (সিং: সং:) ৫	ভাষ্য—(পূর্বপক্ষ) কপিলাদিব সঙ্গীভূতাঃ প্রতিনিরূপণং চ উক্তং ? ১০
ভাষ্য—সঙ্গতিপ্রদর্শনার্থ পূর্বাংগব অধারার্থ সংক্ষেপ ৫	(সিদ্ধান্ত) কপিলাদিব সিদ্ধি ও প্রতিপাদপক্ষ ১০
ভামতী—পূর্বাংগাংগের সহিত ইচ্ছাব বিষয়বিষয়ভাবরূপসম্বন্ধ ৬	" কপিল নানা, অত্যন্ত কপিল ব্রহ্মকাবগবাদী ১১
ভাষ্য—ধর্ম প্রতিপাদনদ্বারা মধ্যাদিস্মৃতির সার্থকতা ৭	" কপিলের জ্ঞান মনু ও হুত্বাক্ত বলিয়া প্রমাণ ১২
" আয়ত্তত্ব প্রতিপাদনদ্বারা সাংখ্যস্মৃতির সার্থকতা ৭	" মহাত্মারত্মাসারে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ ১৪
" স্মৃত্যনুসারে অত্যর্থনির্ণয়ের আবশ্যকতাশঙ্কা ৭	খণ্ডনপূর্বক একপুরুষবাদস্থাপন ১৪
ভামতী—তত্ত্বগদের অর্থ ৭	" দ্বৈতবাদী-সাংখ্যকাব কপিলের মত অগ্রাহ্য ১৫
" কপিল আত্মার ও পঞ্চশিখাচাঁপের পরিচয় ৭	ভামতী—সাংখ্য কপিলের স্বাধীনচিন্তাপ্রবৃত্তি, ১৬
ভাষ্য সাধারণ লোকের জ্ঞান স্মৃত্যনুসারে অত্যর্থ অবধায়া ৭	আব বেদ কনাদি ও ঈশ্বরপ্রোক্ত ১৬
বেদে কপিলের প্রশংসা ৭	
ভামতী প্রতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অগ্রাহ্য পূর্বমীমাংসার দ্বারা সমর্থন ৮	২। ইতরেবাং চাত্মপলকৌঃ (সিং: সং:) ১৭
" স্বাভাবিক সর্বজ্ঞ ঈশ্বরবাক্য বেদ যেমন প্রমাণ, তাদৃশ ৮	ভাষ্য সাংখ্যোক্ত মহাদাদি জীবৈবদিক ১৭
কপিলবাক্য সাংখ্যও অপ্রমাণ (পূর্বপক্ষ) ৮	ভামতী—অবৈদিক ও অলৌকিক মহাদাদিদ্বারা সাংখ্যের ১৮
ভাষ্য—মধ্যাদিস্মৃতি কেবল ধর্ম প্রতিপাদক নহে, ৮	প্রধানকল্পনা অসিদ্ধ ১৮
তত্ত্ব প্রতিপাদকও বটে (সিদ্ধান্তপক্ষ) ১০	—প্রতিবিরুদ্ধ আর্থজ্ঞান অপ্রমাণ ১৮
" সাংখ্যের জ্ঞান মধ্যাদির অনবকাশপ্রাপ্তিদ্বারা পূর্বপক্ষখণ্ডন ১০	১ম, অধিকরণসার ১৮-২০
" মহাত্মারত্মা হইতে সেধসংখ্যামতপ্রদর্শনদ্বারা খণ্ডন ১০	৩। এতেন যোগঃ প্রত্যক্ষঃ (সিং: সং:) ২১
ভামতী—ব্রহ্মকারণতাবিষয়ে প্রতিতে মতভেদ নাই, কিন্তু ১০	ভাষ্য—মধ্যাদির কথা যোগশাস্ত্রে থাকায় ২১
স্মৃতিতে আছে, (সিদ্ধান্তপক্ষ) ১০	ভাষ্য অপ্রমাণ ২২
	সাংখ্যনাশে ও ঈশ্বরবিষয়ে অপ্রমাণ নহে ২২

যোগশাস্ত্রের প্রধানদ্বিতে তাৎপৰ্য্য নাই,		কাব্যকারণের বৈলক্ষণ্যান্বিত্যদ্বারা ত্রিবিধবিকল্পগুণ	৩৯
যোগসাধন ও ফলাদ্বিতে তাৎপৰ্য্য	২২	ভামতী—প্রকৃতিবিকৃতির সাধনপাথেই ত্রিবিধবিকল্পগুণ	৪০
ভাষা—যোগশাস্ত্রে বৈদিকযোগ উক্ত হওয়ার তদন্ত		প্রকৃতিবিকৃতির বৈলক্ষণ্যাহেতু ত্রিবিধবিকল্পগুণ	৪১
প্রধানাদি ঋগৈদিক বলিয়া প্রমাণ হইতে		ভাষা—সিদ্ধবস্ত্র হইলেই অল্পপ্রমাণগমা হয় না	৪১
পাণ্ডে না, একজ্ঞ স্বতন্ত্রভাবে যোগসমতগুণ	২১—২৪	ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগমা	৪২
প্রাচীনযোগশাস্ত্রের যন্ত্রের উল্লেখ	২৪	—ধর্মবৎ ব্রহ্মেণ শাস্ত্রমাত্ৰগমায়ে প্রতি ও স্মৃতি	৪২
যোগ ও সাংখ্যের বেদান্তমূল কথা ও প্রমাণ	২৪	—মনবিধানহেতু ও ব্রহ্ম অনুমানাদিগমা নহে	৪২
তত্ত্বজ্ঞান বেদান্ত হইতেই লভ্য	২৪	—ব্রহ্ম শ্রুতামূল তর্কগমা, কেবলতর্কগমা নহে	৪২
বেদবিরুদ্ধ তর্কাদি অল্পস্মৃতি ও অগ্রাহ্য	২৪	—“বিজ্ঞানঃ চ অবিজ্ঞানঃ চ” প্রতি ব্রহ্মকারণবাদে প্রযোজ্য	৪২
ভামতী—যোগেশ্বর প্রধানদ্বিতে যোগশাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য নাই	২৬	—সাংখ্যের বিলক্ষণত্বহেতু নানতা এতলে অনপনয়	৪২
—যে অংশ তাৎপৰ্য্য নাই তাহা অপ্রমাণ হইলে	২৬	ভামতী—ব্রহ্ম, ধর্মবৎ জ্ঞান প্রতিমাত্ৰগমা	৪৩
তাৎপৰ্য্যার্থঃ অপ্রমাণ হয় না	২৬	—কোন ধর্মবিধি বেদগমা, কোনটী বা নহে,	৪৩
—যোগ ও সাংখ্যদ্বয়ের অর্থনির্ণয়	২৭	তাহার দৃষ্টান্ত	৪৩
২য় অধ্যবর্ণনার	২৭	—সিদ্ধবস্ত্রহেতু তাদৃশ দ্বৈবিধি ব্রহ্মে অল্পপ্রমাণগমা নহে	৪৩
৪। ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাহং চ	২৭	—মন্তব্য অর্থ—শ্রুতামূল তর্কে অগ্রধান	৪৩
শব্দার্থ (পূর্বপক্ষ সূত্র)	২৮	—মনন অনুরক্তের বা সাংখ্যকারের অঙ্গ	৪৩
ভাষা—ব্রহ্ম জগৎপ্রকৃতি হইতে পাণ্ডে না	২৯	—চেতনের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিবৎ	৪৩
—সাংখ্য বেদান্তমূল তর্কব্যাখ্যা সমর্থিত নহে	২৯	বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান বলা হয়	৪৪
—ব্রহ্ম সিদ্ধবস্ত্র হইলেই প্রতিভিন্ন অল্পপ্রমাণগমা হইত শব্দ	২৯	—সিদ্ধান্তে জগৎকার্যে ব্রহ্মবৈলক্ষণ্য অস্বীকার	৪৪
—ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও অব্যয়মননের বিধান	২৯	৭। অসদ্বিত্তি চৈব প্রতিবেদ-	৪৪
শাক্য উক্ত শব্দার দৃঢ়তা	৩০	মাত্রাহং (সিদ্ধান্ত সূত্র)	৪৪
ভামতী—নিরবকাশ তর্কমুখেই প্রতিভিন্ন লক্ষণার্থব্যত্যাগ	৩০	ভাষা—চেতনকারণতাবাদে অসৎকাবণতাবাদ হয় না	৪৪
শব্দ অপেক্ষা অনুমানের প্রাপ্যতা যুক্তিপ্রদর্শন	৩০	—উৎপত্তির পূর্বে জগৎকাবণরূপে বর্তমান থাকে	৪৪
ভাষা—পূর্বপক্ষীকর্তৃক কাব্যকারণের নিয়মনির্দেশ	৩০	—শব্দাদিহীন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও সংকায়াবাদ সিদ্ধ হয়	৪৪
ব্রহ্মজগৎকে উপাদান হইলে ভাগ্যেই যুক্তি প্রকৃতির শব্দ	৩০	ভামতী—কারণসত্তা ও কার্যসত্তা অভিন্ন বলিয়া স্মৃতি	৪৪
কাঠলোষ্ট্রাদিবে চেতনহে প্রমাণ নাই, সাংখ্যমতে	৩০	পূর্বেও কাবণরূপে কার্য থাকে	৪৪
সজাতীয়মধ্যে উপকারকতাব নাই	৩০	৮। অগীতো তত্ত্বংপ্রসঙ্গাদ-	৪৪
ভামতী—জগৎকে উপাদান ব্রহ্ম নহেন তজ্জন্ত তর্ক	৩০	সমজস্যম্ (পূর্বপক্ষ সূত্র)	৪৪
প্রধানাদিগুণ জগৎ প্রধানের কার্য	৩০	ভাষা—কার্যের কারণে লয় স্বীকার করিলে কার্যের	৪৪
অড়ই চেতনের উপকারক হওয়া উচিত	৩০	দোষ ব্রহ্মেও আত্মক শব্দ	৪৪
ভাষা—প্রকারান্তরেও জগৎকে উপাদান ব্রহ্ম নহে	৩০	—কারণে কার্যের সম্পূর্ণ লয়ে পুনঃসৃষ্টিতে	৪৪
ব্রহ্মপরিণামবাদী একদেশীর মতেও ব্রহ্মজগৎকে	৩০	ভোক্তাভোগ্যবিত্ত্বমশব্দ	৪৪
উপাদানকারণ	৩০	—মুক্তের পুনর্বিন্যাস	৪৪
প্রতিভিন্ন চেতনকারণত্ব দেখিয়া জগৎকে	৩০	—কারণে কার্য বিস্তৃতরূপে থাকিলে প্রলয়সম্ভবনাশক	৪৪
চেতনহে উৎপ্রেক্ষা	৩০	ভামতী—কার্য কারণে লীন হইলে ক্রমনিরমত্তমশব্দ	৪৪
লোকমধ্যে সকল বস্তুরই চেতনই বৃথা যায় না	৩০	৯। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ (সিদ্ধান্ত সূত্র)	৪৪
“বিজ্ঞানঃ অবিজ্ঞানঃ চ” প্রতিভিন্ন দ্বারা	৩০	ভাষা—কারণে কাব্যালয় হইলে কার্যধর্মদ্বারা কারণ দৃষ্টি হয় না	৪৪
জগৎকে জড়চেতনাত্মকত্ব সিদ্ধি	৩০	—স্থিতিকালেও সাংখ্যদোষ প্রদর্শন না করার	৪৪
ভামতী—জগৎকে উপাদান ব্রহ্ম নহে—ইহা প্রতিসিদ্ধ—শব্দ	৩০	সাংখ্যের নানতা	৪৪
প্রমাণান্তরাভাবে অর্থপত্রিক অর্থ প্রতিবাদ	৩০	—যমতে অবিত্তাকল্পিত বলিয়া স্থিতিকালের দোষ	৪৪
৫। অতিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষামু-	৩০	শব্দ নাই, তজ্জপ প্রলয়েও সে শব্দ নাই	৪৪
তিভিভ্যাম্ (পূর্বপক্ষ সূত্র)	৩০	ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র	৪৪
ভাষা—নত প্রতিবাদও জগৎকে ব্রহ্মোপাদানত্ব অসিদ্ধ	৩০-৩১	ভাষা—মারাবীর কার্যের স্থায় স্থিতিকালে অবিদ্যাকল্পিতত্বের	৪৪
ভামতী—যুক্তিকামিতে অধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বারা জগৎকে	৩০	দৃষ্টান্তপ্রদর্শন	৪৪
চেতনজগৎ	৩০	—পুনঃসৃষ্টিতে বিভাগাদির নিয়মসিদ্ধির অল্প স্মৃতি ও	৪৪
প্রতিব্যখ্যাত্বাৎ জগৎকে চেতনত্বনিরাস	৩০	সমাধির দৃষ্টান্তপ্রদর্শন	৪৪
৬। দৃষ্টান্তে তু (সিদ্ধান্ত সূত্র)	৩০	—প্রলয়ে অবিদ্যা থাকে, মুক্তিতে থাকে না, একজ্ঞ	৪৪
ভাষা—জগৎকে উপাদান ব্রহ্ম	৩০	মুক্তের পুনরাগমন অসম্ভব	৪৪
চেতন হইতে অচেতন এবং অচেতন হইতে	৩০	ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র	৪৪
চেতনোৎপত্তিবৎ সাংখ্যকারণের সাধন	৩০	১০। অপকদোষাচ্চ (সিদ্ধান্ত সূত্র)	৪৪
নিয়ম অবাধিত্য নহে	৩০	ভাষা—সাংখ্যমতেও কার্যদোষ কারণে হয়	৪৪
প্রকৃতিবিকৃতির সম্পূর্ণ প্রেক্ষা কার্যকারণত্ব	৩০	ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র	৪৪

১১। তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিপ্যাক্ষানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ (সিঃ সূঃ) ৫৩

ভাষ্য—স্বাধীনতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই	"
ভাসমতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র	৫৪
ভাষ্য—প্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারাও প্রধান জগৎকারণ সিদ্ধ হয় না	৫৫
—বেদের অবিরোধী তর্কই গ্রাহ্য এজন্ত মনুস্মৃতি প্রমাণ	"
—পরীক্ষিত তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার্য	"
ভাসমতী—তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলে লোকবাত্মা অসম্ভব হয়	৫৬
—তর্কদ্বারা জগৎকারণ নির্ণয় হয় না	"
ভাষ্য—জগৎকারণ বেদমাত্রৈকগম্য	৫৭
—সত্যে কাহারও বিবাদ থাকিতে পারে না	"
—তাত্ত্বিকগণের পরস্পরবিরোধবশতঃ সত্যাবিলয়ে অবৈক্য	৫৮
—বৈদিক জ্ঞানই সত্যজ্ঞান	"
—আগম ও তদনুকূলতর্কদ্বারা ব্রহ্মই জগৎকারণ স্থির হয়	"
ভাসমতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র	৫৯
৩য় অধিকরণসার	৬০

১২। এতেন শিষ্টপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা (সিঃ সূঃ)

ভাষ্য—পরমাপেক্ষাকারণতাবাদখণ্ডন	৬১
ভাসমতী—বৈশেষিক মতদ্বারা সাংখ্যমতখণ্ডন, বিবর্তবাদদ্বারা বৈশেষিকমতখণ্ডন	"
—ভেদবাদদ্বারা ভেদাত্তেদবাদখণ্ডন	৬২
—কার্য কারণ অভিন্ন হইলে পুরুষপ্রযুক্ত বুধা	৬৩
—কার্য কারণে থাকিলে কখন প্রত্যক্ষ কখন পরোক্ষ কেন হয়	"
কারণ সদাতন বলিয়া পিতৃকপালাদির ব্যবধান সম্ভব হয় না	"
—ভেদাত্তেদ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া সহাবস্থান অবশ্য	"
—সমবায়স্থলেই কার্যাকারণতাব থাকে গবাধাদিতে থাকে না শঙ্কা	"
—হৃদয়বস্তুর উপাদান হয় এজন্ত পরমাপুই জগৎকারণ	৬৪
—মহদ ব্রহ্ম কারণ হয় না—ইহা সত্য নহে অবিজ্ঞাবশতঃ অজ্ঞাও হয়	"
—পরমাপুই অদৈমিক বলিয়া তাহা সাংখ্যমতবৎ অগ্রাচ্ছ	"
৪র্থ অধিকরণসার	৬৫

১৩। ভোক্তাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ জ্ঞান্লোকবৎ (সিঃ সূঃ)

ভাষ্য—ব্রহ্ম জীব ও জগতের অভেদে ভোক্তৃত্বোগা- বিভাগলোপশঙ্কানিরাস	৬৬
—প্রত্যক্ষের অপলাপ, প্রতির অসাধা, শঙ্কা	"
—কারণের সহিত কার্য অভিন্ন হইলেও কার্যের সহিত কার্যের তেজ সিদ্ধ হয় বলিয়া	"
ভোক্তৃত্বোগাভাব সম্ভব (উত্তর)	৬৮
—কার্যগত ভোক্তা ও ভোগের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় ইহা আপাততঃ বুঝিতে হইবে	"
ভাসমতী—প্রতি ও তর্কের সম্বন্ধনির্ণয়	৬৯
—প্রতি স্বার্থবোধে প্রযুক্ত হইবার সময় প্রতিষ্ঠিত তর্কের সহিত বিরোধে প্রতির যুগ্মার্থ ত্যাগ	"
৫ম অধিকরণসার	৭০

১৪। তদনন্তরহমারস্তগণকাদিত্যঃ (সিঃ সূঃ)

ভাষ্য—জগতের অনির্বচনীয়তা বাস্তবপান	৭১
—কারণভিন্ন হইয়া কার্য থাকে না—ইহাই সত্য	"

—কার্যাকারণ অভিন্ন—ইহার সিদ্ধি উদ্দেশ্য নহে	৭১
ভেদাত্তাবিসিদ্ধিই উদ্দেশ্য	"
—বাচ্যরস্তগ প্রভির ব্যাখ্যাধারা সমর্থন	৭২
—প্রতিসমূহ ব্রহ্মের সর্বব্যাপক প্রদর্শন	"
—অভেদবাদ না মানিলে একনিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান অসিদ্ধ	"
—দৃষ্টিস্বষ্টবাদদ্বারা আকাশাদির দৃষ্টেনষ্টব্যরূপতাকখন	"
—মুগত্বাদি কল্পিতবস্তুর অধিকরণ উৎসাহাদিগরণ	"
ভাসমতী—কার্য কারণ অভিন্ন বলিলে সাংখ্যের প্রতি বৈশেষিকোক্ত দোষ অদৈতমতে হয়—শঙ্কা	৭৪
—কার্যমিথ্যাবাদস্থাপন	"
—কারণভিন্ন কার্যের স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকারে দোষ হয় না	"
—অভেদসাধন উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ভেদের নিষেধই উদ্দেশ্য	"
—রাহুশিরেব দৃষ্টান্তদ্বারা উপপাদন	৭৫
—সত্যের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী, অসত্যের অস্তিত্ব কাদাচিৎ—এই বিষয়ের অনুমান	"
—বিকারসমূহ কারণ হইতে ভিন্ন হইলে সৎ হয় না, অতএব অনির্বচনীয় মিথ্যা	"
—ভেদাত্তেদ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া কার্য মিথ্যা বিকল্পদ্বারা উপপাদন	৭৬
—কারণ নির্বচনীয় বলিয়া সত্য	"
ভাষ্য—ভেদাত্তেদবাদখণ্ডন	৭৭
—কারণরূপে এক, কার্যরূপে ভিন্ন, বৃক্ষ ও শাখা এবং সাগর ও সাগরতরঙ্গাদিদ্বারা উপপাদন	৭৭
—একত্বজ্ঞানে মৌলিক আর ভেদজ্ঞানে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়	৭৮
—খণ্ডন—প্রতিতে মুক্তিকারকই সত্য বল্য অতএবই সত্য	"
—ব্রহ্মেকত্বজ্ঞান শাস্ত্রীয়, ভেদজ্ঞান লৌকিক বলিয়া বাধা	"
—একাত্মদর্শীর ব্যবহারবিলোপ	"
—একত্বই পারমাধিক	"
—ভেদাত্তেদ উত্তমসত্যতায় অতেনজ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞান বাধিত হয় না	"
ভাসমতী ভেদাত্তেদে, অভেদ ও ভেদবিকল্পদ্বারা ভেদাত্তেদ খণ্ডন	৮০
—মুক্তিকা ঘট পরাবাদির দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত মত খণ্ডন	"
—অবস্থাবিশেষে অভেদজ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানের নিরাসসমস্ত ব্রাহ্মণবালকের উপনয়নের দৃষ্টান্ত	"
—তত্ত্বনসিদ্ধিকো যে ব্রহ্মজ্ঞানের অভেদ কথিত তাহা অবস্থাবিশেষে নহে বলিয়া খণ্ডন	৮১
—ভেদজ্ঞান সত্য হইলে অভেদজ্ঞানান্ত্র হয় না নওকমণ্ডলুর দৃষ্টান্ত	"
ভাষ্য একত্বজ্ঞানে ব্যবহারলোপাশঙ্কা	৮২
—মিথ্যামোক্ষশাস্ত্রদ্বারা সত্যাত্মজ্ঞানলীলতে শঙ্কা	"
—খণ্ডন ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের পূর্বে স্বপ্নব্যবহারের স্তায় সকল ব্যবহারই সত্য	"
—মিথ্যাজ্ঞানদ্বারাও সত্যজ্ঞানের সম্ভাবনা	"
—ব্রহ্মস্বপ্নদ্বারা স্তব্ধচূচনা বিষয়ে প্রমাণ	৮৩
—মিথ্যারজ্জুসর্পদংশনে যুক্ত্য হয়	"
—মিথ্যা রেখা হইতে অক্ষরাদি বর্ণের জ্ঞান সত্য হয়	"
ভাসমতী—অব্যাহিত অসংশিদ্ধ জ্ঞানপ্রমাণ—এতদ্বারা শাস্ত্রের প্রমাণকে শঙ্কা	৮৪
—মিথ্যা হইলে সমগ্রেরই মিথ্যাব্যাপক	"

—উত্তরে ভাষ্কর্য্যার্থ্যমাত্র	৮৫	—কার্য ও কারণ একসত্তাক্রান্ত বলিয়া ভিন্ন নহে	১০১
—ব্রহ্মাকার বৃত্তিজ্ঞান মিথ্যা কিন্তু স্বরূপতালান্ত সত্য	৮৬	—ভেদাভেদের মধ্যে ভেদই কালজিনিক	"
—মিথ্যা হইতে সত্যজ্ঞান হয় বলিয়া সকল	"	১৭। অসদব্যপদেশোন্মোতি চেষ্টা	
মিথ্যাজ্ঞান হইতে সত্যজ্ঞান হয় না	"	মর্শ্বাস্তুরেণ বাক্যশেষাৎ (সিঃ হঃ) ১০২	
—সত্য হইতে সত্য ও মিথ্যাজ্ঞান যেমন হয়	"	ভাষ্ক—অসৎ হইতে উৎপত্তিবোধক প্রতির স্বমতে ব্যাখ্যা	"
তদ্রূপ অন্তা হইতেও সত্য মিথ্যাজ্ঞান হয়	"	ভামতী—ভাষ্কর্য্যার্থ্যমাত্র	"
—ভাষ্কর্য্য স্বপ্নদৃষ্টান্তের উল্লেখধারা লোকায়তিকমতগুণ	"	১৮। যুক্তিঃ শঙ্কাস্তরাচ্চ (সিঃ হঃ) ১০৩	
—ব্যাক্ষপ্রেব উল্লেখ দ্বাৰা খণ্ডন	৮৭	ভাষ্ক—যুক্তি ও প্রতির দ্বারা কার্য্যকারণের অভিন্নপ্রমাণ	১০৫
ভাষ্ক—রুদ্ধে স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নাই	৮৯	—শক্তিস্বরূপ বিচার	"
—অভেদজ্ঞানের ব্যবহার হয় না এই বলিয়া ভেদাভেদ খণ্ডন	"	—কার্য্যকারণের সমবায় কল্পনায় অববহাদোষ	"
—ব্রহ্মবৈকল্যজ্ঞানোৎপত্তিতে প্রতি প্রমাণ,	"	—তাদাশ্রয়কল্পনার্থী সমবায়ের গতাৰ্থতা	"
ইহা ভ্রম বা নিরর্থকও নহে	"	—কারণে কার্য্যের বৃত্তির ত্রিবিধ বিকল্পধারা	"
—মুদগি দৃষ্টান্তধারা ব্রহ্মের পরিণামশঙ্কা করা অসুচিত	"	—কার্য্যকারণের ভেদখণ্ডন	"
—যেহেতু প্রতিতে ব্রহ্মকে কুটূষ বলা হয়	"	—অশ্রয় পটলীপুল্ল যজ্ঞমন্ত্র ও দেবদত্তের দৃষ্টান্ত	"
—পরিণামি ব্রহ্মে জ্ঞানে কোন ফল শাস্ত্রে নাই	"	ভামতী—সমবায় সম্বন্ধ স্বীকারে অববহাদোষ	১০৭
ভামতী—একাজ্ঞানের চরমত্বের প্রতি শঙ্কানিবাণ	৯০	—সংযোগসম্বন্ধধারা আপত্তি প্রদর্শন	"
—একাজ্ঞান অনিষ্টানিবৃত্তিস্বরূপ হইয়াই	"	—নিত্যসংযোগসম্বন্ধধারা আপত্তি প্রদর্শন	"
উৎপন্ন হয় একান্ত নিখল নহে	"	—স্বত্বকুহম দৃষ্টান্তধারা অবরবে অবয়বীর বৃত্তি	"
—অবশিষ্ট ভাষ্কর্য্যার্থ্যমাত্র	৯১	—গোষ্ঠ দৃষ্টান্তধারা বহু অবয়বে এক অবয়বীর	"
ভাষ্ক—পরিণামি ব্রহ্মজ্ঞান অবৈকল্যজ্ঞানের উপাস্বরূপ	৯২	বৃত্তির দ্বারা বৈশেষিকমতে ভেদসিদ্ধি	১০৮
—স্বত্বপ্রতির তাৎপৰ্য্য অপরিণামিব্রহ্মজ্ঞান	৯৩	—অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে থাকে—ইহার	"
—অভেদজ্ঞান উদেগ হইলে স্বরূপকারণপ্রতিজ্ঞার হানিশঙ্কা	"	প্রতীতি হয় না	"
—অবিচ্ছাদবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের নিয়মানিয়ামকভাব	"	ভাষ্ক—উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য না থাকিলে উৎপত্তি অকর্তৃক হয়	"
সিদ্ধিধারা খণ্ডন	"	“ঘটঃ উৎপত্ততে” বাক্যে কত্বসম্ব প্রসিদ্ধ	"
—নামরূপই ঈশ্বরের মায়াশক্তি	"	উৎপত্তিস্থানের অর্থ বিচারধারা খণ্ডন	"
—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বনির্দেশ (অবিচ্ছাদবশতঃ)	৯৪	পূর্ববর্তী ও বাক্যাপ্তের দৃষ্টান্তধারা খণ্ডন	"
—ঘটাকাশনহাকাশধারা জীবঈশ্বরভাবের উপপাদন	"	অভাব পদার্থে তুচ্ছতা বা অনিষ্টপাণ্ডা	১০৯
—পরমার্থতঃ ঈশ্বর নাই, নিগুণ ব্রহ্মই বর্তমান	"	অসৎস্বরের সম্বন্ধে স্থায় সমস্তের সম্বন্ধ হয় না	"
—এ বিষয়ে প্রতি ও স্মৃতি প্রমাণ	"	ভামতী—উৎপাদনা ও উৎপত্তির অর্থ বিচারপূর্বক	"
—১০শ সূত্র পারমাণবিক তত্ত্ব উপাদেশ দেব এবং	"	“ঘটঃ উৎপত্ততে” বাক্যে কত্বসম্ব প্রদর্শন	১১০
১০শ সূত্র ব্যবহারিকতত্ত্ব উপদেশ করে	৯৫	কার্য্য উৎপত্তির পূর্বেও কারণ থাকে ইহার দৃঢ়তাপাদন	"
ভামতী—ভাষ্কর্য্যার্থ্যমাত্র	৯৬	ভাষ্ক—উৎপত্তির পূর্বে ঘট থাকিলে কর্তৃচেষ্টার বার্থতা-	"
১৫। ভাবে চেপলকঃ (সিঃ হঃ)	"	শঙ্কায় নিরাস	১১১
ভাষ্ক—কার্য্য ও কারণে অভেদে অস্ত্র যুক্তি	"	বিশেষদর্শনবশতঃ কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে	"
—কারণ থাকিলেই কাণ্ড প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া	"	দেবদত্তের হস্তপদপ্রসারণে দেবদত্ত ভিন্ন হয় না	"
কার্য্যকারণ অভিন্ন	"	অদৃশ্যবস্তুর দৃষ্টগোচর হওয়াই জন্ম	"
—অগ্নি ও ধূম দৃষ্টান্তধারা বাচিচারশঙ্কা	"	দৃশ্যবস্তুহ্রাসকে বিনাশ বলে	"
—কারণসত্তা ও জ্ঞান এবং কার্য্যসত্তা ও জ্ঞানদ্বাৰা খণ্ডন	"	শিশুজন্মাদিতে প্রভাবিজ্ঞানবশতঃ কণিকবাদ অগ্রাহ্য	"
—স্বত্বের পাঠান্তর—ভাবাচ্ছোপলকঃ	"	অভাব কারকবাণ্যায়ের বিষয় হয় না	"
—কারণজ্ঞানবাতীত কার্য্যের জ্ঞান হয় না	"	আকাশহত্যার বিফলতার দৃষ্টান্তধারা খণ্ডন	"
—একান্ত ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জগৎজ্ঞান হয় না	"	কারকচেষ্টা সমবায়িকারণকেও বিষয় করে না	১১২
ভামতী—বিষয়বিষয়িতাব্যবস্থা সূত্রব্যাখ্যা	৯৮	নটদৃষ্টান্তধারা ব্রহ্মেরই সকল কার্য্যকরণ	"
—জ্ঞানমতে কার্য্যকারণ ভিন্ন হইলেও	"	ভামতী—ভাবোক্ত শঙ্কা বৈশেষিকের বলিয়া নির্দেশ	"
সমবায়বশতঃ ভেদ প্রতীতি হয় না	"	রজ্জুদর্শনের কার্য্যকারণ ভাবধারা কার্য্যকারণের	"
—অজ্ঞোক্তান্তর দোষধারা তাহার খণ্ডন	৯৯	ভেদপ্রতীতি কালজিনিক	"
—বস্তুস্তর না হইয়াও কারণ অবস্থাবিশেষে	"	কার্য্যবস্তু অনির্ব্যাক্ত বলিয়া ভিন্ন ও অভিন্নের	"
কার্য্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করে	১০০	মত বোধ হয়	"
—অর্থক্রিয়া ও নামভেদধারা ভেদ সিদ্ধ হইলেও	"	ব্যবহারক্ষেত্রে ভেদাভেদ থাকে এই ভাবে ভাষা ব্যাখ্যায়	"
অভেদে তাহার উপপত্তি	"	ভাষ্ক—প্রতিবে কার্য্যের বৃত্তির সহকারিত্ব করা যায়	"
১৬। সত্ত্বাচ্ছাবরস্ত্র (সিঃ হঃ)	১০১	তাহার নিদর্শন	১১৩
ভাষ্ক—প্রতি ও যুক্তি প্রমাণধারা কার্য্যের অনন্তত্ব	১০০	—“নদেব” প্রভৃতি প্রতির দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে	"
—কারণের ও কার্য্যের সত্তা অভিন্ন	"	কার্য্য থাকে সিদ্ধ হয়	"
ভামতী—ঘট যেমন পট হয় না, সৎ তদ্রূপ অসৎ হয়	১০১	—পূর্বে “অসৎ ছিল” ইত্যাদি প্রতি পূর্বপক্ষস্থানীয়	"

- ‘যেনাক্তং’ প্রতি থাকার পূর্বপক্ষে
প্রতিজ্ঞাবানিতও শঙ্কা হয় ১১০
ভামতী—এই অংশে ব্যাখ্যা নাই “
- ১৯। পটবচ্চ (সি: হু:) “
ভাষা—সঙ্কটিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা কারণে কাব্যসত্তা প্রদর্শন ১১৪
—বস্ত্রের বিস্তারের পরিমাণের জ্ঞানের দ্বারা
কাব্যকারণের জ্ঞানভেদ “
ভামতী—এই অংশেরও ব্যাখ্যা নাই “
- ২০। যথা চ প্রাণাদি (সি: হু:) “
ভাষা—প্রাণ অপানাদি বায়ু প্রাণারামের দ্বারা বন্ধ হইলে
একই প্রাণ হয়, অল্প সময়ে পৃথক্ “
কাব্যকারী হয়, ব্রহ্মরূপ কারণও ভূত্বপ “
ভামতী—এই অংশেরও ব্যাখ্যা নাই “
৬ষ্ঠ অধিকরণসার ১১৫—১১৭
- ২১। ইত্তরব্যপদেশোক্তিতাকরণাদি-
দোষপ্রসক্তি: (পূর্বপক্ষ হু:) ১১৮
ভাষা—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, ইহাতে যুক্তি ও প্রতি প্রদর্শন ১১৯
—ব্রহ্ম জীব হইলে নিজের অনিষ্ট
করেন বলিতে হয় “
—জীব নিজদেহকে উপসংহার করিতে পারে না,
অতএব জীব ব্রহ্মভিন্ন “
—সৃষ্টি জীবেরই, ব্রহ্মের নহে—শঙ্কা “
ভামতী—ভেদ ও অভেদবোধক প্রতি থাকিলেও
ভেদাভেদ মিলিত হয় না—শঙ্কা “
—কেহ নিজেকে বন্ধ করে না,
একজ্ঞ ব্রহ্ম জীব হন নাই—শঙ্কা “
—চেতনব্রহ্ম জগৎকারণ নহে—শঙ্কা “
- ২২। অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ (সি: হু:) ১২০
ভাষা—নিজে নিজের অনিষ্ট করার আপত্তি খণ্ডন ১২১
—ভেদপ্রতি উক্তার করিয়া যুক্তি ও
অল্প প্রতিতির দ্বারা উপপাদন “
—নম্যক জ্ঞানদ্বারা ভেদব্যবহার বাধিত হয় বলিয়া
ব্রহ্মে কোন দোষ নাই “
ভামতী—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ বলিয়া জীবের দুঃখ ও দুঃখশূন্য
অবস্থা উভয়ই দেখেন, অতএব অহিতকরণ
দোষ হয় না ১২২
- ২৩। অশ্মাদিবচ্চ তদুপপত্তি: (সি: হু:) ১২২
ভাষা—প্রস্তরে হীরকাদিভেদ, পৃথিবীতে নানাবীজভেদ, অল্পের
রসরক্তাদিভেদবৎ এক ঈশ্বরের নানাকার্য্য “
—বাচ্যরক্ত প্রভিধে ও অশ্মদৃষ্টান্তবলে উপপত্তি “
ভামতী—ব্রহ্মের বিবর্তে বোধশঙ্কা হয় বলিয়া এই সূত্রের
অবতারণা কথন ১২৩
৭ম অধিকরণসার ১২৩ ১২৪
- ২৪। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেত্ন
কীরবন্ধি (সিদ্ধান্ত হু:) ১২৪
ভাষা—দ্রুত হইতে দখির দ্বারা অলংকার ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি সম্ভব ১২৫
—উক্ত ও অল্পরস দখির কারণ নহে, শীঘ্রতাসম্পাদক “
—পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মের সহায় অপ্রাথমিক ইহাতে প্রতিপ্রমাণ “
ভামতী—কাব্যের আকর্ষিকব্রহ্মসঙ্গদ্বারা আপত্তি ১২৬
—কারণভেদই কাব্যভেদের হেতু “
—ক্রমরহিত কারণ হইতে কার্য্যক্রম অব্যক্ত ১২৭
- উত্তরে ব্রহ্মের ভাবিকব্রহ্মপ, অথবা মিথ্যা “
সর্বভাবানুপবিবরক বিকল্পধর ১২৭
—ভাবিকব্রহ্মপে “ন তত্ত্ব কাব্যং করণং” প্রতিতির
দ্বারা আপত্তিখণ্ডন “
মারিকব্রহ্মপে “মারং তু অকৃতং” প্রতিতির দ্বারা
আপত্তিখণ্ডন “
- ২৫। দেবাদিবদপি লোকে (সি: হু:) “
ভাষা—কৃতকারাদির দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিতে
সহায় প্রদর্শনাপত্তি ১২৮
—উত্তরে দেবতার সহায়শূন্যভাবে কাব্য করিবার
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন “
—মাকড়সার দৃষ্টান্তদ্বারা উত্তরপ্রদান “
—বকের গর্ভধারণ দৃষ্টান্তদ্বারা উত্তরপ্রদান “
—পদ্মিনীর জলাশয়ান্তরগমন দৃষ্টান্তদ্বারা উত্তরপ্রদান “
—মাকড়সাদির দৃষ্টান্তে ব্যাভিচারশঙ্কা “
—কুলালাদির সহিত দেবতাদৃষ্টান্তের বৈলক্ষণ্য-
প্রদর্শনদ্বারা উত্তরপ্রদান “
ভামতী—চেতনপক্ষে বিশেষণ দিয়া দ্রুতকারি দ্বারা
ব্যভিচার শঙ্কার বারণ ১২৯
—লোকশব্দের অর্থ—শঙ্কা “
৮ম অধিকরণসার ১২৯—১৩০
- ২৬। কৃৎস্নপ্রসক্তি নিরবয়বত্বশঙ্ক-
কোপো বা (পূর্বপক্ষ হু:) ১৩১
ভাষা—ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া সর্বত্র পণিত হন,
অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন ১৩২
—ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে অনিত্য হন ও প্রতিবিরোধ
হয়, অতঃপা উক্ত আপত্তিই থাকে “
ভামতী—সূত্রোক্ত পূর্বপক্ষদ্বারা পরিণামবাদ হুত্রকারের
অভিপ্রের্ত্ত কিনা শঙ্কা করিয়া বিবর্তবাদেই
অভিপ্রায়প্রদর্শন ১৩৩
—নিরবয়ব ও সাবয়বের মধ্যে রূপান্তর নাই
বলিয়া প্রতিতির অর্থানুদর্শনকাই সূত্রোক্তপ্রায় ? “
- ২৭। প্রভেদস্ত শব্দমূলত্বাৎ (সিদ্ধান্ত হু:) ১৩৪
ভাষা—ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিতেও ব্রহ্মের পরিণাম
হয় না, ইহা প্রতিবলে জানা যায় ১৩৫
—ব্রহ্ম শব্দমূল, অল্পপ্রমাণগম্য নহে “
—মণিমন্ত্রমহোষধির দ্বারা অপরিণত হইয়াও
ব্রহ্ম চইতে জগৎ হয় “
—অচিন্ত্যবিষয় তর্কগম্য নহে “
—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎপক্ষে পরিণত হন, অথচ সমগ্র
ব্রহ্ম হন না, ইহা বিকল্পদ্বারা সমাধান
করা যায় না ১৩৬
—অবিজ্ঞাতকল্পিত রূপভেদবীকারদ্বারা উপপত্তি “
—ভিমিরোপগে চক্রে ছুটি দৃষ্ট হইলেও যেমন এক তত্ত্বপ “
—ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ—এই জ্ঞানে কোন ফল নাই “
—ব্রহ্ম সর্বব্যবহারাতীত আত্মা—এই জ্ঞানেই
মোক্ষফলাভ হয় “
—তত্ত্বজ্ঞ প্রতিতির প্রমাণ “
ভামতী—ব্যাখ্যা নাই “
- ২৮। আত্মনি চৈবং বিচিত্রান্ধ হি (সি: হু:) “
ভাষা—আত্মনি চৈবং বিচিত্রান্ধ হি (সি: হু:) ১৩৭
—“আত্মনি চৈবং বিচিত্রান্ধ হি” প্রতিতির দ্বারা উপপাদন “

—মায়াবীর দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন	১৩৭
ভামতী—এই সূত্রে মায়াবাদ পরিষ্কৃত বলিয়া স্বীকার	..
—বধুদৃষ্টান্ত মায়াবাদেরই অমুকুল	..
২৯। অপক্কদোষাচ্চ (সিদ্ধান্ত সূত্র)	..
ভাষা—সাংখ্যেরও সমুদায় প্রকৃতির পরিণামাশঙ্কাক্রম দোষ	১৩৮
—সাংখ্যের সাবয়ব প্রধান স্বীকার করিলেও দোষ	..
—প্রধান সাবয়ব বলিলে অনিত্যতাদোষ হয়	..
—শক্তি-স্বীকারদ্বারা উপপাদন করিলে	..
ব্রহ্মবাদের সহিত সমান হয়	..
—সাংখ্যমতের দোষের দ্বারা বৈশেষিকমতেও দোষ	১৩৮
—পরমাণুধ্বংসযোগে স্থলতা না হইয়া অণুতর	..
পরমাণুত্বের আপত্তি	..
—একাত্মের সহিত সংযোগস্বীকারে সাবয়ববশঙ্কা	..
—ব্রহ্মবাদীর এ সব দোষ হয় না	..
ভামতী—সাংখ্যমতে সকলগুণ মিলিত হইয়া পরিণত হয়	১৩৯
—নিরবয়ব সকল গুণের সম্পূর্ণ পরিণামে মূলোচ্ছেদ হয়	..
—একাত্মের পরিণামে সাবয়ব হয়	..
—বৈশেষিকের পরমাণুবাদের পরিষ্কার	..
—আরম্ভবাদের দোষ অপরিহার্য	..
—বৈদান্তিককে মায়াবাদী বলিয়া স্বীকার	..
১ম অধিকরণসার	১৩৯---১৪১
৩০। সর্বোপেতা চ তর্কশনাৎ (সিঃ সূঃ)	১৪১
ভাষা—পরব্রহ্মের বিবিধগুণিতে প্রতি প্রমাণ	১৪২
ভামতী—ভাষাখ্যাত্যামাত্র	..
৩১। বিকরণাত্মেনি চেৎ তত্ত্বজ্ঞানম্ (সিঃ সূঃ)	..
ভাষা—করণশূন্য সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের সৃষ্টির	..
অসম্ভাবনাশঙ্কাত্ত	১৪৩
—দেবতাগণ মনঃকল্পিত করণ্যির দ্বারা কার্য করেন	..
—“নেতি নেতি” প্রতিঘাৱাত্ত ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্ব	..
নিবিদ্ধ হইলেও প্রতিগম্য ব্রহ্মে তাহা সম্ভব	..
—ব্রহ্ম তর্কগম্য নহেন	..
—ব্রহ্মের দেহাদি নিবিদ্ধ হইলে অবিভাংশক্তি নিবিদ্ধ নহে	..
—“অপাণিপাদঃ” প্রতিতির দ্বারা সমর্থন	..
ভামতী—পরমেশ্বর অন্তঃকরণ অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করেন	১৪৪
১ম অধিকরণসার	১৪৪---১৪৫
৩২। ন প্রয়োজনবজ্ঞাৎ (পূর্বপক্ষ সূত্র)	১৪৫
ভাষা—ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বে পুনরার আক্ষেপ	১৪৬
—প্রয়োজন না থাকায় ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্ভব নয়	..
—প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কিছু করে না	..
—এজন্ত “ন বা অরে” প্রতি প্রমাণ	..
—পরমাশ্চা নিত্যাত্ত ও তাঁহার প্রয়োজন সম্ভব নহে	..
—উন্নতির দ্বারা নিশ্চয়প্রয়োজন কর্তে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বহানি	..
ভামতী—মহামাসম্পন্ন সৃষ্টিতে ঈশ্বরের লীলাও হেতু হয় না	১৪৭
—লীলার স্বত্বপ্রয়োজন আছে	..
—বুদ্ধিমানের প্রযুক্তি প্রয়োজনবশায় দ্বারা ব্যাপ্ত	..
—প্রয়োজনাত্তাবশ্যতঃ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না	..
৩৩। লোকবন্তুলীলাকৈবল্যম্ (সিঃ সূঃ)	..
ভাষা—প্রয়োজন না থাকিলেও স্বতাব্যবশতঃ সৃষ্টি সম্ভব	১৪৮
—রাজার লীলার প্রয়োজনাত্তাবের দৃষ্টান্ত	..
—নিঃশাসপ্রশ্বাসে প্রয়োজনাত্তাবের দৃষ্টান্ত	..
—ঈশ্বরের প্রয়োজনস্বীকারে প্রতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ হয়	..
—স্বত্বাবের উপর শয় হয় না	..

—ঈশ্বরের শক্তি অনন্ত বলিয়া আত্মাস অসঙ্গত	..
—লীলার মধ্যে প্রয়োজন অবশেষ করিলে প্রতিবিরুদ্ধ হয়	..
—আপ্তকাম প্রতি তাহার প্রমাণ	..
—সৃষ্টি পরমার্থ নহে, “ব্রহ্মই আশ্রা” ইহা	..
প্রতিপাদনের জন্ত, এজন্ত—কোন দোষ হয় না	..
ভামতী—প্রয়োজন না থাকিলে প্রযুক্তি থাকে না	..
একপ নিয়ম নাই	১৪৯
—“যুগা চেষ্টা করিও না” এই ধর্মসূত্রের	..
বিধানের নিরর্থকতাশঙ্কা	..
—অর্জুনের সমুদ্রবন্ধন দৃষ্টান্ত	১৫০
—অগস্ত্যের সমুদ্রপান দৃষ্টান্ত	..
—যুগযুগতির ঐক্যলিঙ্গানির্মাণ দৃষ্টান্ত	..
—যদুচ্ছা, বা স্বভাব, বা লীলাবশতঃ ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি	..
—অবিভাংশবশতঃ সৃষ্টি বলিয়া কোন অংগভিই হির নহে	..
—যিচ্ছা, অলাভচ্ছা, গন্ধর্বনগর প্রভৃতির	..
সৃষ্টি নিশ্চয়োজন	..
—সৃষ্টিবর্জন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত, সৃষ্টির সত্যতার জন্ত নহে	..
১১ম অধিকরণসার	১৫০---১৫১
৩৪। বৈষম্যনৈমিত্ত্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ	..
তথাহি দর্শয়তি (সিঃ সূঃ)	১৫২
ভাষা—বৈষম্যনৈমিত্ত্যাবশ্যতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বে	..
আপত্তির খণ্ডন	১৫৩
—ঈশ্বর জীবকর্মসাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন	..
—ঈশ্বর মেঘের মত বৈষম্যবিহীন	..
—ঈশ্বর সাধারণকারণ	..
—জীবকর্মসাপেক্ষ সৃষ্টিতে প্রতিপ্রমাণ	..
ভামতী—সভাপতি যুক্তবাদীকে যুক্তবাদী এবং অযুক্তবাদীকে	..
অযুক্তবাদী বলিলে যেমন দোষ হয় না এম্বলেও	..
তজ্ঞপ ঈশ্বরে দোষ হয় না	১৫৫
—ঈশ্বর মধ্যস্থের দ্বারা বলিয়া নির্দোষ	..
—জীবকর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরে ঐশ্বর্যের হানি হয় না	..
—প্রভু ভূত্যকে কর্ম্মাত্মসারে পুরস্কার দিলে	..
প্রভুর ঐশ্বর্য হানি হয় না	..
—জীব পূর্বকর্ম্মাত্মরূপই কর্ম্ম করে	..
—সৃষ্টির তাৎক্ষিক স্বীকার করিয়া এই উত্তর,	..
বস্তুতঃ অনির্কলনীয়	১৫৬
—মায়াবীর হিরণ্যুহত্বপ্রদর্শনে যেমন বৈষম্য	..
হয় না, ইহাও তজ্ঞপ	..
—স্বভাব বা লীলাবশতঃ অনির্কলনীয় ভগবৎ-	..
সৃষ্টিতেও দোষ হয় না	..
৩৫। ন কর্ম্মাবিতাগাদিতি	..
চেন্নানাদিদ্ধাৎ (সিঃ সূঃ)	..
ভাষা—সৃষ্টির আদিতে এক সং ছিল এই প্রতি অনুসারে	..
জীবের উচ্চনীচত্বের ঈশ্বরকারণতার	..
পক্ষপাতদোষশঙ্কা	..
—উত্তরে, সৃষ্টির বীজাত্মরূপে অনাদি কখন	..
ভামতী—ভাষাখ্যাত্যামাত্র	১৫৭
৩৬। উপপত্ততে চাপ্যপলভ্যতে চ (সিঃ সূঃ)	..
ভাষা—সংসারের অনাদি ক্রিয় ও প্রতিতির দ্বারা সিদ্ধ	..
—সংসার সাধি হইলে মুক্তিরও পুনঃ সংসারাপত্তি	..
—কৃতনাম ও অন্ত্যাত্ম্যগম্য দোষও হয়	১৫৮
—অন্ত্যাত্ম্যপ্রদোষও হয়	..

—“অনেন জীবেন” প্রতি, “স্বর্ঘ্যচক্রমসৌ”		—সাংখ্যপ্রভৃতি আচার্যগণের দোষ পরিহারপূর্বক	
“নান্তো ন চাদি” ইত্যাদি প্রতির প্রমাণ	১৫৮	স্বমতের উপসংহারার্থ এই সূত্রের প্রয়োজন	১৬২
ভামতী—পূর্বসূত্রের অনাদিষ্ট হেতু প্রমাণার্থ এই সূত্র	১৫৯	—বিচারে স্বপক্ষস্থাপনান্তর পরপক্ষ খণ্ডনই রীতি	,”
—কর্তৃত্বরূপ বল না হইলে বিধিনিষেধশাস্ত্রের আনর্থক্য	,”	—ঔপনিষদধর্মন অনতিশঙ্কনীয়	,”
—মোকশান্ত্র অনর্থক হয় ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন	,”	ভামতী—ভাষ্যের সর্বজ্ঞপদের লৌকিকব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে	,”
—অন্তোক্তপ্রদোষের উপপাদনসহকারে ভাষ্যাব্যাখ্যা	,”	সর্বশক্তিপদের দ্বারা ব্রহ্মই উপাদান ও	
—রাগাদিশব্দের অর্থ—রাগ ঘেয ও মোহ	,”	—নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে	,”
—ক্লেশপদের অর্থ রাগাদি	,”	—মহামায় শব্দদ্বারা সর্বপ্রকার অমুপপত্তির	
—ভবিষ্যদ্বস্তুর দ্বারা ব্যপদেশের দৃষ্টান্ত	,”	শঙ্কা বারণ করা হইয়াছে	১৬৩
—“সদেব সৌম্য” প্রতিতে সূক্ষ্মরাগাদির নিষেধ হয় নাই	১৬০	১৬৭ অধিকরণসার	,”
১২৭ অধিকরণসার	১৬০—১৬১	সমুদায় সূত্রের সহিত অধিকরণ, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত	
৩৭। সর্বধর্মোপপত্তেচ্চ (সি: সূ:)	১৬২	পক্ষের সম্বন্ধপ্রদর্শন	১৬৪
ভাষ্য সর্বজ্ঞস্ব সর্বশক্তিমণ্ড এক ব্রহ্মেই সমস্ত			
বলিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ	১৬২	ভামতীপ্রভা টীকা	১৬৫—২২০ পৃষ্ঠা

অমসংশোধন

৩৫ পৃষ্ঠা ১১ পঙ্ক্তি

“বিজ্ঞানং চ” এই বৈদবাক্যরূপ = প্রত্যক্ষরূপ
হইয়াছে একত্র = হইলে

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি বেদব୍ୟাস প্রণীতম্
ব্রহ্মসূত্রং . নাম বেদান্তদর্শনম্
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অথ মঙ্গলপাঠঃ ।

ও নমো ব্রহ্মাদিত্যো ব্রহ্মবিতাসম্প্রদায়কর্কষ্যো বংশধাৰিত্যো মহন্ত্যো

নমো গুরুভাঃ ।

সৰ্বোপপ্ৰবৰহিতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ প্রত্যগর্থো ব্রহ্মবাহুহম্মি ।

নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্টং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ ।

ব্যাসং শুকং গোড়পদং মহাস্তং গোবিন্দবোগীন্দ্রমথাস্ত্র শিগ্ৰম্ ॥১

শ্রীশঙ্করাচার্যামথাস্ত্র পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিগ্ৰম্ ।

তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্ত্ৰানম্বদগুরুন্ সন্ততমানতোহস্মি ॥২

ঐতিহ্যতিপুরাণানামালয়ং করুণালয়ম্ ।

নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥৩

শঙ্করং শঙ্করাচার্যং কেশবং বাদরায়ণম্ ।

সূত্রভাণ্ডকর্ত্তৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥৪

ঈশ্বরে গুরুস্মৃতি মূর্ত্তিভেদবিভাগিনে ।

ব্যোমবদ্ব্যাপ্তদেহায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥৫

অস্ততানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্ ।

স্মৃতিমাত্রেন যৎ পুংসাং ব্রহ্ম তন্নঙ্গলং পরম্ ॥৬

অতিকল্যাণরূপস্বামিত্যকল্যাণসংশ্রয়াৎ ।

স্বতৃণাং বরদস্বাচ্চ ব্রহ্ম তন্নঙ্গলং বিদুঃ ॥৭

ঔকারশাখশব্দশ্চ ধ্যাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পূবা ।

কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্ধ্যাতৌ তন্মাম্বাদলিকাবৃত্তৌ ॥৮

হরিঃ ও তৎ সৎ পরব্রহ্মণে নমঃ ॥

ও তৎসং ব্রহ্মণে নমঃ ।

শ্রীশ্রীমদ্বৈখিকমহাশিবায়ন বেদবাস প্রণীতম্

ব্রহ্মসূত্র নাম

বেদান্তদর্শনম্ ।

—:~:—

অথ অবিরোধো নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সাংখ্যযোগকাণাদিভিঃ স্মৃতিভিঃ সাংখ্যাদিগ্রন্থতর্কৈশ্চ

বেদান্তসম্বন্ধবিরোধপরিহারো নাম

প্রথমঃ পাদঃ ।

—:~:—

স্বতাবিকরণঃ নাম

প্রথমম্ অধিকরণম্ ।

• ——— •

স্বতানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাত্মস্বতানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১

পাঠ্যভাষ্যম্ ।

‘প্রথমেহধ্যায়ে’ সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণঃ, স্বত্ববর্ণাদয় ইব ঘটরূচকাদী-
নাম্ ; উৎপন্নস্ত জগতো নিয়ন্তৃশ্চেন স্থিতিকারণঃ, মায়াবী ইব মায়ায়াঃ ; প্রসারিতস্ত চ
জগতঃ পুনঃ স্বাস্থ্যশ্চৈব উপসংহারকারণম্, অবনিরিব চতুর্বিধস্ত ভূতগ্রামস্ত ; স এব চ
সর্বেষাং নঃ আত্মা—ইতি এতদ্ বেদান্তবাক্যসম্বন্ধপ্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্, প্রধানাদি-
কারণবাদান্ত অশব্দশ্চেন নিরাকৃতাঃ । ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিভাষ্যবিরোধপরিহারঃ,
প্রধানাদিবাদানাং চ ত্রায়াভাসোপবৃংহিতত্বম্, প্রতিবেদান্তঃ চ দৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বম্
— ইত্যন্ত অর্থজাতস্ত প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আরম্ভ্যতে ।১

ভাট্টাশ্রবণ - সঙ্গতিপ্রদর্শনার্থ পূর্বাপর অধ্যায়বাক্যেন্দ্রেণ ।

• ১। প্রথম অধ্যায়ে—সর্বজ্ঞঃ ও সর্বেশ্বরই, স্মৃতিকা ও স্ববর্ণাদি যেমন ঘট ও রূচক নামক স্ববর্ণময় কণ্ঠভূষণের
উৎপত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ জগতের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকেন ; মায়াবী যেমন মায়ার নিয়ন্তৃরূপে স্থিতি-
কারণ হয়, তদ্রূপ উৎপন্ন জগতের নিয়ন্ত্বরূপে স্থিতির কারণ হইয়া থাকেন, পৃথিবী যেমন জরায়ুজ অণুজ
শ্বেদজ ও উত্তিজ নামক চতুর্বিধ ভূতসমূহের নিজ স্বরূপেই উপসংহার অর্থাৎ লয়ের কারণ হয়, তদ্রূপ এই
প্রসারিত জগতের নিজ স্বরূপেই উপসংহারের কারণ হইয়া থাকেন, এবং তিনিই আমাদের সকলের আত্মা—
ইত্যাদি বিষয়সমূহ, বেদান্তবাক্যের সম্বন্ধপ্রতিপাদনদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং তৎপরে প্রধানাদি
কারণবাদ সকল অর্থাৎ যে সকল মতে প্রকৃতি ও পরমাণু প্রভৃতিই জগতের কারণ বলা হয়, সেই সকল মতবাদ
অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলিয়া নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে । এক্ষেপে স্বপক্ষে অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট
ব্রহ্মকারণবাদে স্মৃতি ও স্ত্রায়ের সহিত তাহার বিরোধপরিহার, প্রধানাদি বাদসমূহ যে ত্রায়াভাসদ্বারা উপবৃংহিত
অর্থাৎ বুদ্ধ্যভাসদ্বারা পরিপুষ্ট এবং প্রত্যেক বেদান্তোক্ত দুইবিধ প্রক্রিয়া—যে অবিগীত অর্থাৎ নির্দোষ—এই
সকল বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ।১

(সাংখ্যদ্বিতীয়াংশে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাত্মস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১]

ভাবতী ।

বৃত্তবর্জিত্যমাণয়োঃ সমন্বয়বিরোধপরিহারলক্ষণয়োঃ সঙ্গতিপ্রদর্শনায় স্মৃতগ্রহণায় চ এতয়োঃ সংক্ষেপতঃ তাৎপর্যার্থম্ আহ—“প্রথমে হধ্যায়ে” ইতি । অনপেক্ষবেদান্তবাক্যস্বরসঙ্গ-সমন্বয়লক্ষণস্ত বিরোধতৎপরিহারাত্যাম্ আক্ষেপসমাধানকরণাৎ অনেন লক্ষণেন অস্তি বিষয়-বিষয়িতাব্যবস্থাঃ । পূর্বলক্ষণার্থো হি বিষয়ঃ, তদগোচরত্বাৎ আক্ষেপসমাধানয়োঃ এব চ বিষয়ী ইতি ১১

ভাবতীর অনুবাদঃ । পূর্বাধ্যায়ের সহিত ইহার বিষয়বিষয়িতাব্যবস্থা সঙ্গত ।

১। ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে কি, জীব পরমাণু ও প্রকৃতি প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে বলিয়া যে সকল ক্রতির তাৎপর্য সন্দেহ হয়, সে সকল ক্রতির যে ব্রহ্মেই তাৎপর্য এতাদৃশ সমন্বয়লক্ষণ যে বৃত্ত অর্থাৎ যাহা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদিগণ তদ্বিষয়ে যে সকল বিরোধ উত্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের পরিহার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইবে, এতাদৃশ পরিহারলক্ষণ যে বর্জিত্যমাণ বিষয়সমূহ, তাহাদের সঙ্গতি, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সঙ্গত তাহার প্রদর্শনমানসে এবং অন্যাসে যাহাতে বৃত্তব্যবিসয়সমূহ বৃত্তিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্যে, ভগবান্ ভাষ্যকার “প্রথমে অধ্যায়ে” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এই দুই অধ্যায়ের অভিপ্রেত অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন । বিরোধ এবং তাহার পরিহারদ্বারা আক্ষেপের সমাধান করায় অনপেক্ষ বেদান্তবাক্য-সমূহের যে স্বরসঙ্গিত সমন্বয়, তাদৃশ সমন্বয়লক্ষণ প্রথম অধ্যায়ের সহিত সেই সমন্বয়বিষয়ক বিরোধ এবং তাহার পরিহারাত্মক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বিষয়িতাব্যবস্থা সঙ্গত থাকে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমন্বয় অধ্যায়টি নিরপেক্ষ বেদান্তবাক্যের অভিপ্রেত অর্থ লইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সে বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিগণ বিরোধ দেখাইয়া যে যে দোষ উত্থাপন করিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সকল বিরোধ পরিহার করিয়া তৎকল্পিতদোষের নিরাস করা হইয়াছে, অতএব এই অধ্যায়ের সহিত পূর্বাধ্যায়ের বিষয়বিষয়িতাব্যবস্থা সঙ্গত আছে, যেহেতু পূর্বলক্ষণের অর্থাৎ সমন্বয়লক্ষণের দ্বারা অর্থ তাহাই বিষয়, আর আক্ষেপ ও সমাধান সেই সমন্বয়বিষয়ক হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ তাহাকে অবলম্বন করিয়া দোষের কল্পনা ও তাহার নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিষয়ী ১১

শাক্তরভাসম্ ।

‘তত্র প্রথমং ভাবৎ’ স্মৃতিবিরোধম্ উপন্যস্ত পরিহরতি—

“স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাত্মস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১”

যজ্ঞস্তত্র ব্রহ্মৈব সর্বজ্ঞঃ জগতঃ কারণম্ ইতি তৎ অযুক্তম্ ; কুতঃ—“স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ” । স্মৃতিশ্চ ‘তজ্জাত্যা পরমর্ষিপ্রণীতা’ শিষ্টপরিগৃহীতা, ‘অজ্ঞান্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ,’ এবং সতি ‘অনবকাশাঃ প্রসজ্যেতব্’ । তাস্মৈ হি অচেতনং প্রধামনং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণম্ উপনিবদ্যতে । মন্বাদিস্মৃতয়ঃ ভাবৎ চোদনালক্ষণেন অগ্নিহোত্ৰাদিনা ধর্মজাতেন অপেক্ষিতম্ অর্থঃ সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশাঃ ভবন্তি । অস্ত্য বর্গস্ত্য অগ্নিন্ কালে অনেন বিধানেন উপনয়নম্, ঐদৃশশ্চ আচারঃ, ইথং বেদাধ্যয়নম্, ইথং সমাবর্তনম্, ইথং সহধর্ম-চারিণীসংযোগ ইতি । তথা পুরুষার্থাংশ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম্যান্ নানাবিধান্ বিদধতি । ন এবং কপিলাদিস্মৃতীনাম্ অনুর্তেয়ে বিষয়ে অবকাশঃ অস্তি । মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্দর্শনম্ অদিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ । যদি তত্রাপি অনবকাশাঃ স্মৃত্যাঃ আনর্থক্যমেব আসাং প্রসজ্যেত । ‘তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাভব্যঃ’ ১২

ভাষ্যানুবাদ—পূর্বপক্ষে সাংখ্যদ্বিতীর সহিত অবিরোধে বেদান্তব্যাখ্যা উচিত ।

২। তদ্বাচ্যে “স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন অজ্ঞান্ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ” অর্থাৎ “স্মৃতির অনবকাশ দোষ হয়, যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না, যেহেতু অজ্ঞান স্মৃতির অনবকাশ দোষ হয়” এই স্বত্বদ্বারা প্রথমে স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন । যথা—ভুমি যে বলিয়াছে—সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহা স্মৃতিসঙ্গত নহে । কারণ, তাহা হইলে স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ সাংখ্যদ্বিতীয়ের অশ্রম্যতা দোষ হইয়া পড়ে । স্মৃতি অর্থ তত্ত্বনামক শাস্ত্র, ইহা পরমর্ষি

(সাংখ্যদ্বি অল্পসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাশ্চ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১]

অর্থাৎ মহর্ষি কপিলের প্রণীত, এবং শিষ্টপরিগৃহীত অর্থাৎ আচার্য্যগণ ইহাকে সাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । এইরূপ কপিলের মত লইয়া আহুরি ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি ঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সে শুদ্ধি ও স্মৃতি, তাহারাই শিষ্টপরিগৃহীত । ‘একুপ হইলে’ অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে এই সকল স্মৃতি অনর্থক হইয়া পড়ে । কারণ, সেই সকল শাস্ত্রে অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু মহাপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত স্মৃতি সকল অনর্থক হয় না, কারণ, চোদনালক্ষণ অর্থাৎ বিধিবোধিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্মসমূহের উপদেশ দিয়া অপেক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্যবিষয় প্রকাশ করায় তাহার সাবকাশ অর্থাৎ সার্থক হইয়া থাকে । যেহেতু তাহা—এই বর্ণের এই সময়ে এই বিধি অল্পসারে উপনয়ন দিতে হয়, এই প্রকার সদাচার, এই প্রকারে বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়, এই প্রকারে সমাবর্তন করিতে হয়, এই প্রকারে বিবাহ করিতে হয়—ইত্যাদি উপদেশ এবং নানাবিধ বর্ণাশ্রমধর্মরূপ পুরুষার্থসমূহের বিধান দিয়াছে । কপিলাদি প্রণীত স্মৃতিগুলির উক্তরূপ অল্পেই বিষয়ে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্তব্যাকর্মে এই প্রকার সার্থকতা নাই । কারণ, তাহারাই অগ্নিহোত্রাদি কোনকর্ম করিতে আদেশ দেয় নাই, প্রভূত, একমাত্র মোক্ষের সাধন সমাগ্ধর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া সেই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে । যদি তাহাতেও তাহাদের কোন সার্থকতা না থাকে, তাহা হইলে সেই কপিলাদিস্মৃতি একবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে । অতএব যাহাতে সাংখ্যাদিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হয়, সেই প্রকারে বেদান্ত সকল ব্যাখ্যা করা উচিত ৷২

ভাস্তী ।

২ । তৎ এবম্ অধ্যায়ম্ অবতারণা তদবয়বম্ অধিকরণম্ অবতারয়তি—“তত্র প্রথমং তাবৎ” ইতি । তদ্ব্যতীতে ব্যুৎপাত্তে মোক্ষসাধনম্ অনেন ইতি তদ্ব্যম্, তদেব আখ্যা যন্তাঃ সা স্মৃতিঃ “তদ্ব্যখ্যা”, “পরমর্ষিণা” কপিলেন আদিবিশিষ্টা “প্রণীতা” । “অগ্ন্যশ্চ” আশ্রমবিধিগণাঃ প্রণীতাঃ “স্মৃতয়ঃ” “তদল্পসারিণ্যঃ” । ন বলু অমুখ্যঃ স্মৃতিনাং মধ্বাদিস্মৃতিবৎ অগ্ন্যঃ অবকাশঃ শক্যো বদিতুম্, স্মৃতে মোক্ষসাধনপ্রকাশনাৎ । তদপি চেৎ ন অভিদধ্যাঃ “অনবকাশাঃ” সত্যঃ অপ্রমাণঃ “প্রসজ্যেরন” । “তস্মাৎ” “তদবিরোধেন” কথঞ্চিৎ “দেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যঃ” ৷২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

চেতনজগদ্রূপাদানসম্বন্ধঃ সাংখ্যাস্মৃত্য সঙ্ঘোচ্যতাং ন বা ইতি সর্বজ্ঞতাবিত্তমসামো বলাবলাবিনিগমাৎ সঙ্গোহে পূর্বগতম্ আহ—“ন খণু” ইতি ১১-২

ভাস্তীর অনুবাদ । তত্ত্বপ্রভৃতি শব্দের অর্থ ।

২ । এই প্রকারে অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া “তত্র প্রথমং তাবৎ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অধ্যায়ের অংশ এই প্রথম অধিকরণের অবতারণা করিতেছেন । মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন অর্থাৎ উপায় যাহার দ্বারা ব্রহ্মান হইয়াছে, তাহার নাম তত্ত্ব, সেই তত্ত্বই হইয়াছে আখ্যা অর্থাৎ নাম যাহার তাহাই তদ্ব্যখ্যা অর্থাৎ তত্ত্বনামক শাস্ত্র । পরমর্ষিপ্রণীত শব্দের অর্থ—আদিবিশিষ্ট মহর্ষি কপিলের প্রণীত স্মৃতি, অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি প্রথম-বিশিষ্ট সেই মহর্ষি কপিল যেই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা, এবং অগ্ন অর্থাৎ তদল্পসারি স্মৃতিসকল, অর্থাৎ আহুরি পঞ্চশিখপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত কপিলস্মৃতি অল্পসারেই রচিত যে অগ্ন স্মৃতিসকল তাহারাই, এই সকল স্মৃতি মোক্ষের সাধন প্রকাশ করা ভিন্ন, মহা প্রভৃতি স্মৃতির দ্বারা অগ্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া সাবকাশ অর্থাৎ সার্থক হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না । যদি এই সকল সাংখ্যস্মৃতি মোক্ষসাধনকেও প্রকাশ না করে, তাহা হইলে অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্য হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । অতএব যাহাতে সাংখ্যস্মৃতির সহিত বিরোধ না হয়, এইরূপে কোন প্রকারে বেদান্তসকল ব্যাখ্যা করা উচিত ৷২

শাস্ত্রভাস্তম্ ।

কথং পুনঃ ইত্যাদিত্যভ্যঃ হেতুভ্যঃ ত্রৈলোক্যে সর্বজ্ঞঃ জগতঃ কারণম্ ইতি অবধারিতঃ ক্রত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনঃ আক্ষিপ্যতে ? ভবেৎ অয়ম্ অনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্র-প্রজ্ঞানাম্ ; পরতন্ত্রপ্রজ্ঞান প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ ক্রত্যর্থম্ অবধারয়িতুম্ অশক্যবস্তঃ প্রাধ্যাতপ্রণেতৃকাস্ম স্মৃতিম্ অবলম্বেরম্ । তদ্বলেন চ ক্রত্যর্থঃ প্রতিপিত্বসেরম্ । অস্বৎ-কৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্ত্যঃ, বহুমানাৎ স্মৃতিনাং প্রণেতৃবু । কপিলপ্রভৃতিনাং চ অর্থঃ জ্ঞানম্ অপ্রতিভং স্মর্যতে । ক্রতিশ্চ ভবতি—

(সাংখ্যশ্রুতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্বতন্ত্রবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চৈব্যাক্ত্যনুতন্ত্রবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১]

“ঋষিং প্রসূতং কপিলং বস্তুমগ্রে জ্ঞানৈবিত্ত্বি জায়মানং চ পশ্যেৎ”

(শ্বেঃ উঃ ৫১২) ইতি । তস্মাৎ ন এবাং মতম্ অস্বার্থঃ শক্যঃ সত্ত্বাবিরুদ্ধম্ । তর্কানষ্টেন চ এতে অর্থঃ প্রতিষ্ঠাপরন্তি । তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনঃ আক্ষেপঃ । ৩

ভাষ্যমুদার—পূর্বপক্ষীর পুরসার আক্ষেপ ।

৩। যদি বল “স ঐক্যত” অর্থাৎ তিনি ঐক্য অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি প্রতিবাক্যরূপ হেতুবলে, (ঐক্যতেনাশক্যম্) এই ১১১৫ হুক্তে) স্থির করা হইয়াছে যে, একমাত্র সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎতের কারণ; এক্ষণে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ হইয়া যায় বলিয়া অর্থাৎ সাংখ্যশ্রুতি বার্থ হইয়া যায় বলিয়া ঐক্যে নিশ্চিত বেদার্থবিষয়ে আবার কেন শঙ্কা করা হইতেছে? তাহা হইলে বলিব—স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞাব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি স্বাধীন (অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অপরের অপেক্ষা করেন না) তাঁহাদের এইরূপ শঙ্কা না হইতে পারে বটে, কিন্তু পরতন্ত্রপ্রজ্ঞগণের অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি পরাধীন, তাহারা প্রায়ই স্বাধীনভাবে বেদার্থ বুঝিতে না পারিয়া, বিখ্যাত ঋষিগণের রচিত শাস্ত্রসকলের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেই সকল শাস্ত্রসাহায্যে বেদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন। ঐ স্মৃতিশাস্ত্রকারণের প্রতি অতিশয় আস্থা থাকায়, আমরা সিদ্ধান্তী যে প্রকার বেদার্থ ব্যাখ্যা করিলাম, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রকৃতি কারণ নহে—ইত্যাদি বলিলাম, তাহাতে বিশ্বাস করিবে না। আরও কপিলপ্রভৃতি স্মৃতিকারণের যে আর্থজ্ঞান, তাহা অপ্রতিহত, অর্থাৎ কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এইরূপই স্বরণ করা হয়। বস্তুতঃ এ বিষয়ে স্মৃতিও আছে “ঋষিং প্রসূতং কপিলং বস্তুমগ্রে” (শ্বেঃ উঃ ৫১২) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর, অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জায়মান, এবং স্থিতিকালে প্রসূত কপিল ঋষিকে জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পূর্ব করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবে, ইত্যাদি। অতএব এই কপিলাদিমহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত সত্য নহে, ইহা মনে করিতে পারা যায় না; আরও তাহারা তর্ক আশ্রয় করিয়াও বেদার্থ স্থির করিয়া থাকেন। সেজন্তেও সাংখ্যশ্রুতির সাহায্যে বেদান্তব্যাক্যসকল ব্যাখ্যা করা উচিত। এইজন্ত এই ১১১৫ হুক্তে ব্রহ্মই জগৎকারণ স্থির হইলেও এই হুক্তে পুনর্বার শঙ্কা করা হইতেছে। ৩ ভাস্তী।

৩। পূর্বপক্ষম্ আক্ষিপতি—“কথং পুনঃ ঐক্যত্যাভিভাঃ” ইতি । প্রসাধিতং খলু ধর্ম্মমীমাংসায়াম্ “বিরোধে দ্বনপেক্ষং স্মাদ্ অসতি হ্রস্বমানম্” ইত্যত্র, যথা প্রতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং দুর্বলতয়া অনপেক্ষণীয়ত্বং তস্মাৎ ন দুর্বলানুরোধেন বলীয়সীনাং স্মৃতীনাং যুক্তম্ উপবর্ণনম্, অপি তু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবাঃ স্মৃতয়ঃ দুর্বলাঃ স্মৃতীঃ বাধস্তে এব—ইতি যুক্তম্ । পূর্বপক্ষী সমাধস্তে—“ভবেৎ অয়ম্” ইতি । প্রসাধিতোহপি অর্থঃ প্রজ্ঞাজড়ান্ প্রতি পুনঃ প্রসাধ্যতে ইত্যর্থঃ । আপাততঃ সমাধানম্ উক্তম্ । পরমসমাধানম্ আহ পূর্বপক্ষী “কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্থম্” ইতি । অয়ম্ অশ্রু অভিসন্ধিঃ—ব্রহ্ম হি শাস্ত্রস্ত কারণম্ উক্তম্, “শাস্ত্রবোনিধাৎ” ইতি, তেন এষ বেদরাশিঃ ব্রহ্মপ্রভবঃ সন্ “আজ্ঞানসিদ্ধানাবরণভূতার্থমাত্রগোচরতদ্বুদ্ধিপূর্বকো” যথা, তথা কপিলাদীনামপি স্মৃতিস্মৃতিপ্রথিতাজ্ঞানসিদ্ধভাবানাং স্মৃতয়ঃ অনাবরণসর্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা ইতি ন স্মৃতিভ্যঃ অম্বাম্ অস্তি কচ্চিদ্ব বিশেষঃ । ন চ এতাঃ স্মৃতয়ঃ প্রধানাদি-প্রতিপাদনপরাঃ শক্যন্তে অস্তথ্যয়িতুম্ । তস্মাৎ তদনুরোধেন কথঞ্চিৎ স্মৃতয়ঃ এব নেতব্যাঃ ; অপি চ তর্কোহপি কপিলাদিস্মৃতীঃ অসম্মত্তে, তস্মাদপি এতদেব প্রাপ্তম্ ৩

বেদান্তকল্পকঃ ।

৩। “বিরোধে তু” ইতি । “উদ্বয়ীঃ স্মৃষ্টা উল্লারেৎ” ইতি প্রত্যকস্মৃতিবিরুদ্ধা “সর্বান্ আবেষ্টেত” ইতি স্মৃতিঃ মানঃ বা ইতি সন্দেহে বেদার্থস্বীকৃতিঃ স্মৃতিঃ বুলপ্রত্যাহ্বয়ানাং প্রজ্ঞানস্মৃতিপ্রত্যাহ্বয়ানাং সমবলত্বাৎ উদ্ভিতানুভূতিবিধং বিস্মাশি-সমবলং মানঃ ইতি প্রাপ্তে রাষ্ট্রান্তঃ । স্মৃতিবিরুদ্ধস্মৃতীনাং প্রমাণ্যম্ অনপেক্ষম্ অপেক্ষাবিন্ধিতং হেয়ম্ ইতি বাবৎ । মতঃ অসতি বিরোধে বুলপ্রত্যাহ্বয়ানাং বপর্যাবীতপ্রত্যাহ্বয়ানাং সমবলত্বাৎ । প্রত্যকস্মৃতিবিরুদ্ধে অর্থে তু ন প্রত্যাহ্বয়ানম্ ; অর্থাৎ প্রত্যাহ্বয়ং বসন্তসি অপর্যায়ঃ । অতঃ স্মৃতাভাবাৎ অপ্রমাণম্ ইতি । “পূর্বপক্ষী” পূর্বপক্ষোপপাদকঃ, অধিকরণীয়ভাবী ইত্যর্থঃ । আর্থ-প্রত্যাহ্বয়সি স্মৃতিঃ সাপেক্ষা, বেদন্ত অপর্যায়ত্বাৎ অসপেক্ষা ইতি আপত্ত্য আহ—“অয়ম্ অভিসন্ধিঃ” ইতি । “আজ্ঞানসিদ্ধা” অজ্ঞানসিদ্ধা চ সা অনাবরণভূতার্থমাত্রগোচরঃ । তদবৎ সত্যানুভূতিগোচরঃ বারয়তি—“মাত্র” ইতি । এবং ভূতা স্তত্র ব্রহ্মণঃ বা বুদ্ধিঃ স্তত্রপূর্বকঃ বেদরাশিঃ ইত্যর্থঃ । পৌরুষেরূপে বুলপ্রত্যাহ্বয়ঃ স্মৃতিঃ বিরুদ্ধকালং আবরণেতুম্ আহ—“ন চ একত” ইতি । অনপেক্ষয়ঃ স্মৃতয়ঃ । স্মৃতিঃ অসম্মত্তপরা ৩

(সাংখ্যমুক্তি অম্বসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চৈরাশ্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১]

ভাস্তরী অম্বসার । পূর্বপক্ষীর পুনর্বার আক্ষেপভায়েন ব্যাখ্যা ।

৩। “কথং পুনঃ ইক্যাদিত্যঃ” ইত্যাদিগ্রন্থদ্বারা পূর্বপক্ষী পূর্বোক্তপূর্বপক্ষের দৃঢ়তাসাধনমানসে তাহার উপর আক্ষেপ করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্বে ১১১৫ সূত্রে যখন প্রতিবলে সাংখ্যসম্বৃত্ত জগতের প্রধান কারণতাবাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তসম্বৃত্ত ব্রহ্মকারণতাবাদ নির্ধারণ করা হইয়াছে, তখন ‘সাংখ্যমতে বেদান্তের ব্যাখ্যা না করিলে সাংখ্যমুক্তি অনবকাশ হইয়া অগ্রমাণ হয়’, এই কথা বলিয়া আবার সেই ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর পূর্বপক্ষ করা কেন ? কারণ, “বিরোধে স্বনপেক্ষং স্তাৎ অসতি জ্ঞানমানম্” ধর্মমীমাংসার এই (১৩৩০) সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রতিবিরুদ্ধ স্বতিসকল প্রতি অপেক্ষা দুর্বল বলিয়া প্রতির সহিত স্বতির বিরোধ হইলে স্বতিকে অপেক্ষা করিতে হইবে না, অতএব দুর্বল স্বতি অম্বসারে অতিপ্রবল প্রতিবাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে । কিন্তু যাহাদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ সেই প্রতিসকল দুর্বল স্বতিকে বাধাপ্রদান করেই । ইহাই ঠিক । অতএব প্রতিবলে সিদ্ধ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর পূর্বপক্ষ নিফল, যদি বল ? “ভবেৎ অম্বস” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা পূর্বপক্ষবাদী (অর্থাৎ যিনি অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন,) ইহার উত্তর দিতেছেন, অর্থাৎ এভাবে পূর্বপক্ষ করা এখনও আবশ্যক—ইহাই ভাষ্যকার বলিতেছেন । কারণ, যাহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাঁহাদের আবশ্যকতা না থাকিলেও অস্বতন্ত্রপ্রজ্ঞের জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিলেও যাহারা প্রজ্ঞাজড় অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, তাহাদিগকে পুনর্বার বুঝাইবার জ্ঞান এইরূপ পূর্বপক্ষদ্বারা বুঝান আবশ্যক—ইহাই বলিতেছেন । ইহাই এস্থলে অর্থ । এইরূপে পুনর্বার পূর্বপক্ষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আশঙ্কার আপাততঃ সমাধান করিয়া অর্থাৎ স্থলভাবে উত্তর দিয়া “কপিলপ্রকৃতীনাং চ আর্ষম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরমসমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃত উত্তর দিতেছেন । ইহার অভিপ্রায় এই যে, “শাস্ত্রবোনিচ্ছাৎ” এই (১১১৩) সূত্রে ব্রহ্মই স্বধেদাদি শাস্ত্রের কারণ বলা হইয়াছে ; অতএব এই বেদরাশি ব্রহ্মপ্রভব হওয়ায় যেমন ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ এবং আবরণশূন্য সিদ্ধবস্তুরাতিবিষয়ক যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিপূর্বকই হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতি ও স্বতিতে প্রসিদ্ধ স্বভাবসিদ্ধভাবসম্পন্ন কপিলাদিরও স্বতি সকল প্রকার আবরণশূন্য সর্ববস্তুরাতিবিষয়কবুদ্ধিপ্রভব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান যেমন অবাধে কেবলমাত্র সিদ্ধবস্তুরাতিপ্রকাশক ও স্বভাবসিদ্ধ, আর সেই জ্ঞানপূর্বক যেমন নিখিল বেদ ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রতিস্বতিতে প্রসিদ্ধ কপিলাদি মহর্ষিগণও স্বভাবতঃই সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রকসলও অবাধে সর্ববস্তুরাতিপ্রকাশক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব বেদ হইতে এইসকল স্বতিশাস্ত্রের কোন প্রভেদ নাই । আর এই সকল স্বতিশাস্ত্র স্পষ্টভাবে যে প্রধানাদি পদার্থকে প্রতিপাদন করে, তাহার অগ্ণথা করিতে কেহই পারে না; অর্থাৎ তাহার অগ্ণপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না । অতএব তাদৃশ সাংখ্যাদি শাস্ত্রের অম্বসারে প্রতিগুলিকেই কোন রকমে ব্যাখ্যা করা উচিত । আরও এক কথা—তর্কও কপিলাদিপ্রণীত স্বতিকে অম্বসারের দোষে, আর সেই তর্ক হইতেও ইহাই পাওয়া যাইতেছে, অতএব সাংখ্যমুক্তি অম্বসারেই বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত । সুতরাং ঈদৃশ প্রতির অর্থও চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, কিন্তু অচেতন প্রধানই জগৎকারণ । ৩

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

৪। তন্ত্র সমাধিঃ—“ন অম্বস্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ” ইতি । যদি স্বত্যানবকাশদোষ-প্রসঙ্গেন ঈশ্বরকারণবাদ আকিণ্যেত, এবমপি অম্বস্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ইতি অম্বস্বত্যানবকাশদোষ-প্রসঙ্গোক্তঃ । তা উদাহরিত্বামঃ—

“যন্তঃ সূক্ষ্মবিক্রেয়ঃ” [মহা: শান্তি: মোক: নারায়ণীয়ে ৩৩৫ অ: ২২ শ্লোক:]

ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য—

“স স্বতরাশ্বা ভূতানাং কেত্রজন্তেতি কথ্যতে ।” [ঐ ৩০]

ইতি চ উক্তা—

“তন্মাদব্যক্তমূপন্নং ত্রিগুণং বিজসত্ত্বম্ ॥” [ঐ ৩০]

ইত্যাং । তথা অন্যত্রাপি—

“অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মম্ নিভূর্ণে সঙ্গলীকৃতং ।” [ঐ ৩০২৩১]

ইত্যাং ।

(সাংখ্যদ্বিতি অঙ্গসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নানুস্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ ১১]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

“অতশ্চ সংক্ষেপমিমাং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্বমিদং পুরাণঃ ।

স সর্গকালে চ কৰোতি সৰ্বং সংহারকালে চ তদন্তি ভুয়ঃ” ॥*

ইতি পুরাণে । ভগবদ্গীতাসু চ—

“অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা” । [৭।৩]

ইতি পরমাস্ত্রানমেব চ প্রকৃত্য আপস্তম্বঃ পঠতি—

“তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সৰ্বে স মূলং শাস্বতিকাঃ স নিত্যঃ ।” (ধর্ম্ম সূঃ ১।৮।২৩২ ।) ইতি ।

এবম্ অনেকশঃ স্মৃতিষুপি ঈশ্বরঃ কারণত্বেন উপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে । স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্ম স্মৃতিবলেনৈব উত্তরং বক্ষ্যামি, ইত্যতঃ অয়ম্ অজ্ঞানস্বত্যানবকাশদোষোপন্যাসঃ । দর্শিতং তু শ্রুতীনাং [অপি] ঈশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্যম্ । বিপ্রতিপত্তৌ চ শ্রুতীনাং অবশ্যকর্তব্যে অন্যতরপরিগ্রহে অন্যতরপরিভ্যাগে চ প্রত্যক্ষসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্, অনপেক্ষ্য ইতরাঃ । তদ্বক্তং প্রমাণলক্ষণে—

“বিরোধে দ্বনপেক্ষং স্মাৎ অসতি হ্যনুমানম্” (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩) ইতি ১৪

ভাট্টাশ্রয়ঃ—পূর্বপক্ষীর দ্বিতীয়বার আক্ষেপের সমাধান ।

৪ । এক্ষণে “নানুস্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ ১১” এই সূত্রোক্তভাষ্য ভগবান্ সূত্রকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন । যদি সাংখ্যদ্বিতির অপ্রমাণ্যরূপ দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বরকারণবাদ (অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) এই কথায় শঙ্কা কর, তাহা হইলে যে সকল স্মৃতি ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, তাহারো ও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । সেই সকল স্মৃতি দেখাইতেছি—মহাভারত শাস্তিপর্ব মোক্ষধর্ম্মপর্বাধ্যায়ে নারায়ণীয়ে—

“যৎ তৎ সূক্ষ্মম্ অবিজ্ঞেয়ম্……।” [৩৩ঃ অঃ ২২শ্লোঃ]

অর্থাৎ সেই যে সূক্ষ্ম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ প্রমাণান্তরের অগ্রাহ্য বস্তু এই প্রকারে পরব্রহ্মের কথা আরম্ভ করিয়া—

“স হস্তরাস্ত্রা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে ।” [৩৩ঃ অঃ ৩০শ্লোঃ]

অর্থাৎ তিনিই প্রাণিগণের অন্তরাস্ত্রা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ জীব) বলিয়া কথিত হন, এই কথা বলিয়া ঐ শ্লোকের শেষোক্তে বলিতেছেন—

“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং বিজসন্তম ॥” [৩৩ঃ অঃ ৩০শ্লোঃ]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যুক্ত অব্যক্ত (অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে । অন্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে—

“অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মান্ নিশ্চ'গে সম্প্রলীয়তে ।” [৩৩ঃ অঃ ৩১শ্লোঃ]

অর্থাৎ হে ব্রহ্মান্ ! গুণাতীত ব্রহ্মে অব্যক্ত (প্রধান) লয় হয়—এই কথা বলিতেছেন । পুরাণে আছে,—

“অতশ্চ সংক্ষেপমিমাং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্বমিদং পুরাণঃ ।

স সর্গকালে চ কৰোতি সৰ্বং সংহারকালে চ তদন্তি ভুয়ঃ” ॥

[মহাঃ শাঃ যোঃ সাংখ্যযোগকথনে ৩০১ অঃ ১১ঃ শ্লোকঃ ?]

অর্থাৎ অতএব সংক্ষেপে তোমরা এই কথা শ্রবণ কর যে, পুরাণ পুরুষ নারায়ণই এই সব, অর্থাৎ তিনি এই সমস্ত জগৎ হইয়াছেন, সৃষ্টিকালে তিনিই এই সব সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়কালে আবার তিনিই এই সব সংহার করেন । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আছে,—

“অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা” [৭।৩]

* এইরূপ একটা রোক মহাভারত শাস্তিপর্ব মোক্ষধর্ম্মপর্বাধ্যায়ে সাংখ্যযোগকথনে ৩০১ অধ্যায়ে ১১ঃ সংখ্যকে দেখা যায়—

“এতদ্ব্যবোক্তং নরদেবঃ তত্ত্বং নারায়ণঃ সর্বমিদং পুরাণম্ । স সর্গকালে চ কৰোতি সৰ্বং সংহারকালে চ তদন্তি ভুয়ঃ”

কোন পুরাণে ইহা পাওয়া গেল না । তবে এই সাংখ্যযোগী বৈদিক ঐশ্বর্যবান্ সাংখ্যযোগ, দ্বিতীয় বৈদিকীয় সাংখ্যযোগ নহে । এই শ্লোকটি দেখিলে ইহাই বোধ হয় । এতদ্বারা ভাট্টকার একপ্রকার সাংখ্যদ্বিতি অন্তপ্রকার সাংখ্যদ্বিতিরও বিরোধী—ইহাও দেখাইলেন ।

(সাংখ্যমুক্তি অহুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্বত্বলব্ধকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেদ্বাদ্যস্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ । ১]

ভাষ্যহুবাঃ ।

অর্থাৎ আমি সকল জগতের উৎপত্তিস্থান ও লয়স্থান । অর্থাৎ আমি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমি সমস্ত সংহার করি । আর পরমাত্মার প্রকৃতি আপত্ত্য বলিতেছেন—

“তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্বের সমুলং শাস্তিকঃ স নিত্যঃ” [ধর্ম্ম সূঃ ১।৮।২৩।২]

অর্থাৎ তাহা হইতে কায়সকল অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্বাঙ্ক দেহসকল উৎপন্ন হয়, তিনি জগতের কারণ, শাস্তিক অর্থাৎ তিনি অনাদি অতএব নিত্য (অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই) । এইরূপে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া স্বতিসকলমধ্যেও বহুবার প্রকাশ করা হইয়াছে । স্বতির সাহায্যে যিনি বিরোধিতা করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকারণতাবাদ অস্বীকার করেন, তাহাকে স্বতির সাহায্যেই উত্তর দিব, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ সূত্রকার কর্তৃক অন্যস্বত্বানবকাশরূপ দোষের উল্লেখ করা হইল । ঈশ্বরকারণবাদই যে শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে । স্বতিশাস্ত্রের মধ্যে পরম্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন একটিকে অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে, এবং একটিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতেই হইবে । তন্মধ্যে যে স্বতি শ্রুতি অহুসারে লিপিত হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ হইবে, তত্ত্বের স্বতি অপ্রমাণ অর্থাৎ অগ্রাহ্য হইবে । মীমাংসাদর্শনে ১।৩।৩ সূত্রে প্রমাণবিচারস্থলে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে,—

“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্মাৎ অসতি অহুমানম্” [১।৩।৩]

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্বতির পরস্পরবিরোধ হইলে অহুমান (অর্থাৎ স্বতি) অনপেক্ষ (অর্থাৎ অগ্রাহ্য) হইবে, এবং উভয়ের বিরোধ না হইলে অহুমান (স্বতি) প্রমাণ হইবে । ৪

ভাস্তী ।

৪ । এবং প্রাপ্তে আহ—“তস্মাৎ সমাধিঃ” ইতি । ‘যথাহি’ ঋতীনাং অবিগানং ব্রহ্মণি গতি-সামান্যাত্, নৈব স্বতীনাং অবিগানম্ অস্তি প্রধানৈ, তাসাং ভূয়সীনাং ব্রহ্মোপাদানপ্রতিপাদন-পরাণাং তত্র তত্র দর্শনাৎ । তস্মাদ্ অবিগানাৎ শ্রোত এব অর্থ আশ্বেয়ঃ, ন তু স্মার্তঃ, বিগানাদ্ ইতি । তৎ কিম্ ইদানীং পরস্পরবিগানাৎ সর্বত্র এব স্বতয়ঃ অবহেয়া ? ইত্যত আহ—“বিপ্রতিপত্তৌ চ স্বতীনাং” ইতি । ৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

৪ । অজ্ঞস্বত্বানবকাশপ্রত্যয় ন সিদ্ধান্তসিদ্ধিঃ, সন্দেহাৎ, ইত্যাপ্য আহ “যথাহি” ইত্যাদিনা । ৪

ভাস্তীর অহুবাদ—শ্রুতিমূলক স্বতির প্রাবল্য ।

৪ । এইরূপে পূর্বপক্ষ স্থির হইলে সূত্রকার তাহার সমাধান বলিতেছেন—“তস্মাৎ সমাধিঃ” ইত্যাদি । যথা—গতিসামান্যাত্ (১।১।৩ সূ) অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ—ইহা সকল শ্রুতিই সমানভাবে বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া ব্রহ্মকারণতাবাদে যেমন শ্রুতি সকলের অবিগান অর্থাৎ অনিন্দ্য আছে, প্রধানকারণতাবাদে স্বতিগুলির তেমন অবিগান অর্থাৎ অনিন্দ্য নাই । কারণ, ব্রহ্মোপাদানপ্রতিপাদনপর অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে এইরূপ বহু স্বতি দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব কোন দোষ না থাকায় শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থই আদর করা উচিত, কিন্তু স্বতিপ্রতিপাদিত অর্থ আদর করা উচিত নহে । কারণ, তাহাতে দোষ আছে । আচ্ছা তাহা হইলে কি, পরস্পর বিগানবশতঃ অর্থাৎ নিন্দ্য বা বিরুদ্ধ কখনপ্রযুক্ত সকল-স্বতিই অগ্রাহ্য হইবে ? এইজন্য ভাষ্যকার এক্ষণে “বিপ্রতিপত্তৌ চ স্বতীনাং” এই গ্রন্থ বলিতেছেন । ৪

শাকরভাষ্যম্ ।

৫ । ‘ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্’ ঋতিম্ অন্তরেণ কশ্চিৎ উপলভ্যতে, ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং, নিমিত্তভাবাত্ । শক্যং, কপিলাদীনাং সিদ্ধানাম্, অপ্রতিহতজ্ঞানহাৎ ইতি চেৎ ? ‘ন, সিদ্ধেরপি’ সাপেক্ষত্বাৎ । ধর্ম্মাভূতানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মঃ চোদনালক্ষণঃ । ততশ্চ পূর্বসিদ্ধায়াঃ চোদনায়্য অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেন অতিশক্তিভূৎ শক্যতে । ‘সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়্যামপি’ বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্বতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়ত্বাৎ অন্যৎ নির্ণয়কারণম্ অস্তি । পরতত্ত্বপ্রজ্ঞাপি ন অকস্মাৎ স্বতিবিশেষবিবরণঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ ; কত্চিৎ কল্পিৎ পক্ষপাতে সতি পূর্ববর্ত্তিতবৈশ্বরূপেণ

(সাংখ্যানুত্তি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যের মতে ।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নাশ্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১]

শাস্ত্রভাষ্য ।

তদ্ব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ তত্শ্যাপি স্মৃতিবিশ্রুতিপন্যাসেন শ্রুত্যানুসারানুসার-
বিষয়বিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহীয়া ৷৫

৬। যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্ত জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি
কপিলং মতং প্রজ্ঞাতুং শক্যং ; কপিলম্ ইতি, শ্রুতিসামান্যমাত্রহাৎ ; অন্যন্তু চ কপিলস্ত
সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুঃ বাসুদেব[-াপর-]-নামঃ স্মরণাৎ ; অন্যার্থদর্শনস্ত চ প্রাপ্তিরহিতস্ত
অসাধকত্বাৎ ৷৬

৭। ভবতি চ অন্য মনোঃ মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ—

“যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্” (তৈঃ সং ২।২।১০।২) ইতি ।

মনুনা চ—

“সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

সংপশুন্নাত্মবাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥” (মনু সং ১২।৩১)

ইতি সর্বাশ্মদর্শনং প্রশংসতা কপিলং মতং নিন্দ্যতে ইতি গম্যতে । কপিলো হি ন
সর্বাশ্মদর্শনম্ অনুমন্যতে ; আশ্মভেদাভ্যুপগমাৎ ৷৭

৮। মহাভারতেহপি চ—

“বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মস্তুতাহো এক এব তু । [মহাঃ শাঃ যোঃ নারায়ণীয়ে ৩৫।১]

ইতি বিচার্য—

বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্ ॥” [ঐ ৩৫।২]

ইতি পরপক্ষম্ উপন্যস্ত তদ্ব্যুদাসেন—

“বহুনাং পুরুষাণাং হি যথৈক্যং যোনিরুচ্যতে ।

তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্তামি গুণাদিকম্ ॥” [ঐ ৩৫।৩]

ইতি উপক্রম্য—

“মমাস্তুরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ ।

সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ [ঐ ৩৫।৪]

বিশ্বমুখা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ ।

একশ্চরতি ভূতেষু স্মেরচারী যথাসুখম্ ॥ [ঐ ৩৫।৫]

ইতি সর্বাশ্মভেব নিশ্চারণিতা । শ্রুতিশ্চ সর্বাশ্মতায়্যাং ভবতি—

“যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আশ্রিত্বাভূদ্ বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একম্মনুপশ্যতঃ ॥” [ঈশঃ উঃ ৭]

ইতি এবংবিধা । ৮

৯। অতশ্চ সিদ্ধম্ আশ্মভেদকল্পনয়াপি কপিলস্ত তদ্বৎ বেদবিরুদ্ধং, বেদানুসারিমনুবচন-
বিরুদ্ধং চ, ন কেবলং স্বতন্ত্রপ্রকৃতিকল্পনমৈব ইতি । বেদস্ত হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং
রবেরিব রূপবিষয়ে ; পুরুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বস্তুস্মৃতিব্যবহিতং চ ইতি বিশ্লেষণঃ,
তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ॥৯—১ সূত্র ।

তাৎপৰ্য্যবাদ—কপিলের সর্বজ্ঞত্ব প্রত্যক্ষ সাধনসাপেক্ষ বলিয়া প্রতি অপেক্ষা দুর্বল ।

৫। আর কোন ব্যক্তি শ্রুতির সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকল জানিতে পারে, ইহা কল্পনা
করিতে পার না ; কারণ, তাহার কোন হেতু নাই । যদি বল, কপিলাদি সিদ্ধপুরুষগণের তাহা হইতে পারে—

(সাংখ্যশ্রুতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্বত্যানবকাশদোষগ্রসজ ইতি চেন্নাত্তস্বত্যানবকাশদোষগ্রসজাং ১১]

ভাষ্যানুবাদ ।

ইহা ত কল্পনা করিতে পারা যায়, যেহেতু তাঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত, (অর্থাৎ কোথাও বাধা পায় না) ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না । কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধিও সাপেক্ষ (অর্থাৎ অপরকে অপেক্ষা করে) ; যেহেতু সিদ্ধি, ধর্মাচরণকে অপেক্ষা করে । সেই ধর্ম আবার বেদবিধিবোধিত । অতএব পূর্ব হইতে প্রসিদ্ধ বেদবাক্যের অর্থকে পশ্চিমসিদ্ধ পুরুষের অর্থাৎ যিনি বেদবাক্যানুসারে সাধনা করিয়া পরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই পুরুষের বাক্যানুসারে আশঙ্ক্য করিতে পার না । সিদ্ধপুরুষের বাক্য অবলম্বন করিয়া বেদার্থ কল্পনা করিলেও, সিদ্ধপুরুষ বহু বলিয়া পূর্বপ্রদর্শিত রীতি অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রের পরম্পর বিরোধ হইবে, আর তাহা হইলে শ্রুতির সাহায্যবাতীত তাহাদের অর্থনিশ্চয় করিবার অস্ত্র কোন কারণ বা উপায় থাকে না । যিনি পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ অস্ত্রের বা শাস্ত্রাদির সাহায্যে বাহ্যর জ্ঞান হয়) তাঁহারও বিনা কারণে কোন একটি স্মৃতির প্রতি পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে । কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে পক্ষপাতী হইলে পুরুষ-বুদ্ধির বৈচিত্র্যানিবন্ধন তত্ত্বনিশ্চয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব স্মৃতিশাস্ত্রের পরম্পরবিরোধ উপন্যাস করিয়া এবং কোন্ স্মৃতি, শ্রুতি অনুসারে রচিত হইয়াছে এবং কোন্ স্মৃতি, শ্রুতি অনুসারে রচিত হয় নাই—ইহা বিবেচনা করিয়া সেই পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকর্তৃকও নিজ বুদ্ধিকে সংপথে লইয়া যাওয়া উচিত ।

শ্রুতান্ত্র কপিল অদ্বৈতবাদী ।

৬। যে শ্রুতি কপিলের জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা, কপিলের মত শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও সেই কপিলমতের উপর শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারা যায় না ; কেন না, কেবল “কপিল” এই শব্দটি শ্রুতিসাম্যাত্মক, অর্থাৎ একটা সাধারণ নাম । এতদ্বারা সাংখ্যকার কপিল কে, এবং শ্রুতিপ্রশংসিত কপিল কে—তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই । কারণ, বাস্তুদেব নামে অস্ত্র এক কপিলের কথা স্মৃতিতে শুনিতে পাওয়া যায়, যিনি সরগপুত্রগণকে ভয় করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত যে অস্ত্রার্থদর্শন, অর্থাৎ “ঋষিং কপিলম্” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে “পশ্চেৎ” পদদ্বারা ঈশ্বরোপাসনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত যে কপিলের সর্বজ্ঞত্বকথন, তাহার যে দর্শন, তাহা হুতরাং অনুবাদমাত্রই হয়, তাহা প্রাপ্তিরহিত হওয়ায় অর্থাৎ অস্ত্র শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায়, তাহা কপিলের সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধি করিতে পারে না । - “ঋষিং কপিলম্” শ্রুতির তাৎপর্য কপিলপ্রসবকারী পরমাত্মার উপাসনার বিধান করা, কপিলের সর্বজ্ঞত্ব বর্ণন করা তাহার তাৎপর্য নহে, এজন্য তদ্বারা কপিলের সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধি করিতে পারা যায় না ।

৭। পক্ষান্তরে মনুর মহিমা প্রকাশ করিতেছে, এরূপ শ্রুতিও আছে, যথা—

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্ (তৈঃ সং ২।২।১০।২)

অর্থাৎ “মহু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সংসাররূপ রোগের পরম ঔষধ” । তাহার পর—মহুসংহিতা ১২।১১ শ্লোকে দেখা যায়—

“সর্বভুতেষু চাত্মানং সর্বভুতানি চাত্মনি ।

সংপশুন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥” (মহু সং ১২।১১)

অর্থাৎ “যিনি সকল জীবের অভিন্নরূপ নিজেকে দেখেন এবং সকল জীবকে অভিন্নরূপ নিজেকে দেখেন, তিনি আত্মযাজী অর্থাৎ এক আত্মদর্শনরূপ যজ্ঞ করেন এবং তাহা দ্বারা তিনি স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মস্বরূপাত্মরূপ যোগলাভ করেন” ইত্যাদি । মহু মহাশয় এই প্রকারে সর্বত্র একাত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলের মতকে নিন্দা করিতেছেন—ইহাই বুঝা যাইতেছে । বস্তুতঃ কপিল ‘সর্বত্র একাত্মজ্ঞান’ অনুমোদন করেন না । কারণ, তিনি প্রত্যেক জীবাত্মাকে পৃথক বলিয়া স্বীকার করেন ।

৮। তাহার পর মহাভারতের শান্তিপর্বে যোদ্ধাধর্মপর্যায়ের নারায়ণীয় পরিচ্ছেদে ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়েও

“বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মণ উতাহো এক এব তু ।” (৩৫০।১)

অর্থাৎ “হে ব্রহ্মণ! পুরুষ অর্থাৎ জীব কি অনেক অথবা কেবলই এক ? (৩৫০।১) এই প্রকার বিচার উপাধন করিয়া—

“বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মণ সাংখ্যবোগবিচারিণাম্ ॥” (৩৫০।২)

অর্থাৎ “বাহ্য সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মত অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মতে পুরুষ বহু,” (৩৫০।২) এই প্রকার পরপক্ষ উল্লেখ করিয়া তাহা নিরাসপূর্বক—

(সাংখ্যমুক্তি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[সূত্র্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্দ্রাগ্ন্যসূত্র্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাঃ । ১]

ভাষ্যমুদার ।

“বহুনাং পুরুষাণাং হি বৈথেকা যোনিরুচ্যতে ।

তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যান্তানি গুণাধিম্ ॥” (৩৫০।৩)

অর্থাৎ “বহু পুরুষের অর্থাৎ বহুদেহের যোনি অর্থাৎ উপাদান পৃথী যেমন এক, তেমনই সেই গুণাধিক বিশ্বপুরুষের কথা বলিব, অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন সর্বাধিক আত্মার কথা বলিব,” (৩৫০।৩) এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া—

“মমাস্তুরাত্মা তব চ যে চাত্তো দেহসংস্থিতাঃ ।

সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ (৩৫১।৪)

বিশ্বমূর্খা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাফিনাসিকঃ ।

একশ্চরতি ভূতেষু শ্বেচচারী যথাস্থখম্ ॥” (৩৫১।৫)

অর্থাৎ “আর আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা এবং প্রত্যেক দেহে অবস্থিত অগ্র যে সকল আত্মা, তিনি সেই সকলের সাক্ষিরূপ এবং কেহ কখনও তাঁহাকে (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) জানিতে পারে না ; (৩৫১।৪) সকলের মন্তক যাহার মন্তক, সকলের বাহু যাহার বাহু, সকলের চরণ, চক্ষুঃ ও নাসিকা যাহার চরণ, চক্ষুঃ ও নাসিকাস্বরূপ, এইরূপ একজন সকল প্রাণীতে স্বাধীনভাবে স্থখে বিচরণ করিতেছেন” (৩৫১।৫)—এই প্রকারে সর্বাভ্যুত্যা অর্থাৎ সকল আত্মাই যে অভিন্ন, ইহা নির্দ্বারিত হইয়াছে। একাত্মবাদবিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—

“যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আশ্বেবাত্মনো বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একম্মনুপশ্যতঃ ॥” (ঈশঃ ৭)

অর্থাৎ “জ্ঞানী ব্যক্তির যে সময়ে সকল ভূত আত্মস্বরূপই হয়, সে সময় তাঁহার শোকই বা কি ? মোহই বা কি ? যেহেতু, তিনি সর্বত্র একত্বের দর্শন করিতেছেন। [ঈশঃ উঃ ৭]

স্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের মত অগ্রাহ্য ।

২। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, কেবল স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই যে কপিল-স্বৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদান্তসারী মনুসূত্রের বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু বিভিন্ন আত্মা কল্পনা করাতেও কপিলতন্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং মনুসূত্রবিরুদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং বেদান্তসারে লিখিত মনুসূত্রের বিরুদ্ধও বটে। রূপকে প্রকাশ করিতে রবির প্রামাণ্য যেমন অগ্র ইন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে না, তেমনই বেদার্থ প্রতিপাদন করিতে বেদের যে প্রামাণ্য তাহা প্রামাণ্যস্বরূপকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু পুরুষবাক্যের যে প্রামাণ্য তাহা অগ্র মূলপ্রমাণকে অর্থাৎ শ্রুতি বা অল্পভবকে অপেক্ষা করে এবং বক্তার স্বৃতির দ্বারা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বক্তা বেদার্থ স্মরণ করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করেন বলিয়া বক্তার স্মরণদ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়, ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিশেষ বা পার্থক্য। অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে যে স্বৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ অর্থাৎ স্বৃতির যে অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতে দোষ হয় না। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ত্রয়োদশটি অধিকরণের অন্তর্গত প্রথম অধিকরণের দুইটি স্বত্রের মধ্যে প্রথম স্বত্রের শাকর ভাষ্যের অর্থ। ২—১ সূ। *

ভামতী ।

১। “ন চ অভীন্দ্রিয়ার্থান্” ইতি, অর্বাণুদগতিপ্রায়ম্। শব্দতে “শক্যং কপিলাদীনাম্” ইতি। নিরাকরোতি—“ন ; সিদ্ধেরপি” ইতি। ন তাবৎ কপিলাদয়ঃ ঈশ্বরবৎ আজ্ঞানসিদ্ধাঃ, কিন্তু বিনিশ্চিতবেদপ্রামাণ্যানাং তেষাং তদ্ব্যবস্থানবতাং প্রাচি ভবে অস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধিঃ ; অতএব

* স্বত্রের শেষ পদের পুনরাবৃতি থাকিলে অধ্যায়সমাপ্তি বুঝায়, যেমন —“এতেন সর্বৈ বাখ্যাতাঃ বাখ্যাতাঃ” এখানে শেষপদ “বাখ্যাতাঃ”, ইহার দ্বিক্তিবিশেষ: এই স্বত্রের দ্বারা প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, আর তৎকালে ইহার পরবর্তী স্বত্রদ্বারা অধ্যায়ান্ত, পাঠ্যরূপ এবং অধিকরণান্ত—সকলই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কোষার অধিকরণ আরম্ভ এবং কোষার শেষ, ইহাতে স্রম হইলে স্বত্রার্থও স্রম হয়, এজন্য এ বিষয়টি লক্ষ্য করা আবশ্যিক। অপর মতের ভাষ্যের মধ্যে যে ব্যাখ্যাভিন্ন দেখা যায়, তাহার অনেকটা কারণ, এই অধিকরণনির্ণয়, তাহার অসীমভূত স্বত্রনির্ণয় এবং তৎপরে তাহার মধ্যে পক্ষাপক্ষনির্ণয়েই আছে। অধিকরণনির্ণয় এবং পক্ষাপক্ষনির্ণয় প্রভৃতির নিয়ম জানিতে পারিলে ব্রহ্মস্বত্রের নানাপ্রকার অর্থকল্পনা সম্ভব হয় না। এখানে এই অধিকরণ আরম্ভের লক্ষণ এই যে, ইহা অধ্যায়শেষের পরবর্তী পুত্র।

(সাংখ্যস্বৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[স্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চৈত্রাশ্বস্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১]

ভাসজী ।

আজ্ঞানসিদ্ধা উচ্যন্তে । যদ্ অস্মিন্ জন্মনি ন তৈঃ সিদ্ধ্যুপায়ঃ অনুষ্ঠিতঃ প্রাগ্ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠান-
লক্ষণম্বাৎ তৎসিদ্ধীনাম্, তথাচ অবধূতবেদপ্রামাণ্যানাং তদ্বিরুদ্ধার্থাভিধানং তদপবাধিতম্
অপ্রমাণমেব । অপ্রমাণেন চ ন বেদার্থঃ অতিশঙ্কিতুং যুক্তঃ, প্রমাণসিদ্ধবাৎ তস্ম । তদেবং
বেদবিরোধে সিদ্ধবচনম্ অপ্রমাণম্ উক্তম্ । সিদ্ধানামপি পরস্পরবিরোধে তদ্বচনাদ্ অনাস্বাসঃ,
ইতি পূর্বোক্তং স্মারয়তি—“সিদ্ধব্যাপ্যায়কল্পনায়ামপি” ইতি । অজ্ঞানজ্ঞান বোধয়তি—
“পরতত্ত্বপ্রজ্ঞাপি” ইতি । ননু ঋতিশ্চেৎ কপিলাদীনাম্ অনাবরণত্বার্থগোচরজ্ঞানাতিশয়ঃ
বোধয়তি, কথং তেষাং বচনম্ অপ্রমাণম্ ? তদপ্রামাণ্যে ঋতেরপি অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যুতঃ
আহ—“যা তু ঋতিরিত্যি”তি । ন তাবৎ সিদ্ধানাং পরস্পরবিরুদ্ধানি বচাসি প্রমাণং ভবিতুম্
অর্হন্তি । ন চ বিকল্পো বস্তুনি, সিদ্ধে তদনুপপত্তেঃ । অনুষ্ঠানম্ অনাগতোৎপাত্তং বিকল্প্যতে, ন
সিদ্ধং, তস্ম ব্যবস্থানাং । তস্মাৎ ঋতিসামান্যমাত্রেন ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রোতঃ ইতি ১১

২ । স্মাদেতৎ, কপিল এব শ্রোতঃ, ন অশ্রোতঃ মবাদয়ঃ । ততশ্চ তেষাং স্বৃতিঃ কপিলস্বৃতি-
বিরুদ্ধা অবহেয়া, ইত্যুত আহ—“ভবতি চ অস্মা মনোঃ” ইতি । তস্মাৎ আগমাস্তরসম্বাদম্
আহ—“মহাভারতেহপি চ” ইতি । ন কেবলং মনোঃ স্বৃতিঃ স্বত্বাস্তরসম্বাদিনী, ঋতিসম্বাদিনী
অপি ইত্যাহ “ঋতিশ্চ” ইতি । উপসংহরতি “অতঃ” ইতি ১২

৩ । স্মাদেতৎ, ভবতু বেদবিরুদ্ধং কপিলং বচঃ তথাপি দ্বয়েরপি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবতয়া কো
বিনিগমনায়াং হেতুঃ যতো বেদবিরোধি কপিলং বচো ন আদরণীয়ম্, ইত্যুত আহ—“বেদস্ম হি
নিরপেক্ষম্” ইতি ১৩

৪ । অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—সত্যং, শাস্ত্রযোনিঃ ঈশ্বরঃ, তথাপি অস্ম ন শাস্ত্রক্রিয়ায়াম্ অস্তি স্বাতন্ত্র্যং
কপিলাদীনামিব । স হি ভগবান্ যাদৃশঃ পূর্বস্মিন্ সর্গে চকার শাস্ত্রং, তদনুসারেণ অস্মিন্ অপি
সর্গে প্রণীতবান্ । এবং পূর্বতরানুসারেণ পূর্বস্মিন্ পূর্বতরানুসারেণ চ পূর্বতর ইতি অনাদিঃ
অয়ং শাস্ত্রেশ্বরয়োঃ কার্যকারণভাবঃ । তত্র ঈশ্বরস্ম ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্বা শাস্ত্রক্রিয়া যেন অস্ম
কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং ভবেৎ । শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চ অস্ম স্বয়ম্ আবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকারণতাম্
উপৈতি । দ্বয়েরপি অপৰ্য্যায়েন আবির্ভাবাৎ । শাস্ত্রং চ স্বতো বোধকতয়া পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবেন
নিরন্তরসমস্ত-দোষাশঙ্কং সৎ অনপেক্ষং সাক্ষাদেব স্বার্থে প্রমাণম্ । কপিলাদিবচাসি তু স্বতন্ত্র-
কপিলাদিপ্রণেতৃকাণি তদর্থস্বৃতিপূর্বকাণি, তদর্থস্বৃতিযশ্চ তদর্থানুভবপূর্বকাঃ । তস্মাৎ তাসাম্ অর্থ-
প্রত্যয়াক্রপ্রামাণ্যবিনিশ্চয়ায় যাবৎ স্বত্বানুভবো কল্যেতে, তাবৎ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবয়া অনপেক্ষয়া
এব ঋত্যা স্বার্থো বিনিশ্চায়িতঃ ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তয়া ঋত্যা স্বত্বার্থো বাধ্যতে ইতি যুক্তম্ ১৪

বেদান্তকলতকঃ ।

১-৪ । দেবতাদিকরণে (ব্রঃ পৃঃ ১৩৭২-৪-৩৩ হ) বোগিপ্রত্যক্ষত সমর্থিতত্বাৎ ভাটম্ অনন্যস্বত্বিপ্রায় ইত্যাহ—“অর্বাণি”তি ।
কপিলাদয়ঃ অর্বাণীনপূর্ববিলক্ষণা ইতি আশঙ্ক্য আহ “ন তাবৎ কপিলাদয়ঃ” ইতি । প্রাচি ভবে তদনুষ্ঠানবতাম্ ইতি সম্বন্ধঃ । তচ্ছব্দে
বেদার্থো বিবক্ষিতঃ । “পূর্বোক্ত”মিতি । “বিপ্রতিগজো চ” ইত্যাদিভাষণে পূর্বোক্তং স্মারয়তি ইত্যর্থঃ । “ঋতিসামান্যমাত্রেন” ইতি ।
সগরপুত্রপ্রভৃতাঃ সাংখ্যপ্রণেতৃক কপিল ইতি লঙ্গসামান্যমাত্রেন ইত্যর্থঃ । বদ্য ভূত্যাঃ কুরীত্যাপি নর্তকী নর্তকণিভক্ত্রমৈব নৃত্যন্তী ন বতন্তা,
এবং ঈশ্বরঃ প্রাচীনক্রমম্ অমূল্য্য বিরচয়ঃ বেদঃ ন বতন্তঃ, ক্রমোপস্থীতবর্ণায়া চ বেদঃ অর্থপ্রতিভিকরঃ ইতি ন বক্তৃপেক্ষম্ অত্র প্রামাণ্যম্
ইত্যাহ “সত্যম্” ইতি । কলিতমাহ “ভেদ” ইতি । যেন অনাদিঃ কার্যকারণভাবঃ তেন ন প্রাপ্ততত্ত্ব পাশ্চাত্ত তদর্থতানপূর্বিকা অভিসন্ধি
ক্রিয়া, কিন্তু নিরন্তরমস্য ভগ্না সংস্কাররূপেণ অনুবর্তমানস্য স্মরণেন ব্যক্তীকার ইত্যর্থঃ । ননু ন নর্তকাদিবৎ অজ্ঞ ঈশ্বরঃ ততঃ শাস্ত্রক্রিয়াতঃ
প্রাপ্তে তদর্থজ্ঞানবদ্বাৎ কপিলভূত্যাঃ কিং ন স্যাৎ, অত আহ—“শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চ” ইতি । পূর্ববর্ণিতপূর্বকা হি শাস্ত্রম্ । তথা চ বদ্য তদর্থঃ
স্মরতি, তদেব আনুপূর্ব্য অপি সংস্কারক্কা স্মরতি ইতি আদর্শান্নকশাস্ত্রধরণশাস্ত্রজ্ঞানং তৎকরণোপপত্তো ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানস্য যেতুত
ইত্যর্থঃ । বক্তৃতপ্রাচীনাদর্শপেক্ষাক্রান্ত মাণবকবৈলক্ষণ্যম্ ঈশ্বরস্য । শাস্ত্রস্য বক্তৃতান্যজ্ঞত্বমপি নাতরীকরণে ন শাস্ত্রধরণে তদর্থ-
স্মরণাৎ সর্বজ্ঞেয়রসিক্যি । তদর্থজ্ঞানবত্যা চ প্রলয়ান্তরিতক্লেশঃ জাত্বাৎ সিদ্ধান্তি লিপ্য । ন হি মাণবকে অতি তৎ । সতি চৈব
শাস্ত্রোপাধিশ্রবণবিষয়বিকল্পিতবস্তুভেদঃ ব্যাতিঃ । কল্পিকোষরোহিণ্যাসতিবৎ তদার্থবিস্তৃতভাবধরণা, ন তু শাস্ত্রার্থজ্ঞানশাস্ত্রকরণোঃ
যেতুযেতুসম্বন্ধত্বাৎ । ননু ভূর্ণবন্ধক জ্ঞানসম্বন্ধভাবেন কথং শাস্ত্রস্য-প্রামাণ্যম্ ইতি চেৎ ? বতঃ ইত্যাহ—“পৌজ্য চ” ইতি । প্রমাণাঃ

(সাংখ্যানুত্তি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ।)

[ন্যূতনবকাশদোষগ্রসজ ইতি চেন্নাগ্রন্যূতনবকাশদোষগ্রসজাৎ । ১]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রামাণ্যসাংখ্যত্বাৎ কপিলাদিবচঃ তথা কিং ন সাংখ্য ? অত আহ—“কপিলাদিবচাঃ সি তু” ইতি । তেথাৎ কপিলাদিবচসাম্ অর্থাৎ এষ অর্থাৎ বাসাং তাঃ তথোক্তাঃ । তাসাং স্বতীনাং অর্থাৎ এষ অর্থাৎ যেষাম্ অনুভবানীনাং তে তদর্থাভূতবাঃ তে পূর্বা বাসাং তাঃ শ্রুতম্ তথা । যথা অনপেক্ষেণ শীঘ্রতরশ্রবণত্যা তদ্বিরুদ্ধলিঙ্গস্য শ্রুতিকল্পনাপেক্ষেণ বিলম্বিতশ্রবণে পরিচ্ছেদকত্বম্ অপস্থিত্যে, এষম্ অনপেক্ষ-
শ্রুত্যা তদ্বিরুদ্ধকপিলাবচসঃ সাপেক্ষেণ বিলম্বিনঃ প্রামাণ্যম্ অপস্থিত্যে ইত্যর্থঃ । “যাবদি”তি কথঞ্চিৎ ইত্যর্থঃ ।

ভারতীর অনুবাদ বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় । সাংখ্যের সহিত তাহার ভেদ ।

১। অর্থাগদ্যক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তিদ্বিগকে লক্ষ্য করিয়া “ন চ অতীজিয়ার্থান্” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। “শক্যং কপিলাদীনাম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। “ন” এই পদের দ্বারা শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। “সিদ্ধেরপি” এই গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, কপিলাদি ঋষিগণ ঈশ্বরের মত স্বভাবসিদ্ধ নহেন, কিন্তু পূর্বজন্মে বেদের প্রামাণ্যনিশ্চয় করিয়া বেদপ্রতিপাদ্য কথ্য অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া এই জন্মে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, এইজন্ত তাঁহাদিগকে আজ্ঞানসিদ্ধি অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বলে। এজন্মে যে তাঁহারা সিদ্ধিলাভের কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই, তাহার কারণ, পূর্বজন্মে বেদোক্ত কথ্য অমুষ্ঠান করাতে তাঁহাদের সিদ্ধি জন্মিয়াছে। অতএব যাহারা বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ কথা বলিলে তাহা বেদবাক্যদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রমাণ হইবে। এজন্ত অপ্রমাণ বাক্যদ্বারা বেদার্থ বিষয়ে শঙ্কা করা উচিত নহে; তাহার কারণ, বেদবাক্যরূপপ্রমাণদ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হইলে সিদ্ধপুরুষের বাক্য প্রমাণ হয় না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধপুরুষগণেরও পরস্পর বিরোধ হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতে অর্থনিশ্চয় হয় না—এই পূর্বোক্ত কথা “সিদ্ধব্যাপ্যপ্রায়কল্পনান্নামপি” এই গ্রন্থদ্বারা ভাগ্যকার স্মরণ করাইতেছেন। “পরতত্ত্বপ্রজ্ঞাপি” এই গ্রন্থদ্বারা শ্রদ্ধাজড় (বিশ্বাসহীন) ব্যক্তিগণকে বুঝাইতেছেন। আচ্ছা, শ্রুতি যদি কপিলাদি ঋষিগণের আবরণশূন্য সিদ্ধবস্ত্তবিষয়ক জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কেন তাঁহাদের বাক্য অপ্রমাণ হইবে? তাঁহাদের বাক্য যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, এইজন্ত “যা তু শ্রুতি” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষগণের পরস্পর বিরুদ্ধবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। সিদ্ধবস্ত্ততে বিকল্প হইতে পারে না; কারণ, সিদ্ধবস্ত্ততে তাহা সম্ভব নহে। যাহা অনাগত এবং উৎপাদ্য, এতাদৃশ অমুষ্ঠানে বিকল্প হয়, সিদ্ধবস্ত্ততে বিকল্প হয় না। কারণ, তাহা বাবস্থিত বস্ত্ত। অতএব “কপিল” এই শব্দটী শুনিতে সমান হইয়াছে বলিয়া সাংখ্যরচনাকারী কপিলকে শ্রুত্যুক্ত কপিল বলা ভ্রম। হুতরাং তাঁহার বাক্যকে প্রমাণ বলা সম্ভব নহে । ১

২। আচ্ছা, তাহাই হউক, অর্থাৎ যদি এমনই হয় যে, কপিল অনেক নহেন, কপিল একজনমাত্র, আর সেই কপিলই শ্রুতিতে সর্বত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু মনুপ্রভৃতি অন্ত ঋষিগণ ত শ্রুতিতে সেভাবে উল্লিখিত হন নাই, অতএব সেই মনুপ্রভৃতির স্মৃতি কপিলস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনুস্মৃতি অগ্রাহ্য হইবে; এইজন্ত “ভবতি চ অন্য্য মনোঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ মনুর মাহাত্ম্যাত্ম্যাপনকারিণী অন্ত শ্রুতিই আছে। “মহাত্মারতেহপি চ” এই গ্রন্থদ্বারা আগমাস্ত্রেরও অর্থাৎ ইতিহাসেও দ্বৈতবাদী কপিলস্মৃতির নিন্দাপূর্বক অদ্বৈতমতপ্রদর্শনরূপ সংবাদ আছে—ইহাই বলা হইতেছে। অর্থাৎ মনুস্মৃতি যে কেবল স্মৃতাঙ্গের সহিত একমত, তাহা নহে, কিন্তু শ্রুতির সহিতও একমত। “শ্রুতিশ্চ” এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলিতেছেন। “অতঃ” এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন । ২

৩। আচ্ছা, তাহাই হউক, কপিলের বাক্য বেদবিরুদ্ধ হয় হউক, তাহা হইলেও দুইটিই অর্থাৎ বেদ ও সাংখ্যানুত্তি, পুরুষের বুদ্ধি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া বেদই প্রমাণ, সাংখ্যানুত্তি প্রমাণ নহে—এরূপ বিনিগমনার্থে (অর্থাৎ বেদপক্ষপাতে) হেতু কি? আর সে জন্ত কপিলের বাক্য বেদবিরোধী হইয়াছে বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে? এইজন্য “বেদস্ত হি নিরপেক্ষম্” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । ৩

৪। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র হইয়াছে—ইহা সত্য, তথাপি শাস্ত্ররচনাকার্য্যে কপিলাদি ঋষির যেমন স্বাধীনতা আছে, বেদরচনাকার্য্যে ঈশ্বরের তেমন স্বাধীনতা নাই; কারণ, সর্বশক্তিমান সেই পরমেশ্বর পূর্বকল্পে যে প্রকার বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অনুসারেই বর্তমান কল্পেও বেদ রচনা অর্থাৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্বতর কল্পানুসারে পূর্ব কল্পে এবং পূর্বতম কল্পানুসারে পূর্বতর কল্পে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে শাস্ত্র ও ঈশ্বরের এই কার্য্যাকারণভাব অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তদ্বোধে ঈশ্বরের শাস্ত্রপ্রকাশ শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্বক নহে, যাহার ফলে কপিলাদি ঋষির দ্বারা শাস্ত্রপ্রকাশকার্য্যে ঈশ্বরের স্বাধীনতা থাকিত। ঈশ্বরের শাস্ত্রার্থজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হইলেও শাস্ত্র তাহার হেতু নহে; কারণ,

(সাংখ্যস্বত্তি অনুসরে বেদান্ত বাখ্যের মতে ।)

ইতরেবাং চানুপলক্কেঃ ১২

ভামতীর অনুবাদ ।

শাস্ত্র ও তাহার অর্থ—এই উভয়ের একসঙ্গে প্রকাশ হয়। আর শাস্ত্ররূপ বেদ স্বয়ং নিজ অর্থবোধ করিয়া দেয় বলিয়া তাহাতে পুরুষের কোন স্বাধীনতা নাই। অতএব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারি প্রকার দোষের সম্ভাবনা ইহাতে মুক্ত হইয়া এবং গুণাদির অপেক্ষা না করিয়া বেদ সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বার্থে প্রমাণ হয়, অর্থাৎ বেদার্থবোধের প্রতি বেদই প্রমাণ হয়। কিন্তু কপিলাদি ঋষির বাক্যাগুলি, স্বতন্ত্র কপিলাদি ঋষিকর্তৃক রচিত এবং তদর্থের স্মৃতিপূর্বকই রচিত, অর্থাৎ কপিলাদিবাক্যের যে অর্থ, তাহার স্মরণপূর্বকই হইয়াছে, আর তাঁহাদের সেই অর্থস্মরণও অর্থের অনুভবপূর্বকই হইয়া থাকে। অতএব সেই কপিলবাক্যের অর্থবোধ + করিবার অঙ্গ অর্থাৎ হেতু যে প্রামাণ্যান্বেষণ, তাহার জন্য যতক্ষণে সেই স্মরণ ও অনুভবের কল্পনা করিবে, ততক্ষণে বেদই বেদবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিয়া দিবে, কারণ, বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং বেদ অপরের কোন অপেক্ষা করে না। এই হেতু স্মৃতিশীল অর্থবোধ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত যে শ্রুতি, তৎকর্তৃক স্মৃতির অর্থ বাধিত হয়—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ উক্ত প্রামাণ্যান্বেষণের জগৎ ঐ স্মৃতি ও অনুভব কল্পনা করিতে বিলম্ব হওয়ায় স্বতঃপ্রমাণ বেদ শীঘ্র নিজবাক্যের অর্থবোধ করিয়া দেয়, আর তজ্জন্ত বেদবাক্য বেদবিরুদ্ধ স্মৃত্যর্থকে বাধ করে, অর্থাৎ তাহার প্রামাণ্য অপহরণ করে। অতএব বেদবিরুদ্ধবিষয়ে স্মৃতির যে অনবকাশ তাহা দোষ হয় না। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ত্রয়োদশটি অধিকরণের অন্তর্গত প্রথম অধিকরণের দুইটি সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের শাক্তর ভামতীর অর্থ ১৪

শাক্তরভ্যাসম্ ।

কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ?—

“ইতরেবাং চানুপলক্কেঃ” ১২ *

প্রধানাং ইতরাণি খানি প্রধানপরিণামম্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহাদানি, ন তানি বেদে লোকে বা উপলভ্যন্তে। ভূতেশ্চিয়াণি তানং লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্তুন্ম। অলোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ তু মহাদানীনাং বর্জন্তেব ইন্দ্రిয়ার্থস্তা ন স্মৃতিঃ অবকল্পতে। যদপি কচিৎ তৎপরমিব শ্রবণম্ অবভাসতে, তদপি অতৎপরং ব্যাখ্যাতম্ “আনুমানিকমপ্যেকেষাম্” (ত্র সূ ১৪১১) ইত্যত্র। কার্য্যস্মৃতেঃ অপ্ৰামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেঃপি অপ্ৰামাণ্যং যুক্তম্ ইত্যভি-প্রায়ঃ। তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্ক্যবর্জন্তু তু “ন বিলক্ষণত্বাৎ” (ত্র সূ ২১৪৪) ইত্যারম্ভ উদ্বিগ্নম্। [ইতি প্রথমং স্বত্যাধিকরণম্ ।]

ভাগ্যস্বত্বান—সাংখ্যের মহাদানি অপ্রসিদ্ধ।

স্মৃতির অপ্ৰামাণ্য হইলে তাহা দোষাবহ নহে কেন, সূত্রকার তাহার আরও কারণ দেখাইতেছেন—
“ইতরেবাং চানুপলক্কেঃ” অর্থাৎ আর অপরগুলির উপলব্ধি হয় না বলিয়া। এখানে “ইতরেবাং” পদের অর্থ—সাংখ্যস্বত্তিপ্রসিদ্ধ মহাদানি তত্ত্বসমূহের, “চ” পদের অর্থ—লোকমধ্যে ও বেদমধ্যে, “আনুপলক্কেঃ” পদের অর্থ—উপলব্ধি হয় না বলিয়া।

প্রকৃতি বা প্রধানভিন্ন মহৎপ্রভৃতি যে সকল পদার্থ, প্রকৃতি বা প্রধানের বিকার বলিয়া সাংখ্যস্বত্তিতে কল্পিত হইয়াছে, সে সকল পদার্থ বেদে অথবা লোকে উপলব্ধ হয় না। ভূতসকল ও ইন্দ্రిয়সকল লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইন্দ্రిয়ের বিষয় যষ্টপদার্থ যেমন কল্পনা করিতে পারা যায় না, তেমনই মহাদানি পদার্থ লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ না থাকায় তাহাদের স্মৃতি কল্পনা করা যায় না। আরও “মহত্তঃ পরমব্যক্তম্” ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় যে, কোন কোন স্থলে যেন মহাদানিপ্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মহাদানিপ্রতিপাদক নহে বলিয়া “আনুমানিকমপ্যেকেষাম্” এই (১৪১১) সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, কার্য্যস্মৃতি অর্থাৎ কার্য্য যে মহৎ, তদ্বিষয়ক

* এখানে “চ” পদের দ্বারা এই সূত্রটি যে প্রথম অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত সূত্র তাহাই বলা হইল। সূত্রে প্রথমস্ত পদ থাকিলেই বা উক্ত থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হইল বুঝিতে হয়। এখানে তাহা নাই; এজন্য এই সূত্রটি প্রথম অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। “এতেন যোগঃ প্রভুক্তঃ” এই তৃতীয় সূত্রে “যোগঃ” এই প্রথমস্ত পদ থাকায় তদ্বারা স্তম্ব অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই দ্বিতীয় সূত্রেই প্রথম অধিকরণটি সমাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। + ভামতীর মূলে “তস্যাং তাসাং” বলে “তস্যাং তেবাং” পাঠই সমীচীন।

(সাংখ্যশ্রুতির অনুসারে বোদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ইতরেবাং চানুপলক্ষে : ১২]

ভাষ্যমুদার ।

স্বৃতি অপ্রমাণ হওয়ায় কারণস্বৃতিও অর্থাৎ মহতের কারণ যে প্রধান তদ্বিষয়ক স্বৃতিও অপ্রমাণ হওয়া উচিত । সে কারণেও স্বতানবকাশপ্রসঙ্গ দোষাবহ নহে । আর সাংখ্যস্বৃতি যে তর্কীবষ্ট স্বৃতি অর্থাৎ তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা “ন বিলক্ষণত্বাৎ...” (২।১।৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রকার উল্লিখিত করিবেন । ইহাই হইল এই অধ্যায়ের প্রথমপাদ্যের ত্রয়োদশটি অধিকরণের মধ্যে স্বত্যাধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত দ্বিতীয় বা শেষ সূত্রের শাকর ভাষ্যমুদার ।

ভামতী ।

প্রধানস্ব তাবৎ কচিং বেদপ্রদেশে বাক্যাভাসানি দৃশ্যন্তে, তদ্বিকারাণাং তু মহাদানীনাং তানুপি ন সন্তি, ন চ ভূতেন্দ্রিয়াদিবং মহাদায়ো লোকসিদ্ধাঃ । তস্মাৎ আত্মাস্তিক্যং প্রমাণান্তরাসম্বাদাৎ প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেঃ, মূলভাবাৎ অভাবো বক্ষ্যাম্য ইব দৌহিত্র্যস্মৃতেঃ । ন চ আর্ষজ্ঞানম্ অত্র মূলম্ উপপত্ততে ইতি যুক্তম্ । তস্মাৎ ন কাপিলস্মৃতেঃ প্রধানোপাদানত্বং জগত ইতি সিদ্ধম্ । ইতি প্রথমং স্বত্যাধিকরণম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

দৌহিত্র্য কল্প দৌহিত্র্যম্ । বক্ষ্য্য চেৎ স্মরেৎ ইদং মে দৌহিত্র্যেণ কৃতমিতি সা স্বৃতিঃ অপ্রমাণঃ, মূলস্ত দ্রুহিতুঃ অভাবাৎ । এবম্ অত্রাপি মূলভূতানুভাবাভাবাৎ স্মরণাভাবঃ ইত্যাহ—“বক্ষ্যাম্য ইব” ইতি । “ন চ আর্ষম্” ইতি—উপজীব্যবেদবিরোধস্ত উক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ । অব্যক্তং জ্ঞানং লীয়তে । “অহং সর্বত্র” ইতি । প্রভবতি অস্মাৎ ইতি, প্রলীয়তে অগ্নিন্ ইতি চ প্রভবপ্রলয়ো । তস্মাৎ আত্মনঃ অধিষ্ঠাতুঃ প্রভবন্তি স মূলম্ উপাদানম্ । শাবিতিকঃ অনাদিঃ । নিত্যঃ ধঃসর্বজিতঃ । জ্ঞানৈঃ পুরষ্কৃতি যঃ স সর্বেষাম্ আত্মা । পুরষ্কৃতি জীবঃ । বহুনাং দেহিনাং যোনিঃ পৃথিবী । বিষঃ পূর্ণম্ । গুণৈঃ সর্বজ্ঞানাদিভিঃ অধিকম্ । সর্বাত্মকত্বাৎ বিশ্বমুদাদিভ্যম্ । ইতি প্রথমং স্বত্যাধিকরণম্ ।

ভামতীর অনুবাদ সাংখ্যমত নিত্যস্ত অপ্রমাণ ।

বেদের কোন কোন স্থানে প্রধানের সম্বন্ধে বাক্যাভাস অর্থাৎ যে বাক্য আপাততঃ প্রমাণ বলিয়া মনে হয় তাহা, দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রধানের বিকার মহাদাদিপদার্থের বাক্যাভাসও নাই এবং ভূত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মত মহাদাদিপদার্থ লোকপ্রসিদ্ধও নহে । অতএব একেবারেই অজ্ঞপ্রমাণের সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া এবং অনুভব হইতে স্বৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া বক্ষ্যার পক্ষে দৌহিত্র্যকৃত কল্প স্মরণ করা যেমন সম্ভব নহে, তেমনি প্রকৃতস্থলে অনুভব না থাকায় ঐ স্বৃতি হইতে পারে না । এস্থলে আর্ষজ্ঞানকে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে কপিল ঋষির অনুভব, সেই মূলস্বরূপ হইবে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, সেই আর্ষজ্ঞান মূলস্বরূপ কল্পনা করিলে উপজীব্য বেদবিরুদ্ধ হয় ; অতএব কপিলস্বৃতি যে প্রধানকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে, ইহা স্থির হইল । ইহাই এই অধ্যায়ের প্রথমপাদ্যের ত্রয়োদশটি অধিকরণের মধ্যে স্বত্যাধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত শেষ সূত্রের শাকরভাগের ভামতীর অর্থ ।

স্বত্যাধিকরণ ভাষণ ।

এই স্বত্যাধিকরণের তাৎপর্য্যটি বুঝিতে হইলে প্রথমে অধিকরণ কি, তাহা জানা আবশ্যক । অধিকরণ অর্থ—বিচার বা ত্রায় । শ্রুতির একবাক্যাত্মপ্রদর্শনার্থ, আপাততঃ সন্দিষ্ট শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়জ্জলে অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদস্থাপনার্থ রচিত এই বেদান্তদর্শনে ৫৫৫টি সূত্র আছে । আর এই ৫৫৫টি সূত্রদ্বারা ১২১টি অধিকরণ বা বিচার, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । এই স্বত্যাধিকরণটি তাহার মধ্যে অন্যতম । এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে প্রথমে “স্বৃতি” পদটি থাকায় ইহার নাম স্বত্যাধিকরণ হইয়াছে । অধিকরণের নামকরণে এই রীতিই প্রায় সর্বত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে । কদাচিৎ সূত্রমধ্যস্থ প্রধানপদদ্বারা এবং কখন কখন অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়ের নামদ্বারা অধিকরণের নাম করা হইয়া থাকে ।

প্রত্যেক অধিকরণের ছয়টি অঙ্গ থাকে, যথা—(১) সঙ্গতি, (২) বিষয়, (৩) সংশয় (৪) ফলভেদ, (৫) পূর্বপক্ষ ও (৬) সিদ্ধান্ত ।

তন্মধ্যে সঙ্গতি আবার পাঁচ প্রকার, যথা—(ক) শ্রুতিসঙ্গতি, (খ) শাস্ত্রসঙ্গতি, (গ) অধ্যায়সঙ্গতি, (ঘ) পাদ-সঙ্গতি এবং (ঙ) অধিকরণসঙ্গতি ।

ইহাদের মধ্যে (ঙ) অধিকরণসঙ্গতি আবার চারি প্রকার, যথা—১। আক্ষেপসঙ্গতি, ২। উদাহরণসঙ্গতি, ৩। প্রত্যাধাহরণসঙ্গতি এবং ৪। প্রসঙ্গসঙ্গতি ।

অতএব প্রত্যেক অধিকরণে (ক) শ্রুতিসঙ্গতি, (খ) শাস্ত্রসঙ্গতি, (গ) অধ্যায়সঙ্গতি ও (ঘ) পাদসঙ্গতি থাকে, এবং পরিশেষে পূর্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপাদি চারি প্রকার সঙ্গতির মধ্যে একটি সঙ্গতি থাকে । যথা—

(সাংখ্যান্তি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ।)

[ইতরেবাং চান্দ্রপলকোঃ ১২]

স্বত্যাধিকরণ তাৎপর্য ।

(১) সঙ্গতি—তন্মধ্যে প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি, যথা—এই গ্রন্থ শ্রুতির তাৎপর্যানির্ণয়ে প্রবৃত্ত বলিয়া শ্রুতি (বেদান্ত) সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করা হইবে না, কিন্তু শ্রুতিতাত্পর্যানির্ণয়দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হইবে—ইহা বলায় এই অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল ।

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি, যথা—জগতের উপাদানকারণ প্রধান নহে, কিন্তু ব্রহ্ম, এই কথা বলায় ব্রহ্মবিচারাত্মা এই শাস্ত্রের সহিত এই অধিকরণের শাস্ত্রসঙ্গতি থাকিল ।

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি, যথা—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মেই সমন্বিত বলায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ে যে সকল বিবোধ হয়, তাহার মীমাংসা করায় আর এই অধিকরণে সাংখ্যের সহিত সেই বিরোধের পরিহার থাকায়, ইহাতে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল ।

চতুর্থ পাদসঙ্গতি, যথা—এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদে সাংখ্য, যোগ ও কণাদমতের সহিত বিরোধ-পরিহার থাকায় আর এই অধিকরণে সাংখ্যের সহিত সেই বিরোধপরিহার করায় ইহাতে পাদসঙ্গতি থাকিল ।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি, যথা—পূর্বাধিকরণে অবৈদিক প্রধানকারণতাবাদের দ্বায় পরমাণুকারণতাবাদ অবৈদিক বলায়, এই অধিকরণে পূর্বপক্ষে আক্ষেপ করিয়া প্রধানকারণতাবাদ স্মৃতিসম্মত হইবে না কেন, এইরূপ বলায় পূর্বাধিকরণের সহিত ইহার আক্ষেপসঙ্গতি থাকিল । ইহাই হইল এই অধিকরণের প্রথম অবয়ব সঙ্গতির পরিচয় । এই গ্রন্থ এই সঙ্গতির জন্ত নানারূপ অর্থ করা যায় না ।

(২) বিষয়—ব্রহ্ম প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্তসমন্বয়টা বিষয় । ইহাই এই অধিকরণের দ্বিতীয় অবয়ব ।

(৩) সংশয়—এইরূপ সমন্বয়টা সাংখ্যান্তির সহিত বিরুদ্ধ হয় কি, হয় না—ইহাই সংশয় । ইহাই এই অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব ।

(৪) ফলভেদ—পূর্বপক্ষে স্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ, এবং সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতির সহিত বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ হয় । ইহাই এই অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব ।

(৫) পূর্বপক্ষ—পূর্বে সমন্বয়ধায়ে বলা হইয়াছে—চেতন ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ, কিন্তু সাংখ্যাশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—ত্রিগুণ প্রধানই জগতের উপাদানকারণ, ইহা তাঁহার যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা হৃদয় করিয়াছেন । সেই সাংখ্যমত যদি অগ্রাহ করা হয়, তাহা হইলে সাংখ্যান্তি নিরবকাশ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায় । অতএব এই সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেই বেদান্তবাক্যসকল ব্যাখ্যা করা উচিত ।

যদি বল—মহুপ্রভৃতি অপর স্মৃতিশাস্ত্রে যুক্তি ও শাস্ত্র অনুসারেই জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে, হুতরাং তাহাদের সহিত সাংখ্যাশাস্ত্রের বিরোধ হয়, এজ্ঞা সাংখ্যমতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত বলিলে মহাদি অপর স্মৃতিগুলি নিরবকাশ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়,—অতএব সাংখ্যমতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে ; তাহা হইলে বলিব—মহাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণাশ্রমাচার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায় সে অংশে তাহার সার্থকতা আছে, কিন্তু সাংখ্যাশাস্ত্রে একমাত্র মোক্ষলাভের উপায় বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে যদি তাহার প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে সাংখ্যাশাস্ত্র একবারেই নিরবকাশ অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়ে । কিন্তু তাহা ত উচিত নহে । কারণ, শ্রুতিতে মহর্ষি কপিলের মহেশ্বের প্রশংসা করা হইয়াছে । তাহার পর সাংখ্যচার্যগণ হৃদয় তর্কের সাহায্যেও নিজমতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অতএব বেদান্তবাক্যসকল সাংখ্যমতেই ব্যাখ্যা করা উচিত, আর তজ্জগৎ জগতের উপাদানকারণ প্রধানই, ব্রহ্ম নহে—এইরূপ বলাই উচিত ।

যদি বল—ব্রহ্মকারণতাবাদ শ্রুতি অনুসারে ব্যবস্থিত হইয়াছে, আর মহু প্রভৃতিকেও শ্রুতিতে কপিলের মতই প্রশংসা করা হইয়াছে । অতএব তাহার প্রামাণ্য অধিক, তাহা হইলে আমরা বলিব—শ্রুতি যেমন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য, সাংখ্যান্তিও তেমনই সর্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলের বাক্য, অতএব উভয়ের প্রামাণ্যই সমান হইবে না কেন ? পরন্তু সাংখ্যাশাস্ত্র নিরবকাশ হয় এবং মহাদিস্মৃতি সাবকাশ হয়, নিরবকাশ হয় না, অতএব নিরবকাশ শাস্ত্র প্রবল বলিয়া সাংখ্যাশাস্ত্রের অনুরোধে বেদান্তবাক্যসকল কোন রকমে সন্মোচ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, তাহা জগতের উপাদানকারণ প্রধানের অধ্যক্ষ, ব্রহ্ম বলিয়া উপচারমাত্র । এই জ্ঞাই ভগবান্ গীতামধ্যে বলিয়াছেন—“স্বাধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্রযতে সচরাচরম্” । অতএব বেদান্তবাক্যসকল সাংখ্যমতেই ব্যাখ্যা করা উচিত, আর তজ্জগৎ জগতের উপাদানকারণ প্রধানই, ব্রহ্ম নহে—ইহাই বলা উচিত । ইহাই পূর্বপক্ষের রূপ, আর ইহাই এই অধিকরণের পঞ্চম অবয়ব ।

(সাংখ্যস্বৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ইতরেবাং চান্দ্রপলকৈঃ ১২]

স্বত্বাধিকরণ তাৎপর্য ।

(৬) সিদ্ধান্ত—ইহার সমাধান এই যে, সাংখ্যস্বৃতির অপ্রামাণ্য হয় বলিয়া বেদান্তের ব্রহ্মকারণতাবাদ যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে সকল স্বৃতিতে শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, সে সকল স্বৃতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যথা—মহাভারতে ব্রহ্মপ্রকরণে আছে “তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং বিজ্ঞসত্তমং”, ভগবদ্গীতায় আছে “অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থতা”। এইরূপ বহু স্বৃতিতে বহুস্থানে ঈশ্বরকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যস্বৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গভয়ে প্রধানকারণতাবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকারণতাবাদী নিরবকাশস্বৃতিসমূহের অনবকাশ দোষ উপস্থিত হয়। অতএব সাংখ্যাত্তরোধে শ্রুতির সংকোচ হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতির সহিত স্বৃতির বিরোধ হইলে স্বৃতিবাক্য অগ্রাহ্য এবং শ্রুতিবাক্যই গ্রাহ্য হইবে। পূর্বসমীমাংসায় এই কথাই বলা হইয়াছে; যথা—“বিরোধে তদনপেক্ষং স্মাদসতি হুত্বমানম্” ইতি। স্বৃতিতেও আছে—“শ্রুতিস্বৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্থ্যং স্মার্তং বৈদিকবৎ সত্য”।

তাহার পর ঈশ্বর স্বাধীনভাবে বেদার্থ চিন্তা করিয়া বেদ রচনা করেন নাই—কিন্তু পূর্বকল্পে যেরূপ ক্রমাত্মসারে বেদবাক্য প্রকাশিত ছিল, ভগবান্ নিজ সংস্কারবলে ঠিক সেইরূপ ক্রমাত্মসারে বেদবাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদবাক্য ও বেদার্থজ্ঞান একসঙ্গেই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া বেদরচনাকাণ্ডে ঈশ্বরের কোন কল্পিত নাই। এইজন্ত বেদকে ঈশ্বরের নিঃস্বাসস্বরূপ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত করা হইয়াছে, যথা—“অস্ত্য মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ষর্ষবাস্কিরস” ইতি। নর্তকী যেমন নর্তকের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে নৃত্য কবে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রাচীন বীতি অনুসারে বেদ রচনা করেন বলিয়া তাহাতে তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে—ভ্রমপ্রমাদাদি কোন দোষ নাই। একজন্ত বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। কিন্তু স্বৃতিবাক্য কল্পিতশ্রুতিসাহায্যে প্রমাণ হয়। অতএব অতীন্দ্র প্রবৃত্ত শ্রুতিবাক্য বিলম্বে প্রবৃত্ত স্বৃতির অর্থকে বাধাদান করে। বস্তুতঃ সাংখ্যকে স্বৃতি বলিয়া তাহার মূল শ্রুতি কল্পনা করিলে, সেই শ্রুতি কখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ শ্রুতিকে বাধা দিতে পারে না। অতএব সাংখ্যস্বৃতি অনবকাশ হয় বলিয়া তন্মতে কোনরূপে বেদান্তবাক্য সকলের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। বস্তুতঃ সাংখ্যস্বৃতির সহিত যে বিরোধ তাহা বিরোধই নহে, যেহেতু তাহা অবৈদিক স্বৃতি, তাহা অগ্রাহ্য—ইহা প্রতিপাদিত কবাই এস্থলে অবিরোধপ্রদর্শন। পক্ষান্তরে মন্বাদি শ্রুতিমূলক স্বৃতির সহিত বিরোধ না থাকায় সমন্বয়বিষয়ক অবিরোধই সিদ্ধ হইল।

আর কপিলাদি ঋষিগণ পূর্বজন্মে বেদার্থ অনুভব করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইজন্ত তাঁহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বলা হয়। তাঁহারা যদি বেদবিরুদ্ধ কোন কথা বলেন, তাহা হইলে তাহা উপজীব্যবিরোধ হয় বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

আর শ্রুতিতে যে কপিলের কথা আছে, তিনি এই দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল নহেন। কেবল ‘কপিল’ এই নামের সামান্যতঃ শ্রুতিপ্রশংসিত কপিল ও দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল এক বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ, স্বৃতি হইতে জ্ঞান যায়—দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল ভিন্ন ব্যক্তি। নারায়ণের অংশ অদ্বৈতবাদী এক কপিল ছিলেন, যিনি সগরপুত্রগণকে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভকেও কপিল বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের কথা মহাভারতেও আছে। অতএব দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের মতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে।

আরও এক কথা—সাংখ্যকার কপিল মন্বাদি কতকগুলি পদার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, লোকেও প্রসিদ্ধ নহে, অতএব সেগুলি অলীকমাত্র, বৈদিক স্বৃতিতে তাহার উল্লেখ নাই। আর তাহারা যে তর্কের আশ্রয় করিয়াছেন তাহা “ন বিলক্ষণত্বাৎ” এই ৪র্থ সূত্র হইতে খণ্ডন করা হইবে। “ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ, সুতরাং এই অধিকরণের ইহাই যষ্ঠ অবয়ব। ইহাই হইল এই স্বত্বাধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য।

পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালাগ্রন্থে এই বিষয় দুইটা শ্লোকে অতিসংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, যথা—

সাংখ্যস্বৃত্যস্তি সংকোচো ন বা বেদসমম্বয়ে।

ধর্ম্মে বেদে সাবকাশঃ সংকোচোহনবকাশয়া ॥

প্রত্যক্ষশ্রুতিমূল্যান্ডিম’রাতিস্বৃতিভিঃ স্বৃতিঃ।

অমূল্য কাপিলী বাধ্যা ন সংকোচোহনয়া ততঃ ॥*

অর্থ—বেদসম্বয়ে সাংখ্যস্বৃত্য সংকোচঃ অস্তি ন বা ? ধর্ম্মে বেদে সাবকাশঃ, অনবকাশয়া সংকোচঃ, প্রত্যক্ষশ্রুতিমূল্যান্ডিম’রাতিস্বৃতিভিঃ অমূল্য কাপিলী স্বৃতিঃ বাধ্যা ততঃ অনয়া ন সংকোচঃ।

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণঃ নাম

দ্বিতীয়ম্ অধিকরণম্ ।

(যোগস্বত্তি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ । ৩

শাক্তরত্নাচম্ ।

‘এতেন’ সাংখ্যস্বত্তিপ্ৰত্যাখ্যানেন যোগস্বত্তিরপি প্রত্যাখ্যাতা জষ্টব্য—ইতি অভি-
দিশতি । তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বত্ত্বমেব কারণং, মহাদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোক-
বেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে ।

ভাস্করমুদ—সাংখ্যের স্তায় যোগসিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য ।

সূত্রের অক্ষরার্থ—এতদ্বারা যোগস্বত্তি খণ্ডিত হইল । *

এতেন পদের অর্থ—সাংখ্যস্বত্তি খণ্ডন করাতে, “যোগঃ” পদের অর্থ—যোগস্বত্তিও, প্রত্যুক্তঃ পদের
অর্থ—প্রত্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । ইহা সূত্রকার অতিদেশ করিতেছেন ।
অর্থাৎ পূর্বাধিকরণের যুক্তি এই যোগস্বত্তি সন্দেহ প্রয়োগ করিতেছেন । (একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ করার নাম
অতিদেশ) ; যেহেতু এই যোগশাস্ত্রেও শ্রুতির সহিত বিরোধ করিয়া প্রধানকে স্বত্ত্বভাবেই জগতের উপাদান-
কারণ বলা হয় এবং লোক ও বেদমধ্যে অপ্রসিদ্ধ প্রধানকার্য্য মহাদাদিপদার্থসকল কল্পনা করা হইয়া থাকে ।

ভাস্করী ।

ন অনেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদান-
স্বত্ত্বপ্রধানতদ্বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তি ইত্যুচ্যতে । ন চ এতাবতা
‘এবাম্’ অপ্ৰামাণ্যং ভবিতুম্ অর্হতি । যৎপরানি হি তানি তত্র অপ্ৰামাণ্যে অপ্ৰামাণ্যম্ অন্ববীরন্ ।
ন চ এতানি প্রধানাদিসদভাবপরানি, কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবাস্তুরফলবিত্তিতৎপরমফল-
কৈবল্যাব্যুৎপাদনপরানি । ‘তচ্চ কিঞ্চিৎ’ নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যম্ ইতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তী-
কৃতম্, পুরাণেশ্বিব সর্গপ্রতিসর্গবংশমস্বস্তরবংশাহুচরিতং, ‘তৎপ্রতিপাদন’পরেষু, ন তু ‘তৎ’
বিবক্ষিতম্ । ‘অন্তপরায় অপি’ চ অন্তনিমিত্তং তৎ প্রতীয়মানম্ অভ্যাপ্যেয়ত, যদি ন মানান্তরেন
বিরুদ্ধেত । অস্তি তু বেদান্তশ্রুতিভিঃ অস্মা বিরোধ ইত্যুক্তম্ । তন্মাত্রং প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রাৎ
ন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ । অতএব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িত্বা আহ স্ম ভগবান্ বার্ষগণাঃ—

‘গুণানাং পরমং রূপং’ ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি ।

যৎ তু ‘দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মাত্রৈব সূত্ৰচ্ছকম্’ ॥ ইতি ॥

যোগঃ ব্যুৎপাদয়িত্বা নিমিত্তমাত্রেন ইহ গুণা উক্তাঃ, ন তু ভাবতঃ, তেষাম্ অতাস্থিকত্বাৎ
ইত্যর্থঃ । ‘অলোকসিদ্ধানাম’পি প্রধানাদীনাম্ অনাদিপূর্বপঞ্চত্য়াভাসোৎপ্রেক্ষিতানাম্ ‘অনু-
বাস্তবম্’ উপপন্নম্ । তৎ অনেন অভিসন্ধিনা আহ—“এতেন সাংখ্যস্বত্তিপ্ৰত্যাখ্যানেন যোগস্বত্তি-
রপি প্রধানাদিবিষয়তয়া প্রত্যাখ্যাতা জষ্টব্য” ইতি ।

বেদান্তকরতরঃ ।

“এবাম্” হিরণ্যগর্ভাদিশাস্ত্রাণাম্ । যোগস্বরূপং চিত্তগুণিনিরোধঃ তৎসাধনং যমাদি তদবাস্তুরফলঃ বিত্বুতিঃ অগ্নিমানিঃ । “কিঞ্চিৎ নিমিত্তী-
কৃত্য” ইতি । চিত্তনিরোধো হি কচিৎ আলম্বনে নিবেশ্যৎ ভবতি । পুরুষে চ সূত্রে ত্র্যক্ নিবেশাসম্ভবাৎ প্রধানাদিচিত্তালম্বনেন ব্যুৎপাদ্যতে
ইত্যর্থঃ । “প্রতিসর্গঃ” এতৎ । “বংশাহুচরিতং” তৎকর্ম্ম । “তৎপ্রতিপাদনেন” তি । “তৎ” শব্দেন কৈবল্যাদিপদার্থম্ । দেবতাধিকরণস্তায়েন
(ত্র হু ১১২১৪-৩৩ হু) প্রধানাদৌ প্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্য আহ “অন্তপরাদপি” ইতি । যত এর প্রধানাদেঃ অবিবক্ষ্য অতএব “গুণানাং” সম্বাদীনঃ
“পরমং রূপম্” অধিষ্টানম্ আশা । “দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তদ্বৎ” প্রধানাদি “মাত্রৈব” মিথ্যা । “তৎ প্রত্য়চ্ছকম্” হঠ তুচ্ছকমিতি । প্রধানাদৌ
অভ্যাপ্যে যোগশাস্ত্রম্ অনুবাদকত্বং বক্তব্যং তৎ কথং ? প্রাপ্তভাবাৎ, ইত্যত আহ “অলোকসিদ্ধানাম্” ইতি । বৈদিকসিদ্ধানঃ
স্তারান্তাসিদ্ধানাম্ “অনুবাস্তবম্” ইত্যর্থঃ ।

ভাস্করীর অনুবাদ—যোগশাস্ত্র সর্ব্বাংশে অগ্রমাণ নহে ।

এই সূত্রদ্বারা হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলিপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছেন
না, কিন্তু জগতের উপাদান স্বত্ত্ব প্রধান অর্থাৎ ‘প্রকৃতি’ এবং তাহার বিকার ‘মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র’-
বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই—ইহাই বলা হইতেছে । আর ইহার দ্বারা এই সকল শাস্ত্রেরও অপ্ৰামাণ্য

* এই সূত্রে “যোগঃ” এই শব্দান্ত পদ থাকার ইহার দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।

(যোগস্বত্তি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন যোগঃ প্রভুক্তঃ । ৩]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

হইতে পারে না, কারণ, যে সকল বস্তু প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সেই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে অপ্রামাণ্য হইলে সেই সকল শাস্ত্র অপ্রমাণ হইতে পারিত। এই সকল শাস্ত্র ত প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, কিন্তু চিন্তাবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের স্বরূপ, যমনিয়মাদি তাহার সাধন, অগ্নিাদিবিভূতিরূপ যোগের অবাস্তব ফল এবং কৈবল্যরূপ তাহার পরমফল—এই সকল প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। আর কোন একটিপদার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল বস্তুর প্রতিপাদন করিতে হইবে, এই জন্ত মহাদাদি বিকারের সহিত প্রকৃতিকে নিমিত্তমাত্র করা হইয়াছে। যেমন কৈবল্যাদিপ্রতিপাদনের জন্ত রচিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর ও দেবতা মুনি ঋষিপ্রভৃতিগণের বংশানুচরিতকে নিমিত্ত করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুলি প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য নহে। এক উদ্দেশ্যে রচিত শাস্ত্র হইতে যদি অন্য কোন ‘নিমিত্ত’ প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে তাহাও স্বীকার করিতে পারি, যদি শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ না হয়। কিন্তু বেদান্তশ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ আছে—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব যোগশাস্ত্র প্রমাণ হইলেও তাহা হইতে প্রধানাদিপদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব যিনি যোগশাস্ত্রকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন সেই ভগবান্ বাসগণ্য বলিয়াছেন—

“গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি । যৎ তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়ৈব স্তুভুচ্ছকম্” ॥

অর্থাৎ “গুণের যাহা মধ্যমরূপ, অর্থাৎ অধিষ্ঠান যে আত্মা, তাহা ত দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু প্রধানাদি যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অতি তুচ্ছ মায়ামাত্র, অর্থাৎ কিছুই নহে”, ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগের স্বরূপ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া কোন বস্তুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিবার জন্ত এখানে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু গুণের স্বরূপ বলিবার জন্ত নহে; কারণ, গুণগুলি সত্য বস্তু নহে। প্রধানাদিপদার্থগুলি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু না হইলেও, তাহার অনাদিকাল হইতে পূর্বপক্ষের দ্বায়াভাসদ্বারা অর্থাৎ ভূষ্টযুক্তিদ্বারা উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ কল্পিত, অতএব তাহাদের অনুবাদস্থ অর্থাৎ সেগুলি যে অবিবক্ষিত, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। সেই হেতু এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার “এতেন” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অর্থাৎ সাংখ্যস্বত্তি খণ্ডন করাতে যোগস্বত্তিও যে প্রধানাদি-প্রতিপাদনপররূপে খণ্ডিত হইল—ইহাই বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

‘নমু এবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ’ পূর্বেদৈব এতৎ গতং, কিমর্থং পুনঃ অতিদিশ্যতে ? ‘অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা’। সম্যগদর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ—

“শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি ।

“ত্রিরস্তুতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” ॥ (খেঃ ২।৮)—

ইত্যাদিনা চ আসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদি দৃশ্যতে ; লিঙ্গানি চ বৈজ্ঞিকানি যোগবিষয়ানি সহস্রশঃ উপলভ্যন্তে—

“তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিঞ্জিরধারণাম্” । (কঠঃ ২।৬।১) ইতি ।

“বিস্তারমেতাং যোগবিধিং চ কৃৎসনম্ । (কঠঃ ২।৬।১৮) ইতি চ এবমাদীনি ।

যোগশাস্ত্রেহপি—

“অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো যোগঃ” । (?) ইতি ।

সম্যগদর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগঃ অঙ্গীক্রিয়তে । অতঃ সম্ভ্রতিপল্লার্থকদেশত্বাৎ অষ্টকাদি-স্বত্তিবৎ যোগস্বত্তিরপি অনপবদনীয় ভবিকৃতি ইতি । ‘ইয়ম্ অভ্যধিকা শঙ্কা অতি-দেশেন নিবর্ত্যতে,’ ‘অর্থকদেশসম্ভ্রতিপত্তৌ অপি’ অর্থকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্বোক্তান্নাঃ দর্শনাৎ । ‘সতীষু অপি’ অধ্যাত্মবিষয়াস্ত বহবীষু স্বত্তিষু সাংখ্যযোগস্বত্ত্যোরৈব নিরাকরণে যত্নঃ কৃতঃ । সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ, শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ, লিঙ্গেন চ শ্রোতেন উপবৃংহিতৌ—

“ভৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং জাহ্না দেবং মুচ্যতে সর্বপাঠৈঃ” । (য ৬।১০) ইতি ।

নিরাকরণং তু—‘ন, সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষ’ যোগমার্গেন বা নিঃশ্রেয়সম্ অধি-

(যোগস্বতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ১৩]

শাক্তভাষ্যম্ ।

গম্যতে ইতি । ঋতির্হি বৈদিকাৎ আট্টৈকত্ববিজ্ঞানাৎ অন্যৎ নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—

“তমেব বিদিত্বাহতিমুদ্যমেতি নান্যঃ পন্থা বিজ্ঞতেহয়নায়” । (শ্বে: ৩৮) ইতি ।

ঐহিকেনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ* ন আট্টৈকত্বদর্শিনঃ । যৎ তু দর্শনম্ উক্তম্—

“তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্” । (শ্বে: ৬১৩) † ইতি

বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানং চ সাংখ্যযোগশাস্ত্রাভ্যাম্ অভিলপ্যতে, প্রত্যাসক্তেঃ, ইতি অবগম্যব্যম্ । যেন তু অংশেন ন বিরুদ্ধ্যেতে, তেন ইষ্টমেব সাংখ্যযোগস্বত্যাঃ সাবকাশম্ । তদ্ যথা—

“অসন্মোহমং পুরুষঃ” । (বৃ: ৪।৩।১৬) ইতি

এবমাদি ঋতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্ত বিশুদ্ধত্বং নিঃশ্রেয়সপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈঃ অভ্যুপগম্যতে । তথাচ যোগৈরপি—

“অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ । (জা: উ: ৫) ইতি

এবমাদি ঋতিপ্রসিদ্ধমেব নিরুত্তিরিষ্ঠত্বং প্রত্নজ্যোত্ব্যপদেশেন অনুগম্যতে । এতেন সর্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবক্তব্যানি । তানি অপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায় উপকূর্বন্তি ইতি চেৎ ? উপকূর্বন্ত নাম ; তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি—

“নাবেদবিদ্বানুতে তং বৃহস্পতম্” । (তৈ: ব্রা: ৩।১২।১৭)

“তং হৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” । (বৃ: ৩।১২।২৬) ইতি

এবমাদিঋতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥ [ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ ॥]

ভাষ্যানুবাদঃ—যোগস্বতি প্রত্যাখ্যানের জন্য পৃথক্ অধিকরণান্তে শব্দা ও সমাধান ।

আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করাতেই ত যোগশাস্ত্রের মতও খণ্ডিত হইয়াছে ; কারণ, যুক্তি উভয়েরই সমান, তবে আবার কি জন্য এই অতিদেশ করা হইতেছে ? অর্থাৎ যোগমতের বিশেষভাবে খণ্ডনকরা হইতেছে ? তাহা হইলে বলিব—যোগশাস্ত্রবিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্র অপেক্ষা কিছু অধিক আশঙ্কা আছে কারণ, বেদমধ্যে যোগশাস্ত্রকে সম্যগদর্শনের অর্থাৎ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) উৎকৃষ্ট উপায় বলা হইয়াছে । যথা—

“শ্রোতব্যা মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” । (বৃ: ২।৪।৫)

অর্থাৎ “শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে,” ইত্যাদি, এবং—

“ত্রিরস্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” । (শ্বে: ২।৮)

অর্থাৎ শরীর, গ্রীবা ও মস্তক এই তিনটি যাহাতে উচ্চ হয়, এইরূপে শরীরকে সমানভাবে রাখিয়া, ইত্যাদি ঋতিদ্বারা আসন, প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানাদির ব্যবস্থাপূরক বহু বিস্তৃত যোগাভ্যাসের বিধান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবিষয়ক বৈদিক লিঙ্গ সকল অর্থাৎ যোগজ্ঞাপক অর্থবাদাদি বাক্য সকল* সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

“ভাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিস্থিরধারণাম্” (কঠ: ২।৬।১১)

অর্থাৎ স্থিরভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের ধারণাকে যোগিপুরুষগণ যোগ বলেন—

“বিভ্রামেভাং যোগনিধিং চ কৃৎস্নম্” (কঠ: ২।৬।১৮)

অর্থাৎ নচিকেতা যুক্ত্যর নিকট হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদয় যোগাভ্যাসবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি । যোগশাস্ত্রেও আছে—

“অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ঃ যোগঃ” ।*

* এই যোগস্বতী বর্তমান কোন যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না । সম্ভবতঃ ইহা সাংখ্যযোগস্বত্ব হইবে । এই যোগস্বত্বের নাম গকের অর্থশাস্ত্রমধ্যে আছে । দেখানে পাণ্ডুলিপি যোগস্বত্বের কোন উল্লেখ নাই । † “যোগাধিপন্নম্” উপনিষদের পাঠ ।

(যোগস্বত্তি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ । ৩]

তাত্ত্বম্ভাব ।

অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়কে যোগ বলে—এই লক্ষণদ্বারা যোগকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । অতএব যোগশাস্ত্রের একদেশ অর্থাৎ যমনিয়মাদি অংশ, সম্প্রতিপন্ন অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মতরূপে প্রামাণিক বলিয়া “অষ্টকঃ কর্তব্যঃ” অর্থাৎ অষ্টক শ্রাদ্ধ করিবে • — এইরূপ অষ্টকাদিস্বত্তি যেমন প্রামাণিক স্বত্তিশাস্ত্রের একাংশ আছে বলিয়া প্রামাণিক হইয়াছে—অর্থাৎ বেদের অবিরুদ্ধার্থক বলিয়া তাহার মূল শ্রুতি অমুমান করিয়া তাহাকে প্রামাণিক বলা হয়—সেইরূপ সম্পূর্ণ যোগস্বত্তিও অগ্রাহ্য হইবে না, অর্থাৎ যোগস্বত্তির যোগাংশে প্রামাণ্যবশতঃ প্রধানাদি তত্ত্বাংশেও তাহা প্রমাণ হইবে । সাংখ্যশাস্ত্র অপেক্ষা যোগশাস্ত্রে এই বিশেষ থাকায় ইহাতে যে অধিক আশঙ্কা হয়, তাহাই অতিদেশদ্বারা নিরাস করা হইতেছে । যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থের একদেশ সম্প্রতিপন্ন হইলেও অর্থের একদেশে পূর্কোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকে, অর্থাৎ অর্থবাদের বিশেষরূপে প্রামাণ্য থাকিলেও বেদবিরুদ্ধ নিজ অর্থে অর্থবাদের সেই প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না । অতএব যোগশাস্ত্রের অমুচ্যেয়রূপ একাংশ সর্বসম্মত হইলেও অপর অংশ যে প্রধানাদি তত্ত্ব, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় সেই অংশই অপ্রমাণ হইবার কথা । আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনেক স্বত্তি থাকিলেও কেবল সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রকে নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ সূত্রকার যে যত্ন করিয়াছেন, তাহার কারণ, সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র মোক্ষসাধন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং শিষ্টগণকর্তৃক আদৃতও হইয়াছে এবং উভয়ই বৈদিক প্রমাণ-দ্বারাও পরিপুষ্ট ; যেহেতু খেতাবতর উপনিষদে আছে—

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্, একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্য জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্পপাশৈঃ ॥” (শ্বে: ৬।১৩)

অর্থাৎ যিনি নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, চেতনগণের মধ্যে চেতন এবং যিনি এক হইয়া বহু ব্যক্তির কামাসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগের অধিগম্য সেই কারণরূপী দেবকে জানিয়া সাধক সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

এখন ইহাদের যে নিরাকরণ করা হইল, তাহার কারণ—বেদনিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা হয় নাই, সেই প্রধানাদিপদার্থবিষয়ক সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা অথবা ঐ প্রকার যোগশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে মোক্ষলাভ হয় না । যেহেতু বেদোক্ত জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায়কে বেদ বারণ করিতেছেন, অর্থাৎ অন্য কোন উপায় নাই—ইহাই বলিতেছেন । যথা—

“তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পশ্বা বিজ্ঞতেহয়নরম্” (শ্বে: ৩।৮)

অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই সাক্ষাৎ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তত্ত্বম্ভ মোক্ষলাভের অন্য কোন পথ নাই, ইত্যাদি । অথচ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রবাদিগণ জীবব্রহ্মের ভেদদর্শনই করেন, অভেদদর্শন করেন না । আর—

“তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্” (শ্বে: ৬।১৩) [অধিগম্য উপনিষদের পাঠ ।]

অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগদ্বারা সেই কারণরূপ দেবকে জানিয়া ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগের কথা বেদেও উক্ত হইয়াছে—এরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের দ্বারা বেদোক্ত জ্ঞান ও ধ্যানকে লক্ষ্য করা হইতেছে । কারণ, শ্রুত্যানু সাংখ্য ও যোগ এই দুইটি শব্দের মধ্যে প্রত্যাসত্তি আছে, অর্থাৎ উপেয় ও উপায়ভাবে তাহারা সম্বন্ধিত হইয়া থাকে । সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সে অংশে উভয় শাস্ত্রের সাবকাশ্য অর্থাৎ প্রামাণ্য আমাদেরও ইষ্ট ; যেমন—

“অসজ্জোহুযং পুরুষঃ” (বৃ: ৪।৩।১৬)

অর্থাৎ এই জীবাত্মা অসজ্জ অর্থাৎ নিলিপ্ত অর্থাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধশূন্য ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিমুক্ত সাংখ্যাচার্যগণ নিগুণ পুরুষ প্রতিপাদনদ্বারা স্বীকার করিয়াছেন । আর যোগাচার্যগণও—

“অথ পরিত্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ ।” (জা: উ: ৫)

অর্থাৎ তাহার পর পরিত্রাট্ (সন্ন্যাসী হইয়া) বিবর্ণবাসা অর্থাৎ গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রতীগ্রহ ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নিবৃত্তিনিষ্ঠ অর্থাৎ বৈরাগ্যেরই অনুসরণ, প্রব্রজ্যা উপদেশ-দ্বারা করিয়াছেন, ইত্যাদি আমাদেরও স্বীকার্য । এই প্রকারে স্বত্তিরূপ তর্কশাস্ত্রসকলও খণ্ডন করিবে ।

যদি বল—তর্ক অর্থাৎ অমুমান ও উপপত্তি অর্থাৎ তদমূলক যুক্তি এতদ্বারা তর্ক শাস্ত্রসকল তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে

* যথা গোতিলঃ—অষ্টকার্যকর্ম আগ্রহারণ্য স্তমিত্রী ইতি । ব্রহ্মপুরাণঃ—গিজ্যমানির মূলে হ্যঃ অষ্টকান্তিঃ এবং । শান্তাতপঃ - পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যমবকাং ন্যায় চ । ইতি ।

(যোগবৃত্তি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ । ৩]

[সিংহঃ]

ভাষ্যমুবাচ ।

সাহায্য করে, তাহা হইলে আমরা বলিব—তর্ক ও বৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য করে ককক, কিন্তু একমাত্র বেদবাক্য হইতেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহার কারণ শ্রুতিতেই আছে—

“ন অববেদবিদ্ মনুষ্যে তৎ বুহিস্তম্” । (তৈঃ ব্রাঃ ৩।২।১৭)

অর্থাৎ যিনি বেদ জ্ঞানেন না তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না, এবং—

“তৎ তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” । (বৃঃ উঃ ৩।২।২৬)

অর্থাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য সেই পুরুষবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইত্যাদি। অতএব বেদবিরুদ্ধ যোগবৃত্তিদ্বারাও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে। অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত প্রধানাদি-তত্ত্বাংশ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া যোগশাস্ত্র তদংশে সাংখ্যেরই জায় অগ্রাহ। সাংখ্যও প্রধানাদিবিষয়েই অগ্রাহ। ইহাই হইল এই অধ্যায় এই পাদেব জয়োদশটি অধিকরণের মধ্যে যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ নামক একটা মাত্র যুক্তান্তক দ্বিতীয় অধিকরণের শাস্ত্র ভাষ্যের অর্থ। ৩

ভাষ্যমুবাচ ।

১। অধিকরণান্তরারম্ভম্ আক্ষিপতি—“নহু এবং সতি সমানন্তায়ত্বাৎ” ইতি। সমাধস্তে—“অস্তি হি অত্র অভ্যাসিকা শব্দা”। মা নাম সাংখ্যশাস্ত্রাৎ প্রধানসত্তা বিজ্ঞায়, যোগশাস্ত্রাৎ তু প্রধানাদিসত্তা বিজ্ঞাপয়িষ্যতে। বহুলং হি যোগশাস্ত্রাণাং বেদেন সহ সংবাদো দৃশ্যতে। উপনিষদুপায়ন্ত চ তত্ত্বজ্ঞানন্ত যোগাপেক্ষা অস্তি। ন জাতু যোগশাস্ত্রবিহিতং যমনিয়মাদিবিহিরঙ্গম্ উপায়ম্ অপহায় অন্তরঙ্গং চ ধারণাদিকম্ অন্তরেণ ঔপনিষদায়ত্ত্বস্বাস্থ্যাকাংক্ষার উদেতুম্ অর্হতি। তস্যাৎ ঔপনিষদেন তত্ত্বজ্ঞানেন অপেক্ষাণাং সম্বাদবাহুল্যাচ্চ বেদেন “অষ্টকাদিশ্রুতিবৎ” যোগ-স্বৃতিঃ প্রমাণম্। ততশ্চ প্রমাণাৎ প্রধানাদিপ্রতীতেঃ ন অশঙ্ক্যম্। ন চ তৎ অপ্রমাণং প্রধানাদৌ, প্রমাণং চ যমাদৌ ইতি যুক্তম্, তত্র অপ্রামাণ্যে অশ্রুতাপি অনাস্থাসাৎ। যথাক্তঃ—

প্রসরং ন লভন্তে হি, যাবৎ কচন মর্কটাঃ।

নাভিজবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে ॥” (তত্ত্ববাস্তিকম্ ১।৩।৩) ইতি।

সা ইয়ং লক্ষপ্রসরা প্রধানাদৌ যোগাপ্রমাণতাপিশাচী সর্বত্রৈব চূর্ব্বারা ভবেৎ ইতি অস্ত্যাঃ প্রসরং নিবেধতা প্রধানাত্ত্বাপেয়ম্ ইতি ন অশঙ্কং প্রধানম্ ইতি শব্দার্থঃ। ‘সা ইয়মপি অধিকা শব্দা অতিদেশেন নিবর্ত্যতে’। ১

২। নিবৃত্তিহেতুম্ আহ—“অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপি” ইতি। যদি প্রধানাদিসত্তাপরং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ, ভবেৎ প্রত্যক্ষবেদান্তশ্রুতিবিরোধেন অপ্রমাণম্। তথাচ তদ্বিহিতেষু যমাদিশু অপি অনাস্থাসঃ স্তাৎ। তস্যাৎ ন প্রধানাদিপরং তৎ, কিন্তু তৎ নিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদন-পরম্ ইতি উক্তম্। ন চ অবিষয়ে অপ্রামাণ্যং বিষয়েহপি প্রামাণ্যম্ উপহস্তি, ন হি চক্ষুঃ রসাদৌ অপ্রমাণং রূপেহপি অপ্রমাণং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্যাৎ বেদান্তশ্রুতিবিরোধাৎ প্রধানাদিঃ অস্ত্র অবিষয়ঃ, ন তু অপ্রামাণ্যম্ ইতি পরমার্থঃ। ২

৩। স্তাদেতৎ—অধ্যাত্মবিষয়াঃ সন্তি সহস্রং স্মৃতয়ঃ বোধ্যহিতকপালিকাদীনাম্, তা অপি কস্মাৎ ন নিরাক্রিয়ন্তে, ইত্যত আহ—“সতীষু অপি” ইতি। তান্মু খলু বহুলং বেদার্থ-বিসম্বাদিনীষু শিষ্টানাদৃতান্ কৈশ্বিদেব তু পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রাণৈঃ শ্লেচ্ছাদিভিঃ পরিগৃহীতান্ বেদমূলদ্ব্যশঙ্কৈব নান্তি ইতি ন নিরাকৃত্যঃ, তদ্বিপরীতাস্থ সাংখ্যযোগস্মৃতয়ঃ, ইতি তাঃ প্রধানাদিপরতয়া ব্যদন্তন্তে ইত্যর্থঃ। ৩

৪। “ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষণ” ইতি। প্রধানাদিবিষয়েণ ইত্যর্থঃ। “দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যাঃ যোগাশ্চ” যে প্রধানাদিপরতয়া তৎ শাস্ত্রং ব্যাচক্ষতে ইত্যর্থঃ। ‘সাংখ্যা’ সম্যক্ বৃত্তিঃ বৈদিকী, তয়া বর্ত্তন্তে ইতি সাংখ্যাঃ। এবং যোগো ধ্যানম্। উপায়োপেয়য়োঃ অভেদবিবক্ষয়া। চিত্তবৃত্তিনিরোধো হি যোগঃ তস্মা ‘উপায়ঃ’ ধ্যানং প্রত্যয়ৈকতানতা। এতচ্চ উপলক্ষণম্।

(যোগশ্রুতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যক্ষঃ । ৩]

[সিং স্ং]

ভাস্তী ।

অন্তোহপি যমনিয়মাদয়ো বাহ্য আন্তরাশ্চ ধারণাদয়ো যোগোপায়ী জ্ঞেয়্যঃ । এতেন অভ্যাস-
গতবেদপ্রামাণ্যানাং কণ্ঠক্ষাক্ষরগণাদীনাং সৰ্ব্বাণি তর্কস্বরণানি” ইতি যোজন্য । সুগমম্ অন্তঃ ।
ইতি দ্বিতীয়ঃ যোগপ্রত্যুক্ত্যাধিকরণম্ ৷৮

বেদান্তকল্পতরু ।

১৪ । “অষ্টকাদিশ্রুতিবদ্” ইতি । ‘অষ্টকঃ’ কৰ্ত্তব্যঃ তটাকং ধনিভাষ্যম্, ইত্যাদি শ্রুতম্ ন প্রমাণং ; ধর্মজ্ঞ বেদৈকপ্রমাণবাৎ
অষ্টকাদিশ্রুতঃসামান্যেই বেদান্তুলভ্যং শ্রুতেশ্চ জ্ঞান্যাপি সম্ভবাৎ ইতি প্রাপ্তে রাক্ষ্যবিত্তম্ । বেদার্থাভূতাভূতান্নেব শ্রুতিবু সনিবন্ধনাস্থ
কৰ্ত্তব্যং মূলভূতবেদম্ অনুমানমন্তঃ শ্রুতঃ প্রমাণমিতি । “তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিগমম্” ইতি শ্রুতৌ সাংখ্যযোগশব্দভাঃ জ্ঞানধানে
নিদ্বিষ্টে ইতি উক্তং ভায়ে ; তৎ উপপাদয়তি—“সাংখ্য” ইতি । কথং চিত্তবৃত্তিনিবোধবাচিযোগশব্দেন চিত্তাক্ষণং ধ্যানম্ উচ্যতে ? তত্রাহ—
“উপায়” ইতি । শরীরজীবানিরাংসি জীবী উক্ততানি যস্মিন তৎ তথা, এতৎ জ্ঞানবিষয়ঃ বিজ্ঞানং যোগপ্রকারঃ চ শ্রুত্যাঃ লক্ষ্যং নচিকেতা
ব্রহ্মশাস্ত্রঃ অন্তঃ । “একো বহুনাং যো বিদধতি কামান্” ইতি উপক্রমা শ্রুতং তৎ কারণম্ ইতি তেবাং কামানাং কারণং জ্ঞানিতিঃ
ধ্যানিভিঃ প্রাপ্তঃ দেবঃ জ্ঞাতা মুচ্যতে । ইতি দ্বিতীয়ঃ যোগপ্রত্যুক্ত্যাধিকরণম্ ১১-৪

ভাস্তীর অনুবাদ । যোগশাস্ত্র যোগবিষয়ে প্রমাণ, প্রধানাদিবিষয়ে অপ্রমাণ ।

১ । এক্ষণে হ্রস্বকার যে অস্ত্র অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্বপক্ষী “নমু এবং সতি” গ্রন্থদ্বারা
শঙ্ক্য করিতেছেন । “অস্তি হি অস্ত্র অভ্যাসিকা শঙ্ক্য” এই গ্রন্থদ্বারা তাহার সমাধান করিতেছেন । বেদবিরোধী
বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্র হইতে প্রধানাদিপদার্থের সত্তা জানা যায় না বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে ত প্রধানাদিপদার্থের
সত্তা বিজ্ঞাপিত হইতে পারে ; কারণ, বেদের সহিত যোগশাস্ত্রের অনেক ঐক্যমত দেখিতে পাওয়া যায় । যে
তত্ত্বজ্ঞানের উপায় উপনিষদ অর্থাৎ বেদান্ত, সেই তত্ত্বজ্ঞানে যোগাভূতানের অপেক্ষা আছে । যোগশাস্ত্রে বিহিত
যে, যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ উপায়, তাহা ত্যাগ করিয়া এবং ধ্যানধারণাদি যে অন্তরঙ্গ উপায়, তাহার অনুষ্ঠান না
করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মসাধ্যংকার কখনই উদ্ভিত হইতে পারে না । অতএব বেদান্তপ্রতিপাদিত তত্ত্বজ্ঞান,
যোগশাস্ত্রকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং বেদের সহিত যোগশাস্ত্রের বহু বিষয়ে ঐক্য আছে বলিয়া “অষ্টকাদি”
শ্রুতির ভ্রায় যোগশ্রুতিও প্রমাণ হইবে । অর্থাৎ অষ্টকশাস্ত্র বেদে না থাকিলেও বেদার্থসংগ্রহকারী প্রামাণিক
শ্রুতিকার ঋষিগণ অষ্টকশাস্ত্র করিতে উপদেশ দেওয়ায় তাহাব মূল যে ঐতি কল্পনা করা হয়, তাহা প্রত্যক্ষশ্রুতির
অবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা যেমন প্রমাণ হইয়াছে—তেনই যোগশ্রুতিও প্রমাণ হইবে । সেই হেতু প্রমাণভূত
যোগশাস্ত্রে যে প্রধানাদিপদার্থ জানা যাইতেছে, তাহার প্রমাণ থাকায়, সেই প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক নহে ।
আর যোগশাস্ত্র প্রধানাদিপদার্থবিষয়ে অপ্রমাণ এবং যমনিয়মাদিবিষয়ে প্রমাণ—ইহাও বলা উচিত নহে । কারণ,
যোগশাস্ত্র প্রধানাদিপদার্থবিষয়ে যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ যমনিয়মাদি অস্ত্র বিষয়েও তাহারা অনাস্থাস
হইবে, অর্থাৎ তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে । যেমন প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন—

“প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ কচন মর্কটাঃ । নাভিজবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে ॥”

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত নানর বা পিশাচাদি অনিষ্টকারী জীব কোথাও প্রসর না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা
স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, ইত্যাদি ।

যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যরূপ সেই এই পিশাচী প্রধানাদিপদার্থে প্রবেশ লাভ করিলে সকল স্থানেই অর্থাৎ
যমনিয়মাদিতেও উহার গতি ঘূর্ণার হইয়া উঠিবে ; অতএব যিনি সেই অপ্রামাণ্যপিশাচীর প্রবেশ নিষেধ
করিবেন, তিনি প্রধানাদিতেও যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইবেন । এই জন্ত প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক
নহে । ইহাই আশঙ্কার তাৎপর্য্য । সেই এই অতিরিক্ত আশঙ্কা অতিদেশের দ্বারা নিবারণ করিতেছেন । ১

২ । নিবারণের হেতু “অর্থৈকদেশশাস্ত্রপ্রতিপত্তাবপি” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । যদি যোগশাস্ত্রের
(কেবলমাত্র) প্রধানাদিপদার্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বেদান্তশ্রুতির সহিত বিরোধ হয়
বলিয়া যোগশাস্ত্র অপ্রমাণ হইত । আর তাহা হইলে যোগশাস্ত্রে বিহিত যমনিয়মাদিতেও অশঙ্কা উপপন্ন হইত ।
কিন্তু যোগশাস্ত্রের প্রধানাদিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু প্রধানাদিপদার্থকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া যোগ
প্রতিপাদনকরাই তাহার উদ্দেশ্য । ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে । আর বাহা যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে,
তাহাতে অপ্রামাণ্য থাকিলেও তাহা তাহার প্রতিপাদ্যবিষয়েও প্রামাণ্য নষ্ট করে না । কারণ, রস ও গন্ধপ্রভৃতি
পদার্থে চক্ষু অপ্রমাণ বলিয়া রূপেও চক্ষু অপ্রমাণ হইতে পারে না । অতএব বেদান্তশ্রুতির সহিত বিরোধবশতঃ
প্রধানাদিপদার্থ যোগশাস্ত্রের অবিষয় বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্রের যে প্রামাণ্য নাই, তাহা নহে—ইহাই প্রকৃত অর্থ । ২

৩ । আচ্ছা তাহাই হউক, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ জৈন কাপালিক প্রভৃতিগণের বহু শাস্ত্র রহিয়াছে, সে

(যোগস্বত্তি অমুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এভেন যোগঃ প্রত্যুক্ত্যঃ । ৩]

[সিঃ স্থঃ]

ভাস্তরীর অনুবাদ ।

গুলিরও নিরাস করা হইতেছে না কেন ? এই জ্ঞাত “সতীষু অপি” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । সেই স্বত্তি-সমূহ বহু অংশে বেদার্থবিরোধী ও শিষ্টগণকর্তৃক অনাদৃত ও কতিপয় পণ্ডুর মত নরাদম শ্লেচ্ছাদিকর্তৃক আদৃত হয়, একজ্ঞ তাহা বেদমূলক বলিয়া সন্দেহই হয় না ; একজ্ঞ সে গুলির নিরাস করা হয় নাই । কিন্তু সাংখ্য ও যোগস্বত্তিগুলি তাহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহাতে বেদমূলকত্বের শঙ্কা হয়, সুতরাং সেগুলি প্রধানাদিপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া কেহ যদি মনে করেন, সেইজ্ঞ সেগুলি নিরাস করা হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য* । ১০

সাংখ্যশাস্ত্রের অর্থ ; উক্তজ্ঞানসাধনবিষয়ে যোগশাস্ত্র অগ্রমণ ।

৪ । “ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ” ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—যে প্রধানাদিপদার্থের বেদে উল্লেখ নাই, সেই প্রধানাদিপদার্থে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয়, তাহার দ্বারা ইত্যাদি । “ঐতিহ্যে হি তে সাংখ্য যোগাশ্চ” এই গ্রন্থের অর্থ—প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র রচিত, এই কথা ষাঁহার বলেন, তাঁহার দ্বৈতবাদী—ইত্যাদি । বেদবোধিত সম্যকবুদ্ধিকে সাংখ্য বলে, ষাঁহার সেই সাংখ্যযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার সাংখ্য । তদ্রূপ যোগশাস্ত্রের অর্থ—ধান । উপায় ও উপেক্ষার অভেদ বলিবার ইচ্ছা করিয়া যোগশাস্ত্রের অর্থ—ধান বলা হইয়াছে । কারণ, অস্তংকরণের যে বৃত্তি, অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণাম, তাহার নিরোধের নাম যোগ । আর তাহার উপায় ধান । সেই ধান অর্থ—প্রত্যয়ের একতানতা অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞানের প্রবাহ । ইহা উপলক্ষণ ; অর্থাৎ ইহার দ্বারা আরও কতকগুলি পদার্থকে উপায় বলিয়া বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ যমনিয়ম-প্রভৃতি যোগের বাহ্যিক উপায় সকল এবং ধারণা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক উপায় সকলও যোগোপায়রূপ যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে । ইহার দ্বারা অর্থাৎ যোগস্বত্তির প্রত্যাখ্যানদ্বারা, “তর্কশূন্যরূপসমূহ” অর্থাৎ ষাঁহার বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, সেই কণাদ ও গৌতমাদির সমুদায় তর্কশাস্ত্র সকল প্রত্যাখ্যাত হইল—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে ; অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকারকারী কণাদ ও গৌতমের তর্কশাস্ত্র সকল এই প্রকারে খণ্ডন করিবে, অর্থাৎ বেদার্থের অমূল্য হইলে গ্রাহ্য হইবে এবং প্রতিকূল হইলে অগ্রাহ্য হইবে । এতদ্বিত্ত তাহের অর্থ সূচ্যম । ৪

যোগপ্রত্যুক্ত্যাধিকরণের তাৎপর্য্য ।

এই যোগপ্রত্যুক্ত্যাধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের অবয়বগুলির পরিচয় এইরূপ—

(১) সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—শ্রুতিসম্মত প্রবৃত্ত হইয়া যোগস্বত্তির সহিত অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় এ অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল ।

শাস্ত্রসঙ্গতি — এই গ্রন্থ ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র ; এই অধিকরণে ব্রহ্মকারণতাবাদরূপ স্বপক্ষ স্থাপন করায় ইহাতে শাস্ত্রসঙ্গতি থাকিল ।

অধ্যায়সঙ্গতি — দ্বিতীয় অধ্যায়টি অবিরোধ নামক অধ্যায় হওয়ায় এবং এটি অধিকরণে যোগস্বত্তির সহিত অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় ইহাতে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল ।

পাদসঙ্গতি — ইহা স্বপক্ষ স্থাপনাত্মক পাদ এবং এই অধিকরণে যোগমতবিচারদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করায় ইহাতে পাদসঙ্গতিও থাকিল ।

অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপ সঙ্গতি ; অর্থাৎ সাংখ্যের দ্বারা যোগশাস্ত্রের দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইবে না কেন ? এই ভাবে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি থাকিল ।

(২) বিষয়—ব্রহ্ম উক্ত বেদান্তের সম্বন্ধ ।

(৩) সন্দেহ—ব্রহ্ম উক্ত সম্বন্ধটী প্রধানবাদী যোগস্বত্তির সহিত বিরুদ্ধ হয় কি না ?

(৪) ফলভেদ—পূর্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধবশতঃ উক্ত সম্বন্ধ অসিদ্ধ, এবং সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা সিদ্ধ ।

(৫) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিসিদ্ধ যোগের প্রতিপাদন করে বলিয়া যোগস্বত্তি প্রামাণিক হওয়ায় প্রধানবাদী যোগস্বত্তির দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয় । ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, ইহা স্থির হইয়াছে, কিন্তু যোগশাস্ত্রকার বলেন, জৈমিনিপ্রতি প্রধান জগতের কারণ । এক্ষণে যোগশাস্ত্রের অমুরোধে বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কোচ করা উচিত কি না ? এইরূপ সন্দেহ হইলে নিরবকাশ যোগশাস্ত্রের অমুরোধে

* বৌদ্ধ জৈনাদি মত এতলে খণ্ডিত না হইলেও এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে খণ্ডিত হইয়াছে । এখানে খণ্ডন না করিবার কারণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে খণ্ডনের কারণ, তাঁহার সাংখ্যাদির দ্বারা বেদনিরপেক্ষ তর্ক করিয়া জগতের ব্রহ্মকারণতা খণ্ডন করে । সাংখ্যমতটী প্রথম অধ্যায়ে প্রোক্ত বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে, এতলে বেদমূলক স্বত্তি বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়া তাঁহার বেদমূলকত্ব খণ্ডিত হইল, এবং পুনরায় দ্বিতীয়পাদে তাঁহার বেদনিরপেক্ষ তর্ক বুদ্ধিগুলি খণ্ডিত হইবে । বলা বাহুল্য সাংখ্যও সর্ব্বাংশে অগ্রমণ নহে । বৌদ্ধ জৈনাদিমতের বীজ বেদমধ্যে পূর্বপক্ষরূপে আছে, একজ্ঞ তাঁহাদের খণ্ডন আবশ্যক হইয়াছে । অন্তমত খণ্ডন অনাবশ্যক ।

(যোগস্বত্তি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ১৩]

[সিংহঃ]

যোগস্বত্ত্যন্তিকরণের তাৎপর্য ।

সাবকাশ বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কেচ করা উচিত । অতএব বেদান্তে ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে, তাহা, ব্রহ্ম জগৎকারণ প্রধানের পরিচালক বলিয়া উপচারক্রমে বলা হইয়াছে, জানিতে হইবে—ইহাই পূর্বপক্ষ ।

(৬) সিদ্ধান্তপক্ষ—এতদন্তরে ভগবান্ স্বত্বকার পূর্ববিচারের অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রুতির অবিরুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগে বেদান্তেরও তাৎপর্য থাকায় যোগশাস্ত্র তদংশে প্রমাণ, কিন্তু প্রধানের জগৎকারণতাবাদে শ্রুতিবিরোধ থাকায় তাহা অপ্রমাণ । যোগশাস্ত্রেও প্রধানকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মহাদাদি এমন কতিপয় পদার্থ কল্পনা করা হইয়াছে—যাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং লোকেও প্রসিদ্ধ নহে । ইহার দ্বারা কিন্তু যোগশাস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয় নাই ; কারণ, প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় নাই । কিন্তু যোগের স্বরূপ, তাহার উপায় ও কৃৎসল বিভূতি ও পরমফল কৈবলা—এই সকল প্রতিপাদনের জন্ত ইহা রচিত হইয়াছে । এইগুলির যদি অপ্রামাণ্য হইত, তাহা হইলে যোগশাস্ত্রের সর্বথা অপ্রামাণ্য হইত । এই পদার্থগুলি বেদান্তেরও অভিপ্রেত বলিয়া ইহাদের অপ্রামাণ্য নাই । যদি প্রধানাদিপদার্থ বেদান্তবিরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহা স্বীকার করিতে পারিতাম ; এই জন্তই যোগাচাৰ্যগণ বলিয়াছেন—“সম্বাদিগুণের যাহা অধিষ্ঠান অর্থাৎ আত্মা, তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা ত অতি তুচ্ছ মায়া মাত্র” ।

যদি বল—আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব স্বত্বদ্বারাই ত প্রধানাদিপদার্থে খণ্ডন করা হইয়াছে, আবার এ স্বত্ব রচনা করিবার কি প্রয়োজন ? তাহা হইলে বলিব—ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বেদান্তে বলা হইয়াছে, মোক্ষের একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ উপায় ও ধ্যানধারণাদি অন্তরঙ্গ উপায়ের অপেক্ষা থাকে, সে উপায়গুলি যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, অতএব বেদান্তীকে এই অংশে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এখন যদি এই অংশের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে অংশে প্রধানাদিপদার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা অপ্রামাণ্যরূপে পিণ্ডিত একস্থানে প্রবেশ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ স্থানকেই অধিকার করিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ সমগ্র যোগশাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে । অতএব যোগশাস্ত্রের অনুরোধে প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক হয় না—ইহাই বলিতে হইবে । এই শঙ্কা নিবারণের জন্ত এই পৃথক্ স্বত্ব রচনা করিতে হইয়াছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রধানাদিপদার্থ প্রতিপাদন করা যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু অতিদৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বে চিন্তনবিশেষ প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া প্রধানাদি কতকগুলি পদার্থকে তাহার ভূমিকারে নিমিত্তমাত্র করা হইয়াছে । অতএব প্রধানাদিপদার্থে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য নাই এবং বেদবিরুদ্ধ হওয়ার তাহাতে প্রামাণ্যও নাই । আর প্রধানাদিপদার্থে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই বলিয়া যোগেও প্রামাণ্য নাই—ইহা হইতে পারে না ; কারণ, যেমন বেদের অন্তর্গত অর্থবাদগুলির বক্তব্য বিষয়ে প্রামাণ্য না থাকিলেও বিধিবাক্যগুলির প্রামাণ্য থাকে, এম্বলেও তজ্ঞপ ।

যদি বল—দেববিগ্রহাদির কথা স্মৃতিতে উল্লেখ থাকায় সেগুলির যেমন প্রামাণ্য আছে, তেমনই যোগশাস্ত্রে প্রধানাদির উল্লেখ থাকায় তাহারও প্রামাণ্য থাকিবে ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে । তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া প্রধানাদিপদার্থের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইবে না, কারণ, পূর্বসীমাংসায় বলা হইয়াছে, শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতির অর্থ অগ্রাহ্য হইলে । যদি শ্রুতিবিরোধ না থাকে, তাহা হইলেই স্মৃতির অর্থ গ্রাহ্য হইবে । দেববিগ্রহাদির পক্ষে শ্রুতিবিরোধ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে—বুঝিতে হইবে । অতএব যোগস্মৃতির প্রধানাদিপদার্থে প্রামাণ্য নাই, কিন্তু যোগে প্রামাণ্য আছে, ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষ ।

মহামতি ভারতীতীর্থের শ্রায়মালায় এই বিষয়টি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যথা—

“যোগস্বত্ত্যন্তি সংকোচো ন বা যোগো হি বৈদিকঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তস্ত ততঃ সংকুচ্যতে তয়া ॥

প্রমাণি যোগে তাৎপর্য্যাত্তাত্পর্য্যাত্ত সা প্রমা ।

অবৈদিকে প্রধানাদিবাসংকোচস্তয়াপ্যতঃ ॥” *

* অর্থ যোগস্বত্ত্যন্তি সংকোচঃ অস্তি ন বা ? যোগো হি বৈদিকঃ, তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তঃ চ, ততঃ তয়া সংকুচ্যতে । যোগে জ্ঞাপর্য্যায় প্রমাণি, অবৈদিকে প্রধানাদৌ জ্ঞাতপর্য্যায় সা ন প্রমা, অতঃ তয়া সপি অসংকোচঃ ।

বিলক্ষণত্বাধিকরণং নাম ।

তৃতীয়ম্ অধিকরণম্ ।

(তর্কণাত্মাসারো বোধ্যং ব্যাখ্যায় নহে ।)

ন বিলক্ষণত্বাদস্ত্য তথা ত্বং চ শব্দাৎ । ৪ ❀

[পূর্বপক্ষঃ সূত্র]

শাস্ত্রসত্যত্বম্ ।

‘ব্রহ্ম অস্ত্য জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্ত্য পক্ষস্ত্য’ আক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ, তর্কনিমিত্ত ইদানীম্ আক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে । ‘কূতঃ পুনঃ’ অগ্নিন্ অবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্ত্য আক্ষেপস্ত্য অবকাশঃ ? নমু ধর্ম্মে ইব ব্রহ্মণি অপি অনপেক্ষঃ আগমো ভবিতুম্ অর্হতি । ‘ভবেৎ অয়ম্’ অবষ্টন্তো যদি প্রমাণাস্তরানবগাচ্চ আগমমাত্র-প্রমেয়ঃ অয়ম্ অর্থঃ স্ত্যং অনুর্ত্তেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ । পরিনিষ্পন্নরূপং তু ব্রহ্ম অবগম্যতে । পরিনিষ্পন্ন্যে চ বস্তুনি প্রমাণাস্তরাণাম্ অস্তি অনকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু । ‘যথা চ শ্রুতীনাং’ পরস্পরবিরোধে সতি একবশেন ইতরা নীয়ন্তে, এবং প্রমাণাস্তরবিরোধেপি তদবশেনৈব শ্রুতিঃ নীয়েত । ‘দৃষ্টসামোহন’ চ + অদৃষ্টম্ অর্থঃ সমর্থয়ন্তী যুক্তিঃ অনুভবস্ত্য সন্নিকৃষ্যতে, বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিঃ ঐতিহ্যমাত্রেন স্বার্থাভিপ্রাণাৎ । অনুভবানবগম্যনং চ ব্রহ্মনিজ্ঞানম্ অবিজ্ঞান্য নিবর্ত্তকঃ মোক্ষসাধনং চ দৃষ্টফলতয়া ইষ্যতে । শ্রুতিরপি—“শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননঃ বিদমতী তর্কমপি অত্র আদর্শব্যঃ দর্শয়তি । অতঃ তর্কনিমিত্তঃ পুনঃ আক্ষেপঃ ক্রিয়তে “ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্ত্য” ইতি ।

হাত্যাস্ববাদ । পূর্বপক্ষঃ জগৎ ব্রহ্মপ্রত্যয়ক হইতে পারে না ।

সূত্রার্থ—“ন” অর্থ—না, অর্থাৎ জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে, “অস্ত্য” অর্থ—ইহার অর্থাৎ জগতের “বিলক্ষণত্বাৎ” অর্থ—যেহেতু বিলক্ষণত্ব রহিয়াছে; “চ” অর্থ—আর, “তথা ত্বম্” অর্থ—সেই বৈলক্ষণ্য, “শব্দাৎ” অর্থ—শব্দপ্রযুক্ত, অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়া । সমগ্রের অর্থ—পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু ইহার বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, আর সেই বৈলক্ষণ্য, শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতে জানা যায়।*

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্তকারণ ও প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—এই সিদ্ধান্তপক্ষের বিরুদ্ধে স্মৃতি-নিমিত্ত যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে, সস্পৃতি তর্কনিমিত্ত যে আপত্তি হয় তাহার পরিহার করা যাইতেছে । অর্থাৎ সাংখ্যাস্মৃতি বৈদিকস্মৃতি, সূত্রাত্ম তাহা প্রমাণ—এইরূপ আশঙ্কা দূর করা হইয়াছে, এক্ষণে সাংখ্যাস্মৃতি বেদামূলক তর্কদ্বারা সমর্থিত—এইরূপ আশঙ্কা বিদূরিত করা হইয়াছে । যদি বল—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এইরূপ যখন বেদার্থ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহাতে তর্কনিমিত্ত আপত্তির অবসর কোথায় ? যেহেতু, ধর্ম্মবিষয়ে অনপেক্ষ অর্থাৎ প্রমাণাস্তরনিরপেক্ষ বেদ যেমন প্রমাণ হয়, তেমনই ব্রহ্মবিষয়েও সেই বেদই প্রমাণ হওয়া উচিত, সূত্রাত্ম তর্কের অবসর নাই, তাহা হইলে বলিব যে, ইহা অবষ্টন্ত (অবাৎ দৃষ্টান্ত) হইতে পারিত, যদি অনুষ্ঠানসাধ্য ধর্ম্ম যেমন অস্ত্য প্রমাণের বিষয় না হইয়া কেবলমাত্র বেদরূপ প্রমাণের বিষয় হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মবস্ত অস্ত্য প্রমাণের বিষয় না হইয়া যদি কেবলমাত্র বেদরূপ প্রমাণের বিষয় হইত । কিন্তু ব্রহ্ম সেক্ষপ বস্তু নহে, যেহেতু ব্রহ্মবস্ত পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া জানা যায় । আর সিদ্ধবস্ততে অস্ত্যপ্রমাণের অবসর থাকেই, যেমন—পৃথিবী প্রভৃতিতে তাহা দেখা যায় । আরও যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ হইলে নিরবকাশ একটীমাত্র শ্রুতি অনুসারে অস্ত্য সাবকাশ শ্রুতিসকলকে ব্যাখ্যা করা হয়, তদ্রূপই নিরবকাশ প্রমাণাস্তরের সহিত শ্রুতির বিরোধ হইলে সেই প্রমাণাস্তর অনুসারেই শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করা উচিত, অর্থাৎ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানেরই অনুগামী করা উচিত । আর দৃষ্টবিষয়ের সহিত সাম্যবশতঃ অদৃষ্টবিষয়সমর্থনকারিণী যুক্তিকে অনুভবের সন্নিকটবর্ত্তিনী করা হয়, কিন্তু শ্রুতি

* এই সূত্র হইতে পূর্বপক্ষ অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ, ইহাতে “তথা ত্বম্” এই প্রথমস্ত পদ রহিয়াছে । তাহার পর অধিকরণের কারণেই “ন”-কার কথায় নিবেদন থাকার ইচ্ছা পূর্বপক্ষ সূত্র হইয়াছে । অধিকরণের মধ্যবর্ত্তী কোথাও নিবেদন ন-কার দ্বিতীয় সূত্র থাকিলে তাহা পূর্বপক্ষ সূত্র হয় না । যেমন—“নেতরোহনুপপত্তেঃ” এই ১।১।১৬ সূত্রটী পূর্বপক্ষ সূত্র নহে, কিন্তু সিদ্ধান্ত সূত্র । এই ৪র্থ সূত্র হইতে ১১ম সূত্র পর্য্যন্ত এই বিলক্ষণত্বাধিকরণ । কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে “ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ” বলা হইয়াছে ।

+ ভাসভীমতে দৃষ্টসামোহন = দৃষ্টসাধারণ — পাঠান্তর ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ন বিনক্ষণজ্ঞাদন্ত্য তথাহং চ শব্দাৎ ।]

[পৃঃ ২ঃ]

ভাষ্যমুদার ।

ঐতিহ্যমাত্ররূপে অর্থাৎ প্রবাদরূপ পরম্পরায় পবোক্ষরূপে স্বার্থাভিধান করে বলিয়া অর্থাৎ তাহার নিজ অর্থ বুঝায় বলিয়া তাহাকে সেই অনুভবের দূরবর্তিনী করা হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান সাংক্ষাৎকারে পরিণত হইয়া অবিজ্ঞাকে বিনাশ করে ও মোক্ষসাধন হয়, অতএব তাহা দৃষ্টকল, অর্থাৎ * তাহার ফল প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর শ্রুতিও “শ্রবণ করিবে মনন করিবে” এই প্রকারে শ্রবণ ব্যতীত মননের বিধান করিয়া তর্কও আদরণীয়—ইহা দেখাইতেছেন। অতএব প্রত্যক্ষের অন্তরঙ্গ যে তর্ক, তদনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত। এইজন্ত “ন বিনক্ষণজ্ঞাদন্ত্য” এই প্রজ্ঞার তর্কবশতঃ পুনর্বার পূর্ণপক্ষ করা হইতেছে, অর্থাৎ তর্ক অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যায় হইবে না কেন?—এইরূপ শঙ্কা করা হইতেছে।

ভাষ্যতী।

১। অবাস্তবসঙ্গতিম্ আহ—“ব্রহ্ম অস্ত্য জগতো নিমিত্তকারণং প্রাকৃতিশ্চ ইত্যন্ত্য পক্ষন্ত্য” ইতি। চোদয়তি—“কৃতঃ পুনঃ” ইতি সমানবিষয়ত্বং তি বিরোধো ভবেৎ। ন চ ইহ অস্তি সমানবিষয়তা। ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মাণোহপি মানাস্তুরাবিষয়তয়া অতর্ক্যত্বেন অনপেক্ষান্নায়ৈকগোচরত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সমাধস্তে—“ভবেৎ অয়ম্” ইতি।

“মানাস্তবস্ত্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্তুবগাধিনঃ। ধর্ম্মোহস্ত্য কার্য্যরূপত্বাদ্ ব্রহ্ম সিদ্ধং তু গোচরঃ” ॥ তস্মাৎ সমানবিষয়ত্বাৎ অস্তি অত্র তর্কস্ত্য অবকাশঃ। ১

২। নমু অস্ত্য বিরোধঃ, তথাপি তর্কাদরে কো হেতুঃ? ইত্যত আহ—“যথা চ শ্রুতীনাং” ইতি। সাবকাশঃ বহ্নোহপি শ্রুতয়ঃ অনবকাশৈকশ্রুতিবিরোধে তদনুগুণতয়া যথা নীয়ন্তে, এবম্ অনবকাশৈকতর্কবিরোধে তদনুগুণতয়া বহ্নোহপি শ্রুতয়ঃ গুণকল্পনাভিঃ ব্যাখ্যানম্ অর্হস্তি ইত্যর্থঃ। ২

৩। অপি চ ব্রহ্মসাংক্ষাৎকারো বিরোধিতয়া অনাদিম্ অবিজ্ঞাং নিবর্ত্তয়ন্ত্য দৃষ্টেনৈব রূপেণ মোক্ষসাধনম্ ইয়াতে। তত্র ব্রহ্মসাংক্ষাৎকারস্ত্য মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্ত্য অনুমানং দৃষ্টসাধর্ম্মোণ দৃষ্টবিষয়ং ৭ বিষয়তঃ অন্তরঙ্গং, বহিরঙ্গং তু অত্যন্তপরোক্ষগোচরং শব্দং জ্ঞানম্, তেন প্রধান-প্রত্যাসত্ত্যাপি অনুমানমেব বলীয় ইত্যত আহ—“দৃষ্টসাধর্ম্মোণ চ” ইতি। অপি চ শ্রুত্যাপি ব্রহ্মণি তর্ক আদৃত ইত্যাহ—“শ্রুতিরপি” ইতি। ৩

বেদান্তকল্পত্রয়ঃ।

চেতনোপাদানকজগদ্বাদিসমগ্রস্ত গগনাদি অচেতনপ্রকৃতিঃ, ব্রাহ্মাৎ ঘটবৎ উভি অনুমানেন সংকেচসমোহে বেদবিকল্পস্তুতঃ সূত্রাভ্যাদ্ অমানসম্ উক্তম্। অনুমানমূলং তু ব্যাপ্তিগুণধর্ম্মতে লোকসিদ্ধে ইতি উদারাদিকরণস্ত্যমুস্ত্য সূত্রাদিকরণেন সঙ্গতিম্ আহ—“অবাস্তবসঙ্গতিম্” ইতি। বেদবিকল্পার্থত্বেন যুতে: তদ্বৈশম্যকাৎ অহমুগ্ধত্বং ব্রহ্মবৈশম্যকাৎ জগদপি অহমুগ্ধম্ ইতি নিরন্তরসঙ্গতিঃ। একশ্রুতানুসারেণ ইতবশ্রুতিনিরনদৃষ্টোজ্ঞমাত্রাৎ তর্কবশেন শ্রুতিসংকেচো ন যুজ্যে: বৈশম্যকাত্যাপি সঙ্গবৎ ইত্যাহঙ্কা আহ “সাবকাশা” ইতি। শ্রুতীনাং নিমিত্তকারণে সাবকাশত্বং তর্কস্ত্য অনৌপাধিকত্বেন অনবকাশত্বম্। ‘দৃষ্টসাধর্ম্মোণ’ ইতি। প্রত্যক্ষদৃষ্টান্তত্বলাভেন অনুমানং পক্ষে সাধো গমিতে তস্ত্যপি প্রত্যক্ষতা সঙ্গাব্যতে ইত্যর্থঃ।

* সকল কার্যের কল দুইরূপ হয়, যথা—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যেমন গজান্নানকার্যের দৃষ্টকল শবীরে স্পিক্তভাবে এবং অদৃষ্টকল পূর্ণা। এখানে যে কলটি দেখা যায় তাহাকেই দৃষ্টকল বলে। আর যাহা দেখা যায় না তাহা অদৃষ্টকল। ব্রহ্মসাংক্ষাৎকারের কল অবিজ্ঞার বিনাশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহা দৃষ্টকল বলা হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের যে কল, তাহাদেরও মধ্যে কেহ দৃষ্ট ও কেহ অদৃষ্টকল হয়। প্রত্যক্ষপ্রমাণের কল অদৃষ্টকল প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া প্রত্যক্ষের কল দৃষ্টকল। অনুমান ও শব্দপ্রমাণের যে কল, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ নহে বলিয়া তাহা অদৃষ্টকল। তবে বিশেষ এই যে, অনুমান বা যুক্তির কল আর প্রত্যক্ষের তুল্য হয়, কিন্তু শব্দের কল অপ্রত্যক্ষই হয়। কারণ, অনুমান বা যুক্তি কোন দৃষ্টান্ত অর্থাৎ দৃষ্টবস্তুর অবলম্বনে সিদ্ধ হয়, এজন্য যাহা অনুমানবলে সিদ্ধ হয়, তাহা দৃষ্ট না হইলেও দৃষ্টতুল্য হয়। যেমন দৃষ্ট মহানদেক দেখিয়া পর্বতের অদৃষ্টগর্হিণী সিদ্ধি করিলে সেই বহির জ্ঞান আর প্রত্যক্ষের মতই হয়। এজন্য অবিজ্ঞার নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টকলের জনক ব্রহ্মসাংক্ষাৎকারের কারণ শ্রুতিবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ এবং যুক্তিরূপ অনুমানপ্রমাণের মধ্যে অর্থাৎ শ্রবণ ও মননের মধ্যে যুক্তিরূপ প্রমাণটি ব্রহ্মসাংক্ষাৎকারের পক্ষে শ্রুতি অপেক্ষা নিকটবর্তী বা অন্তরঙ্গ কারণ এবং শ্রুতি বহিরঙ্গ কারণ হয়। যেহেতু যুক্তি বা অনুমানের কল দৃষ্টতুল্য হয়, শব্দের কল দৃষ্টতুল্য হয় না এবং শ্রবণের পর মনন তাহার পর নির্বিঘাসন এবং তাহার পর ব্রহ্মসাংক্ষাৎকার হয় ইহা শ্রুতিই বলিমাছেন, আর এই শ্রবণই শব্দপ্রমাণ আর এই মননই অনুমান বা যুক্তি। অতএব শ্রুতি অপেক্ষা তর্ক অর্থাৎ যুক্তি ব্রহ্মসাংক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ সাধন। বস্তুতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পূর্ণপক্ষী বলিতেছেন—যুক্তি অনুসারেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। বলা বাহুল্য সিদ্ধান্ত ইহা স্বীকার করিবেন না, কারণ, শব্দ হইতেও সাংক্ষাৎকার হয়—ইহা তদ্ব্যভেদ স্বীকার্য।

† দৃষ্টবিষয়ম্—অদৃষ্টবিষয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাহং চ শব্দাঃ ১৪]

[পৃ: সূ:]

ভামতীর অনুবাদ । ব্রহ্ম তর্কগয়া হইবে না কেন—পূর্বপক্ষ ।

১। “ব্রহ্ম অস্ত জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিচ্ছ ইত্যস্ত পক্ষস্ত” অর্থাৎ “ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকাব অবাস্তুর সঙ্গতি বলিতেছেন, অর্থাৎ পূর্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। “কুতঃ পুন” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য—যেহেতু সমানবিষয় হইলে, অর্থাৎ এক বস্তুতে ভাব ও অভাব উভয় পদার্থের সম্ভাবনা হইলে বিরোধ হয়, এখানে কিছ সেই সমানবিষয়তা নাই। কাবণ, ধর্ম যেমন বেদভিন্ন অল্প প্রমাণের বিষয় হয় না, ব্রহ্মও তেমনই প্রমাণাত্মকের বিষয় হন না বলিয়া তর্কের বিষয় হন না, অতএব একমাত্র স্বতঃপ্রমাণ বেদেরই বিষয় হন। “তবেৎ অয়ম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা পূর্বপক্ষী ইহার সমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

“মানাস্তুরন্তাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্তুবগাহিনঃ ।

ধর্মোহিস্ত কার্যরূপত্বাৎ ব্রহ্ম সিদ্ধং তু গোচরঃ” ॥

অর্থাৎ ধর্ম, কার্যরূপ বলিয়া, সিদ্ধবস্তুকে বিষয় করে এতাদৃশ প্রত্যক্ষাদি অল্প প্রমাণের অবিসয় হয় হউক, ব্রহ্ম কিন্তু সিদ্ধবস্তু, অতএব অল্প প্রমাণের বিষয় হইতে পারে। অতএব অল্প সিদ্ধবস্তুর সমান বিষয় বলিয়া ব্রহ্ম তর্কের অবকাশ আছে।

২। আচ্ছা, সময়ে বিরোধ হয় হউক, তথাপি তর্কের আদর করিতে হইবে কেন? এইজ্ঞ—“যথা চ শ্রুতীনাং” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য—যদি নিরবকাশ একটা মাত্র শ্রুতির সহিত সাবকাশ বহু শ্রুতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে সাবকাশ বহু শ্রুতিকেও যেমন নিরবকাশ একটি শ্রুতির অমুসারে লইয়া যাওয়া হয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা হয়—তেমনই নিরবকাশ একটিমাত্র তর্কের সহিত বিরোধ হইলে তদনুসারে বহু শ্রুতিকেও গোপী ও লক্ষণা প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করা উচিত।

৩। আরও এক কথা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবিজ্ঞার বিরোধী বলিয়া অনাদি অবিজ্ঞাকে বিনাশ করিয়া দৃষ্টরূপেই মোক্ষনাথন হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। মোক্ষের প্রবান সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে অমুমানী দৃষ্টসাধর্ম্য-দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সাহায্যে দৃষ্টবিষয় হয়, অর্থাৎ এই অমুমানের বিষয় প্রায় প্রত্যক্ষের মত হয়, অতএব বিষয়-সম্বন্ধে অমুমান অমুতবের অন্তরঙ্গ, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত পরোক্ষ বস্তুকে বিষয় করে, সেইজ্ঞ মোক্ষের প্রবান সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহিত অমুমানের প্রতীতিবিশেষতঃ অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধপ্রযুক্ত শব্দ অপেক্ষা অমুমান প্রমাণই বলবান হয়। “দৃষ্টসাধর্ম্যেণ চ” এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার এই কথাই বলিতেছেন। তাহাব পর “শ্রুতিরপি” এই গ্রন্থদ্বারা শ্রুতিও ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের আদর করিয়াছেন—এই কথা বলিতেছেন।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

‘যত্নতঃ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকুরি’তি। তৎ ন উপপত্ততে, কস্মাৎ? বিলক্ষণ-
ত্বাৎ অস্ত বিকারস্ত প্রকৃত্যঃ। ইদং হি ব্রহ্মকার্যত্বেন অভিপ্রোয়মাণং জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণম্
অচেতনম্ অশুদ্ধং চ দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ জগদবিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধং চ শ্রীয়াতে। ন চ বিলক্ষণত্বে
প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ। ন হি ক্রচকাদয়ো বিকারাঃ স্মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি, শরবাদয়ো
বা স্মরণপ্রকৃতিকাঃ। স্মৃদা এব তু স্মদম্বিতা বিকারাঃ প্রক্ৰিয়ন্তে, স্মরণেন চ স্মরণাধিতাঃ।
তথা ইদমপি জগৎ অচেতনং স্মৃদত্বঃখমোহাধিত’ সৎ অচেতনশ্চৈব স্মৃদত্বঃখমোহাস্বকস্ত
কারণস্ত কার্যত্বং ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি ন বিলক্ষণস্ত ব্রহ্মণঃ। ব্রহ্মবিলক্ষণত্বং চ অস্ত জগতঃ
অশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাৎ অবগম্যব্যম্। অশুদ্ধং হি জগৎ স্মৃদত্বঃখমোহাস্বকস্তয়া প্রীতিপরিতাপ-
বিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গমরকাত্যাক্ষাবচপ্রপঞ্চাচ্ছ। ‘অচেতনং চ ইদং জগৎ’ চেতনং প্রতি
কার্য্যকারণভাবেন উপকরণভাবোপগমাৎ। ন হি সাম্যে সতি উপকার্য্যোপকারকভাবো
ভবতি। ন হি প্রাণীপৌ পরম্পরস্ত উপকুরতঃ। ‘নমু চেতনমপি’ কার্য্যকারণং স্বামিত্বভ্যক্ত্যয়েন
ভোকুঃ উপকরিস্ততি? ন; ‘স্বামিত্বভ্যক্ত্যয়েনপি’ অচেতনাংশৈশ্চৈব চেতনং প্রতি উপকারকত্বাৎ।
যো হি একস্ত চেতনস্ত পরিগ্রহঃ বুদ্ধ্যাদিঃ অচেতনভাগঃ স এব অল্পস্ত চেতনস্ত উপকরোতি,
ন তু স্বয়মেব চেতনঃ চেতনাস্তরস্ত উপকরোতি, অপকরোতি বা। ‘নিরতিশয়া হি অকর্তারঃ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাহি চ শব্দাৎ ১৪]

[পৃঃ নং]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

চেতনা' ইতি সাংখ্যা মন্ত্বে। তন্মাৎ অচেতনং কার্য্যকারণম্। ন চ কার্ত্তলোষ্টাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি। প্রসিদ্ধস্ত অয়ং চেতনাচেতনপ্রবিভাগো লোকে। তন্মাৎ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ ন ইদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বগতকঙ্ক কথাকারণের নিয়ম নির্দেশ।

এক্ষেণে পূর্ব্বগতকঙ্কী বেদান্তীকে বলিতেছেন—“তুমি যে বলিয়াছ, চেতন ব্রহ্ম জগতের প্রকৃতিরূপ কারণ অর্থাৎ উপাদানকারণ; তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, এই যে বিকারাত্মক জগৎ, ইহা ইহার ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ ভিন্নকার। যেহেতু যে জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা ব্রহ্মবিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞায় নহে; কারণ, জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাদ্বৈতরূপে দেখা যাইতেছে। আর ব্রহ্ম জগদবিলক্ষণ, অর্থাৎ চেতন ও শুদ্ধ এইরূপই শ্রুতিতে আছে। আর যেখানে বৈলক্ষণ্য, অর্থাৎ বিভিন্নস্বভাব দৃষ্ট হয়, সেইখানে প্রকৃতিবিকৃতিভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব দেখা যায় না, যেহেতু হারপ্রভৃতি অলঙ্কাররূপ বিকার-গুলি মূৎপ্রকৃতিক অর্থাৎ মূর্ত্তিকারূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, এবং শর্য্য প্রভৃতি কার্য্যপদার্থগুলিও সুবর্ণরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—হইতে উৎপন্ন হয় না। মূর্ত্তিকাকে দ্বার করিয়াই মূর্ত্তিকার বিকার সকল উৎপন্ন হয়, এবং সুবর্ণের বিকার সকল সুবর্ণকে দ্বার করিয়াই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ এই অচেতন জগৎও সুখ-দুঃখমোহাদ্বিত হওয়ার যথ দুঃখ ও মোহাদ্বৈত কোন অচেতন কারণের কার্য্য হওয়াই উচিত, কিন্তু জগদবিলক্ষণ ব্রহ্মের কার্য্য হওয়া উচিত নহে। জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ, তাহা জগতের অশুদ্ধি ও অচেতনত্ব দেখিয়া বুঝিতে হইবে। এই জগৎ অশুদ্ধই; কারণ, এই জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহময় বলিয়া প্রীতি পরিতাপ ও বিবাদাদির হেতু হয়, অর্থাৎ স্রগ শোক ও ভ্রম ও রাগাদির হেতু হয়, এবং স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রপঞ্চময় হয়। আর এই জগৎ অচেতন, যেহেতু ইহা কার্য্য ও কারণভাবদ্বারা চেতনের প্রতি উপকরণভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু উভয় ব্যক্তি সমান হইলে তাহাদেব মধ্যে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপরের দ্বারা উপকৃত হয় না, এবং অপরের উপকারও করে না। যেমন দুইটি প্রদীপ পরস্পরের উপকার করে না। যদি বল, ভূত যেমন প্রভুর উপকার করে, তদ্রূপ চেতনই কার্য্য ও কারণ হইয়া ভোক্তার উপকার করিবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে, কারণ, প্রভু ও ভূতাবও অচেতন অংশই চেতনের উপকারক; যেহেতু, একটি চেতনের পরিগ্রহ অর্থাৎ শরীরাবয়বরূপ যে অস্তঃকরণাদি অচেতন অংশ, তাহাই অল্প চেতনপদার্থের উপকার করে, কিন্তু চেতন নিজেই অল্প চেতনের উপকার বা অপকার করে না। সাংখ্যগণ মনে করেন—চেতন নিরতিশয় অর্থাৎ বুদ্ধি ও ক্ষয়শূন্য অতএব অকর্ত্তা। সেই হেতু অচেতনই কার্য্য ও কারণরূপ হয়। আর কার্ত্তলোষ্টাদির চেতনত্বে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। আর লোকমধ্যেও এই চেতন ও অচেতনের বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে। সেই হেতু ব্রহ্মবিলক্ষণ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, অর্থাৎ এই জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম নহেন।

ভাস্তী।

সোহয়ং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাক্ষেপঃ পুনঃ তর্কেণ প্রকৃত্যুতে—

“প্রকৃত্য' সহ সাক্ষপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্।

জগদব্রহ্মস্বরূপং চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া ॥

‘বিশুদ্ধং’ চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিতাক্।

তেন প্রধানসাক্ষপ্যাৎ প্রধানশ্চৈব বিক্রিয়া ॥”

তথা হি—‘এক’ এব স্ত্রীকায়ঃ সুখদুঃখমোহাদ্বৈততয়া পত্যাশ্চ সপত্নীনাং চ চৈত্রশ্চ চ জৈগ্ৰশ্চ তাম্ অবিন্দন্তঃ অপৰ্য্যায়ং সুখদুঃখবিবাদীন্ আধন্তে। স্ত্রিয়া চ সৰ্বে ভাবা ব্যাখ্যাভাঃ। তন্মাৎ সুখদুঃখমোহাদ্বৈততয়া চ ‘স্বর্গ’নরকাভ্যাক্ষাভ্যচপ্রপঞ্চতয়া চ জগৎ অশুদ্ধম্ অচেতনং চ, ব্রহ্ম তু চেতনং বিশুদ্ধং চ, ‘নিরতিশয়ত্বাৎ’। তন্মাৎ প্রধানশ্চ অশুদ্ধশ্চ অচেতনশ্চ বিকারঃ জগৎ ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি যুক্তম্। যে তু চেতনব্রহ্মবিকারতয়া জগৎ চৈতন্যম্ আহঃ তান্ প্রতি আহ—“অচেতনং চ ইদং জগৎ” ইতি। ব্যভিচারঃ চোদয়তি—“নহু চেতনমপি” ইতি। পরিহরতি—“ন স্বামি-ভূতায়োরপি” ইতি। নহু মা নাম সাক্ষাৎ চেতনঃ চেতনান্তরস্ত উপকারীৎ, তৎকার্য্যকরণ-

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাহঃ চ শব্দাৎ ১৪]

[পৃঃ ২ঃ]

ভাস্তী ।

বুদ্ধাদিনিয়োগদ্বারেণ তু উপকরিত্বাতি ইতি অতঃ আহ—“নিরতিশয়া হি অকর্তারঃ চেতনা” ইতি । উপজ্ঞাপায়বদ্ধধর্মযোগঃ অতিশয়ঃ, তদভাবো নিরতিশয়ত্বম্ । অতএব নির্বাপ্যারত্বাৎ অকর্তারঃ । তস্মাৎ তেষাং বুদ্ধাদিপ্রযোক্তৃমপি নাস্তি ইত্যর্থঃ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

তর্কম্ আহ—“প্রকৃত্য” ইতি । ব্রহ্মসাক্ষ্যং জগতঃ দর্শয়তি—“বিজ্ঞানম্” ইতি । এখানসাক্ষ্যম্ উপপাদয়তি—“এক” ইতি । আত্মস্বত্বকোপি স্বাভাবিকত্বম্ আহ—“বর্ণ” ইতি । “নিরতিশরত্বাৎ” আগম্যপরিধর্মরহিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ ।

ভাস্তীর অনুবাদ । জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহেন—পূর্ণবিলক্ষণ ।

ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বিষয়ে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাই পুনর্বার তর্কের দ্বারা উত্থাপিত করা হইতেছে, যথা—উপাদানকারণের সহিত কার্যের সাদৃশ্য থাকে,—ইহাই নিয়ম; জগৎ ব্রহ্মের সদৃশ নহে, অতএব ব্রহ্মের কার্য্য নহে । কারণ, ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও চেতন এবং জগৎ অচেতন ও অজ্ঞান । সেই হেতু প্রধানের সহিত সাদৃশ্য থাকিতে, জগৎ প্রধানেরই কার্য্য হওয়া উচিত । যেমন এক জ্বীলোকের শরীর, হৃৎ, দুঃখ এবং মোহাদ্বয়ক বলিয়া অপরিহার্য্যক্রমে অর্থাৎ একই সময়ে পতির সুখসাধন করে, সপত্নীগণের দুঃখদান করে এবং তাহাকে না পাইয়া কামুক চৈত্রেয় পক্ষে তাহা বিষাদের হেতু হয় । এস্থলে জ্বীলোকের দৃষ্টান্তদ্বারা সমুদায় ভাবপদার্থই ত্রিগুণাদ্বয়ক, ইহা বুঝান হইল । অতএব হৃৎ, দুঃখ ও মোহরূপ বলিয়া এবং স্বর্গ ও নরকাদিরূপ উত্তম ও অধমের প্রপঞ্চরূপ বলিয়া, জগৎ অজ্ঞান এবং অচেতন, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও বিজ্ঞান; তাহার কারণ, ব্রহ্ম নিরতিশয় অর্থাৎ আগম্যপায় ধর্মরহিত, সেই হেতু জগৎ অচেতন ও অজ্ঞান প্রধানেরই কার্য্য, ব্রহ্মের কার্য্য নহে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু যাহাঁরা বলেন চেতন ব্রহ্মের বিকাররূপ বলিয়া জগৎও চেতন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া “অচেতনঃ চ ইদং জগৎ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । “নমু চেতনমপি” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বাতিল্যার শকা করিতেছেন । “স্বামিত্ত্বত্বয়োরাপি” এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন । যদি বল—চেতন সাক্ষ্যসম্বন্ধে অন্য কোন চেতনের উপকার না করুক, কিন্তু চেতনের কার্য্যের কারণ যে অন্তঃকরণাদি তাহাকে প্রেরণ করিয়া তাহার দ্বারা ত উপকার করিতে পারিবে? এইজন্য “নিরতিশয়া হি অকর্তারঃ চেতনাঃ” এই গ্রন্থ বলিতেছেন । যাহার বুদ্ধি ও হ্রাস আছে এমন কোন ধর্মের যে সম্বন্ধ, তাহাকে অতিশয় বলে, তাহা না থাকার নাম নিরতিশয়ত্ব । এইজন্য ব্যাপার না থাকিতে জীবাত্মাগুলি অকর্তা হয় । আর তজ্জন্য জীবাত্মাগুলির বুদ্ধাদিপ্রযোক্তৃ অর্থাৎ অন্তঃকরণাদিকে নিয়োগ করিবার শক্তিও নাই—ইহাই অর্থ । [অতএব চেতন চেতনের কোনরূপেই উপকার বা অপকার করিতে পারে না । অচেতনই কার্য্য ও কারণরূপ হয় ।]

শাকরব্যাখ্যম্ ।

যোহপি কশ্চিৎ আচক্ষীত ক্রত্বা জগতঃ চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলে নৈব সমস্তং জগৎ চেতনম্ অবগমিস্থ্যমি; প্রকৃতিরূপস্ত বিকারে অদ্বয়দর্শনাৎ । অবিভাবনং তু চৈতন্ত্বস্ত পরিণামবিশেষাদ্ ভবিষ্যতি । যথা স্পষ্টচৈতন্ত্বানামপি আত্মনাং স্বাপমুচ্ছাদিতবদ্বাস্ত চৈতন্ত্বাঃ ন বিভাব্যতে, এবং কাস্তলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্ত্বাৎ ন বিভাবয়িষ্যতে । এতন্মাদেব চ বিভাবিতা বিভাবিতত্বকৃতাৎ বিশেষাদ্ রূপাদিভাবাবাত্ত্যাং চ কার্য্যকারণানাম্ আত্মনাং চ চেতনত্বা বিশেষেহপি গুণপ্রধানতাবো ন বিরোৎস্রতে । যথা চ পাণ্ডিত্যবিশেষেহপি মাংসসূপৌ দমনাদীনাং প্রত্যাহবর্ত্তিনো বিশেষাৎ পরম্পরোপকারিত্বং ভবতি, এতন্ম ইহাপি ভবিষ্যতি । প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপি অত এব ন বিরোৎস্রতে ইতি । তেনাপি কথঞ্চিৎ চেতনাচেতনত্ব-লক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিস্ক্রিয়েত, শুদ্ধ্যন্তদ্বিলক্ষণং তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিস্ক্রিয়েত । ন চ ইতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিস্ক্রিয়েত শক্যতে ইতি আহ—“তথাহঃ চ শব্দাৎ” ইতি । অনবগম্য-মানমেব হি ইদং লোকে সমস্তস্ত বস্তুনাং চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বপ্রবণাৎ শব্দশরণত্বা কেবলয়া উৎপ্রেক্ষেত, তৎ চ শব্দেনৈব বিলক্ষ্যতে । যতঃ শব্দাদপি তথাহ্ম অবগম্যতে । “তথাহ্ম” ইতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি । শব্দ এব—

(তর্কপাত্র অনুসারেণ বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ম বিলক্ষণত্বাদন্ত তথাহং চ শব্দাং ১৪]

[পূঃ হুঃ]

শাক্তরত্নাঙ্কম্ ।

“বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ” (তৈঃ উঃ ২।৬)

ইতি কশ্চচিৎ বিভাগস্ত অচেতনতাং প্রাবয়ন্ত চেতনাদ্ ব্রহ্মণঃ বিলক্ষণম্ অচেতনং জগৎ প্রাবয়তি ॥ ৪ সূত্র ।

ভাষ্যানুবাদ । একারান্তরেণ জগতের উপাদান ব্রহ্ম বলা যায় না ।

আর যে একদেশী কেহ বলেন—জগৎ চেতনরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন—ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হইয়া সেই শ্রুতিবলেই সমস্ত জগৎকে চেতন বলিয়া বুঝিব ; যেহেতু বিকারে প্রকৃতিরূপের অহম দর্শন হয়, অর্থাৎ দেখা যায় যে, উপাদানকারণ কার্যে অল্পগত হয় । কিন্তু (ঘটাদি বস্তুতে) চেতন্যের যে অবিভাবন, অর্থাৎ অল্পপল্লি, তাহা চেতন্যের পরিণামবিশেষবশতঃ হয়, (অর্থাৎ চেতন্যের পরিণাম যে ঘট, সেই ঘটে, চেতন্যের অস্তঃকরণরূপ পরিণাম না থাকায় ঘটাদিতে চেতন্যের উপলব্ধি হয় না । অস্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হইয়া তাহাকে উপরঞ্জিত করিলেই চেতন্যের অভিব্যক্তি হয়, অল্প সময় হয় না ।) যেমন জীবাশ্বাসকল স্পষ্টচেতন্যযুক্ত হইলেও নিজা ও মূর্ত্যাপ্রভৃতি অবস্থাতে তাহাদের চেতন্য অভিব্যক্ত হয় না, তেমনই চেতন্যের পরিণাম কাষ্ঠ ও লৌহপ্রভৃতির চেতন্য অভিব্যক্ত হইবে না, অর্থাৎ জানা যাইবে না । জড়পদার্থরূপ কার্যাকারণের ও আত্মার চেতন্যংশে কোন পার্থক্য না থাকিলেও বিভাবিত এবং অবিভাবিতকৃত বিশেষবশতঃ অর্থাৎ এই অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিকৃত পার্থক্যবশতঃ এবং রূপাদির ভাবাবতাবশ্রুত অর্থাৎ কাহারও রূপাদি আছে এবং কাহারও রূপাদি নাই—এইজ্ঞানও গুণপ্রধানভাব অর্থাৎ আত্মা প্রধান, আর জড়পদার্থ অপ্রধান ; হুতরাং স্বস্বামিভাবরূপ যে ব্যবহার হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইবে না । যেমন—মাংস, সূপ (ঝোল) ও অন্নাদি পদার্থ সকল পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া সে বিষয়ে তাহাদের কোন বিশেষ না থাকিলেও প্রত্যাহ্ববস্তি বিশেষবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বরূপগত পার্থক্য থাকায় পরস্পর পরস্পরের উপকারী হয়, অর্থাৎ একের দ্বারা অপরটী প্রস্তুত হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে । এইজন্যই প্রবিভাগপ্রসিদ্ধি অর্থাৎ জড় ও আত্মা ভিন্নপদার্থ বলিয়া যে ব্যবহার আছে, তাহাও বিরুদ্ধ হইবে না—এইরূপে উক্ত ব্রহ্মপরিণামবাদী একদেশী কোনও রকমে ব্রহ্ম ও জগতের চেতনত্ব ও অচেতনত্বরূপ বৈলক্ষ্য্য পরিহার করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বত্বদুঃখবিবাদাদিশূন্য বলিয়া শুদ্ধ এবং জগৎ স্বত্বদুঃখবিবাদাদিশূন্য বলিয়া অশুদ্ধ, উভয়ের এই যে বিলক্ষণত্ব আছে, তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না । আর অল্প বিলক্ষণত্বও অর্থাৎ চেতনাচেতনরূপ পার্থক্যও পরিহার করিতে পারা যায় না—ইহাই সূত্রকার “তথাহং চ শব্দাং” এই সূত্র্যাংশদ্বারা বলিলেন । যেহেতু লোকমধ্যে সকল বস্তুই এই যে চেতনত্ব, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, শ্রুতিতে জগতের চেতনপ্রকৃতির অর্থাৎ জগৎ চেতনরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুনা যায় বলিয়া কেবল শ্রুতির আশ্রয় লইয়া ইহা উৎপ্রেক্ষা করা হয়, অর্থাৎ কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাহাও বেদের সহিত বিরুদ্ধ হইয়া যায় । কারণ, বেদ হইতেও তথাহই অর্থাৎ সেইরূপই জানা যাইতেছে । এই “তথাহং” শব্দটী উপাদানকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা জগতের পার্থক্য বলিতেছে । বেদই—

“বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ” (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ “চেতন এবং অচেতন” এই বলিয়া জগতের কোন অংশের অচেতনত্ব প্রবণ করা ইয়া চেতন ব্রহ্ম অপেক্ষা অচেতন জগৎ যে পৃথক, তাহা শুনা ইয়া দিতেছেন ॥

ভাষ্যতী ।

চোদকঃ অভ্যুদয়বীজম্ উদঘাটয়তি—“যোহপি” ইতি । অভ্যুদয়েণ আপাততঃ সমাধানম্ আহ—“ভেনাপি কথঞ্চিৎ” ইতি । পরমসমাধানং তু সূত্রাবয়বেন বক্তুং তন্মৈব অবতারণয়তি—“ন চ ইতরদপি বিলক্ষণত্বম্” ইতি । সূত্রাবয়বাভিসন্ধিম্ আহ—“অনবগম্যমানমেব হি ইদম্” ইতি । শব্দার্থাৎ খলু চেতনপ্রকৃতিত্বাৎ চেতন্যং পৃথিব্যাদীনাম্ অসংগম্যমানম্ উপোদ্ভবলিতং মানাস্তুরেণ সাক্ষাৎ জ্ঞায়মানমপি অচেতন্যম্ অন্যথয়েৎ । মানাস্তুরাভাবে তু আর্থঃ অর্থঃ ক্রত্যর্থেন অপবাদনীয়ঃ, ন তু তদ্বলেন ক্রত্যর্থঃ অল্পখয়িতব্যঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

বেদান্তকরভাষ্য ।

জগতঃ অচেতনত্বপ্রবণমপি চেতন্যমভিব্যক্তিপন্নম্ ইতি শব্দপাকরণার্থং ভাষ্যে অনবগম্যমানব্রহ্মণম্ । তদ্ব্যচাট্যে—“পদার্থাৎ” ইতি । আর্থত্ব জগতেতনত্বত্ব শ্রুতচেতনত্ববাদক্কার উপরূহক-লোকাস্থিত্যর্থঃ অনবগম্যমানপদার্থোক্ত্যর্থঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বোঝা যায় দেখে ।)

অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫

[পূর্বপক্ষ নত্ব]

ভাষ্যতীর্থ অনুবাদ । নগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে—ইহা প্রতিপত্তি ।

চোমক অর্থাৎ পূর্বপক্ষী “যোহপি” এই গ্রন্থদ্বারা অমুশয়বীজ উদ্ঘাটন করিতেছেন, অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদে তাঁহার অশ্রদ্ধার মূলকারণ প্রকাশ করিতেছেন । “ভেনাপি কথঞ্চিৎ” এই গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্ম-পরিণামবাদীর মত স্বীকার করিয়া লইয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থলভাবে সমাধান বলিতেছেন । পরমসমাধান অর্থাৎ স্বার্থ নিষ্পত্তি, কিন্তু স্বত্বেয়দ্বারা বলিবার জন্ত—“ন চ ইত্তরমপি” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন । স্বত্বেয়শের অভিসন্ধি—“অনবগম্যমানমেব হি ইদম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । সেই অভিসন্ধি এই যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ বলিয়া পৃথিব্যাদি জগৎ চৈতন্যমুক্ত—ইহা বেদের শব্দার্থ হইতে বুঝা গিয়াছে এবং তাহা “বিজ্ঞানং চ” এই বেদবাক্যরূপ মানান্তরের সাহায্য পাইয়া বিশেষ বলবান হইয়াছে এজন্ত তাহা “অবিজ্ঞানং চ” এই শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎ ক্রয়মাণ জগতের অচেতনত্ব অশ্রদ্ধা করিয়া দিবে । অবশ্য প্রমাণান্তর না থাকিলে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থ শ্রুতার্থদ্বারা বাধিত হইবে, কিন্তু মানান্তরের অভাবে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থের বলে শ্রুতার্থের অন্যথা করা উচিত নহে । ৪

শাকরভাষ্যম্ ।

নমু চেতনমপি কচিৎ অচেতনমভিমানানাং ভূতেস্ত্রিয়ানাং জ্ঞায়তে । যথা—

“মুদ্রাবীৎ” “আপোহব্রবন্” (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩২।৪) ইতি

“তৎ তেজ ঐক্যত” “তা আপ ঐক্যত” (ছাঃ উঃ ৬।২।৩,৪) ইতি চ—

এবমাত্মা ভূতবিষয়া চেতনমশ্রুতিঃ । ইস্ত্রিয়বিষয়াপি—

“তে হ ইমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ” (যুঃ উঃ ৬।১।৭) ইতি

“তে হ বাচম্ উচু স্বং ন উদগায়তি” (যুঃ উঃ ১।৩।২) ইতি—

এবমাত্মা ইস্ত্রিয়বিষয়া ইতি । ‘অত উত্তরং পঠতি’—

“অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” ॥৫ *

“তু” শব্দঃ আশঙ্ক্যম্ অপমুদতি । ন থলু “মুদ্রাবীৎ” (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩২।৪) ইতি—

এবং জাতীয়কর্য্য শ্রুত্যা ভূতেস্ত্রিয়ানাং চেতনম্ আশঙ্কনীয়ম্ । যতঃ “অভিমানিব্যপদেশঃ”

এবঃ । মুদ্রাভিমানিন্যঃ বাণাভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদনসম্বদনাদিস্ব চেতনোচিতেষু

ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্রুত্বেন ন ভূতেস্ত্রিয়মাত্রম্ । কস্মাৎ ? “বিশেষানুগতিভ্যাম্” । “বিশেষো হি”

ভোক্তৃণাং ভূতেস্ত্রিয়ানাং চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাক্ অভিহিতঃ । সর্বচেতনভায়াং

চ ‘অসৌ ন উপপত্তেত । ‘অপি চ কৌবীতকিনঃ প্রাণসংবাদে’ করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে

অধিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংশতি—

“এভা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ” (কোঃ উঃ ২।৮) ইতি,

“তা বা এভাঃ সর্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা” (কোঃ উঃ ২।১৪) ইতি চ ।†

‘অনুগতাস্ত’ সর্বত্র অভিমানিন্যঃ চেতনা দেবতা সম্ভার্যবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ অবগম্যন্তে ।

“অগ্নি র্বাণ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” (ঐঃ অঃ ২।৪।২।৪) ইতি— এবমাদিকা চ

শ্রুতিঃ করণেষু অনুগ্রাহিকং দেবতাম্ অনুগতাং দর্শয়তি । ‘প্রাণসংবাদবাক্যশেষে’ চ—

* এতীও পূর্বপক্ষ নত্ব, কারণ, ইহার পরের পত্র বে “ব্রুততে তু”, তাহাতে “তু” শব্দ রহিয়াছে । তু শব্দের অর্থ “না” । ইহা পূর্বপক্ষ নিরাসার্থ ব্যবহৃত হয় । হতরাং পরব্রহ্মের তু শব্দদ্বারা ইহা পূর্বপক্ষের হত্ব বুঝা গেল । আর এই হত্বের প্রথমত্ব পদ থাকাতোও অধিকরণ আরম্ভ হইল না । কারণ, ইহার পূর্বে পূর্বপক্ষের হত্বদ্বারা অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার চরম সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নুত্তম অধিকরণ আরম্ভ সম্ভব নহে । এজন্ত এ নুত্তমীও এই অধিকরণের দ্বিতীয় পূর্বপক্ষ হয় ।

† † তর্কশাস্ত্রিক উপনিষৎ ২-অঃ ১ পরিসংখ্যে এই শ্রুতি বর ক্ষুদ্ররূপ দেবা বায়, বহা - “সর্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ” আর ২য় বাক্যের পর “তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা”—ইত্যাদি । সম্ভবতঃ উহা শাখান্তরে পাঠ হইবে ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫]

[পৃ: ২:]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

“তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ” (ছা: উ: ৫।১৭) ইতি—

শ্রেষ্ঠত্বনির্ধারণায় প্রজাপতিগমনং, তদ্বচনাৎ চ একৈকোৎক্রমণেন অম্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণৈশ্রেষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ ।

“তান্ম বলিহরণম্” (বৃ: উ: ৬।১:৩) ইতি চ—

এব জাতীয়কঃ অম্বদাদিষু ইব ব্যবহারঃ অম্বুগম্যমানঃ অভিমানিব্যপদেশং জ্ঞয়তি ।

‘তৎ তেজ ঐক্যত’ (ছা: উ: ৬।২৩) ইত্যপি—

পরন্তা এব দেবতায়্যা অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষু অম্বুগতায়্যাঃ ইয়ম্ ইক্ষা ব্যপদিশ্বতে ইতি—
জ্ঞষ্টব্যম্ । ‘তান্মাদ্’ বিলক্ষণমেব ইদং ব্রহ্মণঃ জগৎ ।৫

তাহানুবাদ । ঐতিহ্যদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদানই অসিদ্ধ ।

যদি বল—অচেতন বলিয়া অভিমত পৃথিবী আদি ভূতগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের চেতনও বেদে কোন কোন-
স্থলে ত শুনিতে পাওয়া যায় । যথা—

“মুদব্রবীৎ আপোহব্রুবন্” (শ: প: ব্রা: ৬।১৩।২৪)

অর্থাৎ “মুক্তিকা বলিয়াছিল” “জল বলিয়াছিল”; তাহার পর—

“তৎ তেজ ঐক্যত, তা আপ ঐক্যন্ত” (ছা: উ: ৬।২৩।৪) ।

অর্থাৎ “সেই তেজ দেখিয়াছিল” “সেই জল দেখিয়াছিল” ইত্যাদি শ্রুতির ভূতগণকে চেতন বলিয়াছেন । আর
ইন্দ্রিয়গণকেও শ্রুতি চেতন বলিয়াছেন, যথা—

“তে হেমে প্রাণা অহঃশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মু” (বৃ: উ: ৬।১৭)

অর্থাৎ সেই প্রাণসকল নিজের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল ।

“তে হ বাচম্ উত্থুঃ ন উদগায়ৈতি” (বৃ: ১।৩২) ।

অর্থাৎ তাহারা বাক্যকে বলিয়াছিল—তুমি আমাদের জন্য গান কর, ইত্যাদি । অতএব ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ চেতন
বস্তু, ইহা শ্রুতি হইতেও জানা যায় ? ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষীর পক্ষ দূত করিবার জন্ত সূত্রকার বলিতেছেন—

“অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” (৫ম সূত্র) ।

[অর্থাৎ—“তু” অর্থ না, অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিদ্বারা জগতের চেতনও বলা হয় নাই । কারণ, উক্ত শ্রুতিসমূহে বিশেষ-
দ্বারা অর্থাৎ চেতনচেতনবিভাগরূপ বিশেষণদ্বারা এবং অনুগতিদ্বারা অভিমানিব্যপদেশ করা হইয়াছে,
অর্থাৎ অভিমানি দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে ।] সূত্রস্থিত “তু” শব্দ পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরাস করিতেছে—

“মুদব্রবীৎ” (শ: প: ব্রা: ৬।১৩।২৪)

অর্থাৎ “মুক্তিকা বলিয়াছিল” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা পৃথিবী আদি ভূতগণকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে চেতন
বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে । কারণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে । মুক্তিকাধিষ্ঠাত্রী
চৈতন্যযুক্তদেবতা এবং বাক্যাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যযুক্তদেবতাকে চেতনযোগ্য বাদবিবাদাদি ব্যবহারে বলা হইয়াছে,
কেবল পৃথিবী আদি ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণকে নহে, তাহার কারণ কি ? বিশেষ এবং অনুগতিই তাহার কারণ ।
ভোক্তা জীবগণ চেতন এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ অচেতন—এই প্রকার পূর্বোক্তবিভাগ—বিশেষণকের অর্থ । সকল
বস্তু চেতন হইলে চেতন ও অচেতন বিভাগরূপ বিশেষ হইতে পারে না । আরও এক কথা—কৌষীতকীভ্রাক্ষণগণ
প্রাণগণের বিবাদ স্থলে প্রাণশব্দের দ্বারা যদি কেহ ইন্দ্রিয়গণকে মনে করেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্ত প্রাণের
অধিষ্ঠাতা চেতন বস্তুকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবতাশব্দদ্বারা বিশেষ করিতেছেন, যথা—

“এতা ই বৈ দেবতা অহঃশ্রেয়সে বিবদমানা” ইতি (কো: উ: ২।১৪)

“তা বা এতা সর্বা দেবতা প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা” (কো: উ: ২।১৪)

অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল নিজের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনের জন্ত বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট
গমন করিয়াছিল, ইত্যাদি । তাহার পর সেই এই দেবতা সকল প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া প্রাণের অধীন হইয়াছিল ।
মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতা ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি সকল
বস্তুতে অনুগত অর্থাৎ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[অভিমানিব্যাপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫]

[পৃঃ নং]

ভাষ্যমুদ্যাদ ।

“অগ্নিঃ বাক্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” (ঐঃ আঃ ২।৪।২৪)

অর্থাৎ অগ্নি বাগ্জিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি দেখাইতেছেন যে, অনুগ্রাহক (পরিচালক) দেবতাগণ ইঞ্জিয়সকলে অনুগত রহিয়াছেন । প্রাণসংবাদবাক্যের শেষে দেখা যায়—

“তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এতয় উচুঃ” (ছাঃ ৫।১।৭)

অর্থাৎ সেই প্রাণসকল পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিয়াছিল ; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের জন্য তাহাদের প্রজাপতির নিকট গমন এবং তাহার কথা অনুসারে এক এক জন শরীর হইতে বহির্গত হইয়া অদ্বয় ও ব্যাতিরেকদ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ এবং—

“তস্মৈ বলিহরণম্” (বৃঃ উঃ ৬।১।১৩)

অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণকে বাগাদি ইঞ্জিয়গণের স্বাধীনতারূপ পূজাপ্রদান ইত্যাদি আম'দের মত প্রাণগণের অনুগত ব্যবহার, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎসেখকে দৃঢ় করিতেছে ।

“তৎ তেজ একত” (ছাঃ উঃ ৬।২।৩৪)

অর্থাৎ সেই তেজ আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা নিজের কাণ্ডে অনুগত পরমদেবতা পরমান্বরূপ অধিষ্ঠাত্রী আলোচনা বলা হইতেছে—জানিতে ইহবে । অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার । আর বিলক্ষণ বলিয়া ইহা ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই । এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থির হইলে ভগবান্ সূত্রকার পরবর্তী সূত্রে তাহার সমাধান করিতেছেন ।

ভাষ্যতী ।

সূত্রান্তরম্ অবতারণিতুং চোদয়তি—“নহু চেতনমপি কচিৎ” ইতি । ‘ন পৃথিবাদীনাং’ চৈতন্যম্ অর্থমেব, কিন্তু ভূয়সীনাং ঋগীনাং সাক্ষাদেব অর্থঃ ইত্যর্থঃ । সূত্রম্ অবতারণতি—“অত উত্তরং পঠতি”—“অভিমানিব্যাপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” ।

বিভক্তিতে—“তু শব্দ” ইতি । ন এতাঃ ঋতয়ঃ সাক্ষাৎ যদাদীনাং বাগাদীনাং চ চৈতন্যম্ আত্মঃ, অপি তু তদধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং চিদান্নানাং, তেন এতচ্ছ্রুতিবলেন ন যদাদীনাং বাগাদীনাং চ চৈতন্যম্ আশঙ্কনীয়ম্ ইতি । কস্মাৎ পুনঃ এতদেবম্, ইত্যত আহ—“বিশেষানুগতিভ্যাম্” । তত্র বিশেষঃ ব্যাচষ্টে—“বিশেষো হি” ইতি । ভোক্তৃণাম্ উপকার্য্যবাদ্ ভূতেশ্রিয়াণাং চ উপকারকত্বাৎ সাম্যে চ তদনুপপত্তেঃ, সর্বজনপ্রসিদ্ধেচ, “বিজ্ঞানং চাভবৎ” (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি ঋতেষু বিশেষঃ চেতনাচেতনলক্ষণঃ প্রাক্ উক্তঃ স ন উপপদ্যেত । দেবতাশব্দকৃতঃ বা অত্র বিশেষঃ বিশেষশব্দেন উচ্যতে, ইত্যাহ—“অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে” ইতি । অনুগতিং ব্যাচষ্টে—“অনুগতাশ্চ” ইতি । সর্বত্র ভূতেশ্রিয়াদিষু অনুগতা দেবতা অভিমানিনীঃ উপদিশন্তি মন্তাদয়ঃ । অপি চ ভূয়ন্তঃ ঋতয়ঃ—

“অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,

আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ” (ঐঃ আঃ ২।৪।২৪)—

ইত্যাদয়ঃ ইঞ্জিয়বিশেষগতা দেবতা দর্শয়ন্তি । দেবতাশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞভেদাঃ চেতনাঃ । তস্মাৎ ন ইঞ্জিয়াদীনাং চৈতন্যং রূপত ইতি । অপি চ প্রাণসংবাদবাক্যশেষে প্রাণানাম্ অন্যান্যাদি-শরীরগুণমিব ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতানাং ব্যবহারং দর্শয়ন্ প্রাণানাং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানেন চৈতন্যং জ্ঞেয়তি ইত্যাহ—“প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ” ইতি । “তৎ তেজ একত ইত্যপি” ইতি । যত্বেপি প্রথম-ধ্যায়ে ভাক্তব্ধেন বর্ণিতম্, তথাপি “মুখ্যতয়াপি” কথঞ্চিৎ নেতুং শক্যম্ ইতি জ্ঞেয়ম্ । পূর্বপক্ষম্ উপসংহরতি—“তস্মাৎ” ইতি । ৫

বেদান্তকরতরঃ ।

অর্থং উপোদ্বলকপেক্ষা তদেব ন, ইত্যাহ—“ন পৃথিবাদীনাং” ইতি । প্রতীতিপূজাপ্রবৃত্তিভিঃ ঋগদেবতেন ঋতয়ঃ চৈতন্যলক্ষণভিপ্রাণয়নং ব্যাখ্যায় ইত্যর্থঃ । “অথনৈ অধারে” ইত্যধিকরণে ইতি । “মুখ্যতয়া” ইতি । একত ইত্যত্র মুখ্যত্বং তেজ-আগ্নিশব্দা লাক্ষণিকা এব, তৎ ইদম্ উক্তম্ “কথঞ্চিৎ” ইতি । ৫

(তর্কণাশ্রয়স্বরূপে বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

দৃশ্যতে তু ৬

[সিদ্ধান্ত পত্র]

ভামতীর অনুবাদ । শ্রুতিরদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদানস্থ অসিদ্ধ ।

“ননু চেতনরূপমপি কচিৎ” এই গ্রন্থদ্বারা অন্য সূত্রের আরম্ভ করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন । ইহার অর্থ—পৃথিবী আদির চৈতন্য কেবল অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই যে বুঝা যাইতেছে তাহা নহে ; কিন্তু বহু শ্রুতিরই ইহা স্পষ্ট অর্থই ।

“অত উত্তরং পঠতি এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার “অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষাঙ্গুগতিভ্যাম্” এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন । “তু শব্দ” এই পদের দ্বারা সূত্রার্থ বিভাগ করিতেছেন । এই মৃত্তিকাদি পদার্থের ও বাক্যপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে সাক্ষাৎ চৈতন্য আছে, ইহা এই শ্রুতিগণ বলিতেছেন না, কিন্তু মৃত্তিকাদি পদার্থের ও বাক্যপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে চৈতন্যযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, আর তাহাদিগেরই চৈতন্য আছে—ইহাই বলিতেছেন । অতএব এই শ্রুতিবলে মৃত্তিকাদির বা বাগাদির চৈতন্য আছে—ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে ! কেন আশঙ্কা করা উচিত নহে ? এইজন্য “বিশেষাঙ্গুগতিভ্যাম্” এই কথা বলিতেছেন । তন্মধ্যে “বিশেষো হি” এই গ্রন্থদ্বারা বিশেষপদকে ব্যাখ্যা করিতেছেন । যেহেতু জীবগণ উপকৃত হয় এবং পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতগণ ও বাক্যপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের উপকার করে । উভয়ই যদি সমান হয়, তাহা হইলে ঐ উপকার্য-উপকারকভাব সঙ্গত হয় না । আর ইহা সকল লোকেই জানে এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন “বিজ্ঞানম্ চাত্তবৎ” “চেতনং হইয়াছিল” এইজন্যও চেতন ও অচেতনরূপ যে পার্থক্য পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না । “অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদে” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, আরও শ্রুতি দেবতাশব্দের দ্বারা যে বিশেষ করিয়াছেন, এখানে সূত্রে বিশেষ শব্দের দ্বারা তাহাই বলিতেছেন । “অনুগতাস্ত” এই গ্রন্থদ্বারা অনুগতি শব্দকে ব্যাখ্যা করিতেছেন । মন্ত্র অর্থবাদ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ভূত ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সকল স্থানে অবস্থিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অনুগত বলিতেছেন । আরও এক কথা—

“অগ্নিকর্ষাণ্ড ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা

নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ” (ঐঃ আঃ ২।৪।২।৪)

অর্থাৎ “অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিল, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাতে প্রবেশ করিয়াছিল, সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিল”, ইত্যাদি বহু শ্রুতি ইন্দ্রিয়বিশেষে অবস্থিত দেবতাকে বুঝাইয়া দিতেছে । চৈতন্যযুক্ত ক্ষেত্রকে দেবতা বলে । অতএব ইন্দ্রিয়গণের যে চৈতন্য আছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না । আরও “প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণের বিবাদবাক্যের শেষে জীবকর্তৃক আশ্রিত আমাদের শরীরের মত জীবাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার দেখাইয়া জীবের আশ্রয়বশতঃ যে ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্য হইয়াছে, তাহা দূত করিতেছেন । “ত স্তজ্জ একত এই গ্রন্থকে যদিও প্রথম অধ্যায়ে গোণবৃত্তিধারাব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি মুখাবৃত্তিধারারও কোন রকমে লইয়া যাইতে পারা যায়, ইহা বুঝিতে হইবে । “তন্মাত্রাৎ” এই গ্রন্থদ্বারা পূর্বপক্ষের উপসংহার করিতেছেন ।

শব্দরত্নাশ্রয় ।

বিলক্ষণত্বাৎ চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি আক্ষিপ্তে প্রতিবিশদে—

দৃশ্যতে তু ৬ *

“তু শব্দঃ [পূর্ব]পক্ষঃ ব্যাবর্তয়তি । যত্নস্তং বিলক্ষণত্বাৎ নৈদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি, নায়ম্ একান্তঃ । দৃশ্যতে হি লোকে চেতনম্বেদং প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিত্যো বিলক্ষণানাং কেশ-নখাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, অচেতনম্বেদং চ প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিত্যো বৃত্তিকাদীনাম্ ।

ননু অচেতনাত্তেব পুরুষাদিশরীর্যাণি অচেতনানাং কেশনখাদীনাম্ কারণানি, অচেতনাত্তেব চ বৃত্তিকাদিশরীর্যাণি অচেতনানাং গোময়াদীনাম্ কার্য্যাণি ইতি, উচ্যতে—এবমপি কিঞ্চিৎ অচেতনং চেতনস্ত আয়তনভাবম্ উপগচ্ছতি, কিঞ্চিৎ ন—ইতি অন্তেষ্টব বৈলক্ষণ্যম্ ।

* এই সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত আরম্ভ । কারণ এখানে “তু” শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবেদনরূপ । “অত ইহার পূর্বসূত্রের “তু” শব্দ নাই, কিন্তু ভাষ্য তাহা সিদ্ধান্ত পত্র দ্বারা নাই । কারণ, তাহার পরও এই সূত্রে “তু” শব্দ রহিয়াছে । “এতৎ ইহার পূর্বসূত্রের পূর্বপক্ষের উদ্ভাবিত পক্ষের নিবেদনরূপ । আর এই সূত্রের “তু” শব্দটি সমগ্র পূর্বপক্ষের নিবেদনরূপ ।

(তর্কণাথ অম্বসারেণ বেদান্ত বাখ্যায় নহে ।)

[দৃশ্যতে তু । ৬]

[সিঃ সৃঃ]

শাক্তভাষ্যম্ ।

মহাশক্তি অয়ং পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ, পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাং চ ব্রহ্মপাদিতেনাৎ, তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাং চ । অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রেলীয়েত ।

অথ উচ্যেত—অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষু অনুবর্তমানঃ গোময়াদীনাং [চ] বৃশ্চিকাদিষু ইতি । ব্রহ্মণোহপি তর্হি সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিষু অনুবর্তমানো দৃশ্যতে । বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দৃশ্যতা কিম্ অশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্ত অননুবর্তনং বিলক্ষণত্বম্ অভিপ্রোয়েত, উত যন্ত কন্তুচিৎ অথ চৈতন্ত্যন্ত ইতি বক্তব্যম্ । প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । ন হি অসতি অভিশয়ে প্রকৃতিবিকার[ভাব] ইতি ভবতি । দ্বিতীয়ে চ অপ্ৰসিদ্ধত্বম্ । দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্ম-স্বভাব আকাশাদিষু অনুবর্তমান ইতি উক্তম্ । তৃতীয়ে তু দৃষ্টান্তাভাবঃ । কিং হি যৎ চৈতন্ত্যেন অনন্বিতং তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্ম[কারণ]বাদিনং প্রতি উদাহ্রিয়েত । সমস্তস্ত [অন্ত] বস্ত্তজাতস্ত/ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ ।

ভাট্টানুবাদঃ । জগতের উপাদান ব্রহ্ম—সিদ্ধান্তপক্ষঃ ।

আর জগৎ বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, এইরূপ আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন—“দৃশ্যতে তু ।” ইহার শকার্থ অর্থ—না, দেখা যায় ।

স্বত্রার্থ—“তু” অর্থ কিন্তু, অর্থাৎ জগৎ অচেতনপ্রকৃতিক নহে, কারণ, “দৃশ্যতে” অর্থাৎ দেখা যায় । সুত্রস্থিত “তু” শব্দ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষকে নিবারণ করিতেছে । প্রধানবাদী যে, বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণের কার্য্য নহে, ইহা একান্ত অর্থাৎ অব্যাহিতারী নিয়ম নহে । কারণ, জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষপ্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক (অচেতন) কেশ-নখপ্রভৃতির উৎপত্তি হয় । অচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ গোময়প্রভৃতি হইতে (চেতন) বৃশ্চিকপ্রভৃতির উৎপত্তি হয় ।

যদি বল—অচেতন পুরুষের যে শরীর, তাহারাই অচেতন কেশনখাদির কারণ এবং অচেতন যে বৃশ্চিকাদির শরীর, তাহারাই অচেতন গোময়াদির কার্য্য ; তাহা হইলে ইহার উত্তর বলিতেছি । অর্থাৎ তাহা হইলেও কোন অচেতন চেতনের আশ্রয় হয়—এবং কোন অচেতন চেতনের আশ্রয় হয় না—এইরূপ বৈলক্ষণ্য তা আছেই । এবং পুরুষপ্রভৃতি প্রকৃতির এবং কেশনখপ্রভৃতি বিকারের আকার ও পরিণামাদির ভেদ থাকায় এবং গোময়াদি উপাদানের ও বৃশ্চিকাদি কার্য্যের এরূপ ভেদ থাকায় এই পারিণামিক অর্থাৎ কেশনখাদিগত পরিণামরূপ স্বভাবের অত্যন্ত পার্থক্য দেখা যায় । প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্পূর্ণ একরূপ হইলে প্রকৃতিবিকৃতিভাবই অর্থাৎ কার্য্যাকারণভাব নষ্ট হইয়া যায় ।

যদি বল—পুরুষাদির পার্থিবত্বাদি অর্থাৎ পৃথিবীপরিণামপ্রভৃতি কোন একটি ধর্ম, কেশনখাদিকার্য্যে অহুগত হয় এবং গোময়াদির কোন একটি ধর্ম বৃশ্চিকাদিতে অহুগত হয় । তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও সত্তারূপ ধর্ম আকাশাদিতে অহুগত হইতে দেখা যায় । কার্য্যাকারণের বৈলক্ষণ্যবশতঃ জগতের ব্রহ্মাকারণবাদকে দোষ দিতে বাইয়া আপনি কি মনে করিতেছেন যে, (ক) ব্রহ্মের সমস্ত ধর্মের জগতে অহুগত না হওয়াই বৈলক্ষণ্য ? অথবা (খ) যে কোন একটি ধর্মের অহুগত না হওয়াই বৈলক্ষণ্য ? কিংবা চৈতন্যের অহুগত না হওয়াই বৈলক্ষণ্য—ইহা (আপনাকে) বলিতে হইবে । যদি বলেন—প্রথম পক্ষই আপনার অভিপ্রেত, তাহা হইলে সমস্ত প্রকৃতিবিকৃতিভাব অর্থাৎ কার্য্যাকারণভাব জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায় ; কারণ, কিছুমাত্র পার্থক্য না থাকিলে কার্য্যাকারণভাব হয় না । আর যদি বলেন—দ্বিতীয় পক্ষই আপনার অভিপ্রেত ; তাহা হইলে বলিব—সেই হেতুটি অসিদ্ধ ; কারণ, সত্তারূপ ব্রহ্মধর্ম আকাশাদিতে অহুগত হইতে দেখা যায়—ইহা পূর্বেরই বলিয়াছি । অর্থাৎ আকাশাদি কার্য্যে ব্রহ্মের সত্তারূপ ধর্ম অহুগত হওয়ার উক্তবিধ বৈলক্ষণ্যরূপ হেতু অসিদ্ধ, যথা—“পর্বতো বহিমান্, কাঞ্চনময়বৃমাৎ” এস্থলে কাঞ্চনময় ধূমহেতুটি অসিদ্ধ, অতএব উক্ত অহুমান হেতুসিদ্ধ দোষ হইল । আর যদি বলেন—তৃতীয় পক্ষই আপনার অভিপ্রেত, তাহা হইলে বলিব যে, তাহাতে দৃষ্টান্তাভাবরূপ দোষ হয় । কারণ, দেখা গিয়াছে, যাহা চৈতন্যযুক্ত নহে, তাহা ব্রহ্মরূপ উপাদানের কার্য্য নহে—ইহাই কি আপনি ব্রহ্মবাদীকে (বেদান্তীকে) বলিবেন ? কিন্তু তাহা বলিতে পারেন না ; কারণ,

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে।)

[দৃশ্যতে তু।৬]

[সিঃ সঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মকারণবাদী সমস্ত আকাশাদি পদার্থকেই ব্রহ্মরূপ উপাদানের কাণ্ড্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ এই তৃতীয় পক্ষে দৃষ্টান্তভাবরূপ অসাধারণ নামক দোষ হইল, কারণ যে হেতু সপক্ষেও থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষে যদি থাকে, তাহাকে অসাধারণ বলে; যথা—“শব্দঃ অনিত্যঃ, শব্দদ্বাং” এখানে শব্দ হেতু কেবল শব্দরূপ পক্ষে আছে, এইজন্য উহা অসাধারণ হয়। প্রকৃতস্থলে উক্ত হেতু পক্ষমাত্রবৃত্তি হওয়ায় অর্থাৎ দৃষ্টান্ত না থাকায় অসাধারণ নামক দোষ হইল।

ভাসতী।

সিদ্ধান্তসূত্রঃ “দৃশ্যতে তু”। প্রকৃতিবিকারভাবে হেতুঃ সাক্ষ্যং বিকল্পা দৃশ্যতি—“অত্যন্ত-সাক্ষ্যে চ” ইতি। প্রকৃতিবিকারভাবাবেহেতুঃ বৈলক্ষণ্যং বিকল্পা দৃশ্যতি—“বৈলক্ষণ্যেন চ কারণেন” ইতি। সর্বস্বভাবানুবর্তনং প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধি। তদানুবর্তনে তাদাত্ম্যেন প্রকৃতিবিকারভাবাভাবঃ। মধ্যমস্ত অসিদ্ধঃ; তৃতীয়স্ত নিদর্শনাভাবাৎ অসাধারণ ইত্যর্থঃ।

গোহৃকল্পতর্কঃ।

সাধ্যাসাধকঃ পক্ষে এব বর্তমানঃ “অসাধারণঃ”। যথা সর্বং কণিকং, সম্বাং, ইতি। এব চৈতন্তানবিতত্বমপি ইত্যাহ—“তৃতীয়স্ত” ইতি।

ভাসতীর অনুবাদ। জগৎএব ব্রহ্মকাষণ্ডার বিকল্পে পূর্বপক্ষীর যুক্তি খণ্ডন।

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য ভগবান্ হৃদ্যকার “দৃশ্যতে তু” এই সিদ্ধান্তসূত্র বলিতেছেন। প্রকৃতি-বিকৃতিভাবের প্রতি পূর্বপক্ষবাদী যে সাক্ষ্যকে হেতু কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই হেতুকে দুই প্রকারে কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার “অত্যন্তসাক্ষ্যে চ” এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। প্রকৃতিবিকৃতিভাব না হওয়ার প্রতি পূর্বপক্ষবাদী যে বৈলক্ষণ্যকে হেতু কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই হেতুকে তিন প্রকারে কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার “বৈলক্ষণ্যেন চ কারণেন” এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্মের অস্থবৃত্তি না হওয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবের বিরোধী, অর্থাৎ বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্মের অস্থবৃত্তি না হইলে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হইয়া থাকে। কারণ, বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্মের অস্থবৃত্তি লইলে তাহা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না। মধ্যমটি অর্থাৎ দ্বিতীয় হেতুটি অসিদ্ধ, (ভাষ্যানুবাদ দেখুন। তৃতীয় হেতুটি দৃষ্টান্ত না থাকায় অসাধারণ, (ভাষ্যানুবাদ দেখুন) ইহাই তাৎপর্য।

শাস্ত্রতত্ত্ব।

আগমবিরোধনস্ত প্রসিদ্ধ এব। চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি আগম-ভাৎপর্যন্ত প্রসামিতত্বাৎ। যৎ [তু] উক্তং—পরিনিপ্পন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি, তদপি মনোরথমাত্রম্। রূপান্তভাবে হি ন অয়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্ত গোচরঃ। লিঙ্গান্তভাবে চ ন অনুমানাদীনাম্। আগমমাত্রসমধিগম্য এব তু অয়ম্ অর্থো ধর্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—

“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেন্না প্রোক্তান্তেনৈব সৃজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। (কঠঃ উঃ ১।২।২) ইতি

কো অজ্ঞা বেদ ক ইহ প্রবেচৎ। ইয়ং বিন্ধিষ্যত আবভুব” (ঋঃ সং ১।৩০।৬) ইতি চ—

এতে ঋচৌ সিদ্ধানামপি ঈশ্বরানাং ত্বর্কোদভাৎ জগৎকারণস্ত দর্শয়তঃ। স্মৃতিরপি ভবতি—

“অচিন্ত্যোঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” [মহাভাঃ শান্তিপর্ক] ইতি

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে, (গীঃ ২।২৫) ইতি চ।

ন মে বিদ্বঃ সুরগণাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ। (গীঃ ১০।২) ইতি চ এবং জাতীয়কা।

যদপি প্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধ্যৎ শব্দ এব তর্কমপি আদর্শব্যং দর্শয়তি ইত্যুক্তম্।

ন, অমেন বিশেষ শুদ্ধতর্কস্ত আত্মলাভঃ সম্ভবতি। প্রত্যক্ষানুগৃহীত এব হি অত্র তর্কঃ অনুভবানুভবেন আশ্রীয়তে। স্বপ্নানুব্রহ্মান্তর্যোঃ উভর্যোঃ ইত্যন্তর্যব্যভিচারাত্ম আত্মনঃ অনন্যগতত্বঃ, সঙ্গ্রাসাদে চ প্রপঞ্চপরিভ্রাত্যাপেন সদাশ্রুনা সম্পত্তে: নিপ্রপঞ্চসদাশ্রুতং প্রপঞ্চত

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও দেবতা যোগ্যের বহু)

[দ্ব্যর্থতে ভূ ১৬]

[সি: ২:]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অন্তঃপ্রত্যয়ঃ কার্যকারণানন্তর্য্যায়েন জ্ঞানম্যতিরেক ইতি এবং জাতীয়কঃ ।

“তর্কপ্রতিষ্ঠানাং.....” (ব্র: ২: ২১১১) ইতি চ—

কেবলম্ তর্কস্ত বিপ্রলম্বকম্ দর্শয়িত্বাতি । যোহপি চেতনকারণশ্রবণবলে নৈব সমস্তস্ত জগতঃ চেতনতাম্ উৎপ্রেক্ষেতে তদুপা—

“বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ” (তৈ: উ: ২১৬) ইতি—

চেতনচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনাবিভাবনাত্যাং চৈতন্যস্ত শক্যতে এব যোজয়িতুম্ । পরন্তুৈব তু ইদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুক্ত্যতে । কথম্ ? পরমকারণম্ হি অত্র সমস্তজগদাম্মনা সমন্বয়ানং প্রাব্যতে—

“বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ” (তৈ: উ: ২১৬) ইতি ।

অত্র যথা চেতনম্ অচেতনভাবো ন উপপত্ততে বিলক্ষণস্বাদে, এবম্ অচেতনস্যপি চেতনভাবো ন উপপত্ততে । প্রত্যুক্তস্বাদে তু বিলক্ষণস্বাদে যথাক্রমিত্যেব চেতনং কারণং প্রীতিব্যং ভবতি ১৬ (সূত্র)

ভাষ্যমুবাচ । সিদ্ধবস্তু হইলেই যে অস্ত্র প্রমাণপরা হয়, তাহা নহে ।

পূর্বপক্ষীর মত যে বেদবিলক্ষণ, তাহা ত প্রসিদ্ধই আছে; কারণ, চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, ইহাই যে বেদের অভিপ্রায়, তাহা প্রসাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বে দেখান হইয়াছে । আর যে বলা হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম পরিনিশ্চয় বস্তু বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধবস্তু বলিয়া তাহাতে প্রত্যক্ষাদি অস্ত্রপ্রমাণসকল সম্ভব হইতে পারে, তাহাও কল্পনামাত্র; কারণ, রূপাদি না থাকায় এই ব্রহ্মবস্তুর প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; আর হেতুপ্রভৃতি না থাকায় অহুমানাদিরও বিষয় নহে । কিন্তু ধর্ম যেমন কেবল শাস্ত্ররূপ প্রমাণের বিষয় হয়, তেমনই এই ব্রহ্মবস্তুরও একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণেরই বিষয় হয় । স্মৃতি ইহাই বলিতেছেন, যথা—

“নৈবা তর্কেণ ভিত্তিরাপদেয়া প্রোক্তান্তো নৈব জ্ঞানান্ন প্রেষ্ঠ” (কঠ: উ: ১২১২)

অর্থাৎ “হে প্রিয়তম নচিকেতা ? এই ব্রহ্মবিষয়গী বুদ্ধি শুদ্ধতর্কদ্বারা পাওয়া যায় না, অথবা কৃততর্কদ্বারা বাধিত করা উচিত নহে, কিন্তু বেদমন্ত্র আচার্য্যাকর্তৃক প্রোক্ত হইলে ইহা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

“কো অহা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ, ইয়ং বিশিষ্টি র্যত আবভূব” (ঋ: সং ১৩০১৬)

অর্থাৎ “হা হইতে এই নানাবিধ সৃষ্টি সম্যক্রূপে হইয়াছে, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ জানিতে পারে ? (জানা দূরে থাকুক) এ জগতে কে তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারে ? অর্থাৎ কেহই তাঁহার বিষয় পূর্ণরূপে বলিয়া দিতে পারে না । এই দুইটি স্বকুমন্ত্র দেখাইতেছে যে, যাহারা ঈশ্বরপদবাচ্য সিদ্ধপুরুষ, সেই সিদ্ধপুরুষগণের পক্ষেও অগৎকারণ ব্রহ্মকে জানিতে পারা অতি কষ্টকর । স্মৃতিও আছে, যথা—

“অচিন্ত্যাঃ খলু য়ে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” (মহাভা: ১)

অর্থাৎ যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিতে নাই । অর্থাৎ সে বিষয়ে কোন তর্ক করিতে নাই ।

“অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে” (গীতা ২১২৫)

অর্থাৎ এই অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য বলা হয় । অব্যক্ত, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় হয় না, এবং অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তারও বিষয় নহে এবং অবিকার্য্য, অর্থাৎ দ্রুত যেমন দধিসংযোগে বিকৃতি হয়, আত্মা সেরূপ বিকৃত হন না; কারণ, তিনি নিরবয়ব । নিরবয়ব কোন বস্তু বিকৃত হইতে দেখা যায় না ।

ন মে কিম্: জ্ঞয়গণা: প্রভবঃ ন মহর্ষয়: ।

অহমাদি হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ লবর্ধশ: ॥ (গীতা ১০১২)

অর্থাৎ দেবগণ এবং মহর্ষীগণ আমার প্রভাব অর্থাৎ প্রভুত্বশক্তি কত তাহা, অথবা আমার উৎপত্তি জানেন না । যেহেতু আমি সকল প্রকারেই দেবগণ ও মহর্ষীগণের আদি । এই জাতীয় বহু প্রমাণ আছে, যাহাদ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্ম ধর্মের মাত্র অগেদপ্রমাণস্বাক্ষর ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[দৃশ্যতে তু ১৬]

[সিংহঃ]

ভাষ্যমুবাচ । মনন বিধান করায়ও ব্রহ্ম অনুমানাদিগম্য নহে ।

আরও যে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, শব্দ অর্থাৎ প্রতিই শ্রবণব্যতীত অর্থাৎ শ্রবণের পর মনন বিধান করায়, তর্কেরও আদর করা উচিত—ইহা দেখাইতেছেন, ইত্যাদি ; কিন্তু ইহা দ্বারা মননবিধিচ্ছলেও শুদ্ধতর্কের অর্থাৎ প্রত্যক্ষপক্ষে তর্কের আশ্রয়লাভ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিষয়ে শুদ্ধতর্কের উপযোগিতা নাই ; কারণ, প্রত্যক্ষগৃহীত অর্থাৎ প্রতিদ্বারা তদ্বিনশ্চয় হইলে পর অসম্ভাবনাদি পুরুষদোষনিবারণের জন্য গৃহীত তর্কে অমুভবের অঙ্গরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের সাধনরূপে আশ্রয় করা হয় । সেই প্রত্যক্ষগৃহীত তর্ক এই প্রকার যথা—স্বপ্নান্তের ও বুদ্ধান্তের অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার পরস্পর ব্যভিচার থাকায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় জাগরিতাবস্থা এবং জাগরিতাবস্থায় স্বপ্নাবস্থা থাকে না বলিয়া আত্মা অনাগত হয়, অর্থাৎ এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত অবস্থারহিত আত্মার সম্পর্ক হয় না ; এবং সম্প্রসাদে অর্থাৎ স্মৃষ্টিকালে প্রাপ্ত পরিভোগপূর্বক আত্মা সংস্করণে সম্পন্ন হন বলিয়া, অর্থাৎ নিশ্চাপ্তক ব্রহ্মস্বরূপ হন বলিয়া, আত্মা প্রপঞ্চাতীত সংস্করণ হন ; আর কার্যাকারণের অনন্তস্রোতে অর্থাৎ কার্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে—এই যুক্তি অনুসারে প্রাপ্ত অর্থাৎ জগৎ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে—ইত্যাদি , অর্থাৎ এই জাতীয় প্রত্যক্ষগৃহীত তর্ক অমুভবের অঙ্গরূপে আশ্রয় করা হয় । আর কেবল তর্কের বিপ্রলম্বক অর্থাৎ অপ্রমাণক অর্থাৎ শুদ্ধতর্ক হইতে যে যথার্থজ্ঞান জন্মে না, ইহা —

“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথাসুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্দোষকপ্রসঙ্গঃ” (২১১১)

এই সূত্রে ভগবান্ সূত্রকারই দেখাইবেন । আর যে ব্যক্তি, চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, এই প্রতিবলেই সমগ্র-জগৎকে চেতন বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করেন, অর্থাৎ জগৎকেও চেতন বলেন, তিনিও—

“বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ” (তৈঃ উঃ ২৬)

অর্থাৎ ব্রহ্মই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইয়াছেন, এই প্রতি হইতে অবগত জগতের যে চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ, তাহা চেতনের বিভাবন ও অবিভাবনদ্বারা অর্থাৎ অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিদ্বারা যোজনা করিতে পারেন অর্থাৎ জগতের চেতনত্বসিদ্ধি করিতে পারেন ; কিন্তু জগতের প্রধানকারণতাবাদী পূর্বপক্ষী সাংখ্যের মতে জগৎ, চেতন ও অচেতন ভেদে দুই প্রকার—এই বিভাগবোধক প্রতিবাক্যকে যোজনা করিতে পারা যায় না । কারণ, বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ এই প্রতি হইতে জানা যায় যে, যিনি পরম কারণ, তিনি জগৎরূপে সম-বস্থিত হইয়াছেন । এখানে বিলক্ষণপ্রযুক্ত অর্থাৎ চেতন ও অচেতন ভিন্নপ্রকার বলিয়া চেতনপদার্থের অচেতন হওয়া যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ অচেতন প্রধানেরও চেতন হওয়া উপপন্ন হয় না । কিন্তু বিলক্ষণপ্রযুক্ত হেতুকে অপ্রয়োজক এবং ব্যভিচার প্রদর্শনদ্বারা পূর্ব নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া, যে ভাবে প্রতিতে উক্ত হইয়াছে, তদনুসারেই চেতনব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত । ইতি ৬ষ্ঠ সূত্র ভাষ্যব্যাখ্যা ।

ভাষ্যজী ।

অথ জগদ্যেনিতয়া আগমাৎ ব্রহ্মণঃ অবগমাৎ আগমবাসিতবিষয়ত্বম্ অনুমানস্ত কস্মাৎ ন উক্তব্যতে ? ইত্যত আহ—“আগমবিরোধস্ত” ইতি । ন চ অস্মিন্ আগমৈকসমধিগমনীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণাস্তরস্ত অবকাশঃ অস্তি—যেন তদ্বাদায় আগম আক্লিপ্যেত, ইত্যাশয়বান্ আহ—“যন্তু উক্তঃ পরিনিম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি” ইতি । যথা হি কার্যাবিশেষেষপি—

“আরোগ্যকামঃ পথ্যম্ অঙ্গীয়াৎ” “স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ”

ইত্যাদীনাং মানাস্তরাপেক্ষতা, ন তু—

“দর্শপৌর্ণমাসাত্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদীনাম্ ।

তৎ কস্ত হেতোঃ ? অস্ত কার্যভেদস্ত প্রমাণাস্তরাগোচরত্বাৎ । এবং ভূতত্বাবিশেষেষপি পৃথিব্যা-দীনাং মানাস্তরগোচরত্বং ন তু ভূতস্তাপি ব্রহ্মণঃ, তস্ত আত্মায়ৈকগোচরস্ত অতিপতিতসমস্ত-মানাস্তরসমীতয়া স্মৃত্যাগমসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ । যদি স্মৃত্যাগমসিদ্ধঃ ব্রহ্মণঃ তর্কবিষয়ত্বং, কথং তর্হি শ্রবণাতিরিক্তমননবিধানম্ ইত্যত আহ—“যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ” ইতি । তর্কো হি প্রমাণ-বিষয়বিবেচকতয়া তদিতিকর্তব্যতাত্ত্বতঃ তদাশ্রয়ঃ অসতি প্রমাণে অনুগ্রাহ্যস্ত আশ্রয়স্ত অভাবাৎ শুদ্ধতয়া ন আদ্রিয়তে । যন্তু আগমপ্রমাণাশ্রয়ঃ তদ্বিষয়বিবেচকঃ তদবিরোধী স “মন্তব্য” ইতি বিধীয়তে । “প্রত্যক্ষগৃহীতে”তি । প্রত্যক্ষাঃ শ্রবণস্ত পশ্চাৎ ইতিকর্তব্যতাঞ্চে ন গৃহীতঃ । “অনু-

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[দৃশ্যতে তু ১৬]

[সিংহঃ]

ভাদ্রতী।

ভবাক্ষেণ" ইতি। মতো হি ভাব্যমানো ভাবনায়া বিষয়তয়া অন্তত্বতো ভবতি—ইতি মননম্ অল্পভবাক্ষম্। "আত্মনঃ অনন্যগতত্বম্" ইতি। স্বপ্নাচ্ছবস্থাভিঃ অসংগৃহ্যম্, উদাসীনত্বম্ ইত্যর্থঃ। অপি চ চেতনকারণবাদিভিঃ কারণসালক্ষণ্যেহপি কার্যাস্ত কথঞ্চিৎ চৈতন্যাবির্ভাবানাবির্ভাবাত্ম্যম্—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চান্ধবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি—

জগৎকারণে যোজয়িতুং শক্যম্। অচেতনপ্রধানকারণবাদিনাং তু দুর্ঘোজম্ এতৎ। ন হি অচেতনস্ত জগৎকারণস্ত বিজ্ঞানরূপতা সন্তুভিনী। চেতনস্ত জগৎকারণস্ত সুষুপ্তাদ্যবস্থাসু ইব সতোহপি চৈতন্যস্ত অনাবির্ভাবতয়া শক্যমেব কথঞ্চিদ্ অবিজ্ঞানাত্মকং যোজয়িতুম্ ইত্যাহ— "যোহপি চেতনকারণশ্রবণবলেন" ইতি। পরশ্চৈতন্য তু অচেতনপ্রধানকারণবাদিনঃ সাংখ্যাস্ত ন যুক্তোক্ত। "প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বৈলক্ষণ্যাস্ত" ইতি। বৈলক্ষণ্যে কার্যাকারণভাবে নাস্তি ইতি অভ্যুপেত্য ইদম্ উক্তম্। পরমার্থতন্ত্ব ন অস্মাভিঃ এতৎ অভ্যুপেয়েতে ইত্যর্থঃ ১৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"প্রমাণ" ইতি। প্রমাণবিষয়ত্ব বচনবৃত্তান্তানিরাসেন বিবেচকতয়া ইত্যর্থঃ। শ্রবণশাস্ত্রাত্মানন্তাবনানিরাসকবাচারভগ্নবাদি তর্কাত্তিগ্রাহ্যম্। মননস্ত সাক্ষাৎকারালক্ষ্যং ধ্যানব্যবধানেন ইত্যাহ—"মতো হি" ইতি। অচেতনস্ত জগৎকারণস্ত সর্গোত্তরকালং বিজ্ঞানাত্মকজীবরূপতা ন সন্তুভতি ইত্যর্থঃ ১৬

ভাদ্রতীর অনুবাদ। ব্রহ্ম ধর্মের স্থায় ক্রটিমাত্রগম্য।

এখন ব্রহ্ম জগদ্যোনি অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ—ইহা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া অল্পমানের বিষয় বেদকর্তৃক বাধিত—এই দোষ দেওয়া হইতেছে না কেন? এইজন্য বলিতেছেন—"আগমবিরোধস্ত ইতি"। আর বেদৈকগম্য ব্রহ্মেও প্রত্যক্ষাদি অস্ত্র কোন প্রমাণের অবসরই নাই, যাহাতে সেই প্রমাণ অবলম্বনে বেদের উপর আশঙ্কা করিতে পার, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"যৎ তু উক্তং পরিনিম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি" ইতি। ইহার তাৎপর্য এই যে, কার্যগত কোন তারতম্য না থাকিলেও, অর্থাৎ উভয়েই পুরুষের কৃতিসাধ্য হইলেও "আরোগ্যকামঃ পথ্যম্ অন্নীয়াত" অর্থাৎ যিনি আরোগ্য কামনা করেন তিনি হিতকর দ্রব্য আহার করিবেন; "স্বর্গকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ" অর্থাৎ যিনি কঠোর কামনা করেন তিনি সিকতা অর্থাৎ চিনি ভক্ষণ করিবেন, ইত্যাদি বিধি যেমন অস্ত্র প্রমাণকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ কিন্তু "দর্শপৌর্ণমাসান্ত্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত" অর্থাৎ "যিনি স্বর্গকামনা করেন তিনি দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবেন" ইত্যাদি বিধি অস্ত্র প্রমাণকে অপেক্ষা করে না, তাহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এই প্রকার কার্যভেদ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের ফল যে স্বর্গ, তাহা প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না; এইরূপ ভূতত্বের অবিশেষ হইলেও অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ও ব্রহ্ম ভূতবস্ত্র অর্থাৎ সিন্ধ বস্ত্র হইলেও পৃথিব্যাদি বস্ত্র অন্য প্রমাণের বিষয় হয়, কিন্তু ব্রহ্ম বস্ত্র ভূতবস্ত্র হইলেও অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না। কারণ, একমাত্র বেদগম্য সেই ব্রহ্মবস্ত্র অস্ত্র সকলপ্রমাণের সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া স্মৃতি ও আগমসিদ্ধ হয়। যদি ব্রহ্মের তর্কবিষয়ত্ব স্মৃতি ও আগমসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম তর্কের বিষয় নহে—ইহা যদি স্মৃতি ও বেদ হইতে স্থিরভাবে জানা গিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ ব্যতীত মননের বিধান করা হইল কেন? এইজন্য বলিতেছেন—"যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ" ইত্যাদি। যেহেতু তর্ক কৃত্তর্কাদির নিরাস করিয়া প্রমাণের প্রতিপাদ্যবিষয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় বলিয়া প্রমাণের ইতি-কর্তৃত্বাত্মা অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ হয় এবং প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রমাণ না থাকিলে অল্পগ্রাহ্য আশ্রয়ের অভাববশতঃ অর্থাৎ যাহার উপকার করিবে, সেই আশ্রয় না থাকায় শুদ্ধ অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়, আর তদ্ব্যন্য তাহা আদরণীয় হয় না। কিন্তু যে তর্ক আগমরূপ প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া উপলব্ধ হয়, ও আগমপ্রমাণের প্রতিপাদ্যবিষয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় এবং আগমপ্রমাণের বিরোধী হয় না, সেই তর্কই "মন্তব্য" এই ক্রিতিবাক্যদ্বারা বিহিত হইয়াছে। "শ্রুত্যানুগৃহীত" এই বাক্যের অর্থ—শ্রবণের পর ইতিকর্তৃত্বাত্মকপে গৃহীত। "অল্পভবাক্ষেণ" অর্থ—যেহেতু "মত" অর্থাৎ যে বিষয়টা মনন করা হইয়াছে, তাহা ভাব্যমান হইলে অর্থাৎ ভাবিতে থাকিলে তাহা অল্পভূত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়, এইজন্য মনন অল্পভবের অঙ্গ। "আত্মনোহনন্যগতত্বম্" এই গ্রন্থের অর্থ—স্বপ্নাদি অবস্থার সহিত সম্পর্ক না থাকা, অর্থাৎ উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকা। আরও—যাহারা চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলেন, তাহারা কার্যপদার্থ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারে বেদান্ত বাণ্যের নহে)

অসদ্বিত্তি চেম প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ ৷৭

[সিদ্ধান্ত নহে]

ভাষ্যতঃ অনুবাদ । জগতের অচেতন কারণতাবাদ প্রত্যক্ষত্ব নহে ।

কারণের সদৃশ হইলেও চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিদ্বারা “বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ” এই ঋতিকে কোনরূপে জগৎকারণ ব্রহ্মে সঙ্গত করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা অচেতন প্রাধান্যকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ যোজন্য করা অতি দুষ্কর। কারণ, অচেতন জগৎকারণের পক্ষে বিজ্ঞানরূপতা অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ হওয়া সম্ভব নহে। জীবের সৃষ্টিকালে যেমন চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না, তেমনই চৈতন্য থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া জগৎকারণ চৈতন্যের অবিজ্ঞানাত্মক অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ না হওয়া কোন রকমে সঙ্গত করিতে পারা যায়—ইহাই “যোহপি চেতনকারণপ্রবলমেন” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। কিন্তু অপরের পক্ষে অর্থাৎ যিনি অচেতন প্রাধান্যকে জগতের কারণ বলেন, সেই সাংখ্যশাস্ত্রকারের পক্ষে, তাহা সঙ্গত হয় না। বৈলক্ষণ্য থাকিলে কাৰ্য্যকারণভাব থাকে না, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহা বলা হইল। পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না, “প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বৈলক্ষণ্যম্” ইত্যাদি গ্রন্থের ইহাই তাৎপৰ্য্য ৷৬

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অসদ্বিত্তি চেম প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ ৷৭ *

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনং চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতম্ অচেতনম্ অন্তঃস্থ শব্দাদিমতঃ। কার্য্যম্ কারণম্ ইত্যেতৎ, “অসৎ” তর্হি কার্য্যং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইতি প্রসজ্যেত। অনিষ্টং চ এতৎ সংকার্য্যবাদিনঃ তব “ইতি চেৎ” ? “ন” এষ দোষঃ। “প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ”। প্রতিবেদমাত্রং হি ইদং ন অন্তঃ প্রতিবেদম্ প্রতিবেদ্যম্ অস্তি। ন হি অয়ং প্রতিবেদঃ, প্রাক্ উৎপত্তেঃ সম্ভবং কার্য্যম্ প্রতিবেদ্যম্ শক্যোতি। কথম্? যথৈব হি ইদানীমপি ইদং কার্য্যং কারণাশ্রয়ানাং সৎ এবং প্রাক্ উৎপত্তেরপি ইতি সম্যতে। ন হি ইদানীমপি ইদং কার্য্যং কারণাশ্রয়ানম্ অন্তরেণ স্বতন্ত্রমেব অস্তি।

“সর্বং তৎ পরাদাদ্ যোহন্যত্রাশ্রয়ঃ সর্বং বেদ ॥ (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

ইত্যাদিগ্রন্থাৎ। কারণাশ্রয়ানাং তু সম্ভবং কার্য্যম্ প্রাক্ উৎপত্তেঃ অবিশিষ্টম্।

নমু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্। বাচ্যম্। ন তু শব্দাদিমৎকার্য্যং কারণাশ্রয়ানাং হীনং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইদানীং বা অস্তি। তেন ন শক্যতে বক্তুং প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎকার্য্য-মিতি। বিস্তরেণ চ এতৎ কার্য্যকারণানন্তত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ৷৭

ভাষ্যানুবাদ । চেতনকারণতাবাদে অসৎকারণতাবাদ শব্দ সঙ্গত নহে।

[সূত্রার্থ—অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য কারণরূপে থাকে না ইতি চেৎ অর্থাৎ এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব ন অর্থাৎ না, তাহা নহে, প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ অর্থাৎ যেহেতু ইহা প্রতিবেদমাত্র]।

পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—যদি চেতন শুদ্ধ অর্থাৎ হৃৎস্রুৎখাদিরহিত এবং শব্দস্পর্শাদিবিহীন ব্রহ্মকে, ঠিক তাহার বিপরীত অচেতন অন্তঃস্থ অর্থাৎ হৃৎস্রুৎখাদিগোচ্যাদিযুক্ত এবং শব্দস্পর্শাদিযুক্ত এই জগৎরূপ কার্য্যের কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য অসৎ অর্থাৎ ছিল না—বলিতে হয়। কিন্তু কার্য্যাসম্ব ভোমার অনিষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রোক্ত নহে; কারণ, তুমি সংকার্য্যবাদী, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেও কার্য্য থাকে—ইহাই স্বীকার কর। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, ইহা দোষ নহে; কারণ, ইহা প্রতিবেদমাত্র অর্থাৎ নিবেদমাত্র, যেহেতু ইহা কেবল প্রতিবেদমাত্র, সেই হেতু এই প্রতিবেদের কোন প্রতিবেদ্য নাই অর্থাৎ কার্য্যের ত্রৈকালিক পারমাণবিক সম্ব না থাকায় প্রতিবেদ্য সম্ভব না হওয়ায় ইহা বার্থশব্দমাত্র। কারণ, এই নিবেদ উৎপত্তির

* এই সূত্রের “অসৎ ইতি চেৎ” এই অংশটি পূর্বপক্ষ এবং “ন প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ” এই অংশটি সিদ্ধান্তপক্ষ। “সুভানবকাশদেব-প্রসঙ্গ ইতি চেদান্তমুভানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ” এই অধ্যায়ের এই গ্রন্থে পূর্বপক্ষের ভাষ্য ইহা। পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিত সূত্র। ইহাতে “অসৎ” এই গ্রন্থভেদ পদ থাকে। সবেও এতদ্বারা পূর্বপক্ষ অধিকরণ আরম্ভ হয় নাই। কারণ, ইহাতে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিত। “সুভানবকাশ” ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপ মিশ্রিত সূত্র হইলেও অধিকরণ আরম্ভক হইয়াছে, তাহাও কারণ, উহার পূর্বে গ্রন্থভেদার্থ শব্দ হইয়াছে। গ্রন্থে অধ্যায়ের শেষে “ব্যাক্যান্তঃ” পদের বিরক্তিদ্বারা আশ্রিত হইয়াছে।

(তর্কপাত্র অনুসারেও বোলক ব্যাখ্যার নহে ।)

[অসদ্বিত্তি চেৎ প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ ১৭]

[সিংহঃ]

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে কার্যের অস্তিত্বকে নিবারণ করিতে পারে না। কেন? তাহা বলিতেছি কারণ, যেমন এখনও এই কার্য অর্থাৎ জগৎ কারণরূপে সত্য, এইরূপ উৎপত্তির পূর্বেও ইহা কারণরূপে সত্য ছিল, ইহা বুঝা যাইতেছে। যেহেতু বর্তমানেও এই জগৎ কারণরূপ নিজ স্বরূপ ব্যতীত যে স্বতন্ত্র আছে, তাহা নহে। কারণ, ক্রতি হইতে জানা যায় যে—

“সর্বং তৎ পরাদাৎ যোহিত্যত্মাননঃ সর্বং বেদ” (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

যিনি সকল বস্তুকে আত্মা ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাহাকে ঐ সকল বস্তু পরিত্যাগ করে। কারণস্বরূপে জগতের অস্তিত্ব উৎপত্তির পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। যদি বল—তাহা হইলে শব্দাদিরহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ হইল? বাচ্য অর্থাৎ হাঁ, তাহাই ঠিক। শব্দাদিব্যুক্ত এই জগৎকার্য কারণস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া উৎপত্তির পূর্বে ছিল না, কিংবা এখন আছে—এরূপ নহে। অতএব উৎপত্তির পূর্বে কার্য ছিল না—ইহা বলিতে পার না। এই কথা, কার্য ও কারণের অনন্তত্ব অর্থাৎ কার্যের কারণাতিরিক্ত সত্তারাহিত্যের বিচারপ্রসঙ্গে বিস্তার করিয়া বলিব। ৬ষ্ঠ আরম্ভণ্যধিকরণ ১৪ সূত্র প্রট্যব।

ভাস্তী।

[“অসদ্বিত্তি চেৎ প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ”—] ‘ন কারণাৎ কার্যম্ অভিন্নম্, অভেদে কার্যাত্মানুপ-
পত্তেঃ, কারণবৎ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, শুদ্ধাশুদ্ধাদিবিকল্পধর্ম্যসংসর্গাচ্চ। অথ চিদাত্মনঃ
কারণস্ত জগতঃ কার্যাদ্ ভেদঃ। তথাচ ইদং জগৎকার্যং সত্বেহপি চিদাত্মনঃ কারণস্ত প্রাক্
উৎপত্তেঃ নাস্তি, নাস্তি চেৎ অসৎ উৎপত্তিতে ইতি সংকার্যবাদব্যাকোপঃ ইত্যাহ—“যদি চেতনং
শুদ্ধমিতি”। পরিহরতি—“নৈব দোষঃ” ইতি। কৃতঃ? “প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ”। বিভজ্যতে “প্রতি-
বেদমাত্রাঃ হি ইদম্” ইতি। ‘প্রতিপাদয়িত্বাতি’ হি—“তদনন্তত্বমারম্ভণশব্দাদিত্যঃ” ইত্যাহ। যথা
কার্যং স্বরূপেণ সদসত্ত্বাভ্যাং ন নির্বচনীয়ম্, অপিতু কারণরূপেণ শক্যং সত্বেন নির্বচনম্ ইতি।
‘এবং চ’ কারণসত্তা এব কার্যস্ত সত্তা, ন ততোহিত্য ইতি কথং তত্বপত্তেঃ প্রাক্ সতি কারণে
ভবতি অসৎ? ‘স্বরূপেণ তু’ উৎপত্তেঃ প্রাক্ উৎপন্নস্ত ধ্বস্তস্ত বা সদসত্ত্বাভ্যাম্ অনির্বাচ্যস্ত ন
সতঃ অসতো বা উৎপত্তিঃ—ইতি নির্বিষয়ঃ সংকার্যবাদপ্রতিবেদঃ ইত্যর্থঃ ১৭

বেদান্তকল্পসংঃ ।

প্রাক্ উৎপত্তেঃ কারণস্ত সত্তাৎ তদন্তিত্বং কার্যং কথং অসৎ? অতঃ আহ—“ন কারণাদি”তি। বক্তব্যং ন কারণাৎ কার্যম্ অভিন্নম্ ইতি,
তত্রাহ—“প্রতিপাদয়িত্বাতি হি” ইতি। পূর্বপ্রোদারকার্যাদিস্বরূপেণ কার্যং কারণাৎ ন ভিন্নং নাপি অভিন্নং, ন সং ন চ অসৎ, অতঃ
তদ্রূপেণ সত্তা দুঃসাধ্য ইত্যর্থঃ। কলিতম্ আহ—“এবং চেতি”। ন কেবলম্ উৎপত্তেঃ প্রাপ্তেব স্বরূপেণ কার্যস্ত অসৎ, অপিতু সর্বদা
ইত্যাহ “স্বরূপেণ তু” ইতি ১৭

ভাস্তীর অনুবাদ ।

“অসৎ ইতি চেৎ ন প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ” ইহার অর্থ—কারণ হইতে কার্য অত্যন্ত অভিন্ন নহে; কারণ,
যদি অত্যন্ত অভিন্ন হইত, তাহা হইলে কার্যের কার্যত্ব থাকে না, এবং কারণের দ্বারা কার্যও কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ
বিকল্প ধর্ম্মবয়ের সমাবেশ হয়, অর্থাৎ কারণ নিজেই নিজের জনক হয় না বলিয়া তাহাতে যেমন কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ
বিকল্প বৃত্তিষয়ের সমাবেশ হয় না, কিন্তু যদি কারণ নিজেই নিজের জনক হইত, তবে কারণেও যেমন কর্তৃত্ব
কর্তৃত্বরূপ বিকল্পবৃত্তি উপস্থিত হইত, সেইরূপ কার্য কারণ হইতে অত্যন্ত অভিন্ন হইলে কারণের দ্বারা কার্যও
কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ বিকল্প বৃত্তিষয়ের সমাবেশ হইত; এবং কারণ শুদ্ধ ও কার্য অশুদ্ধ বলিয়া কার্যে শুদ্ধি ও
অশুদ্ধিরূপ বিকল্প ধর্ম্মের সংসর্গাপত্তি হয়। আর যদি বল—কার্যরূপ জগৎ হইতে চৈতন্যস্বরূপ কারণের ভেদ
আছে; তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে চিৎস্বরূপ কারণ থাকিলেও কার্য এই জগৎ থাকে না। যদি না থাকে,
তাহা হইলে কার্য ছিল না, উৎপন্ন হইল—ইহাতে সংকার্যবাদ ভঙ্গ হয়—ইহাই “যদি চেতনং শুদ্ধম্” এই
গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। “নৈব দোষঃ”—এই গ্রন্থদ্বারা ইহার পরিহার করিতেছেন। কেন? যেহেতু
ইহা নিবেদমাত্র। “প্রতিবেদমাত্রাঃ হি ইদম্” এই গ্রন্থদ্বারা বিবরণ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে,
“তদনন্তত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিত্যঃ” এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইবে যে, কার্য স্বরূপতঃ সৎ, কি অসৎ,
তাহা স্থির করিয়া বলিবার যোগ্য নহে, কিন্তু কারণের ধর্ম্ম যে সৎ, তাহা দ্বারা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায়।
তাহা হইলে ইহাই হইল যে, কারণের সত্তাই কার্যের সত্তা, তাহা হইতে ভিন্ন নহে, অতএব উৎপত্তির পূর্বে

(তর্কণার অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যার নহে।)

অপীতো তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮*

[পূর্বপক্ষ নহে]

ভাস্করভাবানুবাদ।

কারণ থাকিতে কার্য কি করিয়া অসং হয়? কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে, কিংবা উৎপন্ন অবস্থায় অথবা নাশের পর ঘটাদি কার্যবস্তুর স্বরূপতঃ সং ও অসংরূপে অনির্ভাচ্য বলিয়া অর্থাৎ স্থির করিত পারা যায় না বলিয়া সং বা অসং হইতে কার্যের উৎপত্তি হয় না। অতএব সংকার্যবাদের প্রতিবেদ নির্দিষ্ট হয়।

শাক্তভাবানুবাদ।

অত্রাহ—যদি হোল্যসাবয়বদ্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্মকং কার্যং ব্রহ্মকারণম্ অভ্যুপগম্যেত, “তৎ অপীতো” প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্যং কারণবিভাগম্ আপদ্যমানং কারণম্ আত্মীয়ৈন ধর্মণে দ্বয়েৎ ইতি অপীতো কারণত্বাপি ব্রহ্মণঃ কার্যত্ব ইব অন্ত্যাদি-রূপপ্রসঙ্গাৎ সর্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমস্তস্ত বিভাগস্ত অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তাভোগ্যা-বিভাগেন উৎপত্তিঃ ন প্রাপ্নোতি, ইতি “অসমঞ্জসম্”। অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণা অবিভাগং গতানাং কর্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েহপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানাংপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্। অথ ইদং জগদ্ অপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণা অবর্তিষ্ঠেত, এবমপি অপীতিশ্চ ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তং চ কার্যং ন সম্ভবতি ইতি অসমঞ্জসমেব ইতি ॥৮

ভাস্করভাবানুবাদ।

[স্বার্থ অপীতো—অপীতিতে অর্থাৎ প্রলয়সময়ে, তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ কার্যবৎ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া অসমঞ্জসম্ অসমঞ্জস হয়। অর্থাৎ শুদ্ধত্বাদি গুণযুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান—ইহা অসঙ্গত; কারণ, প্রলয়সময়ে কার্যের জ্ঞান কারণ ব্রহ্মেরও অন্ত্যাদির সম্ভাবনা হয়।]

এই বিষয়ে বলিতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, যদি স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব (অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুর দ্বারা খণ্ডিতভাব) এবং অন্তত্ব (অর্থাৎ রাগদ্বेषাদিভাব) ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট কার্যকে ব্রহ্মকারণ বলিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া—স্বীকার কর, তাহা হইলে ‘অপীতি’তে অর্থাৎ প্রলয়কালে সেই কার্য প্রতিসংসৃজ্যমান হইয়া অর্থাৎ যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বিপরীতভাবে সংসৃষ্ট হইয়া কারণের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়া কারণকে আত্মীয় ধর্মদ্বারা অর্থাৎ স্বগত দোষদ্বারা দূষিত করিবে, এই হেতু প্রলয়কালে উৎপন্ন জগৎরূপ কার্যের অত, জগৎকারণ ব্রহ্মও অন্তত্ব ও অচেতন ইত্যাদি হইয়া পড়েন, এই হেতু এই ঔপনিষদদর্শন অসমঞ্জস হয়, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের কারণ, বেদান্তদর্শনের এই মত, অসঙ্গত হয়। আরও এক কথা এই যে, এই সমস্ত বিভাগের অবিভাগপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ এই বিচিত্র জগৎ প্রলয়কালে এক হইয়া যায় বলিয়া পুনর্বার সৃষ্টিকালে নিয়মরূপ কারণের অভাববশতঃ, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সৃষ্টি হইবার জন্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা—অথবা আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি, রূপ এবং ইহা ভোক্তা, ইহা ভোগ্য—এইরূপ নিয়মেরও কোন কারণ না থাকায়, ইহা ভোক্তা ইহা ভোগ্য—এইরূপ বিভাগ-সহকারে উপত্তি হইতে পারে না। অতএব ইহা অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত। আরও এক কথা—স্থূত্বাদি-ভোক্তা জীবগণ প্রলয়কালে পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাদের স্থূত্বাদির নিমিত্ত পুণ্য ও পাপ নষ্ট যদি তাহাদের পুনর্জন্ম স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনর্জন্ম হইয়া পড়ে, অতএব তাহাও অসঙ্গত। যদি ব্রহ্ম—প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও

* এটি আবার পূর্বপক্ষ নহে। কারণ, “ন তু দুষ্টান্তভাবে” এইটি ইহার পর নহে। এই পর নহে পূর্বপক্ষ নিয়াসহচক “ন” পদ এবং “তু” পদ রহিয়াছে। আর প্রথমোক্ত পদ থাকিলেই ভবিষ্যৎ আরম্ভ হয়, এতদনুসারে “অসমঞ্জসম্” এই প্রথমোক্ত পদ থাকিতেও ইহা ভবিষ্যৎ আরম্ভক নহে হইল না। কারণ, ইহা বিশ্বাস্তরের অবতারণা না করিয়া কেবল অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতেছে। অতএব পূর্বপ্রস্তাবিত বিষয়েই সেই অসামঞ্জস্য হওয়ার ইহা আরক ভবিষ্যৎই অসীদুত হইতেছে। স্বতরাং দেখা গেল “নহে প্রথমোক্ত পদ থাকিলেই ভবিষ্যৎ আরম্ভ হয়” ইহার ব্যতিক্রম পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিতনুজ্ঞে হয় এবং ভবিষ্যৎপের বিচার্যবিষয়ে পূর্বপক্ষ উপাশন করিয়া পৃথক নহে সমস্তক হইলে হয়।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় লক্ষ্যে ।)

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯

[সিদ্ধান্ত দ্বয়]

ভাষ্যত্ববাদ ।

প্রথম হওয়া সম্ভব হয় না । আর কারণ ব্যতিরিক্ত কাৰ্য্যও সম্ভব হয় না, হতরাত্বে বেদান্তের এই সিদ্ধান্তও সম্ভব হয় না । অতএব ইহাও অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত ।৮

ভাস্তী ।

অসামঞ্জস্যং বিভজ্যে—“অত্রাহ” চোদকঃ । “যদি স্ত্রীলো”তি । যথা হি যুগ্মাদিষু হিঙ্গুসৈন্ধবাদীনাম্ অবিভাগলক্ষণে লয়ঃ স্বগতরসাদিভিঃ যুগ্ম রূপয়তি এবং ব্রহ্মণি বিজ্ঞানাদি-
ধর্ম্মিণি জগৎ লীয়মানম্ অবিভাগং গচ্ছদ্ ব্রহ্ম স্বধর্ম্মেণ রূপয়েৎ । ন চ অস্তথা লয়ো লোকসিদ্ধঃ
ইতি ভাবঃ । কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যম্ আহ—“অপি চ সমস্তম্” ইতি । ন হি সমস্তম্
ক্ষেণোন্মিবদ্বাদিপরিশ্রমে বা রজ্জ্বাং সর্পধারাদিবিভ্রমে বা নিয়মে দৃষ্টঃ । সমুদ্রো হি
কদাচিৎ ফেনোন্মিরূপেণ পরিণমতে, কদাচিৎ বৃদ্ধাদিনি, রজ্জ্বাং হি কশ্চিৎ সর্প ইতি
বিপর্য্যাস্যতি, কশ্চিৎ ধারেতি । ন চ ক্রমনিয়মঃ । সোহয়ম্ অত্র ভোগ্যাদিবিভাগনিয়মঃ
ক্রমনিয়মশ্চ অসমঞ্জস ইতি । কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যম্ আহ—“অপি চ ভোক্তৃণামি”তি ।
কল্পান্তরং শব্দাপেক্ষম্ আহ—“অথ ইদমি”তি ।৮

বেদান্তকরতর ।

যুগ্ম শাকরসঃ । রূপয়তি মিশ্রয়তি । নতু ঘটাদিলয়ে যথা যুগ্মে ন তত্ত্বরূপবর্ণনং এবমিহ ইত্যতঃ আহ—“ন চান্তর্থে”তি । নিরবয়ববর্ণনা-
নভূতাপগম্য ইবদ্ব্যবর্তমানস্ত অস্তথা লয়ো ন লোকসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ।৮

ভাস্তীর অনুবাদ ।

কতপ্রকার অসামঞ্জস্য অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়, তাহাই পূর্বপক্ষী—“অত্র আহ” গ্রন্থদ্বারা বিভাগ করিতেছেন ।
“যদি স্ত্রীলো” ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—যেমন যুগ্ম (বোল) প্রভৃতিতে হিং ও লবণ প্রভৃতির অবিভাগলক্ষণ
লয় অর্থাৎ সংমিশ্রণরূপ বিনাশ স্বগত রসাদির অর্থাৎ নিজের রসাদির সহিত বোলকে রূপিত অর্থাৎ মিশ্রিত
করে, সেইরূপ বিজ্ঞান চৈতন্যাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মে জগৎ লয় হইয়া অবিভাগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে নিজগুণের
সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে । অত্রপ্রকার লয় অর্থাৎ (নিরবয়ব বিনাশ) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ, জগতে
হয় না—ইহাই অভিপ্রায় । “অপি চ সমস্তম্” এই গ্রন্থদ্বারা অত্রপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন । যেহেতু,
সমুদ্রে কেনা তরঙ্গ ও বৃদ্ধাদিরূপে পরিণামে এবং রজ্জ্বতে সর্প বা জলধারাদির ভ্রমে কোন নিয়ম দেখা যায় না ।
কারণ, সমুদ্রে কোন সময়ে ফেন ও তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, কোন সময়ে বৃদ্ধাদিরূপে পরিণত হয় । রজ্জ্বতে কেহ
সর্প বলিয়া কেহ বা জলধারা বলিয়া বিপর্য্যাস করে, অর্থাৎ ভ্রম করে । আর ক্রমের কোন নিয়ম নাই ।
এখানে সেই ভোক্তৃভোগ্যপ্রভৃতির নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রমের নিয়মও অসঙ্গত হয় । “অপি চ ভোক্তৃণামি”
এই গ্রন্থদ্বারা অত্র একপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন—“অথেন্দুম্” এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্ক্যপূর্বক অত্র একপ্রকার
অসঙ্গতি বলিতেছেন ।৮

শাকরভাষ্যম্ ।

অত্রোচ্যতে—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯ *

‘নৈব’ অন্বদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদ্ অসামঞ্জস্যম্ অস্তি । যৎ তাবচ্ অতিহিতং কারণম্
অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্মেণ দ্ব্যয়েৎ ইতি, তচ্ অদ্বয়ম্ । কস্মাৎ ? “দৃষ্টান্ত-
ভাবাৎ” । সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ, যথা কারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্মেণ ন
দ্ব্যয়ন্তি । তদ্ যথা শ্রাবাদয়ো যুৎপ্রকৃতিকা বিকারাবিভাগাবস্থানাম্ উচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ
সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিম্ অপিগচ্ছন্তো ন তাম্ আত্মীয়েন ধর্মেণ সংসৃজন্তি । কুচকাদয়শ্চ সুবর্ণ-
বিকারা জপীভৌ ন সুবর্ণম্ আত্মীয়েন ধর্মেণ সংসৃজন্তি । পৃথিবীবিকারঃ চতুর্বিধো

* এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তদ্বয় । “নপীভৌ” ইত্যাদি দ্বয়ে যে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে, ইহা তাহারই স্বত্ত্ব । নকার দ্বিরা আরম্ভ
করার ইহা সিদ্ধান্ত দ্বয় । পূর্বপক্ষের প্রথমস্ত পদ থাকিতেও যে তাহা অধিকরণ আরম্ভক দ্বয় হয় নাই, তাহার কারণ ইহাতে নকার
দ্বিরা আরম্ভ করিয়া তাহার নিষেধ করিতেছে ।

(তর্কপরি সঙ্গলক্ষণং বেদান্ত ব্যাখ্যানম্ ১)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবঃ ১৩]

[লি: সূ:]

শাক্তভাষ্য ।

ভূতগ্রামঃ ন পৃথিবীম্ অগীতো আত্মীরেণ ধর্মোণ সংস্কৃতি । সংস্কৃত্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তঃ
অন্তি, অগীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যঃ স্বধর্মোণ অবতিষ্ঠেত । অনন্তচ্ছেহপি
কার্য্যাকারণয়োঃ কার্য্যন্ত কারণাভাবঃ, ন তু কারণন্ত কার্য্যান্ত্রভাবঃ—

“.....আরম্ভগণশকাধিত্যঃ” (ব্র: সূ: ২।১।১৪) ইতি—

বক্ষ্যামঃ, অন্তর্য্য: চ ইদম্ উচ্যতে—কার্য্যম্ অগীতৌ আত্মীরেণ ধর্মোণ কারণং সংস্কৃতিম্ ।
স্থিতাবপি সমানোহুয়ং প্রসঙ্গঃ, কার্য্যাকারণয়োঃ অনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ ।

“ইদং সর্ব্বং বক্ষ্যম্যাহ্মা” (বৃ: ২।৪।৬) অষ্টমোহুয়ং সর্ব্বং (ছা: ৭।২৪।২)

ত্রয়োবেদমন্তুতং পুরস্তাৎ (যু: ২।২।১১) সর্ব্বং বক্ষিষ্যং ব্রহ্ম (ছা: ৩।১৪।১) ইতি—

এবমাদিত্তি: হি প্রতিভি: অবিশেষেণ ত্রিষপি কালেষু কার্য্যন্ত কারণানন্তর্য্যং প্রাব্যতে । তত্র
ষ: পরিহার: কার্য্যন্ত তদ্বর্ণনাং চ অবিজ্ঞাত্যারোপিতত্বাৎ ন তে: কারণং সংস্কৃতিম্ ইতি
অগীতাবপি স: সমান: । ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

এ বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে, উত্তর দেওয়া হইতেছে—“ন তু দৃষ্টান্তভাবঃ” ।
“ন” অর্থ—না “তু” অর্থ এবং, অর্থাৎ “ই” অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্য নাইই, কারণ—“দৃষ্টান্তভাবঃ”
অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থাকায় ।

আমাদের দর্শনে অর্থাৎ উপনিষদ দর্শনে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই । তুমি যে বলিয়াছিলে যে, “কার্য্য
অর্থাৎ জগৎ কারণে অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া কারণকে নিজের ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করিবে”, তাহা দোষ নহে ।
কেননা “দৃষ্টান্তভাব” আছে, অর্থাৎ তাহার দৃষ্টান্ত আছে—অর্থাৎ কার্য্য কারণে লয় হইয়া কারণকে নিজ
ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করে না, ইহাতে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন শরাবাদি বিকার অর্থাৎ কার্য্য
সকল বিভাগাবস্থায় অর্থাৎ স্থিতিকালে উচ্চাচলমধ্যমপ্রভেদরূপ হইয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও মাঝামাঝিভাবে
নানারূপ হইয়া পুনরায় প্রকৃতিতে অর্থাৎ কারণে লয় হইয়া সেই প্রকৃতিকে অর্থাৎ কারণকে নিজধর্ম্মের সহিত
সংস্কৃষ্ট করে না, এবং যেমন কচক অর্থাৎ কঠহার প্রভৃতি স্ববর্ণবিকার অর্থাৎ স্ববর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার সকল অগীতি-
কালে অর্থাৎ বিনাশকালে স্ববর্ণকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংস্কৃষ্ট করে না, এবং পৃথিবীর বিকার যে
চারিপ্রকার ভূতগ্রাম অর্থাৎ দেহসমূহ অর্থাৎ (জরায়ুজ অণুজ যেদজ উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি) বিনাশকালে পৃথিবীকে
নিজ ধর্ম্মের সহিত সংস্কৃষ্ট করে না, ইত্যাদি । কিন্তু তোমার পক্ষে কোন দৃষ্টান্ত নাই, কারণ, যদি কার্য্য নিজ
ধর্ম্মের সহিত কারণে থাকিত, তাহা হইলে প্রলয়ই সম্ভব হইত না । “ভদ্রন্যত্বমু আরম্ভগণশকাধিত্যঃ”
এই সূত্রে বলিব যে, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হইলেও অর্থাৎ অভেদ হইলেও কার্য্য কারণস্বরূপ হয়, কিন্তু
কারণ কার্য্যস্বরূপ নহে । বস্তুত: প্রলয়কালে কার্য্য কারণকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংস্কৃষ্ট করিয়া দেয়, ইহা অতি
অল্প অর্থাৎ সামান্ত কথা । কারণ, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ স্বীকার করা হয় বলিয়া স্থিতিকালেও
এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি সমান হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণকে সংস্কৃষ্ট করিয়া দেয় ।

“ইদং সর্ব্বং বক্ষ্যম্যাহ্মা” (বৃ: ২।৪।৬) এই সকল বস্তুই এই আহ্মা”

“অষ্টমোহুয়ং সর্ব্বং” (ছা: ৭।২৪।২) আত্মাই এই সকল বস্তু ।

“ত্রয়োবেদমন্তুতং পুরস্তাৎ” (যু: ২।২।১১) পূর্ব্বদিকে ইহা ব্রহ্ম নহে বলিয়া অজ্ঞানের যাহা মনে হয়
সেই সবই এই অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত ব্রহ্মই জানিবে ।

“সর্ব্বং বক্ষিষ্যং ব্রহ্ম” (ছা: ৭।১৪।১) এই সবই ব্রহ্ম—

এই প্রতিপন্ন কার্য্য ও কারণের অনন্তত্ব অর্থাৎ অভেদ নির্বিশেষভাবে তিন কালেই অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি
ও প্রলয়কালেই উপস্থিত হইতেছে । সেখানে এই দোষের যে পরিহার, অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা বা কার্য্যের ধর্ম্মের
দ্বারা কারণ যে সংস্কৃষ্ট হয় না—এইরূপ যে প্রতিপাদন, তাহা কার্য্য ও তাহার ধর্ম্মসকল অবিভাবশত: কল্পিত হয়
বলিয়া বুঝিতে হইবে । অতএব প্রলয়কালেও তাহা সমান জানিবে । [অর্থাৎ অবিভাকল্পিত বলিয়া যখন স্থিতি-
কালেও কার্য্যদোষ কারণে সংক্রামিত হয় না, তখন প্রলয়কালেও যে তাহা হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ কি?]

(তর্কণর্জি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ১৯]

[সিং নং]

ভাস্তী ।

সিদ্ধান্তসূত্রঃ—“ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ” । ন অবিভাগমাত্রঃ লয়ঃ, অপি তু কারণে কার্যাস্ত অবিভাগঃ । তত্র চ তদ্ব্যবসায়ণে সন্তি সহস্রং দৃষ্টান্তাঃ । তব তু কারণে কার্যাস্ত লয়ে কার্য-
ধর্মরূপে ন দৃষ্টান্তলবোহপি অস্তি, ইত্যর্থঃ । স্যাদেতৎ । যদি কার্যাস্ত অবিভাগঃ কারণে,
কথং কার্যধর্মরূপে কারণস্ত ? ইত্যত আহ—“অনন্তদেহপি” ইতি । যথা রজতস্ত আরোপি-
তস্ত পারমাধিকং রূপং শুক্তিঃ, ন চ শুক্তিঃ রজতম্, এতন্ম ইদমপি ইত্যর্থঃ । অপি চ স্থিত্যুৎপত্তি-
প্রলয়কালেষু ত্রিষু অপি কার্যাস্ত কারণাৎ অভেদম্ অভিদধতী শ্রুতিঃ অনতিশঙ্কনীয়। সর্ব্বেরেব
বেদাদিভিঃ, তত্র স্থিত্যুৎপত্ত্যোঃ যঃ পরিহারঃ, স প্রলয়েহপি সমানঃ, কার্যাস্ত অবিভা-
সমারোপিতত্বং নাম । তস্যাং ন অসীতিমাত্রম্ অনুযোজ্যম্ ইত্যাহ—“অতঃ চ ইদম্
উচ্যতে” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

৯ । নিরবয়বশব্দিনিঃ কার্যধর্মরূপে কারণে ভাব্য ন তব ইতি দ্ব্যস্তিতে “স্যাদেতদি”তি । কার্যস্ত কারণভাবমাত্রত্বাৎ কাব্যানুগত্যা
সাধয়নশোভিঃ আকস্মিকী ইত্যাহ—“যথা রজতস্তে”তি ॥

ভাস্তীর অনুবাদ । কার্যধর্মরূপে কারণ হইত হয় না ।

“ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ” এটি সিদ্ধান্তসূত্র । অবিভাগ মাত্রই লয় নহে, কিন্তু কারণে কার্যের অবিভাগই
“লয়” । আর তাহাতে অর্থাৎ কারণে কার্যগত ধর্মের রূপে অর্থাৎ মিশ্রণ না হওয়ার পক্ষে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত
আছে । কিন্তু তোমার মতে কারণে কার্যের লয়ে কারণে কার্যগত ধর্মের মিশ্রণ হয়, ইহাতে একটীও দৃষ্টান্ত
নাই, ইহাই অর্থ । আচ্ছা, যদি কারণে কার্যের অবিভাগ হয়, তাহা হইলে কার্যগত ধর্মের সহিত কারণের
অমিশ্রণ হইবে কেন ? এইজন্য অনন্তদেহপি ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । ইহার অর্থ এই যে, যথা শুক্তি-
রজতস্থলে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত রজতের যথার্থরূপ শুক্তি, অথচ শুক্তি রজত নহে ; ইহাও সেইরূপ ।

আরও এককথা—বেদ বলিতেছেন যে, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন কালেই কার্য কারণ হইতে অভিন্ন,
এই শ্রুতি সকলবেদবাদীর পক্ষেই, অর্থাৎ যাহার। বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের পক্ষেই, অতিশঙ্ক্য
করা অর্থাৎ অধিক শঙ্ক্য করা উচিত নহে । তাহার মধ্যে স্থিতি ও উৎপত্তিকালে কার্যধর্ম কারণকে দূষিত কবে,
এই দোষনিবারণের যাহা উপায়, তাহা প্রলয়েও সমান ; যেহেতু কার্যপদার্থ অবিভাবশতঃ কল্পিত । অতএব
কেবল প্রলয়কালই আগতিব বিষয় নহে, এই কথা “অতঃ চেদমুচ্যতে” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন ।

শাকরভাস্তম্ ।

অন্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ, যথা জ্ঞানপ্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষপি কালেষু ন
সংস্পৃগতে, অবস্থত্বাৎ, এবং পরমাত্ম্যপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃগতে ইতি । যথা চ স্বপ্নদৃক্
একঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃগতে ইতি, প্রবোধসংপ্রসাদয়োঃ অনবগতত্বাৎ । এবম্
অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ অব্যভিচারী অবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃগতে । মায়ামাত্রঃ হি
এতৎ যৎ পরমাত্মনঃ অবস্থাত্রয়মাত্মনা অবভাসনঃ রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেন ইতি । অত্রোক্তঃ
বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদিত্তিঃ আচার্য্যোঃ—

“অনাদিমায়য়া সূপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজমনিজমস্বপ্নমবৈতৎ বুধ্যতে তদা” (গৌড়পাঃ কারিঃ ১১১৬) ইতি ।

তত্র যদ্বক্তং অসীতো কারণস্তাপি কার্যস্তেব সৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি এতৎ অযুক্তম্ ।
যৎ পুনঃ এতদ্বক্তং সমস্তস্ত বিভাগস্ত অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্বিভাগেন উৎপত্তৌ নিয়ম-
কারণং ন উপপদ্যতে ইতি । অয়মপি অদোষঃ ; দৃষ্টান্তভাবাদেবা যথা, হি স্বসৃষ্টি-
সমাধ্যানাদাবপি সত্যং স্বাভাবিক্যম্ অবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্ত অনপোদিতত্বাৎ
পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি । প্রতিশ্চ অত্র ভবতি—

“ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিচুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি”, (ছাঃ উঃ ৩৯২)

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবে ১২]

[সি: যু:]

শাক্তরত্নম্ ।

“ত ইহ ব্যাভ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা

দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি” (ছা: উ: ৬৯৩) ইতি ।

যথা হি অবিভাগেহপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবৎ অব্যাহতঃ স্থিতো দৃশ্যতে, এবম্ অঙ্গীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধেব বিভাগশক্তিঃ অনুমান্যতে । এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রতীকৃতঃ, সম্যগ্জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্ত অপোদিতত্বাৎ । যঃ পুনঃ অয়ম্ অস্তে অপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতঃ অথ ইদং জগদ্ অঙ্গীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত ইতি, সোহপি অনভ্যুপগমাদেব প্রতিবিদ্ধঃ । তস্মাৎ সমঞ্জসম্ ইদম্ উপনিষদং দর্শনম্ ১২

ভাষ্যানুবাদ । কার্যধর্মদ্বারা কারণ দৃষ্ট না হইবার অপর দৃষ্টান্ত ।

কার্য কারণে লয় হইলেও যে কারণকে দৃশিত করে না,—ইহাব আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে ; যথা,—যেমন মায়াবী নিজের প্রসারিত মায়ার দ্বারা কোন কালেই লিপ্ত হয় না ; কারণ, তাহা অবস্থ, অর্থাৎ কিছুই নহে । এইরূপ পরমাত্মাও সংসারমায়াদ্বারা অর্থাৎ যে মায়ার দ্বারা সংসার হইয়াছে, সেই মায়ায় লিপ্ত হন না । যেমন স্বপ্নদৃষ্টা কোনও একব্যক্তি, স্বপ্নদর্শনমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নকালের দৃষ্ট মায়াদ্বারা লিপ্ত হন না ; কারণ, প্রবেশ ও সম্প্রসাদে অর্থাৎ জাগরণ ও স্বুপ্তি—এই উভয়কালে মায়া অন্বাগত হয়, অর্থাৎ আত্মা উভয়কালে থাকিলেও মায়া ঐ উভয়কালে বর্তমান থাকে না, এইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ও অব্যভিচারী, অর্থাৎ যাহাব কোন কালেই অভাব হয় না, এমন একজন, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা, ব্যভিচারী অর্থাৎ যাহা চিরস্থায়ী নহে—এইরূপ অবস্থাত্রয়দ্বারা অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়দ্বারা লিপ্ত হন না । রজ্জুর সর্পিদিভাবে প্রতীতি যেমন মায়ামাত্র, সেইরূপ পরমাত্মার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন অবস্থারূপে যে অবভাস অর্থাৎ প্রতীতি তাহাও মায়ামাত্র, অর্থাৎ কল্পনামাত্র ভিন্ন কিছুই নহে । এবিষয়ে বেদান্তার্থের সম্প্রদায়বিশ্ব আচার্য্য ভগবান্ গোড়পাদ বলিয়াছেন—

“অনাদিমায়য়া স্রুতো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজমনিজমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥” (গোড়পা: কারি: ১১৬)

অর্থাৎ অনাদি মায়াকর্তৃক নিদ্রিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ গুরুদত্ত উপদেশ পাইয়া, পূর্ণজ্ঞান লাভ কবে, তখন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অনিদ্র অর্থাৎ প্রলয়রহিত ও অস্বপ্ন অর্থাৎ স্থিতিরহিত অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারে । এবিষয়ে পূর্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছিলেন—কার্যের অর্থাৎ জগতের যেমন স্থূলদ্বয় অচেতনত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, প্রলয়কালে কারণের অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ সকল দোষ হইয়া পড়ে ইত্যাদি, তাহা ঠিক নহে । আরও যে বলিয়াছেন—সমস্ত বিভাগের অবিভাগপ্রাপ্তি হওয়ার অর্থাৎ সমস্ত বিভিন্ন পদার্থ এক হইয়া যায় বলিয়া, পুনর্বার পৃথক পৃথকভাবে উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে নিয়মের কোন কারণ থাকা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি—তাহাও দোষ নহে । কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত আছে । যেমন নিদ্রা ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থাতেও স্বাভাবিক অবিভাগ প্রাপ্তি হইলে, অর্থাৎ সে সময় স্বভাবতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাভূত অজ্ঞান অপোদিত হয় বলিয়া অর্থাৎ বাধিত হয় না বলিয়া পূর্বের মত পুনর্বার জাগরণ হইলে বিভাগ হইয়াই থাকে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি জন্মে । এইরূপ এখানেও হইবে । এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—

“ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পাদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পাদ্যামহে ইতি” (ছা: উ: ৬৯২)

“ত ইহ ব্যাভ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা

দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি ।” (ছা: উ: ৬৯২, ৩)

অর্থাৎ এই জীব সকল (ভূষুপ্তিকালে) সংস্করণ ব্রহ্মে এক হইয়া গিয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সংস্করণব্রহ্মে এক হইয়া গিয়াছি, অতএব সেই নিদ্রিত ব্যক্তিরূপ নিদ্রার পূর্বে জাগরণকালে ব্যাভ্র, সিংহ, বৃক, (নেকড়েবাগ) শূকর, পোকা, পতঙ্গ, ডাঁশ, মশক, ইত্যাদি যাহা যাহা থাকে, পুনর্জাগরণ কালে তাহা তাহাই হয় । যেমন স্বুপ্তি অবস্থাতে যাবতীয় কার্য্যপদার্থ পরমাত্মাতে অবিভাগ প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধ ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

স্বপক্ষদোষাচ্চ ১০

[সিদ্ধান্ত হস্ত]

ভাষ্যমুবাদ । মুক্ত পুরুষের পুনরুৎপত্তি শব্দ ব্যরণ ।

বিভাগব্যবহার অর্থাৎ পুনর্জাগরণকালে মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত বিভাগের ব্যবহার স্বপ্নের ত্রায় অব্যাহত থাকে,— দেখা যায়, তদ্রূপ অঙ্গীতিকালে অর্থাৎ প্রলয়সময়েও মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধা বিভাগশক্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজ্ঞাতা বিভাগশক্তি অহুমান কর। হইবে । এতদ্বারা মুক্তগণের পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গও প্রত্যুক্ত হইল, অর্থাৎ খণ্ডিত হইল । যেহেতু সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপোদিত অর্থাৎ বিনষ্ট হয় । আর যে শেষকালে আর একটি - বিকল্প উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আর একটি আপত্তি করা হইয়াছিল, যথা—এই জগৎ অঙ্গীতিকালে অর্থাৎ প্রলয়-কালে বিভক্তরূপই পরব্রহ্মের সহিত অবস্থান করে—ইত্যাদি, তাহাও অনভ্যুপগমবশতঃই—প্রতিবন্ধ হইল । অর্থাৎ বিভাগ সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না বলিয়াই তাহাও নিরস্ত হইল । অতএব এই উপনিষদ্ দর্শন অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদটী—সমঞ্জসই হইতেছে । অর্থাৎ ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই । (৯ম সূত্র)

ভাস্তী ।

“অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ” । “যথা চ স্বপ্নদগ্ এক” ইতি । ‘লৌকিকঃ পুরুষঃ’ । “এবম্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী এক” ইতি । অবস্থাত্রয়ম্—উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ । কল্লাস্তুরেণ অসামঞ্জস্যে কল্লাস্তুরেণ দৃষ্টান্তভাবঃ পরিহারম্ আহ—“যৎ পুনঃ এতৎ উক্তম্” ইতি । অবিভাগশক্তেঃ নিয়তত্বাৎ উৎপত্তিনিয়ম ইত্যর্থঃ । “এতেন” ইতি । মিথ্যাজ্ঞানবিভাগশক্তিপ্রতিনিয়মেণ “মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ”, কারণভাবে কার্য্যভাবেষু প্রতিনিয়মাৎ । তত্ত্বজ্ঞানেণ চ সম্মতিক-মিথ্যাজ্ঞানশ্চ সমূলঘাতঃ নিহতত্বাৎ ইতি ৯

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“লৌকিকঃ পুরুষো” জীবঃ । অতশ্চ ন সাধ্যসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ । জগৎকারণত্ব জাগ্রদ্রত্নত্বাৎ ব্যাচষ্টে—“উৎপত্তি” ইতি ৯

ভাস্তীর অনুবাদ । ভাষ্যব্যাখ্যা ।

“অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ” এইবার এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । এই দৃষ্টান্তমধ্যে “যথা চ স্বপ্নদগ্ এক”—অর্থ “ব্রহ্মদর্শী কোন ব্যক্তি” এই বলিয়া কোন লৌকিক পুরুষ অর্থাৎ কোন জীবকে লক্ষ্য করিতেছেন । “অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ” এই ভাষ্যবাক্যের অবস্থাত্রয়শব্দের অর্থ—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় । পূর্বপক্ষবাদী কল্লাস্তুরদ্বারা অর্থাৎ অল্পপ্রকারে যে অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন, তাহার পরিহার “যৎ পুনঃ এতৎ উক্তম্” এই গ্রন্থে কল্লাস্তুরদ্বারা অর্থাৎ অল্পপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিহার করিতেছেন । ইহার অর্থ—অবিভাগশক্তি নিয়ত হওয়ায় উৎপত্তির নিয়ম হয়, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইল । “এতেন” পদের অর্থ—মিথ্যাজ্ঞান ও বিভাগশক্তির প্রতিনিয়মবশতঃ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে বিভাগশক্তি থাকে, আর মিথ্যাজ্ঞানের নাশে বিভাগশক্তির নাশ হয়, এজ্ঞাত মুক্তপুরুষগণের পুনরুৎপত্তির আপত্তি নিরস্ত হইল । তাহার হেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকে না, এই একটি প্রতিনিয়ম আছে এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শক্তির সহিত মিথ্যাজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয় ৯

শাকরভাষ্যম্ ।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ১০ *

স্বপক্ষে চ এতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষাঃ প্রোক্তঃশ্যুঃ । কথমিতি ? উচ্যতে । যৎ তাবৎ, অভিহিতং বিলক্ষণত্বাৎ নেন্দং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি, প্রাধান্যপ্রকৃতিকতায়াম্ অপি সমানম্ এতৎ । শব্দাদিহীনাং প্রাধান্যং শব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ । অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রোক্তঃপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ । তথা অঙ্গীতো কার্য্যন্ত কারণবিভাগাভ্যুপগমাৎ তত্ত্বৎপ্রসঙ্গোহপি সমানঃ । তথা যুদ্বিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষু অঙ্গীতো অবিভাগাত্মতাং গতেষু ইদম্ অন্ত পুরুষন্ত উপাদানম্ ইদম্ অন্ত ইতি প্রোক্ত প্রলয়াৎ প্রতিপুরুষং যে নিয়তা ভেদা ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তং শক্যন্তে । কারণাত্বাৎ । বিনৈব কারণেন নিয়মে অভ্যুপগম্যমানে কারণাত্বাবসায়মাৎ মুক্তানামপি

* এণ্ডো সিদ্ধান্তহস্ত । বেহেতু চকার দ্বারা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তহস্তের অর্থের তত্ত্ব বুদ্ধিভাষা পুষ্টিদান করিতেছে । প্রথমোক্ত পদ না থাকায় অধিকরণের আরম্ভকও হইল না ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত বাখ্যায় নহে ।)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ১০]

[সিং সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

পুনর্বাক্যপ্রসঙ্গঃ । অথ কেচিৎ ভেদা অপীতো বিভাগম্ আপদ্যন্তে, কেচিৎ ন, ইতি চেৎ ? যে ন আপদ্যন্তে তেষাং প্রশানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতি । ইত্যেবম্ এতে দোষাঃ সাধারণত্বাৎ ন অন্যতরশ্চিন্ পক্ষে চোদয়িতব্য। ভবন্তি—ইতি অদোষতামেব এবাং জ্ঞেয়তি, অবস্থা-শ্রয়িতব্যত্বাৎ ১০

ভাট্টানুবাদ । সাধামতেও কার্য্যদোষ কারণে হয় ।

[সূত্রার্থ—“চ” অর্থ—আরও ; “স্বপক্ষদোষাৎ” অর্থ—স্বপক্ষের দোষপ্রযুক্ত, অর্থাৎ বেদান্তপক্ষে উদ্ভাবিত দোষগুলি সাংখ্যপক্ষে প্রযুক্ত হয় বলিয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবে অমূপপত্তিরূপ যে দোষ, এবং উৎপত্তির পূর্বে জগতের অস্বপ্নপ্রসঙ্গরূপ যে দোষ এবং প্রলয়কালেও কার্য্যগতধর্ম্মের কারণে সংক্রমণরূপ যে দোষ, সাংখ্য-কর্ত্তক ব্রহ্মকারণতাবাদী বেদান্তীর উপর উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ সাংখ্যপক্ষেও সমান । যেহেতু শব্দাদিহীন যে প্রধান, সেই প্রধান হইতে শব্দাদিযুক্ত এই বিলক্ষণ জগতের উৎপত্তি সাংখ্যমতেও স্বীকার করা হয়, ইত্যাদি ।]

আর প্রতিবাদীর স্বপক্ষে এই দোষগুলি সাধারণরূপে প্রাদুর্ভূত হয় । অর্থাৎ পূর্বে যে সকল দোষ উদ্ভাবন করা হইয়াছে, তাহা উভয়পক্ষেই সমান, অতএব সাংখ্যের পক্ষেও এই সকল দোষ হইতে পারে । যদি বল—কেন ? তবে বলিতেছি—বিলক্ষণপ্রযুক্ত এই জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে—এই যে বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ সাংখ্য যে বলিয়াছিলেন যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা প্রধানপ্রকৃতিকতাতেও সমান, অর্থাৎ প্রধানকে জগৎকারণ বলিলেও এই দোষ সমান হয় ; কারণ, শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি অভ্যুপগম করা হয়, অর্থাৎ সাংখ্য ইহা স্বীকার করেন । আর এই জগুই, অর্থাৎ বিলক্ষণ কার্য্যোৎপত্তির অভ্যুপগম করায়—স্বীকার করায় উৎপত্তির পূর্বে অসংকার্য্যবাদের আপত্তি সাংখ্যপক্ষেও সমান । সেইরূপ অপীতিতে অর্থাৎ প্রলয়ে কার্য্যের সহিত কারণের অবিভাগ অভ্যুপগম করায়—স্বীকার করায়, তৎসং-প্রসঙ্গও সমানই হয়, অর্থাৎ কার্য্যগত দোষে কারণের দৃষিত হওয়া রূপ আপত্তি সাংখ্যপক্ষেও সমানই হয় । সেইরূপ যে বিকারসমূহের সর্ব্বপ্রকার বিশেষ মুদিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা প্রলয়কালে অবিভাগাত্মক প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অবিভক্তস্বরূপ হইলে, ‘ইহা এই ব্যক্তির উপাদান’ অর্থাৎ স্মৃতঃখাদির কারণ পুণ্যাপাদি, এবং ‘ইহা এই ব্যক্তির’ এইরূপ প্রলয়ের পূর্বে প্রতিপুরুষের যে সকল নিয়ত ভেদ ছিল, তাহারা পুনর্বার উৎপত্তি কালে সেই পুরুষদিগকে সেই প্রকারেই নিয়মিত করিতে পারে না ; যেহেতু কারণের অভাব ঘটে । অর্থাৎ প্রলয়কালে জাগতিক সকল পদার্থ লয় হইয়া যায় বলিয়া পাপপুণ্য প্রভৃতি কোন জ্ঞাপদার্থ না থাকায় পুনঃ-সৃষ্টিকালে কোন জীবেরই নিজ নিজ পাপপুণ্যভোগের সম্ভাবনা হয় না । আর কারণ অর্থাৎ পাপপুণ্য ব্যতীতও যদি নিয়ম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কারণাভাবের সাম্যবশতঃ মুক্তপুরুষগণেরও পুনর্বার সংসারবন্ধনের আপত্তি হইয়া পড়ে ।

আর যদি এরূপ বল—প্রলয়কালে কতিপয় বিভিন্ন পদার্থ অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একীভূত হইয়া যায়, এবং কতিপয় পদার্থ একীভূত হয় না ; তাহা হইলে, যাহারা অবিভাগ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা আর প্রধানকার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহারা আর প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে না । এই প্রকারে এই সকল দোষ উভয়পক্ষে সাধারণ বলিয়া কোন এক পক্ষে আশঙ্কা করা উচিত নহে । আর এই প্রকারে এ গুলি যে দোষ নহে, ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন । যেহেতু, ইহারা অবশ্যই আশ্রয়ণীয় ১০ম সূত্র ।

ভাষ্যজী ।

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।] কার্য্যকারণয়োঃ নৈলক্ষণ্যঃ তাবৎ সমানমেব উভয়োঃ পক্ষয়োঃ । প্রাপ্তোৎপত্তেঃ অসংকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ অপীতো তদ্বৎপ্রসঙ্গশ্চ প্রধানোপাদানপক্ষে এব, ন অস্বয়ংপক্ষে ইতি, যদ্যপি উপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িত্বামঃ তথাপি গুড়জিহ্বিকয়া সমানত্বোপাদানম্ ইদানীম্ ইতি মন্তব্যম্ । ইদম্ অশ্রু পুরুষশ্চ স্মৃতঃখোপাদানং ক্লেশকস্মাশয়াদি । “ইদম্ অস্ম্য” ইতি । সূগমম্ অন্যান্য ১০

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

১০ । “উপরিষ্টাদি”তি । অনন্তর এব শিষ্টাংশিরগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে ১০

(তর্কণাত্মক অমূল্যসংকেত ব্যাখ্যায় নহে ।)

তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যনুমানম্ভেদমিতিচেদেব-

মপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ১১১

[সিদ্ধান্ত নহে]

ভাস্করীর অনুবাদ । ভাস্করব্যাখ্যা ।

কার্য ও কারণের বৈলক্ষণ্য—প্রধানকারণতাবাদ এবং ত্রুণকারণতাবাদ—এই উভয় পক্ষেরই সমান । উৎপত্তির পূর্বে অসংকার্যবাদপ্রসঙ্গ অর্থাৎ কার্য না থাকার আপত্তি এবং প্রলায়ে তৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ কার্যধর্মের কারণে সংমিশ্রণের আপত্তি, বস্তুতঃ প্রধানকারণবাদের পক্ষেই হয়, আমাদের পক্ষে হয় না । ইহা যদিও উপরিষ্টাৎ অর্থাৎ পরে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলেও “গুড়জিহ্বিকা” জায়ে অর্থাৎ বালকের জিহ্বায় গুড়সংযোগে কুচি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ তিক্ত ঔষধ প্রয়োগের জায় এক্ষণে উভয়কে সমান বলিয়া স্বীকার করিলেন—বুঝিতে হইবে । **ইদম্ অস্ম পুরুষশ্চ উপাদানম্** ইহার অর্থ—এই ব্যক্তির ইহা উপাদান, অর্থাৎ এই ব্যক্তির স্বখ-দুঃখাদির উপাদান । আর এই উপাদান শব্দের অর্থ—ক্লেণ, কর্ম ও আশয় + প্রভৃতি কারণ এবং **ইদম্ অস্ম** অর্থাৎ ইহা এই ব্যক্তির উপাদান, ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বখদুঃখাদির কারণ যে ক্লেণ, কর্ম ও আশয়প্রভৃতি, তাহা পৃথক পৃথকই থাকে । এতদ্ভিন্ন ভাগ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে । ১০

তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যনুমানম্ভেদমিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ১১১ *

শাস্করভাষ্যম্ ।

ইতচ্চ ন আগমগম্যে অর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থান্তব্যম্, যন্মাৎ নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাঃ তর্ক। অপ্ৰতিষ্ঠিতা ভবন্তি উৎপ্রেক্ষায়া নিরাক্ষণত্বাৎ । তথাহি কৈশিকঃ অভিযুক্তঃ যত্নেন উৎপ্রেক্ষিতাঃ তর্কা, অভিযুক্তভরৈঃ অনৈর্যঃ আভাস্যমানা দৃশ্যন্তে । তৈরপি উৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তঃ ততঃ অনৈর্যঃ আভাস্যন্তে ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যম্ আশ্রয়িত্বম্, পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ । অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যন্ত কপিলশ্চ চ অন্যন্ত বা সন্মতঃ তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি আশ্রয়েত । এবমপি অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বমেব ; প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যানুমানানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণ্ডুকপ্রভৃতীনাং পরম্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ ।

ভাস্করানুবাদ । স্বাধীনতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ।

[স্বত্বার্থ—“তর্কপ্রতিষ্ঠানং অপি” অর্থাৎ তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠানপ্রযুক্ত ও সমন্বয়বিরোধের শঙ্কা করা উচিত নহে । “অনুমানম্ভেদম্ ইতি চেৎ” অগ্র প্রকারে অনুমেয় হয় বলিলে, অর্থাৎ যাহাতে তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা-দোষ না হয়, সে প্রকারে সমন্বয়বিরোধ অনুমান করিব । যদি বল এবমপি অর্থাৎ এরূপ হইলেও “অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ” অর্থাৎ তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠিতত্ব দোষ মুক্ত হয় না, অথবা অগ্র স্মৃতির সহিত বিরোধপ্রযুক্ত তত্ত্বনির্ণয়ের অভাবে যোক্ত হয় না ।]

এই কারণেও অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ কারণেও বেদপ্রতিপাদ্যবিষয়ে কেবল তর্কদ্বারা প্রত্যবস্থান করা অর্থাৎ বিরোধ করা উচিত নহে । কারণ, নিরাগম অর্থাৎ যে তর্কের মূলে বেদপ্রমাণ নাই, সে তর্ক কেবল পুরুষের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কল্পনাবশতঃই হইয়া থাকে, অতএব তাহা অপ্ৰতিষ্ঠিত হয় । কারণ, উৎপ্রেক্ষার অক্ষণ নাই অর্থাৎ কল্পনার নিয়ামক নাই । যেহেতু কোনও অভিযুক্ত অর্থাৎ বিখ্যাত পণ্ডিতকর্তৃক বিশেষ যত্নপূর্বক উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত তর্ক, তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণকর্তৃক তর্কভাস বলিয়া প্রতিপাদিত হয়—দেখা যায় । আবার তাঁহাদের দ্বারাও যে তর্ক উৎপ্রেক্ষিত হয়, তাহা অগ্র পণ্ডিতগণকর্তৃক দুই বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । অতএব তর্কের প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করিতে পারা যায় না । ইহার কারণ, পুরুষের মতিবৈরূপ্য, অর্থাৎ

† ক্লেণকর্ম প্রভৃতির পরিচয় পাঠক্সল বোধ্যগোচ্রে ব্রহ্ম ।

* এটিও সিদ্ধান্ত নহে । ইহার “ইতি চেৎ” পর্যাঙ্কঃ অংশ পূর্বপক্ষ, অবশিষ্ট অংশ সিদ্ধান্তপক্ষ । ইহার মধ্যে প্রথমস্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণপক্ষক হইল না । কারণ, অধিকরণশব্দের পর অথবা পাদ বা অধ্যায়শব্দের পর এরূপ “ইতি চেৎ” ঘটিলে প্রথমস্ত পদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভক হয়, নচেৎ নহে ; যেহেতু এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রটি, অথবা ১ম অধ্যায় ৩র্থ পাদ প্রথম সূত্রটি । রামানুজভাষ্যে “তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপি” একটি সূত্র এবং অবশিষ্ট অংশটি অপর সূত্র । কিন্তু “অনুমানম্ভেদম্” ইত্যাদি অংশ দ্বিত্ববিষয়ক বা দ্বিত্ববৈরূপ্যবোধক নহে বলিয়া একসূত্র হওয়াই সম্ভব । ভাস্কর, মল ও বল্লভপ্রভৃতি অপরভাষ্যে ইহা একটি সূত্রই । এই সূত্রেই এই তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত । মালমতে ইহার পরসূত্রে ৩র্থ অধিকরণ সমাপ্ত । শাস্করমতের কোন কোন গ্রন্থে “অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ” মূলে “অনির্ভৌকপ্রসঙ্গঃ” পাঠ আছে ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথাভূম্যেয়মিতিচৈদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ১১১]

[সিংহঃ]

ভাষ্যানুবাদ ।

পুরুষের প্রতিষ্ঠা একরকম নহে । আর যদি বল—প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যগণের অর্থাৎ যাহাদের মহিমা জগতে বিখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ কপিলাদি কোন মহর্ষির, অথবা অন্ত কোন মহাত্মার সম্বত তর্ক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আশ্রয় করিব ? তাহা হইলেও সে তর্কও অপ্রতিষ্ঠিতই হইবে । কারণ, যাহাদের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ বলিয়া লোকে জানে, সেই কপিল ও কণাদভৃত্তি তীর্থকরগণের অর্থাৎ শাস্ত্রকার ঋষিগণেরও পরম্পর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় ।

ভাস্তী ।

কেবলাগমগম্যে অর্থে স্বতন্ত্রতর্কবিষয়ে ন সাংখ্যাদিবৎ স্বাধর্ম্যবৈধর্ম্যমাত্রেণ তর্কঃ প্রবর্তনীয়ঃ, যেন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ ভবেৎ । শুদ্ধতর্কো হি স ভবতি “অপ্রতিষ্ঠানং” । তদ্বক্তৃম্—

“যদ্বেনানুমিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ ।

অভিযুক্ততরৈরনৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে ॥” ইতি ।

ন চ মহাপুরুষপরিগৃহীত্বেন কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষাণামেব তর্কিকাণাং মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি ॥

ভাস্তীর অনুবাদ । ভাষ্যাগায়া ।

কেবল আগমগম্যে অর্থে অর্থাৎ কেবলমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্র তর্কের অবিসয়ে সাংখ্য-শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের ন্যায় কেবলমাত্র সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যরূপ হেতুদ্বারা তর্ক প্রবর্তিত করা উচিত নহে, যাহার বলে প্রধানাদিপদার্থের সিদ্ধি হইবে । যেমন জগৎ অচেতন এবং প্রধানও অচেতন, স্তবৎ অচেতনই উভয়ের সাধর্ম্য । এই সাধর্ম্যরূপ হেতুদ্বারা জগৎকারণ অচেতন প্রধানই হইবে এবং জগৎ অচেতন, ব্রহ্ম চেতন স্তবৎ অচেতনই ব্রহ্মের বৈধর্ম্য, অতএব এই অচেতনরূপ বৈধর্ম্যদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ যুক্তির দ্বারা জগৎকারণ প্রধান সিদ্ধি করা উচিত নহে । যেহেতু, তাহা শুদ্ধতর্ক হয় ; কারণ, তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব নাই । তাহাই প্রাচীন আচার্যগণও বলিয়াছেন—

“যদ্বেনানুমিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ ।

অভিযুক্ততরৈরনৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে ॥”

অর্থাৎ শাস্ত্রকুশল অনুমাতা অর্থাৎ তর্কিকগণ অতি বহুসংখ্যক যে পদার্থের আপাদন অর্থাৎ স্থাপন করিয়াছেন, অন্য অভিযুক্তের অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে অন্য প্রকারেই প্রতিপাদন করেন । আর ইহাও বলিতে পার না যে, মহাত্ম্যগণ কোন তর্ককে অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব আছে । কারণ, তর্কবিজ্ঞায় সুপণ্ডিত মহাপুরুষগণের মধ্যেই পরম্পর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ আছে ।

শাস্ত্রভাস্তম্ ।

অথ উচ্যেত অন্যথা বয়ম্ অনুমান্যামহে, যথা ন অপ্রতিষ্ঠানোযো ভবিস্যতি । ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব নাস্তি, ইতি শক্যতে বক্তৃম্ । এতদপি হি তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কৈণেব প্রতিষ্ঠাপ্যতে । কেবাঞ্চিৎ তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেন অনেযামপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ । সর্বতর্কপ্রতিষ্ঠায়াং চ লোকব্যবহারোচ্ছদপ্রসঙ্গঃ । অতীতবর্তমানাম্বসাম্যেন হি অনাগতেহপি অধ্বনি স্তবৎপ্রাপ্তি-পরিহারায় প্রবর্তমানো লোকো দৃশ্যতে । ক্রত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চ অর্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগ্ অর্থনির্ধারণং তর্কৈণেব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে, মনুরপি চ এবং মন্যতে—

“প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্ ।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মস্তদ্বিমতীপ্সতা ॥ (মত্ ১২।১০৫) ইতি,

আর্ষঃ ধর্মোপদেশঃ চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যন্তকেণানুসঙ্গন্তে স ধর্মঃ বেদ নৈতরঃ ॥” (মত্ ১২।১০৬) ইতি চ ক্রবন্ ।

অয়মেব তর্কস্ত্রয়লকারো বদ্ অপ্রতিষ্ঠিতঃ নাম । এবং হি সাবস্ততর্কপরিভ্যাগেন নিরবস্তঃ ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিকরণম্ অমুমতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । ১১]

[সিং সূঃ]

শাক্তভাষ্যম্ ।

তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি । ন হি পূর্বকো মূঢ় আসীৎ ইতি আশ্রয়ানপি মুঢ়েন ভবিষ্যৎ ইতি কিঞ্চিদ্ অস্তি প্রমাণম্ । তস্মাৎ ন তর্কপ্রতিষ্ঠানং দোষঃ, ইতি চেৎ ? “এবমপি অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ” ।

ভাষ্যানুবাদ । প্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারাও প্রধান লক্ষণকারক সিদ্ধ হয় না ।

আর যদি পূর্বপক্ষী বলেন—আমরা অল্পপ্রকারে অনুমান করিব, যাঁহাতে অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইবে না । (অর্থাৎ সে তর্কের আর কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত সকলেই স্বীকার করিয়া লইবে) । আর প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই—ইহা বলিতে পারা যায় না ; কেন না তর্কের এই অপ্রতিষ্ঠাদোষ তর্কের দ্বারাই ত প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে, তর্কদ্বারাই যখন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ করা হইতেছে, তখন তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া ? তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই—ইহা এবং কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দর্শনদ্বারা অর্থাৎ অস্থিরত্ব দেখিয়া অল্প তজ্জাতীয় তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে মাত্র । আর সকল তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা হইলে লোকবাবহারের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ লোকবাবহার লোপ পাইয়া যায় । অতীত ও বর্তমান পথের সাম্যের দ্বারাই ত ভবিষ্যৎ পথেও হুগ পাইবার জন্য ও দুঃখনিবারণ করিবার জন্য লোকে প্রবৃত্ত হয়—দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রুতার্থের বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বেদার্থের বিরোধ হইলে অর্থাভাস নিরাকারণদ্বারা অর্থাৎ দুষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক অর্থের নির্ধারণ অর্থাৎ ষথার্থ অর্থ নিশ্চয় করা তর্কের দ্বারাই বাক্যের বৃত্তি নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য নির্ণয়দ্বারা করা হয় । মহর্ষি যন্তও এইরূপ মনে করেন । যথা—

প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্ ।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা । (মম্ব ১২।১০৫)

অর্থ্যং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোদিনা ।

যন্তর্কেণামুসন্ধ্যন্তে স ধর্ম্মং বেদ নেনতঃ । (মম্ব ১২।১০৬)

অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মের শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া বিশেষভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র অর্থাৎ বহু আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্প্রদায়সাহিত্য এই তিনটি ভালরূপে জানিবেন । যিনি বেদ এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা মম্ব অত্রি প্রভৃতি ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন, অপরে নহে । তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা ইহাই ত তর্কের অলঙ্কার অর্থাৎ গোভা । মম্ববাক্যানুসারে এইপ্রকারে সাবল্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট তর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিরবল্য অর্থাৎ অনির্দিষ্ট (অর্থাৎ নির্দোষ) তর্ক প্রতিপত্তব্য, অর্থাৎ অবগত হওয়া উচিত । কারণ, অগ্রজ মূর্খ ছিলেন বলিয়া নিজেকেও মূর্খ হইতে হইবে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই । অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, দোষ নহে, ইত্যাদি । এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষ যদি এরূপ বলেন তাহা হইলেও অবিমোক্ষপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে না । [কারণ, লৌকিক বিষয়ে পরীক্ষিত তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে কোন্ তর্ক ঠিক্ আর কোন্ তর্ক ঠিক্ নহে, তাহা নির্ণয় হয় না । অতএব লৌকিক বিষয়ে যেমন পরীক্ষিত তর্ক ঠিক্ হয়, তদ্রূপ অলৌকিক বিষয়ে বেদান্তকুল তর্কই ঠিক্ হয় ।]

ভাষ্যতী ।

সূত্রে শব্দভেদে—“অন্তথাহনুমমুমতি চেৎ” । তদ্ বিভজ্যতে—“অন্যথা বয়ম্ অনুমানান্তামহে” ইতি । ‘ন অনুমানান্তামব্যভিচারেণ’ অনুমানব্যভিচারঃ শব্দনীয়ঃ । প্রত্যক্ষাদিষু অপি তদাভাস-ব্যভিচারেণ তৎপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবল্লিঙ্গানুসরণে নিপুণেন অনুমাত্রা ভবিষ্যৎ ; ততশ্চ অপ্রত্যাং প্রধানং সৎসত্যি ইতি ভাবঃ । ‘অপি চ’ যেন তর্কেণ তর্কণাম্ অপ্রতিষ্ঠাম্ আহ স এব তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতঃ অভ্যুপেয়ঃ, তদপ্রতিষ্ঠায়াম্ ইতরাপ্রতিষ্ঠানাতাবাৎ ইত্যাহ—“ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব” ইতি । অপি চ তর্কপ্রতিষ্ঠায়াং সকললোকযাত্রোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ । ন চ শ্রুতার্থাসনিনাকরণেন তদর্থতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যাহ—“সর্ব্বতর্কপ্রতিষ্ঠায়াং চ” ইতি । ‘অপি চ বিচারাস্বকঃ’ তর্কঃ তর্কিতপূর্ব্বপক্ষপরিত্যাগেন তর্কিতং রাষ্ট্রান্তম্ অনুমানাতী ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যার নহে ।)

[তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচৈদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ১১] [সিং সং]

ভাস্তরী ।

সতি চ এষ পূর্বপক্ষনিষয়ে তর্কে প্রতিষ্ঠারহিতে প্রবর্ততে, তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেঃ । তদিদম্
আহ—“অয়মেব চ তর্কস্য অলঙ্কারঃ ইতি ।

তাম্ ইমাম্ আশঙ্ক্য সূত্রেণ পরিহরতি—“এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ” । ন বয়ম্ অন্তত
তর্কম্ অপ্রমাণয়ামঃ, কিন্তু জগৎকারণসম্বন্ধে স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবৎ ন লিপ্যম্ অস্তি, যৎ তু সাধর্ম্য-
বৈধর্ম্যমাত্রং তং অপ্রতিষ্ঠাদোষাৎ ন মুচ্যতে ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

১১ । সর্গঃ তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ, উত কশ্চিং, ন চরমঃ, ইত্যাহ—“ন অনুমানাভাস” ইতি । স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধঃ ব্যাপ্তিঃ । ন আন্তঃ ইত্যাহ—
“অপি চ” ইতি । চরমঃ ন কেবলম্ অবিরুদ্ধঃ প্রত্যুত অসুগুণঃ, ইত্যাহ—“অপি চ বিচার” ইতি ১১ । “নৈম” ইতি । এষা ব্রহ্মবিষয়ী মতিঃ
তর্কেণ ন আপনোয়া—প্রাপ্যীয়া ইত্যর্থঃ । অথবা কৃতঃ তর্কেণ অপনোয়া নিরস্তা ন ভবতি, কিং তর্হি অস্তেন এব আশাংগেণ প্রোক্তা সত্যী
হুজ্ঞানার কলপযজ্ঞসাক্ষ্যংকারণ্য ভবতি । “হে প্রেষ্ঠ ১” প্রিয়তম ! ইতি নটিকৈতসঃ প্রতি বুতোঃ বচনম্ । কঃ অজ্ঞা সাক্ষ্যং বেদ ব্রহ্ম
কা বা প্রোবাচৎ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ প্রকৃত্যৎ ইত্যর্থঃ । ইয়ং বিশৃষ্টিঃ যতঃ স্বাভূতং স এব স্বরূপঃ বেদ, ন অন্তঃ ইতি—স্বত্বপ্রতীকরোঃ
অর্থঃ । তং সর্গং পবদ্যৎ নিরাকুর্য্যৎ, যঃ সন্ততঃ আয়নঃ ভাস্তবাত্তিবেকেণ সর্গঃ বেদ ইত্যর্থঃ । “অজ্ঞম্” জ্ঞানরহিতম্ । “অনিজম্”
অজ্ঞানবহিতম্ । “অবগম্য” অপরহিতম্ । অতএব অবৈতঃ তদা বুধ্যতে ইতি সম্ভারবিদবচনম্ । ইতি—তৃতীয়ং ন দিলক্ষণস্বাধিকরণম্ ।

ভাস্তরী সমুদায় । ভাস্তবাপাথা ।

“অজ্ঞথাহনুমেয়ম্” এই হুজ্ঞাংশদ্বারা হুজ্ঞকার সূত্রে শঙ্কা করিতেছেন । “অজ্ঞথা বয়ম্
অনুমানান্তামহে” এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার সেই হুজ্ঞাংশ বিভাগ করিতেছেন । অনুমানাভাস অর্থাৎ ছুট
অনুমানের ব্যভিচারদ্বারা অনুমানের ব্যভিচার আশঙ্কা করা উচিত নহে । কারণ তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি
স্থলেও প্রত্যক্ষভাসের ব্যভিচারদ্বারা প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইয়া পড়ে । অতএব স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ বিশিষ্টলিঙ্গ
অনুসরণে অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু অনুসরণে অনুমানকর্তার যত্ববান হওয়া উচিত । তাহা হইলে নিষিদ্ধে
প্রধান সিদ্ধ হইবে—ইহাই অভিপ্রায় । আরও যে তর্কের দ্বারা তর্কসকলের অপ্রতিষ্ঠা বলিতেছ, সেই
তর্কেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, তাহার অপ্রতিষ্ঠা হইলে, অপর তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধি
হইবে না, অর্থাৎ যে তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসাধন করিবে, সেই সাধক তর্ক ই যদি অপ্রতিষ্ঠিত হয়,
তবে তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধি কিরূপে হইবে ? “ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব নাস্তি” এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা
বলিতেছেন । আরও তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হইলে লৌকিক সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে এবং শ্রুতাত্ত্বের
আভাস অর্থাৎ দোষনিবারণের দ্বারা শ্রুতাত্ত্বের তত্ত্বনিশ্চয়ও হয় না, অর্থাৎ এই শ্রুতির এই অর্থ হওয়া স্থির
হয় না । সর্বতর্কপ্রতিষ্ঠায়াং চ” এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন । আরও বিচারাত্মক তর্ক, তর্কিত
পূর্বপক্ষ পরিভাগদ্বারা, অর্থাৎ সযুক্তিক পূর্বপক্ষকে পরিভাগ করিয়া, তর্কিত রাঙ্কান্তকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তকে
জানাইয়া দেয়, অর্থাৎ সযুক্তিক সিদ্ধান্তপক্ষকে স্থাপন করে ।* পূর্বপক্ষবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠারহিত হইলে এই

* এখানে তর্ক সম্বন্ধে একটু বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক । তর্ক শব্দের সাধারণ অর্থ—যুক্তি । জ্ঞানশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ—“ব্যাপ্যারোপণ
বাপ্যারোপঃ” অর্থাৎ ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা বাপ্যকে যে আরোপ, তাহাই তর্ক । যেমন যেখানে ধূম রহিয়াছে, সেখানে যদি কেহ
বলে যে, বকি নাই, অর্থাৎ বহুভাব রহিয়াছে বলে, তাহা হইলে তদ্বস্তবে অপর যদি বলে—যদি এখানে বকি নাই বল, অর্থাৎ বহুভাব
রহিয়াছে বল, তাহা হইলে এখানে ধূমও নাই বল ? অর্থাৎ ধূমভাব আছে বল, এরূপ স্থলে এই উত্তরটী তর্ক নামে অভিহিত হয় । কারণ,
এখানে বহুভাবটী ব্যাপ্য এবং ধূমভাবটী বাপ্যক । ব্যাপ্য বহুভাবদ্বারা বাপ্যক ধূমভাবে এই আরোপ হওয়াই ইহা তর্ক হইল । এই
তর্ক, কোনমতে পাঁচ প্রকার, কখনমতে ছয় প্রকার এবং কোনমতে একাদশ প্রকার । ইহারের পরিচয় দ্বৈতসিদ্ধি প্রথমতাপের সূক্ষ্মিকার
অন্তর্গত স্তায়পরিচয়মধ্যে ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । এই তর্কের কল ব্যাপ্তিনির্ণয়, অথবা ব্যাপ্তিব মধ্যে ব্যভিচারশঙ্কার নিবারণ । বেদান্তমতে
এই তর্কে একেবারে শঙ্কা দূর হয় না—বলা হয় । যেহেতু আলৌকিক বিষয়ের পরীক্ষা সম্ভব হয় না । কিন্তু এখানে যে বিচারাত্মক তর্কের
কথা বলা হইল, তাহা অন্তপ্রকার । এই বিচারাত্মক তর্কের ছয়টি অবয়ব থাকে । যথা—বিষয়, সন্দেহ, কল, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ
এবং সঙ্গতি । ইহারের বিবরণ ভারতীভাষ্য কৃত ব্যাসাদিকরণশালামধ্যে দ্রষ্টব্য । ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
এখানে এই তর্ককে লক্ষ্য করিয়া পূর্বপক্ষী বলিলেন যে, “বিচারাত্মক তর্ক, তর্কিত পূর্বপক্ষকে পরিভাগ করিয়া তর্কিত সিদ্ধান্তকে
জানাইয়া দেয় ।” এখানে “তর্কিত পূর্বপক্ষ” বলিয়া যে তর্ককে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত স্তায়শাস্ত্রোক্ত তর্ককে লক্ষ্য
করা হইয়াছে । সুতরাং তর্কিত পূর্বপক্ষ বলিতে সযুক্তিক পূর্বপক্ষ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ এই পূর্বপক্ষমধ্যে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়
ও নিগমনরূপ স্তায়বয়ব পাঁচটি থাকে, আর তজ্জন্ত হেতুও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিও থাকে ; আর সেই ব্যাপ্তির জন্ত বা সেই ব্যাপ্তিতে
ব্যভিচারশঙ্কারূপের জন্ত উক্ত “ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপ্যকরোপারূপ” তর্কও থাকে—বুঝিতে হইবে । এখানে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন
যে, এই বিচারাত্মক তর্কদ্বারা বস্তুসিদ্ধি না হইলে লোকের বিচারেই প্রবৃত্তি হইবে না । বলা বাহুল্য, বেদান্তমতে শ্রুতির অনুকূল তর্ক
না হইলে তদ্বারা আলৌকিক বস্তু সিদ্ধ হয় না—বলা হয় ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেণ বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । ১১]

[সিং সং]

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

বিচারাত্মক তর্ক প্রবৃত্ত হয়; বিচারাত্মক তর্ক না থাকিলে বিচারের ঐক্যই হয় না। সেইজন্য “অয়মেব চ তর্কশ্চ অলক্ষ্যারঃ” এই গ্রন্থ বলিতেছেন। (এই পর্য্যাপ্ত “ইতি চেৎ” এই সূত্রার্থের অর্থ ।) “এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ” এই সূত্রার্থস্বারা সেই এই পূর্বপক্ষের আশঙ্কা পরিহার কবিতোছেন। যথা—আমরা অত্র তর্ককে অপ্রমাণ বলিতেছি না—কিন্তু জগৎকারণের সম্ভাব্য স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু নাই—ইহাই বলিতেছি, অর্থাৎ এস্থলে তর্ক অপ্রতিষ্ঠাই হয় বলিতেছি। আর যে সাধাধ্যা ও বৈধাধ্যাত্মকে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু বলিয়া স্বীকার করিলে, অর্থাৎ জগৎ ও প্রধান অচেতন, অর্থাৎ জড় বলিয়া অচেতনরূপ সাধাধ্যাকে হেতু করিয়া প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া অমুমান করিলে এবং জগৎ অচেতন এবং ব্রহ্ম চেতন বলিয়া অচেতনত্ব ব্রহ্মের বৈধাধ্যা হয়, এই বৈধাধ্যাকে হেতু করিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে বলিলেও, তাহা অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হয় না। [কারণ, লৌকিক বিষয়ে পরীক্ষিত তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব সম্ভব হইলেও অলৌকিক বিষয়ে তাহা সম্ভব হয় না।]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

যত্বেপি কচিৎ বিষয়ে তর্কশ্চ প্রতিষ্ঠিতত্বম্ উপলক্ষ্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবৎ বিষয়ে প্রসজ্যতে এব অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্মোক্ষঃ তর্কশ্চ। ন হি ইদম্ অতিগম্ভীরং ভাবযাথাক্ষ্যঃ মুক্তিनिवন্ধनम् আগমম্ অন্তরেণ উৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। রূপান্তভাবে হি ন অয়ম্ অর্থঃ প্রত্যক্ষগোচরঃ, লিঙ্গান্তভাবে ন অনুমানাদীনাম্—ইতি চ অবোচাম।

অপি চ সম্যক্জ্ঞানং মোক্ষ ইতি সর্বেষাং মোক্ষবাদিনাম্ অভ্যুপগমঃ। তচ্চ সম্যক্-জ্ঞানম্ একরূপং, বস্তুতত্ত্বত্বাৎ। একরূপেণ হি অবস্থিতো যঃ অর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিসয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানম্ ইতি উচ্যতে, যথা অগ্নিঃ উষ্ণঃ ইতি। তত্র এবং সতি সম্যক্ জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিঃ অনুপপন্না। তর্কজ্ঞানানাং তু অগ্ণৌগ্ধবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যৎ হি কেনচিৎ তাকিকৈঃ ‘ইদমেব সম্যক্ জ্ঞানম্’ ইতি প্রতিপাদিতং তৎ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং, ততঃ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কথম্ একরূপানবস্থিতবিসয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্ জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদাম্ উত্তমঃ—ইতি সর্বৈঃ তাকিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানম্—ইতি প্রতিপত্তেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্তমানাঃ তাকিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্তুং, যেন তদ্ব্তিঃ একরূপা একার্থবিসয়া সম্যক্ মতিরिति স্মৃতাৎ। বেদশ্চ তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিসয়ত্বোপপত্তেঃ। তজ্জনিতশ্চ জ্ঞানশ্চ সম্যক্ ত্বম্ অতীতানাগতবর্তমানৈঃ সর্বৈরপি তাকিকৈঃ অপহোতুম্ অশক্যম্। অতঃ সিদ্ধম্ অশ্বেষ ঔপনিষদশ্চ জ্ঞানশ্চ সম্যক্ জ্ঞানত্বম্। অতোহত্র সম্যক্ জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ, সংসার-বিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত। অত আগমবশেন আগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগৎ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি—শ্রুতম্ ১১। ইতি তৃতীয়ং [ন] বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ । (৩)

ভাষ্যানুবাদ । স্বাধীন তর্ক মোক্ষের সহায় হয় না।

যদিও কোন কোন বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব উপলক্ষিত হয়, তথাপি ত প্রকৃতস্থলে অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ হইতে তর্কের অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয়ই, অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হয় না। যেহেতু অতিগম্ভীর অর্থাৎ অতিভিন্ন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অগম্য, মুক্তিनिवন্ধन অর্থাৎ মোক্ষের অবলম্বন এই ভাবযাথাক্ষ্য অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব, আগম ব্যতীত উৎপ্রেক্ষা করিতে অর্থাৎ কল্পনা করিতেও পারা যায় না। কারণ, রূপাদি না থাকাতো এই বিষয়টি অর্থাৎ এই ব্রহ্মবস্তু, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, আর লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু প্রকৃতি না থাকাতো অমুমানাদির বিষয়ও নহে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

• আরও সম্যক্জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়—ইহা সকল মোক্ষবাদীরই অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার্য্যবিষয়। আর সেই

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যার নহে ।)

[তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ১১]

[সিং হঃ]

ভাষ্যানুবাদ ।

সম্যক্জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান একই প্রকার, কারণ, তাহা বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর অধীন, (তাহা মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে) । একরূপে অবস্থিত যে অর্থ অর্থাৎ যে বস্তু চিরকাল একরূপে থাকে, তাহাই পরমার্থ অর্থাৎ যথার্থ বস্তু । লোকে তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে সম্যক্জ্ঞান বলে । যেমন অগ্নি উষ্ণ, এই জ্ঞানকে লোকে সম্যক্জ্ঞান বলে । তাহা হইলে সম্যক্জ্ঞানে পুরুষের বিপ্রতিপত্তি অমুপপন্ন হয়—অর্থাৎ বিবাদ থাকি উচিত নহে । তর্কজনিত জ্ঞানসমূহের কিছু পরস্পর বিরোধপ্রযুক্ত বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিবাদ প্রসিদ্ধ । কারণ, কোন এক তাকিক যে জ্ঞানকে সম্যক্জ্ঞান বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অপর তাকিককর্তৃক ব্যাখ্যাপিত হয়, অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় । আর তৎকর্তৃক যাহা প্রতিষ্ঠাপিত অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়, তাহাও অপর তাকিককর্তৃক ব্যাখ্যাপিত হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে । অতএব কিরূপে একরূপানবস্থিতবিষয় অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় একরূপে থাকে না, সেই তর্কপ্রভব জ্ঞান সম্যক্জ্ঞান হইবে ? আর প্রধানবাদী অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্য তাকিকগণের মধ্যে উত্তম—ইহাও ত সকল তাকিক স্বীকার করেন না, যাহাতে তদীয় মতই সম্যক্জ্ঞান বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিব । আর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তাকিকগণকে এক স্থানে এবং এক সময়ে মিলিত করিতে পারা যায় না, যাহার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধি একরূপ ও একপদার্থবিষয়ক সম্যক্ বুদ্ধি হইবে । কিন্তু বেদ নিত্য হইলে এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু হইলে, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের কারণ হইলে, ব্যবস্থিত অর্থবিষয়ত্বের উপপত্তি হয়—অর্থাৎ তাহা হইতে যে জ্ঞান হইবে, তাহার বিষয় সত্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় । অতএব তাহা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের সম্যক্ অর্থাৎ যথার্থতা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের সমস্ত তাকিকগণও অপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রথা করিতে পারিবেন না ।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, এই ঔপনিষদ জ্ঞানই অর্থাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞানই সম্যক্জ্ঞান । অতএব এতদ্বিত্ত স্থলে সম্যক্জ্ঞানত্বের অমুপপত্তি হয় ; অর্থাৎ এতদ্বিত্ত জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না ; এজন্য তাহা হইতে সংসারাবিমোক্ষ হয়, অর্থাৎ মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইবে না । অতএব আগমের বশে এবং আগমাত্মসারী তর্কের বশে চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও প্রকৃতি অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ—ইহাই স্থির হইল । (১১ সূত্র) । ইহাই হইল [ন] বিলক্ষণত্ব নামক তৃতীয় অধিকরণ ।

ভানজী ।

কল্পান্তরেণ অনির্মোক্ষপদার্থম্ আহ—“অপি চ সম্যক্জ্ঞানাং মোক্ষঃ” ইতি । ভূতার্থ-গোচরস্ত হি সম্যক্জ্ঞানস্ত ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া ব্যবস্থানং লোকে দৃষ্টং, যথা প্রত্যক্ষস্ত । বৈদিকং চ ইদং চেতনজগদুপাদানবিষয়ং বিজ্ঞানং বেদোক্ততর্কেতিকর্তব্যতাকং বেদজনিতং বাগম্ভূতম্ । বেদানপেক্ষেণ তু তর্কেণ জগৎকারণভেদম্ অবস্থাপয়তাং তাকিকাগাম্ অন্তোন্ত্যং বিপ্রতিপত্তেঃ তদ্বনির্ধারণকারণাভাবাচ্চ ন ততঃ তদ্ব্যবস্থা, ইতি ন ততঃ সম্যক্জ্ঞানম্ । অসম্যগ্জ্ঞানাচ্চ ন সংসারাং বিমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ [ইতি তৃতীয়ঃ (ন) বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ । (৩)

ভাস্করী অনুবাদ । ভাষ্যব্যাখ্যা ।

“অপি চ সম্যক্জ্ঞানাং মোক্ষঃ” এই গ্রন্থদ্বারা অগ্রপ্রকারে অনির্মোক্ষ পদার্থ বলিতেছেন । ইহার অর্থ এই—ভূতার্থগোচর অর্থাৎ প্রসিদ্ধবস্তুবিষয়ক যে সম্যক্জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান, তাহার ব্যবস্থান প্রত্যক্ষের মত ব্যবস্থিতবস্তুগোচর বলিয়া লোকে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান যেমন যে বস্তু যেক্রম তক্রম হয়, সেইরূপ ভূতার্থবিষয়ক সম্যক্জ্ঞান তাহার বিষয়াক্রম হয়—ইহা লোকে দেখিতে পাওয়া যায় ; আর চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ—এই যে বৈদিক বিজ্ঞান, বেদ হইতে উৎপন্ন তর্ক তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ অঙ্গ এবং ইহা বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যবস্থিত অর্থাৎ ইহার অন্যথা হয় না, ইহা স্থায়িতাবে থাকে । কিন্তু বেদনিরপেক্ষ তর্কদ্বারা অর্থাৎ বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কদ্বারা কোন বস্তুবিশেষকে, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে প্রধানকে, জগতের কারণ বলিয়া যাহার অবস্থাপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ নির্দেশ করিতেছেন, সেই তাকিকগণের অন্যান্যবিপ্রতিপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পরস্পরেরবিরোধ থাকায় এবং তদ্বনির্ধারণ করিবার কোন কারণ না থাকায়, তাহা হইতে তদ্ব্যবস্থা হয় না, অর্থাৎ তদ্ব্যবস্থা স্থির হয় না । এইজন্য তাহা হইতে তদ্ব্যবস্থা জন্মে না এবং যাহা অসম্যক্জ্ঞান অর্থাৎ যাহা তদ্ব্যবস্থা নহে, তাহা হইতে সংসারবিমোক্ষ হইতে পারে না ॥ ১১ [ইহাই হইল তৃতীয়—(ন) বিলক্ষণত্বাধিকরণ ।] ।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[তর্কপ্রতিষ্ঠানাত্মন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । ১১]

[সিঃ সূঃ]

বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণের তাৎপর্য।

এই পাদের এই অধিকরণটি তৃতীয় অধিকরণ। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে “ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ” বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮টি সূত্র আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্বপক্ষসূত্র এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তসূত্র, যথা—

পূর্বপক্ষসূত্র।

সিদ্ধান্তসূত্র।

১। ন বিলক্ষণত্বাৎ অন্ত তথাৎ ৮ শকাৎ । ৪

২। অভিনিবাপদেশস্ত বিশেষাভুগতিভ্যাম্ । ৫

৩। দৃশ্যতে তু । ৬

৪। অসৎ ইতি চেৎ, ন প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ । ৭

৫। অপীতো তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ । ৮

৬। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ । ৯

৭। স্বপক্ষদোষাৎ ৮ । ১০

৮। তর্কপ্রতিষ্ঠানং অপি, অগ্ৰথানুমেয়মিতি চেৎ

এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । ১১

অর্থাৎ প্রথম দুইটি পূর্বপক্ষসূত্র, তৃতীয় ও চতুর্থ—সিদ্ধান্তসূত্র, পঞ্চমটি পূর্বপক্ষসূত্র এবং ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্তসূত্র। ইহার তাৎপর্য ও অবয়বপ্রভৃতি এইরূপ—

বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির মূলভাবপ্রযুক্ত অপ্রমাণ্য হয়—ইহা পূর্বাধিকরণে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ স্মৃতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে তর্ক ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতার মূল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, এজন্ত তাহার সহিত আবার বিরোধ উৎপন্ন হইবে। এইভাবে গ্রন্থবিরোধ পরিহার করিবার জন্ত প্রত্নাদাহরণ-সঙ্গতির দ্বারা এই অধিকরণের অবতারণা করা হইতেছে—

(১) সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি— ”

অধ্যায় সঙ্গতি— ”

পাদ সঙ্গতি— ”

অধিকরণসঙ্গতি—প্রত্নাদাহরণসঙ্গতি ।

(২) বিষয়—চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, প্রধান নহে—এইভাবে ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়টি বিষয়।

(৩) সন্দেহ—আকাশাদি চেতনপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু তাহা দ্রব্য, যেমন ঘট—এই তর্কের দ্বারা ব্রহ্মে বেদান্তের সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহাই সন্দেহ।

(৪) ফলভেদ—পূর্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে সমন্বয় সিদ্ধ—ইহাই ফলভেদ।

(৫) পূর্বপক্ষ—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে। ইহার কারণ ৪র্থ ও ৫ম সূত্রে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ৪র্থ সূত্রে বলা হইতেছে—অচেতনজগৎ চেতনব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ। যাহা যাহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা তৎপ্রকৃতিক নহে, যেমন তন্তুবিলক্ষণ ঘট তন্তুপ্রকৃতিক নহে।

যদি বল, ব্রহ্ম ও জগতের বৈলক্ষণ্য কেন ? তাহা হইলে বলিব, ‘তথাত্ম’ অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য বেদ হইতে জানা যায়। যেহেতু, বেদে আছে—“বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ” অর্থাৎ জগৎ চেতন এবং অচেতন।

যদি সিদ্ধান্তী বলেন—বেদেও আছে—“প্রাণঃবলিল”, “তেজঃদেখিল” ইত্যাদি, অতএব বেদে জগৎকে চেতনই বলা হইয়াছে, এতদ্বস্ত্রে পূর্বপক্ষী ৫ম সূত্রে বলিতেছেন—না, জগৎ অচেতন, কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা তেজঃপ্রভৃতির অভিমানিনী দেবতার নির্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী পুনর্বার শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি বল, ইহা কোথা হইতে জানিলে ? তাহা হইলে বলিব যে, বিশেষ ও অমুগতির দ্বারা জানিলাম। অতএব অচেতনজগৎ চেতন-ব্রহ্ম বিলক্ষণ বলিয়া জগৎ চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা সূত্রব্যাখ্যামধ্যে দ্রষ্টব্য।

(৬) সিদ্ধান্তপক্ষ—জগৎ, চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকই বটে। এজন্য প্রথমে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সূত্রে যেরূপ সিদ্ধান্তকরা হইয়াছে, ৮ম সূত্রে তাহার উপর শঙ্কা উত্থাপন করিয়া ৯ম, ১০ম ও ১১শ সূত্রদ্বারা তাহার সমাধান করা হইয়াছে। যথা—

(তর্কশাস্ত্র অনুসাবেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । ১১

[সিংহঃ]

বিলক্ষণাদিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

৬ষ্ঠ সূত্রে বলা হইল যে, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখনোমাদির উৎপত্তি হয় এবং অচেতন গোময়াদি হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়—ইহা দেখা যায় বলিয়া প্রকৃতি ও বিকৃতির অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব সম্ভব হয় না, পরন্তু যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্যই স্বীকার্য্য ।

৭ম সূত্রে বলা হইল—চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি বলিলে উৎপত্তির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল বলিতে হয়—এরূপ শঙ্কাও অসঙ্গত । কারণ, উৎপত্তির পূর্বে জগৎ অসৎ এই নিষেধ বার্থ্য ।

৮ম সূত্রে শঙ্কা কবা হইল যে, জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে প্রায় প্রাপ্ত হইলে জগৎরূপ কার্যের দোষ কারণ ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারে ।

৯ম সূত্রে বলা হইল—এ দোষ হয় না ; কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত আছে । যেমন ঘটরূপ কার্য্য বৃত্তিকাতে লীন হইয়া বৃত্তিকাকে দূষিত করে না ।

১০ম সূত্রে বলা হইল—কার্য্যাদোষ কারণেও সংক্রামিত হয় বলিলে সাংখ্যমতেও সেই দোষ হয় ।

১১শ সূত্রে বলা হইল—বেদান্তকুল তর্কনা হইলে তাহার দ্বারা অলৌকিক কোন বস্তুই নির্ণয় হয় না ।

বিস্তৃত বিবরণ সূত্রব্যাখ্যামধ্যে প্রেস্তব্য ।

এস্থলে পূর্বপক্ষী যে অসম্মানগুলি করেন, তাহা এইরূপ—

ব্রহ্ম আকাশোপাদানক নহে ... (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু তাহাতে চেতনত্ব বহিয়াছে . . . (হেতু)

যেমন জীব . . . (উদাহরণ)

এস্থলে উপাধিক জীবের যে আকাশোপাদানত্ব, তাহা সিদ্ধান্তেও অনভিপ্রত বলিয়া সপক্ষ সাধাবিশিষ্ট হইল ।

অথবা এইরূপও অসম্মান হইতে পাবে, যথা—

আকাশ চেতনপ্রকৃতিক নহে . . . (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু তাহাতে অব্যক্ত রহিয়াছে . . . (হেতু)

যেমন পট . . . (উদাহরণ)

অথবা—

স্বপ্নদুঃখমোহ জগদুপাদানবন্তী . . . (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু তাহা সকল জগতে অন্তর্গত . . . (হেতু)

যেমন সত্তা . . . (উদাহরণ)

এস্থলে “সকল” পদ গ্রহণ, ঘটাদিতে ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য । এক্ষণে এতদ্বত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলেন তাহা এই—

জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু অচেতন—এই কথা বলিলে সকল কার্যেরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করায় তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকে না । আর ব্রহ্মের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বপ্রযুক্ত সপক্ষত্ব হয় বলিয়া আর সে স্থলে হেতুর প্রবেশ হয় না, এজন্য এই হেতুতে অসাধারণ নামক হেতুভাস হইল । আর প্রথম অসম্মানে সংস্করণ চেতন যদি আকাশের উপাদান না হয়, তাহা হইলে সংসারিত্ব উপাধি হয় । আর দ্বিতীয় অসম্মানে সপক্ষটী সাধাবিকল হইল । যেহেতু পটেরও তদ্ব্যপন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব আমাদের ইষ্ট । আর তৃতীয় অসম্মানে কার্য্যবাদদ্বারা অনেকান্ত হেতুভাস হয়, যেহেতু তাহাবা সকল জগদ্বন্তী এবং প্রকৃতিতে অবৃত্তি হয় ।

এই অধিকরণটা ভারতীতীর্থ মুনি তাহার অধিকরণ মালা গ্রন্থে—যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এই—

বৈলক্ষণ্যাখ্যাতর্কেণ বাধ্যতেইত্ব ন বাধ্যতে ।

বাধ্যতে সাম্যানিয়মাং কার্য্যাকারণবস্তুনোঃ ॥

মৃদঘটাদৌ সমত্বেহপি দৃষ্টং বৃশ্চিকেকেশয়োঃ ।

স্বকারণেন বৈষম্যং তর্কভাসো ন বাধকঃ ॥

অসম্মান বৈলক্ষণ্যাখ্যাতর্কেণ সমত্বে বাধ্যতে ইত্ব ন বাধ্যতে, কার্য্যাকারণবস্তুনোঃ সাম্যানিয়মাং বাধ্যতে, মৃদঘটাদৌ সমত্বে অপি বৃশ্চিক-
কেশয়োঃ স্বকারণেন বৈষম্যং দৃষ্টম্, (অতঃ) তর্কভাসঃ ন বাধকঃ ।

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণং নাম

চতুর্থম্ অধিকরণম্ ।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ । ১২ *

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

বৈদিকশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতকবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিত্ত্বশ্চ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ কেনচিৎ অংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবৎ ব্যাপাশ্রিত্য যঃ তর্কনিমিত্তঃ আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষু উদ্ভাবিতঃ। স পরিহৃতঃ। ইদানীম্ অণাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিৎ মল্লমতিভিঃ বেদান্তবাক্যেষু পুনঃ তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধান-মল্লনিবর্হণন্যায়েন অতিদিশতি। পরিগৃহ্যন্তে ইতি পরিগ্রহা, ন পরিগ্রহাঃ “অপরিগ্রহাঃ” শিষ্টানাম্ অপরিগ্রহাঃ “শিষ্টাপরিগ্রহাঃ”। “এতেন” প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণ-কারণেন শিষ্টৈঃ মনুস্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিৎ অংশেন অপরিগৃহীতা যে অধাদিকারণবাদাঃ তে অপি প্রতিষিদ্ধতয়া “ব্যাখ্যাতা” নিরাকৃতা দ্রষ্টব্যঃ। তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণশ্চ ন অত্র পুনঃ আশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিৎ অস্মি। তুল্যম্ অত্রাপি পরমগম্বীরশ্চ জগৎকারণশ্চ তর্কানবগা-হ্যং, তর্কশ্চ অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অন্যথাহ্মনুমানেনহপি অবিমোক্ষঃ আগমবিরোধশ্চ ইত্যেবং জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥১২ [ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ । (৪)]

ভাষ্যানুবাদঃ। পরমাণুকারণতাবাদ খণ্ডন ।

বৈদিকদর্শনের অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ অতিশয় নিকটবর্তী বলিয়া এবং গুরুতর তর্কবলে উপেত অর্থাৎ যুক্ত বলিয়া বেদানুসারী কোন কোন শিষ্টগণকর্তৃক কোন কোন অংশে পরিগৃহীত হওয়ায় কপিলোক্ত প্রধানকারণবাদকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতি ব্যাপাশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন করিয়াও কোন কোন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বেদান্তবাক্যে পুনর্বার তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের আশঙ্কা করেন, এইজন্য সূত্রকার প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে অর্থাৎ যোদ্ধগণের মধ্যে প্রধান যোদ্ধাকে পরাজয় করিলে অল্প যোদ্ধগণও পরাজিত হয়—এই ন্যায়ে অতিদেশ্য করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার খণ্ডন কবিত্তেছেন। যাহা পরিগৃহীত অর্থাৎ স্বীকৃত হয়, তাহাকে পরিগ্রহ বলে, যাহা পরিগৃহীত হয় না, তাহার নাম অপরিগ্রহ, শিষ্ট অর্থাৎ আচার্যগণ যাহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাকে শিষ্টাপরিগ্রহ বলে। “এতেন” পদের অর্থ—প্রকৃত কারণে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কারণে, অর্থাৎ প্রধানকারণবাদ নিরাকরণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করা হইল তাহা দ্বারা, শিষ্টগণকর্তৃক অর্থাৎ মনুস্যাসপ্রভৃতি আচার্যগণকর্তৃক কোন অংশে অপরিগৃহীত যে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতি, সেগুলিও প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিবাকৃত হইল—জানিতে হইবে। নিরাকরণ করিবার কারণ তুল্য বলিয়া এখানে পুনর্বার আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। অর্থাৎ পরম গম্বীর অর্থাৎ অতিশয় দুর্বোধ, জগৎকারণের তর্কানবগাহ্য অর্থাৎ জগৎকারণের তর্কের অবিষয়ত্ব, আর অল্পপ্রকারে অনুমান করিলেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সংসার হঠাতে অবিমোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া, এবং আগমবিরোধ—এই জাতীয় সেই নিরাকরণ-কারণগুলি এখানেও তুল্যই হয় ॥১২ শ সূত্র। ইতি শিষ্টাপরিগ্রহনামক চতুর্থ অধিকরণ।

ভাষ্যতী :

ন কার্যং কারণাদ্ অভিন্নম্, অভেদে কারণরূপত্বং কার্যাস্বানুপপত্তেঃ, কেরোত্যাভানুপপত্তেঃ। অভূতপ্রাত্তর্ভাবনং হি তদর্থঃ। ন চ অশ্চ কারণাশ্চ কৈশ্চিদ্ অভূতম্ অস্মি, যদর্থম্ অয়ং পুরুষো যতেত। অভিব্যক্ত্যর্থমিতি চেৎ ? ন, তস্মা অপি কারণাশ্চ সত্ত্বাৎ, অসত্ত্বে বা অভিব্যক্ত্যপি তদ্বৎপ্রসঙ্গেন কারণাশ্চব্যবহাভাৎ। ন হি তদেব তদানীমেব অস্মি নাস্মি চ—ইতি যুক্ত্যতে।

কিঞ্চ ইদং মণিমস্তৌষধম্ ইন্দ্রজালং কার্যেণ শিক্ষিতং যৎ ইদম্ অজ্ঞাতানিরুদ্ধাতিশয়ম্ অব্য-

* “এই সূত্রে “শিষ্টাপরিগ্রহা” এই শব্দমাত্র পদ থাকায় এবং শব্দের স্পষ্ট অর্থদ্বারা পৃথক্ অর্থের সূচনা থাকায় ইহা একটা পৃথক্ অধিকরণের আদ্যক হইয়াছে। ইহাও সিদ্ধান্ত নহে।

(বৈশেষিকের তর্কসূসারেণ বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ । ১২]

ভাষ্যী ।

বধানম্ অদ্বৈতস্থানং চ ত্যৈব তদবশ্যেন্দ্রিয়স্তা পুংসঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ, যেন অস্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষম্ উপলব্ধং, কদাচিৎ অনুমানং, কদাচিৎ আগমঃ । কার্যাস্তরব্যবধিঃ অস্ত পারোক্ষ্যহেতুঃ ইতি চেৎ ? ন, কার্যজাতস্তা সদাতনত্বাৎ ।

অথাপি স্ম্যং কার্যাস্তরাণি পিণ্ডকপালশর্করার্চুকণপ্রভৃতীন কুন্ত্যং ব্যবদধতে, ততঃ কুন্ত্যস্ত পারোক্ষ্যং কদাচিৎ ইতি । তন্ন, তস্তা কার্যজাতস্তা কারণাত্মনঃ সদাতনত্বেন সর্বদা ব্যবধানেন কুন্ত্যস্ত অত্যন্তানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ । কদাচিৎকেষে বা কার্যজাতস্য ন কারণাত্মম্, নিত্যস্থানিত্য-লক্ষণবিরুদ্ধধর্মসংসর্গসা ভেদকত্বাৎ । ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধেন একত্র সহাসম্ভবঃ ইতি উক্তম্ । তস্মাৎ কারণাৎ কার্যম্ একান্তত এব ভিন্নম্ ।

ন চ ভেদে গবাস্থবৎ কার্যকারণভাবানুপপত্তিঃ ইতি সাম্প্রতম্ । অভেদেহপি কারণরূপবৎ তদানুপপত্তেঃ উক্তত্বাৎ, অত্যন্তভেদে চ কুন্ত্যকুন্ত্যকারয়োঃ নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবস্তা দর্শনাৎ । তস্মাৎ অত্যাধিক্যবিশেষেহপি সমবায়ভেদ এব উপাদানোপাদেয়ভাবনিয়মহেতুঃ । যস্তা অত্যাধিক্য ভবতঃ সমবায়ঃ তদুপাদেয়ম্, যত্র চ সমবায়ঃ তদুপাদানম্ । উপাদানত্বং চ কারণস্তা কার্য্যাৎ অল্পপরিমাণস্তা দৃষ্টম্, যথা—তস্মাদীনং পটাত্ম্যপাদানানাং পটাদিত্যো নানপরিমাণত্বম্ । চিদাত্মনস্তা পরমমহত উপাদানাৎ ন অত্যন্তাল্পপরিমাণম্ উপাদেয়ং ভবিতুম্ অর্হতি । তস্মাৎ যত্র ইদম্ অল্পতারতম্যং বিশ্রাম্যতি, যতো ন ক্ষোদীয়ঃ সম্ভবতি, তৎ জগতো মূলকারণং পরমাণুঃ । ক্ষোদীয়োহস্তরানন্ত্যে তু মেরুরাজসর্ষপায়াঃ তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ, অনন্ত্যাবয়বত্বাৎ উভয়োঃ । তস্মাৎ পরমমহতো ব্রহ্মণ উপাদানাৎ অভিন্নম্ উপাদেয়ং জগৎকার্যম্ অভিন্নত্বাৎ প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধাৎ সহস্রসংসারসংস্রগতসংসারশ্রুতিবৎ কথঞ্চিচ্ছবদ্যন্যদ্ব্যবস্থাত্যাব্যোয়া ইত্যধিকং শঙ্কমানঃ প্রতি সাংখ্যদূষণম্ অতিদিশতি—“এতেন” ইতি সূত্রেণ ।

অন্তার্থঃ—কারণাৎ কার্য্যস্তা ভেদং—

“তদনন্ত্যত্মারম্ভগুণশব্দাদিত্যঃ” । (২।১।১৪)

ইত্যত্র নিষেৎস্লামঃ । অবিভাসমারোপণেন চ কার্য্যস্তা ন্যানাধিক্যভাবম্, অত্যাধিক্যজকত্বাৎ উপেক্ষিত্যমহে । তেন বৈশেষিকাভ্যুভিমতস্তা তর্কস্তা শুদ্ধত্বেন অব্যবহিতে: সূত্রমিদং সাংখ্য-দূষণম্ অতিদিশতি । যত্র কথঞ্চিৎ বেদান্তসারিণঃ মদ্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতস্তা সাংখ্যতর্কস্তা এষা গতিঃ, তত্র পরমাধাদিবাদস্তা অত্যন্তবেদবাহ্যস্তা মদ্বাত্ম্যপেক্ষিতস্তা চ কা এব কথা ইতি ।

“কেনচিদ্ অংশেন” ইতি । সৃষ্টাদয়ো হি ব্যাপ্যাত্মাঃ, তে চ কিঞ্চিৎ সং অসদ্ বা পূর্বপক্ষ-ত্যাগোৎপ্রেক্ষিতমপি উদাহৃত্য ব্যাপ্যাত্ম্যে ইতি কেনচিদ্ অংশেন ইত্যুক্তম্ । সূত্রম্ অত্যাঃ ১২ । ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ । (৪)

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অতিদেহস্ত উপদেশবৎ সঙ্গতিঃ । যথাহি বেদবিপরীতত্বাৎ সাংখ্যাদিসংস্রিতঃ অন্তমূল্য, এবং ব্রহ্মকারণবৈগরীত্যাৎ জগৎ ন তদমূল্য । তদমূল্যে হি ততো মহৎ স্তাব্ । ন অল্পম্ ইতি, অত্যাধিক্যত্বাৎ অতিদেহঃ স্তাব্ ইতি, তাম্ আহ—“ন কার্য্যমি”তি । ইদম্ “আরম্ভগাধিকরণে” নিরসিমাণাপি অভ্যুচ্ছাদন ইহ নির্দিষ্টতঃ । যত্র বাক্যতে উপাদানত্বং চ কারণস্তা কার্য্যাৎ অল্পপরিমাণত্বেন দৃষ্টমিতি, সা এর এতদধিকরণে নিরস্তা ইতি । “এত” কার্য্যত্ব ইত্যর্থঃ । কুলানিবিধ্যাপারায় প্রাক্ যদ, ঘটরহিতা, তদানীং বোধ্যত্বেন সতি অনুপলভ্যমান-ঘটক্যৎ, গগনবৎ ; ততচ্চ সৎবিরোধাৎ ন কার্য্যকারণয়োঃ ঐক্যম্ ইত্যাহ—“কিঞ্চে”তি । “যেনে”তি অর্গণতপ্রত্যক্ষপোষত্বেন ইত্যর্থঃ । ঘটাদিকার্য্যত্ব প্রাক্ উপলভ্যে: সৎসে মানম্ “অনবকরণাৎ” ইত্যাদ্যনুমানতঃ উপলভ্য: অমুমিতিঃ ইতি অনুমানম্ । জগতস্তা আগন্তুত্বাৎ আগমজ উপলভ্য আগমঃ । ঘটো যদি ভিন্নো যদঃ, তর্হি-তৎকার্য্যং ন স্তাব্, অস্ববৎ ইতি তর্কস্ত, স ততো যদি অভিন্নঃ, তর্হি তৎকার্য্যং ন স্তাব্, যদ্বৎ ইতি প্রতিরোধন উক্ত্য, মূলশিলায় আহ—“অভ্যে”তি । নহু যদি কুত্যাৎ কুত্কার্য্যদো: অভ্যন্তভেদঃ, তর্হি কথম্ উপাদান-নিমিত্ত্যবস্থা অত আহ—“তস্মাদি”তি । পরমাণোরপি বৃত্তত্বাৎ সূত্রতরাস্তরারম্ভত্বম্ অতো ন সূত্রবিশ্রাতিঃ, অত আহ—“ক্ষোদীয়োহস্তরেন”তি । “সংস্রসংসারসংস্র”তি । “পক্ষপক্ষাংশতত্ত্ববৃত্তঃ সৎসংসারঃ পক্ষপক্ষাংশতঃ পক্ষপক্ষাংশতঃ সৎসংসারঃ পক্ষপক্ষাংশতঃ একবিংশা, বিশ্বব্রহ্মান্ অরনে সহস্রসংসারম্ উপযতি” ইত্যত্র, সৎসংসারকত্ব হি উপপত্তিবাক্যে মুখ্যার্থল্যাৎ ভাবদ্যাদিকরণসাদিসিদ্ধসমুদায়ভাবিকারত্বাৎ

(বৈশেষিকের তর্কাসুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ ১২২]

বেদান্তকরতরঃ ।

অশঙ্ক্য বটে সিদ্ধান্তিতম্ । প্রকৃতৌ হি “বাদনাং ত্রয়স্ত্রিভূতো ভবন্তি ত্রয়ঃ পক্ষপনাস্ত্রয়ঃ সপ্তদশান্ত্রয়ঃ একবিংশা” ইতি ত্রিবিধানিশঙ্ক্যঃ ত্রিবিধানিতোজ্জ্বলিশিষ্টাঃ পরাঃ সমধিগতাঃ । এবং চ অত্রাপি পক্ষপকাশতঃ ত্রিভূতঃ সযৎসরা ইত্যাদ্যোপপত্তিবাক্যো অহংপরত্রিবিধানিশঙ্ক্যৈঃ নিশ্চিতার্থৈঃ সামান্যধিকরণাৎ সযৎসরশব্দস্ত স্বয়ং সৌরচাত্ত্বাদিনানোপাধিভেদে অনির্ধারিতার্থস্ত অহংপরতৈব । এবং চ উৎপত্তিম্ আলোচ্য সহস্রসযৎসরশব্দোহপি সহস্রবিবসসাধাকর্ণপরঃ । ঔষধাদিসিদ্ধিকল্পনাপি এবং ন ভবন্তি । তন্মাৎ যদুহঃ অধিকারীতি । আরন্তে হি নানপরিশাণাৎ মহদুহঃনিয়মা ন নিবর্ততে । উন্নততরগিরিশিখরবস্ত্রমহাতরুণু ভূমিষ্ঠস্ত দুর্লভাকারনির্ভাসপ্রতিভাদোপলভ্যৎ ইত্যাহ —“অবিজ্ঞানমারোপেণ” ইতি ১২২ । ইতি চতুর্থঃ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ । (৪)

ভাস্যতীর্থ অনুবাদ । ভেদবাদদ্বারা সাংখ্যের ভেদাভেদবাদ খণ্ডন ।

কার্য কারণ হইতে অভিন্ন নহে, উভয়ের অভেদ হইলে কারণস্বরূপের মত তাহা কার্য হইতে পারিত না, অর্থাৎ কারণ যেমন কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া নিজেই নিজের কার্য নহে, তদ্রূপ কার্য কারণ হইতে অভিন্ন হইলে তাহা আর কার্য হইতে পারে না, এবং কৃধাতুর অর্থও অহুপপন্ন হইত, অর্থাৎ পুরুষপ্রযুক্তও সঙ্গত হইতে পারিত না ; কারণ, অভূতপ্রাত্ত্বতীবনরূপ প্রযুক্তই কৃধাতুর অর্থ, অর্থাৎ যাহা ছিল না, তাহাকে আবির্ভূত করাই হইল কৃধাতুর অর্থ । আর কার্য যদি কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অভূত অর্থাৎ কোন কিছু ছিল না, এমন হয় না—যে জগৎ এই ব্যক্তি যত্ন করিবে ?

যদি বল, কার্যের অভিব্যক্তির জগৎ পুরুষ যত্ন করিবে ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহাও কারণাত্মক বলিয়া বর্তমান থাকে । যদি না থাকিত, তাহা হইলে, অভিব্যক্তি অর্থাৎ যাহাকে ব্যক্ত করা হয়, তাহারও তদবৎপ্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ তাহাও অসৎ হইয়া পড়িত, এজন্ত কারণস্বরূপত্বের ব্যাঘাত ঘটিত । কারণ, সেই বস্তুই সেই সময়েই আছে ও নাই—ইহা হইতে পারে না ।

আরও কথা এই যে, এই কার্য কি মণি ময় ঔষধ ও ইন্দ্রজাল, অর্থাৎ যাহার দ্বারা লোককে মুগ্ধ করা যায়—এইরূপ কোন বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছে যে, সে অজ্ঞাতানিরুদ্ধাতিশয় হইল, অর্থাৎ ইহাতে অভিশয় অর্থাৎ নূতন কিছু জন্মিল না, নূতন কিছু নিরুদ্ধ অর্থাৎ নষ্টও হইল না, আবাবধান রহিল, অর্থাৎ কিছু দ্বারা ব্যবহৃত হইল না, এবং অবিরুদ্ধস্থান হইল, অর্থাৎ ইহা দূরবর্তীও নহে, অথচ সেই তদবৎশুদ্ধি পুরুষের অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারণ ও কার্যাবস্তকে দেখিতেছেন এবং পূর্বের মত যাহার চকুরাদি ইন্দ্রিয়ও ঠিক আছে, সেই পুরুষেরই কখনও প্রত্যক্ষ হইতেছে, আবার কখনও পরোক্ষ হইতেছে, যাহার জগৎ ইহার কখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধন হইতেছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতেছে, কখনও অহুমান অর্থাৎ অহুমিতি হইতেছে, কখনও বা আগম অর্থাৎ শাস্ত্রবোধ হইতেছে ?

যদি বল—কার্যাস্তবব্যবধি অর্থাৎ অন্য কোন একটা কার্যদ্বারা ব্যবধান ইহার পারোক্ষের হেতু, অর্থাৎ কার্যটিকে দেখিতে না পাইবার কারণ ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, কার্যাসমূহ ত সদাতন অর্থাৎ সর্বদাই কারণে থাকে, অর্থাৎ কার্যাসমূহ সর্বদাই কারণে থাকে বলিয়া সর্বদাই তাহার দ্বারা ব্যবধান হইয়া যাইলে কোন সময়েই আর কার্যাবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না ।

আর যদি এরূপ হয় যে,—কার্যাস্তবগুলি অর্থাৎ পিও কপাল শর্করা চূর্ণ ও কণাপ্রভৃতি যুক্তিকার যতপ্রকার কার্য আছে, সকলেই কুন্তকে ব্যবধান করে, অর্থাৎ আবরণ করিয়া রাখে, এইজন্য কদাচিত্ কুন্তের প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন—কুন্ত উৎপত্তির পূর্বে কপালপ্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া দৃষ্ট হয় না, আবার উৎপত্তির পরে আবরণ থাকে না বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, ইত্যাদি । তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না । কারণ, (তোমার মতে) কার্যাসমূহ কারণস্বরূপ বলিয়া সদাতন অর্থাৎ সর্বদাই বর্তমান থাকায় সর্বদা ব্যবধানবশতঃ অর্থাৎ সকল সময়েই আবরণপ্রযুক্ত কুন্তের অত্যন্ত অহুপলব্ধি হইত, অর্থাৎ কোন সময়েই কুন্ত দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না ।

যদি বল—কার্যাসমূহ কদাচিত্ অর্থাৎ পিও কপালপ্রভৃতি কার্যাসমূহ কখন থাকে, কখন থাকে না বলিব, তাহা হইলে বলিব—কার্যাসমূহ আর কারণস্বরূপ হইতে পারিল না । যেহেতু, নিত্যত্বলক্ষণ ও অনিত্যত্বলক্ষণ যে বিরুদ্ধধর্ম, তাহার যে সংসর্গ, তাহাই ভেদক হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে কারণ নিত্য হইল এবং কার্য অনিত্য—এই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম, কার্য ও কারণের ভেদ জন্মাইয়া দিবে ।

আর ভেদ ও অভেদের পরস্পর বিরোধবশতঃ একত্র সহাসম্ভব অর্থাৎ একস্থানে একসঙ্গে থাকা সম্ভব নহে, ইহা পূর্বে (চতুর্থহস্তের পরিণামিনিত্যত্বের ব্যাখ্যাতে) বলা হইয়াছে । সেই হেতু কার্যপদার্থ কারণবস্তুর অপেক্ষা অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু ।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এভেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ । ১২]

বৈশেষিককর্তৃক সাংখ্যের উত্তর কল্পনা করিয়া গণন ।

আর যদি বল—কার্য ও কারণের ভেদ থাকিলে গো এবং অশ্বের পরস্পর ভেদবশতঃ যেমন তাহাদের কার্য-কারণভাব নাই, তেমনই এস্থলে কার্যাকারণভাবের অসুপপত্তি হইবে, কিন্তু ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, কার্য-কারণের অভেদ স্বীকার করিলেও কারণস্বরূপের মত কার্যত্বের অন্তুপপত্তি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ কার্যাকারণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলে যেমন কার্যাকারণভাবের উপপত্তি হয় না, সেইরূপ অত্যন্ত অভিন্ন হইলেও কণাভিন্ন কাথোর কার্যত্ব উপপন্ন হয় না । আর কার্যাকারণের অত্যন্ত ভেদ থাকিলে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকারের নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব অর্থাৎ কারণকার্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব অশ্বত্বের অবিশেষেও অর্থাৎ ভেদের কোন তারতম্য না থাকিলেও সমবায়ভেদই, অর্থাৎ সমবায় নামক সন্ধবিশেষই, উপাদান-উপাদেয়ভাবের, অর্থাৎ ইহা ইহার উপাদানকারণ, এবং ইহা ইহার উপাদেয় অর্থাৎ কার্য—এইরূপ নিয়মের হেতু হয় । (‘অভূত্বা’ অর্থাৎ না হইয়া অর্থাৎ পূর্বে ছিল না (‘বস্তু ভবতঃ’ অর্থাৎ) এখন হইতেছে এইরূপ যে বস্তুর সমবায় হয়, অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বীর সন্ধ হয়, সেই বস্তুটী উপাদেয়, অর্থাৎ যাহার সমবায় তাহাই উপাদেয়, আর যাহাতে সমবায় থাকে, তাহাকে উপাদান বলে । (যেমন খটকার্ঘ্যটী উৎপন্ন হইয়া তাহার কারণ যে কপালঘয়, তাহাতে সমবায়সন্ধেই থাকে বলা হয় ।)

পরমাণুবাদ স্থাপন ।

আর কার্য অপেক্ষা অল্পপরিমাণ কারণেরই উপাদানত্ব দেখা যায়, যেমন কাপড়প্রভৃতির উপাদানকারণ তত্ত্বপ্রভৃতি কাপড় অপেক্ষা অল্পপরিমাণ হয় । কিন্তু অতি বৃহৎ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে অত্যন্ত অল্পপরিমাণ এই জগৎরূপ কার্য হইতে পারে না । অতএব যেখানে এই অল্পের তারতম্য শেষ হয়—যাহা অপেক্ষা অতিক্রম বস্তু সম্ভব হয় না, সেই পরমাণু জগতের মূলকারণ । কিন্তু পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রবস্তুর ক্ষুদ্রত্বের যদি আনন্ত্য হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বের শেষ না থাকে, তাহা হইলে মেরুবাজ ও সর্ষপের তুল্য পরিমাণত্বপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ মেরু ও সর্ষপের পরিমাণ সমান হইয়া পড়ে, কারণ উভয়েরই অবয়বধারা অনন্ত । সেই হেতু অতিবৃহৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উপাদেয় জগৎরূপ কার্য অভিন্ন, এই কথা যে শ্রুতি অভিধান করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন, তাহাকে, প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য অর্থাৎ যাহার প্রামাণ্য স্থির আছে, সেই তর্কের সহিত বিরোধ হওয়ায় “সহস্রসম্বৎসরসত্ত্বব্যাক্ষিত সন্ধৎসর” শ্রুতিকে যেমন কোনরূপে লক্ষণাবৃত্তিধায়া সহস্র দিন অর্থ করা হয়, সেইরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত—এইরূপে অতিশয় আশঙ্কাকারী বৈশেষিককে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার “এভেন” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সাংখ্যমতে প্রদত্ত দোষের অতিদেশ করিতেছেন ।

বৈশেষিকের পরমাণুবাদ বেদান্তীকর্তৃক খণ্ডন ।

ইহার অর্থ—“তদনন্তত্বম্ আরম্ভগণশ্চাদিত্যঃ” (২।১।১৪) এই সূত্রে কারণ হইতে কার্যের ভেদকে আমরা নিষেধ করিব । অবিচ্ছাজনিত সমারোপদ্বারা অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ কার্যের অল্পতা ও আদিক্য হয়, তাহা অশ্রু প্রয়োজকত্বনিবন্ধন অর্থাৎ অন্তাকারণ প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ উপাদানকারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অবিচ্ছাবশতঃ হয় বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিব, অর্থাৎ অতিবৃহৎ হইতে অতিক্রম জগৎ কি করিয়া হইল—ইহা মইয়া আর চিন্তা করিব না । সেইজন্ত বৈশেষিকাদির অভিমত তর্ক, শুক বলিয়া অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণহীন বলিয়া তাহার অব্যবস্থিতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাহার স্থায়িত্ব না থাকায় এই সূত্রটী সাংখ্যমতে প্রদত্ত দোষকে অতিদেশ করিতেছে, অর্থাৎ এখানেও প্রয়োগ করিতেছে । যে সাংখ্যমত কোন রকমে বেদের অনুকরণ করিয়াছে এবং মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণকর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই সাংখ্যতর্কের যেখানে এই গতি হইল, তখন অত্যন্ত বেদবহির্ভূত এবং মন্বাদিকর্তৃক উপেক্ষিত পরমাণুদিবাদের কথা আর কি বলিব ?

“কেনচিৎ অংশেন” ইহার অর্থ এই—যেহেতু সৃষ্টাদিপদার্থ ব্যাপ্তাচ বিষয়, আর সেই পদার্থগুলি পূর্বপক্ষভায়ে উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ কল্পিত যে সং অথবা অসং তাহাদের মধ্যে কোন একটিকে উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদিত হয়, এইজন্য “কেনচিৎ অংশেন” এইরূপ বলিতেছেন । ইহা ভিন্ন ভাষ্যের অপরাংশ অনাম্যসেই বুঝা যাইবে । ইহাই হইল শিষ্টাপরিগ্রহনামক এই চতুর্থ অধিকরণ ১:২ সূত্র ।

শিষ্টাপরিগ্রহনামক চতুর্থ অধিকরণের ভাষণ ।

এই অধিকরণটী এই পাদের চতুর্থ—অধিকরণ । ইহাতে একটী মাত্র সূত্র আছে এবং তাহা উপরেই প্রদত্ত হইয়াছে । এতদ্বারা পরমাণুবাদী বৈশেষিক ও সর্কান্তিবাদী বৌদ্ধমতের খণ্ডন করা হইয়াছে । সাংখ্য-মতের তর্ক খণ্ডনের পর ইহাদের তর্ক খণ্ডন করিয়া জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ প্রতিপন্ন করায় ইহাতে পূর্বাধিকরণের অতিদেশমাত্র অর্থাৎ পূর্ববিচারের জায় এই বিচারটীও বৃদ্ধিতে হইবে । ইহার জ্ঞানাবয়বপ্রভৃতি এই—

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[এতেন শিষ্টোপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ ১১২]

শিষ্টোপরিগ্রহাধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য ।

- (১) সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি—
অধ্যায়সঙ্গতি—
পদসঙ্গতি—
অধিকরণসঙ্গতি—

- (২) বিষয়—চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, পরমাণু নহে, এইভাবে ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়টি—বিষয় ।
(৩) সন্দেহ—ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে, যেহেতু তাহা বিভূ, যেমন আকাশ—ইতাদি । তাকিকের অভিমত এই ন্যায়দ্বারা বেদান্তের ব্রহ্মকারণত্ববোধক যে সমন্বয় তাহা বিরুদ্ধ হয় কি—না, ইহাই সন্দেহ ।
(৪) ফলভেদ—পূর্বাধিকরণের ন্যায় । অর্থাৎ পূর্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে তাহা সিদ্ধ ।
(৫) পূর্বপক্ষ—সন্দেহের অন্তর্গত প্রথম কোটি অনুসারে বেদান্তের ব্রহ্মকারণত্ববোধক যে সমন্বয়, তাহা বিরুদ্ধই হয় । কারণ, ইহা অবাধিতই থাকে । সেই হেতু অণুপ্রতীতি—জগতের উপাদানকারণ, ব্রহ্ম নহে । ইহাই পূর্বপক্ষ ।
(৬) সিদ্ধান্তপক্ষ—উক্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য এই সূত্রটি । এতদ্বারা অর্থাৎ প্রধানকারণতাবাদ-নিরাকরণরূপ কারণদ্বারা শিষ্ট মনুস্যাসপ্রতীতিকর্তৃক অপরিগৃহীত যে পরমাণুকারণবাদ, তাহাও নিরাকৃত হইল । যেহেতু সেই তর্ক বেদদ্বারা বাধিত । ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ । বিস্তৃতবিবরণ অনুবাদমধ্যে দ্রষ্টব্য ।

এস্থলে এই অধিকরণবর্ণনোপলক্ষ্যে ভাষা ও ভ্রমতীর সংক্ষেপ এইরূপ, যথা—

পূর্বপক্ষ—অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই অবচ্ছিন্ন কাথোর উপাদান—এই বিষয়ক যে শ্রুতি আছে, তাহার, উপাদান হইতে কার্য্য মহৎপরিমাণ—এই অনুমানদ্বারা সংকোচ করা উচিত কি না—এইরূপ সন্দেহ হইলে, অতিদেশত্ব-প্রযুক্ত উপদেশের দ্বারা এস্থলে পূর্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে । যেমন বেদের বিপরীত বলিয়া সাংখ্যদ্বারা বেদমূলক নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মোপাদানবিপরীতাপ্রযুক্ত জগৎও ব্রহ্মমূলক নহে । জগৎ ব্রহ্মমূলক হইলে ব্রহ্ম হইতে বৃহৎ হইত, অল্প হইত না, এস্থলে ইহাই অধিক আশঙ্কা । যথা—

উপাদানস্ত তজ্জাদেঃ পটাদে ন্যূনতা যতঃ ।

জগদ্ব্যপ্তং ততো ন্যূনপরিমাণং প্রতীয়তে ॥

অর্থাৎ যেমন পটের উপাদান তন্তু, পট হইতে নানপরিমাণ হয়, তদ্রূপ জগতের মূল, জগৎ অপেক্ষা নূন-পরিমাণ হওয়া উচিত । পট হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রসরেণ পর্য্যন্ত মহৎ অবয়ববিগণ তদপেক্ষা নূনপরিমাণ উপাদানদ্বারা আরম্ভ হয় । ইহার অনুমান যথা—

ত্রসরেণু সাবয়ব	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা চান্দ্রবদ্রব্য	(হেতু)
যেমন খট	(উদাহরণ)

আর যাহা ত্রসরেণুর অবয়ব তাহাই ঘণ্টক, তাহা এই প্রকারে অনুমিত হয়—

ত্রসরেণুর অবয়বগুলি সাবয়ব	(প্রতিজ্ঞা)
মহতের প্রতি অবয়বত্বপ্রযুক্ত	(হেতু)
যেমন তন্তু	(উদাহরণ)

এই অনুমানদ্বারা ঘণ্টকের অবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হয় । আর পরমাণুরও মূর্ত্তাদি হেতুদ্বারা সাবয়বত্ব অনুমেয় হয় না । কারণ, তাহা হইলে তাহাদের অবয়বেরও সাবয়বত্ব আপত্তি হয়, আর তজ্জন্য স্তম্ভক ও সর্বপ, অনন্ত অবয়বারূপ হয় বলিয়া সমপরিমাণ হইয়া পড়ে । সেই হেতু জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে ।

সিদ্ধান্তী এতদ্বস্তরে বলেন—

শিষ্টোপরিগ্রহা ন্যূতির্বাধ্যা যদা বেদবিরোধতঃ ।

কা কথা তৎপরিভ্যস্তে মত্তে বেদোপবাসিতে ॥

ভোক্তৃপদার্থিকরণং নাম

পঞ্চমম্ অধিকরণম্ ।

(প্রত্যক্ষানুসারেণ বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

ভোক্তৃপত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রাল্লোকবৎ । ১৩

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ ও তাহার তাৎপৰ্য্য ।

আরম্ভেহ্মান্নহজ্ঞান্য বিবর্তে নিয়মো ন হি ।

ভুক্ষন্ত গিরিক্ষেষু দুর্কীভারোপদর্শনাৎ ॥

অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধবশতঃ যখন শিষ্টগণের ইষ্ট স্মৃতিও বাধ্য হয়, তখন বেদবোধিত শিষ্টপরিভাক্ত স্মৃতির আর কথা কি ? আরম্ভবাদে অল্প হইতে মহতের জ্ঞান স্বীকার্য্য হয়, বিবর্তবাদে ইহার কোন নিয়ম নাই । ভূমিদেগে অবস্থিত ব্যক্তি পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষসমূহে দুর্কীভারের আরোপ করে—দেখা যায় ।

আর ত্রসরেণুর অবয়বের যে সাবয়ব অল্পমান, তাহাতে মহত্বটী উপাধি হয় । অথবা এতদ্বারা পরমাণুর নিরবয়ব হউক, তথাপি তাহাব নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না । যেহেতু—

ত্রসরেণু কার্য্যাবয়বাবয়ব, অর্থাৎ তাহার অবয়বের অবয়ব পরমাণু কার্য্যপদার্থ (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু তাহা মহৎকার্য্য ... (হেতু)

যেমন পট ... (উদাহরণ)

এতদ্বারা পরমাণুর কার্য্যভেদ অল্পমান হয় । আচ্ছা, তাহাই হউক—পরমাণু যদি কার্য্যভব্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব হয়, যেমন ঘট; আর তাহা হইলে অবয়বের অনবস্থা হইলে ত্রসরেণু ও সপের পরিমাণের সাম্যাপত্তি হয়—যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না । কারণ—

এই ঘট এতদভিন্নসাবয়ববহুত্বহিত কার্য্যভব্য হইতে ভিন্ন ... (প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু প্রমেয় ... (হেতু)

যেমন ঘট ... (উদাহরণ)

এতদ্বারা নিরবয়ব কার্য্যভব্য সিদ্ধ হইলে এই তর্কের মূলশৈথিল্য হইয়া যায় । আর তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব হইলেও, বাহার নিত্যত্ব, শ্রুতি হইতে অবগত হইয়াছি, সেই মূলকারণ ব্রহ্ম হইতেই তাহা উৎপন্ন হইবে ।

এই শিষ্টাপরিগ্রহ নামক চতুর্থ অধিকরণটী ভাবতীতীর্থ স্বামী—তাঁহার অধিকরণ মালা গ্রন্থে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এই—

বাধোহস্তি পরমাখাদিমতৈ নো বা যতঃ পটঃ ।

নানতন্তুভিরারকো দৃষ্টোহতো বাধ্যতে মতৈঃ ॥

শিষ্টেষ্টাপি স্মৃতিস্ত্যক্তা শিষ্টতাক্তমতং কিমু ।

নাতো বাধো বিবর্তে তু ন্যানহনিয়মো নহি ॥

অর্থ—পরমাণুদিমতৈঃ বাধঃ অস্তি নো বা ? যতঃ পটঃ নানতন্তুভিঃ আরকঃ দৃষ্টঃ, যতঃ মতৈঃ বাধ্যতে । শিষ্টেষ্টা স্মৃতিঃ অপি ত্যক্তা, শিষ্টতাক্তমতং কিমু, অতঃ ন বাধঃ বিবর্তে তু নহি ন্যানহনিয়মঃ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

ভোক্তৃপত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রাল্লোকবৎ । ১৩ *

অতথা পুনঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ তর্কনলেনৈব আক্ষিপ্যতে । যত্বেপি প্রমাণঃ প্রমাণঃ স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারে অত্বেপরা ভবিতুম্ অর্হতি । যথা গম্ভার্ববাদো ।

* এই পুত্রে একটি অধিকরণ হইয়াছে । এখানে “অবিভাগঃ” এই শব্দমাত্র পদ থাকায় এটি অধিকরণাত্মক পুত্রে হইয়াছে । “ভোক্তৃপত্তেঃ অবিভাগশ্চেৎ” পদ্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ এবং “শ্রাল্লোকবৎ” এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ । অথার ও পাদের আরম্ভ না হইলে পুত্রেমধ্যে “ইতি চেৎ” বা “চেৎ” শব্দের প্রয়োগদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে—“গোপশ্চেৎ নাস্ত্বপদাৎ” এই ১১১৯ পুত্রের মত সে পুত্রটী অধিকরণ আরম্ভক হয় না—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বপুত্রে “বাধ্যতাঃ” পদদ্বারা বিচারশেষ হইয়াছে—অথবা “ভোক্তৃপত্তেঃ” এই হেতুনির্ণয় করিয়া “ইতি চেৎ” বা “চেৎ” পদদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ রহিয়াছে । সুতরাং হেতুনির্ণয়সহকারে পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে তাহা অধিকরণ আরম্ভক হয়—ইহাই নিয়ম । “গোপশ্চেৎ” পুত্রে হেতুনির্ণয় নাই । মাধভায়ে এই অধিকরণের সঙ্গে পর পুত্রটীও গৃহীত হইয়াছে । অপর ভাষ্যগুলি শাস্ত্র বাখ্যাইই অনুকূল ।

প্রথমপাদঃ--ভোক্তাপ্রত্যক্ষিকরণম্ । (৫) ৬৭

(এতাক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ভোক্তাপ্রত্যক্ষবিভাগশ্চেৎ স্ত্রীলোকবৎ । ১৩]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

তর্কোহপি স্ববিষয়াৎ অন্ততঃ প্রতীতিঃ স্ত্রীং, যথা ধর্মাদিধর্ময়োঃ । কিম্ অতঃ, যদি এবম্ ? অত ইদম্ অযুক্তং, যৎ, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থবোধনং ক্রতেঃ । কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধঃ অর্থঃ ক্রত্যা বাধ্যতে ইতি ? অত্র উচ্যতে—প্রসিদ্ধো হি অয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগো লোকে, ভোক্তা চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি । যথা—ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোজ্য ওদন ইতি । তস্মৈ চ বিভাগস্ত অভাবঃ প্রসজ্যেত, যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবম্ আপত্তেত । ভোগ্যঃ বা ভোক্তৃভাবম্ আপত্তেত । তয়োশ্চ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্তত্বাৎ প্রসজ্যেত । ন চ অস্ত্য প্রসিদ্ধস্ত্য বিভাগস্ত্য বাধনং যুক্তম্ । যথা তু অদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ বিভাগো দৃষ্টঃ, তথা অতীতানাগতয়োঃপি কল্পয়িতব্যঃ । তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্ত্য অস্ত্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্ত্য অভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তম্ ইদং ব্রহ্মকারণতাবধারণম্ ইতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ ? তং প্রতি ক্রিয়াৎ—“স্ত্রীং লোকবৎ” ইতি । উপপদ্যতে এব অয়ম্ অস্ত্য-পক্ষেহপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । তথাহি—সমুদ্রাৎ উদকাস্থানঃ অনন্তত্বেহপি তদ-বিকারানাং ফেনবীচিতরজবুদ্বাদীনাং ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে । ন চ সমুদ্রাৎ উদকাস্থানঃ অনন্তত্বেহপি তদ্বিকারানাং ফেনতরজাদীনাং ইতরেতর-ভাবাপত্তিঃ ভবতি । ন চ তেষাম্ ইতরেতরভাবানাপত্তৌ অপি সমুদ্রাস্থানঃ অন্যত্বং ভবতি ; এবম্ ইহাপি । ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ, ন চ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যত্বং ভবিস্ততি । যত্বেপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ,—

“তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” (তৈঃ ২।৬) ইতি—

অষ্টুরেব অবিকৃতস্ত্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বপ্রবণাৎ, তথাপি কার্য্যম্ অনুপ্রবিষ্টস্ত্য অস্তি উপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্ত্য ইব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বেহপি উপপদ্যতে ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরজাদিন্যায়েন ইতি উক্তম্ । ১৩ [ইতি পঞ্চমং ভোক্তাপ্রত্যক্ষিকরণম্] (৫) ।

ভাষ্যানুবাদ । অত্বে ভোক্তৃভোগ্যবিভাগলোপশঙ্কা নিরাস ।

[স্বার্থ—ভোক্তাপ্রত্যক্ষঃ ভোক্তার আপত্তি হয় বলিয়া অবিভাগঃ অবিভাগ হয়, অর্থাৎ জগতের ব্রহ্ম-কারণতাবাদ স্বীকার করিলে ভোক্তাই ভোগ্য হয়, এইরূপে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ থাকে না, চেৎ ইহা যদি বল, এতদুত্তরে বলা হইতেছে—স্ত্রীং লোকবৎ ইহা লোকে দৃষ্টবিষয়ের স্ত্রী হয়, অর্থাৎ বিভাগ থাকে, লোকে যেমন উপাধিভেদে এক বস্তুকে বিভিন্ন বলে, এস্থলেও ব্রহ্মের উপাধিভেদে ব্রহ্মে ভোক্তৃভোগ্যভেদ হয় ।]

অন্যপ্রকার আবার ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর তর্কের সাহায্যেই আক্ষেপ করা হইতেছে । যথা—যদিও শ্রুতি স্ববিষয়ে প্রমাণ, তথাপি অন্যপ্রমাণদ্বারা বিষয়ের অপহার হইলে, অর্থাৎ শ্রুতার্থে বাধা ঘটিলে, শ্রুতি অন্যপরা হইবার যোগ্য হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করা উচিত হয় । যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ-শ্রুতিকে অন্যপরা করা হয় ; অর্থাৎ মন্ত্র ও অর্থবাদের যথাক্রম অর্থবোধে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা বাধা হইলে গৌণ অর্থ করা হয় । এইরূপ তর্কও স্ববিষয় অর্থাৎ তর্কণ্যবিষয় হইতে অন্ত্যবিষয়ে প্রতীতিষ্ঠিত হয়, যেমন ধর্ম ও অর্থবিষয়ে তর্ক প্রতীতিষ্ঠিত হয় । আচ্ছা, যদি এরূপ হয়, ইহা হইতে কি হইল ? ইহা হইতে হইল এই যে, প্রমাণান্তরদ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থের যে শ্রুতিকর্তৃক বাধাদান তাহা অন্যায় ? আচ্ছা, কি করিয়া আবার প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থকে শ্রুতি বাধা দিল ? এ বিষয়ে বলা হইতেছে যে, লোকমধ্যে এই ভোক্তৃভোগ্যের বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে—ভোক্তা হইতেছে—চেতনশারীর অর্থাৎ জীব, আর ভোগ্য হইতেছে—শব্দাদি বিষয় । যেমন ভোক্তা দেবদত্ত ও ভোজ্য ওদন অর্থাৎ অন্ন । আর (অবিভাগঃ চেৎ) সেই বিভাগের অভাব প্রসক্ত হইয়া যায়, যদি (ভোক্তাপ্রত্যক্ষঃ) ভোক্তা ভোগ্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া যায়, অথবা ভোগ্য ভোক্তৃভাবপ্রাপ্ত হইয়া যায় । অপর পরমকারণ ব্রহ্ম

(অত্য়াক্ষানুসারেণ বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ভোক্তৃপাত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রীলোকবৎ ১৩]

ভাষ্যানুবাদ । কাথাগত ভোক্তা ও ভোগের ব্যবস্থা ।

হইতে অনন্য বলিয়া তাহাদের অর্থাৎ সেই ভোক্তা ও ভোগের ইত্যেতরভাবপ্রাপ্তি প্রসক্ত হইত, অর্থাৎ ভোক্তা ভোগ্য হইয়া যাইত এবং ভোগ্য ভোক্তা হইয়া যাইত । আর এই প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা হওয়া উচিত নহে । যেমন বর্তমানে ভোক্তৃভোগ্যের বিভাগ দেখা যায়, সেইরূপই অতীত ও ভবিষ্যৎকালেও ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগ কল্পনা করিতে হইবে । সেই হেতু প্রসিদ্ধ এই ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গপ্রযুক্ত অর্থাৎ অভাব হইয়া যায় বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া যে অবধারণ অর্থাৎ স্থির করা, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত—এইরূপ যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে—**শ্রীং লোকবৎ**, অর্থাৎ ইহা লোকবৎ হইবে । আমাদের পক্ষেও এই বিভাগ উপপন্ন হয় ; কারণ, লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন—উদকাস্রক সমুদ্র হইতে অর্থাৎ জলময় সমুদ্র হইতে অনন্য হইলেও সেই সমুদ্রের বিকার যে, ফেনা তরঙ্গ ও বৃষুদ প্রভৃতি, তাহাদের ইত্যেতরবিভাগ অর্থাৎ পরস্পরের পার্থক্য এবং ইত্যেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণ ব্যবহার, অর্থাৎ পরস্পরের সংসর্গরূপ ব্যবহার উপপন্ন হয় । আর উদকাস্রক সমুদ্র হইতে অনন্য হইলেও সমুদ্রের বিকার ফেনা তরঙ্গ প্রভৃতিব ইত্যেতরভাবাপত্তি অর্থাৎ পরস্পরের পরস্পরভাবপ্রাপ্তি ঘটে না । অর্থাৎ ফেনা কখন তরঙ্গ হয় না । আর সেই ফেনতরঙ্গাদির ইত্যেতরভাবপ্রাপ্তি না হইলেও সমুদ্রস্বরূপ হইতে তাহাদের অন্যত্ব হয় না, অর্থাৎ সমুদ্র হইতে পার্থক্য হয় না । এইরূপ এখানেও হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগের ইত্যেতরভাবাপত্তিও হইবে না এবং পরমব্রহ্ম হইতে সেই ভোক্তা ও ভোগের অন্যত্বও হইবে না । যদিও ভোক্তা জীব, ব্রহ্মের বিকার নহে, কারণ—

“তৎ সৃষ্টা তদেব অনুপ্রাণিশৎ” (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ কবিলেন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অবিকৃত সৃষ্টিকর্তারই কার্যে অনুপ্রবেশদ্বারা ভোক্তৃত্ব হইয়াছিল ; তাহা হইলেও যিনি কার্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাধিনিমিত্ত বিভাগ হয় ; যেমন খাঁদি-উপাধিনিমিত্ত আকাশের বিভাগ হয় । এইজন্য পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অনন্য হইলেও অর্থাৎ অভিন্ন হইলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি-ন্যায়ে ভোক্তা ও ভোগ্যস্বরূপ বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে—ইহা বলা হইল ১৩ । ইহাই হইল ভোক্তৃপাত্তাধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ।

ভাষ্যমতী ।

শ্রীং এতৎ, অতিগম্যভীরজগৎকারণবিষয়ত্বং তর্কস্য নাস্তি, কেবলাগমগম্যম্ এতৎ ইতি উক্তম্ । তৎ কথং পুনঃ তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ ? ইত্যত আহ—“যত্চাপি শ্রুতিঃ প্রমাণমি”তি । প্রবৃত্তা হি শ্রুতিঃ অপেক্ষতয়া স্বতঃপ্রমাণত্বেন ন প্রমাণাস্তরম্ অপেক্ষতে । প্রবর্তমানা পুনঃ স্মৃতিতর প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধেন মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য জঘন্তবৃত্তিতাং নীয়তে, সখা মস্তার্থবাদৌ ইত্যর্থঃ । অতিরোহিতার্থং ভাস্তম্ । “যথা তু অদ্ব্যত্বে” ইতি । যদি অতীতানাগতয়োঃ সর্গয়োঃ এষ বিভাগো ন ভবেৎ, ততঃ তদেব অদ্ব্যতনস্য বিভাগস্য বাধকং স্যাৎ । স্বপ্নদর্শনস্যেব জাগ্রদদর্শনম্ । ন তু এতদ্ অস্মি । অবাধিতাত্তনদর্শনেন তয়োরাপি তথাছানুমানাৎ ইত্যর্থঃ । ইমাং শঙ্কাম্ আপাততঃ অবিচারিতলোকসিদ্ধদৃষ্টান্তোপদর্শনমাত্রেন নিরাকরোতি সূত্রকারঃ “স্যালোকবৎ ১৩ [ইতি পঞ্চমং ভোক্তৃপাত্তাধিকরণম্ (৫) ।]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অবয়বরূপঃ জগৎসর্গবাদিনঃ সমস্বরূপত্বেন দেবগ্রাহমানবিরোধসঙ্গেহে সঙ্গতিগর্ভম্ অগতার্থত্বম্ আহ—“প্রবৃত্তা হি” ইতি । পূর্ব্বজ জগৎ-কারণে তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিত ইতি উক্তম্ । তর্কি জগদ্বৎ তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি অদ্বৈতবিরোধেন প্রত্যবস্থানানং সঙ্গতিঃ । অতএব লক্ষ-প্রতিষ্ঠিতকর্ণে ক্রতেঃ মুণিরোধ্যাৎ অগতার্থত্বং চ ইত্যর্থঃ । “প্রবর্তমানে”তি । স্ববিষয়প্রতিষ্ঠিবিরোধিতকর্ণে সহ উদ্যমনিমজ্জনম্ অমৃতবস্তী বলাবলবিবেকম্ অপেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ । এতদ্ বৈধর্ম্ম্যং চ প্রবৃত্তত্বম্ । তর্কস্ত প্রাবল্যম্ আহ “স্মৃতিতরে”তি । স্থূলীলাদিভেদ-গোচরত্বাৎ স্মৃতিতরত্বম্ । প্রতিষ্ঠিতত্বম্ অগ্রগণ্যতরত্বম্ । আত্মা হি উপচারেণাপি সাবকাশঃ ইতি । বর্তমানবিশাগেনাপি বিরোধসিদ্ধেঃ বর্তমানমোপপাদনম্ অতীতানাগতয়োঃ ভায়ে অনুপযোগি ইত্যাপশ্যত বর্তমানবিশাগসভাষ্যং কল্পম্ ইতি আহ “যদি” ইতি । ১৩ । ইতি পঞ্চমং ভোক্তৃপাত্তাধিকরণম্ । (৫)

ভাষ্যমতীর অনুবাদ । শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধনির্ণয় ।

আচ্ছা, অতিগম্যভীরজগৎকারণবিষয়ত্ব তর্কের নাই অর্থাৎ অতি দুর্ব্বোধ জগতের কারণ তর্কের বিষয় নহে—কিন্তু কেবল আগমগম্য অর্থাৎ ইহা এক মাত্র বেদপ্রমাণের বিষয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তবে আবার তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি করা হইতেছে কেন ? এইজন্ত ভাষ্যকার বলিতেছেন “যদ্যপি শ্রুতিঃ

প্রথমপাদঃ—ভোক্তাপ্রত্যাদিকরণম্ । (৫) ৬৯

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যায় নহে ।)

[ভোক্তাপ্রত্যাদিকরণবিভাগচ্ছেৎ শ্রাণ্লোকবৎ ১৩৩]

ভাগতীর অনুবাদ । শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধনির্ণয় ।

প্রমাণম্” ইত্যাদি । ইহার অর্থ—শ্রুতি অর্থবোধে প্রবৃত্ত হইয়া গেলে অনপেক্ষ বলিয়া স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অল্প প্রমাণকে অপেক্ষা করে না । আর প্রবর্তমানী অর্থাৎ শ্রুতি যখন অর্থবোধে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য অর্থাৎ যাহার প্রামাণ্য অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ প্রমাণযুক্ত তর্কের সহিত বিরোধবশতঃ (সেই শ্রুতিকে) মুখ্যার্থ হইতে বিচ্যুত করিয়৷ জঘন্যবৃত্তিতে অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিতে লইয়া যাওয়া হয় । যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ । এখানে ভাষ্যের অর্থ স্পষ্ট । “যথা তু অদ্যত্বে” ইহার অর্থ—যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে এই বিভাগ অর্থাৎ (ভোক্তাভোগ্য) বিভাগ না থাকে, তাহা হইলে তাহাই বর্তমান বিভাগের বাধক হইবে ; অর্থাৎ সেই হেতু বর্তমানেও বিভাগ নাই বলিতে হইবে । যেমন অতীত ও অনাগতস্থানীয় আগরণকালীন জ্ঞান বর্তমানস্থানীয় স্থলকালীন জ্ঞানের বাধক হয় । কিন্তু ইহা হয় না । কারণ, অবাধিত অজ্ঞাতন দর্শন করিয়া অর্থাৎ বর্তমানের বিভাগ দেখিয়া তাহার দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ভোক্তাভোগ্য-বিভাগের অসম্ভব হয় । এই আশঙ্কাকে, আপাতত, অবিচারিত লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উপদর্শনদ্বারা অর্থাৎ যে দৃষ্টান্ত বিনা বিচারে লোকপ্রসিদ্ধ আছে, কেবল সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া “শ্রাণ্লোকবৎ” এই সূত্রান্তের দ্বারা সূত্রকার নিরাস করিতেছেন ১৩৩ । ভোক্তাপ্রত্যাদিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল ।

ভোক্তাপ্রত্যাদিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ও তাহার তাৎপৰ্য্য ।

ভোক্তাপ্রত্যাদিকরণ নামক এই পঞ্চম অধিকরণে একটামাত্র সূত্র গৃহীত হইয়াছে । ইহার অবয়বগুলি এই—

(১) সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণ সঙ্গতি—প্রত্যাদিহরণসঙ্গতি । অর্থাৎ পূর্বাধিকরণে বলা হইয়াছে—জগৎকারণ-বিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত, এক্ষণে বলা হইতেছে—তাহা যদি হয়, তবে প্রত্যক্ষ জগদ্ভেদে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হউক ? এইরূপে আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান এই অধিকরণদ্বারা করা হইতেছে ।

(২) বিষয়—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে—এরূপ মতবালী বেদান্তসমগ্ৰণ্টীয় বিষয় ।

(৩) সন্দেহ—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হয় বলিলে সমগ্ৰ প্রত্যক্ষদ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি, হয় না—ইহাই সন্দেহ ।

(৪) ফলভেদ—পূর্বপক্ষে সমগ্ৰ অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে সমগ্ৰ সিদ্ধ । ইহাই ফলভেদ ।

(৫) পূর্বপক্ষ—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে, সমুদায়ভোক্তাভোগ্যপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অনন্ত হয়, আর তজ্জন্ম ভোগ্যরূপ শব্দাদির ভোক্তৃস্বরূপত্বাপত্তি হয়, আব ভোক্তার ভোগ্যস্বরূপত্বাপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর বিভাগ থাকে না । অতএব প্রত্যক্ষদ্বারা সমগ্ৰ বিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি । ইহাই “ভোক্তাপ্রত্যঃ অবিভাগঃ চেৎ” এই সূত্রান্ত-দ্বারা কথিত হইল । ইহাই পূর্বপক্ষ ।

(৬) সিদ্ধান্তপক্ষ—“শ্রাণ্লোকবৎ” এই অংশদ্বারা ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । অর্থাৎ এক ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার করিলেও ভোক্তাভোগ্যপ্রপঞ্চের পরস্পর বিভাগ সিদ্ধ হয় ; যেমন লোকমধ্যে মৃত্তিকারূপে ঘটাদি অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ থাকে দৃষ্ট হয়—ইহাও তদ্বৎ । অতএব কল্পিত ভেদ থাকায় প্রত্যক্ষবিরোধ হয় না । ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষ ।

এই অধিকরণটির সংক্ষিপ্ত তাৎপৰ্য্য এই—

পূর্বপক্ষ—অদ্বয়ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রকার জগৎসৃষ্টিবাদী অদ্বয়ব্রহ্মের যে সমগ্ৰ, তাহার সহিত ভেদগ্রাহী প্রমাণের বিরোধ সন্দেহ হইলে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিকরণটি অতিদেশরূপ বলিয়া এবং তাহা উপদেশের অপেক্ষা করে বলিয়া সেই অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিকরণের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী তাহার উপদেশরূপ যে “ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ” তাহার সহিতই ইহার সঙ্গতি বলা হয় । সেই “ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে” জগৎকারণবিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে জগদ্ভেদবিষয়ে সেই তর্ক প্রতিষ্ঠিত, ইহা বলিতে হয়, এইরূপে শ্রুতির মুখ বন্ধ করা হয় বলিয়া অদ্বৈতবিরোধ হয় । যথা—

তদনন্যত্বাধিকরণং নাম

ষষ্ঠম্ অধিকরণম্ ।

(ভেদান্তের ব্যাবহারিক ও অধিকার তাত্ত্বিক) ।

তদনন্যত্বমারম্ভগণশব্দাদিত্যঃ ১৪

ভোক্তাপ্রত্যয়িকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ও তাহার তাৎপৰ্য্য ।

ভিন্নভাষ্যং ভোক্তভোগ্যাভ্যামভেদে ব্রহ্মভিন্নতা ।

তন্মাৎ তয়োঃভেদে চ শ্রাদভেদঃ পরম্পরম্ ॥

অর্থাৎ ভিন্নত্বাব ভোক্তভোগ্যের সহিত অভিন্ন হইলে ব্রহ্মভিন্নতাই সিদ্ধ হয় । সেই হেতু যদি ভোক্তভোগ্যের অভেদ বল, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের অভেদ হইয়া যায় ।

এক্ষণে ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষ নিরবকাশ হয় বলিয়া, অদ্বৈতশক্তি, সত্তাজ্ঞাতির দ্বারা ঐক্যসিদ্ধিতে উপচার-ক্রমে জগতের অদ্বৈতবোধিকা হয় । শব্দেরই উপচারসম্ভব হয়, প্রত্যক্ষের তাহা সম্ভব নহে—ইত্যাদি পূর্বপক্ষ ।

সিদ্ধান্তী এতদ্বস্তুরে বলেন যে,—

অকৃত্যভিন্নতরজাদেবিতরেভরভেদবৎ ।

ব্রহ্মাভেদেহপি ভেদঃ শ্রাদন্যোন্যং ভোক্তভোগ্যয়োঃ ॥

অর্থাৎ সাগর হইতে ভিন্ন যে তরঙ্গাদি তাহাদের পরস্পরের ভেদের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইলেও ভোক্তভোগ্য পরস্পরের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

যাহারা কোন এক রূপে অভিন্ন, তাহারা পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন—ইহা ব্যাপ্তি নহে, যেহেতু সমুদ্র ও তরঙ্গাদিতে ব্যভিচার দেখা যায় । অতএব ব্রহ্ম সকলের উপাদানকারণ বলিয়া সকলে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া যে ভোক্তভোগ্য বিভাগ বিলুপ্ত হইবে—এমন আপত্তি নিরর্থক ।

ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালা গ্রন্থে এই ভোক্তাপ্রত্যয়িকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণের সংগ্রহ শ্লোকটি এই—

অদ্বৈতং বাধ্যতে নো বা ভোক্তভোগ্যবিভেদতঃ ।

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধো ভেদোহসাবস্তববাধকঃ ॥

তরঙ্গফেনভেদেহপি সমুদ্রেহভেদ ইত্যতে ।

ভোক্তভোগ্যবিভেদেহপি ব্রহ্মাদ্বৈতং তথাশ্রুতং ॥

অথ—ভোক্তভোগ্যবিভেদতঃ অদ্বৈতং বাধ্যতে, নো বা (বাধ্যতে ?) । প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধঃ, অসৌ ভেদঃ অন্তবাধকঃ । তরঙ্গফেন-ভেদে অপি সমুদ্রে অভেদঃ ইত্যতে । ভোক্তভোগ্যবিভেদে অপি তৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তথা শ্রুতং ।

শাক্তভাষ্যম্ ।

তদনন্যত্বমারম্ভগণশব্দাদিত্যঃ ১৪ *

অভ্যুপগম্য চ ইমং ব্যাবহারিকং ভোক্তভোগ্যলক্ষণং বিভাগং “শ্রাদল্লোকবৎ” ইতি পরিহারঃ অভিহিতঃ । ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি, যন্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বম্ অবগম্যতে । কার্য্যম্ আকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরম ব্রহ্ম । তন্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বম্ ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্তু অবগম্যতে । কৃতঃ “আরম্ভগণ-শব্দাদিত্যঃ” । আরম্ভগণশব্দঃ তাবৎ একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়াম্ উচ্যতে—

* এ শ্রুতিও অধিকরণ আদিত্যক শ্রুতি । কারণ, ইহাতে “তদনন্যত্বম্” এই প্রথমোক্ত পদ রহিয়াছে । মার্কমতে ইহা পূর্বাধিকরণের অন্তর্গত শ্রুতি বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে প্রথমোক্ত পদদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় । অস্ত্র সকল ভাঙাই শাক্তভাষ্যের অনুকূল । এই অধিকরণে গীতা শ্রুতি আছে । ২০ সংখ্যক “যথা চ প্রাণাদি” এই শ্রুতি অধিকরণ শেষ হইয়াছে । মার্কমতে “যথা প্রাণাদি” এইরূপ শ্রুতি পাঠ করিয়া অর্থাৎ চকারটি বাদ দিয়া ইহাকে ভিন্ন অধিকরণ করা হইয়াছে । রামানুজ ও নিখার্বানিত শাক্তর মতে অনুকূল । বস্তুতঃ শ্রুতি যদি পাঠান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক । অর্থের অন্যথা বৃদ্ধির দ্বারা করা যায় কিন্তু পাঠের অন্যথা করিতে হইলে প্রাচীন প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক । সুতরাং বিবদ শব্দবিবোধী কেহই ইহা করিতে পারেন নাই । শাক্তভাষ্যের পূর্বপক্ষী ভাঙ কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই ।

(ভেদান্তের ব্যাবহারিক ও অধিতীরের তাত্ত্বিকঃ ।)

[তদনন্ত্যমারস্তগশকাতিভ্যঃ ১১৪]

শাক্তরত্নাভ্যম্ ।

“যথা সোম্যাকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃদুয়ং বিজাতং শ্রাৎ

বাচারস্তগঃ বিকারো নামধেয়ং মৃন্তিকেত্যেব সত্যম্” । (ছাঃ ৬।১।১) ইতি ।

এতদ্বাক্যঃ ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাঙ্কনা বিজাতেন সর্বং মৃদুয়ং ঘটশরাবোদকাদিকং মৃদাঙ্ককত্বাবিশেষাৎ বিজাতং ভবেৎ । যতো বাচারস্তগঃ বিকারো নামধেয়ং বাচা এব কেবলম্ অস্তি ইতি আরভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাবঃ উদকঞ্চ চ ইতি । ন তু বস্তুরন্তেন বিকারো নাম কশ্চিৎ অস্তি । নামধেয়মাত্রং হি এতৎ অন্তম্ । মৃন্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ইত্যেব ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আশ্রিতঃ । তত্র শ্রুত্যাৎ বাচারস্তগশকাৎ দাষ্টান্তিকেহপি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণ কার্যজাতস্ত অস্ত্যাব ইতি গম্যতে । পুনশ্চ তেজোহবয়মানাং ব্রহ্মকার্যতাম্ উক্ত্যা তেজোহবয়মকার্য্যাণাং তেজোহবয়মব্যতিরেকেণ অস্ত্যাবঃ প্রবীতি—

“অপাগাদগ্নেরগ্নিঃ বাচারস্তগঃ বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্”

(ছাঃ উঃ ৬।৪।১) ইত্যাদিনা । আরস্তগশকাতিভ্যঃ ইতি “আদিঃ-শব্দাৎ—

“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭),

“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” (বৃঃ উঃ ২।৪।৬), “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” (মুঃ উঃ ২।২।১১)

“আত্মৈবেদং সর্বম্” (ছাঃ উঃ ৭।২।৫২) “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” (বৃঃ উঃ ৪।৪।১২)

ইত্যেবমাদি অপি আত্মকত্বপ্রতিপাদনপয়ং বচনজাতম্ উদাহর্তব্যম্ । ন চ অন্তর্ধৈক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং সম্প্রভতে । তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাত্মাকাশানাং মহাকাশানন্তত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনাং উষরাতিভ্যঃ অনন্তত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ অনুপাখ্যাত্বাৎ, এবম্ অস্ত্য ভোগ্যভোক্তাদিপ্রপঞ্চজাতস্ত ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অস্ত্যাব ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।

ভাষ্যমুবাদ । জগতের অনির্বচনীয়তাবাদ স্থাপন ।

এই ব্যাবহারিক ভোক্তাভোগ্যলক্ষণবিভাগ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততদিন ভোক্তা ও ভোগ্য পৃথক্ এইরূপ বিভাগ থাকে—ইহা স্বীকার করিয়া “শ্রাৎ লোকবৎ” এই পূর্বস্মৃতিশব্দারা, জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ বিলুপ্ত হয় বলিয়া আপত্তি হইয়াছিল, সেই আপত্তির পরিহার অর্থাৎ খণ্ডন অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু এই বিভাগ পরমার্থতঃ নাই, অর্থাৎ তিন কালেই থাকে—এরূপ নহে, যেহেতু সেই কার্য ও কারণের অনন্তত্ব অর্থাৎ অভেদ অর্থাৎ ভেদাভাব অবগত হওয়া যায় । কার্য বলিতে আকাশাদি বহুপ্রপঞ্চ জগৎ, আর কারণ বলিতে পরব্রহ্ম । সেই কারণ হইতে কার্যবস্তুর পরমার্থতঃ অনন্তত্ব, অর্থাৎ ব্যতিরেকে অস্ত্যাব, অর্থাৎ কারণব্যতিরেকে কার্যের পৃথক্ সম্ভাব্য অবগত হওয়া যায় ।* যদি বল, কোথা হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে বলিব ছান্দোগ্য শ্রুতির আরস্তগশকাতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় । তথায় একবিজ্ঞানদ্বারা সর্বজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ যে একটি বস্তু জানিলে সকল বস্তু জানা যায়—ইহাই বলিব বলিয়া দৃষ্টান্তাপেক্ষায় অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বলিবার জন্ত বলিতেছেন—

* এখানে কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধ করা হইতেছে না, কিন্তু ভেদের অস্ত্যাব সিদ্ধ করা হইতেছে অর্থাৎ কারণের সম্বন্ধে কার্যের পৃথক্ সম্ভাব্য নাই । ইহাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে । অভেদ সিদ্ধ করা ও ভেদের অস্ত্যাব সিদ্ধ করা—এক কথা নহে । কারণ, অভেদ সিদ্ধ করিলে তাহাদের মধ্যে একত্বরূপ ধর্মের সিদ্ধিও বুঝাইতে পারে, অথবা কার্যকারণের কোন এক সাধারণ ধর্মের সিদ্ধিও বুঝাইতে পারে । যেমন সত্তা পূরণকারে ত্রব্য গুণ কণ্ঠের অভেদ বুঝাইতে পারা যায়, অথবা মুষ্টিকাঞ্চপূরণকারে ঘটশরাবদিকে অভিন্ন বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় । ত্রব্যাদির নিজ নিজ স্বরূপসত্তার অন্ত্যাব হয় না । কিন্তু ভেদের অস্ত্যাব সিদ্ধি করা হইতেছে বলিলে সেরূপ বুদ্ধিবিচার সম্ভাবনা থাকে না । অভেদ সিদ্ধ করিলে বহুপদ্যঃ অভেদ বলা হয় । একত্ববলে ব্রহ্মরূপ কারণবস্তুকে ধর্মী বলিয়া অবগত হইতে পারে, কিন্তু ভেদের অস্ত্যাব সিদ্ধ করিলে ব্রহ্মকে নির্ধর্মক বলিয়া এবং ব্রহ্মতত্ত্ববস্তুকে অথবা ভেদকে অনির্বচনীয় বলিয়া বুঝিবার সহায়তা করা হয় । বস্তুতঃ অবৈত বেদান্তমতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে এবং অতিভিন্নও নহে, অর্থাৎ অনির্বচনীয় বলা হয় । অনির্বচনীয়* অর্থ—সৎ নহে, অসৎ নহে, সদস্য নহে, কিন্তু সদসদভিন্ন । ভাস্করী দ্রষ্টব্য ।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনন্যত্বমারম্ভশব্দাদিত্যঃ ১৪]

ভাষ্যমুবাদ । জগতের মিথ্যা হুাপন ।

“যথা সৌম্যেকেন মূৎপিণ্ডেন সৰ্বং মৃদ্বয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ বাচারম্ভং

বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬।১।১) ইতি ।

অর্থাৎ হে সৌম্য স্নেহকেতো ! যেমন এক মূৎপিণ্ডকে জানিলে সমুদায় মৃদ্বয় বস্তুকে জানা যায় । আকাশাদি-বিকারসমূহ বাচারম্ভং অর্থাৎ কেবল বাকাষারা ব্যবহারমাত্র, বাস্তবিক তাহাদের অস্তিত্ব নাই ; কারণ, তাহারা নাম মাত্র এবং কেবল মৃত্তিকাই সত্য বলিয়া জানা যায়, ইত্যাদি ।

এতদ্বারা ইহাই বলা হইতেছে—“একেন মূৎপিণ্ডেন” অর্থাৎ একটি মূৎপিণ্ড পরমার্থতঃ অর্থাৎ যথার্থ মৃত্তিকারূপে বিজ্ঞাত হইলে, “সৰ্বং মৃদ্বয়ং” অর্থাৎ ঘট শরাব উদকাদি অর্থাৎ জালাপ্রভৃতি সমুদায় মৃত্তিকানিমিত্ত বস্তু, মৃত্তিকাস্বরূপ হইতে অবিশেষবশতঃ অর্থাৎ পৃথক্ নহে বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু তাহারা “বাচারম্ভং বিকারঃ নামধেয়ম্” অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার ঘট শরাব উদকেন অর্থাৎ জালা প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কেবল “আছে” বলিয়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ উক্ত হয় । কিন্তু বস্তুতঃ বিকার নামে কিছুই নাই । ইহার নামধেয় অর্থাৎ নামমাত্র হুতরাং অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা । “মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্” অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য—ইহাব দ্বারা ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত হইল । এস্থলে শ্রুত্যুক্ত “বাচারম্ভং” শব্দ হইতে দার্শনিকের অর্থাৎ যাহার জ্ঞান দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে সেই প্রকৃতস্থলেও ব্রহ্মব্যাতিরেকে কার্য্যজাতের অভাব অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্যসমূহের পৃথক্ সত্তা নাই,—ইহাই বুঝা যায় । তাহার পর তেজ, অপ্ অর্থাৎ জল ও অগ্নিকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়া তেজ, অপ্ ও অগ্ন ব্যতিরেকে তেজ, অপ্ ও অগ্নের কার্য্যসমূহের অভাব বলিতেছেন । যথা—

“অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং বাচারম্ভং বিকারো

নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬।১।১)

অর্থাৎ “অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইয়াছিল, বিকার—বাক্যমাত্রের ব্যবহার, কারণ, তাহা নামধেয়মাত্র । অগ্নি, জল, অগ্ন, এই তিনটি রূপই সত্য”—এই শ্রুতিদ্বারা উক্ত তেজ, অপ্ ও অগ্নব্যতিরেকে সেই তেজ, অপ্ ও অগ্নের কার্য্যসমূহের অভাব উক্ত হইয়াছে । হুত্রের আরম্ভ শব্দাদিত্যঃ এই পদের ‘আদি’পদে—

“ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ এই সকল এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি ।

“ইদং সৰ্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা” (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

অর্থাৎ এই যাহা কিছু সবই এই আত্মা,—

“ব্রহ্ম এব ইদং সৰ্বম্” (যুঃ উঃ ২।২।১১)

অর্থাৎ এই সব ব্রহ্মই—

“আত্মা এব ইদং সৰ্বম্” (ছাঃ উঃ ৭।২।৬)

অর্থাৎ আত্মাই এই সব—

“নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন” (বৃঃ উঃ ৪।৪।১২)

অর্থাৎ—এখানে নানা কিছুই নাই—ইত্যাদি প্রকার আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপর বচনসমূহ উদাহৃত করিতে হইবে । আর অন্তরূপে একবিজ্ঞানদ্বারা সৰ্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না ; সেই হেতু যেমন ঘট ও করকাদিগত আকাশসমূহ মহাকাশ হইতে অনন্ত হয়, অর্থাৎ অপৃথক্ হয়, এবং যেমন মৃগতৃক্ষিকার জল উবরাদি হইতে অর্ননা হয়, যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ অর্থাৎ প্রাতিভিক ও অনিত্যস্বরূপ এবং স্বরূপতঃ অল্পপাখ্যস্বরূপ অর্থাৎ সং বা অসং ইত্যাদি রূপে নির্বচনের অযোগ্য । এইরূপ এই ভোগ্যভোক্তাদি প্রপঞ্চসমূহের ব্রহ্মব্যতিরেকে অভাব হইয়া থাকে—ইহা বুঝিতে হইবে ।

ভাষ্যী ।

পরিহাররহস্যম্ আহ—“তদনন্যত্বম্ আরম্ভশব্দাদিত্যঃ” । ‘পূর্বস্বাৎ’ অবিবোধাত্ অন্ত বিশেষাভিধানোপক্রমস্ত বিভাগম্ আহ—“অভ্যুপগম্য চ ইমম্” ইতি । স্তাৎ এতৎ—যদি কারণং পরমার্থভূতং অনন্তম্ আকাশাদেঃ প্রপঞ্চস্ত কার্য্যস্ত, কৃতঃ তর্হি ন বৈশেষিকাভ্যাস্ত-দোষপ্রপঞ্চাবতারঃ ? ইত্যত আহ—“ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে” ইতি । ন খলু অনন্তম্ ইতি অভেদং ক্রমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ, ততশ্চ ন অভেদাশ্রয়োদোষপ্রসঙ্গঃ ।

(ভেদান্তের ব্যাবহারিক ও অধিতীয়ে ভাষিকঃ ।)

[তদনন্তরান্তরঙ্গশব্দাদিত্যঃ ১৪]

ভাবতী ।

কিন্তু অভেদং ব্যাসেধন্তিঃ বৈশেষিকাদিভিঃ অস্মান্ সাহায়কমেব আচরিতং ভবতি । ভেদনিষেধ-
হেতুঃ ব্যাচষ্টে—“আরম্ভগণকঃ তাবৎ” ইতি । ‘এবং হি’ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্বং জগৎ তত্ত্বতঃ
জ্ঞায়েত, যদি ব্রহ্মৈব তত্ত্বং জগতঃ ভবেৎ । যথা—রজ্জ্বাঃ জ্ঞাতায়াং ভূজঙ্গতত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি
সা হি তস্য তত্ত্বম্ । ‘তত্ত্বজ্ঞানং চ’ জ্ঞানম্, অতঃ অজ্ঞং মিথ্যাজ্ঞানম্ অজ্ঞানমেব । অত্রৈব
বৈদিকঃ দৃষ্টান্তঃ—

“যথা সৌম্যৈকেন যুৎপিণ্ডেন” (ছাঃ উঃ ৬।১।১) ইতি ।

স্যাৎ এতৎ—যদি জ্ঞাতায়াং কথং মন্থয়ং ঘটাদি জ্ঞাতং ভবতি ? ন হি তদ্বদাত্মকম্ ইতি
‘উপপাদিতম্ অস্থতং’ । তস্যাৎ তত্ত্বতঃ ভিন্নম্ । ন চ অজ্ঞশ্চিন্ বিজ্ঞাতে অজ্ঞং বিজ্ঞাতং ভবতি
ইতি অতঃ আহ ঋতিঃ—

“বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ম্” (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

বাচ্যা কেবলম্ আরম্ভাতে বিকারজাতং, ন তু তত্ত্বতঃ অস্তি, যতঃ নামধেয়মাত্রম্ এতৎ । যথা
পুরুষস্য চৈতন্যম্ ইতি, রাহোঃ শিরঃ ইতি বিকল্পমাত্রম্ । যথা আছঃ বিকল্পবিদঃ—

“শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশৃঙ্খো বিকল্পঃ” (পাতঞ্জলদর্শনম্ ১।২।৩) ইতি ।

তথা চ অবস্তুতয়া অনুতং বিকারজাতং, যুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্ । তস্যাৎ ঘটশরীবোদকনা-
দীনাং তত্ত্বং যদেব, তেন যুদি জ্ঞাতায়াং তেষাং সর্বেষামেব তত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি । তৎ ইদম্
উক্তম্—“ন চ অজ্ঞথৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে” ইতি । নিদর্শনান্তরদ্বয়ং দর্শয়ন্
উপসংহরতি—“তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাত্মাকাশানাম্” ইতি । ‘যে হি’ দৃষ্টনষ্টস্বরূপা ন তে বস্তুসমু-
যথা মুগতৃক্ষিকোদকাদয়ঃ, তথা চ সর্বং বিকারজাতং, তস্যাৎ অবস্তুসং । তথা হি—‘যৎ অস্তি’
তৎ অস্ত্যেব, যথা চিদাত্মা । ন হি অসৌ কদাচিৎ কচিৎ কথঞ্চিৎ বা অস্তি । কিন্তু সর্বদা সর্বত্র
সর্বথা অস্তি এব, ন নাস্তি । ন চ এতৎ বিকারজাতং, তস্য কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুত্রচিৎ অবস্থানং ।
তথা হি—‘সংস্রভাবং চেৎ’ বিকারজাতং, কথং কদাচিদ্ অসৎ ? ‘অসংস্রভাবং চেৎ’, কথং কদাচিৎ
সৎ ? সদসতোঃ একত্ববিরোধঃ । ন হি রূপং কদাচিৎ কচিৎ কথঞ্চিৎ বা গন্ধো ভবতি ।

অথ তস্য সদসত্ত্বৈ ধর্মো, তে চ স্বকারণাধীনজন্মতয়া কদাচিৎ এব ভবতঃ, তৎ তর্হি বিকার-
জাতং দণ্ডায়মানং সদাতনম্ ইতি ন বিকারঃ কস্যচিৎ ? অথ অসৎসময়ে তৎ নাস্তি, কস্য তর্হি
ধর্মঃ ‘অসৎসম্’ ? নহি ধর্ম্মিণি অপ্রত্যাংপন্নৈ তদ্ধর্ম্মঃ অসৎ প্রত্যাংপন্নম্ উপপদ্যতে । অথ অসা ন
ধর্ম্মঃ, কিন্তু অর্থাস্তরম্ অসৎসম্ । কিম্ আয়াতং ভাবস্য । ন হি ঘটে জ্ঞাতে পটস্য কিঞ্চিদ্
ভবতি । অসৎ ভাববিরোধি ইতি চেৎ ? ‘ন’ । অকিঞ্চিৎকরস্য তদ্বাদুপপত্তেঃ । কিঞ্চিৎ-
করত্বং বা তত্রাপি অসৎস্বেন তদবুযোগসম্ভবাৎ । অথ অস্য অসৎ নাম কিঞ্চিৎ ন জায়তে,
কিন্তু স এব ন ভবতি, যথা আছঃ—

“ন তস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্” ইতি ।

অথ এষ প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ নিরুচ্যতাং, কিং তৎস্রভাবঃ ভাবঃ উত ভাবস্রভাবঃ সঃ ইতি ।
তত্র পূর্বশ্চিন্ কল্পে ভাবানাং তৎস্রভাবতয়া তুচ্ছতয়া জগৎ তুচ্ছং প্রসজ্যেত । তথ্যচ ভাবানুভবা-
ভাবঃ । উত্তরশ্চিন্ তু স্রভাববিন্যস্ততয়া ন অভাবব্যবহারঃ স্যাৎ । কল্পনামাত্রনিমিত্তত্বত্বপি
নিষেধস্য ভাববিন্যস্তাপত্তিঃ তদবশ্যেব । তস্মাদ্ ভিন্নম্ অস্তি কারণং বিকারজাতং, ন বস্তুসং ।
অতঃ বিকারজাতম্ অনির্বাচনীয়ম্ অনুতম্ । তদ্ অনেন প্রমাণেন সিদ্ধম্ অনুতত্ত্বং বিকারজাতস্য
কারণস্য নির্বাচ্যতয়া সৎ “যুক্তিকেত্যেব সত্যম্” ইত্যাদিনা প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়া অনুবদতি ঋতিঃ ।

“যত্র লৌকিকপরীক্ষাকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ” (গৌতম সূত্র ১।১।২৫)

ইতি চ অঙ্গপাদনুক্রমঃ প্রমাণসিদ্ধিঃ দৃষ্টান্তঃ ইতি এতৎপরম্ । ন পুনঃ লোকসিদ্ধত্বম্ অত্র

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনন্ত্যমারম্ভাংশকাতিভ্যঃ ১৪]

ভাস্তী ।

বিবক্ষিতম্, অগ্ৰথা তেষাং পরমাধাদিঃ ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ । ন হি পরমাধাদিঃ নৈসর্গিকবৈনয়িক-
বুদ্ধ্যতিশয়রহিতানাং লৌকিকানাং সিদ্ধঃ ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

পূর্বাধিকরণেপি ভেদগ্রাহমানাবিরোধোক্তে: পুনরুক্তিঃ আশঙ্ক্য আহ - “পূর্ব্বজ্ঞাৎ” ইতি । অলীকৃত্য হি ভেদগ্রাহমানস্ত গ্রামাণ্যং ভেদাভেদয়োঃ রূপভেদেন বিরোধঃ পবিত্রতঃ, ইমানীং তু অলীকৃত্য গ্রামাণ্যং তদ্ব্যবহারিকত্বে ব্যবহাৰ্য্যতে । এবং-
ভূতবিশেষাভিধানেন উপক্রমঃ যন্ত বিরোধপরিহারস্ত স তথোক্তঃ । “তদনন্ত্যমারম্ভেন বৈতমিথ্যাভোক্তেঃ এবম্ উপক্রমত্বম্ । ক্রতো
পরিণামিসুদাদিদৃষ্টান্তোপাদানং ন ভেদাভেদবিবক্ষা” ইতি মন্তব্যম্ । একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াং প্রদানস্ত অমুরোধেন ভগবন্ত-
দৃষ্টান্তস্ত বিবর্তপরোধেন নেয়ত্বং ইত্যাং - “এবং হি” ইতি । নমু পরিণামপক্ষেহপি অভেদাংশেন সর্ব্বজ্ঞানং জ্ঞাৎ অত আহ—“তদ্বজ্ঞানং
চ” ইতি । ভেদালীকতারাঃ উক্তত্বং ইত্যর্থঃ । “উপপাদিতম্ অথন্তাৎ” ইতি । শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তমাত্ৰাৎ
ন অর্থসিদ্ধিঃ ইতি ভায়ে হেতুঃ উক্তঃ—“দৃষ্টে”তি । তং বাচ্যে—“যে হি” ইতি । কচিং দৃষ্টং পুনঃ নষ্টম্ অদৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ । দৃষ্টগ্রহণং
প্রতীতিসময়েহপি সম্ভাব্যত্বম্ । বাতিরেকব্যাপ্তিম্ আহ—“যদ্ অস্তি” ইতি । বিমতঃ মিথ্যা, সাবধিকত্বাৎ, বাতিরেকে চিদান্তবৎ ইতি
অনুমানস্ত বিপক্ষে বাধকতাম্ আহ - “সংস্রতবৎ চেৎ” ইতি । সম্ভাসম্বে বিকারস্ত স্বরূপম্ উত ধর্ম্মো অথ অর্থান্তরম্ অলীকঃ বা ইতি
বিকল্পা ক্রমেণ নিরাকুৰ্ণম্ অনুমানস্ত অনুল্লভত্বম্ আহ - “অসংস্রতবৎ চ” ইত্যাদিনা । অর্থান্তরকে অপি বিরোধিত্বং শব্দতে—“অসংস্রম্”
ইতি । বিরোধিত্বত্বম্ অসংস্রঃ ভাবস্ত কিম্ ধিক্ কিংকরম্ উত অসংস্রকরঃ স্বরূপঃ বা ইতি বিকল্পা ক্রমেণ দূষতি—“ন” ইত্যাদিনা ।
কিঞ্চিংকরত্বে যৎকিঞ্চিৎ অসংস্রঃ ক্রিয়তে তদপি স্বরূপং ধর্ম্মো বা ইত্যাদি বিকল্পা তদনুগুণানাং সম্ভাব্যং ইত্যর্থঃ । অসংস্রনং সম্ভেহপি
অর্থান্তবদ্যদিকল্পা দ্রষ্টব্যঃ । অর্থান্তবদ্যদপি বিকারে ফলাভাবাৎ সম্ভাস্তরজ্ঞানি চ অনবস্থানাং বিকারে সম্ভাস্তরঃ ন ভবতি, কিন্তু স
এব সন্ ভবতি ইতি উক্তেহপি সংস্রতবস্ত অসংস্রবিরোধেন বিকারনিত্যত্বাপাতাৎ ইতি । নমু কার্য্যমিথ্যাস্থঃ কারণত্বাৎ চ অনুমানসিদ্ধঃ
শ্রুত্যা দৃষ্টান্তকর্ত্ত্বম্ অব্যক্তম্, লোকসিদ্ধস্ত দৃষ্টান্তভোক্তে: ইতি আশঙ্ক্য আহ—“যত্র” ইতি ।

ভাস্তীর অনুবাদ । বৈশেষিকের ভেদবাদ খণ্ডন । কার্য্যমিথ্যাভূতপান ।

পরিহারের রহস্ত ভগবান্ স্বত্বকার—“তদনন্ত্যম্ আরম্ভাংশকাতিভ্যঃ” এই স্বত্বদ্বারা বলিতেছেন ।
অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিলে পূর্ব্বস্বত্রে যে ভোক্তা ও ভোগের অবিভাগরূপ আপত্তি
হয়, তাহার আপাততঃ পরিহার পূর্ব্বস্বত্রেই করা হইয়াছে । এই স্বত্রে তাহাব প্রকৃত অভিপ্রায় বলিতেছেন ।
পূর্ব্বে যে বিরোধপরিহার করা হইয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ বিশেষাভিধানোপক্রম অর্থাৎ বিশেষকথনদ্বারা যাহার
আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই বিরোধপরিহারের বিভাগ অর্থাৎ প্রভেদ “অভ্যুপগম্য চেমম্” এই গ্রন্থদ্বারা
বলিতেছেন । অর্থাৎ পূর্বাধিকরণে যে বিরোধপরিহার, তাহা আপাততঃ পরিহারমাত্র, প্রকৃত পরিহার নহে ।
প্রকৃত পরিহার এই অধিকরণে বলা হইতেছে । অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ যথার্থ স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব পরিহার
বলা হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মিথ্যাস্ব স্বীকার করিয়া সেই পরিহার বলা হইতেছে । আচ্ছা, যদি পরমার্থস্বরূপ
কারণ হইতে আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চের অনন্ত্য অর্থাৎ অভেদ হয়, তাহা হইলে বৈশেষিকাদির উক্ত যে
দোষপ্রপঞ্চ অর্থাৎ দোষ সকল, তাহার অবতারণা করা হইতেছে না কেন ? এইজন্ত বলিতেছেন—
“ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যন্ত অবগম্যতে” ইতি । অভিপ্রায় এই যে, “অনন্ত্যম্” এই শব্দদ্বারা
আমরা অভেদ বলিতেছি না, কিন্তু ভেদের নিষেধ করিতেছি । আর তাহা হইলে অভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গ
হইবে না, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিলে যে দোষ হয়, তাহা আর হইবে না । কিন্তু অভেদনিষেধকারী
বৈশেষিকাদিকর্ত্তৃক আচরণ আমাদের সহায়কই হইয়াছে, অর্থাৎ বৈশেষিকাদি যে, কার্য্য ও কারণের অভেদ
নিষেধ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা আমাদের সহায়তাই করিয়াছেন । এক্ষণে “আরম্ভাংশকাতিভ্যঃ” এই
গ্রন্থদ্বারা ভেদনিষেধের যে হেতু, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন । এইরূপে ব্রহ্মই যদি জগতের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ
হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সকল জগৎ তত্ত্বতঃ জানা যায় । যেমন রজ্জু জাত হইলে ভুজতত্ত্ব জ্ঞাত
হওয়া যায় ; যেহেতু সেই রজ্জুটা সর্পের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ রূপ । তদ্বজ্ঞানই জ্ঞান, আর তাহা হইতে অস্ত
অর্থাৎ ভিন্ন যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা অজ্ঞানই । এই বিষয়েই বৈদিক দৃষ্টান্ত আছে, যথা—

“যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন” (ছাঃ ৬।১।১) ইত্যাদি ।

অর্থাৎ এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটগরাবাদির জ্ঞান হয়, ইত্যাদি ।

আচ্ছা, মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে কি করিয়া মৃগয় ঘটাদি পদার্থ জ্ঞাত হয় ? তাহা ত মৃত্তিকাস্বরূপ নহে,
ইহা অধস্তাৎ গ্রন্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে দেখান হইয়াছে ; অতএব মৃত্তিকা অপেক্ষা ঘট তত্ত্বতঃ
ভিন্ন । আর, অস্ত বস্ত বিজ্ঞাত হইলে অস্ত বস্ত বিজ্ঞাত হয় না, অর্থাৎ এক বস্ত জানা যাইলে অপর বস্ত
জানা যায় না । এইজন্ত শ্রুতি বলিতেছেন—

(জেনাতেনের ব্যাবহারিক ও অবিভীনের তাখিকত ।)

[তদনন্তরাত্মিকরণশব্দাদিত্যঃ ১৪]

ভাস্তরীয় অমুবাণ । কার্যমিথ্যা স্বাপন ।

“বাচারন্তঃ বিকারো নামধেয়ে যুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬২১) ।

অর্থাৎ ঘটাদি বিকারসমূহ কেবল বাক্যদ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তত্ত্বতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক তাহারা নাই । যেহেতু ইহা নামধেয়মাত্র অর্থাৎ নামমাত্র । যেমন পুরুষের চৈতন্য, রাহুর মন্তক, ইত্যাদি বিকল্পমাত্র [ইহাও তদ্রূপ] । যেমন বিকল্পতত্ত্ব পণ্ডিতগণ বলেন—

“শব্দজ্ঞানামুপাণী বস্তশূন্যো বিকল্পঃ” (পাঃ দঃ ১১১২)

অর্থাৎ যাহা শব্দের জ্ঞানমাত্রকে অমুসরণ করে, অথচ তাহার প্রতিপাদ্য কোন বস্তু নাই, তাহাকে বিকল্প বলে । [যেমন বক্ষ্যাপ্ত আকাশদূতমংশকে যাহা বুঝায়, তাহা অন্তঃকরণের বিকল্প নামক বৃত্তিমাত্র, তাহা জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি কোন অন্তঃকরণবৃত্তির অন্তর্গত নহে ।]

আর তাহা হইলে ঘটাদি বিকারসকল অবস্তুরূপ অর্থাৎ কোন বস্তুরূপ নহে বলিয়াই অন্ত অর্থাৎ মিথ্যা, যুক্তিকা এইটিই সত্য । অতএব ঘট, শরা, উদকন অর্থাৎ জালা প্রভৃতির যথার্থস্বরূপ যুক্তিকাই ; সেইজন্ত যুক্তিকা জ্ঞাত হইলে তাহাদের সকলের তত্ত্বও অর্থাৎ যথার্থস্বরূপও জ্ঞাত হয় ।* সেইজন্ত এই কথা বলিয়াছেন যে “ন চ অজ্ঞাথা একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে” ইতি । “তন্মাৎ যথা ঘটশরাবাদ্যাকাশানাশম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিদর্শনান্তরায় অর্থাৎ অজ্ঞা দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উপসংহার করিতেছেন । যাহারা দৃষ্ট-নষ্টস্বরূপ ং অর্থাৎ যাহারা দৃষ্ট অর্থাৎ যাহাদের প্রতীতি সময়েও সত্য নাই, অর্থাৎ জ্ঞাতমাত্র হয়, বস্ত্বতঃ দৃষ্টিকালেই থাকে না, অর্থাৎ তাহারা বস্ত্বসং নহে, অর্থাৎ মিথ্যা । যেমন মুগতৃক্ষিকোদকাদি অর্থাৎ মরীচিকাজল প্রভৃতি দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলিয়া সত্য বস্তু নহে, অর্থাৎ মিথ্যা । আর সেইরূপই সমস্ত ঘটপটাদি বিকাররাশি ; সেই হেতু তাহারা সত্যবস্তু নহে । তাহার কারণ এই যে, যাহা আছে, তাহা আছেই—অর্থাৎ সকল সময়েই আছে, যেমন চিদাত্মা অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ; কারণ, তাহা যে কোন সময়ে কোন স্থানে অথবা কোন প্রকারে আছে, তাহা নহে ; কিন্তু তাহা সকল সময়ে সকল স্থানে সকল প্রকারেই আছে, নাই এমন নহে । কিন্তু ঘটাদি বিকার সকল এরূপ নহে । কারণ, তাহা কোন সময়ে কোন প্রকারে কোন স্থানে থাকে । তাহার কারণ এই যে, যদি বিকারসমূহ সংস্খভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ সত্য হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে অসৎ হয় কেন ?

আর যদি বল—ঘটাদি বিকারসমূহ অসংস্খভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ অসত্য, তাহা হইলে—তাহারা কোন সময়ে সৎ হয় কেন ? কারণ, সৎ এবং অসত্যের একত্ব অর্থাৎ অভেদটি বিরুদ্ধ অর্থাৎ একত্র সম্ভব নহে । যেহেতু রূপ কখনও কোন স্থানে বা কোন প্রকারে গন্ধ হয় না ।

আর যদি বল, সত্য ও অসত্য বিকারসমূহের ধর্ম এবং তাহারা অর্থাৎ সেই সত্য ও অসত্য স্বকারণধীন-জন্মতাপ্রযুক্ত অর্থাৎ নিজের কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কোন সময়েই জন্মিয়া থাকে মাত্র, ইত্যাদি ; তাহা

* এহলে “যুক্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘটশরাবাদের জ্ঞান হয়”—একবার অর্ধ যুক্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘটশরাবাদি কত বড়, কত সংখ্যা, তাহাদের আকার কিরূপ, তাহাদের দ্বারা কি কার্য হয়—এই সব বিষয়ের জ্ঞান হয় বলা হইল না, কিন্তু ঘটাদির আসল স্বরূপ কি, তাহাদের স্থায়ী রূপ কি, তাহাদের জ্ঞান হয় বলা হইল । এতদ্বারা যুক্তিকার ঘটশরাবাদিরূপ যে মিথ্যা তাহাই বলা হইল ।

+ এহলে বিকারসমূহকে দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলায় কি বলা হইল তাহা প্রণিধান করা উচিত । এহলে একটি অমুমান আছে, তাহার আকার এই—

ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চমাত্র মিথ্যা	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ	(হেতু)
যেমন মুগতৃক্ষিকোদকাদি	(অস্বয়দৃষ্টান্ত)
যেমন ব্রহ্ম	(ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত)

এহলে চীকার নিজেই ব্রহ্ম ধর্মীতে দৃষ্টনষ্টস্বরূপ হেতুর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বোঝাইবার জন্ত “উপাধি—বস্তু” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বেশ কাল ও বস্তুরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদই উক্ত হেতুর অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । যদিও ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ না বলিয়া একমাত্র কাল পরিচ্ছেদকে হেতু করিলে কোন দোষ হয় না, তথাপি যে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়—তিনটি পরিচ্ছেদকেই তিনটি হেতুরূপে গ্রহণ করা । অর্থাৎ অস্তিত্ববোধিগিহই কালগরিচ্ছিন্ন, অভ্যন্তাভাবপ্রতিবোধিগিহই দেশগরিচ্ছিন্ন, এবং অস্ত্যন্তাভাবপ্রতিবোধিগিহই বস্তুগরিচ্ছিন্ন । আর যদি তিনটি অভাবকে অভাবস্বরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে তিনটি হেতু না বলিয়া অভাবপ্রতিবোধিগিহ একটাই হেতু বলা বাইতে পারে । অর্থাৎ যাহা অভাবপ্রতিবোধিগিহ তাহাই মিথ্যা । অবজ্ঞ ইহাতে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম ও অভ্যন্তাভাবপ্রতিবোধিগিহ আছে, তাহাতে ব্রহ্মাত্তর্ভাবে উক্ত হেতুর ব্যতিরেকদোষই ঘটে ? তদন্তরে বলিতে হইবে যে, স্বানুদসন্ত্যক অভাবপ্রতিবোধিগিহই উক্ত হেতুর নিষ্ঠুর স্বরূপ । ব্রহ্মে অভাবপ্রতিবোধিগিহ থাকিলেও স্বানুদসন্ত্যক অভাবপ্রতিবোধিগিহ নাই । আর ইহাই কল্পতরুর “বিস্তৃত মিথ্যা সাবধিকদ্বাং” এইরূপ অমুমানদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ।

(ভেদভেদের ব্যবহারিক ও অদ্বিতীয়ের তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনুশ্রুতমারম্ভশকাতিভ্যঃ ১১৪]

তামতীর অনুবাদ । কার্ণামিথ্যায় স্থাপন ।

হইলে বলিব—সেই বিকারসমূহ দণ্ডের মত হইল ? অর্থাৎ দণ্ড যেমন উভয় প্রান্তবর্তী বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়, তেমনই বিকারসমূহ কখনও সম্বন্ধের সহিত এবং কখনও অসম্বন্ধের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে, অতএব ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে বিকারসমূহকে সর্বদাই থাকিতে হইবে, অর্থাৎ যখন সম্বন্ধের আশ্রয় হইবে, তখনও থাকিতে হইবে এবং যখন অসম্বন্ধের আশ্রয় হইবে তখনও থাকিতে হইবে, আর তাহা হইলে সেই বিকারসমূহ সদাতন হইয়া পড়িল, কাহারও বিকার নহে—এইরূপই হইল । (অর্থাৎ যাহা জন্মায় তাহা বিকার, সদাতন বস্তু জন্মে না বলিয়া বিকার হইতে পারে না ।

আর যদি বল, কেবল অসম্ব সময়ে তাহা অর্থাৎ বিকারসমূহ থাকে না মাত্র ? তাহা হইলে বলিব—অসম্ব তবে কাহার ধর্ম্ম হইবে ? কারণ, ধর্ম্ম অর্থাৎ আশ্রয় অপ্রত্যুৎপন্ন হইলে অর্থাৎ না থাকিলে, তাহার ধর্ম্ম অসম্বের প্রত্যুৎপন্ন হওয়া অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া, উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না ।

আর যদি বল, অসম্ব ইহার অর্থাৎ বিকারসমূহের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু অর্থান্তর অর্থাৎ অগ্র বস্তু, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভাবের অর্থাৎ বিকারসমূহের কি আসিল অর্থাৎ কি উপকার হইল ? কারণ, খট জন্মিলে পটের কিছুই হয় না ।

যদি বল, অসম্ব ভাবপদার্থের বিরোধী ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, যাহা অকিঞ্চিংকর অর্থাৎ যাহা কিছুই করে না, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ বিরোধিত্ব অগ্রপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা বিরোধী হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা কিছুই করে না, সে কি করিয়া অপরের সহিত বিরোধ করিবে ? আর যদি কিঞ্চিংকর হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও অসম্ববশতঃ সেই অযোগ্য অর্থাৎ আপত্তিই হইতে পারে ।

আর যদি বল—ইহার অসম্ব বলিতে—‘কিছুই জন্মে না’, কিন্তু ‘তাহাই তাহা হয় না’, অর্থাৎ ভাবপদার্থই থাকে না ; যেমন কেহ কেহ বলেন—

“ন তন্তু কিঞ্চিদ ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্ ।”

অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সেই ভাব পদার্থের কিছুই জন্মে না, কেবল সেই ভাবপদার্থই থাকে না ইত্যাদি ? তাহা হইলে বলিব—আচ্ছা, তবে এই প্রসঙ্গপ্রতিষেধটিকে, অর্থাৎ অভাব পদার্থকে নির্কচন কর, অর্থাৎ স্থির করিয়া বল, অর্থাৎ বল দেখি—ভাবপদার্থ কি অভাবস্বরূপ, কিংবা অভাবপদার্থ ভাবস্বরূপ ? তন্মধ্যে পূর্বকল্পে ভাবপদার্থ সকল অভাবস্বরূপ হওয়ায়, তুচ্ছ হওয়ায় অর্থাৎ কিছুই নহে বলিয়া, জগৎ শূন্য হইয়া পড়ে । আর তাহা হইলে ভাবপদার্থের অসম্ব হয় না । আর উত্তরকল্পে অর্থাৎ দ্বিতীয় কল্পে সকল ভাবপদার্থ নিত্য বলিয়া “অভাবাবহার” হয় না । আর নিষেধ পদার্থ কেবল কল্পনামাত্রনিমিত্ত হইলেও অর্থাৎ কল্পিত হইলেও ভাবনিত্যতাপত্তি অর্থাৎ ভাবপদার্থের নিত্যতার আপত্তি তদবস্থই হয়, অর্থাৎ পূর্বের মতই থাকিয়া যায় । অতএব বিকারসমূহ কারণ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তাহা বস্তুসং নহে অর্থাৎ সত্য বস্তু নহে । অতএব বিকারসমূহ অনির্কচনীয় ও অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা । সেই হেতু এই প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, বিকারসকল অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা এবং কারণপদার্থ নির্কচন করিতে পারা যায় বলিয়া সত্য । ইহাই “মুক্তিকেতোর সত্যম্” এই প্রবন্ধদ্বারা দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতি অনুবাদ করিতেছেন ।

[যদি বল—শ্রুতি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন কেন ? অনুমানস্থলেই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ইহা শ্রুতির তাৎপৰ্য্য নহে ইত্যাদি, তজ্জন্ত বলিতেছেন—] আর—

“যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ” (অক্ষপাদসূত্র ১২১৩) ।

এই অক্ষপাদের সূত্রটি ‘প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্ত’—এতৎপর, ইহার অর্থ—লৌকিক অর্থাৎ বাহ্য সাধারণ লোক-ব্যবহার অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এবং পরীক্ষক অর্থাৎ বাহ্য যুক্তিদ্বারা এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা বস্তুকে পরীক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদের, যে পদার্থে বুদ্ধিসাম্য, অর্থাৎ লৌকিক ও পরীক্ষক সকলেই যাহা সমানভাবে বুঝিতে পারেন, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলে । এজ্ঞ এই অক্ষপাদ অর্থাৎ গোতমসূত্র সূত্রটি, ‘প্রমাণসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত’—এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে । লৌকিক পদার্থই দৃষ্টান্ত হয়—ইহা বলাই এখানে মহর্ষি গোতমের অভিপ্রেত নহে । ইহা যদি না বল, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে পরমাণুপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । কারণ, পরমাণু প্রভৃতি নৈসর্গিক বৈনয়িক ব্যুৎপত্তিসময়হিত অর্থাৎ বাহ্যদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নাই এবং শাস্ত্রজ্ঞানজ্ঞাত স্বল্পবুদ্ধিও নাই, তাদৃশ লৌকিকদিগের নিকট সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে প্রাসিদ্ধ বস্তু নহে । [অতএব শ্রুতান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দোষাবহ নহে ।]

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য)

[তদনন্ত্যত্বমারম্ভগণশব্দাদিত্যঃ ১১৪]

শাক্তরত্নম্ ।

নমু অনেকাঙ্ককং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষঃ অনেকশাখঃ, এবম্ অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম । অত একত্বং নানাঙ্কং চ উভয়মপি সত্যমেব । যথা বৃক্ষ ইতি একত্বম্, শাখা ইতি নানাঙ্কম্, যথা চ সমুজ্জ্বলনা একত্বম্, কেনতরজাদ্যাঙ্কানা নানাঙ্কম্ । যথা চ মৃদাঙ্কনা একত্বম্, ঘটশরা-
বাদ্যাঙ্কনা নানাঙ্কম্ । তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানাৎ মোক্ষব্যবহারঃ সেৎশ্রুতি, নানাঙ্ক্যাংশেন
তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ো নৌকিকবৈদিকব্যবহারো সেৎশ্রুতঃ ইতি । এবং চ মৃদাদিনৃষ্টান্তা
অনুরূপা ভবিষ্যন্তি ইতি ।

নৈবং শ্রুতং—

“মুক্তিকেত্যেব সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬২।১) ইতি—

প্রকৃতিমাত্রস্ত দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ, বাচারম্ভগণশব্দেন চ বিকারজাতস্ত অন্তত্বাভিধানাৎ ।
দাষ্টাণ্টিকেক্ষপি—

“ঐতদাস্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬৮।৭) ইতি চ—

পরমকারণত্বৈব একস্ত সত্যত্বাবধারণাৎ ।

“স আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ উঃ ৬৮।৭) ইতি চ—

শারীরস্ত ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ । ‘স্বয়ং প্রসিদ্ধং’ হি এতচ্চারীরস্ত ব্রহ্মাত্মত্বম্ উপদিশ্যতে, ন
যদ্বাস্তরপ্রসাধ্যম্ । অতঃচ ইদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বম্ অবগম্যমানং ‘স্বাভাবিকস্ত’ শারীরাত্মত্বস্ত
বাধকং সম্পাদ্যতে, রজাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাং । বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ
সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাঙ্ক্যাংশঃ অপরো ব্রহ্মণঃ
করোত্যত । দর্শয়তি চ—

“যত্র ত্বস্ত সর্বম্ আত্মৈবাত্মে তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃঃ ৪।৪।১৫)

ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনং প্রীতি সমস্তস্ত ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্ত ব্যবহারস্ত অভাবম্ ।
ন চ অয়ং ব্যবহারাত্মাবঃ অবস্থা বিশেষনিবন্ধঃ অভিধীয়তে ইতি যুক্তং বক্তুম্ । “তত্বমসি”
ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্ত অনবস্থা বিশেষনিবন্ধনত্বাৎ । তৎস্বরূপত্বেন চ অন্তত্বাভিসঙ্গস্ত বন্ধনং
সত্যত্বাভিসঙ্গস্ত চ মোক্ষং দর্শয়ন্ একত্বমেব একং পারমার্থিকং দর্শয়তি (ছাঃ উঃ ৬১।১৬) ।
মিথ্যাজ্ঞানবিজ্ঞপ্তিতং চ নানাঙ্কম্ । উভয়সত্যত্বায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোহপি জন্তঃ
অন্তত্বাভিসঙ্গঃ ইত্যুচ্যেত ।

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমানোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি । (বৃঃ ৪।৪।১২) ইতি চ—

ভেদদৃষ্টিম্ অপবদন্তেব এতদৃ দর্শয়তি । ন চ অয়ম্ দর্শনে জ্ঞানাৎ মোক্ষ ইতি উপপদ্যতে ?
সম্যগ্জ্ঞানাপনোদ্যস্ত কস্তচিৎ মিথ্যাজ্ঞানস্ত সংসারকারণত্বেন অনন্ত্যুপগমাৎ, উভয়-
সত্যত্বায়াং হি কথং একত্বজ্ঞানেন নানাঙ্কজ্ঞানম্ অপমুদ্যতে ইতি উচ্যেত ।

ভাষ্যভূবাদ । ভেদাভেদবোধনং ।

যদি বল—ব্রহ্ম অনেকাঙ্ককং অর্থাৎ ব্রহ্ম এক হইলেও বহু হন । যেমন—বৃক্ষ অনেকশাখ হয় অর্থাৎ এক
হইলেও অনেক শাখাযুক্ত হয় ; এইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ এক হইলেও অনেক শক্তিদ্বারা
বহুবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত হন । অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও নানাঙ্ক এই উভয়ই সত্য । যেমন বৃক্ষরূপে বৃক্ষ এক এবং
শাখারূপে বৃক্ষ বহু এবং সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক এবং ফেনাতরঙ্গাদিরূপে নানা এবং মৃত্তিকা যেমন
মৃত্তিকারূপে এক এবং ঘট শরা প্রভৃতিরূপে নানা, (ব্রহ্মও তদ্রূপ) । তদ্বৎ একত্বাংশদ্বারা জ্ঞান হইতে, অর্থাৎ
• ব্রহ্মকে এক বলিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে এবং নানাঙ্ক্যাংশদ্বারা অর্থাৎ বহু

(ভেদান্তদেয়ঃ ব্যবহারিকঃ ও অধিতীর তাৎপৰ্য)

[তদনন্তরম্মারম্ভাংশকাদিত্যঃ ১১৪]

ভাষ্যানুবাদ । ভেদান্তদেয়বাদ ধ্বনয় ।

বলিয়া জ্ঞান হইলে তাহা হইতে কর্ণকাণ্ডের আশ্রয় লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে । এইরূপ হইলে মুক্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ অর্থাৎ সঙ্গত হইবে, ইত্যাদি ।

কিন্তু এরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ একথা সঙ্গত নহে । কারণ -

“মুক্তিকাই ইত্যেব সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬২।১)

অর্থাৎ ‘মুক্তিকাই সত্য’ এই দৃষ্টান্তে কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণকে সত্য বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানাইতেছে । আর বাচ্যরম্ভ শব্দদ্বারা বিকারসমূহকে মিথ্যা বলিতেছে । তাহার পর দাষ্টান্তিকেও অর্থাৎ যাহার জগৎ দৃষ্টান্ত দিতেছেন তদ্বিষয়ে—

“ঐতাদান্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬৮।৭)

অর্থাৎ এই সকল বস্তুই ব্রহ্মরূপ সেই ব্রহ্মই সত্য—এই শ্রুতি একমাত্র পরমকারণ ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানাইয়া দিতেছেন । আর—

“স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ উঃ ৬৮।৭)

অর্থাৎ “শ্বেতকেতু সেই ব্রহ্ম তুমি”, এই শ্রুতি শরীরস্থিত আত্মার অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মভাব উপদেশ দিতেছেন । জীবের এই ব্রহ্মভাব যে স্বয়ংপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ, যত্নান্তরসাধ্য নহে, ইহাই উপদেশ দিতেছেন । আর এই হেতু এই শারীর ব্রহ্মাত্ম্য অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে অবগত ব্রহ্মভাব অবগম্যমান অর্থাৎ জ্ঞাত হইলে, তাহা স্বাভাবিক শারীরাত্ম্যের অর্থাৎ জীবভাবের বাধক হয় । যেমন রজ্জুপ্রভৃতির জ্ঞান সর্পপ্রভৃতির জ্ঞানের বাধক হয় । আর শারীরাত্ম্য অর্থাৎ জীবভাব বাধিত হইলে তাহার আশ্রিত সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ব্যবহার বাধিত হয়—যে ব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্ত ব্রহ্মের নানাবিধ অঙ্গ অংশ কল্পিত হইতেছে । আর শ্রুতি—

“যত্র তু অস্ত সর্বম্ আত্মা এব অক্ষুঃ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃঃ ৪।৫।২৫)

অর্থাৎ যখন সাধকের সমস্ত বস্তু আত্মারূপ হয়, তখন তিনি কাহার দ্বারা কি দেখিবেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন যে, যিনি আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখেন, তাহার ক্রিয়াকারক ফললক্ষণ ব্যবহারের অভাব হয় অর্থাৎ গমনাদি ক্রিয়া, করণাদি কারক ও অভিপ্রেত দেশপ্রাপ্তিরূপ ফল, ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার থাকে না । আর এই ব্যবহারাভাব অবস্থাবিশেষনিবন্ধ অর্থাৎ কোন অবস্থাবশতঃ হয়, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন, এরূপ বলিতে পার না ; কারণ, “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ “তুমি সেই ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম্যভাবের অনবস্থাবিশেষনিবন্ধনও উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ “তত্ত্বমসি” শ্রুতি জীবের এই ব্রহ্মাত্ম্যভাব অবস্থাবিশেষবশতঃ নহে, ইহাই বলিতেছেন । আর চোরেণ দৃষ্টান্ত দিয়া অনৃত্যভিসন্ধের বন্ধন অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা আশ্রয় করে, তাহার বন্ধন হয় এবং সত্য্যভি-সন্ধের অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে, তাহার মোক্ষ হয়, ইহা দেখাইয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদই একমাত্র পরমার্থ, এবং নানাত্ব অর্থাৎ অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মকে যে বহু বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানবিশৃঙ্খিত অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা কল্পিত । কারণ, যদি উভয়ই সত্য হইত, তাহা হইলে ব্যবহারগোচর জন্ত, অর্থাৎ যিনি জগতে নানাবিধ ব্যবহার সম্পাদন করিতেছেন, তিনিও অনৃত্যভিসন্ধ অর্থাৎ তিনিও মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াছেন,—একথা শ্রুতি বলিবেন কেন ? তাহার পর—

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি” (বৃঃ ৪।৫।১২)

অর্থাৎ যিনি জগতে নানার আয় দেখেন অর্থাৎ এই জগতে বহুবিধ বস্তু আছে বলিয়া দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন—এই শ্রুতি ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ অভেদই একমাত্র পরমার্থ—ইহাই দেখাইতেছেন । আর এই দর্শনে অর্থাৎ এই ভেদাভেদমতে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাভেদজ্ঞান হইতে ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হয় বলিয়া মুক্তি হয়, ইহা উপপন্ন হয় না । কারণ, সম্যকজ্ঞানের অপনোত্ত্ব অর্থাৎ প্রতিবন্ধ কোন মিথ্যাজ্ঞানকে সাংসারের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না । কারণ, উভয়ই সত্য হইলে, কি করিয়া একজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধিদ্বারা নানাত্ব জ্ঞানকে অপনোদিত করা হয় বলিবে ? [অতএব ভেদাভেদমত সত্য নহে ।]

ভাষ্যী ।

সম্প্রতি অনেকান্তবাদিনম্ উত্থাপয়তি—“নন্থ অনেকাত্মকম্” ইতি । অনেকাভিঃ শক্তিভিঃ যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ নানাকার্য্যসৃষ্টয়ঃ তৎ যুক্তং ব্রহ্ম একং নানা চ ইতি । কিম্ অতঃ যদি এবম্ ইত্যন্তঃ

(ভেদাভেদের কাব্যাদিক্রম ও অধিভূতের তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনন্তরান্তরাল্পশব্দাদিত্যঃ ১১৪]

ভাস্তী ।

আহ—“তত্র একত্বাংশেন” ইতি । যদি পুনঃ একত্বমেব বস্তুসদৃ ভবেৎ, ততো নানাভাবাৎ বৈদিকঃ কর্ণকাণ্ডাশ্রয়ঃ লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সমস্ত এব উচ্ছিদ্যেত । ব্রহ্মগোচরাশ্চ শ্রবণ-মননাদয়ঃ সর্বৈ দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেয়ন্ । এবং চ অনেকান্তবাদে ব্রহ্মণো মৃদাদিদৃষ্টান্তা অল্পরূপা ভবিষ্যন্তি ইতি । তন্ম ইমম্ অনেকান্তবাদং দূষয়তি “নৈবং স্তাৎ” ইতি ।

ইদং তাবদ্ অত্র বক্তব্যম্ ; মৃদাশ্রয়ানা একত্বং, ঘটশরাবাত্মাশ্রয়ানা নানাশ্রম ইতি বদতঃ কার্য-কারণয়োঃ পরস্পরং কিম্ অভেদঃ অভিমতঃ, আহো ভেদঃ, উত ভেদাভেদৌ ইতি । তত্র অভেদে ঐকান্তিকে মৃদাশ্রয়ানা ইতি চ ঘটশরাবাত্মাশ্রয়ানা ইতি চ উল্লেখদ্বয়ং নিয়মশ্চ, ন উপপত্ততে । ভেদে চ উল্লেখদ্বয়নিয়মৌ উপপন্নৌ, আশ্রয়ানা ইতি তু অসমঞ্জসম্ । ন হি অশ্রুশ্রু অশ্রু আশ্রা ভবতি । ন চ অনেকান্তবাদঃ । ভেদাভেদকল্পে তু উল্লেখদ্বয়ং ভবেদপি, নিয়মস্ত অযুক্তঃ । ন হি ধর্ম্মিণোঃ কার্যকারণয়োঃ সঙ্করে তদ্ব্যর্থো একত্বনানাশ্রয়ে ন সঙ্ঘীর্ষ্যতে ইতি সম্ভবতি । ততশ্চ মৃদাশ্রয়ানা একত্বং যাবদ্ ভবতি তাবৎ ঘটশরাবাত্মাশ্রয়ানাপি স্তাৎ । এবং ঘটশরাবাত্মাশ্রয়ানা নানাশ্রম যাবদ্ ভবতি, তাবৎ মৃদাশ্রয়ানা নানাশ্রম ভবেৎ । সোহয়ং নিয়মঃ কার্যকারণয়োঃ ঐকান্তিকং ভেদম্ উপকল্পয়তি, অনির্বচনীয়তাং বা কার্যশ্রু । পরাক্রান্তং চ অস্মাভিঃ প্রথমাধ্যায়ে তৎ ।

আস্তাং তাবৎ । তদেতৎ যুক্তিনিরাকৃতম্ অমুবদন্তীং শ্রুতিম্ উদাহরতি—“যুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্” ইতি । স্তাদেতৎ, ন ব্রহ্মণো জীবভাবঃ কাল্পনিকঃ, কিন্তু ভাবিকঃ । অংশো হি সঃ, তস্মা কর্ণসহিতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মভাবঃ আধীয়তে, ইত্যত আহ—“স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি” ইতি । “স্বাভাবিকশ্চ” অনাদেরিতি । যদুক্তং নানাশ্রমশেন তু কর্ণকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সৎস্ভূতি ইতি, তত্রাহ—“বাধিতে চ” ইতি । যাবদ্ অবাধং হি সর্বোহয়ং ব্যবহারঃ স্বপ্ন-দশায়ামিব তদুপদর্শিতপদার্থজাতব্যবহারঃ । স চ যথা জাগ্রদবস্থায়ং বাধকাৎ নিবর্ততে, এবং তদ্ব্যমস্তাদিবাক্যপরিভাবনাত্যাসপরিপাকভূবা শারীরশ্চ ব্রহ্মাশ্রয়ভাবসাক্ষাৎকারেণ বাধকেন নিবর্ততে । স্তাদেতৎ—

“যত্র দ্ব্যস্ত সর্বম্ আত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৫)

ইত্যাদিনা মিথ্যাজ্ঞানাদীনো ব্যবহারঃ ক্রিয়াকারকাদিলক্ষণঃ সম্যগজ্ঞানেন অপনীয়তে ইতি ন ক্রয়তে, কিন্তু অবস্থাত্তেদাশ্রয়ঃ ব্যবহারঃ অবস্থাস্তরপ্রাপ্তা নিবর্ততে, যথা বালকশ্চ কামচারণাদভক্ষতা উপনয়নপ্রাপ্তৌ নিবর্ততে । ন চ তাবতা অসৌ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো ভবতি এবম্ অত্রাপি, ইত্যত আহ—“ন চায়ং ব্যবহারভাব” ইতি । কুতঃ ? “তদ্ব্যমসি ইতি ব্রহ্মাশ্রয়ভাবশ্চ” ইতি । ন খলু এতৎ বাক্যম্ অবস্থা বিশেষবিনিয়তং ব্রহ্মাশ্রয়ভাবম্ আহ জীবশ্চ, অপি তু ন তুজ্ঞানো রজ্জুরিয়ম্ ইতি বৎ সদাতনং তম্ অভিবদতি । অপি চ সত্যানুভূতিধানেনাপি একদেব যুক্তম্ ইত্যাহ—“তদ্ব্যমদৃষ্টান্তেন চ” ইতি । “ন চ অশ্মিন্ দর্শনে” ইতি । ন হি জাতু কাষ্ঠশ্চ দণ্ডকমণ্ডলুকুণ্ডলশালিনঃ কুণ্ডলিহজ্ঞানং দণ্ডবতাং কমণ্ডলুমন্তাং বাধতে । তৎ কস্মি হেতোঃ ? তেষাং কুণ্ডলাদীনাং তস্মিন্ ভাবিকত্বাৎ । তদ্বৎ ইহাপি ভাবিকগোচরেণ একান্ত-জ্ঞানেন ন নানাশ্রম ভাবিকম্ অপবদনীয়ম্ । ন হি জ্ঞানেন বস্তু অপনীয়তে, অপি তু মিথ্যা-জ্ঞানেন আরোপিতম্ ইত্যর্থঃ ।

বেদান্তকরতরঃ ।

মুদেকা শরাবাদয়ঃ পরস্পরং ভিন্না ইতি অভ্যুপগমে অভ্যুপভেদ এব স্তাৎ । অথ মৃদাশ্রয়ানা শরাবাদীনাম্ একত্বং যুক্তশ্চ শরাবাত্মাশ্রয়ানা নানাশ্রম ইতি মতম্, তদ্ব্য বিকল্পা দূষয়তি—“ইদং তাবৎ” ইত্যাদিনা । অভ্যুপভেদে হি অপুনরুক্তশব্দপ্রয়োগঃ ভেদাভেদয়োঃ কার্য-কারণাশ্রয়ানা ব্যবহা চ ন স্তাৎ ইত্যাহ—“তত্র” ইতি । “ন চ অনেকান্তবাদ” ইতি । ভেদগতকৈ অনেকান্তবাদশ্চ ন ভবতি ইত্যর্থঃ । “ন ভবেদপি” ইতি । অনেকান্তকাং ন ভবেদপি ইতি অলোঃ অর্থঃ । সত্যবাদিনঃ তদ্ব্যমস্মৈ আরোপিতস্ত নোক্তবৎ সত্যব্রহ্মাশ্রয়বদিনো নোক্ত ইতি তদ্ব্যমস্মৈ ।

(ভেদান্তের বাবহারিক ও অধীতির তাৎপৰ্য)

[তদনন্তমারম্ভাংশাদিত্যঃ ১৪]

ভাস্করীর অলুপ্য । ভেদান্তবাদ খণ্ডন ।

সম্প্রতি “নমু অনেকাশ্মকম্” এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার অনেকান্তবাদ উত্থাপন করিতেছেন । অনেক শক্তিধারা যে সকল প্রবৃত্তি, যাহা হইতে নানা কার্যের সৃষ্টি হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির সহিত যুক্ত ব্রহ্ম একও বটেন, অনেকও বটেন । ইহা হইতে কি হইল—যদি এইরূপ হয়? এইজন্য “তত্র একত্বাংশেন” এই গ্রন্থ বলিতেছেন । যদি একত্বই বস্তুসং অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য হইত, তাহা হইলে নানাত্বের অভাবপ্রযুক্ত কর্ম-কাণ্ডাশ্রয় অর্থাৎ যাহার আশ্রয় কর্মকাণ্ড এইরূপ—বৈদিক ব্যবহার অর্থাৎ কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বেদে যে সকল কার্যকলাপ বলা হইয়াছে, তাহা এবং লৌকিক ব্যবহার অর্থাৎ লোকে যে সকল কার্যকলাপ ব্যবহার হয় সেই সমস্তই, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লোপ পাইয়া যায় এবং ব্রহ্মগোচর অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল শ্রবণমননাদি, সে সকলই দন্তজলাঞ্জলি বলিয়া প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়া পড়ে । আর ব্রহ্ম যদি অনেকাশ্মক অর্থাৎ অনেক হন, তাহা হইলে মুক্তিকাদির যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও দন্তজলাঞ্জলি হইবে । সেই এই অনেকান্তবাদকে “নৈবং স্ম্যৎ” এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার দোষ দিতেছেন ।

এস্থলে এইরূপ বলিতে হইবে যে, যিনি বলেন—মুক্তিকারূপে এক, এবং ঘট শরাদিরূপে নানা, তাহার মতে কার্য ও কারণের পরস্পর অভেদই অভিপ্রেত, অথবা ভেদ অভিপ্রেত, কিংবা ভেদাভেদ উভয়ই অভিপ্রেত? তন্মধ্যে অভেদ ঐকান্তিক হইলে অর্থাৎ অভেদই একমাত্র অভিপ্রেত হইলে যদান্বনা অর্থাৎ মুক্তিকারূপে এবং ঘটশরাদান্বনা অর্থাৎ ঘটশরাদিরূপে—এই উল্লেখদ্বয় এবং নিয়ম উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না । কিন্তু ভেদ অভিপ্রেত হইলে উল্লেখদ্বয় ও নিয়ম উপপন্ন হয়, কিন্তু “আন্বনা” অর্থাৎ “রূপে” এই পদটি অসঙ্গত হয় । কারণ, অণুপদার্থ কখন অণুর আন্বনা অর্থাৎ স্বরূপ হয় না, আর অনেকান্তবাদও সম্ভব হয় না । কিন্তু ভেদাভেদকল্পে উল্লেখদ্বয় হইলেও নিয়ম কিন্তু অযুক্তই হয় । কারণ, ধর্মী যে কার্য ও কারণ, সেই কার্য ও কারণের সত্ত্ব অর্থাৎ মিশ্রণ হইলে তাহাদের ধর্ম যে একত্ব ও নানত্ব তাহারা সন্ধীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইবে না—ইহা সম্ভব হয় না । আর সেই হেতু মুক্তিকারূপে যখন এক হয়, তখন ঘটশরাদিরূপেও এক হইবে । এইরূপে ঘটশরাদিরূপে যখন নানা হয়, তখন মুক্তিকারূপেও নানা হইবে । সেই এই নিয়মটি কার্য ও কারণের ঐকান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচারী ভেদকে উপকল্পনা করিয়া দেয়, অর্থাৎ ‘আছে’ ইহা জানাইয়া দেয়? অথবা কার্যের অনির্বাচনীয়ত্ব জানাইয়া দেয় । আর সেই ভেদাভেদমত আমরা প্রথম অধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছি ।

আচ্ছা, তাহাই হউক । সেই এই যুক্তিনিরাকৃত মতটি যে শ্রুতি অলুপ্য করিয়াছেন, তাহাই “মুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্” এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার উদাহরণ করিতেছেন । আচ্ছা, যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মের জীবতাব কাল্পনিক নহে, কিন্তু ভাবিক অর্থাৎ বাস্তবিক ; কারণ, জীব ব্রহ্মের অংশ ; কর্মের সহিত জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্রহ্মত্ব হইয়া থাকে, ইত্যাদি ; এইজন্য “স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি” এই গ্রন্থ বলিতেছেন । স্বাভাবিক শব্দের অর্থ অনাদি । পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—নানাত্বাংশদ্বারা কর্মকাণ্ডবিষয়ক লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, ইত্যাদি, সে বিষয়ে ভাষ্যকার “বাধিতে চ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । যতদিন পর্য্যন্ত অবাধ থাকে, অর্থাৎ বাধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন স্বপ্নসময়ে তদুপদর্শিত অর্থাৎ স্বপ্নকল্পিত পদার্থ সকলের ব্যবহার হয় । আর স্বাপ্ন ব্যবহার যেমন বাধকবশতঃ জাগরণকালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যের, পরিভাবনাভ্যাস-পরিপাক-বাধক-ব্রহ্মানুভাব-সাক্ষাৎকারদ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বমসাদি বাক্যের পুনঃপুনঃ রীতিমত ভাবনার পূর্ণতাবশতঃ জীবের যে ব্রহ্মানুভাব জন্মে, অর্থাৎ “আমি ব্রহ্ম” এইরূপে বৈশাক্ষ্যকার হয়, সেই ব্রহ্মসাক্ষ্যরূপ বাধকের দ্বারা ঐসকল ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া যায় ।

আচ্ছা, তাহাই হউক—

“যত্র তু অস্ত সর্বম্ আত্মা এব অভুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৫)

অর্থাৎ যে সময়ে সাধকের সকল বস্তুই আত্মস্বরূপ হয়, সে সময়ে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? ইত্যাদি শ্রুতিধারা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ যে ক্রিয়াকারকাদিরূপ ব্যবহার হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়,—ইহা বলা হইতেছে না, কিন্তু অবস্থাভেদাশ্রয় ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থাবিশেষকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা অল্প অবস্থার প্রাপ্তিবশতঃ নিবৃত্ত হয় । যেমন বালকের কামচারবাদভঙ্গতা অর্থাৎ ইচ্ছামত আচরণ, কথা বলা ও ভক্ষণ করা, উপনয়নসংস্কার প্রাপ্ত হইলে নিবৃত্ত হইয়া যায় । (গৌতম ধর্মসূত্র) আর নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া ঐ ব্যবহার যে মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন হয়, তাহা নহে, এইরূপ এখানেও হইবে, এইজন্য “ন চায়ং ব্যবহারাতাবঃ” এই গ্রন্থ বলিতেছেন । কেন হইবে, তাহার কি হেতু? এইজন্য বলিতেছেন—“তত্ত্বমসি ব্রহ্মানুভাবস্ত” ইতি ।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য ।)

[তদনন্ত্যাহিকরণশব্দাদিত্যঃ ১৪]

ভাষ্যতীর্থঃ—মিথ্যাবস্তুজ্ঞানানন্ত্য ।

নিশ্চয়ই এই তত্ত্বমসি বাক্য যে, জীবের অবস্থা বিশেষবিনিয়ত ব্রহ্মাত্মভাব বলিতেছে, তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মভাব অর্থাৎ “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ হওয়া যে অবস্থাবিশেষে নিয়মিত—ইহা বলিতেছে না, কিন্তু “সর্প নহে, ইহা রজ্জু” ইহার মত ব্রহ্মাত্মভাব যে সদাতন অর্থাৎ সর্বদাই আছে, তাহাই বলিতেছে। আরও সত্য ও অনুভূতিধানদ্বারাও ইহাই উচিত—ইহা “তস্মৈবদৃষ্টোন্তেন চ” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। “ন চ অস্মিন্ দর্শনে” ইহার অর্থ এই যে, দণ্ড, কমণ্ডলু ও কুণ্ডলবিশিষ্ট কোন কাঠকে কুণ্ডলবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিলে তাহা দণ্ডবৃত্তকে বা কমণ্ডলুবৃত্তকে বাধা দেয় না। কি হেতু তাহা হয়? তাহার কারণ, তাহাতে যে কুণ্ডলাদি আছে, সেগুলি তাহাতে ভাবিক অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। তেমনি এখানেও ভাবিকগোচর একাত্মজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ যথার্থ একাত্মজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সকল বস্তু—এই জ্ঞানদ্বারা, ভাবিক নানাত্মকে অর্থাৎ যথার্থ নানাত্মকে অপোদিত করা যায় না, অর্থাৎ নিবারণ করা যায় না। কারণ, জ্ঞানদ্বারা বস্তুকে অপোদন অর্থাৎ দূর করা যায় না, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুকেই দূর করা যায় ইহাই অর্থ।

শাক্তভাষ্যম্ ।

নমু একত্বৈকাত্মভূতপদমে নানাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহতোরন্ নিবিষয়ত্বাৎ, স্বাধাদিশু ইব পুরুষাদিজ্ঞানানি। তথা বিমিশ্রতিষেদশাস্ত্রমপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহতৌত, মোক্ষশাস্ত্রমপি শিষ্টশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্ত্য। কথং চ অন্তেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্ত আত্মকত্বস্ত সত্যত্বম্ উপপত্তৌত ইতি?

অত্র উচ্যতে—নৈষ দোষঃ, সর্বব্যবহারার্থমেব প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারশ্চেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবৎ হি ন সত্যাত্মকত্বপ্রতিপত্তিঃ তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়কলক্ষণেষু বিকারেষু অন্ততত্ত্ববুদ্ধিঃ ন কস্মিচিৎ উৎপত্তৌত। নিকারানৈব তু অহং মম ইতি অবিজ্ঞয়া আত্মাত্মীয়েন ভাবেন সর্বো জন্তুঃ প্রতিপত্তৌত, স্বাভাবিকৌ ব্রহ্মাত্মতাং হিহা। তস্মাৎ প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাৎ উপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সূত্রস্ত প্রাকৃতস্ত জনস্ত স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ, ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়ঃ তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ।

কথং তু অসত্যেন বেদান্তব্যাক্যেন সত্যস্ত ব্রহ্মাত্মত্বস্ত প্রতিপত্তিঃ উপপদ্যেত? ন হি রজ্জুসর্পেণ দৃষ্টো জিয়তে, নাপি যুগত্মিকাস্তস্য পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়তে ইতি?

নৈষ দোষঃ, শঙ্কানিবাধিনিমিত্তমরণাদিকার্যোপলক্ষেঃ, স্বপ্নদর্শনাবস্থস্ত চ সর্গদংশনোদকস্তানাদিকার্যদর্শনাৎ।

তৎকার্যমপি অন্তম্বেব ইতি চেৎ ক্রয়াৎ? তত্র ক্রমঃ—যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্ত সর্গদংশনোদকস্তানাদিকার্যম্ অন্ততঃ, তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলম্, প্রতিবুদ্ধস্তাপি অবাধ্যমানত্বাৎ। ন হি স্বপ্নাৎ উৎখিতঃ স্বপ্নদৃষ্টঃ সর্গদংশনোদকস্তানাদিকার্যঃ মিথ্যা ইতি মন্যমানঃ তদবগতিমপি মিথ্যা ইতি মন্ত্যতে কস্মিৎ। এতেন স্বপ্নদৃষ্টঃ অবগত্যবাদনেন দেহমাত্রাজ্ঞবান্দো দূষিতো বেদিভব্যঃ। তথা চ প্রতিঃ—

যদা কণ্ঠস্থ কাণ্ড্যেযু জিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।

সম্বুদ্ধিঃ তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥ (ছাঃ ৫১২) ইতি—

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যয়াঃ সম্বন্ধেঃ প্রতিপত্তিঃ দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিৎ স্মৃতিষু জাতেষু, “ন চিরমিব জীবন্তি ইতি বিদ্যাৎ” ইত্যুক্তা—

(দেবভেদের ব্যবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব ।)

[তদনন্তরম্মারম্ভগণকাদিত্যঃ । ১৪]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

“অথ স্বপ্নাঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদন্তঃ পশুতি স এনং হস্তি” (ঐতরেয় আঃ)

ইত্যাদিমা তেন তেন অসত্যেনৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি । প্রসিদ্ধং চ ইদং লোকে অম্ময়ব্যতিরেককুশলানাম্ ঐদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে, ঐদৃশেন অসাধ্বাগম ইতি । তথা অকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা রেখানৃত্যাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ ।

ভাষ্যানুবাদ । পূর্বপক্ষ । অবৈতস্বীকারে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অমূল্যপত্তি ।

আচ্ছা, একত্বের একান্ত অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ যদি সর্বতোভাবে একত্বই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নানাদেশের অভাবপ্রযুক্ত, স্থানাদিতে পুরুষাদিচ্ছানের দ্বায় প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকল নির্বিষয়দ্ব্যর্থপ্রযুক্ত বাধাতপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকলের বিষয় থাকে না বলিয়া স্থানপ্রভৃতিতে পুরুষাদি-চ্ছানের দ্বায় বাহত হয় । সেইরূপ বিধি ও প্রতিশোধনও অর্থাৎ নিষেধশাস্ত্রও ভেদোপেক্ষান্বিতবন্ধন অর্থাৎ ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া তদভাবে অর্থাৎ সেই ভেদ না থাকিলে বাধাতপ্রাপ্ত হয়; এবং মোক্ষশাস্ত্রও শিগ্গ ও শাসিত্বাদিভেদোপেক্ষা বলিয়া অর্থাৎ গুরুশিগ্গসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে বলিয়া সেই ভেদের অভাবে বাধাতপ্রাপ্ত হয়; আর কি করিয়াই বা অন্ত মোক্ষশাস্ত্রকর্তৃক প্রতিপাদিত যে আত্মিকত্ব, অর্থাৎ আত্মার একত্ব তাহার সত্যতা উপপন্ন হয় ।

স্বপ্নকল্পাপন । অবৈতস্বীকারে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অমূল্যপত্তি নাই ।

এতদ্বত্তরে বলি হয় যে—এই দোষ হয় না; কারণ, ব্রহ্মাত্মবিচ্ছানের পূর্বে অর্থাৎ ‘ব্রহ্মই আত্মা,’ এই জ্ঞানের পূর্বে পর্য্যন্ত, সকল ব্যবহারেরই সত্যতাব উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সকল ব্যবহারই সত্য হইয়া থাকে । যেমন বোধের পূর্বে অর্থাৎ জাগরণের পূর্বে পর্য্যন্ত স্বপ্নব্যবহার সত্য বলিয়া মনে হয় । যেহেতু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যাত্মকঅপ্রতিপত্তি না হয়, অর্থাৎ ‘আত্মা এক’ এই সত্যবুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণপ্রমেয়-ফললক্ষণ বিকারসমূহে অর্থাৎ চক্ষুরাদি প্রমাণ, ঘটাদি প্রমেয়, রূপাদি ফলরূপ বিকারসমূহে কাহারও অন্তবুদ্ধি অর্থাৎ মিথ্যাত্বজ্ঞান হয় না । সকল প্রাণী ব্রহ্মাত্মতা অর্থাৎ ‘ব্রহ্মই আত্মা’ এই স্বাভাবিক ভাবে পবিত্রাঙ্গ করিয়া অবিচ্ছাদনশতঃ “আমি আমার” এইরূপ আত্মাভাব ও আত্মীয়ভাবদ্বারা অর্থাৎ দেহাদিতে ‘আমি’ ও পুত্রাদিতে ‘আমার’ এই আত্মাভাব ও আত্মীয়ভাব করুণাদ্বারা বিকার সকলকেই জ্ঞান করিয়া থাকে । সেইজন্ত ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধের পূর্বে অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা,—এই জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত, লৌকিক ও বৈদিক সকল ব্যবহারই উপপন্ন হয় । যেমন বোধের পূর্বে অর্থাৎ জাগরণের পূর্বে, যে শোক উচ্চাষচ অর্থাৎ ভালমন্দ বিবিধভাবসমূহ দেখিতেছে, সেই প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ তত্ত্ববাক্তির স্বপ্নে প্রত্যক্ষাভিমত নিশ্চিত বিজ্ঞানই হয়, অর্থাৎ স্বপ্নে যে জ্ঞান হয়, তাহা নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ বলিয়াই মনে হয় । আব তৎকালে সেই বাক্তির প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায় হয় না, অর্থাৎ যাহা দেখিতেছি তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, তদ্বৎ এখানেও হয়; অর্থাৎ যেমন, প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ কোন নিশ্চিত বাক্তি জাগরণের পূর্বে পর্য্যন্ত স্বপ্নে যখন ভালমন্দ নানাবিধ বস্তু দেখিতে থাকে, তখন যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে করে, এবং স্বপ্নসময়ে তাহা যে ভ্রম হইতেছে, ইহা মনে হয় না—ইহাও সেইরূপ ।

রজ্জুসর্পের দংশনও সূচ্য হয় ।

যদি বল, অসত্য বেদান্তবাক্যাদ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্মত্বের অর্থাৎ ‘ব্রহ্মই আত্মা’ এই সত্যের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান কি করিয়া হয় ? কারণ, রজ্জুসর্পকর্তৃক দংশনপ্রাপ্ত হইয়া কেহ ত মরে না এবং মৃগতৃক্ষিকার জলদ্বারা পান অবগাহনাদি প্রয়োজনীয় কার্যও ত কেহ করে না ? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; কারণ, শব্দাবিষ অর্থাৎ বিষভ্রম হইতেও মরণাদি কার্যের -উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় । আর স্বপ্নদর্শনাবস্থ ব্যক্তির অর্থাৎ যে লোক স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সেই অবস্থাতে সর্পদংশন ও জলে স্নানাদিকার্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

রজ্জুসর্পের জ্ঞান মিথ্যা নহে ।

যদি বল,—সে কার্যও মিথ্যাই, তাহা হইলে সেস্থলে আমরা বলি, যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে তাহার, সর্পদংশন ও জলে স্নানাদি কার্য অন্ত অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলেও তাহার অবগতি অর্থাৎ জ্ঞানরূপকল নিশ্চয়ই সত্য । কারণ, প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তিরও অর্থাৎ জাগরিত ব্যক্তির সেই জ্ঞান বাধিত হয় না । কারণ, স্বপ্ন হইতে উথিত কোন ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন ও জলস্নানাদিকার্য মিথ্যা বলিয়া

(তেদাত্তেদের ব্যবহারিকত্ব ও অধিত্তেদের তাত্ত্বিকত্ব ।)

[তদনন্ত্যত্বস্বরূপশব্দাদিত্যঃ । ১৪]

তাৎপার্যবাদ ।

মনে করিলেও তাহার অবগতিকেরও অর্থাৎ জ্ঞানকেরও মিথ্যা বলিয়া মনে করে না । এই স্বপ্নদর্শীর অবগতির অবাধের দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শীর জ্ঞান বাধিত হয় না বলিয়া দেহমাত্র আত্মবাদ অর্থাৎ বাহ্যরা দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের মতে দোষ দেওয়া হইল জানিবে । যথা শ্রুতি বলিয়াছেন--

“যদা কৰ্ম্মসু কাম্যেষু জিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমুচ্ছিন্নঃ তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” (ছাঃ উঃ ৫।২।২)

অর্থাৎ লোকে যখন কাম্যকৰ্ম্ম অল্পদানকালে স্বপ্নে দ্বীলোককে দেখে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনবশতঃ সেই কৰ্ম্ম ফলসিদ্ধি হইবে জানিবে । এই মিথ্যা স্বপ্নদর্শনদ্বারা সত্য সমুচ্ছিন্ন প্রতিপত্তিকে অর্থাৎ জ্ঞানকে দেখাইতেছে । তদ্রূপ প্রত্যক্ষদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখা যায়—এইরূপ কতকগুলি অরিষ্ট অর্থাৎ মতুলক্ষণ জন্মিলে—

“ন চিরমিহ জীবন্ত্যতি ইতি বিদ্যাৎ”

অর্থাৎ চিরকাল বাঁচিবে না জানিবে—এই কথা বলিয়া -

“অথ স্বপ্নাঃ পুরুষ কৃষ্ণ কৃষ্ণদন্ত পশ্যতি স এনং হস্তি” (ঐতরেয় আঃ)

আর যদি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দেখে, সেই পুরুষ ইহাকে হত্যা করে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সেই সেই মিথ্যাস্বপ্নদ্বারা সত্য মরণ হুচিত হয়—ইহা দেখাইতেছে । জগতে বাহ্যরা অদ্ব্যবতীবেরকদুশল অর্থাৎ, ইহা হইলে ইহা হয় এবং ইহা না হইলে ইহা হয় না । এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহাদের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ যে, এইরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা সাত্ত্ব আগম অর্থাৎ শুভ এবং এইরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা অসাত্ত্ব আগম অর্থাৎ অশুভ হুচিত হয়, এবং রেখারূপ মিথ্যা অক্ষরের জ্ঞান হইতে অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে দেখা গিয়াছে ।

ভাস্তী ।

চোদয়তি—“ননু একশ্চৈকাস্তাত্ত্বাপগমে” ইতি । ‘অবাধিতানধিগতাসন্নিধ্বনিতজ্ঞানসাধনং প্রমাণম্’ ইতি প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্তা প্রত্যক্ষাদীন প্রমাণতাম্ অশ্ণুবতে । একশ্চৈকাস্তাত্ত্বাপগমে তু তেষাং সর্বেষাং ভেদবিষয়াণাং বাধিতত্বাৎ অপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত । তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভাবনাভাব্যভাবককণ্ঠেতিকর্তব্যতাভেদোপেক্ষাৎ ব্যাহত্বেত । তথাচ নাস্তিক্যম্ । একদেশাঙ্ক্ষেপেণ চ সর্ববেদাঙ্ক্ষেপাৎ বেদান্তানামপি অপ্রামাণ্যম্ ইতি অভেদৈকাস্তাত্ত্বাপগমহানিঃ । ন কেবলং বিধিনিষেধাঙ্ক্ষেপেণ অশ্রু মোক্ষশাস্ত্রশ্রু আক্ষেপঃ, স্বরূপেণ অশ্রুপি ভেদোপেক্ষাৎ ইত্যাহ—“মোক্ষশাস্ত্রশ্রুপি” ইতি । অপি চ অস্মিন্ দর্শনে বর্ণপদবাক্যপ্রকরণাদীনাম্ অলীকত্বাৎ তৎপ্রভবম্ অদ্বৈতজ্ঞানম্ অসমীচীনং ভবেৎ, ন খলু অলীকাৎ ধূমাৎ * ধূমকেননজ্ঞানং সমীচীনম্ ইত্যাহ—“কথং চ অনূতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ” ইতি ।

পরিহরতি—“অত্র উচ্যতে” ইতি । যতপি প্রত্যক্ষাদীনাম্ তাত্ত্বিকম্ অবাধিতত্বং নাস্তি যুক্ত্যাগমভাভ্যাং বাধনাৎ, তথাপি ব্যবহারে বাধনাভাভ্যাং সাংব্যবহারিকম্ অবাধনম্ । ন হি প্রত্যক্ষাদিভিঃ অর্থং পরিচ্ছিন্ন প্রবর্তমানো ব্যবহারে বিসংবাত্ততে সাংসারিকঃ কশ্চিৎ । তস্মাৎ অবাধনাৎ ন প্রমাণলক্ষণম্ অতিপতন্তি প্রত্যক্ষাদয় ইতি । “সত্যত্বোপপত্তেঃ” ইতি—সত্যত্বাভিমানোপপত্তেরিতি । গ্রহণকবাক্যম্ এতৎ । বিভজ্যতে—“যাৎ হি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ” ইতি । বিকারান্ এব তু শরীরাদীন অহম্ ইতি আত্মভাবেন পুত্রপঞ্চাদীন মমেতি আত্মীয়ভাবেন ইতি যোজন্য । “বৈদিকশ্চ” ইতি কৰ্ম্মকাণ্ডমোক্ষশাস্ত্রব্যবহারসমর্থনম্ ।

“স্বপ্নব্যবহারশ্চৈব” ইতি বিভজ্যতে—“যথা স্পৃশ্য প্রাকৃতত্ব” ইতি । “কথং চ অনূতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ” ইতি যৎ উক্তং তৎ অনুভ্যাস দৃষয়তি—“কথং তু অসত্যেন” ইতি । শক্যম্ অত্র বক্তুং প্রবণত্বাপায় আত্মসাক্ষাৎকারপর্যন্তঃ বেদান্তসমুখোহপি জ্ঞাননিচয়ঃ অসত্যঃ, সোহপি হি বৃত্তিরূপঃ কার্যতয়া নিরোধধৰ্ম্মা, যন্ত ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকারঃ অসৌ ন কার্য্যঃ তৎস্বভাবত্বাৎ, তস্মাৎ অচোত্তম্ এতৎ “কথম্ অসত্যং সত্যোৎপাদঃ” ইতি । যৎ খলু সত্যং ন তৎ উপপত্ততে ইতি কৃতঃ তস্মাৎ অসত্যং

(তেদান্তেদেব ব্যাবহারিকঞ্চ ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিক ।)

[তদনন্ত্যমারম্ভগণস্বাদিত্যঃ । ১৪]

ভাস্যতী ।

উৎপাদঃ ? যচ্চ উৎপত্তে তৎ সৰ্বম্ অসত্যমেব । সাংব্যবহারিকং তু সত্যঞ্চ বৃত্তিরূপস্ত
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তেব শ্রবণাদীনামপি অভিন্নম্ । তস্যাং অভ্যুপেতা বৃত্তিস্বরূপস্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্ত
পরমার্থসত্যতাং বাভিচাৰোদ্ভাবনম্ ইতি মন্তব্যম্ । যত্চপি সাংব্যবহারিকস্ত সত্যাদেব ভয়াৎ
সত্যং মরণম্ উৎপত্তে, তথাপি ভয়হেতুঃ অহিঃ তজ্জ্ঞানং বা অসত্যং ততো ভয়ং সত্যং জায়তে
ইতি অসত্যাং সত্যস্ত উৎপত্তিঃ উক্তা । যত্চপি চ অহিজ্ঞানমপি স্বরূপেণ সৎ, তথাপি ন
তজ্জ্ঞানত্বেন ভয়হেতুঃ, অপি তু অনিৰ্বাচ্যাহিক্রিয়িত্বেন । অন্যথা বজ্জ্ঞানাদপি ভয়প্রসঙ্গাৎ
জ্ঞানত্বেন অবিঃশয়াৎ । তস্যাং অনিৰ্বাচ্যাহিক্রিয়িত্বং জ্ঞানমপি অনিৰ্বাচ্যম্ ইতি সিদ্ধম্ অসত্যাদপি
সত্যস্ত উপজন ইতি ।

ন চ ক্রমঃ সৰ্বস্যাং অসত্যাং সত্যস্ত উপজনঃ, যতঃ সমারোপিতধূমভাবায়াঃ ধূমমহিষ্টাঃ
বহিঃজ্ঞানং সত্যং স্মাৎ । ন হি চক্ষুষো রূপজ্ঞানং সত্যম্ উপজায়তে ইতি রসাদিজ্ঞানেনাপি
ততঃ সত্যেন ভবিতব্যম্ । যতো নিয়মো হি সত্যাদৃশঃ সত্যানাং যতঃ কৃতশ্চিৎ কিঞ্চিদেব
জায়তে ইতি । এবম্ অসত্যানামপি নিয়মো যতঃ কৃতশ্চিৎ অসত্যাং সত্যং কৃতশ্চিৎ অসত্যম্,
যথা দীর্ঘছাদেঃ বর্ষেণ সমারোপিতহাবিশেষেহপি অজীনম্ ইত্যতো জ্যানিনিরহম্ অবগচ্ছন্তি
সত্যম্ । অজীনম্ ইত্যতস্ত সমারোপিতদীর্ঘভাবাৎ জ্যানিবিবহম্ অবগচ্ছন্তো ভবন্তি ভ্রান্তাঃ ।
ন চ উভয়ত্র দীর্ঘসমারোপঃ প্রতি কশ্চিৎ অস্তি ভেদঃ । তস্যাং উপপন্নম্ অসত্যাদপি সত্যস্ত
উদয় ইতি ।

নিদর্শনান্তরম্ আহ—“স্বপ্নদর্শনাবস্থান্ত” ইতি । যথা সাংসারিকো জাগ্রদ্ ভুজঙ্গং দৃষ্ট্বা
পলায়তে, ততশ্চ ন দংশবেদনাম্ আপ্নোতি ; পিপাসুঃ সলিলম্ আলোকা পাতুং প্রবর্ততে, ততঃ
তৎ আসাদ্য পায়ংপায়ম্ আপ্যায়িতঃ সুখম্ অমুভবতি এবং স্বপ্নান্তিকেহপি তদবস্থঃ সৰ্বম্
ইতি অসত্যাং কার্যাসিদ্ধিঃ । শব্দে “তৎকার্যমপি অনুভবেব” ইতি । এনমপি ন অসত্যাং
সত্যস্ত সিদ্ধিঃ উক্তা ইত্যর্থঃ । পরিহরতি—“তত্র ক্রমঃ । “যত্চপি স্বপ্নদর্শনাবস্থান্ত” ইতি । লৌকিকে
হি শৃণোথিতঃ অগম্যং বাধিতঃ মন্যতে, ন তৎ অবগতিং, তেন যত্চপি পরীক্ষকাঃ অনিৰ্বাচ্য-
ক্লিষ্টতাম্ অগতিম্ অনিৰ্বাচ্যাঃ নিশ্চিষ্টান্তি, তথাপি লৌকিকাভিপ্রায়েণ এতৎ উক্তম্ । অত্রান্তরে
লোকায়তিকানাং মতম্ অপাকবোতি—“এতেন স্বপ্নদৃশঃ অবগত্যাধানেন” ইতি । যদা খলু অয়ং
চৈত্রঃ তারক্ষণং প্যাক্তবিকটদষ্ট্রাকরালবদনাম্ উত্তকবস্ত্রমম্মস্তকাবচুস্থিলাঙ্গুলাম্ অতিরোষারুণস্তক-
বিশালবৃন্তলোচনাং রোমাঞ্চসঞ্চয়োৎফুল্লভীষণাং ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিপ্তিতাম্ অভ্যামিত্রীণাং
তনুম্ আস্থায় স্বপ্নে প্রতিবুদ্ধো মানুযীম্ আশ্বনঃ তনুং পশ্যতি তদা উভয়েদেহানুগতম্ আশ্বানং
প্রতিসন্দধানো দেহাতিরিক্তম্ আশ্বানং নিশ্চিনোতি, ন তু দেহমাত্রম্, তস্মাত্রাঙ্গে দেহবৎ প্রতি-
সন্ধানাভাবপ্রসঙ্গাৎ । কথং চ এতৎ উপপত্তে যদি স্বপ্নদৃশঃ অবগতিঃ অব্যাহিতা স্মাৎ ।
তদাধে তু প্রতিসন্ধানাভাব ইতি । অসত্যাচ্চ সত্যপ্রতীতিঃ ঋতিসিদ্ধা অদ্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা চ
ইত্যাহ—“তথাচ ঋতিঃ” ইতি । “তথা অকারাদি” ইতি । যত্চপি বেদ্যস্বরূপং সত্যং, তথাপি তদ্
যথাসংকেতম্ অসত্যম্ । ন হি সংকেতয়িতারঃ সংকেতয়ন্তি ঈদৃশেন রেখাভেদেন অয়ং বর্ণঃ
প্রত্যোতবাঃ, অপি তু ঈদৃশো রেখাভেদঃ অকারঃ ; ঈদৃশচ্চ ককারঃ ইতি । তথা চ “অসমীচীনাং
সংকেতাং সমীচীনবর্ণাবগতিঃ” ইতি সিদ্ধম্ ।

(বেদান্তকল্পতরুঃ ।)

অহংসমভিসমানয়োঃ একত্র ব্যাখ্যাতঃ কাদিতি প্রতিভজা যোজয়তি—“পরীরাণী” ইতি । নতু মিথ্যাৎ শ্রবণাদীনাম্ অবিজ্ঞানিবৃত্তি-
সম্বলসাক্ষাৎকারহেতুঃ ন জ্ঞানং নতু আহ—“সাংব্যবহারিকং তু” ইতি । অসত্যাদপি কার্যস্বপ্নদীর্ঘোৎপত্তিম্ অনন্তমেব বঙ্গ্যম্ ইত্যর্থঃ ।
যদি অসত্যাং সত্যার্থঃ জ্ঞানং, তহি ধূমভাসাদপি বন্ধীঃ সমীচীন জ্ঞানং ইচ্ছান্তম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ—“ন চ ক্রমঃ” ইতি । “ধূমমহিষী” ধূমী ।
সা চ বাপঃ । অসত্যাদপি সত্যম্ উৎপত্তে ইতি উচ্যতে ন পুনঃ অসত্যাং সত্যোৎপাদনিয়ম ইত্যর্থঃ । যদি পুনঃ কৃতশ্চিৎ অসত্যাং সত্যং

(তেদাত্তেভের ব্যাবহারিকত্ব ও অধিতীরের তাৎপিকত্ব ।)

[তদনন্ত্যাদিকরণশব্দাদিত্যঃ । ১৪]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

জাতম্ ইতি সর্বস্মাৎ অসত্যং সত্যক্স আপাত্ততে, ততি কিঞ্চিৎ সত্যং কল্পতিং সত্যস্ত জনকম্ ইতি তত্ এন সর্বং সত্যং ত্ভাৎ ইতি প্রক্ৰিয়ম্ আহ—“ন হি” ইতি । চোক্তসাম্যম্ উক্ত্যু পরিহারসাম্যম্ আহ—“যত” ইতি, যতঃ সিরমাৎ ইত্যর্থঃ । জাঃ বয়োহানৌ ইত্যন্ত নিষ্ঠারঃ সন্তানরণে নঞ সমাসে চ অজীমম্ ইতি রূপম্ । অস্মাৎ অধাত্তলীর্থভাবাৎ যন্তুপি জ্ঞানেঃ বয়োহানেঃ অহাং সত্যম্ অবগচ্ছতি । যত্। তু ব্রহ্মেভেন অজিনম্ ইতি উচ্চরিতে জ্ঞানং অজীমম্ ইতি পুরীতাত্ অস্মাৎ শব্দাৎ বা বয়োহানিশ্রুতীতিঃ সা জ্ঞানিঃ অজিনশব্দো হি চণ্-বচনঃ ইতি । অত্র যথা আবোপিতরাবিশেষেহপি কিঞ্চিৎ দৈর্ঘ্যং সত্যবোধকং কিঞ্চিৎ অসত্যবোধকম্ এবম্ অস্মাকমপি ইত্যর্থঃ । “পারঃ-পারঃ”—পীড়া পীড়া । “তারকবীঃ” ব্যাভ্রময়ীঃ তনুম্ আত্মায় ইতি অর্থঃ । ব্যাভ্রঃ—বিবৃতং, বিকটাত্মাং, বস্ত্রাভাঃ দণ্ডাত্মাঃ—“করালং”, ভয়ানকম্ আননঃ যন্তাঃ সা তথোক্তা । উত্তরকম্—উন্নমযা বৃত্তম্ । ব্রহ্মমৎ—অতর্ক্য-অমম্ সত্ত্বকামদুষ্টি লাভুলঃ যন্তাঃ সা তথা । ক্ষণ্তে ইত্যন্ততো বিকিপ্তে নোচেন যন্তাঃ সা তথা । অসিত্রম্ অতি প্রাঃতবোক্ত্যুঃ গতান্ প্রভামিতীর্ণম্ । ক্ষটিকশৈলপ্রতিবিম্বিতাঃ হি অমিত্রম্ ইতি জ্ঞানং আভ্রতম্ যাবন্তীঃ স্তপ্তো ব্যাভ্রতম্ আভ্রিতঃ পশ্যতি ইতি । যদি অমৃতদূষণঃ অবগতিঃ অবধিতাঃ ত্ভাৎ তহি এব উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ । ভেদাভেদবাবহারৌ ভেদাত্তদোপপাদকৌ ইতি বদন্ প্রষ্টবাঃ কিং ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাচীনৌ তত্পপাদকৌ পরাচীনৌ বা ইতি । ন আদ্যঃ, ইত্যুক্তঃ “নানাত্মাঃশেণে কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রমঃ” ইত্যাদিনা । তত্ত্বজ্ঞানং প্রাক্ অভেদবাবহারস্ত অপ্রাপ্তভাৎ ন স উপপত্ত্যঃ ।

ভামতীর গমুবাদ । পুঙ্গবপঃ ভাষ্যমাণা ।

“ননু একঃস্বকাস্তাভ্যুপগমে” এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্ক্য করিতেছেন । “অবাধিত অনধিগত ও অসম্বন্ধ বিজ্ঞানের সাধনই প্রমাণ” প্রমাণেব এই সমাগলক্ষণের উপপত্তিদ্ধারা অর্থাৎ প্রমাণের এই সাধারণ লক্ষণদ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রমাণ হয় । কিন্তু একেবের একান্ত অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ একমাত্র একত্ব স্বীকার করিলে সেই সকল ভেদবিষয়ক প্রমাণের বাধিতপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভেদবটিতে সেই সকল প্রমাণ বাধিত হইয়া যায় বলিয়া তাহাদেব অপ্রামাণ্য প্রসক্ত হইয়া পড়ে । তদ্রূপ বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রও ভাবনা-ভাবাবাককরণেতিককর্তৃত্বাত্তভেদাপেক্ষপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভাবনা—যাহা ইহাতে পুরুষের মধ্যে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ ব্যাপারবিশেষ, ভাব্য অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল, ভাবক অর্থাৎ বিনি প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছেন, করণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ফল হয় অর্থাৎ যাগাদি, ইতিকর্তৃত্বাত্ত অর্থাৎ কার্যাপ্রণালী—ইত্যাদি ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া বাহত হইয়া যায় । আর তাহা হইলে নাস্তিকতাই হইয়া পড়ে । আর একদেশাক্ষেপদ্বারা অর্থাৎ এক অংশ অপ্রমাণ হইলে সমস্ত বেদের আক্ষেপপ্রযুক্ত অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হইয়া যায় বলিয়া বেদান্তেরও অপ্রমাণ্য হইয়া পড়ে, এই হেতু অভেদকাস্তাভ্যুপগমেব অর্থাৎ একমাত্র অভেদস্বীকারের হানি হয়, অর্থাৎ বাবাত খটিল । কেবল যে বিধি-নিষেধশাস্ত্রের আক্ষেপদ্বারা অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হইয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা এই মোক্ষশাস্ত্রের আক্ষেপ হয়, অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হয়, তাহা নহে, যেহেতু এই মোক্ষশাস্ত্রের স্বরূপতঃ ভেদাপেক্ষ আছে অর্থাৎ এই মোক্ষশাস্ত্র নিজেই ভেদকে অপেক্ষা করে—ইহাই “মোক্ষশাস্ত্রস্যপি এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । আবও এই দ নের মতে বর্ণ, পদ, বাক্য ও প্রকরণপ্রকৃতি অলৌক বলিয়া তৎপ্রভব অর্থাৎ তাহা ইহাতে উৎপন্ন অ ব্রহ্মজ্ঞানও অসমীচীন হইবে । কারণ, অলৌক ধুমহেতুক ধুমকেতনজ্ঞান সমীচীন হয় না অর্থাৎ অলৌক ধুমহেতুদ্বারা ধুমকেতন অর্থাৎ বহ্নির জ্ঞান হইলে তাহা সত্য হয় না—ইহাই “কথং চ অনুভূতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন ।

অপগমপনশাস্ত্রমাণা ।

“অত্রোচ্যতে” এই গ্রন্থে পরিহার করিতেছেন । যদিও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের তাৎপিক অর্থাৎ যথার্থ অবাধিতত্ব অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্তির অভাব নাই, কারণ, যুক্তি ও আগমদ্বারা তাহার বাধ হয়, তাহা হইলেও ব্যবহার-কালে বাধনাভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধ হয় না বলিয়া সেই অবাধনটি সাংব্যবহারিক হয়, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য সত্য হয় । কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অর্থেকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ বস্তুনিশ্চয় করিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত কোন সংসারী ব্যক্তি ব্যবহারে বিসংবাদী হয় না, অর্থাৎ বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয় না । অতএব অবাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল প্রমাণলক্ষণকে অতিপাত অর্থাৎ অতিক্রম করে না । সত্যাত্তোপপত্তেঃ ইহার অর্থ—সত্যাত্তের অভিমানের উপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে বলিয়া । ইহা গ্রহণকবাক্য অর্থাৎ ইহা অবলম্বনবাক্যমাত্র । “যাবল্লি ন সত্যাত্তোক্তকথপ্রতিপত্তিঃ” এই গ্রন্থে ইহার বিভাগ অর্থাৎ বিবরণ করিতেছেন । শরীরাদি বিকার সকলকে ‘আমি’ এইরূপ আত্মভাব-দ্বারা এবং পুত্র ও পশুগণকে ‘আমার’ এইরূপ আত্মস্বত্বীয় ভাবদ্বারা—এইরূপ যোজনা কবিত হইবে । “বৈদিকশ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা কৰ্ম্মকাণ্ড ও মোক্ষশাস্ত্রের ব্যবহাব সমর্থন করা হইল । “যথা স্তুপ্তস্ত প্রাকৃতস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থে “স্বপ্নব্যবহারস্তেব” ইত্যাদি গ্রন্থের বিবরণ করিতেছেন । পূর্বে যে “কথং চ অনুভূতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন, তাহার অত্মভাষণ করিয়া অর্থাৎ পুনরুত্তর করিয়া “কথং

(ভেদভেদের বাবহারিকত্ব ও অসত্যের তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনন্তরমারম্ভশব্দাদিত্যঃ । ১৪]

স্বপ্নস্থাপনভাবব্যাখ্যা ।

তু অসত্যেন" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। এখানে বলিতে পার যে, শ্রবণাদি আত্মসাক্ষ্যকার পর্য্যন্ত উপায়, বেদান্ত হইতে উৎপন্ন হইলেও এই জ্ঞান সকল অসত্য, কারণ তাহাও অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ; অতএব কার্যাদিদার্থ বলিয়া তাহা নিরোধধর্ম্মা অর্থাৎ বিনাশশব্দাব। কিন্তু ব্রহ্মস্বভাবরূপ যে সাক্ষ্যকার, তাহা কার্যাদিদার্থ অর্থাৎ অনিত্য নহে, কারণ, তাহা তৎস্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব অসত্য হইতে কি করিয়া সত্য "জন্মে" ?—এইরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এজ্ঞা কি করিয়া অসত্য হইতে তাহার জন্ম হইবে? আর যাহা উৎপন্ন হয়, সে সকল অসত্যই। কিন্তু বৃত্তিরূপ ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের জ্ঞান শ্রবণাদিরও সাংব্যবহারিক সত্যের অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য সত্যের অভিন্নই, অর্থাৎ একই। অতএব বৃত্তিরূপ ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের পরমার্থসত্যতা অর্থাৎ বাস্তবিক সত্যতা অত্যাগম্য করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া ভাষ্যকাব্য ব্যভিচার উদ্ভাবন অর্থাৎ কল্পনা করিয়াছেন জ্ঞানিবে। যদিও সাংব্যবহারিক ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি ব্যবহার করিতেছেন তাঁহার, সত্য ভয় হইতেই সত্য মনন হয়, তথাপি ভয়ের কারণ সর্প, অথবা তাহার জ্ঞান অসত্য, তাহা হইতে সত্য ভয় জন্মে, এইজ্ঞা অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় বলিয়াছেন। আর যদিও সর্পজ্ঞানও স্বরূপতঃ সত্য, তথাপি তাহা জ্ঞান বলিয়া ভয়ের কারণ নহে, কিন্তু অনির্ভরচনীয় অর্থাৎ সত্যও নহে, অসত্যও নহে—এইরূপ অহির্ভূত বলিয়া অর্থাৎ সর্পমিশ্রিত জ্ঞান বলিয়া ভয়হেতু হয়। কারণ, তাহা না বলিলে বজ্জ্ঞান হইতেও ভয়ের প্রসঙ্গ হয়। কারণ, উভয়ই জ্ঞান বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। অতএব অনির্ভরচনীয় অহির্ভূত অর্থাৎ সর্পমিশ্রিত জ্ঞানও অনির্ভরচনীয়, এই প্রকার অসত্য হইতেও সত্যের উৎপত্তি হয়—ইহা সিদ্ধ হইল।

সত্য ও অসত্য হইতে সত্য ও অসত্যের উৎপত্তি।

আর আমরা ইহাও বলি না যে, সকল অসত্য হইতে সত্যের উপজ্ঞান অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, যেহেতু তাহা হইলে সমাবোপিত-ধুমভাবরূপ ধূমহিমার অর্থাৎ যাহাতে ধূমের আরোপ করা হইয়াছে, সেই ধূমহিমার অর্থাৎ ধূমপত্নী অর্থাৎ বাপ হইতে বহির্জ্ঞান সত্য হইয়া যাইবে। কারণ চক্ষুঃ হইতে রূপের জ্ঞান সত্য হয়, এইজ্ঞা তাহা হইতে রসজ্ঞান হইলে তাহাও সত্য হইবে না। যেহেতু সত্য সকলের সেই নিয়ম সেইরূপই হয়, যে নিয়মবশতঃ কোন সত্য হইতে কোনটাই জন্মে, অর্থাৎ সত্য হইতে সত্যও হয় মিথ্যাও হয়; সত্য হইতে সত্যই জন্মিবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। এইরূপ অসত্যেরও নিয়ম এইরূপ যে, নিয়মবশতঃ কোন অসত্য হইতে সত্য হয়, এবং কোন অসত্য হইতে অসত্য হয়; যেমন বর্ণ সকলে দীর্ঘদ্বাদির আরোপের কোন বিশেষ না থাকিলেও অর্থাৎ তাবতম্য না থাকিলেও দীর্ঘ ঈকারযুক্ত অজ্ঞান এই শব্দ হইতে জ্ঞানবিরহ অর্থাৎ বান্ধকের অভাব এই সত্য অর্থ অবগত হয়; কিন্তু সমাবোপিত দীর্ঘভাব অর্থাৎ যাহাতে দীর্ঘের আরোপ করা হইয়াছে, এইরূপ অজ্ঞান হইতে অর্থাৎ বৃষইকাব্যুক্ত এই অজ্ঞান শব্দ হইতে 'বান্ধকের অভাব' এই অর্থ বাহারা অবগত হন, তাঁহারা ভ্রান্ত; (কারণ, অজ্ঞানশব্দের অর্থ চর্ম্ম;) আব উভয় পদে দীর্ঘের আরোপেরও কোন বিশেষ নাই। অতএব উপর হইল যে, অসত্য হইতেও সত্যের উৎপত্তি হয়। "স্বপ্নদর্শনাবস্থান্তু" এই গ্রন্থদ্বারা নিদর্শনান্তর অর্থাৎ অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যথা সংসারী ব্যক্তি জাগরণকালে সর্প দেখিয়া পলায়ন করে, সেইজ্ঞা দংশনের বেদনা সে পায় না, পিপাস্ব অর্থাৎ যিনি জলপান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জল দেখিয়া পান করিতে প্রযুক্ত হন, তারপরে সেই জল পাইয়া "পায়ং পায়ম্" অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পান করিয়া আপ্যায়িত হইয়া তৃপ্ত অহুভব করেন। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায়ও সবই সেইরূপ হয়, এইরূপ মিথ্যা হইতে কার্য সিদ্ধি হয়। "তৎকার্যমপি অনৃতমেব" এই গ্রন্থদ্বারা শব্দ করিতেছেন। ইহার অর্থ—এরূপ হইলেও অসত্য হইতে সত্যের সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি হয় ইহা বলা হইল না। তত্র ক্রমঃ এই গ্রন্থদ্বারা শব্দার পরিহার করিতেছেন। যত্বেপি স্বপ্নদর্শনাবস্থান্তু—এই গ্রন্থের তাৎপৰ্য্য এই, যথা—লৌকিক অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তি নিশ্চয় হইতে উঠিয়া যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে, তাহা বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে না, সেইজ্ঞা যদিও পরীক্ষকগণ অর্থাৎ বাহারা বিচার করিয়া দেখেন, তাঁহারা অনির্ভরচরিত অর্থাৎ অনির্ভরচা-বিষয়ক অবগতিতে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনির্ভরচা বলিয়া নিশ্চয় করেন, তাহা হইলেও লৌকিক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সংসারীব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার এই কথা বলিয়াছেন। এই অবসরে "এতেন স্বপ্নদৃশোহব-গত্যবাদনেন" এই গ্রন্থদ্বারা লোকায়তিকগণের অর্থাৎ চার্ব্বাকদিগের মত অপাকরণ অর্থাৎ নিরাস করিতেছেন। যখন এই চৈত্র স্বপ্নকালে তারকবী অর্থাৎ ব্যাক্রমবী ব্যাত্তবিকটদংষ্ট্রাকরালবদনা অর্থাৎ যাহার

(তেজোভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অধিতীরেয় তাৎপিকত্ব ।)

[তদনন্ত্যাহিকরণম্ আদিভ্যঃ ১১৪]

ভাষ্যতীর অনুবাহ ।

মুখগন্ধর খুব বড় এবং ভীষণ বাকী দুইটি দাঁত থাকতে অতিশয় ভয়ানক হইয়াছে, উক্তকবচমন্ত্রস্তকাবচুখিলাজুলা অর্থাৎ সে লাজুলট এত উচ্চ করিয়াছে যে, অতিশয় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মাথার উপর আসিয়া চৈকিয়াছে, এবং অতিরোষাকরণমন্ত্রবিশালবৃত্তলোচনা অর্থাৎ যাহার বড় বড় গোল গোল চক্ষু দুইটি অতিশয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, এবং রোমাঞ্চসঙ্কয়োৎফুল্লভীষণ। অর্থাৎ রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠায় তাহার দেহ অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে এবং ক্ষটিকাচনভিত্তিপ্রতিবিদ্বিতা অর্থাৎ ক্ষটিক পাথরের পাহাড়ের গাঁজে নিজেই ছবি দেখিয়া অভ্যমিগ্রীণা অর্থাৎ শরু আসিতেছে মনে করিয়া তাহার দিকে দাবিত হইতেছে । এইরূপ তমু অর্থাৎ শরীর ধারণ কবিয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ জাগরিত হইয়া নিজেই মাহুঘদেহ দেখেন, তখন উভয় দেহে অল্পগত আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ জানিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অর্থাৎ আত্মা যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করে, কেবল দেহই আত্মা—এরূপ নিশ্চয় করে না । কেবল দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে দেহের মত প্রতিসন্ধানাভাবের প্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ উভয় দেহ যেমন এক বলিয়া মনে হয় না, তেমনিই উভয় দেহে অবস্থিত আত্মাকে এক বলিয়া মনে হইত না । আত্মা, কি করিয়া ইহা সঙ্গত হয়? যদি স্বপ্নদর্শীর জ্ঞান অবাধিত হয়, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানের বাধা ঘটিলে প্রতিসন্ধান হইত না । আব অসত্য হইতে যে সত্যপ্রতীতি হয়, ইহা প্রতিসঙ্গত, এবং অধ্যব্যতিরিক্তসিদ্ধও বটে, ইহাই “তথ্যচ শ্রুতি”—এই গ্রন্থে বলিতেছেন । “তথ্য অকারাদি” ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, যদিও রেখাব স্বরূপ অর্থাৎ রেখার আকার সত্য, তথাপি তাহা যথাসম্ভব অসত্য অর্থাৎ তাহাতে যেরূপ সঙ্কেত করা হয়, তদনুসারে তাহা অসত্য; কারণ, যাহাব সঙ্কেত কবেন, তাহারাই এইরূপ সঙ্কেত করেন না যে, এইরূপ রেখাভেদদ্বারা অর্থাৎ রেখাবিশেষের দ্বারা এই বর্ণ বুঝিবে, কিন্তু এইরূপ রেখাবিশেষকে অকার বলে এবং এইরূপ রেখাবিশেষকে অকার বলে এইরূপ সঙ্কেত কবেন । তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, অসমীচীন অর্থাৎ মিথ্যা সঙ্কেত হইতে সমীচীন অর্থাৎ সত্য বর্ণের অবগতি হয় ।

শাস্ত্রব্যাখ্যানম্ ।

অপি চ অন্ত্যম্ ইদং প্রমাণম্ আত্মকত্বম্ প্রতিপাদকং ন অতঃ পরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি । যথা হি লোকে “যজ্ঞে ত” ইত্যুক্তে কি কেন কথম্ ইতি আকাঙ্ক্ষ্যতে, নৈবং—

“তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) “অহং ব্রহ্মাস্মি” (বৃঃ উঃ ১।৪।১০)

ইত্যুক্তে কিঞ্চিৎ অন্ত্যম্ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি, সর্বদ্বৈতকল্পবিষয়স্বাভাবগতেঃ । সতি হি অগ্ন্যগ্নিন্ অবশিষ্টমাগ্নে অর্থে আকাঙ্ক্ষ্যম্ স্যাৎ, ন তু আত্মৈকত্বব্যতিরেকেণ অবশিষ্টমাগ্নঃ অন্ত্যঃ অর্থঃ অস্তি, য আকাঙ্ক্ষ্যতে । ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ ন উৎপত্ততে ইতি শক্যং নক্তুম্,

“তদ্বাস্তু বিজজ্ঞৌ” (ছাঃ ৬।১৬।৩)

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অবগতিসামধানাং চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাং চ বিধানাৎ । ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনর্থিকা ভ্রান্তির্বা ইতি শক্যং বক্তুম্, অবিদ্যানিবৃত্তিকল্পদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানাস্তরাতাবাচ্চ । প্রাক্ চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যানুভবব্যহারঃ ‘লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ইতি অবোচাম । তস্মাৎ অস্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিতে আত্মৈকত্বে সমস্তম্ প্রাচীনম্ ভেদব্যবহারম্ বাধিতম্ ন অনেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাবকাশঃ অস্তি ।

নহু হ্রদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবদ্ব্রহ্ম শাস্ত্রম্ অভিমতম্ ইতি গম্যতে । পরিণামিনো হি হ্রদাদয়ঃ অর্থা লোকে সমধিগতা ইতি । ন, ইতি উচ্যতে,—

“স বা এষ মহানজ আত্মাহরোহমরোহম্বতোহভয়ো ব্রহ্ম” (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

“স এষ নেতি নেতি আত্মা” (বৃঃ উঃ ৩।২।২৬) “অন্থুলম্ অননু” (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

ইত্যাদ্যভ্যঃ সর্ববিজ্ঞিয়াপ্রতিবেদশ্রুতিভ্যঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগম্যৎ । ন হি একম্ ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্মত্বঃ তজ্জহিত্বঃ চ শক্যং প্রতিপত্তুম্ ।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনন্তরমারম্ভশব্দাদিত্যঃ । ১৪]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

স্থিতিগতিবৎ স্তাৎ ইতি চেৎ ? ন, কূটস্থ ইতি বিশেষণাৎ । ন হি কূটস্থত্র ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি । কূটস্থঃ চ নিত্যং ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ ইতি অবোচাম ।

ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মিকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনম্ এবং জগদাকাশপরিণামিত্বদর্শনম্ অপিস্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায় অভিপ্রেয়তে প্রমাণান্তাবাৎ । কূটস্থব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ এব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রম্—

“স এষ নেতি নেতি আত্মা” (বৃঃ উঃ ৩।২।২৬)

ইতি উপক্রম্য—

“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” (বৃঃ ৪।২।৪)

ইতি এবং জাতীয়কম্ ।

ভাষ্যম্ববাদ । আগমপ্রমাণের প্রাধান্ত ।

আরও আত্মিকত্বপ্রতিপাদক অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধক এই প্রমাণকে অন্ত্য প্রমাণ বলা হয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং উত্তরভাবী প্রমাণ বলিয়া আগমপ্রমাণকে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবোধক বলা হয় । ইহার পর আর আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছু থাকে না । যেমন লোকে “যাগ করিবে” অর্থাৎ যাগদ্বারা ইষ্ট সাধন করিবে—এই কথা বলিলে “কিং কেন কথং” অর্থাৎ সেই ইষ্ট বস্তু কি, কাহার দ্বারা তাহা হয় এবং কি প্রকারে তাহা হয়—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়, সেইরূপ—

“তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ) “অহং ব্রহ্মাস্মি” (বৃঃ উঃ)

অর্থাৎ “সেই ব্রহ্মই তুমি, “এবং” আমি ব্রহ্ম”, ইহা বলিলে অল্প কিছু আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না । কাবণ, সর্বাত্মিকত্ববিষয়ত্বের অবগতি হয়, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম এবং আত্মার যে একত্ববিষয়ক জ্ঞান, তাহা হইয়া গিয়াছে । যেহেতু অল্প অবশিষ্টমাণ অর্থ থাকিলে অর্থাৎ অল্প কোন বিষয় জানিবার অবশিষ্ট থাকিলে, তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু আত্মিকত্ব ব্যতিবেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব ব্যতীত অবশিষ্ট অল্প কোন বিষয় নাই, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে । আর এই অবগতি উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ এই জ্ঞান জন্মে না—ইহা বলিতে পার না । কারণ—

“তৎ হি অস্মি বিজ্ঞো” (ছাঃ উঃ ৬।১।৬৩)

অর্থাৎ পিতার বাক্য অনুসারে খেতকেতু ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন । ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্বঙ্গ সাধন শ্রবণমনপ্রভৃতি এবং বহিঃসঙ্গ সাধন যজ্ঞাদির প্রতিপাদক বেদান্তবচনাদির অর্থাৎ অজ্ঞাত বেদবাক্যেরও বিধান আছে । আর এই অবগতি নিরর্থক বা ভ্রম—ইহা বলিতে পার না ; কারণ, অবিশ্বাসনিবৃত্তিরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার বোধক অল্প কোন জ্ঞানও নাই । আর আত্মিকত্বাবগতির পূর্বে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের পূর্বে পর্য্যস্ত লৌকিক ও বৈদিক সত্য ও মিথ্যাব্যবহার সকল অব্যাহত থাকে, অর্থাৎ নষ্ট হয় না—ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ; সেই হেতু “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি অন্ত্য অর্থাৎ চরম প্রমাণদ্বারা আত্মিকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে পূর্বতন সমস্ত ভেদব্যবহারের বাধ হওয়ায় অনেকান্তক ব্রহ্মকল্পনার অবকাশ থাকে না ।

যদি বল,—মুক্তিকাদির দৃষ্টান্ত প্রণয়ন করায় পরিণামবিশিষ্ট ব্রহ্ম শাস্ত্রের অভিপ্রেত—ইহা বুঝা যায় ; কারণ, মুক্তিকাদিপদার্থ সকল পরিণামশীল বলিয়া লোকে জ্ঞান যায় । এতদ্বত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, কারণ—

“স বৈ এষ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম” (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

স এষ নেতি নেতি আত্মা (বৃঃ উঃ ৩।২।১৬) অস্থূলম্ অনণু (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

অর্থাৎ সেই এই মহান্ আত্মা অজ অজর অমর অমৃত অভয় ও ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা এই পদবাচ্য দেহাদি দৃশ্যবস্তু নহে, সেই ব্রহ্ম অস্থূল এবং অনণু ।

ইত্যাদি সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধক শ্রুতি সকল হইতে ব্রহ্মের কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকারত্ব জ্ঞান যায় । কারণ, এক ব্রহ্মের পরিণামধর্ম্মতা এবং তদ্রহিতভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্মই পরিণামী ও অপরিণামী ইহা বুঝিতে পারা যায় না ।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য ।)

[তদনন্ত্যাহিকরণশব্দাদিত্যঃ । ১৪]

ভাষ্যম্বাধ । ব্রহ্মে, স্থিতিগতিবৎ বিলক্ষণং নাই ।

যদি বল, ইহা স্থিতিগতিবৎ হইবে, অর্থাৎ এক বস্তুতে যেমন স্থিতি ও গতি উভয়ই সম্ভব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও পরিণাম ও অপরিণাম উভয়ই হইবে, ইত্যাদি ? ইহা কিন্তু বলিতে পার না ; কারণ কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার এই পদটী ব্রহ্মের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । যেহেতু কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার ব্রহ্মের স্থিতি ও গতির মত অনেক ধর্মের আশ্রয় হওয়া সম্ভব নহে । আর সর্ববিধ বিকারের প্রতিবেদ থাকায় ব্রহ্ম কূটস্থ ও নিত্য—ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ।

ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—এই জ্ঞান নিম্নলি ।

আর যেমন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বদর্শন মোক্ষসাধন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের জগদ্বিকারে পরিণামদর্শন হইতেও স্বতন্ত্রভাবেই কোনও ফল হয়—ইহা মনে করা যায় না ; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই । যেহেতু কূটস্থ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববিজ্ঞান হইতেই ফল হয়, ইহা শাস্ত্র দেখাইতেছেন, যথা—

“স এষ নেতি নেতি আত্মা” (বৃঃ উঃ ৩।২।২৬)

অর্থাৎ সেই আত্মা এই দেহাদি নহে, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া—

“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি (বৃঃ ৪।২।৪)

হে জনক ! তুমি অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ, ইত্যাদি ।

ভাষ্যতী ।

যৎ চ উক্তম্ একত্বাংশেন জ্ঞানমোক্ষব্যবহারঃ সৎসৃষ্টি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সৎসৃষ্টি, ইতি তত্রাহ—“অপি চ অন্ত্যমিদং প্রমাণম্” ইতি । যদি খলু একত্বানেকত্বনিবন্ধনৌ ব্যবহারৌ একস্ত পুংসুঃ অপৰ্য্যায়েন সম্ভবতঃ, ততঃ তদর্থম্ উভয়সদৃশাবঃ কল্পেত, ন তু এতৎ অস্মি । ন হি একত্বাবগতিনিবন্ধনঃ কশ্চিৎ অস্মি ব্যবহারঃ, তদবগতেঃ সর্বোত্তরত্বাৎ । তথাহি—“তত্ত্বমসি” ইতি ঐকাত্ম্যাবগতিঃ সমস্তপ্রমাণতৎফলতদব্যবহারান্ অপবাধমানা এব উদীয়তে, ন এতস্তাঃ পরস্তাৎ কিঞ্চিৎ অমুকুলং প্রতিকূলং চ অস্মি, যৎ অপেক্ষেত, যেন চ ইয়ং প্রতিক্ষিপ্যেত । তত্র অমুকুলপ্রতিকূলনিবারণাৎ ন অতঃপরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ ইতি । ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ তুলিকীরপ্রায়া ইত্যাহ—“ন চ ইয়ম্” ইতি ।

স্বাদেতৎ, অন্ত্য্য চৈৎ ইয়ম্ অবগতিঃ, নিস্প্রয়োজনা তর্হি । তথাচ ন প্রেক্ষাবন্তিঃ উপাদীয়েত, প্রয়োজনবদে বা ন অন্ত্য্য স্বাৎ, ইত্যত আহ—“ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনধিকা” । কুতঃ ? “অবিজ্ঞানিবুদ্ধিফলদর্শনাৎ” । ন হি ইয়ম্ উপেক্ষা সতী পশ্চাৎ অবিজ্ঞানঃ নিবর্তয়তি, যেন ন অন্ত্য্য স্বাৎ, কিন্তু অবিজ্ঞানবিরোধিত্বভাবতয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মা এব উদয়তে । অবিজ্ঞানিবুদ্ধিঃ ন তৎ-কার্য্যতয়া ফলম্, অপি তু ইষ্টতয়া, ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলম্ ইতি । প্রতিকূলং পরাচীনং নিরাকর্ষম্ আহ—“ভ্রান্তি রী” ইতি । কুতঃ ?—“বাধকে”তি ।

স্বাদেতৎ, মাত্ত্বং একত্বনিবন্ধনঃ ব্যবহারঃ অনেকত্বনিবন্ধনস্ত অস্মি, তদেব হি সকলাম্ উদবহুতি লোকষাত্রাম্, অতঃ তৎসিদ্ধার্থম্ অনেকত্বস্ত কল্পনীয়ং তাত্ত্বিকত্বম্, ইত্যত আহ—“প্রাক্ চ” ইতি । ব্যবহারৌ হি বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বুদ্ধ্যা উপপত্ততে, ন তু অন্ত্য্যঃ তাত্ত্বিকত্বেন, ভ্রান্ত্য্য অপি তদ্ব্যপত্তেঃ, ইতি আবেদিতম্ । সত্যং চ তৎ, অবিসম্বাদাৎ অনৃতং চ, বিচারাসহতয়া অনিবাচ্যত্বাৎ । অন্ত্য্যস্ত ঐকাত্ম্যজ্ঞানস্ত অনপেক্ষতয়া বাধকত্বম্, অনেকত্বজ্ঞানস্য চ প্রতিযোগি-গ্রহাপেক্ষয়া ত্বর্কলত্বেন বাধ্যত্বং বদন্ প্রকৃতম্ উপসংহরতি—“তস্মাৎ অন্ত্য্যেন প্রমাণেন” ইতি ।

স্বাদেতৎ—ন বয়ম্ অনেকত্বব্যবহারসিদ্ধার্থম্ অনেকত্বস্ত তাত্ত্বিকত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু শ্রোতমেব অস্ত তাত্ত্বিকত্বম্, ইতি চোদয়তি—“নমু যুদাদি” ইতি । পরিহরতি—“ন ইতি উচ্যতে” ইতি । যুদাদিদৃষ্টান্তেন হি কথঞ্চিৎ পরিণামঃ উল্লেখঃ । ন চ শক্য উল্লেখত্বম্, “যুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্” ইতি কারণমাত্রসত্যত্বাবধারণেন কার্য্যস্ত অনৃতত্বপ্রতিপাদনাতঃ । সাক্ষাৎকূটস্থ-নিত্যত্বপ্রতিপাদকাস্ত সন্তি সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ ইতি ন পরিণামধর্ম্মতা ব্রহ্মণঃ । অথ কূটস্থস্তাপি

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অবিভাবের তাত্ত্বিক ।)

[ভদনন্তমহারত্মগণশাস্তিভ্যঃ । ১৪]

ভামতী ।

পরিণামঃ কস্মাৎ ন ভবতি, ইত্যত আহ—“ন হি একস্ত” ইতি । শব্দভে—“স্থিতিগতিবৎ” ইতি । যথা একবাণাশ্রয়ে গতিনিবৃত্তী, এবম্ একস্মিন্ ব্রহ্মণি পরিণামস্ত ভদভাবস্ত কোটস্থ্যং ভবিষ্যতঃ ইতি । নিরাকরোতি—“ন” । “কূটস্থস্ত ইতি বিশেষণাৎ ইতি” । কূটস্থনিত্যতা হি সদাতনী স্বভাবাৎ অপ্রচ্যুতিঃ । সা কথং প্রচ্যুত্যা ন বিরুদ্ধাতে । ন চ ধর্ম্মিণঃ ব্যতিরিচ্যতে ধর্ম্মঃ, যেন তদুপজ্ঞানাপায়েহপি ধর্ম্মী কূটস্থঃ স্তাৎ । ভেদে ঐকান্তিকে গবাস্থবৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাভাবাৎ । বাণাদয়স্ত পরিণামিনঃ স্থিত্যা গত্যা চ পমিগমন্তে ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

দ্বিতীয়ম্ ইদানীং শব্দভে—“যচ্চোক্তম্” ইতি । একত্বজ্ঞানোত্তরকালম্ একত্বব্যবহারেহপি নাতি, নতরাম্ অনেকত্বব্যবহারঃ ইতি পরিহরতি—“যদি খলু” ইতি । “তুলিঃ” কচ্ছপী । ন তত্তাঃ কীর্ত্ত্ব্যন্তি, মৃত্যু হি সা অপত্যানি গোষয়তি । “অবগতিঃ” বৃত্তিবাক্যং স্বরূপম্ । যথা খলু ঘটংসঃ ঘটবিবোধিকযোগ্যঃ এব ন অভাবঃ, তন্ত তুচ্ছত্বেন কার্য্যযোগ্যং, এবম্ অবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ অপি বিরোধিবিজ্ঞানিভাবান্তিঃ ইত্যাহ—“অবিজ্ঞান্যবিবোধিভাবতয়া” ইতি । অবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ যদি বিজ্ঞান্যঃ স্বরূপম্, কথং তহি বিজ্ঞানকলম্ ? অত আহ—“অবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ” ইতি । ন বয়ং জ্ঞানং পরাটীনব্যবহারায় দ্বৈতসত্যং কল্পয়ামঃ, কিন্তু প্রাটীনমিচ্ছার্থমেব ইতি শব্দভে—“তাদেতৎ” ইতি । “একত্বনিবন্ধেনো ব্যবহারঃ মাত্ৰং” । দ্বৈতসত্যাক্ষেপক ইতি শেবঃ । পূর্ব্বং নানাত্বাংশেন কর্ণকাণ্ডাশ্রয় ইতি গ্রন্থে প্রমাণসিদ্ধাৎ ভেদ-ব্যবহারাৎ ভেদনতাত্ত্বম্ আশঙ্ক্য পবিত্রতম্, ইদানীং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে ভেদনতাত্ত্বম্ আশঙ্ক্য দেহায়তাব্যব মিথ্যাৎ অপি দ্রুপপণ্ডিতম্ আহ ইতি ভেদঃ ১১৪

ভামতীর অনুবাদ । ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব জ্ঞানের কলাকল ।

আর যে বলিয়াছিলে, একত্বাংশ জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে এবং নানাত্বাংশদ্বাবা কর্ণকাণ্ডাশ্রয় অর্থাৎ কর্ণকাণ্ড বাহার আশ্রয় হইয়াছে তাদৃশ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে “অপিচ অন্ত্যামিদং প্রমাণম্” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । যদি একত্ব এবং অনেকত্বনিবন্ধন ব্যবহারদ্বয় এক ব্যক্তিব অপর্ধ্যায়ে অর্থাৎ একসঙ্গে সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই দুই রকম ব্যবহারের জন্য উভয়েব অর্থাৎ একত্ব ও অনেকত্বের অস্তিত্ব কল্পনা কবিতো হইত, কিন্তু ইহা ত হয় না । কাবণ, একত্বাবগতিনিবন্ধন অর্থাৎ একত্বজ্ঞানবশতঃ কোনও ব্যবহার হয় না, যেহেতু একত্বজ্ঞান সকল ব্যবহারের পরে হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইতেছে—“তত্ত্বমসি” অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম তুমি—এই ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণ, তাহার ফল, তাহার ব্যবহার ইত্যাদি সকলকে বাধ করিয়াই উদয় হয় । এই অবগতির পর অত্মকূল বা প্রতিকূল কিছুই থাকে না, যাহাকে অপেক্ষা করিবে এবং যাহা কড়ক এই জ্ঞান বাধিত হইবে । সে সময়ে অত্মকূল ও প্রতিকূল বারণ হইয়া যায় বলিয়া তাহার পর আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না । আর এই অবগতি তুলিনকীরপ্রায় অর্থাৎ কচ্ছপীর চুৎকের মত অলীক নহে—এই কথা নচেয়ঃ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন ।

অবগতি সর্ব্বশেষে হয় বলিয়া নিশ্চয়োজন হয় না ।

আচ্ছা, এই অবগতি যদি সর্ব্বশেষে হয়, তাহা হইলে ত ইহা নিশ্চয়োজন হইয়া পড়ে । আর তাহা হইলে প্রেক্ষাবৎকর্ত্ত্বক অর্থাৎ বাহার বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তৎকর্ত্ত্বক ইহা উপাদেয় অর্থাৎ গৃহীত হইতে পারে না । আর যদি প্রয়োজনবিধিষ্ট হইত, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে হইত না, এইজন্য ন চ ইয়ং অবগতিঃ অনর্থিকা অর্থাৎ এই অবগতি অনর্থক নহে, এই গ্রন্থ বলিতেছেন । যদি বল—কেন নয় ? তজ্জন্ত বলিতেছেন—“অবিজ্ঞানিবৃত্তিকলদর্শনাৎ” ইত্যাদি । অর্থাৎ যেহেতু অবিজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় । বস্তুতঃ এই অবগতি উৎপন্ন হইয়া তাহার পর অবিজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে না, যে জন্ত ইহা অন্ত্যা অর্থাৎ সর্ব্বশেষ-বৃত্তিনী হইবে না, কিন্তু অবিজ্ঞানবিরোধিভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবিজ্ঞানকে নাশ করা ইহার স্বভাব বলিয়া তদ্বিবৃত্ত্যান্বাই অর্থাৎ তাহার নিবৃত্তিবন্ধন হইয়াই উদিত হয় । আর অবিজ্ঞানিবৃত্তি অবগতির কার্য্য বলিয়া ফল নহে, কিন্তু ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত বলিয়া ফল বলা হয় । কারণ, ইষ্টলক্ষণই ফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুকেই ফল বলে । সেই অবগতির পরাটীন অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রতিকূল কিছু হয় বলিলে “জ্ঞান্ধি বী” এই গ্রন্থদ্বারা তাহা নিরাস করিতেছেন । যদি বল, কেন প্রতিকূল কিছু হয় না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে “বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ” অর্থাৎ বাধক অন্ত জ্ঞান হয় না বলিয়া, এই গ্রন্থ বলিতেছেন ।

ব্রহ্ম অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব অনুপপন্ন ।

আচ্ছা, একত্বনিবন্ধন ব্যবহার না হউক, কিন্তু অনেকত্বনিবন্ধন ব্যবহার হয় এবং তাহাই সমস্ত লোক-

(ভেদভেদের ব্যবহারিক ও অবিভীনের তাৎপৰ্য্য।)

[ভদ্রন্যাস্ত্রয়ঃপ্রমাণাদিত্যঃ ১৪]

ভাষ্যতত্ত্বাধিকরণম্।

যাত্রা অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করে। অতএব তাহা সিদ্ধ করিবার জন্ত অনেকের তাৎপৰ্য্য কল্পনীয়। এতদ্ব্যতীত “প্রাক্ চ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। কারণ, ব্যবহার বুদ্ধিপূর্ব্বকারী বুদ্ধিধারা উপপন্ন হয়, অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য করেন, তাহাদের ব্যবহার বুদ্ধিধারা হইয়া থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধির তাৎপৰ্য্যপ্রযুক্ত হয় না, অর্থাৎ এই বুদ্ধি যথার্থ বলিয়া নহে, যেহেতু প্রাপ্তিবশতঃও সেই ব্যবহার হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। আর তাহা অবিসংবাদ অর্থাৎ সকলপ্রযুক্তিজনকতাবশতঃ সত্যও বটে; অর্থাৎ ব্যবহারকালে কোন প্রমাণের সহিত বিসংবাদ হয় না বলিয়া সত্য। আর তাহা মিথ্যাও বটে; কারণ, তাহা বিচারসহ নহে বলিয়া অনির্দেয়। অস্ত্য অর্থাৎ সর্বশেষে হয় যে একাঘাতা জ্ঞান, তাহা কাহারও অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহা বাধক হয়। আর অনেকজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া দুর্বল হয়, সেইজন্য তাহা বাধিত হয়, ইহা বলিয়া “তন্মাত্রাৎ অস্ত্যেন প্রমাণেন” অর্থাৎ অস্তিম প্রমাণদ্বারা আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে, এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন।

অনেকের তাৎপৰ্য্য শ্রোতও বলা যায় না।

আচ্ছা, তাহাই হউক, আমরা অনেকব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্ত অনেককে তাৎপৰ্য্য বলিয়া কল্পনা করিতেছি না, কিন্তু ইহার তাৎপৰ্য্য শ্রোতই, অর্থাৎ ইহা যে তাৎপৰ্য্য, তাহা শ্রুতি হইতেই পাওয়া যায়, “ননু বুদ্ধাদি” ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা আশঙ্কা করিতেছেন। ন ইতি উচ্যতে এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন। কারণ, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তদ্বারা কোন রকমে জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু এ কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, “মৃত্তিকৈত্বেয় সত্যম্” অর্থাৎ “মৃত্তিকাই সত্য” এই শ্রুতি কাণ্ডশাস্ত্রের সত্যতাকে অবধারণ কবে বলিয়া অর্থাৎ কেবল কারণকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া কার্যের অন্তত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ কার্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কূটস্থনিত্য-প্রতিপাদিকা সহস্র সহস্র শ্রুতি আছে, এইজন্য ব্রহ্মের পরিণামধর্মতা নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিণামমূল নহেন।

কূটস্থের পরিণাম হয় না।

আর যদি বল, কূটস্থ অর্থাৎ নির্মিকারেরও পরিণাম হয় না কেন? এইজন্য “ন হি একস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। এ কথায় “স্থিতিগতিবৎ” এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন, অর্থাৎ যেমন এক বাণকে আশ্রয় করিয়া গতি এবং তাহার নিবৃত্তিকল্প স্থিতি উভয়ই থাকে, তেমনই এক ব্রহ্মে পরিণাম এবং তাহার অভাব যে কোটস্থ্য অর্থাৎ বিকাবাত্তাব এই উভয়ই থাকিবে। “ন, কূটস্থস্ত ইতি বিশেষণাৎ” এই বলিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন। কূটস্থনিত্যতা শব্দে স্বভাব হইতে সদাতনী অগ্রচ্যুতি বুঝায়, অর্থাৎ সর্বদা স্বভাব হইতে চ্যুত না হওয়াকেই কূটস্থনিত্যতা বলে। সেই কূটস্থনিত্যতা চ্যুতিভাবের সহিত অর্থাৎ পরিণামের সহিত বিরুদ্ধ হয় না কেন?

ধর্মধর্মী পৃথক নহে।

আর ধর্ম কখন ধর্মী হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক নহে, যাহার জন্ত অর্থাৎ যাহার ফলে, ধর্মের উপজন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি ও অপায় অর্থাৎ বিনাশ হইলেও ধর্মী কূটস্থ অর্থাৎ নির্মিকার থাকিবে? ভেদ ঐকান্তিক হইলে অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মীর অত্যন্ত ভেদ থাকিলে গো এবং অশ্বের ভ্রায় ধর্মধর্মীভাব হইত না। কিন্তু বাণপ্রভৃতি বস্তুসকল পরিণামমূল, তাহার স্থিতি ও গতির দ্বারা পরিণত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

‘তত্র এতৎ সিদ্ধং ভবতি—ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব কলসিদ্ধৌ সত্যং বৎ তত্র অকলং প্রাপ্তে ব্রহ্মণঃ জগদাকারপরিণামিহাদি তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিমুক্ত্যতে, “কলবৎসন্নিধৌ অকলং ভদ্রম্” ইতিবৎ, ন তু স্বতন্ত্রং কলায় কল্যতে ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বম্ আত্মনঃ কলং স্তাৎ ইতি বক্তুং যুক্তং, কূটস্থ-নিত্যত্বাৎ বৌদ্ধম্। *

[ননু] কূটস্থব্রহ্মবাদিন একদৈকান্ত্যাৎ ঐশিত্রীশিতব্যভাৱে ইশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞা বিরোধঃ ইতি চেৎ? ন, অবিভাষ্যকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষাৎ সর্বজগৎ।

পাশ্চাত্যম্ ।

“তন্মাৎ বা এতন্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সমুতঃ” (তৈ: ২।১)

ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ ঈশ্বরাৎ জগজ্জনিষ্টিতি-
প্রলয়াঃ ন অচেতনাৎ প্রধানাৎ অন্ত্যাত্মাৎ বা ইতি এষঃ অর্থঃ প্রতিজ্ঞাতঃ, “জন্মান্তান্ত যতঃ”
ইতি (ব্র: যু: ১।১২) । সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থা এব, ন তদ্বিরুদ্ধঃ অর্থঃ পুনঃ ইহ উচ্যতে । কথং ন
উচ্যতে অত্যন্তম্ আত্মনঃ একত্বম্ অদ্বিতীয়ত্বং চ ব্রুবতা ? শূণ্ণ যথান উচ্যতে । সর্বজ্ঞস্ত
ঈশ্বরস্ত আত্মভূতে ইব অবিজ্ঞাকল্পিতে নামরূপে তদ্ব্যাক্তাত্ম্যাম্ অনির্বচনীয়ে সংসার-
প্রপঞ্চবীজভূতে সর্বজ্ঞস্ত ঈশ্বরস্ত মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ প্রতিপত্ত্ব্যেভ্যোঃ অভিলপ্যেতে ।
তাভ্যাম্ অত্যাঃ সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ,

“আকাশো বৈ নামরূপয়োঃ নির্বহিত্ত্বা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম” (ছা: ৮।১৪।১)

ইতি শ্রুতেঃ ।

“নামরূপে ব্যাকরবাণি” (ছা: ৬।৩।২)

“সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ত যদান্তে” (তৈ: আ: ৩।১২।৭)

“একং বীজং বহুধা যঃ করোতি” (বে: ৬।১২)

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । এবম্ অবিজ্ঞাকৃতনামরূপোপাধ্যায়ুরোধী ঈশ্বরো ভবতি । ব্যোম ইব
ঘটকরূপাধ্যায়ুরোধি । স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিজ্ঞাপ্রভূতপদ্মাপিত-
নামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতানুরোধিনঃ জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতি জেষ্ঠে ব্যবহার-
বিষয়ে । তদেবম্ অবিদ্যাশ্রকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্ব-
শক্তিঃ চ, ন পরমার্থতঃ বিদ্যায়া অপান্তসর্বকোপাধিস্বরূপে আত্মনি জৈশিত্রীশিতব্যসর্বজ্ঞত্বাদি-
ব্যবহার উপপদ্যতে । তথা চ উক্তঃ—

“যত্র নাগ্ৰৎ পশুতি নাগচ্ছগোতি নাগ্ৰজ্জানাতি স ভূমা” (ছা: ৭।২৪।১) ইতি ।

“যত্র হস্ত সর্বম্ আশ্রয়বাত্ত্বং তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।” (বৃ: ৪।৫।২৫)

ইত্যাদিনা চ । এবং পরমার্থাবস্থায়ঃ সর্বব্যবহারাত্মাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সৰ্ব্বে । তথা
ঈশ্বরগীতান্মু অপি—

“ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্ত স্রজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥”

নাদন্তে কশ্চিৎ পাপং ন চৈব স্মৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥” (গীতা ৫।১৪-১৫)

ইতি পরমার্থাবস্থায়াম্ জৈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাত্মাবঃ প্রদর্শ্যতে । ব্যবহারাবস্থায়াম্ তু
উক্তঃ শ্রুতৌ অপি ঈশ্বরাদিব্যবহারঃ,

“এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল

এষ সেতুর্বিধরণ এবাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়” (বৃ: ৪।৪।২২) ইতি ।

তথা চ ঈশ্বরগীতান্মু অপি—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি ।

জাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাকৃতানি মায়ায়া ॥ (গীতা: ১৮।৬১) ইতি ।

(তেদাহেতবো বাবহারিকত্ব ও অমিতীরেয় তাহিকত্ব ।)

[তদনন্ত্রাহিকরণশব্দাদিত্যঃ ১৪]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

সূত্রকারোহপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ “তদনন্ত্রাহিকরণম্” ইতি অহি। ব্যবহার্যভিপ্রায়েণ তু “অন্ত্রাহিকরণম্” ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রজগঃ কথয়তি। অপ্রত্যাখ্যায় এব কার্য্যপ্রণকঃ পরিণামক্রিয়াং চ আশ্রয়তি সন্তুগেষু উপাসনেষু উপযোক্ত্যতে ইতি ১৪

ভাষ্যত্ববাদ। সৃষ্টিশ্রুতির তাৎপর্য্য অপরিণামি ব্রহ্মজ্ঞান।

তাহা হইলে অর্থাৎ যে সকল শ্রুতি জগৎসৃষ্টির কথা বলিতেছেন, তাহাদের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য না থাকিলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মপ্রকরণে অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে সেখানে, সর্ব্বধর্ম্মবিশেষ-রহিত ব্রহ্মদর্শন হইতেই অর্থাৎ সকল ধর্ম্মরহিত ও বিশেষরহিত অর্থাৎ রূপগুণক্রিয়াপ্রভৃতি যাহার দ্বারা কোন বস্তুকে মূলতঃ অন্ত্রবস্ত্র হইতে পৃথক্ করা যায়, তাদৃশ বিশেষরহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেই, ফলসিদ্ধি হইলে যাহা সেখানে ব্রহ্মের জগদাকারপরিণামিহাদি অফলবাক্য শুনা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন ইত্যাদি যে নিষ্ফল বাক্য শুনা যায়, তাহা ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপেই বিনিযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের উপায়রূপেই গৃহীত হয়, যেমন “ফলবৎসন্নিধিতে (উন্নিখিত) অফল (কর্ম্ম) তাহার অঙ্গ হয়”, অর্থাৎ যেমন কর্ম্মমীমাংসায় ফলবিশিষ্ট দর্শপোর্ণমাসয়াগপ্রকরণে স্বতন্ত্রভাবে নিষ্ফল যে প্রযাজাদি যাগ আছে, সেগুলি যেমন দর্শপোর্ণমাসের অঙ্গ অর্থাৎ উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলের নিমিত্ত বলিয়া কল্পিত হয় না, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সৃষ্টিবাক্যগুলিকে ফলজনক বলিয়া কল্পনা করা হয় না। আর পরিণামবশের বিজ্ঞান হইতে আত্মার পরিণামবশই ফল হইবে, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ “তং যথা যথোপসংতে তদেব ভবতি” অর্থাৎ ‘তাহাকে যে ভাবে উপাসনা করা যায়, তাহাই হয়’, এই শ্রুতি অনুসারে পরিণামি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইতে পরিণামি ব্রহ্মের প্রাপ্তিই ফল হইবে, ইহা বলিতে পারা না; কারণ, যোক্তপদার্থ কুটস্থ অর্থাৎ নিষ্কিকার ও নিত্য।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ সোবণ্ড হয় না।

যদি বল, কুটস্থব্রহ্মবাদীরা মতে অর্থাৎ নিষ্কিকার ব্রহ্মই আত্মা একথা যিনি বলেন তাঁহার মতে, একত্বের একান্ত্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মের একত্বই একান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচ্যবিত বলিয়া দৈশিত্ব ও দৈশিতবোর অভাবে দৈশরকারণরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়, অর্থাৎ দৈশর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা আর দৈশিতব্য অর্থাৎ বাহাদিগকে তিনি শাসন করিবেন, সেই শাসনাধীন জীব না থাকিলে দৈশরকে জগতের কারণ বলিয়া “যজ্ঞাত্ত্ব যতঃ” এই সূত্রে যে প্রতিজ্ঞা কবা হইয়াছে, তাহার সহিত বিবোধ হইল ইত্যাদি, তাহা হইলে বলিব না,—তাহা বলিতে পাব না; কাবণ, সর্ব্বজ্ঞত্বের অবিদ্যাত্ত্বকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষ আছে, অর্থাৎ অবিদ্যাত্ত্বকনাম ও রূপই জগতের বীজ, তাহার যে ব্যাকরণ অর্থাৎ স্থলপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যের আকারে পরিণাম, তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই দৈশরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

“তন্মাৎ বা এতন্মাৎ আত্মান আকাশঃ সন্তুতঃ” (তৈঃ ২।১)

অর্থাৎ সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া নিত্য, অবিদ্যাদি দোষশূন্য বলিয়া শুদ্ধ এবং জড়তা নাই বলিয়া বুদ্ধ এবং সংসারকালেও তাঁহার বন্ধন হয় না বলিয়া তিনি মুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান দৈশর হইতে জগজ্জনিহিতপ্রলয় অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়; কিন্তু অচেতন প্রকৃতি বা অজ্ঞ কোন বস্তু হইতে হয় না। “জ্ঞাত্ত্ব যতঃ” এই সূত্রে সূত্রকারও ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই প্রতিজ্ঞা তদবশই আছে, অর্থাৎ সেই রূপই আছে, এখানে আর তাহার বিরুদ্ধ কিছুই বলা হইতেছে না।

অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্ত্বের উপপত্তি।

যদি বল, কেন বিরুদ্ধ বলা হইতেছে না; কারণ, তুমি যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব এবং অমিতীরত্ব বলিতেছ, অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই বলিতেছ? তাহা হইলে বলিব—যে রূপে বিরুদ্ধ বলা না হয়, তাহা শুনা। অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ সর্ব্বজ্ঞ দৈশরের যেন আত্মভূত অর্থাৎ নিজস্বরূপ না হইলেও তাঁহার মত, এবং তত্ত্ব ও অজ্ঞত্বদ্বারা অনির্ব্বচনীয় সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত। এই নাম ও রূপই সর্ব্বজ্ঞ দৈশরের মায়াক্রান্তি এবং প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতি এবং স্মৃতিতে অভিলপিত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে। দৈশর সেই দুইটি হইতে অজ্ঞ অর্থাৎ ভিন্ন। অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ সর্ব্বজ্ঞ দৈশরের প্রায় আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ নিজের মত,

(ভেদান্তের বাবহারিক ও দ্বিতীয়ের ভাষিক ।)

[তদনন্তরমাত্মশব্দাদিভ্যাঃ ১১৪]

ভাষ্যম্বাদ ।

তাহাদিগকে ঈশ্বরও বলা যায় না, ঈশ্বর ভিন্নও বলা যায় না, অথচ তাহারাই সংসারপ্রপঞ্চ অর্থাৎ কার্য্যসমূহের বীজস্বরূপ এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াক্রান্তি ও প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বলা হয়; সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নাম ও রূপ হইতে ভিন্নবস্তুর। ইহার কারণ,—

“আকাশো নৈ নামরূপয়ো নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম” (ছাঃ ৮।১৪।১)

অর্থাৎ “আকাশ নাম ও রূপের প্রকাশক এই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে, অথবা যিনি তাহাদের অভ্যন্তরে তাহাই ব্রহ্ম” এইরূপ শ্রুতি আছে। আরও—

“নামরূপে ব্যাকরবাণি” (ছাঃ ৬।৩।২)

“সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃচ্ছাঃশ্চিবদন্ত যদান্তে (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)

“একং বীজং বহুধা যঃ করোতি (শ্বেতাঃ ৬।১২)

অর্থাৎ সেই এই দেবতা সংকল্প করিলেন—আমি এই তেজ, জল ও অন্ন নামক তিন দেবতাকে অমুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব (ছাঃ ৬।৩।২)। সেই ধীর ব্রহ্ম সমুদায় রূপের কল্পনা করিয়া ও সকলের নাম প্রদান করিয়া সে সকলের নাম ধারণ করিয়া বিজ্ঞান আছেন (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)। যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন, (শ্বেঃ ৬।১২) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও ইহাই জানা যায়।

ঈশ্বরের স্বরূপের পরিচয়।

এইরূপে অবিচ্ছিন্নকল্পিত নাম ও রূপাত্মক উপাধিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর হন। আকাশ যেমন ঘটকরূপে উপাধিযুক্ত হয় তদ্রূপ। আর সেই ঈশ্বর নিজস্বরূপ ঘটাকাশের স্থানীয় অর্থাৎ ঘটের মধ্যে যে আকাশ থাকে তাহা যেমন মহাকাশ হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে কিন্তু ঘটরূপ উপাধি অমুসারে তাহাকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় মাত্র, ঈশ্বর এবং জীবও সেইরূপ বাস্তবিক ভিন্ন না হইলেও অবিচ্ছিন্নকল্পিত নাম রূপাত্মক উপাধি অমুসারে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার হয়, তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নপ্রত্যাপস্থাপিত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নকল্পিত নাম ও রূপ হইতে উৎপন্ন কার্য্যকরণসংঘাতামুরোধী অর্থাৎ দেহাদি কার্য্য ও ইন্দ্রিয়াদিকরণ সমষ্টিগুক্ত বিজ্ঞানাত্মক জীবগণকে ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ ব্যবহারকার্য্যে শাসন করিতেছেন অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন। অতএব পূর্বোক্ত প্রকার অবিচ্ছিন্নকল্পিত উপাধিপরিচ্ছেদাদ্যেপেক্ষ অর্থাৎ উপাধিকল্পিত জীব ও জগৎ নামক যে পরিচ্ছেদ অর্থাৎ কাল্পনিক ভেদ তদনন্তরমাত্মশব্দে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব, কিন্তু পরমার্থতঃ বিদ্যাদ্বারা বাহা হইতে অবিচ্ছিন্নরূপ সমস্ত উপাধি দূর হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মাতে বাস্তবিক ঈশ্বরিত্ব ঈশ্বরিত্ববাস্তব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব জীবত্ব এবং সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপন্ন হয় না। আর এই বিষয়ে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

“যত্র নাত্ম্যং পশ্যতি নাত্ম্যং শৃণোতি নাত্ম্যং বিজানাতি স ভূমা” (ছাঃ ৭।২৪।১)

অর্থাৎ যেকালে অজ্ঞ কিছু দেখা যায় না, অজ্ঞ কিছু শোনা যায় না, অজ্ঞ কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

“যত্র তু অশ্ম সর্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃঃ ৪।৫।২৫)

অর্থাৎ যে সময়ে এই সাধকের পক্ষে সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তখন কাহার দ্বারা কি দেখিবে ?।

পরমার্থানন্তর সমুদায়ব্যবহারবিলাপ ।

এইরূপে সমুদায় বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন যে, পরমার্থ অবস্থাতে অর্থাৎ যে সময়ে আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হয়, সেই সময় সমস্ত ব্যবহারই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও আছে—

“ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ (৫।১৪)

“নাদত্তে কশ্চিৎ পাপং ন চৈব সুরূতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ” ॥ (৫।১৫)

অর্থাৎ ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মফল সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল অর্থাৎ স্বধর্ম্মের সহিত সংযোগ অর্থাৎ স্বধর্ম্মভোগও সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বভাব অর্থাৎ অবিদ্যা কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্ত হয়। বিভু অর্থাৎ ঈশ্বর কাহারও পাপগ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, অবিদ্যাদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে, সেই হেতু অবিবেকী জীবগণ মুগ্ধ হয়, অর্থাৎ আমি করিতেছি বা করাইতেছি ইত্যাদি মনে করে, ইহা কিন্তু মোহ ব্যতীত কিছুই নহে।

(তৎকালে ব্যবহারিক ও অধীতির তাত্ত্বিক।)

[তদনন্ত্রাত্মকবর্ণনাদিত্যঃ ১৪]

ব্যবহারকালে ইন্দ্রাদিব্যবহার।

এইরূপে পরমার্থদশাতে ইন্দ্র ও তদধীন জীব প্রভৃতি ব্যবহার থাকে না দেখাইতেছেন। কিন্তু ব্যবহারকালে প্রতিতেও ইন্দ্রাদিব্যবহার বলা হইয়াছে—

“এষ সর্বৈশ্বর এষ ভূতাদিপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভবায়” (যুঃ ৪।৪।২২) ইতি

অর্থাৎ সেই এই মহান্ অজ্ঞ আত্মা, সকলের ইন্দ্র ভূতসমূহের অধিপতি, ই নই ভূতগণের পালক, এই লোকসমূহ বাহাতে মিশ্রিত না হইয়া যায়, এজন্ত ইনি সেতু এবং বিধরণ।

ভগবদগীতাতেও আছে—

“ইন্দ্রঃ সর্বভূতানাং স্বদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

আময়ন্ সর্বভূতানি যন্তাক্রুতানি মায়য়া” ॥ (১৮।৬১)

অর্থাৎ হে অর্জুন! ভগবান্ কর্ত্তব্য যন্তে অধোরণকারী জীবগণকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ যেমন কোন লোক কাঠের পুতুলকে যন্তে আরোহণ করাইয়া ধোরাইয়া থাকে সেইরূপ। ভগবান্ সূত্রকারও পরমার্থদশা অভিপ্রায়ে “তদনন্ত্রাত্মক” অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ নাই বলিতেছেন। কিন্তু ব্যবহারদশাভিপ্রায়ে স্মারকবৎ এই (১৩শ) সূত্রে ব্রহ্মকে মহাসমুদ্রতুল্য বলিতেছেন। কার্যপ্রপঞ্চকে অপ্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অগ্রাহ্য না করিয়াই পরিণাম প্রক্রিয়ার আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণ, সত্ত্ব অর্থাৎ সাকার উপাসনায় তাহা উপযোগী হইবে ৷৪

ভাস্তী।

অপি চ স্বাধ্যায়াধায়নিধ্যাপাদিতার্থবস্তুস্ব বেদরাশেঃ একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন ন ভবিতব্যম্, কিং পুনঃ ইত্যত। জগতঃ ব্রহ্মযোনিঃ প্রতিপাদকেন বাক্যসন্দর্ভেণ ? তত্র ফলবদ্ ব্রহ্মদর্শনসমায়ানসন্নিধৌ অফলঃ জগদ্যোনিঃ সমায়ামানঃ তদর্থং সৎ তত্প্রায়তয়া অবতিষ্ঠতে ন অর্থাস্তরার্থম্ ইত্যাহ—“ন চ যথা ব্রহ্মণ” ইতি। অতো ন পরিণামপরিণামম্ অস্ত ইত্যর্থঃ।

তদনন্ত্রাত্মক ইত্যস্ত সূত্রস্ত প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিরোধঃ চ চোদয়তি—“কুটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ” ইতি। পরিহরতি—“ন”। “অবিজ্ঞাত্যক” ইতি। নাম চ রূপং চ তে এব বীজং, তন্তু ব্যাকরণং কার্যপ্রপঞ্চঃ তদপেক্ষত্বাৎ ঐশ্বর্য্যাস্ত। এতচ্ছব্দঃ ভবতি, ন তাত্ত্বিকম্ ঐশ্বর্য্যং সর্বকৃত্ত্বং চ ব্রহ্মণঃ, কিন্তু অবিজ্ঞোপাধিকম্ ইতি তদাশ্রয়ঃ প্রতিজ্ঞাসূত্রং, তদ্ব্যশ্রয়ঃ তু তদনন্ত্রাত্মকসূত্রং, তেন অবিরোধঃ। সুগমম্ অন্তঃ ৷৪

ভাস্তীর অন্তর্বাদ। জগৎ ব্রহ্মপরিণাম নহে।

আরও “স্বাধ্যায়াঃ অধ্যোভব্যঃ” এইরূপে বেদের অধ্যয়ন বিধি দ্বারা বাহার অর্থবৎ অর্থাৎ প্রয়োজনবৎ আপাদিত অর্থাৎ বোধিত হইয়াছে, সেই বেদরাশির একটি বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না, জগতের ব্রহ্মযোনিঃ প্রতিপাদক এই বাক্যসন্দর্ভের কথা আর কি ? অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ, ইহার প্রতিপাদক এতখানি গ্রন্থের কথা আর কি বলিব ? সেই বেদে ফলবদ্ ব্রহ্মদর্শনসমায়ানসন্নিধৌ অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ-ফলবিশিষ্ট, এইরূপ কথনের নিকটে সমায়াত অর্থাৎ কথিত অফলজগদ্যোনিঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ, এইরূপ যে নিফলবাক্য কথিত হইয়াছে, তাহা তদর্থ হইয়া, অর্থাৎ মোক্ষলাভই ইহার প্রয়োজন, এইরূপে সার্থক হইয়া মোক্ষলাভের উপায়রূপে ইহা বর্ত্তমান আছে, অজ্ঞ কোন প্রয়োজনের জন্ত নহে, ইহাই—“ন চ যথা ব্রহ্মণঃ” এই গ্রন্থে বলিতেছেন। অতএব ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—ইহা এ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে।

সৃষ্টিপ্রতির সহিত বিরোধপরিহার।

“তদনন্ত্রাত্মক” এই সূত্রের প্রতিজ্ঞাসূত্রের সহিত এবং প্রতিতির সহিতও বিরোধ হয়, অর্থাৎ যদি ব্রহ্মত্ব আর কোন বস্তু বাস্তবিক না থাকে, তাহা হইলে “জন্তাত্মক যতঃ” এই প্রতিজ্ঞাসূত্রের ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয় এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়; কারণ, জগৎ না থাকিলে ভগবান্ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন কি করিয়া ? (এবং যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি প্রতিতে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয় বলা হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ হয়, ইহাই “কুটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ” এই গ্রন্থে

(ভেদান্তের ষাণ্মহারিক ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিক)

ভাবে চোপলক্কেঃ ১১৫

ভাস্তীয়া অনুবাদ ।

আণক্য করিতেছেন। “ন” বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। **অবিজ্ঞান**ক ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—যেহেতু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, নাম এবং রূপ দুইটাই বীজ এবং তাহার ব্যাকরণ অর্থাৎ কার্য্যপ্রপঞ্চ, তাহাকে অপেক্ষা করে। ইহাতে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বজ্ঞ তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে, কিন্তু অবিজ্ঞানরূপ উপাধিকল্পিত; অবিজ্ঞানকল্পিত ঐশ্বর্য্যকে অবলম্বন করিয়া “জগদ্ব্যাক্ত্যন্ত যতঃ” এই প্রতিজ্ঞাসূত্র হইয়াছে এবং প্রকৃততত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া “তদদত্ত্ব” সূত্রটি হইয়াছে, অতএব আর বিরোধ হইল না। এতদ্বিন্ন ভাণ্ড অনাম্যাসে বুঝা যাইবে।

শাক্তভাষ্যম্ ।

ভাবে চোপলক্কেঃ । *

ইতচ্চ কারণাং অনন্তত্বং কার্য্যন্ত, যৎকারণং ভাবে এব কারণন্ত কার্য্যম্ উপলভ্যতে ন অভাবে। তদ্ যথা সত্যং যুদ্দি ঘটঃ উপলভ্যতে, সৎসু চ তস্মৈ পটঃ। ন চ নিয়মেন অগ্ৰভাবে অগ্ৰন্ত উপলক্কেঃ দৃষ্টা। ন হি অখো গোঃ অগ্ৰঃ সন্ গোষ্ঠাবে এব উপলভ্যতে। ন চ কুলালভাবে এব ঘটঃ উপলভ্যতে। সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অগ্ৰত্বাৎ।

ননু অগ্ৰন্ত ভাবেহপি অগ্ৰন্ত উপলক্কেঃ নিয়তা দৃশ্যতে, যথা অগ্নিভাবে ধূমন্ত ইতি। ন ইত্যুচ্যতে, উদ্ভাপিতেহপি অগ্নৌ গোপালঘটিকাদিমারিতন্ত ধূমন্ত দৃশ্যমানত্বাৎ। অথ ধূমং কয়াচিৎ অবস্থয়া বিশিষ্টত্বাৎ ঐদৃশো ধূমো ন ভ্রাসতি অগ্নৌ ভবতি ইতি। ন এবমপি কশ্চিৎ দোষঃ। তদুদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োঃ অনন্তত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ। ন চ অসৌ অগ্নিধূময়োঃ বিজ্ঞতে।

“ভাবাচ্চোপলক্কেঃ”

ইতি বা সূত্রম্। ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণয়োঃ অনন্তত্বং; প্রত্যক্ষোপলক্কিভাবাচ্চ তয়োঃ অনন্তত্বম্ ইত্যর্থঃ। ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলক্কিঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্তত্বে। তদ্ যথা তস্মৎসংস্থানে পটে তস্মৎব্যতিরেকেণ পটৌ নাম কার্য্যং নৈব উপলভ্যতে, কেবলান্ত তস্মৎ: আত্মবিভাববস্তু: প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যন্তে, তথা তস্মৎ অংশব: অংশুসু তদবয়বা:। অনয়া প্রত্যক্ষোপলক্ক্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি, ত্রীণি রূপাণি, ততো বায়ুমাত্রম্ আকাশমাত্রং চ ইতি অনুমেয়ম্। (ছাঃ ৬৪) ততঃ পরং ব্রহ্ম একমেব অদ্বিতীয়ং, তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নির্ভাম্ অবোচাম ১১৫

ভাট্টানুবাদ । কার্য্যকারণের অনন্তত্বে অনুমান ।

সূত্রার্থ—[কারণের সহিত কার্য্যের অনন্তত্ববিষয়ে শ্রুতাদিবিরোধ সমাধান করা হইল, এক্ষণে সেই অনন্তত্ববিষয়ে অনুমানপ্রমাণ দেখাইতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যের অভাবে অনুমান বলিতেছেন।] যেহেতু কারণের “ভাবে” অর্থাৎ সত্ত্বে এবং উপলক্কিতে কার্য্যের সত্তা এবং উপলক্কি হয়। [এই কারণেও ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব অনুমিত হয়]

আর এই যুক্তিবশতঃ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব সিদ্ধ হয়, ‘যৎ কারণে’ অর্থাৎ যেহেতু কারণের ভাবেই অর্থাৎ সত্তাতেই কার্য্য উপলব্ধ হয়, অভাবে হয় না, অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য উপলব্ধ হয় না। যেমন যুক্তিক। থাকিলে ঘট উপলব্ধ হয় এবং তস্মৎ থাকিলে পট উপলব্ধ হয়। আর নিয়মিতভাবে, অগ্ৰভাবে অর্থাৎ অগ্ৰ বস্তু থাকিলে অগ্ৰ বস্তুর উপলব্ধি হয়—ইহা দেখা যায় নাই। কারণ,

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা অধিকরণের আরম্ভক সূত্র নহে। ইহার পূর্ব্বসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ার এবং সেই সূত্রে “তদনন্তত্বম্ আরম্ভপণ্যমিতি” হওয়ার “আরম্ভপণ্যমিতি” পদটি যেমন হেতুবোধক হইয়াছে এই সূত্রে “চ” পদটি থাকায় ইহাও তত্রপ হেতুবোধক হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বসূত্রটি যেমন সিদ্ধান্তজ্ঞাপক সূত্র, ইহাও তত্রপ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক সূত্র। পাঠান্তরে এই সূত্রটি “ভাবাচ্চোপলক্কেঃ” হইয়া থাকে।

(ভেদভেদের ব্যবহারিকত্ব ও অধিতীর্যকত্ব)

[ভাবে চোপলক্ষে : ১৫]

ভাষ্যম্ ।

অনু গো হইতে ভিন্ন বলিয়া, গোর ভাবে অর্থাৎ গো থাকিলেও উপলব্ধ হয় না। আর কুলালের ভাবে অর্থাৎ কুলকার থাকিলেই ঘট উপলব্ধ হয় না। তাহার কারণ, কুলকার ও ঘটের নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব থাকিলেও উভয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে, অর্থাৎ উভয়ে ভিন্ন বস্তু।

ব্যভিচারশব্দা ও ভূমিগাম্য।

যদি বল, অন্তের ভাবেও অর্থাৎ অন্ত বস্তু থাকিলেও অন্তবস্তুর নিয়মিতভাবে উপলব্ধি হয়—দেখা যায়, যেমন অগ্নি থাকিলে ধূমের জ্ঞান হয়। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, অগ্নি নির্দোষ হইলেও গোপালঘটিকাদিধারিত ধূমের দর্শন হয়, অর্থাৎ গোশালার ঘুটেতে ধূম থাকে, দেখা যায়।

আর যদি ধূমকে কোন অবস্থার দ্বারা বিশেষিত কর, অর্থাৎ অবচ্ছিন্নমূল ধূম, অগ্নি না থাকিলে থাকে না—ইত্যাদি বল, তাহা হইলে বলিব—একরূপ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, আমরা তদভাবানুরক্তা অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের সম্ভাবিশিষ্ট কার্য্য ও কারণবিষয়ক বুদ্ধিকে কার্য্য ও কারণের অনন্তত্বের প্রতি হেতু বলি। কিন্তু অগ্নি ও ধূমের তাহা নাই। অথবা এই সূত্রটি পাঠান্তরে—

সূত্রের পাঠান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা।

“ভাবাচ্চ উপলক্ষেঃ”

এইরূপ হইবে। ইহার অর্থ—কেবল শব্দবশতঃই যে কার্য্য ও কারণের অভেদ তাহা নহে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অনন্তত্ব বুঝা যায়। কারণ, কার্য্য ও কারণ যে অভিন্ন, তাহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা যেমন—তত্ত্বসংস্থান অর্থাৎ সূত্ররূপ অবয়ববিশিষ্ট কাপড়ে তত্ত্ববাস্তবীত কাপড় বলিয়া কোন কার্য্য দেখা যায় না, কিন্তু কেবল তত্ত্বসকলই আত্মন বিহীন অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থভাবে রহিয়াছে, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ তত্ত্বসকল অংশ অর্থাৎ আংশসকল এবং অংশতে তাহার অবয়ব সকলই ওতপ্রোতভাবে থাকে। এষ্ট প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা অন্তর্মান করিতে হইবে যে, নোহিত সূত্র ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিনটি রূপমাত্র। তাহার পর সেই রূপগুলিও কেবল বায়ু এবং বায়ুও কেবল আকাশ। (ভাঃ উঃ ৬৪) তাহার পর এক মাত্র অধিতীর্য বস্তুই অবশিষ্ট থাকেন, তাহাতে সকল প্রমাণের পরিসমাপ্তি হয়—ইহা পূর্বে বলিয়াছি। ১৫

ভাষ্যম্ ।

“কারণম্” ভাবঃ সম্ভা চ উপলব্ধম্ চ তস্মিন্, কার্য্যম্ উপলক্ষেঃ ভাবাচ্চ। এতদ্ব্যক্তং ভবতি—বিষয়পদং বিষয়বিষয়পদং, বিষয়িপদমপি বিষয়িবিষয়পদং, তেন কারণোপলব্ধভাবয়োঃ উপাদেয়োপলব্ধভাবাৎ ইতি সূত্রার্থঃ সম্পদ্যতে। তথাচ প্রভাকরানুবুদ্ধিবুদ্ধিবোধোন চাক্ষুশেন ন ব্যভিচারঃ, নাপি বহিঃপ্রভাবানুপ্রাণিত্যভাবভাবেন ধূমভেদেন ইতি সিদ্ধং ভবতি। তত্র যথোক্তহেতোঃ একদেশাভিধানেন উপক্রমতে ভাষ্যকারঃ—“ইতচ্চ কারণাৎ” অনন্তত্বঃ ভেদাভাবঃ “কার্য্যম্,” “যৎ কারণং” যস্মাৎ কারণাৎ, “ভাবে এব কারণম্” ইতি। অন্ত ব্যতিরেকমুখেন গমকল্পম্ আহ—“ন চ নিয়মেন” ইতি। কাকতালীয়ত্বায়েন অন্তভাবে অন্তত্ব উপলভ্যতে, ন তু নিয়মেন ইত্যর্থঃ। হেতুবিশেষণায় ব্যভিচারং চোদয়তি,—“নহু অন্তম্ ভাবেহপি” ইতি। একদেশিমতেন পরিহারতি—“ন ইত্যুচ্যতে” ইতি। শব্দয়া একদেশিপরিহারং দৃশ্যত্বা পরমার্থপরিহারম্ আহ—“অথ” ইতি। তদনেন হেতুবিশেষণম্ উক্তম্।

পাঠান্তরেণ ইদমেব সূত্রং ব্যাচষ্টে—“ন কেবলং শব্দাদেব” ইতি। পট ইতি হি প্রত্যক্ষবুদ্ধ্যা তত্ত্ব এব আত্মনবিতনাবস্থা আলম্ব্যন্তে, ন তু তদতিরিক্তঃ পটঃ প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যতে। একত্বং তু তত্ত্বনাম্ একপ্রাবরণলক্ষণার্থক্রিয়াবচ্ছেদাৎ বহুনামপি। যথা একদেশকালাবচ্ছিন্না ধবখদির-পলাশাদয়ো বহুবোহপি বনমিতি। অর্থক্রিয়ায়াং চ প্রত্যেকম্ অসমর্থ্য্য অপি অনারম্ভেব অর্থান্তরং কিঞ্চিৎ মিলিতাঃ কুর্বন্তো দৃশ্যন্তে। যথা গ্রাবাণ উখাদারণম্ একম্। এবম্ অনারম্ভা এব অর্থান্তরং তত্ত্ববো মিলিতাঃ প্রাবরণম্ একং করিষ্যন্তি। ন চ সমন্বয়াৎ ভিন্নয়োরাপি

(ভেদভেদের ব্যবহারিক ও অবিভক্তির তাত্ত্বিকতা)

[ভাবে উপলব্ধিঃ ১১৫]

ভাস্তবী ।

ভেদানবসায়ঃ ইতি—সাম্প্রতম্ । অশ্রোতৃশ্রয়ত্বাৎ । ভেদে হি সিদ্ধে সমবায়ঃ সমবায়াক্ত ভেদঃ । ন চ ভেদে সাধনাস্তরম্ অস্তি, অর্থক্রিয়াব্যাপদেশভেদয়োঃ অভেদেইপি উপপত্তেঃ ইতি উপপাদিতম্ । তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ । অন্যথা চ দিশা মূলকারণং ব্রহ্মৈব পরমার্থ-সৎ, অবাস্তরকারণানি চ তদ্বাদয়ঃ সৰ্বে অনিৰ্বাচ্যা এব ইত্যাহ—“তথা চ তত্ত্বম্” ইতি ॥১৫

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

কার্যং কাৰণং অভিন্নং তদভাবে উপলব্ধিঃ ইতি আপাতসিদ্ধে সূত্রার্থে দোষং দৃষ্ট্বা ব্যাখ্যাত—“কারণত্ব ভাবে” ইতি । ভাবঃ ইত্যন্ত ব্যাখ্যানঃ—“সত্তা চ” ইতি । নমু কারণত্ব ভাবঃ এব সূত্রে প্রত্যয়তে কার্যত্ব উপলব্ধিরেব, তৎ কল্পন্ উভয়ত ইতরেতরবিশিষ্টয়োঃ চেতুঃস্বয়ং ভাবঃ আহ—“এতৎ” ইতি । বিষয়পদং ভাবপদম্, ভাবো হি উপলব্ধিবিষয়ঃ ইতি তদভিপ্রায়েন বিষয়বিষয়িগবন্ । এবং বিষয়িগপদম্ উপলব্ধিপদমপি উভয়পদম্ ইত্যর্থঃ । “উপাদেয়ম্” কাৰ্যম্ । সৰ্বিশেষণহেতৌ ফলম্ আত্ম - “তথা চ” ইতি । উপলব্ধৌ উপলব্ধিঃ ইতি চেতুঃস্বয়ং প্রভাস্যাকাংক্যেব সাক্ষাৎকৃতেন চাক্ষুশেন বাস্তবিত্বাৎ । ন হি ঘটনোঃ প্রভাস্যাক্ত অণেনঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থঃ ভাবে ভাবাৎ ইতি বিশেষণম্ । ন হি প্রভাস্যঃ ভাবে এব ঘটঃ ভবতি ইত্যর্থঃ । যদা তদভাবান্তরক্ৰমীবোধাত্মং হেতুৰ্ভঃ তদাপি ভাতি ঘটঃ ইতি প্রভাস্যক্ৰমীগমো অনেকান্তঃ তদিন্নম্ উক্তম্—“প্রভাক্ৰমাস্তবিক্” ইতি । যদি ভাবে ভাবাৎ ইতি চেতুঃ তর্হি বহিঃভাবে ভবতি বিশিষ্ট ধূমে অনেকান্তঃ স্তাৎ । উপলব্ধৌ উপলব্ধিরিত বিশেষণে তু ন ভবেৎ, ধূমস্ত বহুপলব্ধীবেণ উপলব্ধিরিত নিম্নমাত্ৰাৎ ইত্যাহ—“নাপি” ইতি । তদভাবান্তরক্ৰমী হি দৃষ্টিঃ কাৰ্য্যকারণয়োঃ অনন্তত্বে হেতুঃ যয়ঃ বদ্যমঃ ইতি ভাস্তবম্ । অত্র কারণ ভাবানুবিকা কাৰ্য্যবিকাঃ চেতুঃস্বয়েন উক্তা ইতি ন জমিতব্যম্, তদাপি বাস্তবত্ব উক্ত্যাৎ, কিন্তু সূত্রপটোলব্ধিঃ বুদ্ধিঃ কার্য্যকারণপ্রভায়বিষয়ঃ তয়োঃ কার্য্যকাৰণয়োঃ ভাবেন সত্ত্বা উপলব্ধাঃ বিশেষিতাঃ হেতুঃ যয়ঃ বদ্যমঃ ইতি ভাস্তবম্, ইত্যাহ—“তদনেন” ইতি । হেতুবিশেষণম্ উক্তং, ন হেতুস্বরূপত্বেন ব্যাখ্যানম্ ইত্যর্থঃ । পটন্ত তত্ত্ববাস্তবিকেন অনুলব্ধঃ সমবায়স্ত ভেদতি-রোধ্যাকৰ্হাৎ অন্তর্ভাসিক্ ইত্যশঙ্কা হাহ “ন চ” ইতি । সধক্ৰান্ত ভিন্নাশ্রিতত্বাৎ ভেদসিদ্ধৌ সমবায়ঃ, সমবায়াক্ত ব্যতিরেকাত্মপলব্ধৌ সমাহিতায়াঃ ভেদসিদ্ধিঃ ইতি অশ্রোতৃশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ । পটঃ তত্ত্বভো দ্বিজ্ঞতে তদ্রূপলব্ধৌপী কুবিন্দ্যাপাণাৎ প্রাক্ অনুলব্ধক্ৰমত্বাৎ কৃন্তবৎ ইতি অনুলব্ধানাং ভেদসিদ্ধিঃ ন ইংগেতব্যাশ্রয়ঃ ইত্যশঙ্কা হাহ—“ন চ ভেদে” ইতি । গচ্ছেদবাদিনঃ তত্ত্বপলব্ধে তদভিন্ন-পটোলব্ধাৎ চেত্বসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । কাৰণসত্ত্বো তদ্বাদি সত্যং স্তাৎ ইত্যশঙ্কা হাহ—“অনয়া” ইতি ।

ভাস্তবী অনুবাদ । সূত্রমধ্যে নিবেশের প্রয়োজনীয়তা ।

[কারণের ‘ভাবেই’ কার্য্য উপলব্ধ হয়, অভাবে হয় না—ভায়ে এইরূপ বলিবার কারণ এই যে,] যেহেতু কারণের যে ভাব অর্থ্যৎ সত্তা এবং যে উপলব্ধ অর্থ্যৎ জ্ঞান তাহা হইলে, অর্থ্যৎ কারণের সত্তা ও জ্ঞান হইলে কার্য্যের উপলব্ধি অর্থ্যৎ জ্ঞান এবং ভাব অর্থ্যৎ সত্তা হয় । অর্থ্যৎ কারণের সত্তা থাকিলে কার্য্যের সত্তা এবং কারণের জ্ঞান হইলে কার্য্যের জ্ঞান হয় বলিয়া কার্য্য ও কারণের ভেদ নাই । ইহাতে বলা হইল যে, বিষয়পদ অর্থ্যৎ সূত্রস্থিত ভাব পদটি বিষয়বিষয়িগ, অর্থ্যৎ বিষয় অর্থ মৃত্তিকাদি নস্তু এবং বিষয়ী অর্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝাইতেছে এবং বিষয়ী পদটিও অর্থ্যৎ সূত্রস্থিত উপলব্ধি পদটিও বিষয়িগবিষয়পদ, অর্থ্যৎ বিষয়ী ও বিষয়কে বুঝাইতেছে । অতএব এইরূপ সূত্রার্থ দাঁড়াইল যে, কারণের উপলব্ধ ও ভাব হইতে উপাদেয়ের অর্থ্যৎ কার্য্যের উপলব্ধ এবং ভাব হয় বলিয়া কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, অর্থ্যৎ কারণের জ্ঞান এবং অস্তিত্ব থাকিলে কার্য্যের জ্ঞান ও অস্তিত্ব থাকে বলিয়া কার্য্য কারণভিন্ন নহে । আর তাহা হইলে অর্থ্যৎ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে প্রভাক্ৰপাত্তবিকবুদ্ধিবোধো চাক্ষুশ-ঘটাদিদ্বারা বাস্তবিত্ব হইবে না, অথবা বহিঃভাবাভাবানুবোধাত্মী ভাবাভাব অর্থ্যৎ বহির সত্তা ও অসত্তাসম্বারে যাহার সত্তা ও অসত্তা হয়, এইরূপ ধূমভেদ অর্থ্যৎ ধূমবিশেষ অন্তভাবে বাস্তবিত্ব হইল না । অর্থ্যৎ প্রভা এবং রূপবিষয়ক যে চাক্ষুশ জ্ঞান সেই জ্ঞানজ্ঞ জ্ঞানের বিষয় যে ঘট তদন্তভাবে বাস্তবিত্ব হইল না, অর্থ্যৎ প্রভা ও রূপবিষয়ক চাক্ষুশবুদ্ধিবোধাত্মরূপ হেতু ঘট আছে ; কিন্তু প্রভা ও রূপের সহিত ঘটের তাদাত্ম্যরূপ সাধ্য ঘট না থাকায় সত্তাবিত বাস্তবিত্ব হইল না, অর্থ্যৎ উপলব্ধৌ উপলব্ধিঃ এইটি মাত্র তাদাত্ম্যের হেতু হইলে প্রভা ও রূপের সহিত ঘটের তাদাত্ম্য না থাকায় চাক্ষুশ ঘট হেতুর বাস্তবিত্ব হইত । আর তাদাত্ম্যের হেতু যদি “ভাবে ভাবাৎ” এইরূপ হইত, তাহা হইলে বহির সত্তাতে ধূমসত্তা এবং বহির অসত্তাতে ধূমের অসত্তা হয় বলিয়া “ভাবে ভাবাৎ” হেতু ধূমে আছে, কিন্তু ধূমে বহির তাদাত্ম্য নাই ; স্বতরাং উক্ত হেতুর বিশেষধূমাত্মভাবে বাস্তবিত্ব হইত । এক্ষণে “ভাবে উপলব্ধৌ চ ভাবাৎ উপলব্ধিঃ” বলায় আর কোনরূপ বাস্তবিত্ব হইল না । তন্মধ্যে যথোক্ত হেতুর অর্থ্যৎ পূর্বে যে প্রকার হেতু বলা হইল, তাহার একদেশ অভিধানের দ্বারা অর্থ্যৎ এক অংশ কথনদ্বারা ভাস্তবী “ইতচ্চ কারণাৎ অনন্তত্বঃ” বাক্যদ্বারা অর্থ্যৎ এজ্ঞাত কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব অর্থ্যৎ ভেদ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন । “যৎ কারণং” অর্থ—যেহেতু । স্বতরাং “অর্থ” হইল যেহেতু

(ভেদাভেদের ব্যবহারিকত্ব ও অধিতীয়েয় তাত্ত্বিকত্ব ।)

সত্ত্বাচ্চাবরন্য ১১৬

ভাস্তীর অনুবাদ ।

কারণের ভাবেই অর্থাৎ সত্তাতে ইত্যাদি। “ন চ নিয়মেন” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ ‘না থাকিলে থাকে না’ এই যুক্তির দ্বারা গমকত্ব অর্থাৎ বোধকত্ব দেখাইতেছেন। অর্থাৎ অজ্ঞভাবে অর্থাৎ অজ্ঞ বস্তু থাকিলে অজ্ঞোপলব্ধি অর্থাৎ নিয়মিতভাবে অজ্ঞ বস্তুর জ্ঞান হয় না, এইরূপ অভাববোধটি নিয়মদ্বারা এই নিয়মের গমকত্ব, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বোঝা যায়, তাহাই বলিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, কাকতালীয়ভাবে অর্থাৎ কাক উড়িয়া গেল অমনই তাল পড়িল—এই ভাবে কখনও অজ্ঞ বস্তু থাকিলে অজ্ঞ বস্তু থাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু নিয়মিতভাবে দেখা যায় না। “নন্য অজ্ঞান্য ভাবেহপি” এই গ্রন্থদ্বারা হেতুতে বিশেষণ দিবার অজ্ঞ অর্থাৎ ভাবের বিশেষণ উপলব্ধি এবং উপলব্ধির বিশেষণ ভাব দিবার অজ্ঞ ব্যাভিচারশব্দ করিতেছেন। “ন ইত্যাচ্যতে” এই গ্রন্থদ্বারা একদেশী অর্থাৎ সম্প্রদায়বিশেষের মতানুসারে উক্ত শব্দের পরিহার করিতেছেন। “অথ” ইত্যাদি গ্রন্থে শব্দাব দ্বারা একদেশীর পরিহারে দোষ দিয়া পরমার্থপরিহার অর্থাৎ প্রকৃত পরিহার বলিতেছেন। এইরূপে এতদ্বারা হেতুর বিশেষণ উক্ত হইল।

সূত্রের পাঠান্তর বাখ্যা ।

“ন কেবলং শব্দাদেব” এই গ্রন্থদ্বারা এই সূত্রকেই পাঠান্তরদ্বারা বাখ্যা করিতেছেন। কারণ, পট অর্থাৎ বস্তু এই প্রত্যক্ষবুদ্ধিদ্বারা ‘তদ্ব্যসকলই’ আত্মনিবৃত্তানাবস্থাপন্ন অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থ অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত অর্থাৎ সূত্রভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু সূত্রসকল বহু হইলেও তাহাদিগকে যে এক বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা প্রাবরণলক্ষণ অর্থক্রিয়াচ্ছেদপ্রযুক্ত অর্থাৎ আবরণরূপ একটি অর্থক্রিয়া অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্যকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ বস্তুগত সূত্র বহু হইলেও সেই বস্তুদ্বারা শরীর আবরণরূপ একটি মাত্র কার্য্য নিষ্পন্ন হয় বলিয়া একখানি কাপড় বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন একদেশ ও এককালদ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ এক সময়ে এবং একস্থানে অবস্থিত ধব খদির ও পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষসকল বহু হইলেও “বন” এই একত্ব সংখ্যার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আব অর্থক্রিয়াতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্য উৎপাদন করিতে ধবখদিবাদি প্রত্যেক অসমর্থ হইলেও কিঞ্চিৎ অর্থান্তরকে আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ অজ্ঞ কোন বস্তুকে উৎপন্ন না করিয়াই পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিয়া থাকে, দেখা যায়। যেমন গ্রাসা অর্থাৎ প্রস্তুত সকল উপাধার অর্থাৎ স্থানীধারণরূপ একটি কার্য্য করে দেখা যায়। এইরূপ অর্থান্তর আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ বস্তুগত উৎপন্ন না করিয়াই তদ্ব্যসকল পরস্পর মিলিত হইয়া প্রাবরণরূপ একটি আবরণকার্য্য করবে। আর তদ্ব্য ও পটের সমবায় সন্ধক থাকায় সেই তদ্ব্য ও পট পরস্পরভিন্ন হইলেও তাহাব ভেদের অনবসায় হয়, অর্থাৎ তাহাব ভেদগৃহীত হয় না, ইহাও ঠিক নহে। কারণ, তাহা হইলে অজ্ঞোজ্ঞান্য দোষ হয়। যেহেতু, তদ্ব্য ও বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইলে সমবায় সন্ধক সিদ্ধ হইবে, এবং সমবায় সিদ্ধ হইলে ভেদ সিদ্ধ হইবে, অতএব অজ্ঞোজ্ঞান্যই হয়। আর ভেদের পক্ষে সাধনাস্তর নাই, অর্থাৎ ভেদসাধক অজ্ঞ কোন সামগ্রী নাই; কারণ, কার্য্যকাবণের অভেদ হইলেও অর্থক্রিয়া ও ব্যাপদেশভেদেব অর্থাৎ তদ্ব্য ও বস্তুপ্রভৃতি নামভেদের উপপত্তি হয়, ইহা পূর্বে উপপাদিত হইয়াছে, অতএব ইহা অর্থাৎ এই ভেদভেদবাদ যৎকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ তুচ্ছ। অনয়া দিশা অর্থাৎ এই প্রকারে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মই পবমার্থসং বস্তু, আর তদ্ব্য প্রভৃতি অবাস্তুর কারণ সকল অনির্বচনীয়ই, ইহাই “তথা ওক্তব্য” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। ১৫

শাক্তভাষ্যম্ ।

সত্ত্বাচ্চাবরন্য ১১৬ *

ইতচ্চ কারণং কার্য্যস্য অনন্যত্বং ; যৎকারণং, প্রাপ্তোৎপত্তেঃ কারণান্তরেন কারণে সত্ত্বম্ অবরকালীনস্য কার্য্যস্য জায়তে ।

“সদেব সৌম্যোদয়গ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬২১১)

আত্মা বা ইদমেব এবাগ্র আসীৎ (ঐঃ আঃ ২৪১১১)

* এ সূত্রটিতে ও প্রথমস্ত পদ না থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র নহে। প্রত্যুত পঞ্চমস্ত পদ থাকায় ইহা ১৪৭ সূত্রের হেতুজ্ঞাপক সূত্র।

(ভেদভেদের বাবহারিকত্ব ও স্বত্বীয়ের তাত্ত্বিকত্ব ।)

[সত্ত্বাচ্ছাবরন্ত ১৬]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

ইত্যাদৌ ইদংশবগৃহীতস্ত কার্য্যস্ত কারণেন সামান্যধিকরণ্যাৎ । যচ্চ যদাশ্বনা যচ্চ ন বর্জ্যতে, ন তৎ ততঃ উৎপত্ততে, যথা সিকতাভ্যাঃ তৈলম্ । তন্মাৎ প্রাপ্তোৎপত্তেঃ অনন্তত্বাৎ উৎপন্নমপি অনন্তদেব কারণাৎ কার্য্যম্ ইতি অবগম্যতে । যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যম্ অপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি । একং চ পুনঃ সত্ত্বম্, অতোহপি অনন্তত্বং কারণাৎ কার্য্যম্ ১৬

ভাষ্যানুবাদ । প্রতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা কার্য্যের অনন্তত্ব ।

[আর অবরের অর্থাৎ পরবর্তী কার্য্যের কারণে সত্ত্বশ্রুত কার্য্য ও কারণের অনন্তত্ব হয়—ইহাই হ'ত্বার্থ] । আর এই জগৎও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব আছে, অর্থাৎ ভেদ নাই; যেহেতু, প্রতি হইতে জানা যায় যে, অবরকালীন কার্য্যের অর্থাৎ পরে উৎপন্ন কার্য্যরূপ জগতের, উৎপত্তির পূর্বে কারণস্বরূপেই কারণে সত্ত্ব ছিল । কারণ—

“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬২।১)

অর্থাৎ হে সৌম্য হেতুকেতু সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্করূপই ছিল ।

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” (ঐঃ আঃ ২।৪।১)

অর্থাৎ অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল ।

ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্ শব্দদ্বারা গৃহীত কার্য্যের সামান্যধিকরণ্য, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ উভয়েই সমানবিত্তিক পদদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । যে বস্তু যৎস্বরূপে যেখানে থাকে না, সে বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না । যেমন সিকতা অর্থাৎ বালি হইতে তৈল হয় না । অতএব উৎপত্তির পূর্বে ভেদ না থাকায় উৎপন্ন কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা বুঝাইতেছে । আর যেমন কারণ ব্রহ্ম তিন কালে (অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে) সত্ত্বকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ সত্ত্বাশ্রুত হয় না, এইরূপ কাযা জগৎও অর্থাৎ উৎপন্ন জগৎও তিন কালে সত্ত্বকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ সত্ত্বা ত্যাগ করে না । আরও কথা এই যে সত্ত্বা একই, এইজগৎও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব হয়, অর্থাৎ ভেদ নাই । (অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বা একই হয়, ঘটসত্ত্বা পটসত্ত্বার ত্রায় বিশিষ্টসত্ত্বাই পৃথক্ হয় । তন্মধ্যে কার্য্যাকারণের সত্ত্বা বিশিষ্টসত্ত্বার ত্রায় পৃথক্ও হয় না । উহা একই হয় । যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না ।)

ভাস্তী ।

বিভজ্যতে “ইতশ্চ” ইতি । ন কেবলং শ্রুতিঃ, উপপত্তিশ্চ অত্র ভবতি “যচ্চ যদাশ্বনা” ইতি । ন হি তৈলং সিকতাশ্বনা সিকতায়াম্ অস্তি, যথা ঘটোহস্তি মৃদি মৃদাশ্বনা । প্রত্যাংপন্নো হি ঘটো মৃদাশ্বনা উপলভ্যতে । নৈবং প্রত্যাংপন্নং তৈলং সিকতাশ্বনা, তেন যথা সিকতায়াঃ তৈলং ন জায়তে, এতন্ আশ্বনোহপি জগৎ ন জায়তে, জায়তে চ, তন্মাদ্ আশ্বনাশ্বনা আসীৎ ইতি গম্যতে । উপপত্ত্যন্তরম্ আহ—“যথা চ কারণং ব্রহ্ম” ইতি । যথা হি ঘটঃ সর্বদা সর্বত্র ঘট এব, ন জাতু অসৌ কচিৎ পটো ভবতি এবং সদপি সর্বত্র সর্বদা সদেব, ন তু কচিৎ কদাচিৎ অসদ্ ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি উপপাদিতম্ অধস্তাৎ । তন্মাৎ কার্য্যং ত্রিষু অপি কালেষু সদেব, সত্ত্বং চেৎ কিম্ অতো যদেবম্ ইত্যত আহ—“একং চ পুনঃ” ইতি । সত্ত্বং চ একং কার্য্যাকারণয়োঃ, নহি প্রতিব্যক্তি সত্ত্বং বিভজ্যতে । ততশ্চ অভিন্নসত্ত্বানন্তত্বাৎ এতেহপি মিথো ন বিভজ্যতে ইতি । ন চ তাভ্যাম্ অনন্তত্বাৎ সত্ত্বশ্চৈব ভেদ ইতি যুক্তম্, তথা সতি হি সত্ত্বস্ত সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ । তত্র ভেদাভেদয়োঃ অণুতরসমারোপকল্পনায়াং কিং তাত্ত্বিকভেদোপাদানা ভেদকল্পনা অন্ত, আহো তাত্ত্বিকভেদোপাদানা অভেদকল্পনা ইতি । বয়ং তু পশ্চাত্তমো ভেদগ্রহস্ত প্রাতিযোগি-গ্রহাপেক্ষত্বাৎ ভেদগ্রহম্ অন্তরেণ চ প্রাতিযোগিগ্রহাসম্ভবাৎ অন্তোন্তসংপ্রাপ্তবন্তেঃ, অভেদ-গ্রহস্ত চ নিরপেক্ষতয়া তদনুপপত্তেঃ একৈকাশ্রয়ত্বাচ্চ ভেদস্ত একাভাবে তদনুপপত্তেঃ অভেদ-গ্রহোপাদানা এব ভেদকল্পনা ইতি সর্বম্ অবদাতম্ ॥১৬

(ভেদভেদের বাবহারিক ও অবিভীয়ের তাৎপিক্য ।)

[সম্বাদ্যবরন্ত ১৬]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“উপপত্তিস্তত্র ভবতি” ইতি । “আহ” ইতি শেষঃ । উপপত্তিম্বে নর্থযতি “নহি” ইতি । বধা বৃদ্ধি ঘটো যুগ্মাঙ্কনা অস্তি তথা সিকতারং তদাঙ্কনা ন তৈলম্ কতি ; “তৎ” উপাদানোপায়েমহাভাবকৃতম্ ইত্যর্থঃ । নমু যুদেব ঘটোৎপত্তেঃ প্রাক্ অস্তি, কথং তদাঙ্কনা ঘটন্ত সজ্জা ? অত আহ—“প্রত্যংগয়ো হি” ইতি । উৎপন্নস্ত ঘটন্ত যুগ্মাঙ্কনম্ভাব্যং যুদিসত্যং ঘটসম্বৎ যুক্তম্ ইত্যর্থঃ । ইথঃ তর্কিতে কার্যকারণভেদে প্রযুক্তান্তে ঘটং যুক্তিঃ ঘটনিষ্টত্বাৎ সম্বৎ ইতি । এবং জগদব্রহ্মণোঃ অভেদেহপি শব্দো ব্রহ্মবৃত্তিঃ আকাশবৃত্তিভ্যাং সম্বৎ ইতি । কার্যন্ত কালক্রমে সত্যঃ ভাবোক্তম্ অমুক্তং, তথা সতি কার্যত্বাব্যাহতাৎ ইত্যাপেক্ষা অনির্বাচ্যরূপস্ত কার্যচিৎকয়েহপি কার্যন্ত ঐতন্ম্ বধিষ্ঠানং, তত্চ নিতাম্ ইতি বৃত্তিভ্যঃ প্রতিপাদনম্—“যথাহি ঘট” ইতি । কার্যন্ত সম্বৎ স্বরূপং ধর্মো বা আন্তে তত্চ কার্যচিৎ অসম্বৎ ন স্যাৎ । ধর্মো চ সম্বাসম্বয়োঃ ধর্ময়োঃ কাব্যনা ধর্মিণঃ স্বরূপাৎ কাব্যচিৎকল্পবাহিতঃ ইত্যাদি উপপাদিতম্ । “অথন্তাৎ” দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদিত্তি ভাব্যাব্যাব্যাব্যবসরে ইত্যর্থঃ । কাব্যনা ত্রিখ কালেম্ সম্বৎ কারণস্যাপি তথ্যত্বাৎ বে সম্বৎ স্যাভ্যং, তথ্যচ অভেদাদিত্তিঃ ইতি উক্তাতিপ্রায়ানন্তিঃ শব্দতে “সম্বৎ চেৎ” ইতি । ত্রিখ অপি কালেম্ কাব্যনা সম্বৎ চেৎ ইত্যর্থঃ । কাব্যকারণয়োঃ স্বরূপসম্বৎ চ একম্ ইত্যর্থঃ । যদি কার্যকারণয়োঃ একনৃত্বাৎ অভেদাৎ অভিন্নত্বং, তর্কি তস্যাপি দাত্যাম্ অভেদাৎ ভেদাভাব্যত্বাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“ন চ তাত্ত্ব্যম্” ইতি । ন হি বয়ং সম্বদেব কাব্যকারণয়োঃ সাক্ষাৎ অভেদঃ জন্মঃ, কিন্তু তত্র তয়োঃ আরোপিতত্বেন তদ্ব্যতিরেকণে অভাবম্ । যদি মন্তেত সম্বদেব কাব্যকারণয়োঃ আরোপিতম্ স্বত্ত্ব ইতি, তত্রাহ “তথা সতি হি” ইতি । স্বত্ত্বতনৈব প্রসঙ্গনম্ অমুক্তং-দর্শয়িত্বং তমেব পক্ষবিভাগপূর্বকম্ আহ—“তত্র” ইতি । “তত্রঃ” কাব্যকারণলক্ষণঃ । “সম্বৎ” অভেদঃ । “কস্মাৎ অয়ং ভিন্নঃ” ইত্যত্র পক্ষমুক্তিখিত্যবধেঃ গ্রহো ধর্মিণঃ সকাশাৎ অগৃহীতভেদস্য ন সম্বৎ ইতি । তেদগ্রহণে ন অগৃহীতে প্রতিযোগিত্তে উপপত্ততে । ধর্মিণোহপি স্বাপেক্ষয়া তৎপক্ষাৎ তত্চ অস্ত্রোক্তাশ্রয়গ্রন্থভেদেব এবং আরোপিতঃ ন অভেদঃ, ইত্যাহ—“বয়ং তু” ইতি । যন্ত—বয়ং অস্ত্রোক্তাশ্রয়না কেনচিৎ উক্তারঃ কৃতঃ, প্রতিযোগিত্তেব প্রতীতো অধিকরণপ্রতীতিঃ অধিকরণত্বেন প্রতীতো প্রতিযোগিত্ত্ব-প্রতীতিস্ত ভেদগ্রহণকাব্যং ন ভেদেন গৃহীতম্ । একং হি অস্ত্রোক্তাভাবাভাবঃ প্রতি স্তত্ত্বকৃত্ত্বোঃ অধিকরণত্বং প্রতিযোগিত্ত্বং চ অস্তি । অতঃ স্বস্মাদপি স্বনা ভেদগ্রহণারণ্য প্রতিযোগিত্তেব ইত্যাদি বিশেষণম্ । “স্তত্ত্বাৎ ভিন্নঃ কৃত্ত্বঃ” ইত্যত্র হি স্তত্ত্বঃ প্রতিযোগিত্তেবৈব প্রতীয়তে ন অধিকরণত্বেন । কৃত্ত্বস্ত অধিকরণত্বেন ন প্রতিযোগিত্তার কৃত্ত্বান্তিঃ স্তত্ত্বঃ ইতি প্রতীত্যন্তেব তু তমেব ভেদঃ প্রতি কৃত্ত্বঃ প্রতিযোগিত্তার প্রতিভাতি, স্তত্ত্বস্ত পক্ষিত্তার তত্চ উক্তবিশেষপ্রতীতিঃ ভেদগ্রহে হেতুবিতি ক ইতিবেতরাশ্রয়ম্ ইতি সৌহৃদ্যম্ । ভেদাধিকরণত্বেন ভেদপ্রতিযোগিত্তেব চ প্রতীতেঃ অপেক্ষাবান স্ত্রোক্তাশ্রয়াৎ অনিন্দ্যতাং, যদা কস্যচিৎ অধিকরণত্বেন প্রতিযোগিত্তেব চ প্রতীতাপেক্ষায়ঃ সত্ত্বাধিকরণত্বেন পুরোদেহাৎ অভিন্নেগতসংসর্গাভাবঃ প্রতি প্রতিযোগিত্তেব চ পুরতঃ শুভীদমংশনা রজতাব ভেদগ্রহ-প্রসঙ্গেন ভ্রাম্যদ্রয়প্রসঙ্গাৎ স্বত্ত্ববৃত্তেন ভেদাধিকরণস্য ভেদপ্রতিযোগিত্তেব স্বরূপেণ প্রতীতাপেক্ষাহপি অতএব অগাণ্ড্য, স্বরূপেণ গৃহীতয়োঃ শুভীদমংশরজতয়োঃ স্বত্ত্ববৃত্তেন তথ্যত্বাৎ ভেদগ্রহপ্রসঙ্গাৎ । ‘এবং স্বরূপং ভেদ’ ইতি চ অতএব অগাণ্ড্যম্ । ‘অসাধারণঃ স্বরূপং ভেদঃ, ইত্যপি ন ; অসাধারণতয়া ভেদগ্রহাধীনগ্রহত্বেন ভেদাস্বাপেক্ষায়ঃ স্বরূপভেদাভাবগম্যত্বাৎ ইতি দিক্ । ভেদেন উপজীব্যত্বাচ্চ অভেদো ন অগাণ্ড্যঃ, ইত্যাহ—“একৈক্যে”তি । বীপয়া ভ্রাম্যভেদাম্ভাবঃ । অত একাতাব ইত্যুক্তম্ । ১৬

ভাস্তরী অমুবাধ । প্রতি ও বৃত্তিপ্রমাণদ্বারা কার্যের অনন্তত্ব ।

“ইতচ্চ” এই গ্রন্থে ভাস্তরীর বিভাগ কবিত্তেছেন, অর্থাৎ সূত্রস্থপদেব ব্যাখ্যা কবিত্তেছেন । এ বিষয়ে অর্থাৎ কার্যকারণের অনন্তঅবিষয়ে যে কেবল শ্রুতি প্রমাণই আছে, তাহা নহে, এ বিষয়ে উপপত্তিও আছে । “যচ্চ যদাঙ্কনা” ইত্যাদি বাক্যে সেই যুক্তি দেখাইতেছেন । কারণ, ঘট যেমন যুক্তিকারূপে যুক্তিকারে থাকে, সেরূপ তৈল, সিকতা অর্থাৎ বালিকারূপে সিকতাকারে থাকে না । যেহেতু প্রত্যেক ঘটই উৎপন্ন হয় । যুক্তিকারূপে জাত হয়, কিন্তু উৎপন্ন তৈল সিকতারূপে জাত হয় না । অতএব যেমন সিকতা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না, তেমনই আত্মা হইতেও জগৎ উৎপন্ন না হউক, অথচ উৎপন্ন ত হয় । ‘অতএব আত্মস্বরূপে জগৎ ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে । “যথা চ কারণং ব্রহ্ম” এই গ্রন্থদ্বারা অমুযুক্তি বলিত্তেছেন । ঘট যেমন সকল সময়ে সকল স্থলে ঘটই থাকে, তাহা যেমন কখনও কোথাও পট হয় না, এইরূপ সৎ ও সকল স্থলে সকল সময়েই সৎই থাকে, কোথাও কখনও অসৎ হইতে পারে না—ইহা পূর্বে “দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ” এই ভাগ্য ব্যাখ্যাস্থলে উপপাদিত হইয়াছে । অতএব কার্যবস্ত তিন কালেই সৎ । কার্য যদি তিন কালেই সৎ হয়, তাহা হইলে কি হইল ? এই জগৎ “একং চ পুনঃ” এই গ্রন্থ বলিত্তেছেন । কার্য ও কারণের সম্বৎ একই ; কারণ, ব্যক্তিভেদে সম্বৎ ভিন্ন হয় না । আর সেইজগৎ অভিন্ন সত্তার সহিত অনন্ত অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া ইহারও অর্থাৎ কার্য এবং কারণও মিথঃ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হয় না । আর কার্য ও কারণের সহিত অনন্ত অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া সত্তারই ভেদ আছে, ইহা বলী ঠিক নহে : কারণ, তাহা হইলে সত্তার সমারোপিতত্ব প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ সত্তা আরোপিত হইয়া পড়ে । সেস্থলে ভেদ ও অভেদের মধ্যে অজ্ঞত্বের সমারোপকল্পনায় অর্থাৎ একটিকে ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে, কি তাত্ত্বিকাভেদোপাদান অর্থাৎ বাস্তবিক অভেদ যাহার কারণ হইয়াছে, তাৎপশ ভেদকল্পনা হইবে ? কিংবা তাত্ত্বিকাভেদোপাদান অর্থাৎ বাস্তবিক ভেদ যাহার কারণ হইয়াছে, তাৎপশ অভেদকল্পনা হইবে ? অর্থাৎ তাত্ত্বিক অভেদবশতঃ ভেদের কল্পনা করিবে ? না তাত্ত্বিকভেদবশতঃ অভেদের

(ভেদান্তের বাবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য)

অসদ্ব্যপদেশোন্নেতি চেন্ন ধৰ্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭

ভামতীব অনুবাদ ।

কল্পনা করিবে ? আমরা কিছু দেখিতে পাই ভেদগ্রহ অর্থাৎ ভেদজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং ভেদজ্ঞান বাস্তব প্রতিযোগিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব বলিয়া অজ্ঞোত্তাশ্রয় হইয়া পড়ে, আর অভেদগ্রহ অর্থাৎ অভেদজ্ঞান নিবপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ কাহাকেও অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহার অতুপপত্তি হয়, অর্থাৎ অজ্ঞোত্তাশ্রয় হইতে পারে না। আন ভেদ এক একটিকে আশ্রয় করে বলিয়া এক না থাকিলে ভেদ হইতে পারে না, অতএব অভেদগ্রহোপাদানাই ভেদকল্পনা হয় অর্থাৎ অভেদজ্ঞানবশতঃই ভেদ কল্পনা হয় বলিতে হইবে। এই প্রকারে সকলই অবদাত হইল অর্থাৎ সকলই নিদোষ হইয়া গেল ।১৬

শাকবভাস্তম্ ।

অসদ্ব্যপদেশোন্নেতি চেন্ন ধৰ্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭ *

নমু কচিৎ অসত্ত্বমপি প্রাপ্তুংপত্তেঃ কার্যস্য ব্যপদিশতি ত্রুতিঃ—

“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৩।১২।) ইতি

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈঃ ২।৭।১) ইতি চ ।

তস্মাদ্ অসদ্ব্যপদেশাৎ ন প্রাপ্তুংপত্তেঃ কার্যস্য সত্ত্বম্ ইতি চেৎ ? ন, ইতি ক্রমঃ, ন হি অয়ম্ অত্যন্তাসত্ত্বাতিপ্রায়েণ প্রাপ্তুংপত্তেঃ কার্যস্য অসদ্ব্যপদেশঃ, কিং তর্হি, ব্যাকৃত নামরূপত্বাৎ ধৰ্ম্মাৎ অব্যাকৃতনামরূপত্বং ধৰ্ম্মান্তরং তেন ধৰ্ম্মান্তরেণ অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তুংপত্তেঃ সত এব কার্যস্য কারণরূপেণ অনন্তস্য । কথম্ এতদ্ অবগম্যতে ? বাক্যশেষাৎ । যতুপক্রমে সন্ধিদ্ধার্থঃ বাক্যং তচ্ছেষাৎ নিশ্চীযতে । ইহ চ তানৎ—

“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৩।১২।)

ইতি অসচ্ছন্দেন উপক্রমে নির্দিষ্টং যৎ, তদেব পুনঃ তচ্ছন্দেন পরায়ুশ্চ সদিতি বিশিনষ্টি “তৎ সদ আসীৎ” ইতি ; অসতশ্চ পূর্বাপরকালাসম্বন্ধাৎ আসীৎ—শব্দানুপপত্তেঃ ।

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” (তৈঃ ২।৭।১)

ইত্যত্রাপি—

“তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত”

ইতিবাক্যশেষে বিশেষণাৎ ন অত্যন্তাসত্ত্বম্ । তস্মাৎ ধৰ্ম্মান্তরেণৈব অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তুংপত্তেঃ কার্যস্য । নামরূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছন্দার্থং লোকে প্রসিদ্ধম্ । অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাৎ অসদিব আসীৎ ইতি উপচর্য্যতে ।১৭

ভাত্তাহবাদ ।

[স্বার্থ—অসত্তের ব্যপদেশবশতঃ উৎপত্তির পূর্বে জগৎ ছিল না যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না তাহা নহে, অর্থাৎ কাৰ্য্য অত্যন্ত অসৎ নহে, যেহেতু ধৰ্ম্মান্তরের দ্বারা ব্যপদেশ হইয়াছে । অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে কাৰ্য্য থাকিলেও অগ্র ধম্ম অনুসারে অসৎ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে, পরবর্তী বাক্য হইতে ইহা জানা যায় ।]

ঐতর্য্যে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন ।

যদি বল উৎপত্তির পূর্বে কাৰ্য্যের অসত্ত্বও প্রতি কোনস্থলে বলিতেছেন বলিয়া মনে হয় । যথা—অসদেবেদমগ্র আসীৎ (ছাঃ ৩।১২।) অসদ বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈঃ ২।৭।১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই ছিল, এবং সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল ।

অতএব ‘অসদ্ব্যপদেশবশতঃ অর্থাৎ ‘অসৎ ছিল’ এই কথা বলায় উৎপত্তির পূর্বে কাৰ্য্যের অস্তিত্ব থাকে না ইত্যাদি, তাহা হইলে আমরা বলি, না, ইহা বলিতে পার না । কারণ, এই যে অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসত্তের

* এ সূত্রেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও অধিকরণাব্যক্ত হইয়াছে না । ইহার মধ্যে “অসদ ব্যপদেশাৎ ইতি চেৎ” এই অংশটি পূর্বপদ হইবে এবং “ন ধৰ্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ” এই অংশটি সিদ্ধান্তপদ । অতএব ইহাতে কাৰ্য্যকারণের অভেদবিষয়ক একটা সন্দেহ উৎপাদন করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইল বুলিতে হইবে ।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধীতির তাৎপৰ্য্য ।)

যুক্ত্যঃ শব্দান্তরাচ্চ । ১৮

ভাষ্যমুদ।

উল্লেখ, ইহা উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অতাস্তাস্তর অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অসত্ত্বের অভিপ্রায়ে নহে, অর্থাৎ কার্য একেবারেই ছিল না—একথা বলিবার জ্ঞান নহে। তবে কি? ব্যাকৃতনামরূপত্ব অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্ট, তাহার ধর্ম ইহাতে অব্যাকৃতনামরূপত্ব অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত হয় নাই, তাহার ধর্মটি অজ্ঞান। সেই অজ্ঞানের দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে কারণের সহিত অভিন্ন সংস্করণ কার্যেরই এই অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসং বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি বল কি করিয়া ইহা বুঝিলে? তাহা হইলে বলিব—বাক্যশেষ হইতে ইহা বুঝা গিয়াছে। যথা—উপক্রমে যে সন্নিদ্ধার্থবাক্য থাকে অর্থাৎ যাহার অর্থে সন্দেহ হয়, তাহা শেষের বাক্য হইতে নিশ্চয় হয়। এখানেও—

“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৩।১২।১)

অর্থাৎ “এই জগৎ পূর্বে অসংই ছিল” এই অসং শব্দের দ্বারা যাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার তৎশব্দের দ্বারা পরামর্শ করিয়া “সং” এই বলিয়া বিশেষ করিতেছেন, যথা - তৎসদাসীৎ অর্থাৎ জগৎ সংস্করণ ছিল এবং অসত্তের পূর্বাধার কালসদৃশ অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত সদৃশ না থাকায় “আসীৎ” অর্থাৎ ছিল এই শব্দের অসুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আসীৎ এই শব্দটিও সঙ্গত হয় না।

“অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ” (তৈঃ ২।৭।১)

অর্থাৎ “অগ্রে ইহা অসং ছিল” এখানেও

“তৎ আত্মানম্ স্বয়ম্ অকুরুত” (তৈঃ ২।৭।১)

অর্থাৎ “সেই ব্রহ্ম স্বয়ং নিজেকে (জগৎরূপে) করিয়াছিলেন” বাক্যশেষে এই বিশেষণ থাকায় কার্যের সম্পূর্ণভাবে অসত্ত্ব ছিল না। অতএব অগ্র ধর্মরূপেই উৎপত্তির পূর্বে কার্যের এই অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসং বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, নাম ও রূপদ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত বস্তু “সং” শব্দের যোগ্য বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব নানকপেব ব্যাকরণেব পূর্বে জগৎ যেন ছিল না, এই বলিয়া উপচার করা হইয়াছে। ১৭

ভাস্তী।

ব্যাকৃতত্বাব্যাকৃতত্বে চ ধর্মো অনির্বচনীয়ো। সূত্রম্ এতৎ নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭

বেদান্তকল্পতরু।

ব্যাকৃতনামরূপত্বাদিত্যে ব্যাকৃত্যন্তরীকৃতঃ সংগাবাদাপাতঃ ইত্যাদি। গ্রহ—“ব্যাকৃতত্বে”তি ॥ ১৭

ভাস্তীর অনুবাদ।

ব্যাকৃতত্ব ও অব্যাকৃতত্ব এই ধর্ম দুইটি অনির্বচনীয়। এই সূত্রটি স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৭

যুক্ত্যঃ শব্দান্তরাচ্চ । ১৮ *

শাকরভাষ্যম্।

যুক্ত্যন্ত প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যন্ত সত্ত্বম্ অনন্তত্বং চ কারণাদ্ অবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চ। যুক্ত্যন্তাবৎ বর্ণ্যতে দধিষট্করুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমুক্তিকাস্তবর্ণাদীন উপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভিঃ মৃত্তিকা উপাদীয়তে, ন ঘটার্থিভিঃ ক্ষীরং, তৎ অসৎকার্যবাদে ন উপপদ্যতে। অবিশিষ্টে হি প্রাপ্তংপত্তেঃ সর্বস্ত সর্বত্র অসত্ত্ব কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধি উপপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়্যাঃ? মৃত্তিকায়্যা এব চ ঘট উপপদ্যতে, ন ক্ষীরং। অথ অবিশিষ্টেইপি প্রাক্ অসত্ত্ব ক্ষীরে এব দধিঃ কস্মিৎ অতিশয়ঃ ন মৃত্তিকায়্যাং, মৃত্তিকায়্যামেব চ ঘটন্ত কস্মিৎ অতিশয়ঃ, ন ক্ষীরে ইত্যাচ্যেত, তর্হি অতিশয়বজ্জাত প্রাগবজ্জাতাঃ অসৎকার্যবাদহানিঃ সংকার্যবাদসিদ্ধিষ্চ। শক্তিচ্চ কারণন্ত কার্য-

* এ সূত্রটিতেও প্রথমস্ত পদ না থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র নহে। কেবল পঞ্চমাস্ত পদ থাকায় ইহা কার্য ও কারণের অনন্তত্বের প্রতি হেতুর বোধক মাত্র।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য)

[যুক্তঃ শঙ্কাস্তরাল ১৮]

গাছরত্নম্ ।

নিয়মার্থা কল্পমানা ন অজ্ঞা অসতী বা কার্য্য নিষিদ্ধেৎ, অসম্ভাবিশেষাৎ অজ্ঞান-
বিশেষাচ্চ । তস্মাৎ কারণস্ত আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেষ্ট আত্মভূতং কার্য্যম্ । অপি চ কার্য্য-
কারণয়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ অখমহিবৎ ভেদবৃদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যম্ অভ্যুপগম্যব্যম্ ।
সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্ত সমবায়িভিঃ সম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে তস্ত তস্ত অজ্ঞোক্ত্যঃ
সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ, ইতি অনবস্থা প্রসঙ্গঃ । অনভ্যুপগম্যমানে চ বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । অথ
সমবায়ঃ স্বয়ংসম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব অপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোহপি তর্হি স্বয়ং
সম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব সমবায়ং সম্বধ্যত । তাদাত্ম্যপ্রতীভেষ্ট দ্রব্যগুণাদীনাং
সমবায়কল্পনানর্থক্যম্ । কথং চ কার্য্যম্ অবয়বিজব্যং : কারণেষু অবয়বজব্যেষু বর্তমানং
বর্ততে ? কিং সমস্তেষু অবয়বেষু বর্তেত উত প্রত্যবয়বম্ । যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্তেত,
তত অবয়বানুপনন্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসম্মিকৰ্ষস্ত অশক্যত্বাৎ । ন হি বহুত্বং সমস্তেষু
আশ্রয়েষু বর্তমানং ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণেন গৃহ্যতে । অথ অবয়বশঃ সমস্তেষু বর্তেত তদাপি
আরম্ভকাবয়বব্যতিরেকেণ অবয়বিনঃ অবয়বাঃ কল্লোরন্ যৈঃ আরম্ভকেষু অবয়বেষু
অবয়বশঃ অবয়বী বর্তেত, কোশাবয়বব্যতিরিক্তেহি অবয়বৈঃ অসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি ।
অনবস্থা চ এবং প্রসজ্যেত । তেষু তেষু অবয়বেষু কৰ্ষয়িতুং অজ্ঞোভ্যম্ অজ্ঞোভ্যম্ অবয়বানাং
কল্পনীয়ত্বাৎ । অথ প্রত্যবয়বং বর্তেত, তদা একত্র ব্যাপারে অজ্ঞত্র অব্যাপারঃ স্ত্যেৎ । ন হি
দেবদত্তঃ ক্ষুণ্ণে সন্নিধীয়মানঃ তদহরেব পাটলিপুত্রেহপি সন্নিধীয়তে । যুগপৎ অনেকত্র
বৃন্তো অনেকত্বপ্রসঙ্গঃ স্ত্যেৎ, দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরিব ক্ষুণ্ণপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ ।
গোহাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেঃ ন দোষ ইতি চেৎ ? ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ । যদি
গোহাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেঃ অবয়বী স্ত্যেৎ, যথা গোহং প্রতিব্যক্তি প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে,
এবম্ অবয়বী অপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে, ন চ এবং নিয়তং গৃহ্যতে । প্রত্যেকপরি-
সমাপ্তৌ চ অবয়বিনঃ কার্য্যেণ অধিকারাৎ তস্ত চ একত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্যাৎ,
উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্, ন চ এবং দৃশ্যতে ।

ভাষ্যানুবাদ । যুক্তি ও অজ্ঞ প্রতিবাক্যস্বারা প্রতিপাদন ।

আর যুক্তি ও শঙ্কাস্তর হইতে অর্থাৎ অজ্ঞ প্রতিবাক্যবশতঃও উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের সম্ব অর্থাৎ
অস্তিত্ব এবং কারণ হইতে অনন্ত অর্থাৎ কার্য্যের অভেদ বুঝা যাইতেছে । যুক্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা দধি-
ঘটরূচকাত্মখিগণকর্তৃক অর্থাৎ বাহারা দধি ঘট রূচক (কর্তৃভূষণ) প্রভৃতির প্রয়োজন মনে করেন, সেই সকল
ব্যক্তিকর্তৃক দুগ্ধ যুক্তিকা জুবর্ণ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত কারণ সকল উপাদীয়মান হয়, অর্থাৎ এক একটা কারণে জ্ঞ
এক একটা কারণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে ইহা লোকে দেখা যায় । কারণ, দধিপ্রার্থীকর্তৃক যুক্তিকা গৃহীত হয়
না এবং ঘটখিগণকর্তৃক ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ গৃহীত হয় না, তাহা অর্থাৎ কার্য্যার্থীর প্রতিনিয়ত কারণের
উপাদান, অসংকার্য্যবাদে অর্থাৎ বাহারা উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য অসং বলেন, অর্থাৎ থাকে না বলেন, তাঁহাদের
মতে উপপন্ন হইতে পারে না । কারণ, অবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে
সকলের সর্বত্র অসম্ভে, অর্থাৎ সকল বস্তু যদি সব জায়গায় অর্থাৎ কোথাও না থাকে, তাহা হইলে ক্ষীর হইতে
কেন দধি উৎপন্ন হয় ? যুক্তিকা হইতে কেন হয় না ? এবং যুক্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে কেন
হয় না ? । আর পূর্বে অসম্ভের অবিশিষ্ট হইলেও অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে বস্তুর অসম্ভে অর্থাৎ অস্তিত্বভাবে কোন
বিশেষ না থাকিলেও দুগ্ধেতেই দধির কোন অতিশয় অর্থাৎ ধর্ম্মবিশেষ থাকে যুক্তিক্রমে থাকে না, এবং
যুক্তিক্রমেই ঘটের কোন অতিশয় থাকে দুগ্ধে থাকে না—এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে প্রাগবস্থার অতিশয়বস্তু-

(ভেদভেদের ব্যবহারিক ও অধিত্যের তাৎপৰ্য্য)

[যুক্তঃ শব্দান্তরাজ ১৮]

ভাষ্যবাদ ।

প্রযুক্ত অর্থাৎ অতিশয়কে যদি কার্যাদ্বন্দ্ব বল, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বাভাসরূপ দৃশ্যপ্রভৃতি কার্য, অতিশয় রূপদ্বন্দ্ববিশিষ্ট হওয়ায় (কারণ, ধর্ম্য না থাকিলে ধর্ম্য থাকিতে পারে না) অসংকার্যবাদ ভঙ্গ হইল, এবং সংকার্যবাদ সিদ্ধ হইল । আর কার্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা অর্থাৎ কার্যের নিয়মের জ্ঞান যদি কারণের শক্তি কল্পনা কর, অর্থাৎ অতিশয়কে যদি কারণের ধর্ম্য বল, তাহা হইলে তাহা কার্য ও কারণ অপেক্ষা অগ্না হইলে, অর্থাৎ ভিন্ন হইলে, অথবা অসত্তী হইলে অর্থাৎ কার্যদ্বন্দ্বকে বিচ্ছিন্ন না থাকিলে কার্যকে নিয়মিত করিত না, অর্থাৎ এই কারণ হইতে এই কার্য হয়, এইরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা হইত না । কারণ, অসম্বন্ধের অর্থাৎ অভাবের কোন বিশেষ নাই এবং অগ্ন্য অর্থাৎ ভেদেরও কোন বিশেষ নাই ; অর্থাৎ শক্তি যদি কার্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, অথবা কার্যদ্বন্দ্বকে কারণে অনিচ্ছমান কোন বস্তু হইত, তাহা হইলে সেইরূপ যে কোন বস্তুই কার্যের নিয়ামক হইতে পারিত । অতএব কারণের আত্মভূত অর্থাৎ স্বরূপই শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত অর্থাৎ স্বরূপই কার্য—ইহাই স্বীকার্য ।

আরও কার্য ও কারণের এবং দ্রব্য ও গুণাদি বস্তুমহিনাদির মত ভেদবুদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না থাকায় উভয়ের তাদাত্ম্য স্বীকার করা উচিত । সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও সমবায়ের সমবায়ীর সহিত অর্থাৎ বাহ্যতে সমবায় সম্বন্ধ থাকে, তাহার সহিত, সম্বন্ধ অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার কবিলে তাহার অগ্ন সমবায় সম্বন্ধ, তাহার আবার অগ্ন সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে ; এইরূপে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে । আর সমবায়ীর সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ অনভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ স্বীকার না করিলে কার্যাকারণ ও দ্রব্যগুণের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে ।

আর যদি বল, সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া অপর সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়াই সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হয় অর্থাৎ মিলিত হয়, তাহা হইলে সংযোগরূপ গুণতীও স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা না করিয়াই সম্বন্ধীর সহিত সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু স্তম্ভ গুণতীতে সমবায় সম্বন্ধেই থাকে বলা হয় । আর তাদাত্ম্য অর্থাৎ তৎস্বরূপ অর্থাৎ অভেদপ্রতীতি হয় বলিয়া দ্রব্যের সহিত গুণাদির সমবায়সম্বন্ধ কল্পনাকরা বৃথা । আর কার্যরূপ অবয়বদ্রব্য, কাবয়স্বরূপ অবয়বদ্রব্যে কি প্রকারে বর্তমান থাকে ? তাহা কি সমস্ত অবয়বে স্বরূপতঃ বর্তমান থাকে ? অথবা প্রত্যেক অবয়বে বর্তমান থাকে ?

যদি বল অবয়বী সমস্ত অবয়বে স্বরূপতঃ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে অবয়বীর অল্পপলকি হইয়া পড়ে ; কারণ, সমস্ত অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়সম্পর্ক করিতে পারা যায় না । কারণ, সমস্ত আশ্রয়ে বর্তমান বহুত্বকে ব্যতীতশ্রয়গ্রহণদ্বারা অর্থাৎ এক-একটি আশ্রয়ের জ্ঞানদ্বারা জানা যায় না । সেইরূপ সমস্ত অবয়বে বর্তমান অবয়বীও ব্যতীতশ্রয়গ্রহণদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না । কারণ, সমস্ত অবয়বের জ্ঞান অসম্ভব, অতএব অবয়বীর জ্ঞানও কখনই হইবে না ।

আর যদি বল, সমস্ত অবয়বে এক-একটি অবয়বদ্বারা অবয়বী বর্তমান থাকে, তাহা হইলেও আরম্ভক অবয়ব ব্যতিরিক্ত অবয়বীর অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হইবে, যে অতিরিক্ত অবয়বসমূহদ্বারা আরম্ভক অবয়বসমূহে অবয়ববশঃ অবয়বী বর্তমান থাকিবে । (কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়) কোণাবয়ব ভিন্ন অবয়বদ্বারা অসি কোশে ব্যাপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্তমান থাকে ।

আর একরূপ হইলে অর্থাৎ আরম্ভক-অবয়বভিন্ন-অবয়বদ্বারা অবয়বী-আরম্ভক অবয়বে থাকে, ইহা বলিলে, অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে । (অর্থাৎ কল্পিত অনন্ত অবয়বদ্বারা বাবধান হয় বলিয়া প্রকৃত অবয়বী বহুদূরে যাইয়া পড়ে, অতএব তোমরা যে বল “কাপড় তন্তুতে থাকে” ইহা আর হইতে পারিল না) ।

আর যদি বল প্রতি অবয়বে অবয়বী বর্তমান থাকে, তাহা হইলে এক অবয়বে কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া হইলে অগ্ন অবয়বে ক্রিয়া হইবে না । কারণ, দেবদত্ত ক্রমে অর্থাৎ মথুরা সন্নিকট নগরে থাকিয়া সেই দিনই পাটলীপুত্রে অর্থাৎ পাটনাতে থাকিতে পারে না ।

আর যদি বল, যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই বহুত্বকে থাকে, তাহা হইলে অবয়বী বহু হইয়া পড়ে । যেমন ক্রম এবং পাটলিপুত্র নিবাসী দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত দুইজনই, একজন নহে ।

যদি বল গোষ্ঠজ্ঞাতি যেমন প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ এক হইয়াও প্রতিগোব্যক্তিতে থাকে, সেইরূপ অবয়বী এক হইয়াও প্রত্যেক অবয়বে থাকে, অতএব দোষ হইল না । তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সেরূপ প্রতীতি হয় না । যদি গোষ্ঠাদির মত অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে পরিসমাপ্ত হইত, অর্থাৎ

(ভেদভেদের বাবহারিকত্ব ও অবিভীতির তাৎপর্য ।)

[যুক্তঃ শঙ্কাস্তরাক্ষ ১৮]

ভাবানুবাহ ।

ধাকিত—যেমন গোস্ব প্রতিবাক্তিতে প্রত্যক্ষরূপে গৃহীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গোব্যাক্তিতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অবয়বীও প্রতি অবয়বে প্রত্যক্ষ দেখা যাইত, কিন্তু এইরূপ ত নিয়মিতভাবে দেখা যায় না । অর্থাৎ সমস্তবস্তুখানি এক-একটি স্থানে থাকে—এরূপ প্রতীতি হয় না । অবয়বীর প্রত্যেক পরিসমাপ্তি হইলে অর্থাৎ অবয়বী যদি প্রত্যেক অবয়বে থাকিত, তাহা হইলে কার্যের সহিত অবয়বীর অধিকারবশতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকায় এবং সেই অবয়বী এক হওয়ায় শৃঙ্খলের দ্বারা স্তনকার্য্য করিত এবং বন্ধঃদ্বারা পৃষ্ঠকার্য্য করিত । অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বে যদি এক অবয়বী থাকে, তাহা হইলে গোব্যাক্তিরূপ এক অবয়বী শৃঙ্খল আছে এবং স্তনেও আছে, অতএব শৃঙ্খলার স্তনের কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে । অথচ এরূপ ত দেখা যায় না ।

ভাবতী ।

“অতিশয়বস্তুং প্রাগবস্থায়া” ইতি । অতিশয়ো হি ধর্ম্মো, ন অসতি অতিশয়বতি কার্য্যে ভবিতুম্ অর্হতি ইতি । নহু ন কার্য্যাস্ত্র অতিশয়ো নিয়মহেতুঃ, অপি তু কারণস্ত্র শক্তিভেদঃ, স চ অসতি অপি কার্য্যে কারণস্ত্র সত্ত্বাং সন্ এব, ইত্যত আহ—“শক্তিচ্চ” ইতি । ন অস্ত্রা কার্য্যাকারণাভ্যাম্, নাপি অসতী কার্য্যাস্ত্রনা ইতি যোজনা । “অপি চ কার্য্যাকারণয়োঃ” ইতি । যত্বপি “ভাবাক্ষ উপলক্ষেঃ” ইত্যত্র অয়ম্ অর্থ উক্তঃ, তথাপি সমবায়দৃষণায় পুনঃ অবতারণিতঃ । “অনভ্যুপগম্যামানে চ” সমবায়স্ত্র সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধে বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, অবয়বাবয়-বিভ্রবাগুণাদীনাং মিথঃ । ন হি অসম্বন্ধঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়ঃ সমবায়িনৌ সম্বন্ধয়েৎ ইতি । শঙ্কতে—“অথ সমবায়ঃ স্বয়ম্” ইতি । যথা হি সম্বয়োগাৎ ভ্রাবাগুণকর্ম্মাণি সন্তি, সম্বয় তু স্বভাবতঃ এব সৎ, ইতি ন সম্বাস্ত্রয়োগম্ অপেক্ষতে, তথা সমবায়ঃ সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধুং ন সম্বন্ধাস্ত্র-যোগম্ অপেক্ষতে, স্বয়ং সম্বন্ধরূপস্বাং ইতি । তদেতৎ সিদ্ধান্তাস্ত্রবিরোধাপাদনেন নিরাকরোতি “সংযোগোহপি তর্হি” ইতি । ন চ সংযোগস্ত্র কার্য্যস্বাং কার্য্যাস্ত্র চ সমবায়-কারণাধীনজন্মস্বাং অসমবয়াৎ চ তদনুপপত্তেঃ সমবায়কল্পনা সংযোগে ইতি বাচ্যম্, অজসংযোগে তদভাবপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ সম্বন্ধাধীননিরূপণঃ সমবায়ঃ যথা সম্বন্ধিভ্রয়ভেদে ন ভিচ্ছতে, তন্নাশে চ ন নশ্চতি, অপি তু নিত্যঃ একঃ এব, এবং সংযোগোহপি ভবেৎ, ততঃ কো দোষঃ ? । অথ এতৎ প্রসঙ্গভিরা সংযোগবৎ সমবায়োহপি প্রতিসম্বন্ধিমিথুনং ভিচ্ছতে চ অনিত্যচ্চ ইতি অভ্যুপেয়তে, তথা সতি যথা একস্মাৎ নিমিস্তকারণাদেব জায়তে, এবং সংযোগোহপি নিমিস্ত-কারণদেব জনিষ্ঠতে ইতি সমানম্ । “তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ” ইতি । সম্বন্ধাবগমো হি সম্বন্ধ কল্পনানীজং, ন তাদাত্ম্যাবগমঃ । তস্ত্র নানাতৈৎকাক্রয়সম্বন্ধবিরোধাৎ ইতি । বৃত্তিবিকল্পেন অবয়বাতিক্রমম্ অবয়বিনং দৃশ্যতি “কথং চ কার্য্যম্” ইতি । “সমস্ত” ইতি । মধ্যপরভাগয়োঃ অর্বাণ্ডাববাবহিতস্বাং । অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী অপি কতিপর্য্যাবয়বস্থানো গ্রহীণ্ডতে ইত্যত আহ—“ন হি বহুত্বম্” ইতি । “অথ অবয়বশঃ” ইতি । বহুত্বসংখ্যা হি স্বরূপেণৈব ব্যাসজ্য সংখ্যোয়েষু বর্ত্ততে ইতি একতমসংখ্যোগ্রহণেহপি ন গৃহ্যতে, সমস্তব্যাসঙ্গিৎস্বাং তদ্রূপস্ত্র । অবয়বী তু ন স্বরূপেণ অবয়বান্ ব্যাপ্নোতি, অপি তু অবয়বশঃ । তেন যথা সূত্রম্ অবয়বৈঃ কুশ্মানি ব্যাপ্নুবৎ ন সমস্তকুশ্মগ্রহণম্ অপেক্ষতে, কতিপর্য্যকুশ্মস্থানস্থাপি তস্ত্র উপলক্ষেঃ, এবম্ অবয়বী অপি ইতি ভাবঃ । নিরাকরোতি—“তদাপি” ইতি । শঙ্কতে—“গোষাদিবৎ” ইতি । নিরাকরোতি “ন” ইতি । যত্বপি গোষস্ত্র সামান্যস্ত্র বিশেষা অনির্ব্বাচ্যা ন পরমার্থসম্বতঃ তথা চ ক অস্ত্র প্রত্যেকপরিসমাপ্তিরিতি, তথাপি অভ্যুপেত্য ইদম্ উদিতম্, ইতি মন্তব্যম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

‘ন অস্ত্রা অসতী’ ইতি ভায়ে অসতি ইতি ছেদঃ । কার্য্যরূপেণ চ সম্বয় শঙ্কতে: আপাত্ততে তথা সতি হি কার্য্যস্ত্র অসঙ্গ-প্রতিক্ষেপঃ সিদ্ধতি ইতি অথানঃ আহ—নাপি অসতীতি । ভাবাক্ষ ইতি দ্বিতীয়পার্থব্যাত্ম্যং কারণাত্তিরেকং কার্য্যানুপলভ্য উক্তস্বাৎ পুনঃকৃত্ব লিপিকা আহ—বস্তুপি ইতি । স্বপরিমর্ষীকৃত্বাৎ সমবায়ঃ সম্বন্ধাস্ত্রানপেক্ষতেৎ সংযোগোহপি নাপেক্ষতে ইতি প্রতিবন্ধী,

(ভেদান্তের ব্যাবহারিক ও অধিতীয়ে তাৎপৰ্য্য ।)

[মুক্তে: শঙ্কাস্তরাচ্চ । ১৮]

বেদান্তকল্পতরু ।

সংযোগস্ত কার্যব্রহ্মণিগ্ধাৎ অমুক্তা ইতি আশঙ্ক্য নিত্যো আত্মাকাশসংযোগে তত্ত্ব অসিদ্ধিঃ আহ—অজ্ঞেতি । অজ্ঞসংযোগঃ অনিচ্ছন্তঃ প্রতি সৰ্ব্বত্র অসিদ্ধিঃ আহ—অপিতেতি । অজ্ঞ সংযোগনিত্যাত্মাবার সমবায়োহপি অনিত্যঃ, তথাপি ন অনবস্থা, সমবায়স্ত সমবায়িকারণানুভূতগমেন নিমিত্তকারণমাত্রাৎ তচ্চৎপত্তে: সমবায়ান্তরাগ্রসঙ্গাদিতি আশঙ্ক্য আহ—তথা সতি ইতি । ততঃ সংযোগস্ত সমবায়িকারণমিচ্ছতা সমবায়স্তাপি তৎ এষ্টবাস্ত্ব ইতি অনবস্থা তদবস্থেব ইত্যর্থঃ । নানাত্বেন সহ এক আশ্রয়ে বস্ত স সম্বন্ধঃ তথোক্তঃ ।

ভাস্তরী অমুবাদ ।

“অতিশয়বস্তাৎ প্রাগবস্থান্যায়ঃ” এই ভাগ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যেহেতু অতিশয় শব্দের অর্থ ধর্ম, তাহা অতিশয়বিশিষ্ট কার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্ম না থাকিলে থাকিতে পারে না । যদি বল, অতিশয়, কার্য্যের নিয়মের কারণ নহে, কিন্তু কারণের শক্তিবিশেষ এবং তাহা কাহা না থাকিলেও কারণ থাকায় সংই অর্থাৎ আছেই । এই জ্ঞ “শক্তিঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । “নান্যায়” ইহার অর্থ—কার্য্য ও কারণ হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে এবং “অসত্তী” ইহার অর্থ—কার্য্যাত্মনা অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপে অবিচ্ছিন্নানও নহে । এইরূপেই ভাষ্য-যোজনা করিতে হইবে । অপিচ “কার্য্যাকারণয়োঃ” এই ভাগ্যগ্রন্থস্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও ভাবাচ্চ উপলব্ধিঃ এই সূত্রব্যাখ্যায়স্থলে এই অর্থই বলা হইয়াছে, তথাপি সমবায় নিরাসেব জ্ঞ পুনর্বার অবতারণা করিয়াছেন । আর সমবায়িষয়ের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে গবয়ব-অবয়বী দ্রব্যগুণপ্রভৃতির পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে । কারণ, সমবায় সমবায়িষয়ের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া সমবায়িষয়কে মিলিত করিতে পারে না । অথ সমবায়ঃ স্বয়ং এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন । যেমন সত্ত্বের সহিত যোগ থাকায় দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সং হইয়াছে, কিন্তু সত্ত্ব স্বাভাবিকই সং বলিয়া অজ্ঞসত্ত্বের সহিত যোগকে অপেক্ষা করে না, সেইরূপ সমবায় সমবায়িষয়ের মিলিত হইবার জ্ঞ অজ্ঞসত্ত্বের যোগকে অপেক্ষা করে না ; কারণ, সে নিজেই সম্বন্ধস্বরূপ । অজ্ঞ সিদ্ধান্তের সহিত বিবোধ হইয়া পড়ে—এইরূপ আপাদনের দ্বারা সংযোগোহপি তর্হি এই গ্রন্থে এই যুক্তির নিরাস করিতেছেন । আর ইহাও বলিতে পারেন না যে, সংযোগপদার্থ কার্য্য বলিয়া এবং কার্য্যপদার্থ সমবায়িকারণবশতঃ জন্মে বলিয়া আর সমবায় ব্যতীত তাহার জন্ম হইতে পারে না বলিয়া সংযোগে সমবায় কল্পনা করিতে হয় । কারণ, অজ্ঞসংযোগে অর্থাৎ যে সংযোগ জন্মে না, অর্থাৎ যাহা নিত্য-সংযোগ যেমন আত্মা আকাশ প্রভৃতি বিভূ অর্থাৎ অতিবৃহৎবস্তুদ্বয়ের সংযোগে, তাহার অর্থাৎ সমবায়ের অভাব হইয়া পড়ে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আকাশ প্রভৃতি বিভূদ্বয়ের সংযোগকে অজ্ঞসংযোগ বা নিত্যসংযোগ বলে, বিভূদ্বয়ের ক্রিয়া নাই বলিয়া অজ্ঞসংযোগ জন্মে না, সুতরাং তাহার জ্ঞ সমবায় স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি ? আরও সম্বন্ধাধীন নিরূপণ অর্থাৎ সম্বন্ধিবশতঃ যাহার নিরূপণ হয়, সেই সমবায় যেমন সম্বন্ধিষয়ের ভেদ হইলেও ভিন্ন হয় না, এবং তাহার অর্থাৎ সম্বন্ধিষয়েব নাশ হইলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু নিত্য এবং একই থাকে, সংযোগও এইরূপ হইবে—তাহাতে দোষ কি ? আর এই আপত্তিব ভয়ে যদি স্বীকার করেন যে, সংযোগের মত সমবায়ও প্রত্যেক সম্বন্ধিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এবং অনিত্য, তাহা হইলে (সমবায়) যেমন এক নিমিত্তকারণ হইতেই জন্মে, এইরূপ সংযোগও নিমিত্তকারণ হইতেই জন্মিবে ; ইহা উভয়েরই সমান । “তাদান্যপ্রতীতেশ্চ” ; এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানই সম্বন্ধকল্পনার কারণ হয়, তাদান্য অর্থাৎ অভেদজ্ঞান কারণ নহে ; যেহেতু তাহা নানাত্বেকাশ্রয়সম্বন্ধের বিরুদ্ধ, অর্থাৎ অনেকত্বের আশ্রয়েই সম্বন্ধ থাকে, যেমন খট পট উভয়ে এক পদার্থ নহে, সুতরাং অনেক, অতএব তাহাতে অনেকত্ব আছে এবং সংযোগসম্বন্ধও আছে, কিন্তু যেখানে অনেকত্ব নাই কেবল একত্ব আছে, সেখানে সংযোগসম্বন্ধ নাই । অভেদপ্রতীতিস্থলে অনেকত্ব না থাকায় সম্বন্ধও থাকিবে না, অতএব তাদান্য বস্ত সম্বন্ধ পদার্থের বিরুদ্ধ । বৃত্তিবিকল্পদ্বারা অর্থাৎ অবয়বব্রহ্মে অবয়বব্রহ্মের বর্তমানতার বিবিধকল্পনা অর্থাৎ অবয়ব কোন্ কোন্ স্থলে থাকে ? এই বিষয়ে বিবিধকোটি করিয়া তাহার দ্বারা বাহারা অবয়বাতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করেন, কথং চ কার্য্যম্ এই গ্রন্থদ্বারা তাঁহাদের মতে দোষ দিতেছেন । সমস্তাবয়ব এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু দ্রব্যের মধ্যভাগ ও পরভাগ নিম্নভাগের দ্বারা ব্যবহৃত হয় ।

আর যদি বল, অবয়বী সমস্ত অবয়বে ব্যাসঙ্গী অর্থাৎ ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকিলেও কতিপয় অবয়বে থাকে বলিয়া গৃহীত, অর্থাৎ জ্ঞাত হইবে, এইজ্ঞানম্ হি বহুত্বং ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । (যে বস্ত কেবল একটি পদার্থে থাকে না, কিন্তু অনেক পদার্থে থাকে, যেমন দ্বিঃ প্রভৃতি সংখ্যা, তাহাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি পদার্থ বলে ।) অথ অবয়ববশঃ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, বহুত্ব সংখ্যা স্বরূপতঃই ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া সংখ্যে

(তৎকালেই বাবহারিকত্ব ও অবিভীতির তাৎপর্য্য ।)

[যুক্ত্যে: শঙ্কাস্তরাক্ষ ১৮]

ভাস্তরী অম্বাদ ।

অর্থাৎ যাহাতে সংখ্যা থাকে তাহাতে থাকে, অতএব সকল সংখ্যায় গদার্থের মধ্যে একটীর জ্ঞান না হইলেও জ্ঞান যায় না; কারণ, বহুত্বসংখ্যা সমস্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অবয়বী স্বরূপতঃ অবয়ব সকলে ব্যাপ্ত হয় না, কিং এক একটি অবয়বদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। অতএব যেমন সূত্র অবয়ব সকল দ্বারা কুন্মম সকলে ব্যাপ্ত হয়, অথচ সমস্ত কুন্মম জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। কারণ, সেই সূত্রটি কতিপয় কুন্মমে থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয়, এইরূপ অবয়বীও। তদাপি এই গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। গোত্বাদিবৎ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্ক্য করিতেছেন। ন এই গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। যদিও গোত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের বিশেষ অর্থাৎ গোব্যক্তি সকল অনির্লচনীয়, বাস্তবিক সত্য নহে, তাহা হইলে আর ইহার অর্থাৎ গোত্বের প্রত্যেকে পরিসমাপ্তি হইল কোথায়? তথাপি গোব্যক্তির বাস্তবিক সত্যতা স্বীকার করিয়াই ইহা বলিয়াছেন—জানিবে।

শাক্তরসায়ন ।

প্রাপ্তপত্তেশ্চ কার্য্যস্য অসম্ভে উৎপত্তিঃ অকর্তৃকা নিরাশ্রিকা চ স্যাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া, সা সকর্তৃকা এব ভবিষ্যু অর্হতি, গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্তৃকা চ ইতি বিপ্রতিষিধ্যোত। ঘটন্ত চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানা ন ঘটকর্তৃকা, কিং তহি? অগ্ন্যকর্তৃকা ইতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনাম্ অপি উৎপত্তিঃ উচ্যমানা অগ্ন্যকর্তৃকা এব কল্প্যোত। তথাচ সতি ঘট উৎপত্ততে ইতি উক্তে কুলালাদীনি কারণাণি উৎপত্তস্তে ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিঃ ইত্যুক্তে কুলালাদীনাম্ অপি উৎপত্তমানতা প্রতীয়তে। উৎপন্নতা প্রতীতেশ্চ। অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধঃ এব উৎপত্তিঃ আত্মলাভশ্চ কার্য্যস্য ইতি চেৎ? কথম্ অলঙ্কার্য্যকং সম্বধ্যোত ইতি বক্তব্যম্। সতোহি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোঃ অসতো বী। অভাবস্ত চ নিরূপাখ্যাত্যৎ প্রাপ্তপত্তেঃ ইতি মর্য্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্; সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা ন অভাবস্ত। ন হি বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ববর্মণঃ অভিমেকাৎ ইত্যেবংজাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি, ভবিষ্যতি, ইতি বা বিশিষ্যতে। যদি চ বক্ষ্যাপুত্রোহপি কারকব্যাপারাৎ উর্দ্ধম্ অবশিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎসত, কার্য্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাৎ উর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ং তু পশ্যামো, বক্ষ্যাপুত্রস্য কার্য্য্যভাবস্ত চ অভাবদ্বাবিশেষাৎ যথা বক্ষ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাৎ উর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাৎ উর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি ইতি।

ভাষ্যানুবাদ ।

আর উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য না থাকিলে উৎপত্তি কর্তৃবিহীন হয়, অতএব স্বরূপবিহীন হইয়া পড়ে, এবং উৎপত্তি শব্দের অর্থ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া কর্তৃবৃত্তই হওয়া উচিত, যেমন গমনাদি ক্রিয়া; ক্রিয়াও হইবে অথচ তাহার কর্তা থাকিবে না—ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ, অর্থাৎ এরূপ বাক্য বিরুদ্ধ। আর ঘটের উৎপত্তি হইতেছে বলিতেছ, অথচ ঘট তাহার কর্তা নহে বলিতেছ, তবে কি—অগ্ন্য ব্যক্তি তাহার কর্তা—ইহা কল্পিত হইবে। সেইরূপ কপালাদিরও উৎপত্তি বলিলে তাহা অগ্ন্যকর্তৃক বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘট উৎপন্ন হইতেছে—ইহা বলিলে কুলাল (কুস্তকার) প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে বলিতে হয়; এবং লোকে ‘ঘটের উৎপত্তি’ একথা বলিলে কুলালাদিও উৎপন্ন হইতেছে, ইহা প্রতীতি হয় না; কিন্তু ঘট হইবার পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে।

আব যদি বল, স্বকাবণসমবায় অর্থাৎ নিজের কারণে কাধোর যে সমবায় তাহা, অথবা স্বসত্তাসমবায় অর্থাৎ অবিভক্তমান কাধো সত্তার যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহাই কাধোর উৎপত্তি এবং আত্মলাভ অর্থাৎ স্বরূপপ্রাপ্তি। তাহা হইলে যাহা অলঙ্কার্য্যক, অর্থাৎ যাহা নিজের স্বরূপকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহা কি করিয়া সম্বন্ধযুক্ত হইবে—ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। কারণ বর্তমানবস্তুত্বের সঙ্গন্ধ সম্ভব হয়, কিন্তু যেমন দুইটি অসং

(ভেদান্তের বাবহারিক ও অধিকারের ভাষিক)

[যুক্তঃ শঙ্কাস্তরাক্ষ ১৮]

ভাষ্যমুবাদ ।

বস্তুর সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ একটি সং অর্থাৎ বর্তমান আর একটি অসং অর্থাৎ অবর্তমান এরূপ বস্তুদ্বয়ের, সম্বন্ধ সম্ভব নহে । আর অভাব পদার্থ নিরূপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ বলিয়া, “উৎপত্তির পূর্বে” এইরূপ মর্যাদা অর্থাৎ সীমা করা উচিত হয় না । কারণ, লোকে গৃহক্ষেত্রপ্রভৃতি সং অর্থাৎ বিত্তমান বস্তুরই মর্যাদা দেখিতে পাওয়া যায় । অভাবের নহে । কারণ, পূর্ণবর্মার অভ্যেকের পূর্বে বন্ধাপুত্র রাজা ছিল, এইরূপ সীমাকরণের দ্বারা তুচ্ছ বন্ধাপুত্র রাজা ছিল—হইতেছে বা হইবে, এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হয় না । আর যদি বন্ধাপুত্রও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ইহাও উপপন্ন হইত যে, কাণ্ডাভাবও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে । কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বন্ধাপুত্র এবং কাণ্ডাভাব উভয়ই অভাব বলিয়া কোন বিশেষণ না থাকায় বন্ধাপুত্র যেমন কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে না, এইরূপ কাণ্ডাভাবও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে না ।

ভাষ্যম্ ।

অকর্তৃকা যতঃ অতঃ নিরাশ্মিকা স্তাৎ, কারণাভাবে হি কার্যম্ অনুৎপন্নং কিং নাম ভবেৎ ? অতো নিরাশ্মিকত্বম্ ইত্যর্থঃ । যদি উচ্যেত, ঘট শব্দঃ তদবয়বেষু ব্যাপারাবিষ্টতয়া পূর্বাণপরিভাবম্ আপন্যেযু ঘটোপজ্জনাভিমুখেষু তাদর্থানিমিত্তাৎ উপচারাৎ প্রযুক্ত্যেত, তেবাং চ সিদ্ধত্বেন কর্তৃত্বম্ অস্তি, ইতি উপপত্তিতে ঘটো ভবতি ইতি প্রয়োগ, ইত্যত আহ—“ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানেনিতি” । উৎপাদনা হি সিদ্ধানাং কপালকুলাদীনাং ব্যাপারঃ, ন উৎপত্তিঃ । ন চ উৎপাদনৈব উৎপত্তিঃ, প্রাযোজ্যপ্রয়োজকব্যাপারয়োঃ ভেদাৎ, অতঃ বা ঘটম্ উৎপাদয়তি ইতিনং ঘটম্ উপপত্তিতে ইতাপি প্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ কেরোতিকারয়তোরিব ঘটগোচরয়োঃ ভূতাস্বামিসমবর্তয়োঃ উৎপত্তাৎপাদনয়োঃ অধিষ্ঠানভেদঃ অভ্যাপেতবাঃ । তত্র কপালকুলাদীনাং সিদ্ধানাম্ উৎপাদনাধিষ্ঠানানাম্ ন উৎপত্তাধিষ্ঠানত্বম্ অস্তি ইতি পারিশেষ্যাৎ ঘট এব সাধ্য উৎপত্তেঃ অধিষ্ঠানম্ এষিতবাঃ । ন চ অসৌ অসন্ অধিষ্ঠানং ভবিতুম্ অর্হতি ইতি সম্বন্ধ অস্ত্য অভ্যাপেয়ম্ । এবঞ্চ ঘটো ভবতি ইতি ঘটব্যাপারস্য ধাতুপাস্তত্বাৎ তত্র অস্ত্য কর্তৃত্বম্ উপপত্তিতে, ততুলানাম্ ইব সতাং বিক্লিষ্টৌ বিক্লিষ্টস্তি ততুলানি ইতি । শব্দতে “অথ স্বকারণসমাসম্বন্ধ এব উৎপত্তিরিতি ।

এতদুক্তং ভবতি—ন উৎপত্তিনাম্ কশ্চিৎ ব্যাপারঃ, যেন অসিদ্ধস্য কথমত্র কর্তৃত্বম্ ইতি অনুযুক্ত্যেত, কিন্তু স্বকারণসমবায়ঃ স্বসমাসমবায়ো বা । স চ অসতোহপি অবিকল্প ইতি । সোহপি অসতঃ অনুপপন্ন ইত্যাহ—“কথং অলঙ্কারকম্ ইতি” অপি চ প্রাপ্তংপত্তেঃ অসং কার্যস্য ইতি কার্য্যভাবস্য ভাবেন মর্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্ ইত্যাহ—“অভাবস্য চ” ইতি । স্যাদেতৎ, অত্যন্তাভাবস্য বন্ধ্যাসুতস্য মা ভূৎ মর্যাদা, অনুপাত্যো হি সং, ঘটপ্রাগভাবস্য তু ভবিষ্যতা ঘটেন উপাত্যোয়স্য অস্তি মর্যাদা ইত্যত আহ—“যদি বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপাদিতি” । উক্তম্ এতৎ অধস্তাৎ যথা ন জাতু ঘটঃ পটো ভবতি এবং অসদপি সং ন ভবতি ইতি । তস্মাৎ মৃৎপিণ্ডে ঘটস্য অসৎ অত্যন্তাসম্বমেব ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

উৎপত্তিকর্তৃঃ কাণ্ডান্ত প্রাপ্তংপত্তে ন সম্বন্ধম্ ইতি উক্তং তত্র উৎপত্তেঃ ন কাণ্ডঃ কর্তৃ, কিন্তু কারণম্ ইতি শব্দতে যদি—উচ্যেত ইতি । যদপি উৎপত্তিতে ঘট ইতি কাণ্ডান্ত কর্তৃঃ ভাতি তথাপি গোণা গুণা কারণস্ত । তত্র চ সিদ্ধে কপালেযু জ্ঞাত্যে ইতি পূর্বাণর-কপালবাস্তবপ্রয়োগাবশুপত্তিঃ কাণ্ডোৎপাদনায়্য ব্যাসক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ । কপালকর্তৃকা ঘটবিষয়োৎপাদনা ন উৎপত্তিঃ, সা তু ঘটকর্তৃকা ইতি পরিহরতি—উৎপাদনা হি ইত্যাদিনা । যদি উৎপত্তিঃ উৎপাদনৈব তর্হি উৎপাদনায়্যমিষ উৎপত্তাবপি সম্বন্ধকত্বাৎ ঘটস্ত কর্তৃত্বং বাপদিত্তং ন চ এবং অস্তি ইত্যর্থঃ । ভূত্যা হি ঘটং কেরোতি স্বামী কারয়তি তত্র যথা কেরোতিকারণতোয়াঃ আশ্রয়ভেদঃ, এবম্ তত্রাপি ইত্যর্থঃ । ধাতুপাতব্যাপারঃ কর্তৃ ইতি কর্তৃলক্ষণযোগাচ্চ ঘট এব উৎপত্তিকর্তৃকা ইত্যাহ একেতি । স্বকারণে কাণ্ডান্ত সমবায়ঃ জ্ঞান স্বমিন্ অসতি কার্যো সম্বা সমবায়ো বা ইত্যর্থঃ ।

ভাষ্যম্ ।

অকর্তৃকা এই গ্রন্থের তাৎপৰ্য্য এই যে, যেহেতু উৎপত্তি অকর্তৃক। অর্থাৎ উৎপত্তির কর্তা নাই, অতএব তাহা নিরাশ্মিকা অর্থাৎ স্বরূপবিশীন হইয়া পড়িবে । কারণ, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন না হইয়া বিরূপ হইবে ? অতএব তাহা স্বরূপবিশীন । যদি বল, ঘটের যে সকল অবয়ব ব্যাপারাবিষ্ট অর্থাৎ কুন্তকারের চেষ্টায়

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপিক্য ।)

[যুক্তঃ শব্দান্তরাল ১৮]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

হইয়া পূর্বাগরীভাব অর্থাৎ কতিপয় অবয়ব উদ্ধে, আর কতিপয় অবয়ব নিম্নে, এইরূপে পূর্বাগরীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঘট উৎপত্তির অভিমুখ অর্থাৎ অভিনিকটবর্তী হইয়াছে, সেই সকল অবয়বে তাদর্থ্যানিষিত্তাৎ অর্থাৎ ঘটরূপ বস্তুর কারণ বলিয়া 'ঘট' এই শব্দটি উপচার অর্থাৎ আরোপবশতঃ প্রয়োগ হয় ; অর্থাৎ ঘটশব্দটি উপচারবশতঃ তাহার কারণ কপালে প্রযুক্ত হয় । তাহারা অর্থাৎ অবয়বসকল প্রসিদ্ধ বস্তু বলিয়া তাহাদের কর্তৃত্ব আছে, অতএব 'ঘট হইতেছে' এইরূপ প্রয়োগ উপপন্ন হয়, এইজন্ত ঘটন্তু চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানা এই গ্রন্থ বলিতেছেন । প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বে হইতে বর্তমান কপাল ও কুলাল প্রভৃতির ব্যাপারের নাম উৎপাদনা, উৎপত্তি—উৎপাদনা নহে । আর উৎপাদনাই উৎপত্তি নহে, কারণ, প্রযোজ্য (ঘটের) ব্যাপার এবং প্রযোজক (কুলালের) ব্যাপার বিভিন্ন । কারণ, যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ঘটকে উৎপাদন করিতেছে, এই প্রযোগের মত ঘটকে উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ প্রয়োগও হইত । অতএব যেমন দট প্রস্তুতকরণ-রূপ বিষয়টি ভূতো থাকে এবং প্রস্তুত-করণ-রূপ বিষয়টি তাহাব প্রভূত থাকে, সেইরূপ উৎপত্তি ও উৎপাদনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তন্মধ্যে সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বে হইতে বর্তমান এবং উৎপাদনার আশ্রয় কপাল ও কুলাল প্রভৃতি উৎপত্তির আশ্রয় নহে অর্থাৎ তাহাতে উৎপত্তি থাকে না । অবশিষ্ট থাকিল ঘট, সেইজন্ত সাধ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য ঘটটি উৎপত্তির অধিষ্ঠান-স্বীকার করিতে হইবে । আর সেই ঘট অসন্ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন হইয়া অধিষ্ঠান হইতে পারে না, এইজন্ত ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ হইলে ঘট উৎপন্ন হইতেছে—এই ঘটের ব্যাপারটি ধাতুপাত্ত অর্থাৎ ধাতুদ্বারা বৃষাইল বলিয়া সেই ঘট উৎপত্তির কর্তৃত্ব থাক সম্ভব হইল, যেমন বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব সকলের বিক্রিতি অর্থাৎ পাক হইতে থাকিলে তত্ত্বসকল পাক হইতেছে—এইরূপ প্রয়োগ হয় । অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এব উৎপত্তিঃ এই গ্রন্থদ্বারা শব্দ করিতেছেন । ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াকে উৎপত্তি বলে না, যাহাতে অসিদ্ধ বস্তুর কি করিয়া কর্তৃত্ব হয়, এই আপত্তি করিবে ? কিন্তু স্বকাবগনমবায় অর্থাৎ নিজের কারণে কার্যের সমবায় অথবা স্বসত্তাসমবায় নিজে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নকার্যো সম্ভাব সমবায়ই উৎপত্তি, আর তাহা কার্য বিচ্ছিন্ন না থাকিলেও বিরুদ্ধ হয় না ।

কথম্ অলক্কাত্মকম্ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, অবিচ্ছিন্ন বস্তুর তাহাও সম্ভব হয় না । আরও উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকে না, এইরূপ ভাবপদার্থদ্বারা কার্যভাবের সীমা করা উচিত নহে, অভাবন্তু চ এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন । যদি বল অতাস্তাবস্বরূপ বন্ধ্যাপুত্রের মর্যাদা অর্থাৎ সীমা না থাক, কারণ, সে অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র তুচ্ছ, কিন্তু ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে উৎপন্ন হইবে যে ঘট, তাহার দ্বারা উপাখ্যেয় অর্থাৎ "ইহা এইরূপ" এইরূপ নিরূপণযোগ্য প্রাগভাবের মর্যাদা আছে, এইজন্ত যদি বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারঃ এই গ্রন্থ বলিতেছেন । ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যেমন ঘট কখনও পট হয় না, সেইরূপ অসৎও কখন সৎ হয় না । অতএব যুৎপিও যদি ঘট না থাকে, তাহা হইলে তাহা কোন কালেই হইবে না ।

শান্তরভাস্তম্ ।

নমু এবং সতি কারকব্যাপারঃ অনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্সিদ্ধত্বাৎ কারণস্বরূপ-সিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়েত এবং প্রাক্সিদ্ধত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্ কার্য্যন্তু স্বরূপসিদ্ধয়েহপি ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়েত, ব্যাপ্রিয়েত চ । অতঃ কারকব্যাপারার্থবস্ত্রায় মন্ত্যামহে প্রাপ্তে-পত্তেঃ অভাবঃ কার্য্যন্তু ইতি ? নৈষ দোষঃ । যতঃ কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপিয়তঃ কারকব্যাপারন্তু অর্থবস্তুম্ উপপত্ততে । কার্য্যাকারোহপি কারণন্তু আত্মভূত এব অনাত্ম-ভূতন্তু অনারভ্যত্বাৎ ইতি অভাগি । ম চ বিশেষদর্শনমাত্রেন বস্তুগুহ্যং ভবতি, ন হি দেবদন্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোহপি বস্তুগুহ্যং গচ্ছতি, স এব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথা প্রতিদিনম্ অনেকসংস্থানানাম্ অপি পিতৃদীনান্ ন বস্তুগুহ্যং ভবতি মম পিতা মম ভ্রাতা মম পুত্র ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । জন্মোচ্ছেদানন্তরিত্বাৎ তত্র যুক্তং নাগ্নত্ব ইতি চেৎ ? ন, কীরাদীনামপি দধ্যাত্তাকারসংস্থানন্তু প্রত্যক্ষত্বাৎ । অদৃশ্যমান-নামপি বটধানাদীনাম্ সমানজাতীয়াবয়বাস্তুরোপচিতানাম্ আকারাদিভাবেন দর্শন-

(ভেদান্তদেবের ব্যবহারিকত্ব ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য ।)

[যুক্তঃ শঙ্কাস্তরায় ১১৮]

শাক্তভাষ্যম্ ।

গোচরভাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা । তেষামেব অবয়বানাম্ অপচয়বশাৎ অদর্শনাপত্তৌ উচ্ছেদ-
সংজ্ঞা । তত্র ঈদৃগ্জন্মোচ্ছেদান্তরিতহাৎ চেৎ অসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চ অসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা
সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ । তথা চ বাল্যযৌবনস্থাবিরেষু অপি ভেদ-
প্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ । এতেন কণভজবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ । যন্ত পুনঃ
প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যঃ তন্ত নিবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্ত্যৎ । অভাবন্ত বিষয়ত্বানু-
পপত্তেঃ আকাশননপ্রযোজনখড়গাণ্ডনেকামুদপ্রযুক্তিবৎ । সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারক-
ব্যাপারঃ স্ত্যাদিতি চেৎ ? ন, অণুবিষয়েণ কারকব্যাপারেণ অণুনিষ্পত্তেঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ ।
সমবায়িকারণত্বৈব আত্মাভিগমঃ কার্য্যম্ ইতি চেৎ ? ন, সংকার্য্যভাপত্তেঃ, তস্মাৎ
ক্লীয়াদীনি এব জব্যগি দধ্যাদিভাবেন অবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাত্ম্যং লভন্তে ইতি ন কারণাৎ
অণুৎ কার্য্যং বর্ষশতোনাপি শক্যং নিশ্চেষ্টম্ । তথা মূল কারণমেব অন্ত্যৎ কার্য্যৎ তেন
তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারান্বেষদং প্রতিপত্ততে । এবং যুক্তেঃ কার্য্যন্ত প্রাপ্ত-
পত্তেঃ সত্ত্বম্ অনন্ত্যৎ চ কারণাৎ অবগম্যতে ।

ভাষ্যমুবাদ ।

যদি বল, এরূপ হইলে কারকব্যাপার অর্থাৎ কৰ্ত্তা প্রভৃতির চেষ্টা বুঝা হইয়া পড়ে । কারণ, যেমন
পূৰ্ণ হইতেই রহিয়াছে বলিয়া কাবণস্বরূপের উৎপত্তির জন্ম কেহ চেষ্টা করে না, এইরূপ পূৰ্ণ হইতেই
প্রসিক্ত বলিয়া এবং কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কার্য্যের স্বরূপের উৎপত্তির জন্মও কেহ চেষ্টা করিবে না ।
কিন্তু চেষ্টাও করে । অতএব কারকব্যাপার অর্থাৎ কৰ্ত্তাকবণপ্রভৃতির চেষ্টার সার্থকতা বজ্র আমরা মনে করি
উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য থাকে না । তাহা হইলে বলিব—না, ইহা দোষ নহে । যেহেতু কারকব্যাপার কারণকে
কার্য্যাকারে অবস্থান্তরিত করে বলিয়া তাহার সার্থকতা যুক্তিসঙ্গত । কার্য্যাকারও কারণের স্বরূপই, যেহেতু যাহা
কারণস্বরূপ নহে, তাহা কার্য্য হইবার যোগ্য নহে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । আর কেবল বিশেষদর্শনবশতঃ অর্থাৎ
কারণ অপেক্ষা কার্য্যেব আকার অন্তরূপ দেখা যায় বলিয়া কারণ অপেক্ষা কার্য্য বাস্তবিক ভিন্ন হয় না । কারণ,
দেবদত্ত সঙ্কোচিতহস্তপাদ অর্থাৎ যিনি হাত পা সঙ্কোচ করিয়াছেন এবং প্রসারিতহস্তপাদ অর্থাৎ যিনি হাত পা
ছড়াইয়াছেন এইরূপ বিশেষভাবে দেখা যাইলেও বাস্তবিক ভিন্ন হয় না । কারণ, ‘সেই ব্যক্তিই ইনি’ এইরূপ
প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । আর পিত্রাদির সংস্থান অর্থাৎ আকার প্রতিদিন একরকম না থাকিলেও তাঁহারা
বাস্তবিক ভিন্ন ব্যক্তি হন না । কারণ, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া
থাকে । যদি বল, জন্ম ও মৃত্যুদ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া সেইস্থানে অর্থাৎ পিত্রাদিশরীরে
প্রত্যভিজ্ঞা হওয়া যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অজ্ঞান নহে । না, ইহা বলিতে পার না, কারণ ছন্দাদিরও দধ্যাদি আকার
অবয়ব দেখা যায় । বট বীজ প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তুর দৃষ্টির অগোচর হইলেও তুল্যরূপ অণুগত অবয়বের দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত
হইয়া অঙ্গুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইলে বটবীজের জন্ম হইয়াছে বলা হয় । আর সেই সকল অবয়বই হ্রাসবশতঃ
দৃষ্টির অগোচর হইলে তাহাদের উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশ হইয়াছে বলা হয় । অর্থাৎ অদৃশ বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়াকে
জন্ম বলে এবং দৃশ্যবস্তুর হ্রাস হইয়া অদৃশ হওয়াকে বিনাশ বলে । এইরূপ জন্মবিনাশদ্বারা ব্যবধান হয় বলিয়া
যদি অসত্তের অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহার জন্ম হয়, এবং সৎ অর্থাৎ যাহা ছিল তাহার বিনাশ হয়, তাহা হইলে
গর্ভস্থ বালকও প্রসবের পর উত্তানশায়ী অর্থাৎ যখন চিৎ হইয়া গুইয়া থাকে, তখন উভয়ের পার্থক্য হইয়া পড়ে ।
(কারণ জন্মদ্বারা ব্যবধান হইয়াছে) । আর এইরূপ বাল্য যৌবন বাদ্ধক্যদশাতেও ব্যক্তির পার্থক্য হইয়া পড়ে,
আর পিতা মাতা ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারও লোপ পাইয়া যায় । এই যুক্তিদ্বারা কণভজবাদও (অর্থাৎ যাহারা
সমস্ত বস্তুকে কণিক বলে, সেই কণিকবাদী বৌদ্ধমত) নিরাকৃত হইল বুঝিবে । আর যাহার মতে উৎপত্তির পূর্বে
কার্য্য অসৎ অর্থাৎ থাকে না, তাহার পক্ষে কারকব্যাপার বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে । কারণ, অভাব কখনও কাহারও
বিষয় হইতে পারে না । যেমন আকাশহত্যার জন্ম খড়গাদিবিবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ নিবিষয় । যদি বল কারকপ্রচেষ্টা
সমবায়িকারণকে বিষয় করিবে ? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ যে কারকব্যাপার অপরকে বিষয় করে, তাহার

(ভেদাভেদের বাবহারিকত্ব ও অধিতীরের তাৎপর্য)

[যুক্তঃ শঙ্কাস্তুরাচ্চ ১৮]

ভাষ্যবাদ ।

দ্বারা অল্প বস্তুর উৎপত্তি হইলে তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ হয় । যদি বল সমবায়িকারণেরই আত্মাতিশয় অর্থাৎ স্বরূপবিশেষকে কার্য্য বলে ? না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে সংকার্য্যবাদ স্বীকার করা হইয়া পড়ে । অতএব দুষ্কাদিদ্বেষ্যসকল দধ্যাদিক্রমে পরিণত হইয়া ‘কার্য্য’ এই নাম লাভ করে । এইজন্ত কারণ অপেক্ষা কার্য্য ভিন্ন—ইহা শতবৎসরের নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে ইহা স্থিতি হইলে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মই চরমকার্য্য পয্যন্ত তত্ত্বৎকার্য্যরূপে নটের মত অর্থাৎ নট যেমন নানাবেশভূষা পরিধান করিয়া নানাক্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিধ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকেন । এইরূপ যুক্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য থাকে এবং তাহা কারণ হইতে অভিন্ন ।

ভাস্তী ।

অত্র অসংকার্য্যবাদী চোদয়তি “নন্থেবং সতি” ইতি । প্রাক্ প্রসিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচিৎ কারণেন যোজয়িতুম্ বাপারঃ অর্থবান্ ভবেৎ ইত্যত আহ—“তদনন্তত্বাচ্চ” ইতি । পরিহরতি “নৈষ দোষঃ” ইতি । উক্তমেতৎ যথা ভূজঙ্গতৎ ন রজ্জ্বাঃ ভিত্ততে, রজ্জুরেব হি তৎ, কাল্পনিকস্ত ভেদঃ, এবং কার্য্যতৎ ন কারণাৎ ভিত্ততে, কারণস্বরূপমেব হি তৎ, অনির্বাচ্যং তু কার্য্যরূপং ভিন্নমিব অভিন্নমিব চ অবভাসতে ইতি । তদিদম্ উক্তং—“বস্তুত্বম্” ইতি । বস্তুতঃ পরমার্থতঃ অন্তঃ ন বিশেষদর্শনমাত্রাৎ ভবতি । সাংব্যাবহারিকে তু কথঞ্চিৎ তত্ত্বান্তর্ভবে ভবত এব ইত্যর্থঃ । অনয়েব দিশা এব সন্দর্ভো যোজ্যঃ । অসংকার্য্যবাদিনঃ প্রতি দৃষণাস্তুরমাহ—“যন্ত পুনঃ” ইতি । কার্য্যন্ত কারণাভেদে সবিষয়ঃ কারকব্যাপারস্ত স্তাৎ, ন অন্তথা ইত্যর্থঃ । মূলকারণং ব্রহ্ম । শঙ্কাস্তুরাচ্চৈতি সূত্রাবয়বং অবতারণ্য্য ব্যাচষ্টে—“এবং যুক্তঃ কার্য্যন্ত” ইতি । অতিরোহিতার্থম্ ১৮

বেদান্তকল্পতরু ।

ভিন্নমিবেতি । সানানাদিকরণেন হি ভিন্নমিব অভিন্নমিব চকান্তি ইতি । অনয়েবেতি ইতরথা হি সাংখ্যবাদঃ স্যাৎ ইতি । ভাষ্যতত্ত্বমূলকারণশব্দেন ব্রহ্মণোহন্তঃ কশ্চিৎ মায়াপ্রতিবিশ্বতো ন অভিধীয়তে । তথা সতি তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাৎ অধিকরণোক্তমোক্তন্য কারণবিজ্ঞানং সর্ববিজ্ঞানস্য অসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ, কিন্তু সর্বাধিষ্টানম্ ইত্যাহ মূলকাবগমিতি ১৮

ভাস্তীর অত্ববাদ ।

এখানে নন্থেবং সতি এই গ্রন্থের দ্বারা অসংকার্য্যবাদী বৈশিষ্টিক শঙ্কা করিতেছেন । কার্য্য পূর্ক হইতে প্রসিদ্ধ থাকিলেও কোন সময়ে তাহাকে কারণের সহিত যোগ করিবার জন্ত পুরুষের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে, এইজন্ত তদনন্তত্বাচ্চ এই গ্রন্থ বলিতেছেন । নৈষ দোষঃ এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন । ইহা পূর্কেই বলিয়াছি যে, যেমন সর্পস্বরূপ রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে, কারণ, তাহা রজ্জুই ; কিন্তু সেখানে যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা কাল্পনিক । এইরূপ কার্য্যস্বরূপটি কাবণ হইতে ভিন্ন হয় না, যেহেতু তাহা কারণস্বরূপই । কিন্তু অনির্বাচ্য কার্য্যবস্তুটি কারণ হইতে ভিন্নের মত এবং অভিন্নের মতও বোধ হয় । সেইজন্ত “বস্তুত্বম্” এই গ্রন্থ বলিয়াছেন । এই গ্রন্থের অর্থ এই যে, কেবল বিশেষদর্শনবশতঃ কারণ হইতে কার্য্যের বাস্তবিক ভেদ হয় না । ব্যবহারক্ষেত্রে কোন প্রকারে ভেদাভেদ হইয়া থাকেই । এই প্রকারেই এই ভাষ্যগ্রন্থ লাগাইতে হইবে, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । (অন্তথা সংকার্য্যবাদ হইয়া পড়ে) । যন্ত পুনঃ এই গ্রন্থদ্বারা সংকার্য্যবাদীর প্রতি অল্প একটি দোষ বলিতেছেন । ইহার অর্থ—কার্য্য যদি কারণ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কারকব্যাপার সবিষয় হয়, অন্তথা নহে । মূলকারণ অর্থাৎ ব্রহ্ম । এবং যুক্তঃ কার্য্যন্ত এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কাস্তুরাচ্চ এই সূত্রাংশ অবতারণা করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভাষ্যের অর্থ তিরোহিত নহে । অর্থাৎ বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না ।

শঙ্করভাষ্যম্ ।

শঙ্কাস্তুরাচ্চ এতদবগম্যতে । পূর্কসূত্রে অসদ্ব্যপদেশিনঃ শঙ্কস্ত উদাহৃতত্বাৎ ততোহন্তঃ সদ্যপদেশী শব্দঃ শঙ্কাস্তুরং—

“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি ।

“তন্মৈক আত্মরসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইতি চ অসৎপক্ষম্ উপক্ষিপ্য কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত ইতি আক্ষিপ্য “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬২১১) ইতি অবধারণ্যতি ।

(ভেদান্তদেব ব্যাবহারিক ও অধিতীরে তাৎপৰ্য)

পটবচ ১১৯

শাক্তভাষ্যম্ ।

তত্র ইদংশব্দবাচ্যস্ত কার্য্যস্ত প্রাক্ উৎপত্তেঃ সদ্ধব্যাচ্যেন কারণেন সামানাদিকরণ্যস্ত
প্রায়মাণত্বাৎ সন্ধানগ্ৰহে প্রসিধ্যতঃ । যদি তু প্রাক্ উৎপত্তেঃ অগৎ কার্য্যং স্ত্রাৎ পশ্চাত্ত
উৎপত্তমানং কারণে সমবেয়াৎ তদা অগ্ৰাৎ কারণাৎ স্ত্রাৎ, তত্র—

“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” (ছাঃ ৬।১।৩)

ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত । সন্ধানগ্ৰহাবগতেস্ত ইয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥১৮

ভাষ্যম্বাণ ।

অগ্রশব্দ হইতেও ইহা অর্থাৎ কার্য্য-কারণের অনন্তর বুঝা যাইতেছে
বলা হইয়াছে, তন্নিম্ন সংবাদক শব্দ এখানে শব্দান্তর, যথা--

“সদেব সৌম্যেদমগ্রে আসীদ একমেবাদ্বিতীয়ম্”

অর্থাৎ হে সৌমা শ্রুতকেতো ! অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংই ছিল, তাহা কেবল এক এবং অদ্বিতীয়
অর্থাৎ সজ্জাতীয় বিজ্জাতীয় এবং স্বগত ভেদবহিত ছিল । ইত্যাদি—

“তৎ হ একে আত্মঃ অনদেব ইদমগ্রে আসীৎ”

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসংই ছিল—

এইরূপে অসংপক্ষ অবতারণা করিয়া অর্থাৎ পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া, কি করিয়া অসং হইতে
সং জন্মিবে—এইরূপে আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ করিয়া--

“সদেব সৌম্যেদমগ্রে আসীৎ”

অর্থাৎ “হে সৌমা ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল”—

ইহা স্থির করিতেছেন । সেস্থলে উৎপত্তিব পূর্বে সংশব্দবাচ্য কারণের সহিত ইদংশব্দবাচ্য কাণের সামানাদি-
করণ্য অর্থাৎ অভেদ শোনা যাইতেছে, অতএব সম্ব এবং অনন্তর অর্থাৎ কার্য্য সং এবং কারণ হইতে অভিন্ন—
ইহা সিদ্ধ হইতেছে । কিন্তু যদি উৎপত্তিব পূর্বে কার্য্য অসং হইত এবং পরে উৎপন্ন হইয়া কারণে সংবায়
সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন হইত । তাহাতে--

“যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি”

অর্থাৎ “যাহার দ্বারা অশ্রুত অর্থাৎ যাচা শোনা যায় নাই তাহাও শ্রুত হয়”—

এই প্রতিজ্ঞা পীড়িত অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সন্ধানগ্ৰহাবগতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ কাযা সং এবং কারণ হইতে
অভিন্ন এইরূপ জ্ঞান হয় বলিয়া এই প্রতিজ্ঞা সমর্থিত অর্থাৎ রক্ষিত হয় ॥১৮

শাক্তভাষ্যম্ ।

পটবচ ১১৯ *

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহতে কিং অয়ং পটঃ, কিংবা অগ্ৰাৎ দ্রব্যম্ ইতি । স এন
প্রসারিতঃ ‘সৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং তৎ পট এব’ ইতি প্রসারণেন অভিব্যক্তো গৃহতে । যথা চ
সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহমাণোহপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহতে, স এব প্রসারণ-
সময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহতে, ন সংবেষ্টিতরূপাৎ অগ্ৰোহয়ং ভিন্নঃ পট ইতি ।
এবং তদ্বাদিকারণাবহুঃ পটাদি কার্য্যম্ অস্পষ্টং সৎ তুরীয়েমকুবিন্দাদিকারক-
ব্যাপারাদিভিঃ ব্যক্তং স্পষ্টং গৃহতে । অতঃ সংবেষ্টিতপ্রসারিতপটজ্ঞানেনৈব অনন্তং কারণাৎ
কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ ॥১৯

* “পটবৎ চ” এ শব্দে পটবৎ এই অর্থমাত্রগণ থাকিলেও “চ”কারদ্বারা ইহা আরও অধিকরণেরই অঙ্গ হইল, অধিকরণ-আরম্ভক হয়
হইল না । আর সিদ্ধান্তপক্ষের কথায় “চ”কার সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহা সিদ্ধান্ত শব্দও হইল ।

(ভেদান্তের ব্যবহারিক ও অধিতীর তাৎপৰ্য্য ।)

যথা চ প্রাণাদি ১২০

ভাষ্যহুবাদ ।

আর যেমন কাপড় উত্তমরূপে বেটন করিয়া অর্থাৎ গুটাইয়। রাখিলে ‘ইহা কাপড় কি অল্প কোন বস্তু’ বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, কিন্তু তাহাই প্রসারিত অর্থাৎ ছড়াইলে, যে বস্তুটি বেষ্টিত ছিল, তাহা কাপড়ই, ইহা ;— প্রসারণের দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়। আর যেমন বেটনের সময়ে ইহা কাপড় বলিয়া জানা গেলেও বিশিষ্টায়ামবিস্তার অর্থাৎ ইহার দীর্ঘ প্রস্থ কতদূর তাহা জানা যায় না, কিন্তু সেই কাপড়ই প্রসারণের সময় বিশিষ্টায়ামবিস্তার অর্থাৎ তাহার দীর্ঘ প্রস্থ কতদূর তাহা জানা যায়। অতএব সঙ্কচিত কাপড় অপেক্ষা ছড়ান কাপড় ভিন্ন নহে। এইরূপ কাপড় প্রভৃতি কাথ্য, তত্ত্ব প্রভৃতি কারণ অবস্থাতে অস্পষ্টরূপে থাকিয়া তাহাই তুরী বেমা কুবিন্দ অর্থাৎ মাকু, তাঁত ও তদ্ব্যয় প্রভৃতি কারকের প্রচেষ্টাদ্বারা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইলে স্পষ্ট জানা যায়। অতএব সংবেষ্টিত প্রসারিত পটন্তায়ে, কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সূত্রের অর্থ ১২০

শাক্তভাষ্যম্ ।

যথা চ প্রাণাদি ১২০

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্রেন রূপেণ বর্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্বর্ত্যতে, ন আকৃশ্ণনপ্রসারণাদিকং কার্য্যাস্তরম্ । তেষু এব প্রাণভেদেষু পুনঃপ্রবৃত্তেষু জীবনাং অধিকম্ আকৃশ্ণনপ্রসারণাদিকম্ অপি কার্য্যাস্তরং নির্বর্ত্যতে । ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাং অল্পত্বম্, সমীরণস্বভাবা- বিশেষাৎ । এবং কার্য্যন্ত কারণাং অনল্পত্বম্ । অতশ্চ কল্পন্ত জগতঃ ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্চ সিদ্ধা এষা শ্রোতী প্রতিজ্ঞা—

“যেনাক্রতং ক্রতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” (ছাঃ ৬।১।১) ইতি ।

[ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভাধিকরণম্] ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

আর যেমন লোকে প্রাণ আপান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণ সকল প্রাণায়ামদ্বারা রুদ্ধ হইলে যখন কেবল কারণরূপে বর্তমান থাকে, তখন তাহাব দ্বারা কেবল জীবনরূপ কার্য্য—অর্থাৎ জীবিত থাকাই নির্বাহ হয়, আকৃশ্ণন প্রসারণাদি অল্প কার্য্য নির্বাহ হয় না; আর সেই সকল প্রাণই পুনর্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জীবিত থাকা অপেক্ষা আকৃশ্ণনপ্রসারণাদি অধিক কার্য্যও নির্বাহ হয়; অথচ প্রাণাপানাদিভেদে বিভিন্ন প্রাণ হইতে প্রাণাপানাদি বিশেষ প্রাণ সকলের ভেদ নাই; কারণ প্রত্যেকই যে বায়ুস্বভাব—তাহার কোন বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই। এইরূপে কারণ হইতে কার্য্যের ভেদ নাই (ইহা সিদ্ধ হইল)। এইজন্ত সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া এবং তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল, যথা—

“যেনাক্রতং ক্রতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্”

অর্থাৎ বাহার শ্রবণে অক্রত অর্থাৎ বাহা শোনা যায় নাই, তাহা শোনা যায়, বাহা মনে করা যায় নাই, তাহা মনে করা যায়, বাহা জানা যায় নাই, তাহা জানা যায়, ইত্যাদি ১২০

ভাষ্যম্ ।

“পটবচ্চ” “যথা চ প্রাণাদি” ইতি চ সূত্রে নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতে ॥১২০০

[ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভাধিকরণম্ ।]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অজ্ঞাতা নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শব্দবোধত্রয়ীৎ । জীবজ্ঞানিনিমিত্তঃ তৎ বতাবে ভাস্তমতীপতিঃ ।

অজ্ঞাতঃ নটবৎ ব্রহ্ম কারণঃ শব্দবোধত্রয়ীৎ । জীবজ্ঞাতঃ জগদ্বীজঃ জগৌ বাচস্পতিস্তথা ॥১১

কার্য্য উপাদানাং ত্রিষম্ তদ্ব্যয়লক্ষ্যাবপি অমূলকত্বাৎ ততোহদিকপরিমাণহাক সম্ভবৎ ইতি অনুমানয়োঃ বাচ্যচার্য্যঃ “পটবচ্চ” ইতি সূত্রম্ । তত্রাত্মেব প্রতিজ্ঞার্য্যঃ ত্রিবিধাণ্যাকরন্ত বাচ্যচার্য্যঃ - “যথা চ প্রাণাদি” ইতি ১২০ ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভাধিকরণম্ ॥

* এ সূত্রটীতে “প্রাণাদি” এই প্রথমলক্ষণ থাকিলেও অধিকরণ আবশ্যক হইল না; কারণ, চ কারণ দ্বারা পূর্বোক্ত বৃত্তির পুষ্টি করা হইতেছে। আর সিদ্ধান্তপদের কথার এই “চ”কার থাকার ইহাও সিদ্ধান্ত সূত্র হইল।

(তেদান্তেনৈব ব্যাবহারিকঞ্চ অধিতীয়েন তাদ্বিকং ।)

[যথা চ প্রাণাদি ১২০]

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

পটবচ্চ, যথা চ প্রাণাদি, এই সূত্র দুইটি ভাস্তরীয়কর্তৃক নিগদব্যাখ্যাতভাস্তরীয়কর্তৃক অর্থাৎ অতি সরলভাষায় লিখিত ভাস্তরীয়কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আরম্ভাধিকরণ নামক এই ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত হইল ।

তদনন্ত্রাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

এই অধিকরণটি এই পাদের ষষ্ঠ অধিকরণ । ১৪শ হইতে ২০শ সূত্রে ইহা রচিত হইয়াছে । এজন্ত ইহাতে ৭টি সূত্র আছে । সবসূত্রগুলিই সিদ্ধাস্তসূত্র । “ভোক্তাপত্তেরবিভাগশ্চৈব স্ত্রীলোকবৎ” এই সূত্রে যে পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, এই নয়টি সূত্রে তাহার সিদ্ধাস্ত উক্ত হইয়াছে । চতুর্থ সূত্রটি বাদে অবান্তর পূর্বপক্ষগুলি অন্তর্নিহিতভাবে উক্ত আছে । সেই সূত্রগুলি এই—

- ১। তদনন্ত্রম্ আরম্ভাধিকরণাদিত্যঃ ১৪
- ২। ভাবে চ উপলক্ষে ১৫
- ৩। সত্ত্বাৎ চ অবরম্ ১৬
- ৪। অসদ্ব্যাপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ? ন ধর্মাস্তরেণ বাক্যশেষাৎ ১৭
- ৫। যুক্তঃ শব্দাস্তরাৎ চ ১৮
- ৬। পটবৎ চ ১৯
- ৭। যথা চ প্রাণাদি ১২০

ইহাদের মধ্যে—

প্রথম সূত্রে বলা হইল—তৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে জগৎ রূপ কার্যের অনন্ত্র অর্থাৎ পৃথক সত্তারাহিত্য সিদ্ধ হয়; ইহা আরম্ভাধিকরণাদি হইতে অর্থাৎ “বাচারম্ভগম্” ইত্যাদি (ছাঃ ৬১৪) প্রতিবাক্য হইতে জানা যায়, “আদি” পদে “ব্রহ্মবেদং সর্বম্” (যুঃ ২২১১) প্রতিটিও গ্রাহ্য ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম ব্যতীত যে কার্য নাই এ বিষয়ে অসম্মান আছে । এজন্ত বলা হইল—কারণরূপ ব্রহ্মের ভাবে অর্থাৎ সত্তার উপলক্ষে; অর্থাৎ কার্যের উপলক্ষ হয় বলিয়া, সেই অসম্মানটি এই—

বিকারঃ কারণাৎ অনন্ত্রঃ ... (প্রতিজ্ঞা)
 কারণসত্ত্বোপলম্ব্যবিধায়িসত্ত্বোপলম্বকত্বাৎ ... (হেতু)
 যো যস্মাৎ ভিন্নঃ ন স তৎসত্ত্বোপলম্ব্যবিধায়িসত্ত্বোপলম্ববান্, যথা ঘটং পটঃ ... (উদাহরণ)

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—কারণব্যতিরেকে কার্যের অভাবে প্রতিপক্ষপক্ষরূপ প্রমাণান্তর আছে । এজন্ত বলা হইল—অবরম্ অর্থাৎ কার্যের সত্ত্বাৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কারণে কারণস্বরূপেই ক্রত হয় বলিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি (ছাঃ ৩১২১) প্রতিপক্ষে সত্ত্বের বিষয় ক্রত হয় বলিয়া উৎপত্তির পরেও অনন্ত্র সিদ্ধ হয় ।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইল—উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে কার্যের সত্ত্ব কি করিয়া থাকে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—“অসদ্ব্য বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি প্রতিপক্ষ দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে অসদ্ব্যাপদেশাৎ ন ইতি চেৎ অসত্তের ব্যাপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ থাকায়, কার্যের কারণরূপে সত্ত্ব থাকে না—ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব—ন অর্থাৎ না, তাহা অসম্ভব, যেহেতু ইহা অসম্ভব অভিপ্রায়ে বলা হয় নাট, কিন্তু ব্যাকৃতব্রহ্মরূপ ধর্ম অপেক্ষা অব্যাকৃতব্রহ্মরূপ ধর্মাস্তরেণ অর্থাৎ ধর্মাস্তর দ্বারা অসত্তের উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে । সুতরাং এই অসৎ অর্থ ব্যাকৃত নহে—এইমাত্র । যদি বল কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—বাক্যশেষাৎ অর্থাৎ “তৎ সং আসীৎ” (ছাঃ ৩১২১) এই বাক্যশেষদ্বারা ইহা জানা যায় ।

পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন—আরও এ বিষয়ে যুক্তি এবং প্রতিপ্রমাণও আছে, এজন্ত বলিতেছেন—যুক্তিঃ অর্থাৎ যুক্তিকারূপে পূর্বে ঘট না থাকিলে ঘটাবধি যুক্তিকাই গ্রহণ করিত না, ইত্যাদি যুক্তিপ্রযুক্ত এবং শব্দাস্তরাৎ অর্থাৎ “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” এই প্রতিপক্ষ (ছাঃ ৬২১) বাক্যে সং শব্দ থাকায় উৎপত্তির পূর্বে কারণ হইতে কার্যের অনন্ত্র এবং সত্ত্ব সিদ্ধ হয় ।

ষষ্ঠ সূত্রে বলিতেছেন—যদি কেহ উক্ত যুক্তিতে ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া বলে যে, যুক্তিকা ও ঘট ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে বিলক্ষণপ্রতীতির বিষয় আছে, যেমন ঘট ও পট ; এজন্ত বলিতেছেন—পটবৎ চ অর্থাৎ

(ভেদান্তেয় ব্যবহারিক ও অধিকরণের তাৎপর্য ।)

[যথা চ প্রাণাদি । ২০]

তদনন্তরাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য ।

বস্তু যেমন সংবেষ্টিত এবং প্রসারিত হইলেও অভিন্ন, যুক্তিকা এবং ঘটও তদ্রূপ অভিন্ন । স্বতরাং ব্রহ্ম এবং জগৎও তদ্রূপ অভিন্ন ।

সপ্তম সূত্রে বলিতেছেন—যদি তথাপি কেচ বাচিচার শঙ্কা করিয়া বলে—

কার্য উপাদান হইতে ভিন্ন, ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু ভিন্নকার্যাকর, ... (হেতু)
যেমন সম্মত বিসদ স্বপ্নে স্বীকার্য, ... (উদাহরণ)

তজ্জন্ম বলিতেছেন—যথা চ প্রাণাদি অর্থাৎ যেমন প্রাণ ও অপানাদি বায়ু প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া জীবনমাত্র কার্য্য নিন্দ্য করে এবং নিরুদ্ধ না হইলে আক্ধন প্রসারণাদি কার্য্য করে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ ভিন্ন হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ । অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অনন্তপ্রযুক্ত অর্থেতদ্রূপসম্বন্ধে কোনও বিরোধ নাই ।

এইরূপে সাতটা সূত্রে বাহ্য বলা হইল, তাহাই বিষয়সন্দেহাদি অধিকরণেব অবয়বে সঞ্জিত করিলে যেরূপ হয়, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে । কিন্তু ইহা বলিবার পূর্বে ইচ্ছাব সঙ্গতিগুলি বলা আবশ্যক, অতএব তাহাই অগ্রে বলা যাইতেছে, যথা—

(ক) সঙ্গতি —শাস্তিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

(খ) শাস্তিসঙ্গতি— ”

(গ) অধ্যায়সঙ্গতি— ”

(ঘ) পাদসঙ্গতি— ”

(ঙ) অধিকরণসঙ্গতি—ইহা একফলত্বসঙ্গতি “তর্ক্যপ্রতিষ্ঠান” সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, কিন্তু জগদভেদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিক্রিত বলিয়া তাহার দ্বারা অন্তর-ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তসমূহ বিরুদ্ধ হয়, পূর্বসূত্রে পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার আপাততঃ সমাধান করা হইয়াছে এখানে এই অধিকরণে বিবর্তবাদেব আশ্রয় করিয়া প্রকৃত সমাধান করিতেছেন ।

(১) বিষয়—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে এই মতবাদী বেদান্তসমূহটি বিষয় ।

(২) সংশয়—উক্ত সমূহ বেদগ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয় ।

(৩) পূর্বপক্ষ—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলে ভোগ্য শব্দাদি বিষয় ও ভোক্তা জীব, এই সমুদয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভোগ্য শব্দাদি ভোক্তার স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং ভোক্তা ভোগ্যস্বরূপ হইয়া পড়ে । অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরম্পর ভেদ অসিদ্ধ হইতে পারে না । এইজন্ত ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা স্বত্বব্যবস্থাবাদী বেদান্তসমূহ বিরুদ্ধ হয় । ইহা পূর্বপক্ষ ।

(৪) সিদ্ধান্ত—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যজগতের পৃথক সত্তা নাই । কারণ, “বাচ্যব্রহ্মণং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্বম্” ইত্যাদি স্রুতি তাহাব প্রতি প্রমাণ ।

(৫) ফলভেদ—পূর্বপক্ষের ফল—সমূহ অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তের ফল—সমূহ সিদ্ধ ।

এই অধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া কার্য্যরূপে ভেদ এবং কারণরূপে অভেদ-ব্যবস্থার দ্বারা বেদান্ত সকলের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে ; কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের যে প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবস্থা ; অতএব বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা সেই প্রামাণ্যের ব্যবহারিক বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে । আর প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ তত্ত্বপ্রতিপাদক হইলে তাহা হইতে প্রপঞ্চের যে জ্ঞান হয়, সেই প্রপঞ্চ সত্তা বলিয়া ব্রহ্মত্বের বিরোধ হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে ব্যবহারিক বলিলে তাহা হয় না । প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য আছে, বেদান্তব্যাক্যেরও প্রামাণ্য আছে, অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ তত্ত্বপ্রতিপাদক কি না ? এইরূপ সংশয় হইলে পূর্বাধিকরণে ভেদভেদকে আশ্রয় করিয়া বেদান্ত-একদেশী যে বিরোধ সমাধান করিয়াছেন, তাহাকে পূর্বপক্ষ করিয়া এখানে তাহার নিরাস করা হইতেছে । তথাহি—

(ভেদান্তের ব্যাবহারিক ও অধিতীর্ত ত্যাগিক)

[ষষ্ঠা চ প্রাণাদি ১২০]

তদনন্তত্যাগিকরণমক বহু অধিকরণের তাৎপর্য ।

“বেদান্তমনি তাত্মাঃ সমতুলিততয়া কৰ্ম্মকাণ্ডাক্ষাদেঃ,

সত্যং শ্রুত্যাভ্যুপায়াদবিতথপরমব্রহ্মধীসম্বাবাচ ।

সত্যত্বাদীশতাত্মাঃ শ্রুতিষু পরিণতোদাহৃতভেদবৈদগীতে-

রদ্বৈতত্বাপ্যভিন্নং ভবতি চ পরমং ব্রহ্ম ভিন্নং প্রমাণাৎ ॥

প্রামাণ্যবিষয়ে কৰ্ম্মকাণ্ডাক্ষবেদ ও ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান বেদান্তজ্ঞ জ্ঞানের সহিত সমতুলিত হয় বলিয়া অর্থাৎ উভয়ের প্রামাণ্য সমান বলিয়া এবং শ্রুতিপ্রভৃতি সত্য উপায় হইতে নিঃসন্দেহরূপে পরমব্রহ্মসাক্ষ্যকার হয় বলিয়া, ঈশ্বরের ঈশ্বর্য সত্য বলিয়া, শ্রুতিতে পরিণামের উদাহরণ দেওয়ার এবং অদ্বৈতবাদও বেদে বলা হইয়াছে বলিয়া, কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম জগতের সহিত অভিন্ন এবং প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবশতঃ জাগতিকপদার্থসকল পরস্পর ভিন্ন ।

যদি একটিমাত্র বস্তু থাকিত, তাহা হইলে বহু বস্তু না থাকায় বেদোক্ত কৰ্ম্মকাণ্ডের কতকগুলি বিধির বিষয় আর কতকগুলি নিগেধের বিষয়—ইত্যাদি যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহা বাধিত হইত । আর প্রত্যক্ষাদি দ্বারা যে লৌকিক ভেদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাবও উচ্ছেদ হইয়া যাইত । তাহা কিন্তু উচিত নহে । কারণ, অবাধিত অনদিগত অসন্ধি জ্ঞানের সাধনকে প্রমাণ বলে, প্রমাণের এই যে সাধারণ লক্ষণ, তাহার, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং কৰ্ম্মকাণ্ডাক্ষ বেদ বেদান্তরূপ প্রমাণের সহিত কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ এই তিনটিই উক্ত প্রমাণলক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি যুক্তিবশতঃ ভেদজ্ঞান সত্য । আর “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অদ্বৈতও জানা যাইতেছে, অতএব ভিন্ন ও অভিন্ন ব্রহ্ম প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল । অতএব বিরোধ নাই—এইরূপ পূর্ণপক্ষ পাওয়া যাউলে ইহার উক্ত বলা হইতেছে—

তস্মৈ শ্রুত্যাভ্যুপপত্তির্বিষয়গতে দ্বৈতত্বা তদগ্রাহিণঃ

প্রামাণ্যং ব্যবহারকারিবিষয়ং মিথ্যাপি সদ্বৈবোধকম্ ।

মায়্যবস্তুরপীশ্বরস্ত মুখতঃ কূটস্থতান্নানতো

দৃষ্টান্তৈঃ পরিণামধীভ্রম ইতি লৌকিকমেকাশ্রুতঃ ॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও বস্তির দ্বারা ভেদগ্রাহক দ্বৈতের তত্ত্ব নিরত হইলে দ্বৈতবোধক প্রমাণের ব্যাবহারিকবস্তু-বিষয়ক প্রামাণ্য মিথ্যা হইলেও তাহা সদবস্তুকে বোধ কবাইয়া দেয় । মায়্যব নিয়ামক ঈশ্বরেরও মুখ হইতে ব্রহ্ম কূটস্থ, অর্থাৎ নিষ্কারণ, ইহা আয়াত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টান্তবাক্যসমূহদ্বারা যে পরিণামবুদ্ধি হয়, তাহা ভ্রমই হয়, অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহা স্থির হইল ।

“দাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রবণ করা যায়” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এক বস্তুর দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রতিপাদনের জ্ঞান শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“তৌ সৌম্য ! যেমন একটি চুপড়ি দ্বারা যাবতীর মন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, কারণ বিকার অর্থাৎ কার্য বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, কেবল বাক্যদ্বারা ব্যবহার করা হয়, যেহেতু তাহা নামমাত্র, যেমন রাহুর মন্তক” । “মুক্তিকাই সত্য” শ্রুতি এই বাক্যদ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কারণই মিথ্যাকারণার্থের তত্ত্ব, অর্থাৎ ব্যর্থস্বরূপ ; কার্য বলিয়া যাহা জ্ঞান হইতেছে, তাহা এমতাত্র । বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান, তদ্বিন্ন জ্ঞান মিথ্যা, অতএব কারণজ্ঞান হইতে কার্যের তত্ত্বজ্ঞান হয়—ইহা সিদ্ধ হইল । কারণের পরিণাম কার্যপদার্থ—ইহা যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কার্যপদার্থও সত্য বলিয়া “মুক্তিকাই সত্য” এই বলিয়া কারণপদার্থ সত্য—ইহা নিকারণ করা সম্ভব হইত না । অতএব শ্রুতিতে পরিণামদৃষ্টান্ত দেখিয়া অর্থাপত্তি দ্বারা পরিণামবাদ কল্পনা করাও উচিত নহে ; কারণ, “মুক্তিকাই ইত্যেব সত্যম্” এই একবার শ্রুতির দ্বারা কারণেরই সত্য বোধ হইতেছে, শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থাপত্তির উদয়ই হইতে পারে না । প্রতিজ্ঞাবাক্যই প্রধান, অতএব তাহার অন্ত্যবোধে অপ্রধান দৃষ্টান্তবাক্যকে বিবর্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তম্” এই শ্রুতিতে পরিণামবাদ স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করা হইতেছে বলিয়া উক্ত অর্থাপত্তি হইতেই পারে না । কারণস্বরূপ ব্রহ্মে প্রাপ্ত কার্যকে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই শ্রুতি নিষেধ করায় শুদ্ধিতে ব্রহ্মের জায় জগতের মিথ্যাস্ব বুঝা যাইতেছে । এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কার্যপদার্থ সত্য নহে, তথাপি যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে বিভিন্ন কার্যের

ইতরব্যাপদেশাধিকরণং নাম

সপ্তমম্ অধিকরণম্ ।

(ব্রহ্মে জীবত্বপ্তের শঙ্কানিরসন ।)

ইতরব্যাপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ । ১২১

[৭: ৭:]

তদনন্তত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণেব তাৎপর্য্য ।

জ্ঞান হইতেছে, প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার বিষয় হইলে কোন বাধা না থাকায়, তাদৃশ বস্তুবিষয়েই তাহার প্রামাণ্য জানিতে হইবে । কারণ, কলসাদি যে জল আনয়নের কারণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । অতএব তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না । এইরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেবও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রামাণ্য জানিবেন । কারণ, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞাদিকাধার অমুষ্ঠান করিলে অবশ্যই স্বর্গাদিফল হইয়া থাকে ।

এই বিষয়টী ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় দুইটী শ্লোকে যে ভাবে বলা হইয়াছে, তাহা এই—

ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ স্তৌ যদি বা ব্যাপহারিকৌ

সমুজাদাবিব তয়োৰ্বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ ॥১

বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবেতৌ ব্যাবহারিকৌ,

কার্য্যান্ত কারণাভেদাদ্ভেদং ব্রহ্মতাত্ত্বিকম্ ॥২

অর্থ—ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ, যদি বা ব্যাবহারিকৌ স্তঃ, সমুজাদৌ ইব তয়োঃ বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ ॥১ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বাধিতৌ তৌ এতৌ ব্যাবহারিকৌ । কার্য্যান্ত কারণাভেদাদ্ভেদং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্ ॥২

শাক্তভাষ্যম্ ।

ইতরব্যাপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ । ১২১*

অন্যথা পুনঃ চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে, চেতনাৎ হি জগৎপ্রক্রিয়ায়াম্ আশ্রীয়া-
মাণায়াম্ হিতাকরণাদয়ঃ দোষাঃ প্রসজ্যন্তে । কুতঃ ? ইতরব্যাপদেশাৎ । ইতরন্ত শারীরন্ত
ব্রহ্মাস্বত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—

স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো (ছাঃ ৬।৮।৩)

ইতি প্রতিবোধনাৎ । যদবা ইতরন্ত চ ব্রহ্মণঃ শারীরাস্বত্বং ব্যপদিশতি—

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈ ২।৬)

ইতি শ্রুত্বৈব অবিকৃতন্ত ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাস্বত্বপ্রদর্শনাৎ—

অনেন জীবেনাস্বনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি (ছাঃ ৬।৩।২)

ইতি চ পরা দেবতা জীবম্ আত্মগন্ধেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি ।
তন্মাৎ যৎ ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্বং তৎ শারীরশ্চৈব ইতি । অতঃ স স্বতন্ত্রঃ কৰ্ত্তা সন্ হিতমেব আত্মনঃ
সৌমেনশ্চকরং কুর্য্যৎ, ন অহিতং জন্মমরণজরারোগাভ্যুত্থানকানর্থজালম্ । ন হি কশ্চিৎ
অপরতন্ত্রো বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃৎস্না অনুপ্রবিশতি । ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্মলঃ সন্
অত্যন্তমলিনং দেহম্ আত্মত্বেন উপেয়াৎ । কৃতমপি কথঞ্চিৎ যৎ তুঃখকরং তৎ ইচ্ছয়া
জঘাৎ । সুখকরং চ উপাদদীত । স্মরেচ্চ ময়া ইদং জগদ্বিষ্ণুং বিচিত্রং বিরচিতমিতি ।
সৰ্ব্বৌ হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃৎস্না স্মরতি—ময়েদং কৃতম্ ইতি । যথা চ মায়াবী স্বয়ং
প্রসারিতাং মায়াম্ ইচ্ছয়া অনায়াসেনৈব উপসংহরতি, এবং শারীরোহপি ইমাং সৃষ্টিম্
উপসংহরেৎ । স্বমপি তাবৎ শরীরং শারীরো ন শক্নোতি অনায়াসেন উপসংহর্তুম্ । এবং
হিতক্রিয়াভদর্শনাৎ অন্যথা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়া ইতি গম্যতে ॥১১

* এখানে “হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ” এই শব্দমাত্র পদটী থাকায়, এটি অধিকরণ আরম্ভক হইয়াছে । “প্রসক্তিঃ” এই পদটী
হইতে থাকায়, ইহা পূৰ্ণপদ হইয়াছে । প্রসক্তি অর্থ ই আপত্তি অর্থাৎ অনিষ্টপদ ।

(ব্রহ্ম জীবস্বরূপের শব্দাদিসন ।)

[ইতরব্যপদেশাধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ । ২১]

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম নিজেরই নিজের অনর্থকর জরামরণাদি কার্য্য করিলেন—এইরূপ দোষের আপত্তি হয়। অতএব অত্রান্ত ব্রহ্মের পক্ষে নিজের অনর্থকর জগৎসৃষ্টি করা সম্ভব নহে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, ইতর অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যপদেশ কবায়, অথবা ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া ব্যপদেশ করায়, ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে জীবই সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন, ইহা স্বত্বার্থ। অত্র প্রকারে আবার চেতনকারণবাদ অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ—এই মতের উপর আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি করিতেছেন। চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রক্রিয়া অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—এই মত স্বীকার করিলে হিতাকরণাদি অর্থাৎ নিজেরই নিজের অনিষ্ট করা প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন জীবকে ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মভিন্ন জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, যেহেতু

“স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ ৬।৮।৩)

অর্থাৎ “তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই ব্রহ্ম” এইরূপ বুঝাইয়াছেন। অথবা ইতর অর্থাৎ জীবভিন্ন ব্রহ্ম জীবস্বরূপ হইয়াছেন, ইহা নির্দেশ করিতেছেন, যথা—

“তৎ সৃষ্টী তদেনানুপ্রাবিশৎ (টৈঃ ২।৬)

অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিলেন। যেহেতু এই শ্রুতিতে দেখাইতেছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মই বিরক্ত না হইয়া কার্য্য অর্থাৎ শরীরে অল্পপ্রবেশদ্বারা জীবস্বরূপ হইয়াছেন—

অনেন জীবেনানুপ্রাবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণবাণি (ছাঃ ৬।৩২)

অর্থাৎ এই জীবস্বরূপ হইয়া অল্পপ্রবেশ কবিত্তা নাম ও রূপ প্রকাশ করিব, এই শ্রুতিও দেখাইতেছেন যে, পরা দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবকে আত্মশব্দদ্বারা উল্লেখ করিতেছেন, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব ব্রহ্মের যে সৃষ্টিকারিত্ব তাহা জীবেরই। তত্বরাং সেই ঈশ্বর স্বাধীন সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া নিজের সৌমনস্ত অর্থাৎ মনঃপ্রীতিকর হিত কার্য্যই করিবেন। কিন্তু অহিতকর অর্থাৎ জন্মমরণজরারোগাদি অনেক অনর্থসমূহ সৃষ্টি করিবেন না। কারণ, অপবত্ত্ব অর্থাৎ স্বাধীন কোন ব্যক্তি নিজের বন্ধনাগার অর্থাৎ অবরোধ-গৃহ নির্মাণ কবিত্তা তাহাতে প্রবেশ করে না। আর তিনি নিজে অতিশয় বিমুক্ত হইয়া অতিশয় অপ্রবিত্ত দেহকে আমি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যদিও কোন রকমে করেন, তাহা হইলেও যাহা অনিষ্টকর, তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতেন এবং যাহা সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতেন। আর স্মরণ করিতেন যে, আমাকর্ত্তক এই বিচিত্র জগৎ রচিত হইয়াছে। কারণ, সকল লোকে স্পষ্ট কার্য্য করিয়া মনে করে যে, আমি ইহা করিয়াছি। আর মায়াবী যেমন নিজকর্ত্তক রচিত মায়া'কে ইচ্ছানুসারে অনান্যাসে উপসংহার করে, এইরূপ জীবও এই জগৎকে উপসংহার করিতেন। (অথচ) জীব নিজের দেহকেও অনান্যাসে উপসংহার করিতে পারে না। এইরূপ হিতকর কার্য্যাদি দেখা যাইতেছে না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই মত অত্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভাষ্যী ।

যত্বপি শারীরাতঃ পরমাত্মনো ভেদম্ আত্মঃ শ্রুতয়ঃ, তথাপি অভেদম্ অপি দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ বহ্বাঃ । ন চ ভেদাভেদৌ একত্র সমবেতৌ, বিরোধাতঃ । ন চ ভেদঃ তাত্ত্বিক ইতি উক্তম্ । তস্মাতঃ পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞাতঃ ন শারীরঃ তত্ত্বতো ভিণ্ডতে । স এব তু অবিত্যোপদানভেদাতঃ ঘটকরকাত্মা-কাশবৎ ভেদেন প্রথতে । উপপত্তিতঃ চ অন্তঃরূপঃ শারীরঃ, তেন মা নাম জীবাঃ পরমাত্মাত্ম আত্মনঃ অমুভবন্, পরমাত্মা তু তান্ আত্মনো অভিন্নান্ অমুভবতি । অনমুভবে সার্ব্বজ্ঞাব্যাবাতঃ । তথা চ অয়ং জীগান্ বধ্নন্ আত্মানমেব বধ্নীয়াৎ । তত্র ইদম্ উক্তং “ন হি কশ্চিৎ অপরতন্ত্রঃ বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃৎস্না অমুপ্রবিশতি” ইত্যাদি, তস্মাতঃ ন চেতনকারণং জগদিত্তি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । ২১

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

জীবাভিন্নঃ ব্রহ্ম জগৎপ্রদানঃ সুদূর সমন্বয়ঃ যদি তাদৃক্ ব্রহ্ম জগৎ জনয়েৎ, তর্হি স্বানিষ্টঃ ন স্বভ্বেৎ ইতি স্তারেন বিরোধাতঃ ন বা ইতি সম্বন্ধে পূর্ব্বত্র কার্য্যকারণানন্তর্য্যৎ ঘটকাশকরূপীবানাম্ অপি মহাকাশোপমব্রহ্মাত্মকম্ উক্তং, তত্র হিতাকরণাত্মরূপপত্তিভিঃ আক্ষেপাৎ সঙ্গতিঃ । নহু “নোহস্মেইবাঃ” ইত্যাদি তেদনির্দেশাতঃ কথং পূর্ব্বপক্ষঃ “তত্রাহ—বস্ত্ত্বপি” ইতি । যদি তেদাভেদৌ “একত্র” বিরুদ্ধৌ, তর্হি অত্বেদ এব তেদেন বাধাত্ম্যং জাত আহ—“ন চ তেদ ইতি । ইত্যান্তম্” । অনন্তর্য্যধিকরণে ইত্যর্থঃ । নহু স্বাত্মাবিকঃ ব্রহ্মপৈকত্বঃ জীবা অবিত্যোপপত্তিভিঃ স্বেবাঃ ন জানন্তি ইতি হিতেহপি অহিতজ্ঞাতঃ অকরণম্ উপপন্নম্ অত আহ—“তেন” ইতি । ২১

(ব্রহ্ম জীবদ্বয়ের শব্দান্বয়ঃ)

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ১২২

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

যদিও শ্রুতিগণ জীব হইতে পরামায়ার ভেদ বলিতেছেন, তথাপি বহু শ্রুতি অভেদও দেখাইতেছেন । আর ভেদ ও অভেদ এক স্থলে মিলিত হয় না ; কারণ, উভয়ের বিরুদ্ধ বস্তু । আর ভেদ তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি । অতএব সর্বজ্ঞ পরমাত্মা হইতে জীব বাস্তবিক ভিন্ন নহে, কিন্তু জীবই অবিচ্ছিন্ন উপাধির ভেদবশতঃ ঘট এবং করকাদি উপাধিভেদে ভিন্ন আকাশের মত ভিন্ন হইয়া প্রকাশ হয় । আর পরমাত্মার উপাধিযুক্ত রূপ জীব । সেইজগৎ জীবসকল নিজে যে পরামাত্মা, তাহা অমুভব করে না, কিন্তু পরমাত্মা তাহাদিগকে নিজে হইতে অভিন্ন বলিয়া অমুভব করেন । অমুভব না করিলে তাহার সর্বজ্ঞতার ব্যাঘাত ঘটে । তাহা হইলে এই পরমাত্মা জীবগণকে বন্ধন করিয়া নিজেকেই বন্ধন করিবেন । সে বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন, “যেহেতু কোন স্বাধীন লোক নিজের বন্ধনের গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে না” ইত্যাদি ; অতএব চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ নহে—ইহা পূর্বপক্ষ ১২১

শাক্তভাষ্যম্ ।

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ১২২ *

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । যৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাত্ অধিকম্ অগ্ৰং, তদ্ বয়ং জগতঃ অষ্ট-ক্রমঃ । ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে । ন হি তস্মৈ হিতং কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্ অস্তি, অহিতং বা পরিতর্ক্যম্, নিত্যমুক্ত-স্বভাবত্বাৎ । ন চ তস্মৈ জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপি অস্তি । সর্বজ্ঞত্বাৎ সর্বশক্তিহীনঃ । শারীরস্ত অনেবংবিধঃ । তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ । ন তু তৎ বয়ং জগতঃ অষ্টারং ক্রমঃ । কুত এতৎ ? ভেদনির্দেশাৎ—

“আত্মা বা অরে ত্রৈব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃঃ ২।৪।৫)

“সোহ্ষেষ্ঠব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” (ছাঃ ৮।৭।১)

“সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” (ছাঃ ৬।৮।১)

“শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাচারুতঃ” (বৃঃ ৪।৩।৩৫)

ইতি এবংজাতীয়কঃ কর্তৃকর্মাদিভেদনির্দেশঃ জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি । নমু অভেদ-নির্দেশোহপি দর্শিতঃ “তত্ত্বমসি” ইতি এবংজাতীয়কঃ । কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্ ? নৈব দোষঃ । আকাশঘটাকাশচাত্ম্যেন উভয়সম্ভবস্ত তত্র তত্র প্রতিষ্ঠা-পিত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমসি-ইত্যেবংজাতীয়কেন অভেদনির্দেশেন অভেদঃ প্রতি-বোধিতো ভবতি, অপগতঃ ভবতি তদা জীবস্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ অষ্ট-ত্বং, সমস্তস্ত মিথ্যাজ্ঞানবিজ্ঞিতত্বস্ত ভেদব্যবহারস্ত সময়গ্জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ । তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ ? কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ ? অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃত কার্যকরণ-সম্ব্যক্তোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ হিতাকরণাদিলক্ষণঃ সংসারঃ, ন তু পরমার্থতঃ অস্তি ইতি অসকং অবোচাম । জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ । অবাসিতে তু ভেদব্যবহারে “সোহ্ষেষ্ঠব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি এবংজাতীয়কেন ভেদনির্দেশেন অবগম্যমানং ব্রহ্মণঃ অধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরূপয়তি ১২২

* “তু” শব্দ থাকায় ইহা পূর্বপক্ষের বক্তব্যটুক সিদ্ধান্ত হইবে । অবশ্য “অধিকম্” এই প্রথমোক্তপদ থাকায় ইহাকে অধিকরণ আরম্ভক বলা বাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না, যেহেতু তাহা হইলে পূর্ববর্তী পূর্বপক্ষীয় ব্রহ্মব্রহ্মারাই অধিকরণ সমাপ্তি স্বীকার করিতে-হইত । এ ব্রহ্ম কেবল পূর্বপক্ষ ব্রহ্মারাই একটা পূর্ণ অধিকরণ রচনার পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই । অধিকরণগুলি মিথ্যা বলিয়া আর তাহা পূর্বপক্ষ-ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিলিত হইয়া হয় বলিয়া কেবল পূর্বপক্ষব্রহ্মার অধিকরণ পূর্ণ হওয়া উচিতও নহে ।

প্রথমপাদঃ—ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ । (৭) ১২১

(ব্রহ্মে জীবত্ববর্ণনায় শঙ্কানিবেশন ।)

[অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ১২২]

তথ্যাত্মকঃ ।

সূত্রার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্বপক্ষের নিবারণ করিতেছেন, যেহেতু আমরা বলি যে সৃষ্টিকর্তৃ ব্রহ্ম, জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ভিন্ন, অতএব ব্রহ্মের অহিতকরণাদি দোষ হইতে পারে না । কেননা, “আত্মা বা অরে জষ্টব্যঃ শ্রোতবো মন্তব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে কল্পিত ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে ।

সূত্রস্থিত “তু” শব্দটি পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছেন, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এবং শারীর অর্থাৎ জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ভিন্ন, যে ব্রহ্ম তাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টিকর্তৃ বলি । তাহাতে হিতাকরণাদি দোষ অর্থাৎ মঙ্গল না করা দোষ হইতে পারে না । কারণ, তাঁহার করিবার উপযুক্ত হিত কিছুই নাই, আর পরিত্যাগ করিবার যোগা অহিতও কিছুই নাই, যেহেতু তিনি নিত্যই মুক্তস্বভাব । আর তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা বা শক্তির প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা কোথাও নাই, কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্ । কিন্তু শারীর অর্থাৎ জীব অনেকবর্ণবিধ অর্থাৎ এ প্রকার নহে, অতএব তাহাতে হিতের অকরণাদি দোষসকল হইতে পারে । আমরা কিন্তু তাহাকে অর্থাৎ জীবকে জগতের সৃষ্টিকর্তৃ বলি না । যদি বল—ইহা বল কেন ? তাহা হইলে বলিব—যেহেতু ভেদ নির্দেশ আছে—

“আত্মা বা অরে জষ্টব্যঃ শ্রোতবো মন্তব্যো নির্দিধ্যাসিতব্যঃ”

অর্থাৎ ওরে আত্মাকে দেখা উচিত, শোনা উচিত, মনন করা উচিত, নির্দিধ্যাসন করা উচিত

“সোহমেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ”

অর্থাৎ সেই আত্মাকে অন্বেষণ করা উচিত, সেই আত্মাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত

“সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি”

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্রুতকেতু ! সুষুপ্তিসময়ে (জীব) ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়

“শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাধারকঃ”

অর্থাৎ শারীর জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মাকর্তৃক অধারক অর্থাৎ অধিষ্ঠিত ।

এইরূপ কণ্ঠ ও কর্ম প্রভৃতির ভেদনির্দেশ জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম যে অধিক ইহা দেখাইয়া দিতেছে । যদি বল “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম এই জাতীয় অভেদনির্দেশও দেখাইয়াছে । পরম্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ কি করিয়া সম্ভব হয় ? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে ; কারণ, আকাশ ও ঘটাকাশভায়ে অল্পসারে উভয়ই যে সম্ভব, তাহা তত্ত্বস্তানে প্রতিপন্ন করিয়াছি । আরও “তত্ত্বমসি” এই জাতীয় অভেদনির্দেশদ্বারা যখন জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিনোদিত হয় অর্থাৎ জানাইয়া দেওয়া হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব এবং ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকারিত্ব অপগত হয় ; কারণ, সমাক্জ্ঞানদ্বারা গিণ্যাজ্ঞানবিজ্ঞপ্তিত সমস্ত ভেদবাবহার বাধিত হয় । সেখানে কোথায়ই বা সৃষ্টি ? আর কোথায়ই বা হিতাকরণাদি দোষ ? কারণ, অবিজ্ঞাকর্তৃক প্রতাপস্থাপিত অর্থাৎ কল্পিত যে নাম ও রূপ, আর তৎকৃত যে কার্য্যকরণসংবাহকরূপ অর্থাৎ কার্য্য ও করণসমষ্টিরূপ যে উপাধি, সেই উপাধির অবিবেকজন্মিত যে ভ্রম, তাহাই হিতাকরণাদিরূপ সংসার, তাহা কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক নাই—ইহা অনেকবার বলিয়াছি । জন্ম মরণ ছেদন ভেদন প্রভৃতির অভিমান যেমন, পরমার্থতঃ নাই—ইহাও সেইরূপ । কিন্তু ভেদবাবহার বাধিত না হইলে “তাঁহাকে অন্বেষণ করা উচিত, তাঁহাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত”, এই জাতীয় ভেদনির্দেশদ্বারা অবগম্যমান জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের অধিকন্তু অর্থাৎ পার্থক্য, তাহাই হিতাকরণাদি দোষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া দেয় । ২২

ভাসভী ।

সত্যম্ অয়ং পরমাত্মা সর্বজ্ঞস্বাৎ যথা জীবান্ বস্তুত আত্মনঃ অভিন্নান্ পশ্যতি, পশ্যতোবাং ন ভাবত এষাং স্মৃৎস্মৃৎখাদিবেদনাসঙ্গঃ সন্তি, অবিচ্ছাদবশাৎ তু এষাং তদ্বদভিমান ইতি । তথা চ তেষাং স্মৃৎস্মৃৎখাদিবেদনায়াম্ অপি অহম্ উদাসীন ইতি ন তেষাং বন্ধনাগারনিবেশেহপি সন্তি স্ততিঃ কাচিৎ মম ইতি ন হিতাকরণাদিদোষাপত্তিরিতি রাঙ্কান্তঃ । তদিদম্ উক্তম্ “অপি চ যদা তত্ত্বমসি” ইতি । অপি চ ইতি চঃ পূর্বোপপত্তিসাহিত্যং দ্ব্যোতয়তি ন উপপত্ত্যস্তরতাম্ । ২২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“তত্ত্বমসি” ইতি । পশ্যতি ইত্যর্থঃ । যদপি পরমাত্মনঃ বর্ণনক্রিয়াঃ অহম্ অহমপন্নম্ তথাপি পূর্বকঃ বর্ণনাগারঃ এবং তত্ত্ববিশেষণ উপপত্ত্যঃ তৎ তৎ বস্তুবস্তিত্বং ভাসয়তি ইতি অতঃ পশ্যতি ইতি নির্দিষ্টতঃ ৥ ২২ ॥

(ব্রহ্ম জীববর্ণের শব্দানিরসন ।)

অশ্বাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ । ১৩

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

ইহা সত্য যে, এই পরমাত্মা সৰ্বজ্ঞ বলিয়া যেমন জীবগণকে বাস্তবিক নিজ হইতে অভিন্ন দেখেন, এইরূপ ইহাও দেখেন যে, জীবগণের ভাবতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক স্মৃতি-প্রভৃতি বেদনাসঙ্গ নাই, অর্থাৎ স্মৃতি-প্রভৃতি জ্ঞানের সহিত জীবগণের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু আবিষ্টাবশতঃ জীবগণের তদবদভিমান হয়, অর্থাৎ আমি স্মৃতি-প্রভৃতি এইরূপ জ্ঞান হয়। আর তাহা হইলে জীবগণের স্মৃতি-প্রভৃতির বেদনা অর্থাৎ জ্ঞান হইলেও আমি (ব্রহ্ম) উদাসীন অর্থাৎ নিলিপ্ত, অতএব তাহাদের বন্ধনাগারে প্রবেশ হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, অতএব হিতাকরগণাদি দোষের আপত্তি হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই জন্ত “অপি চ যদা তত্ত্বমসি” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অপি চ এই চ শব্দটি পূর্বযুক্তির সাহিত্য স্বরণ করাইয়া দিতেছেন, অর্থাৎ আরম্ভণ স্বত্বশেষে যে যুক্তি দিয়াছেন, ইহার সহিত সেই যুক্তি স্বরণ করাইয়া দিতেছেন, ইহা অত্র যুক্তি নহে । ১২

অশ্বাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ । ১৩ *

শাস্তরভাষ্যম্ ।

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যাস্থিতানাং অপি অশ্বানাং কেচিৎ মহারী মণয়ঃ বজ্রবৈদূর্যাদয়ঃ, অগ্নে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যাকাস্তাদয়ঃ, অগ্নে প্রহীণাঃ শ্ব-বায়স-প্রক্ষেপণার্থাঃ পাষাণাঃ ইতি অনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে, যথা চ একপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণাম্ অপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিংপাকাদিশু উপলক্ষ্যতে, যথা চ একশ্রাপি অন্নরসস্ত লোহিতাদানি কেশলোমাদানি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবম্ একশ্রাপি ব্রহ্মণঃ জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ভঃ কার্য্যবৈচিত্র্যং চ উপপত্ততে; ইত্যতঃ তদনুপপত্তিঃ, পরপল্লি-কল্পিতদোষানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ। ক্রতেচ্চ প্রামাণ্যং বিকারস্ত চ বাচ্যরস্তুগমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবচ্চ ইতি অভ্যুচ্চয়ঃ । ১৩ ইতি সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—এক মাত্র পৃথিবী হইতে উৎপন্ন অশ্বাদি অর্থাৎ প্রস্তর সকলের মধ্যে যেমন হীরকাদি ভেদে বৈচিত্র্য আছে, সেইরূপ ব্রহ্মকার্য্যেরও বৈচিত্র্য হইতে পারে, অতএব তদনুপপত্তি অর্থাৎ পূর্বোক্ত দোষ হইল না।

আর লোকমধ্যে যেমন পৃথিবীত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মাদিত অশ্ব অর্থাৎ প্রস্তর সকলের মধ্যে কতকগুলি মহারী অর্থাৎ মহামূল্য বজ্র অর্থাৎ হীরক ও বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি, অত্র কতকগুলি মধ্যমবীর্য্য অর্থাৎ মধ্যমমূল্য-বিশিষ্ট সূর্য্যাকাস্ত প্রভৃতি মণি এবং অত্র কতকগুলি শ্ব-বায়স-প্রক্ষেপণার্থ অর্থাৎ কুকুর কাক প্রভৃতি তাড়াইবার জন্ত ছুড়িবার যোগ্য প্রহীণ পাষাণ অর্থাৎ তুচ্ছ প্রস্তর, এইরূপ অনেক প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়; আর যেমন এক পৃথিবীব্যাপাশ্রয় অর্থাৎ এক পৃথিবীতে থাকে যে বীজসকল, তাহাদের নানা প্রকার পত্র পুষ্প ফল রস গন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্য, চন্দন কিংপাক অর্থাৎ মহাতালাদিতে দেখা যায়; আর যেমন এক অন্নরসেই রক্তমাংস অস্থি প্রভৃতি ধাতু সকল এবং কেশ লোম নখ প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য হয়; এইরূপ এক ব্রহ্মেরই-জীব ও জৈবরূপ পার্থক্য, এবং পৃথিব্যাদি বিচিত্র কার্য্যও উপপন্ন হয়; এইজন্ত তদনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ পরপারিকল্পিত দোষ সকলের অনুপপত্তি হয়। আর শ্রুতির প্রামাণ্য থাকায় এবং পৃথিব্যাদি বিকার বাচ্যরস্তুগমাত্র বলিয়া অর্থাৎ বাক্যের কল্পনা মাত্র বলিয়া এবং স্বপ্নে দেখা যায় যে সকলবস্ত্ত তাহাদের বৈচিত্র্যের মত ব্রহ্মের বিচিত্রজগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, ইহা জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের আধিক্য । ১৩ ইতি ইতরব্যপদেশনামক সপ্তম অধিকরণ ।

ভাস্তরী ।

শ্রাদেতৎ, যদি ব্রহ্মবিবর্তঃ জগৎ, হস্ত সর্বশ্চৈব জীববৎ চৈতন্যপ্রসঙ্গঃ, ইত্যত আহ—

* এখানেও “অশ্বাদিবৎ” এবং “তদনুপপত্তিঃ” এইরূপ প্রথমস্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক হইবে হইল না। কারণ “চ” শব্দদ্বারা পূর্বোক্ত যুক্তির পুষ্টিসাধন করা হইতেছে, এবং “অশ্বাদিবৎ” শব্দে দৃষ্টান্তবোধকতা থাকায় ইহা অধিকরণের প্রদীপ্ত হইবে। অন্তথা হইতে পারে না।

(ব্রহ্মে জীবত্ববর্ণের শব্দান্বয়সম ।)

[অশ্বাদিবচ তদনুপপত্তিঃ । ১২৩]

ভাষ্যতী ।

“অশ্বাদিবচ তদনুপপত্তিঃ” । অতিরোহিতার্থেন ভাষণে ব্যাখ্যাতম্ । ১২৩ ইতি সপ্তমম্ ইতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ।

[এই ভাষ্যতীর “বেদান্তকল্পতরু” নাই ।]

ভাষ্যতীর অনুবাদ ।

আচ্ছা, জগৎ যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে সমুদায় বস্তুরই জীবের স্থায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ হয়, এইজন্ত (সূত্রকার) বলিতেছেন—“অশ্বাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ” । ইহা অতিরোহিতার্থ অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষণদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহাই সপ্তম অধিকরণ ।

সপ্তম অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

ইতরব্যাপদেশ অধিকরণ নামক এই সপ্তম অধিকরণে তিনটি সূত্র আছে । ইহার মধ্যে প্রথম সূত্রটি পূর্বপক্ষ এবং অবশিষ্ট সূত্রদ্বয় সিদ্ধান্তপক্ষ, যথা—

পূর্বপক্ষ

সিদ্ধান্তপক্ষ

১। ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিনোয়প্রসক্তিঃ । ১২১

২। অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ । ১২২

৩। অশ্বাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ । ১২৩

ইহাদের অর্থ এইরূপ—

প্রথম সূত্রে আপত্তি করা হইতেছে—ইতর অর্থাৎ জীবের ব্যাপদেশপ্রযুক্ত অর্থাৎ তত্ত্বমস্তাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মত্ব কখনপ্রযুক্ত হিতাকরণাদি অর্থাৎ জরামরণাদি অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা ব্রহ্মে হয় বলিতে হইবে ?

দ্বিতীয় সূত্রে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যে, “তু” অর্থাৎ না, তাহা নহে, যেহেতু জীব হইতে অধিক সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং সৃষ্টিকর্তা, এজন্ত অহিতকরণাদি দোষের প্রসক্তি নাই । তাহার কারণ, “আশ্বা বা অব্যে ব্রহ্মব্যঃ” এই শ্রুতিতে কল্পিতভেদের নির্দেশ আছে ।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে যে, একই ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে কার্যের বৈচিত্র্য কি করিয়া হয় ; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেমন পৃথিবীরই বিকার নানারূপ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরই এই নানারূপ ভাব হইয়াছে । অতএব উক্ত শব্দ নাই ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

”

অধ্যায়সঙ্গতি—

”

পাদসঙ্গতি—

”

অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপসঙ্গতি ; যেহেতু ব্রহ্ম যদি জগৎসৃষ্টিকর্তৃ হন, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের জরামরণাদি অনর্থকর হইলেন, ইহা ত দেখা যায় না, অতএব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টিকর্তৃ নহেন । এই আপত্তি নিরাকরণের জন্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।

২। বিষয়—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে—এই মতবাদী বেদান্তসম্মতটি বিষয় ।

৩। সংশয়—ব্রহ্ম যদি জগৎসৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে নিজের অনিষ্টকর বস্তু সৃষ্টি করতেন না, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সম্মত বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয় ।

৪। পূর্বপক্ষ—পূর্বে বলা হইয়াছে যে কার্য ও কারণের অভেদের মত খটাকাশতুলা জীবসকল মহাকাশতুলা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, তাহাতে হিতাকরণাদি অসঙ্গতিদ্বারা আপত্তি করা হইতেছে—যথা—

“সর্বজ্ঞব্রহ্মণো জীবৈরভেদং স্বস্ত পশ্যতঃ ।

জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্তাদেবা হি ন যুক্ত্যতে” ॥

উপসংহারদর্শনাধিকরণং নাম

অষ্টমম্ অধিকরণম্ ।

(অধিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা ।)

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবন্ধি ।২৪

সপ্তম অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

অর্থাৎ যে সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম জীবগণের সহিত নিজের অভেদ দেখিতেছেন, তিনি যে জীবগণের জরামরণাদি অনিষ্টকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ফলতঃ নিজের জ্ঞানই হইয়া পড়ে, ইহাও সম্ভব নহে ।

যদিও জীবগণ অবিজ্ঞায়ুক্ত বলিয়া স্বয়ং যে পরমাত্মস্বরূপ তাহা অস্বভাব করিতে পারে না, এবং ভ্রমবশতঃ নিজের অনিষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও পরমাত্মা তাহাদিগকে নিজের সহিত অভিন্ন বলিয়া অস্বভাব করেন, তাহা না হইলে তাহার সর্বজ্ঞত্বের ব্যাধাত ঘটে । তাহা হইলে ভগবান্ জীবগণকে বন্ধন করিয়া নিজেকেই বাধিয়া ফেলিবেন । অতএব নানাবিধ দুঃখপূর্ণ এই জগৎ চেতন ব্রহ্মসৃষ্ট নহে, ইহা পূর্বপক্ষ ।

৫। সিদ্ধান্ত—

“অবস্ত জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ ।

ইতি পশ্যত ঈশস্ত্র্য ন হিতাহিতভাগিতা” ॥

অর্থাৎ জীবের যে সংসার, তাহা অবস্ত অর্থাৎ কিছুই নহে, অতএব তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, ঈশ্বর এইরূপ দেখিয়া থাকেন, এইজ্ঞাত্য তাহার হিত বা অহিত কিছুই হয় না । যদিও পবনেশ্বরের কোন দর্শনক্রিয়া নাই, তাহা হইলেও স্বরূপের প্রকাশই বিবিধ বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যথাস্থানে সেই সেই বিষয়কে প্রকাশ করে, এইজ্ঞাত্য ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন, এইরূপ বলা হইয়াছে ।

এই অধিকরণটা ভারতীতীর্থস্বামী এইরূপে দুইটি শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, যথা—

হিতাক্রিয়াদি স্ত্যাম্নো বা জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ ।

জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্তাদেষা ন হি যুক্ত্যতে ॥

অবস্ত জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ ।

ইতি পশ্যত ঈশস্ত্র্য ন হিতাহিতভাগিতা ॥

অর্থঃ—জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ হিতাক্রিয়াদি স্ত্যাম্নো বা ? জীবাহিতাক্রিয়া স্বার্থা স্তাদেষা এষা ন হি যুক্ত্যতে । জীবসংসারঃ অবস্ত তেন মম ক্ষতিঃ নাস্তি, ইতি পশ্যতঃ ঈশস্ত্র্য হিতাহিতভাগিতা ন ।

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবন্ধি ।২৪ *

শাক্তরভাসম্ ।

চেতনং ব্রহ্ম একম্ অধিতীয়ং জগতঃ কারণম্ ইতি যদ্বুক্তং, তৎ ন উপপত্ততে । কস্মাৎ ? উপসংহারদর্শনাৎ । ইহ হি লোকে কুলানাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্তারঃ সৃক্ষণ-চক্রসূত্রাত্মনেককারকসাধনোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তুঃ তত্তৎকার্য্যং কুর্বাণা দৃশ্যন্তে । ব্রহ্ম চ অসহায়ং তব অভিপ্রেতং তস্মৈ সাধনাস্তরানুপসংগ্ৰহে সতি কথং অষ্টৈঃ স্ম উপপদ্যতে ? তস্মাৎ ন ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি চেৎ ? নৈষ দোষঃ । যতঃ ক্ষীরবৎজব্য-স্বভাববিশেষাৎ উপপদ্যতে । যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমন্তাবেন পরিণমতে অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথা ইহাপি ভবিষ্যতি । নমু ক্ষীরাদি অপি দধ্যাদি-

* এই সূত্রে “ক্ষীরবৎ” এই প্রথমোক্তগদ থাকার ইহা অধিবর্ণ-আরম্ভক সূত্র হইয়াছে । এতদভিন্ন পৃথক পূর্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত করার পূর্বাধিকরণের কোনরূপ অঙ্গ হইবার সম্ভাবনাও থাকিল না । যদি বলা যায় “বিকারশব্দং ন ইতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যং” এই সূত্রের স্তায় বর্তমান সূত্রটি তত্ত্বময় ইহা পূর্বাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র হইল না কেন ? তাহার উত্তর এই যে “ক্ষীরবৎ” এই প্রথমোক্তগদ শেষে রহিয়াছে । তথায় “প্রাচুর্য্যং” এই শব্দমাত্র পদ শেষে রহিয়াছে । এস্থলে “হি” শব্দ হেতুর্বাচক হইলেও পৃথক রহিয়াছে এবং “ক্ষীরবৎ” পদের পূর্বে থাকিয়া অধিত হইবে । অতএব ইহা “বিকারশব্দং” ইত্যাদি সূত্রের মত নহে । রামানুজ মতেও ইহা এইরূপ । মাৎসরতে ইহা “যথা প্রাণাদিঃ” এই অধিকরণের চতুর্থী সূত্রের মধ্যে মম সূত্র । অধিকরণাত্মক সূত্র নহে । মাৎস চকার পাঠ করেন নাই, এজ্ঞাত্য তাহার মতে অধিকরণ আরম্ভ সম্ভব হইলেও এস্থলে পূর্বাধিকরণের অন্তর্গত না হইয়া পৃথক অধিকরণ হওয়াই উচিত ছিল ।

(অধিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[উপসংহারদর্শনান্নেতিচেষ্টয় কীরবচ্ছিন্নঃ ১২৪]

শাক্তভাষ্যম্ ।

জ্ঞাবেন পরিণমমানম্ অপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনম্ ঔক্ষ্যাদিকং কথম্ উচ্যতে কীরবৎ হি ইতি? নৈব দোষঃ। স্বয়মপি হি কীরং যাং চ যাবতীং চ পরিণামমাত্রাম্ অনুভবতি তাবত্যেব স্বার্থ্যতে তু ঔক্ষ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্ত্যাং নৈব ঔক্ষ্যাদিনাপি বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যতে। ন হি বায়ুঃ আকাশো বা ঔক্ষ্যাদিনা বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যতে। সাধনসামগ্র্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম। ন তস্য অজ্ঞেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্য। স্রুতিশ্চ ভবতি—

“ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্ত শক্তি বিধিধৈব জ্ঞায়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।” (শ্বে: উঃ ৬।৮) ইতি তস্যাৎ একস্তাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিবোগাৎ কীরাদিবৎ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে ১২৪

ভাষ্যানুবাদঃ ।

সূত্রার্থ—যদি বল অসহায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তৃ হইতে পারেন না, কারণ আমরা দেখিতে পাই—কুস্তকার ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে কাষ্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিতে পার না কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ অপরেব সাহায্য না লইয়া দধিপ্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হয়—দেখা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ।

একমাত্র অধিতীয় অর্থাৎ সহায়শূন্য চেতন ব্রহ্ম জগতের কাবণ এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না, কেন না, উপসংহার অর্থাৎ কারণসমূহের মিলনে কাষ্য হয়—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, এই জগতে ঘটপটাদির প্রস্তুতকর্তা কুলাল অর্থাৎ কুস্তকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি, মৃত্তিকা দণ্ড চক্র সূত্র প্রভৃতি অনেক কারকের উপসংহার দ্বারা অর্থাৎ মিলনদ্বারা সংগৃহীতসাধন হইয়া অর্থাৎ কারকসমূহের সংগ্রহ করিয়া সেই সেই কাষ্য কবিয়া থাকে—দেখা যায়। কিন্তু ত্রোমার অভিপ্রেত ব্রহ্ম সহায়শূন্য, ‘সাধনাস্তরের অনুপসংগ্রহ’ হইলে অর্থাৎ অল্প সাধনের সংগ্রহ না হইলে তিনি কি করিয়া সৃষ্টিকর্তৃ হইতে পারেন, অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, ইহা যদি বল—

তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; যেহেতু কীরবৎ অর্থাৎ দুগ্ধের মত ত্রব্যের বিশেষ স্বভাববশতঃ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন জগতে দুগ্ধ বা জল বাহ্যিক অল্প কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই দধি বা হিমভাবে পরিণত হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে।

যদি বল—দুগ্ধাদিবস্তু যে দধি ইত্যাদি হইয়া পরিণত হয়, তাহাও উক্ষত বা অল্পবস্তু প্রভৃতি বাহ্যিক সাধনকে নিশ্চয় অপেক্ষা করে; তবে কি করিয়া বলিলে যে, দুগ্ধের মত ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হয়? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে। যেহেতু দুগ্ধ নিজেও যে এবং যতটুকু পরিণামমাত্রাকে অনুভব করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরিণাম হইবার উপযোগী যতটুকু এবং যে অংশকে ধারণ করে, সেই টুকুকেই, উক্ষতা বা অল্পবস্তু প্রভৃতি, দধি হইবার জন্ত শীঘ্রতা সম্পাদন কবিয়া দেয়, অর্থাৎ শীঘ্র দধিরূপে পরিণত করিয়া দেয়।

আর যদি দুগ্ধের নিজের দধিভাবশীলতা অর্থাৎ দধি হওয়াব স্বভাব না থাকিত, তাহা হইলে উক্ষতাদির দ্বারাও ‘বলপূরক’ অর্থাৎ প্রবল চেষ্টাতেও দধিরূপে পরিণত হইতই না। কাবণ, প্রবল চেষ্টাতেও বায়ু বা আকাশ উক্ষতাদি দ্বারা দধিরূপে পরিণত হয় না। আব সাধনসামগ্রীদ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ উত্তমরূপ দধি হয়। কিন্তু ব্রহ্ম পরিপূর্ণ শক্তি অর্থাৎ তাহাতে সকল শক্তিই পূর্ণমাত্রায় বিद्यমান আছে, অল্প কোন বস্তুর দ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে না। স্রুতিও আছে, যথা—

“ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্ত শক্তিবিধিধৈব জ্ঞায়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মের কাষ্য নাই, করণ অর্থাৎ সাধনও নাই, আর তাহার সমান বা অধিক কাহাকেও দেখা যায় না, অনিতে পাওয়া যায় তাহার বিবিধ পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে—আর তাহার জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও তাহার বিচিত্রশক্তি থাকায় দুগ্ধাদির মত বিচিত্র পরিণাম হওয়া সম্ভব হয় ১২৪

(অধিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে স্বষ্টি সম্ভাবনা)

[উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবন্ধি ১২৪]

ভাস্তা ।

ব্রহ্ম খলু একম্ অদ্বিতীয়তয়া পরানপেক্ষং ক্রমেণ উৎপত্তমানস্ত জগতঃ বিবিধবিচিত্ররূপস্ত উপাদানম্ উপেয়তে, তৎ অনুপপন্নম্ । ন হি একরূপাৎ কার্য্যভেদো ভবিতুম্ অর্হতি, তস্ত আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ । কারণভেদো হি কার্য্যভেদহেতুঃ । ক্ষীরবীজাদিভেদাৎ দধ্যঙ্কুরাদি-কার্য্যভেদদর্শনাৎ । ন চ অক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমো যুজ্যতে । সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ । অদ্বিতীয়তয়া চ ক্রমবৎতৎসহকারিসমবধানানুপপত্তে । তদিদম্ উক্তম্ “ইহ হি লোকে” ইতি । একৈকং যদাদি কারকং, তেষাং তু সামগ্র্যাং সাধনং, ততো হি কার্য্যং সাধ্যম্ভব্যে, তস্মাৎ ন অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম জগৎপাদানম্ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“ক্ষীরবৎ হি” ।

ইদং তাবৎ ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাঃ—কিং তাস্মিকম্ অস্ত রূপম্ অপেক্ষা ইদম্ উচ্যতে, উত অনাদিনামরূপবীজসহিতং কাল্লনিকং সার্বভৌমং সর্ববশক্তিত্বম্ । তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে কিং নাম ততঃ অদ্বিতীয়াৎ অসহায়াৎ উপজায়তে । ন হি তস্মৈ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত বস্ত্বসং কার্য্যম্ অস্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—

“ন তস্ত কার্য্যং করণং চ বিজ্ঞতে” ইতি ।

উত্তরস্মিন্ তু কল্পে যদি কুলানাদিবৎ অত্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাৎ অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, ততঃ ক্ষীরাদিভিঃ ব্যাভিচারঃ । তেহপি হি বাহ্যচেতনাদিকারণানপেক্ষা এব কাল-পরিবাসবশেন স্বত এব পরিণামাস্তরম্ ঐসাদয়ন্তি । অত্র আস্তরকারণানপেক্ষত্বং হেতুঃ ক্রিয়তে, তৎ অসিদ্ধম্, অনির্ব্বাচ্যনামরূপবীজসহায়ত্বাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ—

“মায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্” ইতি ।

কার্য্যক্রমেণ তৎপরিপাকোহপি ক্রমবান্ উল্লয়ঃ । একস্ম্যাৎ অপি চ বিচিত্রশক্তেঃ কারণাৎ অনেককার্য্যোৎপাদো দৃশ্যতে, যথা—একস্ম্যাৎ বঁহুঃ দাহপাকো, একস্ম্যাৎ বা কৰ্ম্মণঃ সংযোগ-বিভাগসংস্কারাঃ ৥২৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ব্রহ্ম ন উপাদানম্ অসহায়ত্বাৎ সম্ভবৎ ইতি জ্ঞায়েন সম্বন্ধস্ত বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বত্র উপাধিকক্ষীরব্রহ্মভেদাৎ হিতাকরণাদিযোগে পরিহৃতঃ, ইহ তু উপাধিতোহপি বিশুদ্ধম্ অধিষ্টাত্মো দি নান্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষমাহ—“ব্রহ্ম খলু” ইত্যাদিনা । একম্ ইতি উপাদানভেদধারণম্ । “অদ্বিতীয়তয়া” ইতি সহকারিনিবেশঃ । একত্বপ্রযুক্তং বুধমাহ—“ন হি একরূপাৎ” ইতি । কারণবৈজাত্যে হি কার্য্যবৈজাত্যম্ ইত্যর্থঃ । ন কেবলং কার্য্যবৈজাত্যাযোগে একজাতীয়কার্য্যানামপি ক্রমাযোগ ইত্যাহ—“ন চ অক্রমাৎ” ইতি । সমর্থমপি সহকার্য্যপেক্ষং সৎ ক্রমেণ তুর্থাৎ ইত্যাদিকাম্ অপনয়ন্ অদ্বিতীয়ত্বপ্রযুক্তাম্ অনুপপত্তিম্ আহ—“অদ্বিতীয়তয়া চ” ইতি । ভাষ্যস্তকারকসাধনপদয়োঃ অপৌনরুক্ত্যমাহ—“একৈকম্” ইতি । সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্র্যম্ । কথং তত্ত সাধনশক্তিভেদত্বম্ অত আহ—“ততো হি” ইতি । “সাধনশোভা” ইতি । সাধনম্ ইত্যর্থঃ । শ্রুত্যে করণং নিশ্চায়নম্ । অত্যন্তব্যতিরিক্তত্বং স্বধর্ম্মভেদে ন অনন্তত্বং ত্বম্ । একস্মিন্ কালে উবিধা তং পরিভাজ্য কালান্তরেহপি বাসঃ পরিবাসঃ পর্য্যয়িতম্ ইতি দর্শনাৎ । আস্তরত্বং নাম স্বধর্ম্মত্বম্ । মায়িনঃ মার্য্যাবিবরণম্ । অজ্ঞাতত্বস্ত বস্তুধর্ম্মত্বাৎ তদ্বারেণ মার্য্যাম্ অজ্ঞানমপি ধর্ম্ম ইতি আস্তরত্বম্ । ননু মার্য্যো অপি অক্রমত্বাৎ কথম্ অক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমঃ তত্রাহ—“কার্য্যক্রমেণ” ইতি । তত্র মার্য্যোঃ পরিপাকঃ তৎতৎকার্য্যসংসর্গে প্রতি পৌক্ষল্যম্ । তস্ত ক্রমোহপি কার্য্যক্রমাত্ত্বানুপপত্ত্যৈ কল্পা ইত্যর্থঃ । পূর্ব্বম্ অধিষ্ঠাসাধিত্বাৎ অসহায়ত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যুক্তম্ ইহানীম্, অঙ্গীকৃত্যপি তদনৈকান্তিকত্বম্ আহ—“একস্মাদপি” ইতি । পরে উৎপন্নং হি কৰ্ম্ম পূর্ব্বকালপ্রদে-বিশগ্নম্ উত্তরপ্রদেগসংযোগঃ শব্দে চ যোগাশাসংস্কার জনয়তি ইতি অনৈকান্তিকত্বম্ । অসহায়ত্বং নানাকার্য্যানুপপাদনম্ ইত্যর্থঃ ৥২৪

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

যিনি এক, এবং অদ্বিতীয় বলিয়া পরানপেক্ষ অর্থাৎ পরকে অর্থাৎ অল্প কোন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করেন না, সেই ব্রহ্মকে ক্রমশঃ উৎপত্তমান বিবিধ বিচিত্ররূপ জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে—তাহা অনুপপন্ন, অর্থাৎ ঠিক নহে, কারণ, একটিমাত্র বস্তু হইতে কার্য্যভেদ অর্থাৎ নানাবিধ কার্য্য হইতে পারে না । কারণ, তাহা হইলে কার্য্যের আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ কার্য্য হঠাৎ উৎপন্ন বস্তু হইয়া পড়ে, যেহেতু কারণভেদই কায্যভেদের হেতু, অর্থাৎ পৃথক পৃথক কারণই পৃথক পৃথক কার্য্যের হেতু হয় । কারণ, দুই এবং বীজাদিভেদে দধি এবং অঙ্কুরাদি কায্যভেদ দর্শন হয় । আর ক্রমরহিত কারণ হইতে কার্য্যক্রম

(অধিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে দ্বিতীয়া সম্ভাবনা)

দেবাদিবদপি লোকে ১২৫

ভাস্তীর অনুবাদ ।

যুক্তিযুক্ত হয় না, অর্থাৎ একটীমাত্র বস্তু, সকলের কারণ হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ কার্য্য হওয়া উচিত নহে । কারণ, সমর্থের অর্থাৎ যিনি সমর্থ তাঁহার কালবিলম্ব হওয়া সম্ভব নহে এবং ব্রহ্ম অধিতীয় বলিয়া ক্রমবিশিষ্ট তাঁহার সহকারিসমবধান অর্থাৎ সহকারিকারণের সহিত মিলন হওয়া সম্ভব হয় না । এই জন্ত “ইহা হি লোকে” এই ভাগ্যগ্রন্থ বলা হইয়াছে । এখানে কারকশব্দের অর্থ যুক্তিকাদি এক-একটি কারণ, তাহাদের যে সামগ্র্য অর্থাৎ সেই সকল কারণের যে মিলন, তাহাই সাধনশব্দের অর্থ, যেহেতু নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা কৃতকার্য্য কার্য্যসাধন করে । অতএব অধিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—এই পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে “কীরবাক্তি” এই গ্রন্থদ্বারা ভগবান্ কৃতকার্য্য ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন ।

আপানাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন ত, ব্রহ্মের তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া কি ইহা অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদুপাদান নহে—বলিতেছেন ? কি, অনাদি নামরূপ ও বীজসহিত কালান্নিক অর্থাৎ নিখ্যা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ? তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ স্বীকার করিলে, বলুন দেখি, অধিতীয় ও অসহায় অর্থাৎ সহকারিকারণশূন্য ব্রহ্ম হইতে কি জন্মে ? অর্থাৎ কিছুই জন্মে না ; কারণ, সেই শুদ্ধবুদ্ধিস্বরূপ ব্রহ্মের বস্তুসংখ্যা নাই, অর্থাৎ বাস্তবিক কোন কার্য্য নাই । শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

“ন তন্ত্ৰ কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে”

অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্য্য ও করণ নাই । আর দ্বিতীয়পক্ষে কুলালাদির মত অর্থাৎ কুলালাদিকে দৃষ্টান্ত করিয়া অত্যন্তব্যতিরিক্ত সহকারিকারণভাবকে অর্থাৎ অত্যন্তভিন্নসহকারিকারণ না থাকাকে হেতু করিয়া ব্রহ্মের উপাদানত্বাবকে যদি সাধন কর, অর্থাৎ সাধ্য করিয়া অনুমান কর, তাহা হইলে দুগ্ধাদি দ্রব্যের দ্বারা উক্ত হেতুর ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ দুগ্ধে হেতু আছে অথচ সাধ্য নাই, অর্থাৎ অদ্রব্যব্যভিচার হইল । কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ সকলও চেতনাদি বাহ্যিক কারণের অপেক্ষা না করিয়াই কালপরিবাসবশে অর্থাৎ কালবিলম্ববশতঃ স্বয়ংই পরিণামান্তর অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় । এখানে অন্তরকারণানপেক্ষত্বকে অর্থাৎ অন্তরঙ্গধর্ম্মরূপকারণের অপেক্ষা না করাকে যদি হেতু কর, তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ, কারণ, অনির্ব্বচনীয় নামরূপাত্মক বীজ ব্রহ্মের সহকারি কারণ হয় । শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

“মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্”

অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়ী বলিয়া জানিবে, আর পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়্যবিষয় বলিয়া জানিবে । কার্য্য-ক্রমবশতঃ মায়ার পরিপাকও অর্থাৎ কার্য্যসৃষ্টির প্রতি সামর্থ্যও ক্রমবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিবে । আর বহুবিশেষজ্ঞ যুক্ত এককারণ হইতেও অনেক কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, যেমন এক বহি হইতে দাহ ও পাক হয়, অথবা এক কন্দ হইতে সংযোগ, বিভাগ ও সংস্কার হয় দেখা যায় ।

শাক্তভাস্তম্ ।

দেবাদিবদপি লোকে ১২৫*

স্ত্রাৎ এতৎ, উপপত্তিতে কীরাদীনাম্ অচেতনানাম্ অনপেক্ষ্যপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদি-
ভাবঃ, দৃষ্টত্বাৎ । চেতনাঃ পুনঃ কুললাদয়ঃ সাধনসামগ্রীম্ অপেক্ষ্যৈব তন্মৈ তন্মৈ কার্য্যায়
প্রবর্তমানা দৃশ্যন্তে । কথং ব্রহ্ম চেতনং সৎ অসহায়ং প্রবর্তেত ইতি ? দেবাদিবৎ ইতি
ক্রমঃ । যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ঃ মহাপ্রভাবাঃ চেতনা অপি সন্তঃ
অনপেক্ষ্য এব কিঞ্চিৎ বাহ্যং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যবিশেষযোগাৎ অভিধ্যানমাত্রেন স্বতঃপ্র
বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি চ রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে,
মহাদেবোতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যং, তন্ত্ৰনাত্মক স্বতঃপ্রবর্তিত, বলাকা চ অন্তরেণৈব

* এই পুস্ত্রে “দেবাদিবৎ” এই গ্রন্থান্ত পদ থাকার ইহাও অধিকরণ আরম্ভক হইতে পারিত । কিন্তু “অপি” পদ থাকার পূর্ব্বাধিকরণের অভাব হইয়া গেল । তজ্জন্ত ইহা পৃথক অধিকরণ আরম্ভক হইল না ।

(অধিতীত ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ১২৫]

শাক্তরহস্যম্ ।

শুক্ৰং গৰ্ভং ধন্তে, পদ্মিনী চ অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোহস্তরাৎ সরোহস্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্য বাহুং সাধনং স্বতএব জগৎ অক্ষ্যতি ।

স যদি ক্রিয়াৎ য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা উপাস্তাঃ, তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা ন সমানা ভবন্তি, শরীরমেব হি অচেতনং দেবাদীনাং শরীরাস্তরাদি-বিভূত্যাংপাদনে উপাদানং, ন তু চেতন আত্মা, তত্ত্বনাভ্যু চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লাল্য কঠিনতাম্ আপাশ্যমানা তন্তুভবতি, বলাকা চ স্তনয়িত্বুরবশ্রবণাৎ গৰ্ভঃ ধন্তে, পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সতী অচেতনেনৈব শরীরেণ সরোহস্তরাৎ সরোহস্তরম্ উপসর্পতি, বল্লীব বৃক্ষং, ন তু স্বয়মেব অচেতনা সরোহস্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে । তস্মাৎ ন এতে ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা ইতি ? তং প্রতি ক্রিয়াৎ, নায়ং দোষঃ, কুলালাদি-দৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রাণ্ড বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি । যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহুং সাধনম্ অপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহুং সাধনম্ অপেক্ষিয়তে, ইতি এতাবৎ বয়ং দেবাহুতাদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ । তস্মাৎ যথা একম্ সামর্থ্যং দৃষ্টে তথা সর্বেষামপি ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি নাস্তি একান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৫ ইতি অষ্টমম্ উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ।

ভাষ্যাহ্বাদ ।

সূত্রার্থ—জগতে যেমন অতি প্রভাবশালী দেবতা ও ঋষিগণ বাহ্যিক কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই নানাবিধ কাৰ্য্য কবেন দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও অপরের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হন ।

আচ্ছা, তুচ্ছাদি অচেতন পদার্থের বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা না করিয়াও দধ্যাদিভাব হয়, অর্থাৎ দধ্যাদিরূপে পরিণত হওয়া উপপন্ন হয়; কারণ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু চেতন কৃষ্ণকারাদি, সাধনসামগ্রীর অপেক্ষা করিয়াই সেই সেই কাৰ্য্যের জন্ম প্রবৃত্ত হয়—দেখা যায় । তাহা হইলে ব্রহ্ম চেতন হইয়া কি করিয়া অসহায় অর্থাৎ সহকারিকারণশূন্য হইয়া প্রবৃত্ত হইবেন ? তাহা হইলে আমরা বলিব, দেবাদিবৎ অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির মত হইবেন । যেমন লোকমধ্যে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ ইত্যাদি অতিপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ চেতন হইয়াও বাহ্যিক কোনও সাধনকে অপেক্ষা না করিয়াই ঐশ্বর্য্যবিশেষের যোগবশতঃ অর্থাৎ বিশেষ ঐশ্বর্য্য থাকায় অভিধানমাত্রেই অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই স্বয়ংই নানা অস্বয়বযুক্ত বহু শরীর অট্টালিকাদি এবং রথাদি নির্মাণ করেন, ইহা বেদের মন্ত্র অর্থবাদ এবং মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস ও পুংগ হইতে জানা যায়, এবং তত্ত্বনাভ (মাকড়সা) নিজেই তত্ত্বসকল উৎপন্ন করে, আর বকসকল শুক্ৰ ব্যতীতই গৰ্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী স্থানান্তরে যাইবার কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া এক জলাশয় হইতে অপর জলাশয়ে গমন করে; এইরূপ চেতন ব্রহ্মও বাহ্যিক উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই জগৎসৃষ্টি করিবেন ।

তিনি যদি বলেন যে, ব্রহ্মের জন্ম এই যে দেবাদি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহারা দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ যাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই ব্রহ্মের সমান নহে । কারণ, দেবাদির অচেতন শরীরই শরীরাস্তরাদিরূপ বিভূতি অর্থাৎ মহিমা উৎপাদনে উপাদানকারণ হয়, কিন্তু চেতন আত্মা হয় না । আর অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী ভক্ষণ করায় তত্ত্বনাভের লাল্য কঠিন হইয়া গিয়া তত্ত্ব আকারে পরিণত হয়, এবং বক মেঘগর্জনপ্রবণবশতঃ গৰ্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী কোন চেতনকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া অচেতন শরীরদ্বারাই এক জলাশয় হইতে অল্প জলাশয়ে গমন করে, লতা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে গমন করে, কিন্তু অচেতন পদ্মিনী নিজেই শরীরদ্বারা অল্প জলাশয়ে গমনের চেষ্টা করে না । অতএব ইহারা ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত নহে । তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তর দিতে হইবে যে, ইহা দোষ নহে; কারণ, কেবল কুলালাদি দৃষ্টান্তের বৈলক্ষণ্যই বলিবার উদ্দেশ্য । যেমন কুলালাদি ও দেবাদির চেতন সমান হইলেও কুলালাদি কার্য্য উৎপন্ন করিতে বাহ্যিক উপায় অপেক্ষা করে, দেবাদি তাহা করে না, তেমনই ব্রহ্ম চেতন হইলেও বাহ্যিক উপায় অপেক্ষা করিবেন না, দেবাদির উদাহরণ দ্বারা আমরা

প্রথমপাদঃ—উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ । (৮)

১২৯

(অধিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ১২৫]

ভাষ্কানুবাদ ।

এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি। অতএব একের যেমন ক্ষমতা দেখা গিয়াছে, তেমনই সকলেরই হওয়া উচিত, এরূপ কোন একান্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় ১২৫ ইতি অষ্টম উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ । (৮)

ভাস্তী ।

যদি তু চেতনস্বৈ সতি ইতি বিশেষণাৎ ন ক্ষীরাদিভিঃ ব্যভিচারঃ, দৃষ্টা হি কুলানাদয়ো বাহুমুদাভ্যপেক্ষাঃ, চেতনং চ ব্রহ্ম ইতি, তত্র ইদম্ উপতিষ্ঠতে—“দেবাদিবদপি লোকে” । লোকাতে অনেন ইতি লোকঃ শব্দ এব তস্মিন্ । ইতি অষ্টমম্ উপসংহারাদিকরণম্ ১২৫

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অসহায়স্ত উপাদানত্বং ক্ষীরবৎ উপপাদ্য অসহায়স্ত অধিতাত্ত্বকসমর্থকং সূত্রম্ অবতারয়তি “দদি তু” ইতি ১২৫

ভাস্তীঃ অনুবাদ ।

কিন্তু যদি কারণে চেতন পদটি বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধাদির দ্বারা ব্যভিচার হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে—কুলানাদি বাহিক মুক্তিকাদিকে অপেক্ষা করে। ব্রহ্মও চেতন। এ বিষয়ে দেবাদিবদপি লোকে এই সূত্র উপস্থিত হইতেছে। যাহার দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম লোক। অর্থাৎ শব্দই, তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে ১২৫ ইতি অষ্টম উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ১২৫

অষ্টম অধিকরণেব তাৎপর্য্য ।

উপসংহারদর্শনাধিকরণ নামক এই অষ্টম অধিকরণে ২টি সূত্র আছে, এই সেই দুইটাই সিদ্ধান্ত সূত্র। ইহাতে বলা হইল—ব্রহ্ম কোন সহায় গ্রহণ না করিয়াই এই সৃষ্টিব কারণ হইয়া থাকেন। ইহাব দৃষ্টান্ত—দুগ্ধ ও দেবতাগণ। দুগ্ধ যেমন কোন সহায় নিরপেক্ষ হইয়াই দদিকপে পরিণত হয় এবং দেবগণ যেমন অথ কোন সহায় গ্রহণ না করিয়াই ইচ্ছামাত্রই যথা ইচ্ছা কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্মও কোন সহায়ের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করেন। সেই সূত্র দুটি, যথা—

১। উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ? ন ক্ষীরবৎ হি ১২৪

২। দেবাদিনং অপি লোকে ১২৫

ইহাদের মধ্যে প্রথম সূত্রটির অর্থ—যদি বল অসহায় ব্রহ্ম জগতেব সৃষ্টিকর্ত্ত্ব হইতে পারেন না, কারণ আমরা দেখিতে পাই—কুন্তকার প্রভৃতি মুক্তিকা ও দণ্ডকাদিব সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিতে পার না, কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ অপবের সাহায্য না লইয়া দধি প্রভৃতি কার্য্যকপে পরিণত হয় দেখা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ জানিবেন।

আর দ্বিতীয় সূত্রটির অর্থ—জগতে যেমন অতি প্রভাবশালী দেবতা ও ঋষিগণ বাহিক কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই ইচ্ছানাত্রে নানাবিধ কার্য্য করেন, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও অপরের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকাৰণ হন।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। 'সঙ্গতি—প্রতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণসঙ্গতি—উপাধিক জীবের ভেদবশতঃ ব্রহ্মের হিতাকরাদি দোষ নাই, ইহা বলা হইয়াছে—সম্প্রতি উপাধিবশতঃও ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সহকারিকারণ নাই, যেহেতু দেখর বহু নহেন, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিবশতঃ “উপসংহারদর্শনাৎ” এই অংশদ্বারা পূর্বপক্ষ করিতেছেন।

২। বিষয়—অধিতীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, এই মতবাদী বেদান্তসম্মতটি বিষয়।

৩। সংশয়—ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ বা নিমিত্তকারণ নহেন; কারণ, তাহার সহকারিকারণ নাই,

(অধিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ১২৫]

অষ্টম অধিকরণের তাৎপর্য ।

যেমন উভয়বাদিসম্বন্ধবিষয়স্থলে দেখা যায় । এই যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মের তাদৃশ কারণতা বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয় ।

- ৪। **পূর্বপক্ষ**—পূর্ব অধিকরণে জীবব্রহ্মের উপাধিক ভেদবশতঃ অহিতকরণাদি দোষ পরিহার করা হইয়াছে, কিন্তু এই অধিকরণে উপাধিবশতঃও বিভিন্ন অধিষ্ঠাতা প্রভৃতি নাই ; কারণ, ঈশ্বর বহু নাই, অতএব নানাবিধ কার্যের উপপত্তি হয় না । যথা—

“নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি ।

একস্মাৎ অদ্বিতীয়াচ্চ ব্রহ্মণঃ তব সম্ভাভ্যং” ॥

অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ক্রমশঃ নানাবিধ কার্যের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে । যেহেতু, কারণভেদই কাৰ্য্যভেদের হেতু, কারণ, ছন্দ ও বীজাদি কারণভেদবশতঃ দধি ও অনুরাদি কাৰ্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তোমার অভিপ্রেত এক ব্রহ্ম হইতে এক রকমের সকল কার্য্যই এক সময়েই উৎপন্ন হইবে, ক্রমশূন্য কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য উৎপন্ন হইবে না । কারণ, যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার বিলম্ব হওয়া উচিত নহে । আর ক্রমশঃ সহকারিকারণের সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ কার্য্য হইবে, ইহা বলিতে পার না ; কাবণ, অদ্বিতীয় বলিয়া সহকারিকারণের সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নাই । অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ নহে ; কারণ, ব্যাঘাত দোষ হয় । ইহা পূর্বপক্ষ ।

“অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তৎ স্বেবিদ্যাসহায়বৎ ।

নানাকার্য্যকরণং কার্য্যক্রমোহবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ” ॥

৫। **সিদ্ধান্ত**—অর্থাৎ ব্রহ্ম বাস্তবিক অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি নিজের অবিচারূপ সহায়যুক্ত হইয়া নানাবিধ কার্য্য করেন এবং অবিচার বিবিধশক্তিদ্বারা ক্রমশঃ কার্য্য হইয়া থাকে । ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক উপাদান-কারণ নহেন, ইহাই কি তোমার আপত্তির বিষয় ? অথবা অতত্ত্বতঃ অর্থাৎ তাঁহাকে যে কাল্পনিক উপাদানকারণ বলা হয়, তাহার অভাব ? প্রথম আপত্তি আমরা স্বীকারই করি, আর দ্বিতীয় আপত্তিতে কুস্তকাকারের মত স্বদৃশ্যভাবে অসম্ভব নহে, এইরূপ অতিশয় পৃথক্ সহকারিকারণ না থাকায় যদি ব্রহ্ম উপাদানকারণ না হন, তাহা হইলে ছন্দাদিদ্বারা এ নিয়মের ব্যতিচার হয় ; কারণ, তাহারাত্তি বাহ্যিক আভ্যন্তর অর্থাৎ অন্তরস প্রভৃতির অপেক্ষা না কবিয়াই কেবল কালবিলম্ববশতঃ দধি আকারে পরিণত হয় । যদি বল—অন্তঃপ্রদর্শনরূপ কোন সহকারিকারণ না থাকাই হেতু হইবে, তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ অর্থাৎ সেক্ষণ হেতু প্রসিদ্ধ নাই । কাবণ, অবিচার যাহাকে বিষয় করিয়াছে, এরূপ ধর্ম্মের সম্ভাবনা আছে, আব তাহার সাহায্যে স্বপ্নের মত ব্রহ্ম নানাবিধ কার্য্য উৎপন্ন কবিবেন এবং অবিচার বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্রমশঃ কার্য্য হওয়া সম্ভব হইবে । একমাত্র অগ্নি হইতে দাহ ও প্রকাশ হয়, একমাত্র কন্দ হইতে সংযোগ, বিভাগ ও সংস্কারের উৎপত্তি হয় । অতএব কার্য্যের অভেদের প্রতি যে কারণের একত্বকে হেতু করিয়াছিলে, তাহা ব্যতিচারী হইল ।

- ৬। **ফলভেদ**—পূর্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধপ্রযুক্ত সময় অসিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতিবিরোধ হয় না বলিয়া সময় সিদ্ধ হয় ।

এই অষ্টম অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি যেরূপ সংক্ষেপে বলিয়াছেন তাহা এই—

ন সম্ভবেৎ সম্ভবেদ বা সৃষ্টিরেকাদ্বিতীয়তঃ ।

নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাজ্জন্ম ন সম্ভবি ॥

অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তচ্চাবিচ্চাসহায়বৎ ।

নানাকার্য্যকরণং কার্য্যক্রমোহবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ ॥

অর্থ—একাদ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিঃ ন সম্ভবেৎ, সম্ভবেৎ বা ? নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি । ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অদ্বৈতং, তৎ চ অবিচ্চাসহায়বৎ । অবিচ্চাস্থশক্তিভিঃ নানাকার্য্যকরণং কার্য্যক্রমঃ ।

কুৎসপ্রসক্ত্যধিকরণঃ নাম

নবমম্ অধিকরণম্ ।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

কুৎসপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা । ১২৬

[৭ঃ ৭ঃ]

শাক্তব্রহ্মম্ ।

কুৎসপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা । ১২৬ *

চেতনম্ একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম কীরাদিবৎ দেবাদিবচ্চ অপেক্ষ্য বাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণয়মানং জগতঃ কারণম্ ইতি স্থিতম্ । শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনঃ আক্ষিপতি । “কুৎসপ্রসক্তিঃ” কুৎসস্ত ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাৎ । যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বম্ অভবিশ্চ, ততঃ অস্ত্র একদেশঃ পর্য্যণস্ত্রাৎ, একদেশশ্চ অবাস্ত্রাস্ত্রত । নিরবয়বং তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যঃ অবগম্যতে ।

“নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং নিরবয়বং নিরঞ্জনম্” (ষেঃ উঃ ৬।১৯) ।

“দিবো হুমূৰ্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হজঃ” (য়ঃ উঃ ২।১২) ।

“ইদং মহদ্বভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘনম্ এব” (বঃ উঃ ২।৪।১২) ।

স এষ নেতি নেতি আত্মা (বঃ উঃ ৩।২২) । অস্থূলমনণু (বঃ উঃ ৩।৮) ।

ইত্যাত্মাভ্যঃ সৰ্ব্ববিশেষপ্রতিষেধিনীভ্যঃ । ততশ্চ একদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কুৎসপরিণাম-প্রসক্তৌ সত্যং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত । ঐষ্টব্যতোপদেশানর্থক্যং চ আপন্নম্ । অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্ত, তদ্ব্যতিরিক্তস্ত চ ব্রহ্মণঃ অসম্ভবাৎ । অজ্ঞাদিশব্দকোপশ্চ ।

অথ এতদ্ব্যপরিজিহীৰ্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্ম অভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্ত প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃত্যঃ তে প্রকুপ্যেয়ুঃ । সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি । সৰ্ব্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে—ইতি আক্ষিপতি । ১২৬

ভাষ্যস্বর ।

সূত্রার্থ—যে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, তিনি নিরবয়ব না সাবয়ব ? যদি তিনি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মই জগৎরূপে পবিণত হইয়া যান, তন্নিব ব্রহ্ম আব থাকেন না । আর যদি তিনি সাবয়ব হন, তাহা হইলে “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রম্” ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় ।

ভাষ্যার্থ—একমাত্র অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম দুগ্ধাদির মত এবং দেবাদের মত বাহ্যিক কোন উপায়েব অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং জগদাকারে পরিণত হইয়া জগতের কারণ হন—ইহা স্থিৰ হইয়াছে । কিন্তু শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধির জন্ত পুনর্বার আপত্তি করিতেছেন । কুৎসপ্রসক্তি অর্থ—কুৎস অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণামপ্রাপ্তি হয় ; কারণ, ব্রহ্ম নিরবয়ব । যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদির মত সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের এক অংশ পরিণত হইত, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকিত । কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব ; যথা—

নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং নিরবয়বং নিরঞ্জনম্

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিকল অর্থাৎ অংশশূন্য, অতএব নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য, অতএব শাস্ত্র অর্থাৎ অপরিণামি, নিরবয়ব অর্থাৎ রাগাদি দোষশূন্য, নিরঞ্জন অর্থাৎ ধর্ম্মাধীনশূন্য ।

দিবো হুমূৰ্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হজঃ

অর্থাৎ সেই পুরুষ দিব্য অর্থাৎ স্বয়ঃজ্যোতিঃ, অমূৰ্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিশূন্য, তিনি বাহিরেও আছেন এবং ভিতরেও আছেন, এবং তিনি অজ অর্থাৎ তাঁহার জন্ম নাই ।

* এটা অধিকরণশব্দক হইবে । কারণ, “কুৎসপ্রসক্তিঃ” এবং “নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ” এই দুইটা প্রথমস্ত গদ্য রচিয়াছে । “প্রসক্তি” শব্দ থাকার ইহা পূর্বপক্ষহইয়াছে । “বা” শব্দদ্বারা “শব্দকোপ” শব্দটীতেও প্রসক্তিপদের অবয়ব হইয়াছে ; এজন্য সমগ্র দুইটাই পূর্বপক্ষ-হইবে ।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ১২৬]

ভাষ্যমুবাদ ।

ইদং মহদভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞান ঘন এব

অর্থাৎ এই মহাভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্ত অপার এবং বিজ্ঞানঘনই ।

“ন এষ নেতি নেতি আত্মা”

অর্থাৎ সেই এই আত্মা ইহা নয়, ইহা নয় (এইরূপে বক্তব্য) ।

“অস্থূলম্ অনণু”

অর্থাৎ এই আত্মা স্থূল নয়, অণু নয়, ইত্যাদি ।

এই সকল বিশেষণিমেষধকারী শ্রুতি হইতে জ্ঞান যায়—ব্রহ্ম নিরবয়ব । অতএব একাংশের পরিণাম সম্ভব হয় না বলিয়া সমস্তের পরিণামেব আপত্তি হইলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে ; আর আত্মাকে দর্শন করিবে বলিয়া যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অনর্থক হইয়া পড়ে , কাবণ, বিনা যত্নেই কার্য্যব্রহ্ম দর্শন করা যায় । আব তদ্বিগ্ন ব্রহ্মেব সম্ভাবনা নাই । আরও অত্র অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম উৎপাদিরহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় ।

আব এট দোষ পবিহাবেব ইচ্ছায় যদি সাবয়ব ব্রহ্মই স্বাকার কব, তাহা হইলেও ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতির পূর্বে উল্লেখ কবিয়াছি, সেই সমস্ত শ্রুতি বিরুদ্ধ হইবে । আব ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে অনিত্য হইয়া পড়েন । এজ্ঞা কোন প্রকারেই এই মত সমর্থন কবিত্তে পাব না,-- এই বলিয়া এস্থলে আপত্তি করিতেছেন । ১৬ (ইহা পূর্বপক্ষত্ব)

ভাষ্যতী ।

ননু ন ব্রহ্মণঃ তত্ত্বতঃ পরিণামঃ যেন কাৎস্মাভাগনিকল্লেন আক্ষিপ্যেত । অবিজ্ঞা-
কল্লিতেন তু নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃত্যব্যাকৃত্যখ্যন্য তত্ত্বাত্মাত্মাত্মাত্মানি অনির্বচনীয়েন
পরিণামাদিব্যবহারাস্পদত্বং ব্রহ্ম প্রতিপত্ততে । ন চ কল্পিতং রূপং বস্তু স্পৃশতি । ন হি
চন্দ্রমসি তৈমিবিকস্ম দ্বিধকল্পনা চন্দ্রমসঃ দ্বিধম্ আবহতি, তদনুপপত্ত্য । বা চন্দ্রমসঃ অনুপপত্তিঃ ।
তস্যাং অবাস্তবী পবিণামকল্পনা, অনুপপত্তমানাপি, ন পরমার্থসত্ত্বঃ ব্রহ্মণঃ অনুপপত্তিম্ আবহতি ।
তস্যাং পূর্বপক্ষাভাবাৎ অনাবভান্ ইদম্ অধিকবণম্ ইতি, অত আহ—“চেতনম্ একম্” ইতি ।
যতপি শ্রুতিগতঃ একান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাং পরিণামঃ বস্ত্বতঃ নিষিদ্ধঃ তথাপি ক্ষীরাদি-
দেবতাদৃষ্টীশ্চেন পুনঃ তদ্বাস্তবত্বপ্রসঙ্গং পূর্বপক্ষে আপাত্ত “সর্বথাইয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে”
ইতি অপ্রমাণা “শ্রুতস্তত্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ”, “আয়নি চৈবাং পিচিভ্রাশ্চ চি” ইতি সূত্রাত্মাং বিবর্ত-
দৃঢ়ীকরণেন একান্তিকাদয়লক্ষণঃ শ্রুতার্থঃ পরিশোধ্যতে ইত্যর্থঃ । তস্যাং অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম
তত্ত্বতঃ । ননু শব্দেনাপি ইতি চোক্তম্, অবিজ্ঞাকল্পিতত্বোদ্ঘাটনায় । ন হি নিরবয়বত্বসাবয়ব-
ত্বাত্মাং বিশ্বাস্তরম্ অস্তি, একনিষেধস্ম ইতরবিধাননাস্তবীয়কত্বাৎ । তেন প্রকারান্তরাভাবাৎ
নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োঃ প্রকারয়োঃ অনুপপত্তেঃ প্রাবল্লবনাত্ত্ববাদবৎ অপ্রমাণং শব্দঃ স্ত্যাৎ ইতি
চোক্তার্থঃ । পবিতারঃ স্তুগমঃ ১২৬:২৭

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

সাবয়বত্বো নানাকাণোপাদানতা ইতি জ্ঞায়েন সমস্তস্ত বিবোধমল্লেখ্যে পূর্বাধিকরণোক্তসীদৃষ্টীত্বাৎ পরিণামিত্বত্বে তদ্বিধানাৎ
সজ্জিতম্ অত্র “সীবেতি” । “তস্যাং অবিকৃতং ব্রহ্ম” ইতি ভাষ্য, “তদন্তি ইতি তত্ত্বত্ব ইতি চ” পদার্থাভাৱেণ ব্যাচষ্টে “তস্মাদিতি” ।
ইতংবা সায়ানয়বিকারনিষেধে জগৎসংগে ন স্ত্যাৎ, অস্তি ইতি অনুক্তো চ সাক্ষাৎসং স্ত্যাৎ ইতি । নিবয়বেহঁপ ব্রহ্মণি বিচিত্রশক্তিগুণেন
অকুংসপ্রসক্তে উক্তত্বাৎ চোক্তানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য শব্দীনাং অবাস্তবত্বকথনার্থত্বেন পরিগৃহীতঃ—“অবিজ্ঞোতি” ১২৬:২৭:২৮

ভাষ্যতীর অনুবাদ ।

যদি বল—ব্যাকৃতিক ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, যাহার জ্ঞাত সর্ব্বাংশের পরিণাম কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা
আপত্তি করিবে, কিঞ্চ অবিজ্ঞাকল্পিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপে অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যাক্তরূপে তত্ত্ব ও অতত্ত্বদ্বারা
অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যাদ্বারা অনির্বচনীয় অর্থাৎ যাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এইরূপ নাম ও রূপাত্মক
রূপভেদের দ্বারাই ব্রহ্ম পরিণামাদিব্যবহারের বিষয় হন । আর কল্পিত রূপ বস্তুর স্পর্শ করে না । কারণ,
তৈমিকির অর্থাৎ তিমির নামক এক প্রকার চক্ষুরোগ আছে, যাহার দ্বারা একটি বস্তুকে দুইটি বলিয়া মনে হয়,

(ঈশ্বর উপাধানরূপে পরিণামিকারণ)

শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ১২৭

[সিঃ হঃ]

ভাস্বরীর অনুবাদ ।

সেই রোগযুক্ত ব্যক্তির চন্দ্রে যে দ্বিহকল্পনা, অর্থাৎ এক চন্দ্রে দুইটি বলিয়া মনে করা, তাহা চন্দ্রের দ্বিত্ব সম্পাদন করে না, অথবা দ্বিহ অসঙ্গত বলিয়া চন্দ্র অসঙ্গত হইয়াও বাস্তবিক সত্য ব্রহ্মের অসঙ্গতি সম্পাদন করে না। অতএব পূর্বপক্ষ না থাকায় এই অধিকরণ আরম্ভ করা উচিত নহে, এইজন্ত “চেতনমেকম্” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ—যদিও কেবল অদ্বয়-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শত শত শ্রুতি হইতে পরিণাম বাস্তবিক নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি দ্বন্দ্ব ও দেবতাদির দৃষ্টান্তদ্বারা পুনর্বার পরিণামবাদের সত্যতা সম্ভাবনাকে পূর্বপক্ষে আপাদন করিয়া সর্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুঃ শক্যতে এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিবাস করিয়া “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” “আত্মনি চৈনং নিচিগ্রাশ্চ হি” এই দুইটি সূত্রদ্বারা বিবর্তবাদকে দৃঢ় করিয়া কেবল অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ রীতিমতভাবে শোধিত করা হইতেছে। অতএব বাস্তবিক অবিকৃত অর্থাৎ পরিণামশূন্য ব্রহ্ম আছেন। জগৎ যে অবিজ্ঞানকল্পিত, তাহা প্রকাশ কবিনার জন্ত নমু শব্দেনাপি এই আশঙ্কা করিয়াছেন। কারণ, নিরবয়বত্ব ও সাবয়বত্ব ভিন্ন অত্র কোন প্রকার অর্থাৎ কপাস্তর নাই; কারণ, একের নিষেধ অপবেব বিধানেন নাস্তরীয়ক হইয়া থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যবর্তী কিছুই থাকে না। সেইজন্ত অত্র কোন প্রকার না থাকাস এবং নিরবয়ব ও সাবয়ব এই দুই প্রকার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পক্ষান্তলক্ষ্যাদি অর্থবাদেব মত শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া যায়, ইহা আশঙ্ক্যব অর্থ। ইহার বাহা পরিহার করিয়াছেন, তাহা প্রতি সরল ১২৬২৭

শঙ্করপ্রায়ম্ ।

শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ১২৭ *

তু-শব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি। ন খলু অন্যৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষঃ অস্তি। ন তানৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ অস্তি, কুতঃ, শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদ্ব্যুৎপত্তিঃ শ্রুয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণঃ অবস্থানং শ্রুয়তে, প্রকৃতিবিকারয়োঃ ভেদেন ব্যপদেশাৎ।

“সেয়ং দেবতা ঐক্যত ইন্তাহিমিস্তিত্রো দেবতা

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি” (ছাঃ উঃ ৬৩২)

“তাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াম্শচ পুরুষঃ

পাদোহন্ত সর্বা ভূতানি ত্রিপাদন্ত্যমৃতং দিবি” (ছাঃ উঃ ৩১২৬)

ইতি চ এবংজাতীয়কাৎ, তথা হৃদয়ায়তনত্বচনাৎ, সংসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেন উপযুক্তং স্যাৎ,

“সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” (ছাঃ উঃ ৬৮১) ইতি

স্বযুগ্মগতং নিশেষণম্ অনুপপন্নং স্যাৎ, বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যসম্পন্নত্বাৎ অবিকৃতন্ত চ ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ, তথা ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ, ব্রহ্মণো নিকারন্ত চ ইন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাৎ অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম।

ন চ নিরবয়বত্বশব্দকোপোহস্তি শ্রুয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বত্বাপি অভ্যুপগম্য-মানত্বাৎ। শব্দমূলং চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং, ন ইন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তৎ যথাসব্দম্ অভ্যুপগম্যব্যম্। শব্দশ্চ উভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাং চ। লৌকিকানামপি ‘মণিমন্মৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শব্দয়ো বিকল্পানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবৎ ন উপদেশম্ অন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ

* এ হুত্রে প্রথমপাদগদ না থাকায় ইহা অধিকরণান্তক হুত্রে নহে। “তু” এক থাকায় উহা হুত্রেও পূর্বপক্ষের উত্তর বিশেষ।

• অতএব ইহা সিদ্ধান্তহুত্রে।

(ইবর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ১২৭]

শাস্ত্রভাষ্য ।

অবগম্যন্তঃ শক্যন্তে, অস্ত্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাস্ত শক্যঃ ইতি, কিম্ উত অচিন্ত্যসম্ভাবন্ত্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপেত্যত। তথাচাছঃ পৌরাণিকাঃ—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত্য লক্ষণম্” ইতি ।

তস্মাৎ শব্দমূল এব অতীন্দ্রিয়ার্থযাখ্যাত্ম্যাদিগমঃ ।

নমু শব্দেনাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধোহর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বং চ ব্রহ্ম পরিণমতে, ন চ কৃৎস্নমিতি । যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যাৎ, নৈব পরিণমতে, কৃৎস্নমেব বা পরিণমতে । অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমতে, কেনচিৎ চ অবতিষ্ঠেত ইতি, রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত । ক্রিয়ানিষয়ে হি—

“অতিরাত্রৈ যোড়শিনং গৃহ্ণতি” “নাতিরাত্রৈ যোড়শিনং গৃহ্ণতি” ইতি এবংজাতীয়কাত্ম্যং বিরোধপ্রতীভৌ অপি বিরুদ্ধাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি, পুরুষতত্ত্বত্বাৎ চ অনুরূপানন্ত্য । ইহ তু বিরুদ্ধাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি অপুরুষতত্ত্বত্বাৎ বস্তুনঃ । তস্মাৎ দুর্ঘটম্ এতৎ ইতি—

নৈষ দোষঃ, অবিজ্ঞাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ । ন হি অবিজ্ঞাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পৃক্ততে । ন হি তিমিরোপহতনয়নেন অনেক ইব চক্ষুর্মা দৃশ্যমানঃ অনেক এব ভবতি । অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃত্যব্যাকৃতাত্ম্যকেন তত্ত্বাত্ত্বাত্ত্ব্যম্ অনির্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে । পারমাথিকেন চ রূপেণ সর্বব্যবহারাতীতম্ অপরিণতম্ অবতিষ্ঠতে । বাচারম্ভগমাত্রত্বাচ্চ অবিদ্যাকল্পিতস্ত্য নামরূপভেদস্ত্য ইতি ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি । ন চ ইয়ং পরিণাম-শ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থী, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ, সর্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্ম-ভাবপ্রতিপাদনার্থী তু এষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ ।

“স এষ নেতি নেতি আস্মা” (বৃঃ উঃ ৩।২।২৬)

ইতি উপক্রম্য আহ—

“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” (বৃঃ ৪।২।৪) ইতি

তস্মাৎ অস্মৎপক্ষে ন কশ্চিৎ দোষপ্রসঙ্গোহস্তু ১২৭

ভাষ্যমুদ।

সূত্রার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্বপক্ষ নিরাস কবিত্তেছেন । সমস্ত ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণামের আপত্তি হইতে পারে না । কাবণ, ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকাবণ, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায় । “তাবান্ অস্ত্য মহিমা” ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায় যে, জগৎ ব্যতীতও ব্রহ্মের সত্তা আছে । যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ হইতেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইতেন, অতএব কার্যাব্যতীত যে ব্রহ্ম আছেন, ইহা শ্রুতিই বা কি করিয়া বলিলেন ? এইজন্ত বলিতেছেন—শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যই এ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অতএব শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের উপাদান কারণ এবং জগৎ ব্যতীত ইহার সত্তাও আছে ।

ভাষ্যার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন । আমাদের মতে কোন দোষ নাই । কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন বলিয়াই আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা হয় না । কেন

(ইহার উপাধানরূপে পরিণামিকারণ)

[শ্রুতেস্ত শব্দমূলদ্বাং ১২৭]

ভাষ্যানুবাদ ।

তাহা হয় না, যেহেতু এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে; কারণ, যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়, তেমনই পরিণাম বাতীত ব্রহ্মের অবস্থিতিও শ্রুতি হইতে জানা যায়; কারণ, শ্রুতিতে প্রকৃতি ও বিকৃতির অর্থাৎ কারণ ও কার্যের পৃথকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

“সেয়ং দেবতৈক্ষত ইস্তাহিমিস্তিত্রো দেবতা অনেন

জীবেনাস্তানানুপ্রবিণ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি

অর্থাৎ সেই এই দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা আলোচনা করিলেন—“আচ্ছা আমি এই জীবাত্ম্যরূপে পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটি দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব; এবং

“তাবানশ্চ মহিমা ততো জ্যায়াম্শচ পুরুষঃ,

পাদোহশ্চ সৰ্বা ভূতানি ত্রিপাদশ্চাহমৃতং দিবি” ইতি

অর্থাৎ ইহাট ইহার মহিমা, পুরুষ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, সৰ্বভূত ইহাও একপাদ এবং ইহার তিনপাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি। এই জাতীয় শ্রুতি হইতে, এবং হৃদয়ায়তনয় বচন হইতে অর্থাৎ “স না মে আত্মা হৃদি” অর্থাৎ “এই আত্মা হৃদয়ে আছেন” এইরূপ শ্রুতি হইতে এবং সংসম্পত্তি বচন হইতে অর্থাৎ স্মৃতিপুঙ্কালে জীব সংস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হন অর্থাৎ মিলিত হন। এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বিকার বাতিরেকেও ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন। আর যদি সমস্ত ব্রহ্ম কার্যভাবে উপযুক্ত হইতেন অর্থাৎ কার্যরূপে পৰিণত হইতেন, তাহা হইলে—

“সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,”

অর্থাৎ স্মৃতিপুঙ্কালে জীব সংস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হন অর্থাৎ মিলিত হন এই শ্রুতিতে স্মৃতিপুঙ্কালরূপ বিশেষণ এসঙ্গত হইয়া যায়। কেন না, জীব বিকৃত ব্রহ্মের সহিত নিতাসম্পন্ন অর্থাৎ সৰ্বদা মিলিত হইয়া রহিয়াছেন, আর অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। আরও শ্রুতিতে ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গোচরত্ব নিম্নিক হওয়ায় এবং ব্রহ্মের বিকার—পৃথিব্যাदि ইন্দ্রিয়গোচর হয় বলিয়া অবিকৃত ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন।

আর ব্রহ্ম নিরবয়ব এই শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ নাই, কারণ, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায় বলিয়া ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহাও স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম শব্দমূল, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার প্রমাণ নহে, অতএব যথা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিতেছেন, ঠিক সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। আর শ্রুতি ব্রহ্মের অকুৎস্নপ্রসঙ্গি এবং নিরবয়ব এই দুইটিই প্রতিপাদন করেন। দেখা যায় লোকসিদ্ধি মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিরও শক্তি সকল দেশ, কাল ও নির্মিতের বৈচিত্র্যবশতঃ বিরুদ্ধ নানাবিধ কার্য উৎপাদন করে। সেই শক্তি সকলও উপদেশবাতীত কেবল তর্কদ্বারা জানিতে পারা যায় না যে, এই বস্তুর এতগুলি শক্তি আছে, তাহাদের সহায় এতগুলি, তাহাদের বিষয় এতগুলি এবং প্রয়োজন এতগুলি ইত্যাদি। অচিন্ত্যত্ববাব ব্রহ্মের স্বরূপ যে শব্দবাতীত নিরূপণ করা যাইবে না, ইহাতে আর বক্তব্য কি? পৌরাণিক পণ্ডিতগণ তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যশ্চ লক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ যে সকল বস্তু চিন্তার অতীত, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিও না। যে বস্তু, প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে পর অর্থাৎ বিলক্ষণ, তাহাই অচিন্ত্য বস্তুর স্বরূপ। অতএব অতীন্দ্রিয় অর্থের যে বাধাত্ম্য তাহার অধিগম শব্দ মূল অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রই অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার উপায়।

যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, অথচ সমগ্র ব্রহ্ম পরিণত হন না, এইরূপ বিরুদ্ধ বিষয় শাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতে পারেন না। ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিণামি হইবেন না, অথবা সমুদায় ব্রহ্মই পরিণামি হইবেন। আর যদি বল—ব্রহ্ম কোনও রূপে পরিণামি হন এবং কোনও রূপে

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি । ২৮

[সি: ২:]

ভাষ্যানুবাদ ।

অবস্থান কবেন, তাহা হইলে রূপভেদ কল্পনা করায় ব্রহ্ম সাবয়বই হইয়া পড়েন; বস্তুতঃ ক্রিয়ার বিষয় অর্থাৎ কাব্যপদার্থেই অর্থ্য—

“অতিরাত্রৈ যোড়শিনং গৃহ্ণাতি” “নাতিরাত্রৈ যোড়শিনং গৃহ্ণাতি”

অর্থাৎ অতিরাত্রা নামক যোগে যোড়শী অর্থাৎ সোমসর রাশিবার পাত্ৰবিশেষ গ্রহণ করিবে এবং অতি রাত্র্যাগে যোড়শী গ্রহণ করিবে না—এই জাতীয় বিবোধ প্রতীতি হইলেই বিরোধপরিহারের জন্ত বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; কারণ, অতুষ্ঠান অর্থাৎ ক্রিয়া পদার্থ, পুরুষের ইচ্ছাধীন। কিন্তু এখানে বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও বিরোধপরিহার করা সম্ভব নহে; কারণ, সিদ্ধ বস্তু পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। অতএব ইহা অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণত হওয়া দুর্ঘট ?

ইহা দোষ নহে। কারণ, আমরা অবিজ্ঞাকল্পিত রূপভেদ স্বীকার করি। অবিজ্ঞাকল্পিত বিভিন্ন রূপের দ্বারা কোন বস্তু সাবয়ব হয় না। কারণ, ত্রিমিরোপহৃত নয়নকর্তৃক অর্থাৎ তিমিব নামক বোগদ্বারা যাতার চক্ষুঃ বিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি চক্ষুকে অনেক বলিয়া দেখিলেও নিশ্চয় চক্ষু অনেক হইল না। অবিজ্ঞাকল্পিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপ তত্ত্ব ও অতুষ্ঠান দ্বারা অনির্বচনীয় নাম ও রূপাত্মক রূপভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামপ্রভৃতি সকল ব্যবহাবের বিষয় হইয়া থাকেন। প্রাব পাবমাধিকরূপে অর্থাৎ যথার্থরূপে ব্রহ্ম সকল ব্যবহাবের অতীত ও অপরিণত থাকেন। আর অবিজ্ঞাকল্পিত বিভিন্ন নাম ও রূপ “বাচারন্তগ” মাত্র অর্থাৎ কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক কোন বস্তুই নাই বলিয়া ব্রহ্মের নিরদয়দত্ত দূষিত হয় না অর্থাৎ বিরুদ্ধ হয় না। আর এই পরিণাম-শ্রুতি ব্রহ্মের পরিণামপ্রতিপাদনের জন্ত নহে, কারণ, তৎপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ পরিণামের জ্ঞান হইলে কোন ফল হয়—ইহা জানা যায় না, কিন্তু এই শ্রুতি সম্ভাব্যবহারহীন ব্রহ্মভাবপ্রতিপাদনার্থ্য, অর্থাৎ সর্ববিদ্যবাহারের অতীত ব্রহ্মই আত্মা—ইহা বুঝাইবার জন্ত, কারণ, তাহাব প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা এই জ্ঞান হইলে (মোক্ষরূপ) ফল হয়—ইহা জানা যায়। কারণ,

“স এষ নেতি নেতি আত্মা”

অর্থাৎ “সেই এট আত্মা ইহা নহে ইহা নহে” এইরূপে আবস্ত করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি”

অর্থাৎ হে জনক! তুমি অভয়প্রাপ্ত হইতেছ।

এই অভয়প্রাপ্তিই এস্থলে ফল। অতএব আমাদের মতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। ২৭

শাক্যভাষ্যম্।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২৮ *

অপি চ নৈবাত্র বিবদিভব্যং, কথম্ একস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দেন এব অনেকাকারা-
সৃষ্টিঃ স্যাৎ ইতি? যতঃ আত্মনি অপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দেন এব অনেকাকারা-
সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—

“ন তত্র রথা রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি

অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” (বৃ: উ: ৪।৩।১০)

ইত্যাদিনা। লোকেইপি দেবাদিশু মান্নাব্যাদিশু চ স্বরূপানুপমর্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যাদি-
সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথা একস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ
ভবিস্যতি।

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—যেহেতু স্বপ্নদশী একমাত্র নিরবয়ব জীবে বিচিত্র সৃষ্টি হয়, ইহা “ন তত্র রথা রথযোগা ন পস্থানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়। অথবা লোকে যেমন কোন

* ইহাতে “বিচিত্রাঃ” এই প্রথমস্ত পদ থাকিলেও “চ”কার থাকায় ইহা পূর্ব স্বত্রের দ্বারা সৃচিত বিচারের পোষক হয় হইল। একস্ত অধিকরণ আরম্ভ হইল না।

(ঈশ্বর উপাধানরূপে পরিণামিকারণ)

স্বপক্ষদোষাচ্চ । ২৯

[সি: ৭:]

ভাষানুবাদ ।

মায়াবীতে নিজের শরীরের কোন ব্যাঘাত না হইয়াই হতী, অথ প্রভৃতি বস্তুর সৃষ্টি হয় দেখা যায়, সেইরূপ ত্রক্ষেপেও বিবিধ সৃষ্টি হয় ।

ভাষার্থ—আরও এ বিষয়ে এরূপ বিবাদ করা উচিত নহে যে, কি করিয়া এক ত্রক্ষেপের ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হইবে? যেহেতু স্বপদষ্ট। এক জীবাাত্মাতেও স্বকপের উপমর্দ অর্থাৎ ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়—প্রতি ইহা বলিতেছেন । যথা—

“ন তত্র রথা রথযোগা ন পশ্চানঃ ভবন্তি

অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ।

অর্থাৎ সেখানে রথ নাই, রথে সংলগ্ন অশ্ব নাই, পথ নাই, অথচ স্বপদশী জীব রথ, বথসংযুক্ত অশ্ব ও পথকে সৃষ্টি করেন ।

লোকেও দেবতাপ্রভৃতিতে এবং মায়াবী প্রভৃতিতে দেখা যায়, স্বকপেব কোন উপমর্দন অর্থাৎ ব্যাঘাত না করিয়া বিচিত্র হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি সৃষ্টি হয় । সেইরূপ একই বক্ষে অর্থাৎ ত্রক্ষেপে এক অর্থাৎ অসহায় হইলেও তাহাতে স্বকপের ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হইবে । ১৮

ভাস্তী ।

অনেন স্ফুটিতো মায়াবাদঃ । স্বপদক্ আত্মা হি মনসৈব স্বরূপানুপমর্দেন রথাদীন সৃজতি । ২৮

ভাস্তীর অনুবাদ ।

এই স্ফুটনাবা ভাস্ত্যকব মায়াবাদ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন ।। যেহেতু স্বপদশী আত্মা স্বকপেব ব্যাঘাত না করিয়া মনে মনেই রথাদি সৃষ্টি করেন ।

শাঙ্ক্যভাস্তম ।

স্বপক্ষদোষাচ্চ । ২৯ *

পরেষামপি এষঃ সমানঃ স্বপক্ষে দোষঃ । প্রধানবাদিনোহপি হি নিরবয়বম্ অপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বম্ পরিচ্ছিন্নম্ শব্দাদিমতঃ কার্যম্ কারণম্ ইতি স্বপক্ষঃ । তত্রাপি কুৎসপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বাৎ প্রধানম্ প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাভ্যুপগম-কোপো বা ।

নমু নৈব তৈঃ নিরবয়বং প্রধানম্ অভ্যুপগম্যতে, সম্বরজন্তুমাংসি ত্রয়ো ভুগাঃ নিত্যঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং, তৈরেব অবয়বৈঃ তৎ সাবয়বম্ ইতি । ন এবংজাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতঃ দোষঃ পরিহর্জুং পার্যতে । যতঃ সম্বরজন্তুসাম্যমপি একৈকম্ সমানং নিরবয়বত্বম্ । একৈকমেব চ ইতরদ্রয়ানুগৃহীতং সজাতীয়ম্ প্রপঞ্চম্ উপাদানম্ ইতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গম্ ।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং সাবয়বত্বমিতি চেৎ? এবমপি অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ।

অথ শব্দম্ এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচি। অবয়বাঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্ত ত্রক্ষবাদিনঃ অপি অবিশিষ্টাঃ, তথা অনুবাদিনোহপি অণুঃ অগন্তুরেণ সংযুক্ত্যমানঃ নিরবয়বত্বাৎ যদি কাৎশ্চেন্ন্যন সংযুক্ত্যেত, ততঃ প্রথিমানুপপত্তেঃ অনুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ ।

* এই পুত্রে প্রথমস্ত পদ না থাকার ও “চ”কার থাকার ইহা প্রারম্ভ অধিকরণেরই অঙ্গীকৃত হয় হইল । অতএব ইহাও সিদ্ধান্তনয় ।

† এখানে যে মায়াবাদ বলা হইল তদ্বারা মায়ার বিকার জগৎ বলা হইল । আত্ম সেই মায়া মিথ্যা বলিয়া ত্রক্ষের বিবর্ত জগৎ বলা হইল । অতএব মিথ্যা মায়ার পরিণাম বলিয়া অধৈবত্ববাক্যে মায়াবাদ এবং সভ্য ত্রক্ষেপ বিবর্ত বলিয়া বক্ষবাদ বলা হয় । জগৎ জগৎরূপে নাই কিন্তু ত্রক্ষরূপে আছে । বোধগম্যকে যে মায়াবাদী বলা হয়, তাহার জগতের মূলে ত্রক্ষের জ্ঞান সমস্ত স্বীকার না করিয়া মূর্ত্তই স্বীকার করিয়া থাকে যুদ্ধের মায়াবাদ ও অবৈতীর মায়াবাদ এক বস্তু নহে । ২, ২১২ পুত্রের ভাষ্যে আচার্য্য সম্বন্ধে ত্রক্ষবাদ বলিয়াছেন ।

(ইষর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[অপেক্ষদোষাচ্চ ১২৯]

[সিঃ ২ঃ]

শাক্তরতায় ।

অথ একদেশেন সংযুক্ত্যেত, তথাপি নিরবয়বভাষ্যপগমকোপঃ ইতি অপেক্ষেইপি সমান এষ দোষঃ । সমানত্বাচ্চ ন অজ্ঞতরস্মিন্ এব পক্ষে উপেক্ষেস্তব্যঃ ভবতি । পরিত্যক্তস্ত ব্রহ্মবাদিনা অপেক্ষে দোষঃ ॥২৯ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যহুবাদ ।

সূত্রার্থ—সাংখ্যাচার্য্য প্রভৃতিও নিরবয়ব প্রধানকে জগৎকারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও “কৃৎস্ন-প্রসক্তি” ইত্যাদি দোষ হয় । বৈশেষিকগণ বলেন—নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইলে তাহা হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় । সেই নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি না অব্যাপ্যবৃত্তি ? যদি ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে দৃষ্টবিবোধ হয় । অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ কখনও দেখা যায় না । আর যদি অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সাবয়ব ব্যতীত অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগ হয় না । তাহা হইলে তুমি যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছ, তাহা বিরুদ্ধ হইল, ইত্যাদি দোষ তোমাদের মতে হইয়া পড়ে । বেদান্তমতে সে দোষ নাই ।

ভাষ্যার্থ—অপরের অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বিগণেরও নিজের মতে এই দোষ সমান । যেহেতু প্রধান-বাদীরও নিরবয়ব অপবিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিরহিত প্রধানই সাবয়ব পরিচ্ছিন্ন এবং শব্দাদিযুক্ত কার্ধের কাবণ হয়—ইহাই স্বপক্ষ । তাহাতেও অর্থাৎ সেই পক্ষেও প্রধান নিরবয়ব বলিয়া কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ সমগ্র প্রধানের কার্য্যরূপে পরিণামের আপত্তি হয়, অথবা নিরবয়বত্বের অভ্যাপগমকোপ হয় অর্থাৎ প্রধানকে যে নিরবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয় ।

যদি বল—তাঁহারা নিরবয়ব প্রধান স্বীকার করেন না, কেন না, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ নিত্য, তাহাদের সাম্যাবস্থাই প্রধান সেই সকল অবয়বদ্বারাই প্রধান সাবয়ব হয় । এই প্রকার সাবয়বত্বদ্বারা প্রকৃত দোষ পরিহার করিতে পারা যায় না । যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণেরও এক একটির নিরবয়ব সমান এবং এক একটি অপর দুইটির সহিত মিলিত হইয়া সজাতীয় অর্থাৎ নিজের মত প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হয়, অতএব তাঁহার নিজের মতে দোষের আপত্তি সমান ।

যদি বল—প্রধান যে নিরবয়ব ইহা তর্কধারা স্থির করা হইতেছে, কিন্তু তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় প্রধান সাবয়বই । এক্রপ হইলেও অর্থাৎ প্রধানকে যদি সাবয়ব স্বীকার করা (বাস্তবিক কিন্তু তোমার মত তাহা নহে) তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ হইয়া পড়ে ।

আর যদি বল, কার্ধের বৈচিত্র্যবশতঃ সৃচিত যে শক্তি সকল, তাঁহারাও অবয়ব, ইহাই তোমার অভিপ্রায়, তাহা হইলে কিন্তু সেই সকল শক্তি ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ বৈদান্তিকেরও অবিশিষ্ট, অর্থাৎ বৈদান্তিকও তাঁহাই স্বীকার করেন । এইরূপ পরমাণুবাদী বৈশেষিকের মতেও এক পরমাণু অজ্ঞ পবমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া অবয়ব না থাকায় যদি সর্বাংশে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রথমা অর্থাৎ স্থলতা হইতে না পারায়, কেবল অণুপরিমাণই থাকিয়া যায় ।

আর যদি বল, একাংশের সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহা হইলেও নিরবয়বত্বের অভ্যাপগমকোপ হয় অর্থাৎ পরমাণুকে যে নিরবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয় । অতএব পরমাণুবাদীর নিজের মতেও (সাংখ্যের চায়) এ দোষ সমান, আর সমান বলিয়া কোন মতেই দোষ দেওয়া উচিত নহে । কিন্তু ব্রহ্মবাদী নিজের মতে দোষ পরিহার করিয়াছেন ।

ভামতী

চোদয়তি—“নল্প নৈব” ইতি । পরিহরতি “ন এবংজাতীয়কেন” ইতি । যত্বপি সমুদায়ঃ সাবয়বঃ, তথাপি প্রত্যেকং স্বত্বাদয়ো নিরবয়বাঃ । ন হি অস্তি সম্ভবঃ স্বত্বমাত্রং পরিণমতে, ন রজস্তমসী ইতি । সর্বেষাং সমুদয়পরিণামাভ্যাপগমাৎ ।

প্রত্যেকং চ অনবয়বানাং কৃৎস্নপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । একদেশপরিণামে বা সাবয়বত্বম্ অনিষ্টং প্রসজ্যেত । “তথা অণুবাদিনোহপি” ইতি । বৈশেষিকগণাঃ হি অণুভ্যাং সংযুক্ত্য দ্ব্যণুকম্ একম্ আরভ্যতে, তৈঃ ত্রিভিঃ দ্ব্যণুতৈঃ ত্র্যণুকম্ একম্ আরভ্যতে ইতি প্রক্ৰিয়া । তত্র দ্বয়োঃ অথোঃ অনবয়বয়োঃ সংযোগঃ তৌ অণু ব্যাপ্তুয়াৎ । অব্যাপ্তুব্ ন বা তত্র ন বর্ততে ।

(ইদম উপাধানল্পে পরিণামিকারণ)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ১২৯]

[সিঃ ৭ঃ]

ভামতী ।

ন হি অস্তি সম্ভবঃ স এব তদানীং তত্র বর্ততে ন বর্ততে চ ইতি । তথা চ উপর্ধ্যাঃ পার্শ্বস্থাঃ ষড়পি পরমাণবঃ সমানদেশাঃ ইতি প্রথিমাত্মপক্ষেঃ অনুমাত্রঃ পিণ্ডঃ প্রসজ্যেত । অব্যাপনে বা ষড়বয়বঃ পরমাণুঃ স্তাৎ, ইতি অনবয়বস্তব্যাকোপঃ ।

অশক্যং চ সাবয়বত্বম্ উপেতুম্, তথা সতি অনন্তাবয়বত্বেন স্মেরুরাজসর্ষপয়োঃ সমান-
পরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ, তস্যাং সমানঃ দোষঃ । আপাতমাত্রেন সাম্যম্ উক্তম্ ; পরমার্থতন্তু ভাবিকং
পরিণামং বা কার্য্যাকারণভাবং বা ইচ্ছতাম্ এষ দুর্ব্বারো দোষঃ, ন পুনঃ অস্ম্যাকং মায়াবাদিনাম্
ইতি আহ—“পরিহৃততন্তু” ইতি ১২৯ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাধিকরণম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অবস্তুত্বাৎ সমুদায়ঃ ন পরিণমতে, সমুদায়িণু অপি যদি সম্বন্ধাত্মং পরিণমতে ন রজগুণময়ী, ততো মূলোচ্ছেদো ন স্তাৎ, ন চ এতৎ অস্তি, ইতি আহ—“বস্তুপি সমুদায়” ইতি । স্বাণুকম্ আরম্ভম্ অণুনা সংযুক্ত্যমানঃ অণুঃ উপর্ধ্যাঃ পার্শ্বতঃ চতস্কৃ অপি দিক্ কদাচিত্ কচিৎ সংযুক্ত্যে, তে চ সর্বে তেন সমানদেশাঃ ইতি প্রথমমুপপত্তেঃ স্বাণুকপিণ্ডঃ পরমাণুত্রয়ঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ । অব্যাপ্যবৃত্তৌ সংযোগস্ত ভাবং ন একত্র ভাবাভাবৌ ইচ্ছাত্মম্ । যথ প্রদেগত্বেন ভাবাভাবৌ তত্রাহ—“অব্যাপনে চ” ইতি । “কার্য্যাকারণভাবঃ” আরম্ভঃ । ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাধিকরণম্ ।

ভামতীর অন্তবাদ ।

“ননু নৈব” এই গ্রন্থধারা শঙ্কা করিতেছেন । “ন এবংজাতীয়কেন” এই গ্রন্থধারা পরিহার করিতেছেন । যদিও সমুদায় সাবয়ব, তাহা হইলেও সম্বাদি প্রত্যেকটি গুণ নিরবয়ব ; কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, কেবল সম্বগুণই পরিণত হয়, আর রজঃ ও তমঃ গুণ পরিণত হয় না । কেননা সম্বয়পরিণাম অভ্যুপগম করা হয় অর্থাৎ সকলেই মিলিত হইয়া পরিণত হয়—ইহা তোমরা স্বীকার কর ।

নিরবয়ব গুণগুলির প্রত্যেকের কৃৎস্নপরিণামে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে । আর একাংশের পরিণাম স্বীকার করিলে তাহাদের সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে, ইহা তোমার অভিপ্রেত নহে । “তথা অণুবাদিনোহপি” এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—দুইটি অণু সংযুক্ত হইয়া একটি স্বাণুক আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে এবং সেই তিনটি স্বাণুক সংযুক্ত হইয়া একটি ত্রাণুক আরম্ভ করে । ইহাই বৈশেষিকগণের প্রক্রিয়া । সেই প্রক্রিয়াতে অনবয়ব অর্থাৎ নিরবয়ব দুই অণু সংযোগ, সেই অণুদ্বয়কে ব্যাপ্ত করিবে ; আর যদি ব্যাপ্ত না করে, তাহা হইলে তাহাতে থাকিবে না । কারণ, ইহা সম্ভব হয় না যে, সেই বস্তুই সেই সময়ে সেই স্থানে থাকে এবং থাকে না । তাহা হইলে উপরে, নিম্নে ও চারি পার্শ্বস্থিত ছয়টি পরমাণুই সমানদেশ অর্থাৎ এক স্থানেই থাকে, অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে না পারায় পিণ্ডটি কেবল পরমাণু আকারই হইয়া পড়ে । আর যদি ব্যাপ্ত না করে, তাহা হইলে পরমাণু, ছয়টি অবয়বযুক্ত হইবে, অতএব অনবয়বস্তব্যাকোপ হয়, অর্থাৎ তুমি যে বলিয়াছ, পরমাণু নিরবয়ব—ইহা বিরুদ্ধ হইল ।

আর পরমাণু সাবয়ব—ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না ; কেননা, তাহা হইলে অনন্ত অবয়ব বলিয়া স্মেরুপর্কত ও রাজসর্ষপ তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে ; এইজন্ত দোষ সমান । ইহা কেবল আপাততঃ দোষের সাম্য বলা হইল । বাস্তবিক কিন্তু বাহ্যিক ভাবিকপরিণাম অর্থাৎ যথার্থ পরিণামবাদ অথবা কার্য্যাকারণভাব অর্থাৎ আরম্ভবাদ ইচ্ছা করেন, তাহাদের মতে এই দোষ নিবারণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে । আমরা মায়াবাদী, আমাদের মতে কিন্তু এই দোষ হয় না—এই কথা “পরিহৃততন্তু” এই গ্রন্থধারা বলিতেছেন । ইহাই কৃৎস্ন-প্রসক্ত্যাধিকরণ নামক নবম অধিকরণ ১২৯

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য ।

এই অধিকরণে চারিটা সূত্র আছে । ইহাতে বলা হইল—ত্রয়ই অচিন্ত্য অনির্কচনীয, ততরাং মিথ্যা মায়াশক্তিদ্বারা জগদাকাশে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট ত্রয়ের পরিণামই জগৎ । এই মায়া মিথ্যা বলিয়া ত্রয়ের এই পরিণামটী ভ্রম বলা হয় । আর তজ্জন্ত জগৎকে মায়ার পরিণাম ও ত্রয়ের বিবর্ত বলাও হয় । সাংখ্যের যে প্রধান সেই প্রধানের পরিণাম এই জগৎ নহে । কারণ, সাংখ্যের প্রধান সদ্বস্ত-বিশেষ, তাহা জ্ঞাননাশ্রয় নহে, কিন্তু স্বমতে মায়া, জ্ঞাননাশ্রয় এবং সদসদ্বিভিা । বাহ্য হউক এই অধিকরণের মধ্যে প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র এবং শেষ তিনটি সূত্র সিদ্ধান্তসূত্র । যথা—

নবম অধিকরণের তাৎপর্য।

পূর্বপক্ষ

সিদ্ধান্তপক্ষ

১। কৃত্ত্বপ্রসক্তিঃ নিরবয়বদ্বন্দ্বকোপো বা। ১২৬

২। শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ১২৭

৩। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ১২৮

৪। অপক্ষদোষাচ্চ ১২৯

এই সূত্রগুলির অর্থ এইরূপ, যথা—

প্রথম সূত্রে বলা হইল যে,— ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলে কৃত্ত্ব অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, এইরূপ প্রসক্তি অর্থাৎ সম্ভাবনা হয়, সত্ত্বাং ব্রহ্মই আর থাকেন না—ইহাই অনুমান করিতে হয়। আর যদি বল ব্রহ্ম একাংশদ্বারা জগদাকাব হইয়াছেন, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে নিষ্কলস্ত প্রভৃতি ব্রহ্মের যে নিরবয়ব বোধকণ্ড আছে, তাহার কোপ অর্থাৎ ব্যাঘাত হয়, সত্ত্বাং শ্রুতিবিরোধ হয়। অতএব যুক্তি ও শ্রুতি উভয়ের বিরোধপ্রযুক্ত ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন নাই, প্রধানই জগদ্রূপ হইয়াছেন,—ইহা পূর্বপক্ষ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—“তু” অর্থাৎ না, অর্থাৎ কৃত্ত্বপ্রসক্তি হয় না, যেহেতু শ্রুতেঃ অর্থাৎ “তাবান্ অশ্রু মহিমা” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগদুপাদনত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। আর “নিষ্কলম্” ইত্যাদি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব, শ্রুতির বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম শব্দমূল অর্থাৎ বেদমাত্রগম্য। অতএব শ্রুতিবিরোধ হয় না।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—আর যেহেতু আত্মাতে এরূপ বিচিত্র সৃষ্টি হয়—ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, সেই হেতু ব্রহ্ম-বিবর্তই জগৎ। এতদ্বারা যুক্তিবিরোধ ও শ্রুতিবিরোধ উভয়ের খণ্ডন করা হইল।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইল—জগৎকারণ প্রধান, এই মতবাদিগণের মতেও উক্ত দোষ সমানই হয়। অতএব প্রধানাদি জগৎকারণ নহে, কিন্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপ অথবা কার্য্যকাণ্ডতাব। পূর্ব অধিকরণে দুইদেব দৃষ্টান্ত দেওয়া ব্রহ্ম পরিণামি হন, এইরূপ ভ্রম জন্মে, তাহাকে নিবাস কবিবাব জন্ম এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অতএব এখানে কার্য্যকারণরূপ সঙ্গতি আছে। পূর্ব অধিকরণটি ভ্রম উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া কারণ এবং এই অধিকরণটি তাহার কার্য্য জানিতে হইবে।

২। বিষয়—নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসম্বন্ধটি বিষয়।

৩। সংশয়—সাবয়ব বস্তুই নানাবিধ কাণ্ডের উপাদান হয়, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। পূর্বপক্ষ—সিদ্ধান্তীর মতে নিরবয়ব ব্রহ্ম উপাদান কারণ, না সাবয়ব ব্রহ্ম? যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই কার্য্যরূপে পরিণাম হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কার্য্য—জগৎ ভিন্ন আর অতিরিক্ত ব্রহ্ম থাকেন না। আর যদি বল—ব্রহ্ম সাবয়ব, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম হয় না বটে, কারণ এক অংশ পরিণত হইলে অপর অংশ অপরিণত থাকে। কিন্তু “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্বং” ইত্যাদি যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়, এবং উভয় পক্ষেই ব্রহ্মের অনিত্যত্ব দোষ হইয়া পড়ে, অতএব উক্ত সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইল, যথা—

“কাস্মৈয়ান কার্য্যভাবোক্তৌ ব্রহ্মানিত্যং প্রসজ্যতে।

একদেদেশেন তৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্ম সাবয়বং ভবেৎ” ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে কার্য্য—জগৎ আকারে পরিণত হন বলিলে অনিত্য হইয়া পড়েন। আর যদি একাংশদ্বারা ব্রহ্ম কার্য্য আকারে পরিণত হন বলেন, তাহা হইলে তিনি সাবয়ব হইয়া পড়িবেন।

সর্বোপেতাধিকরণং নাম

দশমম্ অধিকরণম্

(ইহার অন্তরী হইলেও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও মায়াবী)

সর্বোপেতা চ তদ্বর্ণনাৎ । ৩০

[সিঃ ২ঃ]

নবম অধিকরণের তাৎপৰ্য্য।

৫। সিদ্ধান্ত—

“মায়াভিব্যক্তরূপত্বং ন কাৎক্ষ্যাৎ নাপি ভাগতঃ ।

ইতি নির্ভাগতা কার্য্য-ভাবাপ্তোরবিরুদ্ধতা” ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিবিধ শক্তিয়ুক্ত মায়াধারা বহুরূপ হইয়াছেন, অতএব সম্পূর্ণভাবে বা এক অংশধারাও তিনি বহুরূপ হন নাই, অতএব উক্ত দুই প্রকারে কার্য্যাকারে পরিণাম হইলেও ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব অবিরুদ্ধ রহিল। অর্থাৎ এ মতে ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—ইহা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম শক্তিদ্বারা নানাবিধ জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্ম মায়াবল্লিত জগতেব অধিষ্ঠান মাত্র, অতএব ব্রহ্ম যেমন বিগুহ্ব আছেন তেমনই থাকিলেন।

৬। ফলভেদ—পূর্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধপ্রবৃত্ত সময় অসিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধান্তে স্মৃতিবিরোধ হয় না বলিয়া সময়সিদ্ধ।

এই নবম অধিকরণটি ভারতীতীর্থ মুনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই—

ন যুক্তো যুক্ত্যতে বাহুস্ত পরিণামো ন যুক্ত্যতে ।

কাৎক্ষ্যাৎ ব্রহ্মানিত্যাতাপ্তোরংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ ॥

মায়াভিব্যক্তরূপত্বং ন কাৎক্ষ্যাৎ নাপি ভাগতঃ ।

যুক্তোহনবয়বস্তাপি পরিণামোহত্র মায়িকঃ ॥

অর্থ—অন্ত পরিণামঃ ন যুক্তঃ যুক্ত্যতে বা ? ন যুক্ত্যতে, কাৎক্ষ্যাৎ ব্রহ্মানিত্যাতাপ্তেঃ । অংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ । মায়াভিঃ বহুরূপত্বঃ ন কাৎক্ষ্যাৎ, নাপি ভাগতঃ অনবয়বস্তাপি মায়িকঃ পরিণামঃ অত্র যুক্তঃ ।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

সর্বোপেতা চ তদ্বর্ণনাৎ । ৩০ *

একস্তাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তিয়োগাৎ উপপত্ততে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চঃ ইতি উক্তম্ । তৎ পুনঃ কথম্ অবগম্যতে বিচিত্রশক্তিয়ুক্তং পরং ব্রহ্ম ইতি ? তৎ উচ্যতে—

“সর্বোপেতা চ তদ্বর্ণনাৎ । সর্বশক্তিয়ুক্তা চ পরা দেবতা ইতি অভ্যুপগম্যব্যম্ । কুতঃ, তদ্বর্ণনাৎ । ওথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্বশক্তিয়োগং পরস্তা দেবতায়্যাঃ—

“সর্বকর্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিন্দ্রম্ অভ্যাত্তোহবাক্যানাদরঃ” (ছাঃ উঃ ৫:১৪/৪)

“সত্যকামঃ সত্যসম্বন্ধঃ” (ছাঃ উঃ ৮:৭/২) “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” (যুগঃ উঃ ১১/১২)

“এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিশ্বতো তিষ্ঠতঃ ।” (রূঃ উঃ ৩৮/১২)

ইত্যেবংজাতীয়কাঃ । ৩০

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—যদি বল, নানাবিধ শক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিচিত্র সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে বিনিধ

* এখানে “সর্বোপেতা” এই প্রথমস্ত পদ থাকায় ইহা অধিকংগাহক হুই হইয়াছে। রামানুজমতে এটা পূর্বাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত হুইবে। শাক্তমতে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করিবার পক্ষে হেতু এই যে, পূর্বের “বপকদোষাজ্ঞ” হুইবে অন্তিম চকানের পর ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার বাস্তবিক অংশসূত্রপ্রকরণে দেখা যায়। কারণ তথ্য—“সংস্কারপরাধর্ম্মাৎ তদভাবাভিলাপাৎ চ” হুইবে পর “তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ” হুইয়া পৃথক্ অধিকরণারম্ভ হয় নাই। ইহার উক্তর শাক্তমতে এই যে, এই হুইয়া “তৎ” শব্দদ্বারা আরম্ভ করায় পূর্বাধিকরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্বন্ধ। সর্বোপেতা শব্দে সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার পর ইহা পূর্বের “কৃত্তপ্রসক্তাধিকরণের” অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উচিত নহে। তাহার কারণ, কৃত্তপ্রসক্তি অধিকরণ পূর্বরূপ হুইবারা অন্তর্ভুক্ত, আর তাহাতে জগৎপ্রভৃৎ সমর্থিত এবং ইহাতে সর্বশক্তিমান সমর্থিত। এই দুইটি অত্যন্ত পৃথক্ বিচার।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও মাধারী)

বিকরণায়ৈতি চেৎ তদুক্তম্ । ৩১

[সিংহঃ]

ভাষ্যমুবাদ ।

শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ কি? সেই জ্ঞান বলিতেছেন—ব্রহ্ম সর্বশক্তিমৎ; কারণ “সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিচিত্র শক্তিব্যোমবশতঃ অর্থাৎ নানাবিধ শক্তি থাকায় নানাবিধ সৃষ্টিসমূহ হইতে পারে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যদি বল, পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিব্যুক্ত ইহা কি করিয়া জানা যায়? সেইজ্ঞান “সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ” এই সূত্র বলিতেছেন। পরাদেবতা সর্বশক্তিব্যুক্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান্, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন? যেহেতু শ্রুতিতে তাহা দেখা যায়। পরাদেবতার সর্বশক্তিব্যোগ অর্থাৎ পরমেশ্বর যে সর্বশক্তিমান্, শ্রুতি তাহা দেখাইতেছেন। যথা—

“সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদম্ অভ্যাস্তো অবাকী অনাদরঃ”

তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস এবং এই জগতের সকল দিকে অভ্যাস্তঃ অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং অবাকী অর্থাৎ বাক্যশূন্য, এবং অনাদর অর্থাৎ নিক্রম।

“সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”

অর্থাৎ তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প;

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”

অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যভাবে সব জানেন, এবং সর্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষভাবে সব জানেন।

“এতস্ত না অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিশ্বভৌ তিষ্ঠতঃ”

অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষর অর্থাৎ পরমেশ্বরের শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিশ্বত বহিয়াছেন অর্থাৎ আকাশে বস্তুমান রহিয়াছেন—ইত্যাদি।

ভাস্তী ।

বিচিত্রশক্তিমন্ত্ৰম্ উক্তং ব্রহ্মণঃ, তত্র শ্রুতাপস্তাসপরাং সূত্রম্—সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ । ৩০

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

মায়াশক্তিমদব্রহ্মণঃ জগৎ সর্গঃ বহতঃ সমধরস্য অশরীরস্ত ন মায়া ইতি জ্ঞায়েন বিরোধসঙ্গেহে সঙ্গতিম্ আহ—“বিচিত্রে”তি । অন্ত্যায়মাধিকরণে তু (ব্রঃ সূঃ ১২।১৮) অবিশ্রোপাচ্ছিত্ত্বমবধে জগৎব্রহ্মণোঃ সিদ্ধে শরীরহিতস্তাপি নিয়ন্তৃৎসম্ভব উক্তঃ, ইহ তু অশরীরস্ত অবিজ্ঞা এব আঙ্গিপাতে ইতি ভেদঃ । ৩০

ভাস্তীর অনুবাদ ।

ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিমন্ত্ৰ আছে অর্থাৎ নানাবিধ শক্তি আছে—ইহা বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে শ্রুতির উপস্থাপনের সূত্র, অর্থাৎ শ্রুতি উল্লেখ কবিরার জ্ঞান সূত্র—“সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ” । ৩০

শাকরভাষ্যম্ ।

বিকরণায়ৈতি চেৎ তদুক্তম্ । ৩১ *

শ্রাদেতৎ বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং—

“অচক্ষুঃশ্রোত্রমবগমনঃ” (ব্রঃ উঃ ৩।৮।৮) ইত্যেবং জাতীয়কম্ ।

কথং সা সর্বশক্তিব্যুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ? দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্বশক্তি-
মুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তন্মৈ তন্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তঃ বিজায়ন্তে ।

কথং চ “নেতি নেতি” ইতি প্রতীষিদ্ধসর্ববিশেষায়্যাঃ দেবতায়্যাঃ সর্বশক্তিব্যোগঃ
সম্ভবেৎ ইতি চেৎ? যৎ অত্র বক্তব্যং তৎ পুরস্তাৎ এব উক্তম্ । শ্রুত্যবগাহম্বেদ ইদম্
অতিগম্ভীরং ব্রহ্ম ন তর্ক্যবগাহম্ । ন চ যথা একস্ত সামর্থ্যং দৃষ্টং, তথা অস্ত্যাপি সামর্থ্যেন

* এ সূত্রটিতে “তদুক্তম্” এই প্রথমস্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণীয়ক সূত্র নহে। কারণ, “তদুক্তম্” পদদ্বারা সর্বোক্তের
স্মরণ করা হইয়াছে। পূর্বোক্তস্মরণে ইহার প্রাধান্ত থাকিল না, এজন্য ইহা প্রারম্ভ অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্রই হইতেছে। অধ্যায়
বা পাদান্তে না হইলে “ইতি চেৎ”-যুক্তি সূত্র অধিকরণীয়ক হয় না। যেহেতু ইহা প্রারম্ভ অধিকরণেরই উপর সংস্পর্শক সিদ্ধান্তের
বোধক ।

(ইহম্ অপরীত ইহলেও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম)

[বিকরণশাস্তিঃ চেৎ তদুত্তম্ । ৩১]

[সিঃ ৭ঃ]

পাশ্চাত্যম্ ।

ভবিতব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি ইতি । প্রতিষিদ্ধসর্ববিশেষস্তাপি ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতি ইতি । এতদপি অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপপত্ত্যসেন উক্তমেব । তথা চ শাস্ত্রঃ—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ । (শ্বেঃ উঃ ৩।২)

ইতি অকরণস্তাপি ব্রহ্মণঃ সর্বসামর্থ্যযোগঃ দর্শয়তি । ৩১। ইতি দশমং সর্বোপেতাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুসারঃ ।

সূত্রার্থ—যদি বল, ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত হইলেও বিকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শূন্য বলিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না ; তাহা হইলে ইহার উত্তর “দেবাদিবদপি” এই সূত্রে বলা হইয়াছে ।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা যদি বল, শাস্ত্র পরমেশ্বরকে বিকরণ অর্থাৎ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই—ইহা বলিতেছেন, যথা—

অচক্ষুঃকম্ অশ্রোত্রম্ অবাচ্ অমনঃ (বৃঃ উঃ ৩।৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মের চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, মনঃ নাই, ইত্যাদি ।

আচ্ছা, সেই দেবতা অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সর্বশক্তিযুক্ত হইলেও কি করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন ? কেন না, দেবতা প্রভৃতি চেতন ও সর্বশক্তিমান হইয়াও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আন্তরিক-কার্য্য-করণযুক্ত হইয়াই সেই সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ইহা জানা যায় । অর্থাৎ মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাযাত্র ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ইহা জানা যায় ।

যদি বল—“নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা, নহে, ইহা নহে—ইত্যাদি প্রতিদ্বারা প্রতিষিদ্ধসর্ববিশেষ-দেবতার অর্থাৎ যে দেবতার সকল প্রকাব বিশেষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সর্বশক্তি-যোগ অর্থাৎ সর্বশক্তিযুক্ত হওয়া কি কবিয়া সম্ভব হয় ? তাহা হইলে বলিব—এখানে যাহা উক্তের বক্তব্য তাহা পূর্বেই “দেবাদিবদপি লোকে” এই সূত্রে বলা হইয়াছে । অর্থাৎ অতিগম্য অর্থাৎ অতিদুর্যোগ ব্রহ্মবস্তুর প্রতির অবগাহ্য হয়, অর্থাৎ একমাত্র প্রতিদ্বারাই বোধগম্য হয়, তর্কাবগাহ্য হয় না, অর্থাৎ তর্কদ্বারা বোধগম্য হয় না । আর একজনের যেরূপ সামর্থ্য দেখা গিয়াছে, সেইরূপ অন্তরেরও সামর্থ্য হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই । প্রতিষিদ্ধসর্ববিশেষ ব্রহ্মের অর্থাৎ যে ব্রহ্মের সমস্ত বিশেষ অর্থাৎ দেহাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারও সর্বশক্তিযুক্ত হওয়া সম্ভব হয় । ইহাও অবিচ্ছিন্নকল্পিত রূপভেদ উপপত্ত্যসদ্বারা অর্থাৎ রূপবিশেষ উল্লেখ দ্বারা পূর্বেই বলিয়াছি । শাস্ত্রেও আছে—

অপাণিপাদঃ জবনঃ গ্রহীতা পশ্চতি অচক্ষুঃ স শৃণোতি অকর্ণঃ

অর্থাৎ পরমেশ্বরের হাত নাই, পা নাই অথচ তিনি গমন করেন, গ্রহণ করেন, তাঁহার চক্ষুঃ নাই অথচ দর্শন করেন, তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ।

এই প্রকারে অকরণ ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদিবিহীন হইলেও তাঁহার সর্বসামর্থ্যযোগ অর্থাৎ সর্ববিধ সামর্থ্য আছে—ইহা দেখাইতেছেন । ইহাই সর্বোপেতাধিকরণ নামক দশম অধিকরণ । ৩১

ভান্ডারী ।

‘এতৎ আপেক্ষসমাধানপরং সূত্রম্ । কুলালাদিভ্যাঃ তাবৎ বাহ্যকরণাপেক্ষেভ্যাঃ দেবাদীনাং বাহ্যানপেক্ষাগাম্ আন্তরকরণাপেক্ষস্বপ্তীনাং প্রমাণেন দৃষ্টঃ যথা বিশেষঃ ন অপহোতুং শক্যঃ, যথা তু জাগ্রৎসৃষ্টেঃ বাহ্যকরণাপেক্ষায়াঃ তদনপেক্ষান্তরকরণমাত্রসাধ্যা দৃষ্টা স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ অশক্যা অপহোতুম্, এবং সর্বশক্তেঃ পরন্তাঃ দেবতাসাং আন্তরকরণানপেক্ষায়াঃ জগৎসর্জনঃ জ্ঞানমাণং ন সামান্যতঃ দৃষ্টমাত্রেন অপহুবম্ অর্হতি ইতি । ৩১ ইতি দশমং সর্বোপেতাধিকরণম্ ।

বৈদ্যকল্পিতঃ ।

তদুত্তম্ ইতি এতৎ “দেবাদিবদপি” ইতি (বৃঃ অঃ ৩।১২৮) সূত্রোক্তিপর্যন্তেন ব্যাচ্যে “কুলালাদিভ্যাঃ” ইতি । “আন্তরৈচক্য” (বৃঃ পৃঃ ৩।১২৮) ইতি সূত্রোক্তিপর্যন্তেন ব্যাচ্যে—“যথা তু” ইতি । শক্তিমন্তঃ দেবতাসাং বস্তুনি শরীরিণঃ, তথাপি বাহ্যসাধন-নপেক্ষাঃ । যদি তু তত্র দৃষ্টঃ শরীরিণঃ শক্তিমন্তঃ ব্রহ্মণি আপাশ্বেত, তর্হি কল্পেণ কুলালাদিহ দৃষ্টঃ বাহ্যসাধনাপেক্ষঃ দেবাদিহ ঐপি আপাশ্বেত ইতি প্রতিবল্যা প্রবেশজ্ঞাবনা উক্তা । “জ্ঞানমাত্রম্ ইতি” প্রমাণম্ উক্তম্ । ৩১ ইতি দশমং সর্বোপেতাধিকরণম্ ।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও মায়াবী)

[বিকরণাশ্লোকে চেৎ তদুক্তম্ ১৩১]

[সিঃ ২ঃ]

ভাস্তরী অমুবাচ ।

এই সূত্রটি আক্ষেপসমাধানপর অর্থাৎ আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি ও তাহার সমাধান করিবার জ্ঞাত । কুস্তকাব প্রভৃতি যাহা বাহ্যিক করণ অর্থাৎ হতপদাদি বহিরিঙ্গিয়কে অপেক্ষা করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহার বহিরিঙ্গিয়কে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অন্তঃকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করেন, সেই দেবতাপ্রভৃতির যে বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য আছে, তাহা শাস্ত্রাদিপ্রমাণদ্বারা দেখা গিয়াছে, অতএব তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না ; এবং বহিরিঙ্গিযেব সাহায্যে জাগরিত অবস্থায় যে ঘটাদির সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে অল্পপ্রকার—বহিরিঙ্গিযের সাহায্য না লইয়া কেবল অন্তঃকরণদ্বারা স্বপ্নকালে রথাদিসৃষ্টি দেখা যায়, তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না, এইরূপ সর্বশক্তিমান্ পবমেশ্বরও অন্তঃকরণের অপেক্ষা না কবিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, ইহা শ্রুতিতে দেখা যায় । কেবল সাধাবণ দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা অস্বীকার করা উচিত নহে । ১৩১ ইহাই সর্বোপেতাধিকরণ নামক দশম অধিকরণ ।

দশম অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

ঈশ্বর অশরীরী হইলেও তিনি মায়াবী বলিয়া তাঁহাতে সবই সম্ভবপূর্ব হয় । ইহাই এই অধিকরণেব তাৎপৰ্য্য । ইহাতে দুইটা সূত্র আছে এবং দুইটাই সিদ্ধান্ত সূত্র । যথা—

১। সর্বোপেতা চ তদুদ্যমঃ ১৩০

২। বিকরণস্য ন ইতি চেৎ তদুক্তম্ ১৩১

প্রথম সূত্রে বলা হইল—সেই পরদেবতা ব্রহ্ম সর্বোপেতা সর্বশক্তিযুক্ত, যেহেতু “তাহাব দর্শন” করা হয়, অর্থাৎ শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায় ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—যদি কেহ বলে, তাহাব করণ নাই বলিয়া কোন কাৰ্য্য করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে বলিব—করণ না থাকিলেও তাহা সম্ভব । যেহেতু সেইরূপই শ্রুতিমধ্যে দৃষ্ট হয় ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণ সঙ্গতি—আক্ষেপ । পূর্ব অধিকরণে নিরবয়ব ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা বলা

হইয়াছে, কিন্তু যাহার শরীর আছে তাহারই মায়া হয়, যাহার শরীর নাই, তাহার মায়া হয় না, অতএব অশরীরি ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, এই আক্ষেপ-সঙ্গতি-বশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।

২। বিষয়—মায়াশক্তিযুক্ত নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসম্বন্ধটি বিষয় ।

৩। সংশয়—যাহার শরীর নাই তাহার মায়া থাকে না, এই ত্রায় দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহাই সংশয় ।

৪। পূর্বপক্ষ—

“যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্বোহপি শরীরিণঃ ।

অশরীরস্ত মায়াত্বং ন ব্যাপকনিবৃত্তিতঃ” ॥

অর্থাৎ জগতে যাহাদিগকে মায়াবী বলিয়া দেখা যায়, তাহারা সকলেই শরীরযুক্ত হয়, যাহার শরীর নাই, সে ব্যক্তি মায়াবী হইতে পারে না ; কারণ, ব্যাপক-শরীর না থাকায় ব্যাপ্য-মায়া থাকিতে পারে না । অতএব নিরবয়ব ব্রহ্ম মায়া থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টিকর্তৃ হইতে পারেন না । অতএব উক্ত সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইল—ইহা পূর্বপক্ষ ।

৫। সিদ্ধান্ত—

“বাহুহেতুযুক্তে যতঃ মায়ায়া কাৰ্য্যকারিতা ।

অতেহপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্ত প্রমাণতঃ” ॥

ন প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণং নাম
একাদশম্ অধিকরণম্ ।
(ইব্বের প্রয়োজন বিনা বৃষ্টি সম্ভব)

ন প্রয়োজনবদ্ধাৎ । ৩২

[পৃঃ ২ঃ]

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য ।

অর্থাৎ বাহ্যিক কোন হেতু না থাকিলেও যেমন মায়াবী কেবল মায়াদ্বারা কার্য করিয়া থাকে, এইরূপ দেহ ন থাকিলেও ব্রহ্মে মায়া থাকিবে । কারণ, ইচ্ছা মায়াভিঃ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার প্রমাণ আছে । মায়াবিগণ যদিও শরীরযুক্ত হয়, তথাপি তাহারা বাহ্যিক কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া কার্য করিতে পারে, কিন্তু কুস্তকার প্রভৃতি তাহা পারে না । কুস্তকার ও মায়াবীর যেমন এই পার্থক্য আছে, এইরূপ শরীর ব্যতীতও ব্রহ্মে মায়া থাকিবে । আর যদি মায়াবী মাত্রকেই শরীরযুক্ত দেখা যায় বলিয়া, এবং ব্রহ্ম মায়াবী বলিয়া তাহারও শরীর আছে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলে কুস্তকার প্রভৃতিতে বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা করিতে দেখিয়া মায়াবীতেও বাহ্যিকসাধনোপেক্ষিত্বের আপত্তি হইতে পারে । আর যদি বল—মায়াবীতে বাহ্যিক কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মায়াদ্বারা কার্য করিতে দেখিতে পাই বলিয়া মায়াবীতে এরূপ অনুমান করা উচিত নহে । তাহা হইলে শরীর না থাকিলেও ব্রহ্মে মায়াশক্তি আছে, ইহা শ্রুতি-প্রমাণবশতঃ সিদ্ধ হইয়াছে, যথা—“ন তস্মৈ কার্য্যং করণং চ বিদ্বতে”, “পরাস্মৈ শক্তিবিবর্ধৈব জায়তে” ইত্যাদি । অতএব ইহা উভয়েরই সমান ।

৬। ফলশেদ—পূর্বপক্ষে ত্রায়বিরোধে সময় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে ত্রায়ের সহিত অবিরোধে তাহা সিদ্ধ ।

এই দশম অধিকরণটা ভারতীতীর্থ মুনি যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা এই—

নাশরীরস্য মায়াস্তি যদি বাস্তি ন বিদ্বতে ।

যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বৈহপি শরীরিণঃ ॥

বাহ্যহেতুযুক্তে যদবদ্বায়য়া কার্য্যাকারিতা ।

অতঃপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্ত প্রমাণতঃ ॥

অর্থ অশরীরস্য মায়া ন অস্তি, যদি বা অস্তি ? ন বিদ্বতে । লোকে যে হি মায়াবিনঃ তে সর্ব্বৈহপি শরীরিণঃ । বাহ্যহেতুযুক্তে যদবদ্বায়য়া কার্য্যাকারিতা, এবং দেহম্ স্বতে অপি প্রমাণতঃ ব্রহ্মণি মায়া জন্ত ।

শাস্ত্ররচয়িত্বম্ ।

ন প্রয়োজনবদ্ধাৎ । ৩২ *

অনুগ্রহা পুনঃ চেতনকর্তৃত্বং জগত আক্ষিপতি । ন খলু চেতনঃ পরমাত্মা ইদং জগদ্বিষ্ণুঃ বিরচয়িতুম্ অর্হতি ; কৃতঃ ? প্রয়োজনবদ্ধাৎ প্রবর্ত্তীমাম্ । চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্ব-কারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানঃ, ন মনোপক্রমাম্ অপি তাবৎ প্রবৃত্তিম্ আত্মপ্রয়োজনানুপ-যোগিনীম্ আরভমাণঃ দৃষ্টঃ । কিমুত গুরুতরসংরস্তাম্ । ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধানু-বাদিনী শ্রুতিঃ—

“ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,

আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি” । (বৃঃ উঃ ২।৪।৫) ইতি

গুরুতরসংরস্তা চ ইয়ং প্রবৃত্তিঃ যৎ উচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিষ্ণুঃ বিরচয়িতব্যম্ । যদি ইয়ম্ অপি প্রবৃত্তিঃ চেতনস্য পরমাত্মনঃ আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যত, পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ অঙ্গমাণং বাধ্যত । প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোহপি স্ম্যৎ ।

অথ চেতনোহপি সন্ উদ্ভূতঃ বুদ্ধ্যপরাধাৎ অন্তরেণৈব আত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানঃ

* “ন” এই শব্দমাত্র পদ থাকায় ইহা অধিকরণাত্মক হয় হইয়াছে । পূর্ব্বপক্ষে “তদ্বত্তম্” পদদ্বারা তৎপূর্ব্ববৃত্তিপ্রণয়নার্থ অধিকরণ পেরের সূচনা করা হইয়াছে । এক্ষণে এখানে “ন”পদদ্বারা পূর্ব্ব অধিকরণাত্মক হইল বলা হইল । যদি বলা হয় “নেতরঃ অনুপপত্তেঃ” এখানে “ন” থাকায় অধিকরণ আরম্ভক হয় নাই কেন ? তাহার উত্তর এই যে, এখানে “তদ্বত্তম্” পদদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে ।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[ন প্রয়োজনবদ্ধাৎ ১৩২]

খঃ ২ঃ]

শাস্ত্রসংবাদঃ ।

দৃষ্টঃ, তথা পরমাত্মাহপি প্রবর্তিস্থিতে ইতি উচ্যেত । তথা সতি সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মনঃ শ্রয়মাণঃ বাধ্যত । তস্মাৎ অস্মিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিঃ ইতি ১৩২

ভাষ্যসংবাদঃ ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তৃ, বেদান্তের এই মত ঠিক নহে; কারণ, যাহার প্রয়োজন থাকে, তিনিই কোন কাৰ্য্য করেন, কিন্তু ব্রহ্ম সর্বদা পরিতৃপ্ত বলিয়া তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই । অতএব ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তৃ নহেন । ইহা পূর্বপক্ষ ।

ভাষ্যার্থ—অত্র প্রকারে পুনর্বার জগতের কর্তৃত্ব আক্ষেপ করিতেছেন, অর্থাৎ চেতন পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা—এই মতের উপর আপত্তি করিতেছেন । নিশ্চয়ই চেতন পরমাত্মা এই জগদ্বিশ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান এই মিথ্যা জগৎকে, রচনা করিতে পারেন না; কেননা, প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োজনবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিমান্ত্রই সপ্রয়োজন—প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না । কারণ, লোক মধ্যে বুদ্ধিপূর্বকারী প্রবর্তমান কোন চেতন পুরুষ, আত্মপ্রয়োজনের অল্পপযোগী মন্দোপক্রমবিশিষ্ট প্রবৃত্তিও আরম্ভ করে—এরূপ দেখা যায় না, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিপূর্বক কাৰ্য্য করেন, এমন কোন চেতন পুরুষ কোন কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মন্দোপক্রম অর্থাৎ অতি অগ্ন্যাসসাধ্য চেষ্টাও যদি নিজের প্রয়োজনের উপযোগী না হয়, তাহা হইলে, তাহা আরম্ভ করেন—এরূপ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না । গুরুতরসংরম্ভা অর্থাৎ বহু অগ্ন্যাসসাধ্য প্রবৃত্তির অর্থাৎ চেষ্টার কথা আর কি বলিব? এ বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারের মত শ্রুতিও আছে, যথা—

ন বা অরে সর্বশ্চ কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ।

ইহার অর্থ—অরে মৈত্রেয়ী! সকলের কামের জন্ত অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্ত সকলে প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজের কামের জন্ত অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্ত সকলে প্রিয় হয় ।

আর এই প্রবৃত্তি গুরুতরসংরম্ভা অর্থাৎ অতিশয় শ্রমসাধ্য, যাহার দ্বারা উচ্চাচ প্রপঞ্চ অর্থাৎ ছোট বড় নানাপ্রকারের সমষ্টিরূপ জগদ্বিশ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করা যাইবে । আর যদি এই প্রবৃত্তিও চেতন পরমাত্মার নিজের প্রয়োজনের উপযোগী বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে শ্রয়মাণ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে “পরমাত্মার পরিতৃপ্ততাব” অর্থাৎ “তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই” এই যে ভাব, ইহা বাধিত হয় । আর যদি প্রয়োজনের অভাব হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিরও অভাব হইবে ।

আর যদি বল—চেতন হইয়াও উন্নত ব্যক্তি, বুদ্ধির অপরাধবশতঃ অর্থাৎ বিবেচনা না থাকায় আত্মপ্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাও প্রবৃত্ত হইবেন? তাহা হইলে পরমাত্মার শ্রয়মাণ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ সর্বজ্ঞ ইত্যাদি, তাহা বাধিত হইবে । অতএব চেতন হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা অস্মিষ্ট অর্থাৎ অসঙ্গত ১৩২

ভাস্তী ।

ন তাবৎ উন্নতবৎ অশ্রু মতিবিভ্রমাৎ জগৎপ্রক্রিয়া, ভ্রান্তশ্চ সর্বজ্ঞত্বানুপপত্তেঃ, তস্মাৎ প্রেক্ষাবতা অনেন জগৎ কর্তব্যম্ । প্রেক্ষাবতশ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহার-প্রয়োজনা সতী ন অপ্রয়োজনা অগ্ন্যাসসাপি সম্ভবতি, কিং পুনঃ অপরিমেয়ানেকবিধোচ্চাচ-প্রপঞ্চজগদ্বিভ্রমবিরচনা মহাপ্রয়াসা; অতএব লীলাপি পরাস্তা । অগ্ন্যাসসাধ্যাহি সা । ন চ ইয়ম্ অপি অপ্রয়োজনা, তস্মাৎ অপি মুখপ্রয়োজনবদ্ধাৎ । তাদর্থ্যেন বা প্রবৃত্তৌ তদভাবে কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ, পরেবাং চ উপকার্যাণাম্ অভাবেন তত্পকারায়া অপি প্রবৃত্তেঃ অযোগাৎ । তস্মাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবস্তয়া ব্যাপ্তা, তদভাবে অনুপপত্তা ব্রহ্মোপাদানতাং জগতঃ প্রতিক্ৰিপতি, ইতি প্রাপ্তম্ ১৩২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

পরিতৃপ্তাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্ববাদিসম্বরণস্ত ব্রহ্ম ন বিনা প্রয়োজনে ন সৃজতি অজ্ঞাতচেতনত্বাৎ সম্ভবৎ ইতি ভ্রাতেন বাধনশেষে পূর্বম্ সর্বশক্তি ব্রহ্ম ইতি উক্তম্, তর্হি শক্ত্যাপি প্রয়োজনাত্তিসম্ব্যত্বাৎ অকর্তৃত্বম্ ইতি পূর্বপক্ষম্ আহ—“ন তাবৎ” ইত্যাদিনা ।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ । ৩৩

[সি: ৭:]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

"তাদর্শোন" সুপার্বাণে, প্রবৃত্তৌ প্রবৃত্তে: আক্ সুখাভাবে সতি কৃত্যার্থানুগপাভে: ইত্যর্থ: । অবিদ্যোগহিতজীবান্ করণে অপিধায় অনুগ্রাহ্যভাবে উক্ত: । ৩২

ভাস্করীর অনুবাদ ।

উন্নতের জায় ইহার, অর্থাৎ পরমাত্মার মতিভ্রমবশত: জগৎপ্রক্রিয়া হয় নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম পাগলের মত বুদ্ধিবিভ্রমবশত: জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কারণ, ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্বজ্ঞত্ব অল্পপন্ন হয়, অর্থাৎ ভ্রান্তব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। অতএব প্রেক্ষাবান্ ব্রহ্মকর্তৃক অর্থাৎ বিশেষবিবেচনাসম্পন্ন ভগবৎকর্তৃক জগৎ সৃষ্টি করা উচিত। আর প্রেক্ষাবান্ অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যে প্রবৃত্তি, তাহা নিজের এবং পরের হিতপ্রাপ্তি এবং অহিতপরিহাররূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়ায় তাহা যে অপ্রয়োজন এবং আল্লায়াসসাধ্য হইবে, ইহা যখন সম্ভব নহে, তখন অপরিমেয় অনেকবিধ উচ্চাচগ্রপঞ্চস্বরূপ এই জগদ্বিভ্রম অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের সমষ্টিস্বরূপ এই ভ্রমরূপ জগদ্রচনা করিবার জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহা যে মহাপ্রয়াসস্বারা সম্পন্ন হইবে, তাহা আর কি বলিব? এই কারণে, লীলাও পরাত হইল, অর্থাৎ এই জগদ্রচনার প্রবৃত্তি যে পরমাত্মার লীলাবিশেষ, তাহাও নিবারণ করা হইল; কারণ, লীলা আল্লায়াসসাধ্য অর্থাৎ অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর এই লীলাও যে অপ্রয়োজন, তাহা নহে, কারণ, তাহারও স্তম্ভপ্রয়োজনবস্তু আছে, অর্থাৎ তাহারও স্তম্ভরূপ প্রয়োজন থাকে। আর তদর্শই প্রবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ স্তম্ভের জন্ত প্রবৃত্তি হইলে স্তম্ভের অভাবে অর্থাৎ স্তম্ভ না পাওয়া যাইলে কৃত্যার্থের অনুপপত্তি হয়, এবং উপকার্য্য অপরের অভাবে অর্থাৎ যাহাদেব উপকার করা হইবে, এরূপ অস্ত্র কেহ না থাকায়, তদুপকার্য্যপ্রবৃত্তিরও অযোগ্য হয়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরোপকার করা হইবে, এরূপ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি, প্রয়োজনবস্তুর দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সপ্রয়োজনই হইয়া থাকে, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, ব্যাপকভাবেবশত: ব্যাপ্যভাবে সিদ্ধ হয়। উক্ত প্রয়োজনবস্তব্যাপ্ত প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি জগতেব ব্রহ্মোপাদানতাকে, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ এই মতকে, প্রতিক্ষেপ অর্থাৎ নিবারণ করিতেছে—এই পূর্বপক্ষ পাওয়া গেল। ৩২

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ । ৩৩ *

তু শব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি । যথা লোকে কন্তুচিৎ আদৌষণস্ত রাজ্ঞ: রাজামাত্যস্ত বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনম্ অনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপা: প্রবৃত্তয়: ক্রীড়া-বিহারেষু ভবন্তি, যথা চ উচ্ছ্বাসপ্রাশাসাদয়: অনভিসন্ধায় বাহুং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরস্তাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎপ্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তি: ভবিষ্যতি । ন হি ঈশ্বরস্ত প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং জায়ত: ক্রান্তিভ: বা সম্ভবতি । ন চ স্বভাব: পর্য্যায়যোক্তুং শক্যতে ।

যত্বেপি অস্মাকম্ ইয়ং জগদ্বিভ্রমরচনা গুরুতরসংরম্ভা ইব আভাতি, তথাপি পরমেশ্বরস্ত লীলা এব কেবলা ইয়ম্, অপরিমিতশক্তিহাৎ ।

যদি নাম লোকে লীলাস্তু অপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষ্যেত, তথাপি নৈব অত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামক্রান্তে: । নাপি অপ্ৰবৃত্তি: উন্নতপ্রবৃত্তি: বা, সৃষ্টিক্রান্তে: সর্বজ্ঞক্রান্তে: ।

ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়্য সৃষ্টিক্রান্তি:, অবিজ্ঞাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরহাৎ ব্রহ্মাস্ত্র-ভাবপ্রতিপাদনপরহাচ্চ, ইতি এতৎ অপি নৈব বিন্দ্যৰ্ভব্যম্ । ৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণম্ ।

* এহলে "লীলাকৈবল্যম্" এই প্রথমস্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণান্তক হইতে হওয়া উচিত, কিন্তু "তু"শব্দদ্বারা পূর্বপক্ষ নিবেদন করার এবং পূর্বে যে পূর্বপক্ষস্বত্বটি গিয়াছে, তাহাতেই অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহা পৃথক অধিকরণান্তক হইল না ।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্ ১৩৩]

[সিঃ ২ঃ]

ভাষ্যমুদায়

সূত্রার্থ—পূৰ্ণপক্ষনিরাসের জন্ত তু শব্দ দিয়াছেন, লোকে যেমন রাজা প্রভৃতি বিনা প্রয়োজনে কেবল লীলা অর্থাৎ বিলাসরূপ কার্য্য করেন, দেখা যায়, অথবা খাস প্রখাস যেমন স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিচিত্র কার্য্যরচনা কেবল লীলামাত্র, কোন ফলের জন্ত নহে। রাজাদির কিছু ফল থাকিলেও নিত্যতৃপ্ত ব্রহ্মের তাহা হয় না, অতএব লীলামাত্র। ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

ভাষ্যার্থ—তু শব্দের দ্বারা আক্ষেপপরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ সূত্রকার পূৰ্ণসূত্রোক্ত আপত্তির নিরাস করিতেছেন। যেমন লোকমধ্যে কোন আশ্রয়ণ রাজা অর্থাৎ যাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ কোন বাজা বা রাজামাত্যের লীলা ব্যতিরিক্ত কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া ক্রীড়াবিহারাদিতে অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ বিহারক্ষেত্রসমূহে কেবল লীলারূপ প্রবৃত্তিসকল হইয়া থাকে, আর যেমন উজ্জ্বল অর্থাৎ নিঃখাস ও প্রখাসাদি বাহ্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া কেবল স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে, এইরূপ ঈশ্বরেরও অজ্ঞ কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশতঃই কেবল লীলারূপ প্রবৃত্তি হইবে। ঈশ্বরের অজ্ঞ কোন প্রয়োজন নিরূপণ করা হইলে যুক্তি ও শ্রুতিবশতঃ তাহা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যুক্তি ও শ্রুতি তাহার বিরুদ্ধ হয়, আর স্বভাবকে পর্যালোচনা করিতে অর্থাৎ কোন দোষ দিতে পারা যায় না।

যদিও আমাদের পক্ষে এই জগদ্বিষয়চর্চা করা গুরুতরসংরম্ভের ভ্রায় আভাত হয়, অর্থাৎ গুরুতর প্রয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের পক্ষে তাহা কেবল লীলামাত্র; কারণ, তাঁহার শক্তি অপরিমিত।

যদি লোকে লীলাতেও কিছু স্থল প্রয়োজন উৎপ্রেক্ষা করা হয়, অর্থাৎ আছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলেও এখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে—ইহা উৎপ্রেক্ষা করিতে পারা যায় না; কারণ, আশুকায শ্রুতি আছে, অর্থাৎ তিনি আশুকাম, অর্থাৎ তাঁহার কামনার বস্ত্র সর্বদাই প্রাপ্ত আছে, ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। আর ঈশ্বরের প্রবৃত্তি নাই, অথবা পাগলের মত তাঁহার প্রবৃত্তি—ইহাও মনে করা যায় না; কারণ, সৃষ্টিশ্রুতি ও সর্বজ্ঞশ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। আর সৃষ্টিবিষয়ে যে শ্রুতি আছে—তাহা, পরমার্থবিষয় নহে; অর্থাৎ যথার্থ সৃষ্টিবিষয়ক নহে। কারণ, এই সৃষ্টিশ্রুতি অবিজ্ঞাবল্লিত নাম ও রূপেব ব্যবহারবিষয়ক এবং ব্রহ্মস্বভাবপ্রতিপাদনপর অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা ইহা প্রতিপাদনের জন্ত—ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ৩৩ ইতি “ন প্রয়োজনবজ্ঞাদিকরণনামক” একাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভাষ্যমুদায়

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে “লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্”। ভবেৎ এতৎ এবং যদি প্রেক্ষাবৎ-প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবন্তয়া ব্যাপ্তা ভবেৎ। ততঃ তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত, শিংশপাশ্বমিব বৃক্ষতানিবৃত্তৌ, ন তু এতৎ অস্তি, প্রেক্ষাবত্যান্ অননুসংহিতপ্রয়োজনানাম্ অপি যাদৃচ্ছিকৌষু ক্রিয়ান্ প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। অত্থা “ন কুর্বাঁত বৃথা চেষ্টাম্” ইতি ধর্ম্মসূত্রকৃতাং প্রতিষেধঃ নিবিষয়ঃ প্রসজ্যেত।

ন চ উদ্ব্যস্তান্ প্রতি এতৎ সূত্রম্ অর্থবৎ; তেষাং তদর্থবোধতদনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ। অপি চ অদৃষ্টেহেতুকা ঔৎপত্তিকী খাসপ্রখাসলক্ষণা প্রেক্ষাবতাঃ ক্রিয়া প্রয়োজনানুসন্ধানম্ অন্তরেণ দৃষ্টা।

ন চ অস্ত্যাং চেতনস্তাপি চৈতন্যম্ অনুপযোগি, সম্প্রসাংদেহপি ভাবাদিতি যুক্তম্, প্রাজ্ঞস্তাপি চৈতন্যপ্রচ্যুতেঃ, অত্থা মৃতশরীরেহপি খাসপ্রখাসপ্রবৃত্তিপ্ৰসঙ্গাৎ। যথাচ স্বার্থ-পরার্থসম্পাদাসাদিত্যসমস্তকামানাং কৃতকৃত্যতয়া অনাকুলমনসাম্ অকামানাম্ এব লীলামাত্রাং সত্যপি অনুনিষ্পাদিনি প্রয়োজনে নৈব তদ্ব্যদেশেন প্রবৃত্তিঃ, এবং ব্রহ্মণোহপি জগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ন অনুপপন্না। দৃষ্টং চ যৎ অল্পবলবীৰ্য্যবুদ্ধীনাম্ অশক্যম্ অতিচুক্ৰং বা তৎ অশ্বেষাম্ অনল্পবলবীৰ্য্যবুদ্ধীনাং শূশকম্ ঈষৎকরং বা। ন হি বানরৈঃ মারুতিপ্রভৃতিভিঃ নগৈঃ ন বন্ধঃ নীরনিধিঃ অগাধঃ মহাসত্বানাম্। ন চৈব পার্থেণ শিলীমুঠৈঃ ন বন্ধঃ। ন চ অয়ং ন পীতঃ সংক্ষিপ্য চুলুকেন হেলয়া ইব কলশযোনিয়া মহামুনিয়া। ন চ অত্থাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্র-বিনিমিত্তানি মহাপ্রাসাদপ্রমদবনানি ক্রীমন্মৃগনব্বেদ্যাপাম্ অশ্বেষাং মনসাপি চুক্ৰরাগ্নি

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবন্তু লীলাটকবল্যম্ ৩৩]

[সিঃ পঃ]

ভাস্তী ।

নরেশ্বর্যগাম্ । তস্মাৎ উপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাৎ বা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতঃ মহেশ্বরস্য ইতি ।

অপিচ ন ইয়ং পারমাধিকী সৃষ্টিঃ, যেন অনুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপি তু অনাভাবিত্বা-
নিবন্ধনা । অবিজ্ঞা চ স্বভাবতঃ এব কার্যোন্মুখী, ন প্রয়োজনম্ অপেক্ষতে । ন হি দ্বিচ্ছালাত-
চক্রগন্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্ভিষ্টপ্রয়োজনাঃ ভবন্তি । ন চ তৎকার্য্যাঃ বিষয়ভয়কম্পাদয়ঃ
ষোৎপত্তৌ প্রয়োজনম্ অপেক্ষন্তে । সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগৎপাদাহতুঃ ইতি চেতনঃ জগদ-
যোনিঃ আখ্যায়তে ইতাহ—“ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়া” ইতি । অপিচ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি
তত্ত্বয়া * বিবক্ষন্তি আগমাঃ, অপি তু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্ । তথাচ সৃষ্টেঃ অনিবক্ষ্যায়াং তদাশ্রয়ঃ
দোষঃ নির্বিষয়ঃ এব ইত্যাশয়েন আহ—“ব্রহ্মাত্মভানে”তি ৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজন-
বদ্ধাধিকরণম্ ১১

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ন দৃষ্টঃ প্রয়োজনোদ্বেশলক্ষণঃ হেতুঃ অস্যাঃ ইতি অদৃষ্টহেতুকা । “উৎপত্তিকী” পুরুষস্য উৎপত্তিম্ হারত্যা প্রবৃতা । অদৃষ্টহেতুত্বস্য
বিবরণঃ “প্রয়োজনানুসন্ধানম্ অন্তরেণ” ইতি এতৎ । স্বাপাদৌ প্রয়োজনানুসন্ধিকল্পে স্বাসে সাধ্যাত্মবন্ধেতোঃ অপি চেতনকর্তৃত্বস্য
অভাবাৎ ন ব্যাভিচারঃ ইতি আশঙ্ক্য আত “ন চ অস্যাঃ” ইতি । ভাগ্যবাদৌ চেতনস্য জানতেহপি চেতনাম্ অস্যাঃ স্বাসাদিশ্রবণ্তৌ
অনুপযোগিঃ, যৎপুত্রহপি তস্যাঃ ভাবাৎ ইতি চ ন যুক্তম্, কৃতঃ ? প্রাজস্য যৎপুত্রস্য যপি স্বরূপচেতনাপ্রচুরেতঃ ইত্যর্থঃ ।

যদ্বক্তং লীলায়া যপি স্মখপ্রয়োজনবদ্ধাৎ ইতি, তত্রাহ—“নতাপি” ইতি । অনুদ্ভিষ্ট প্রয়োজনং ন কৰোতি ইতি সাধো তু অজ্ঞান-
চেতনতঃ লীলাকর্ত্তরি সবাভিচাবম্ ইত্যর্থঃ । নত্ৰ যৎ বহ্মায়ামসাধাং তৎপ্রয়োজনানুসন্ধিপূৰ্ণকম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ অধিমতা, তথাচ
ন লীলাদৌ ব্যাভিচারঃ, তত্রাহ—“দৃষ্টঃ চ” ইতি । তদপি অস্মদাভ্যুপগম্য জগৎ বহ্মায়ামসাধাঃ ভাতি, তথাপি ন ব্রহ্মপেক্ষয়া ইতি ন
প্রয়োজনানুসন্ধ্যাপাতঃ ইত্যর্থঃ । “নৈগৈঃ” পক্ষীভৈঃ হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ কৰ্ত্তৃভিঃ ন বন্ধঃ ইত্যর্থঃ । তৎ তদ্বি ইতি অর্থঃ । এতৎশকাৎ
নিদর্শনম্ । এবঃ নীবনিধিঃ সমুদ্রঃ । শিলীমূপৈঃ শটৈঃ ন বন্ধঃ । ন চ নীরনিধিঃ—ন পীতঃ, ইতি ঈষৎকরতঃ নির্দর্শনম্ । আচাৰ্য্য যো
মহীপতিঃ মহরাক্কাব তস্য নাম—“নুগ” ইতি । নিয়তনিমিত্তম্ অনপেক্ষা যদ্বা কদাচিৎ প্রবৃত্তাদয়ঃ যদৃচ্ছা, স্বভাবন্ত স এব যাবদন্ততাবী
যদ্বা স্বাসাদৌ । যদ্বক্তং ন তাবৎ উদ্ভবস্য ইব মতিবিক্রমাৎ জগৎ শাস্ত্রিকা ইতি, তত্র মাভূৎ উদ্ভবঃ ব্রহ্ম, ভবতি তু জীবাবিস্তারবিরূতঃ
জগদ্বিবর্ত্তাধিষ্টানং, তথাচ ন প্রয়োজনপথ্যমুযোগঃ সৃষ্টৌ ইতি সাহ—“অপিচ নেয়ম্” ইতি ।

জীবব্রাহ্মা পবঃ ব্রহ্ম জগদ্বীজমজ্জ্বলৎ । বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসুত্ৰমল্লগুণং ॥

প্রতিবিধগতাঃ পণ্ডনঃ স্বজ্ঞবদ্বাদিবিজিয়াঃ । পুমান্ ক্রীড়েৎ যদ্বা ব্রহ্ম তথা জীবব্রহ্মবিজিয়াঃ ॥

এবং বাচস্পতেলীলা লীলাসুত্ৰীয়মজ্জতিঃ । স্বভবতঃ সৃষ্টিঃ প্রতিবিষেণবাদিনাম্ ॥

বিস্তরণাং প্রয়োজনানুপেক্ষায়াম্ যপি তৎকার্য্যসা তদপেক্ষা দাত ইতি আকাশাদেঃ ভ্রমকার্য্যসা তদপেক্ষাম্ কাশঙ্ক্য আত “ন চ”
ইতি । নত্ৰ অবিজ্ঞায়া হেতুত্বে কথং ব্রহ্ম কাবণম্ অত আহ—“সা চ” ইতি । “চুবিভা” মিশ্রিতা, “নির্কল্লব” ইতি । বেদান্তপ্রতিপাত্তঃ
বিষয়ঃ অস্য দৃষ্টহেতু ন বর্ত্ততে ইতি তথা উক্তঃ ১৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণম্ ১১

ভাস্তীতব অনুবাদ ।

এইরূপে পূৰ্ণপক্ষ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রয়োজনবদ্ধব্যাপ্ত প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি জগতের ব্রহ্মোপাদানতাকে
নিবারণ কবে বলিয়া লোকবন্তু লীলাটকবল্যম্ এই সিদ্ধান্ত সূত্র বলিতেছেন । ইহা এইরূপ হইত,
অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—ইহা হইত, যদি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি
প্রয়োজনবদ্ধদ্বারা ব্যাপ্ত হইত, অর্থাৎ প্রয়োজন থাকিলে তবে প্রবৃত্তি হয়, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি
হয় না—এইরূপ যদি ব্যাপ্তি হইত, তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তিতে অর্থাৎ প্রয়োজনের অভাব হইলে প্রবৃত্তিরও
অভাব হইত, যেমন বৃক্ষ না থাকিলে শিশপাত্র থাকে না । কিন্তু ইহা নাই, অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকিলে
প্রবৃত্তি থাকে না—এইরূপ নিয়ম নাই । কেননা, অননুসংহিতপ্রয়োজন-প্রেক্ষাবানেরও অর্থাৎ যাহাদের কোন
প্রয়োজনের অনুসন্ধান অর্থাৎ জ্ঞান নাই, এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগেরও যাদৃচ্ছিক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায় ।
(নিয়মিত কোন কারণ না থাকিলেও হঠাৎ যে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে যাদৃচ্ছিক কার্য্য বলে) । তাহা
না হইলে “ব্রথা চেষ্টা করিও না”—ধর্ম্মসূত্রকার ঋষিগণের এই নিষেধ নির্বিষয় হইয়া পড়ে ।

আর উদ্ভবগণের পক্ষে এই সূত্র সার্থক হইবে না ; কারণ, তাহাদের তদর্থবোধ ও তাহার অনুষ্ঠান
অর্থাৎ ধর্ম্মসূত্রার্থবোধ ও সূত্রার্থের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে । আরও অদৃষ্টহেতু উৎপত্তিকী অর্থাৎ অদৃষ্টহেতুক

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবস্তু লীলাকৈবল্যম্ । ৩৩]

[সিং ৭ :]

ভাষ্যতীর্থ অম্বাধ ।

অর্থ্যৎ অদৃষ্টবশতঃ ঔৎপত্তিকী অর্থ্যৎ জন্মাবধি আরম্ভ হইয়াছে যে, প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়া, তাহা প্রয়োজনাত্মসন্ধান বাতীত হইয়া থাকে দেখা যায়, (শ্বাসপ্রশ্বাস জীবনযোনি যত্ন হইতে উৎপন্ন হয়) ।

আর ইহাতে, অর্থ্যৎ এই শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণ ক্রিয়াতে চৈতন জীবেরও চৈতন্য অর্থ্যৎ জ্ঞান উপযোগী নহে—কারণ, সম্প্রসাদেও অর্থ্যৎ স্মৃতিশক্তিকালেও ইহা থাকে—ইহা বলা ঠিক নহে, যেহেতু প্রাক্কেরও অর্থ্যৎ কারণশরীরী স্তম্ভ জীবেরও চৈতন্যের অপ্ৰত্যাতি থাকে, অর্থ্যৎ বিচ্ছেদ হয় না । তাহা না হইলে মৃত শরীরেও শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রসঙ্গ অর্থ্যৎ প্রাপ্তি হইয়া পড়ে । আরও যেমন স্বার্থ এবং পরার্থ অর্থ্যৎ নিজের প্রয়োজনীয় এবং অপরের প্রয়োজনীয় সম্পৎদ্বারা যাহাদের সমস্ত কাম অর্থ্যৎ কামাবস্তু আসাদিত অর্থ্যৎ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব কৃতকৃত্যতাবশতঃ অর্থ্যৎ কৰ্ত্তব্য কার্য সম্পন্ন হওয়া যাহাদের মনের ব্যাকুলতা নষ্ট হইয়াছে, এবং যাহাদের আর কোন কামনা নাই, তাহাদেরই কেবল লীলাবশতঃ অর্থ্যৎ বিলাসবশতঃ প্রয়োজন অন্তনিম্পাদি হইলেও, অর্থ্যৎ তাহা হইতে পরে যদি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও, সেই প্রয়োজনেব উদ্দেশ্যেই সেই প্রবৃত্তি হয় নাই । এইরূপ জগৎসৃষ্টিতে ব্রহ্মেরও প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নহে । দেখাও গিয়াছে, যাহাদের বল বীৰ্য্য ও বুদ্ধি অল্প, তাহাদের পক্ষে যে কার্য অশক্য, অর্থ্যৎ অসাধ্য অথবা অতিশয় দুষ্কর অর্থ্যৎ কষ্টসাধ্য, তাহা অনল্পবলবীৰ্য্যবুদ্ধি ব্যক্তিগণের অর্থ্যৎ যাহাদের বল বীৰ্য্য ও বুদ্ধি খুব অধিক, তাহাদের পক্ষে সূকর বা ঈষৎকর, অর্থ্যৎ সূসাধ্য অথবা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে । কাবণ, মহাসম্মত অর্থ্যৎ মহাবলবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষেও অগাধ অর্থ্যৎ অনতিক্রমণীয় নীচনিধি অর্থ্যৎ সমুদ্রকে মারুতি অর্থ্যৎ হনুমান প্রভৃতি বানরগণ, নগ অর্থ্যৎ পৰ্ব্বত দ্বারা বন্ধন করে নাই যে, তাহা নহে । আর এই সমুদ্রকে অৰ্জুন শিলিমুখ অর্থ্যৎ বাণের দ্বারা বন্ধন করেন নাই যে, তাহা নহে, এবং মহামুনি কলশযোনি অগস্ত্যা এই সমুদ্রকে সংক্ষেপ করিয়া অর্থ্যৎ ক্ষুদ্র করিয়া হেলায় অর্থ্যৎ অনায়াসেই চলুকদ্বারা অর্থ্যৎ গভুঘ কবিতা পান করেন নাই যে, তাহা নহে । আব আজও শ্রীমান্ নৃগপ্রভৃতি মহারাজগণের মহাপ্রাসাদ অর্থ্যৎ বিবট অট্টালিকা ও প্রমদবনসমূহ অর্থ্যৎ বাগানবাড়ী সকল, যাহা অজ নরেশ্বরগণের মনে মনে কল্পনা করাও দুষ্কর, তাহা লীলামাত্রই নির্মিত হয়, ইহা দেখা যায় না যে, তাহা নহে । অতএব ইহা উপপন্ন অর্থ্যৎ সৃষ্টিসম্ভব যে, যদৃচ্চাবশতঃ অর্থ্যৎ নিয়মিত কারণবাতীত অথবা স্বভাববশতঃ, অথবা লীলাবশতঃ ভগবান্ অর্থ্যৎ সৰ্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন ।

আরও এই সৃষ্টি পারমার্থিক অর্থ্যৎ যথার্থ নহে, যে জগৎ প্রয়োজনের অন্ত্যযোগ করিবে, অর্থ্যৎ প্রয়োজন নাই বলিয়া সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিবে, কিন্তু এই সৃষ্টি অনাদি অবিচ্ছাবশতঃই হয় । আর অবিচ্ছা স্বভাবতঃই সৃষ্টি করিবার জগৎ উন্মুখী হইয়া আছে, কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না । কারণ, দুইটি চন্দ্র, অলাতচক্র অর্থ্যৎ চক্রাকার দীপজালা, গন্ধর্জনগর প্রভৃতি বিব্রম সকল সমুদ্রিষ্টপ্রয়োজন হয় না, অর্থ্যৎ কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে হয় না । আর তাহাদের কার্য—বিষয়, ভয় ও কম্পাদি নিজের উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না । আর অবিচ্ছা চৈতন্যচ্ছুরিত অর্থ্যৎ চৈতন্যমিশ্রিত হইয়া জগৎ উৎপাদনের হেতু হয়, এইজগৎ চৈতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হয়, ইহাই—“ন চেৎয় পরমার্থবিষয়া” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । আরও ব্রহ্ম জগৎকাবণ হইলেও শাস্ত্রসকল তাঁহাকে জগতের কারণরূপে বিবক্ষা অর্থ্যৎ বলিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু জগতে ব্রহ্মাত্ম্যভাবই বলিতে ইচ্ছা করেন । আর তাহা হইলে সৃষ্টিবিষয়ে শাস্ত্রের অবিবক্ষা থাকায় সেই সৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া যে দোষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নির্বিষয় হইল (অর্থ্যৎ সৃষ্টিই যখন যথার্থ হয় নাই, তখন তাহাকে লইয়া দোষের সম্ভাবনা কি করিয়া হইতে পারে ?) এই অতিপ্রায়ে “ব্রহ্মাত্ম্যভাব” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । ৩৩ ইহাই হইল “ন প্রয়োজনবোধিকরণ” নামক একাদশ অধিকরণ ।

একাদশ অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

এই অধিকরণে বলা হইতেছে, ভগবান্ প্রয়োজন বাতীতও সৃষ্টি করিয়া থাকেন । যেমন লোকমধ্যে লীলার জগৎই লোকে কার্য্য করিয়া থাকে । ইহা দুইটি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেই সূত্র দুইটির মধ্যে একটি পূৰ্ব্বপক্ষ সূত্র অপরটি সিদ্ধান্তসূত্র । সূত্র দুইটি এই—

পূৰ্ব্বপক্ষসূত্র

সিদ্ধান্তসূত্র

১। ন প্রয়োজনবোধ্যৎ ৩২

২। লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ ৩৩

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবদ্ভু লীলাকৈবল্যম্ । ৩৩]

[সিঃ হঃ]

একাদশ অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

প্রথম সূত্রটির অর্থ—প্রয়োজন না থাকিলে লোকে কিছুই করে না, ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিতে প্রয়োজন নাই, এজ্জা তিনি সৃষ্টিকর্তৃ বা জগদাকারের পরিণত হন নাই ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—না, তাহা হইতে পারে । যেমন লোকে লীলাবশতঃ কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলেও ব্রহ্ম বিনা প্রয়োজনে জগদাকারের পরিণত হইয়াছেন ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—ঋতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে ; কাবণ, আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কি জ্ঞা তিনি জগৎসৃষ্টি করিবেন ? কেন না, প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কখনও কোন কার্য্য করে না, এই আক্ষেপবশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, অতএব এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি স্থির হইল ।

২। **বিষয়**—আপ্তকাম ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসম্বন্ধটি বিষয় ।

৩। **সংশয়**—আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায়, যাহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি কোন কার্য্য করেন না, এই যুক্তি দ্বারা উক্ত সম্বন্ধটি বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয় ।

৪। **পূর্বপক্ষ**—আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় তৎকর্তৃক মায়া দ্বারা জগৎসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে, দেখা যায়—মায়াবীও লোককে কৌতুক দেখাইয়া পুরস্কারাদি লাভ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার প্রয়োজন । অতএব উক্ত সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইল । আরও—

“ফলোদ্দেশেন কর্তৃত্বে ব্রহ্মণোহকৃতকৃত্যতা ।

অনুদ্दिश जगत्सर्गे उन्मत्तनरतुल्यता” ॥

যদি কোন ফলের জ্ঞা কর্তৃক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিফল হইয়াছেন ; কাবণ, আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন ফল হয় না । আর যদি বিনা উদ্দেশ্যে জগৎসৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম পাপগলের মত হইলেন, কারণ, পাপল ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কাজ করে না ।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

লীলাশাস্বত্থাচেষ্টা অনুদ্दिश फलं यतः ।

अनुमत्तै विरच्यन्ते तस्यां सव्यभिचारिता ॥

অর্থাৎ যেহেতু যাহারা পাপল নহেন, এমন লোকও বিনা প্রয়োজনে লীলা অর্থাৎ বিলাসভবন ইত্যাদি এবং নিঃশাস প্রশ্বাস ও বুখা চেষ্টা প্রভৃতি করিয়া থাকে—দেখা যায় । অতএব বিনা প্রয়োজনে কেহ কার্য্য করে না, এই নিয়মে ব্যভিচার হইল । যদিও লীলাতে পরে যে স্থখ হয়, তাহাই ফল হয়, তথাপি তাহা উদ্দেশ্য নহে ; কারণ, আপ্তকাম রাজাদির স্থখের আধিক্যবশতঃই ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় । শাসপ্রশ্বাসে প্রয়োজনের কোন-জ্ঞান থাকে না ।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ববৎ ।

এই একাদশ অধিকরণের বিষয়টি ভারতীতীর্থ মুনি অতিসংক্ষেপে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা এই—

তৃপ্তোহস্তষ্টাথবা স্তষ্টা, ন স্তষ্টা, ফলবাহুনে ।

অতৃপ্তঃ শ্রাদদাঙ্কায়ামুন্মত্তনরতুল্যতা ॥

লীলাশাস্বত্থাচেষ্টা অনুদ্दिश फलं यतः ।

अनुमत्तै विरच्यन्ते तस्यां तृप্তुस्थता सृजेत् ॥

অর্থ—তৃপ্তঃ অস্তষ্টা অথবা স্তষ্টা, ন স্তষ্টা, ফলবাহুনে অতৃপ্তঃ ত্র্যং, অবাঙ্কায়াম্ উন্মত্তনরতুল্যতা । যতঃ ফলং অনুদ্दिश অনুমত্তৈঃ লীলাশাস্বত্থাচেষ্টাঃ বিরচ্যন্তে, তস্যাত্তৃপ্তঃ তথা সৃজেৎ ।

বৈষম্যনৈর্ঘ্যাদিকরণম্ নাম

দ্বাদশম্ অধিকরণম্ ।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য কোথায় নাই)

বৈষম্যনৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি । ৩৪ [সিং ২:]

শাক্তভাষ্যম্ ।

বৈষম্যনৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি । ৩৪ *

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বম্ ঈশ্বরস্য আক্ষিপ্যতে, স্মৃণানিখনশ্চায়োন প্রতিজ্ঞাতস্য অর্থস্য দৃঢ়ীকরণায় । ন ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্ উপপত্ত্যতে । কুতঃ, “বৈষম্যনৈর্ঘ্যপ্রসঙ্গাৎ” । কাংশ্চিৎ অত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন, কাংশ্চিৎ অত্যন্তদুঃখভাজঃ পশ্বাদীন, কাংশ্চিৎ মধ্যমভোগভাজঃ মনুষ্যাদীন, ইত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিঃ নির্মিমাণস্য ঈশ্বরস্য পৃথগ্জনস্য ইব রাগদ্বेषোপপত্তেঃ । শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাৎ ঈশ্বরস্বভাব-বিলোপঃ প্রসজ্যেত । তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বম্ অতিক্রুরত্বং দুঃখযোগ-বিধানাৎ সর্বপ্রজোপসংহারাক্ত প্রসজ্যেত । তস্মাৎ বৈষম্যনৈর্ঘ্যপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্, ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—বৈষম্যনৈর্ঘ্যে ন ঈশ্বরস্য প্রসজ্যেতে । কস্মাৎ ? সাপেক্ষত্বাৎ । যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবলঃ ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিঃ নির্মিমাণীভে, স্মাতাম্ এতৌ দৌষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘ্যং চ । ন তু নিরপেক্ষস্য নির্মাতৃত্বম্ অস্তি । সাপেক্ষঃ হি ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিঃ নির্মিমাণীভে । কিম্ অপেক্ষতে ইতি চেৎ ? ধর্ম্মাদির্নো অপেক্ষতে ইতি বদামঃ । অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাদির্নো অপেক্ষা বিষমাং সৃষ্টিঃ ইতি নায়ম্ ঈশ্বরস্য অপরাধঃ । ঈশ্বরস্য পর্জন্ত্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ । যথা হি পর্জন্ত্যঃ ত্রীহ্রিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ত্রীহ্রিযবাদিবৈষম্যে তু তত্ত্বদ্বীজগতানি এব অসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি । দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্ত্বজীবগতানি এব অসাধারণানি কৰ্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষম্যনৈর্ঘ্যভ্যাং দৃষ্ট্যতি ।

কথং পুনঃ অবগম্যতে—সাপেক্ষঃ ঈশ্বরঃ নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নির্মিমাণীভে ইতি ? তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ—

“এষ হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিমীষতে,

এষ উ এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিমীষতে” । (কোঃ ব্রাঃ ৩৮) ইতি ।

“পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন” (বুঃ ৩২।১৩) ইতি চ ।

স্মৃতিরপি প্রাণিকৰ্ম্মবিশেষাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য অনুগ্রহীত্বং নিগ্রহীত্বং চ দর্শয়তি—

“যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” (ভঃ গীঃ ৪।১১) ইতি এবং জাতীয়েক ৩৪

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম, দেবতা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীকে অতিশয় স্মৃণী করিয়া সৃষ্টি করেন, আর মানুষ প্রভৃতি কতিপয় প্রাণীকে স্মৃণী ও হৃৎসী করিয়া সৃষ্টি করেন, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি কতিপয় প্রাণীকে অতিশয় হৃৎসী করিয়া সৃষ্টি করেন । অতএব ব্রহ্মের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাত দোষ হয়, এবং তিনি সমস্ত জগৎ বিনাশ করেন অতএব তাঁহার নৈর্ঘ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা দোষ হয় । অতএব নির্দোষ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তৃ হইতে পারেন

* এ দৃষ্টান্তে “বৈষম্যনৈর্ঘ্যে” এই প্রশ্নোত্তরগণ থাকায় ইহা অধিকরণের আরম্ভক হইয়াছে । রাধাকৃষ্ণপ্রভৃতিমতে ইহা পূর্বের “ন প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণে”র অন্তর্ভুক্ত । অয়োজন ব্যতীত সৃষ্টি ও বৈষম্যনৈর্ঘ্য নাই, ইহাও পৃথক্ বিচার, এজন্য পৃথক্ অধিকরণ হওয়াই উচিত ।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘ্য্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি । ৩৪]

[সিঃ ২ঃ]

ভাষ্যম্বাদ ।

না—ইহা পূর্বপক্ষ । ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রক্ষরে বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্যাদোষ নাই ; কারণ, তিনি জীবগণের পুণ্য পাপ অমুসারে সুখ দুঃখ দিয়া থাকেন । “এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি” ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন—ইহা স্বত্রার্থ ।

ভাষ্যার্থ—সুগানিখনত্বায়ে (খুঁটি পোতার মত করিয়া) প্রতিজ্ঞাত বিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য ঈশ্বরের জগজ্জন্মাদিহেতুতাবিশয়ে পুনরায় আক্ষেপ করা হইতেছে, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু—এই মতের উপর পুনর্ব্বার আপত্তি করা হইতেছে । ঈশ্বর জগতের কারণ—ইহা উপপন্ন হয় না ; কেন না, বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্যের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ বিষমতাব অর্থাৎ পক্ষপাতিতা, আর নৈর্ঘ্য্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে । (ঘৃণা অর্থ দয়া) কারণ, দেবতাপ্রভৃতি কতিপয় জীবকে তিনি অতিশয় সুখভোগী করেন, পশুপ্রভৃতি কতিপয় জীবকে অতিশয় দুঃখভোগী করেন এবং মল্লুগাদি কতিপয় জীবকে মধ্যমভোগী করেন, এইরূপে পৃথগ্জন অর্থাৎ পামর লোকের মত বিষমসৃষ্টিনির্মাণকারী ঈশ্বরের রাগদ্বেষের উপপত্তি হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি অমুগার এবং কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষের আপত্তি হয় । আর শ্রুতি ও স্মৃতিতে অবদারিত ঈশ্বরের স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ নির্মলছ ও নিষ্ক্রিয়ত্বাদিস্বভাবের বিলোপ হইয়া যায় । তদ্রূপ জীবগণের প্রতি দুঃখযোগের বিধান করায় এবং সকল প্রাণীকে সংহার করায় খল ব্যক্তিরও জুগুপ্সিত অর্থাৎ ঘৃণিত নিঘৃণত্ব অর্থাৎ অতিশয় ক্রুরতা হইয়া পড়ে । অতএব বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্যের প্রসঙ্গবশতঃ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন,— এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে আমরা ইহার সিদ্ধান্ত বলি—

ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্য দোষ হইতে পারে না । তাহার কারণ এই যে, তিনি সাপেক্ষ, অর্থাৎ জীবের পুণ্য ও পাপকে অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন । যদি নিরপেক্ষ অর্থাৎ জীবের পুণ্য ও পাপের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ঈশ্বর বিষম সৃষ্টি নির্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্য এই দোষ দুইটি হইতে পাবিত । কিন্তু নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্ত্ব নাই । যেহেতু সাপেক্ষ ঈশ্বর বিষমসৃষ্টি নির্মাণ করেন ।

যদি বল, তিনি কি অপেক্ষা করেন ? তাহা হইলে আমরা বলি যে, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করেন । যেহেতু স্বজ্ঞামান অর্থাৎ যে প্রাণীকে সৃষ্টি করেন, তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অপেক্ষা কবিয়া অর্থাৎ তদনুসারে বিষমসৃষ্টি হয়, অতএব ইহা ঈশ্বরের অপরাধ নহে । কিন্তু ঈশ্বরকে মেধের মত দেখিতে হইবে । মেঘ যেমন ত্রীহি অর্থাৎ ধাত্ত বা ঘবদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ হয়, কিন্তু ত্রীহি ঘবদির বৈষম্যে অর্থাৎ ধান হইতে ধানের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঘবের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—এইরূপ বৈষম্যে সেই সেই বীজের অসাধারণ সামর্থ্যই কারণ হয়, এইরূপ ঈশ্বর, দেবতা ও মল্লুগাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ হন । আর দেবতা ও মল্লুগাদির বৈষম্যে অর্থাৎ তারতম্যে সেই সেই জীবগত অসাধারণ কর্ম্মই কারণ, অর্থাৎ জীবের পাপ পুণ্য-কর্ম্ম সকলই অসাধারণ কারণ হয় । এইরূপে ঈশ্বর, সাপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের পাপপুণ্যরূপ অপব নির্মিত্তকে অপেক্ষা করেন বলিয়া, বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্যাদ্বারা দূষিত হন না ।

যদি বল, কি করিয়া বুঝিব যে, ঈশ্বর সাপেক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের পাপপুণ্যরূপ অত নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া নীচ, মধ্যম ও উত্তম সংসার নির্মাণ করেন ? তাহা হইলে বলিব শ্রুতিই তাহা দেখাইতেছেন—

এষ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উল্লিনীষতে,

এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিলীষতে (কোঃ ব্রাঃ ৩।৮) ইতি ।

অর্থাৎ এই ঈশ্বরই (জীবকর্ম্মানুসারে) তাহাকে ভাল কর্ম্ম করান, যাহাকে উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, এবং এই ঈশ্বরই তাহাকে মন্দ কর্ম্ম করান, যাহাকে নিম্নে অর্থাৎ পশ্বাদি নীচস্থানিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ।

পুণ্যঃ বৈ পুণ্যম কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃঃ উঃ ৩।২।১৩)

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা দেবাদি পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হয় এবং পাপকর্ম্মদ্বারা পশ্বাদি পাপশরীর প্রাপ্ত হয় ।

স্মৃতি অর্থাৎ ভগবদ্গীতাও তাহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্ম্মবিশেষ অনুসারে ঈশ্বর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করেন ।

যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাস্তুত্থৈব ভজাম্যহম্ (গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ যাহারা আমাকে যে প্রকারে আশ্রয় করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজনা করি, ইত্যাদি । ৩৪

(ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈর্ঘণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি । ৩৪]

[সিং হঃ]

ভাসতী ।

অতিরোহিতঃ অত্র পূর্বপক্ষঃ । উত্তরস্ত উচ্যতে—উচ্চাবচমধ্যমস্বচ্ছঃখভেদবৎপ্রাণভূৎ-প্রপঞ্চঃ চ স্বচ্ছঃখকারণং সূখাবিষাদি চ অনেকবিধং বিরচয়তঃ প্রাণভূৎভেদোপাত্তপাপপুণ্য-কর্মাশয়সহায়স্ত অত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্ত ন বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে প্রসজ্যেতে । ন হি সভ্যঃ সভায়াং নিযুক্তঃ যুক্তবাদিনং যুক্তবাদী অসি ইতি চ অযুক্তবাদিনম্ অযুক্তবাদী অসি ইতি ক্রবাণঃ, সভাপতিবা যুক্তবাদিনম্ অনুগৃহ্নন্ অযুক্তবাদিনং চ নিগৃহ্নন্ অনুরক্তঃ দ্বিষ্টঃ বা ভবতি, অপি তু মধ্যস্থ ইতি দীতরাগদ্বেষ ইতি চ আখ্যায়তে, তদ্বৎ ঈশ্বরঃ পুণ্যকর্মাণম্ অনুগৃহ্নন্ অপুণ্যকর্মাণং চ নিগৃহ্নন্ মধ্যস্থ এব ন অমধ্যস্থঃ । এবং হি অসৌ অমধ্যস্থঃ স্মাৎ, যদি অকল্যাণকারিণম্ অনুগৃহ্নীয়াৎ কল্যাণকারিণং চ নিগৃহ্নীয়াৎ । ন তু এতৎ অস্তি, তস্মাৎ ন বৈষম্যদোষঃ । অতএব ন নৈর্ঘণ্যম্ অপি সংহরতঃ সমস্তান্ প্রাণভূতঃ । স হি প্রাণভূৎকর্মাশয়ানাং বৃত্তিনিরোধসময়ঃ, তন্ম অতিলজ্জ্বলয়ন্ অয়ন্ অযুক্তকারী স্মাৎ । ন চ কৰ্ম্মাপেক্ষায়াম্ ঈশ্বরস্ত ঐশ্বর্যব্যাবাহতঃ । ন হি সেবাদিকর্মেভদাপেক্ষঃ ফলভেদপ্রদঃ প্রভুঃ অপ্রভুঃ ভবতি । ন চ—

“এষ হ্যেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উল্লিনীষতে,

এষ উ এব অসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধো নিনীষতে ।” (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮)

ইতি শ্রুতে: ঈশ্বরঃ এব * দ্বৈষপক্ষপাতাভ্যাং সাধ্বসাধুনা কণ্যগী কারয়িত্বা স্বর্গং নরকং বা লোকং নয়তি, তস্মাৎ বৈষম্যদোষপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্—ইতি বাচ্যং, বিরোধাৎ । যস্মাৎ কৰ্ম্ম কারয়িত্বা ঈশ্বরঃ প্রাণিনঃ স্বচ্ছঃখিনঃ সৃজতি ইতি শ্রুতে: অবগম্যতে, তস্মাৎ ন সৃজতি ইতি বিরুদ্ধম্ অভিধীয়তে ।

ন চ বৈষম্যমাত্রম্ অত্র ক্রমঃ, ন তু ঈশ্বরকারণত্বং ব্যাসেধাম ইতি বক্তব্যম্, কিমতঃ যদি এবম্ । তস্মাৎ ঈশ্বরস্ত সবাসনক্ৰেণাপারামর্শম্ অভিবদন্তীনাং ভূয়সীনাং শ্রুতীনাং অনুগ্রহায় “উল্লিনীষতে অধো নিনীষতে” ইতি এতদপি তজ্জাতীয়পূর্বকর্মাভ্যাসবশাৎ প্রাণিন ইত্যেবং নেয়ম্ । যথাহঃ—

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ ।

তেনৈবাত্ম্যাসযোগেন তচ্চৈবাত্ম্যসতে নরঃ ॥ ইতি ।

অভ্যাপেত্য চ সৃষ্টে: তাত্ত্বিকত্বম্ ইদম্ উক্তম্ । অনির্বাচ্যাত্ম সৃষ্টিঃ ইতি ন প্রশস্তব্যম্ অত্রাপি । তথাচ মায়াকারস্ত ইব অঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদেন বিচিত্রান্ প্রাণিনঃ দর্শয়তঃ ন বৈষম্যদোষঃ, সহসা সংহরতো বা ন নৈর্ঘণ্যম্, এবম্ অস্তাপি ভগবতঃ বিবিধবিচিত্রপ্রপঞ্চম্ অনির্বাচ্যং বিশ্বং দর্শয়তঃ সংহরতশ্চ স্বভাবাৎ বা লীলয়া বা ন কশ্চিৎ দোষঃ । ৩৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

যো বিশ্বমসৃষ্টকারী স সাবজ্ঞঃ ব্রহ্ম চ বিশ্বম্ সৃজতি ইতি শ্রুতেন সম্বয়স্ত বিরোধসঙ্গেহে পূর্বজ লীলয়া সৃষ্টং উক্তম্, ইদানীং সৈব ন সাপেক্ষস্ত সম্ভবতি, অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ নিরপেক্ষত্বে চ রাগাদিমদ্বন্ম ইতি আক্ষিপ্যতে । অস্মানন্ত বাতিচারম্ আহ—“ন হি সভ্যঃ” ইতি । সাপেক্ষত্বে অনীশ্বরত্বম্ আশঙ্ক্য বাতিচারম্ আহ—“ন হি সেবা” ইতি । কৰ্ম্মাপেক্ষত্বে ন বৈষম্যং পরিহৃতং, তর্হি বিশ্বমকর্ণপি প্রেরকত্বে ন বৈষম্যতাবদ্ব্যম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“ন চৈব” ইতি । বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি ন চ বাচ্যম্ ইতি অধঃ । যদি ঈশ্বরোহপি বিশ্বম্ সৃজেৎ তর্হি রাগাদিমদ্বন্ম অনীশ্বরত্ব স্মাৎ, ঈশ্বরত্ব অয়ং, তস্মাৎ ন বিশ্বম্ সৃজতি ইতি কিম্ অনুমীয়তে উক্ত ঈশ্বরঃ রাগাদিমদ্বন্ম বিশ্বম্ সৃষ্টুং ইতি বৈষম্যম্ । নাভ্যং, বিরোধাৎ ইতি উক্তম্ । তমেব আগমবিরোধং দর্শয়তি—“বস্মাৎ” ইতি । দ্বিতীয়ং নিবেশতি—“ন চ” ইতি । যদি এবং বৈষম্যম্ অনুমিতং কিম্ অতঃ, নিরবজ্ঞত্বস্তপি শ্রুতিসিদ্ধত্বে ন গীতকালতাত্ত্বিকত্বাৎ ইত্যর্থঃ । তমেব দর্শয়তি—“তস্মাৎ” ইতি । শ্রুতীনাং প্রাবল্লবনাদিশ্রুতিভ্যঃ বৈষম্যার্থম্ অর্ঘসম্ভাবনাং দর্শয়তি—“তজ্জাতীরে”তি । “উল্লিনীষতে”—উর্ধ্বং নেতুম্ ইচ্ছতি । ঈশ্বরঃ পূজ্যত্বং সৃষ্টমাত্রে কারণং, বৈষম্যে তু বীজবৎ তত্ত্বংপ্রাপিকর্প্যবাসনে ইতি ন ঈশ্বরস্ত সাবজ্ঞতা ইত্যর্থঃ । ‘অপি চ মায়াময়ী সৃষ্টিঃ অস্মাকম্ । যদি চ তথাবিধসৃষ্টিকর্প্তে ন রাগাদিমদ্বন্ম অনুমীয়তে, তর্হি অনৈকাত্মিকত্বম্ ইতি আহ—“অভ্যাপেত্য চ” ইতি । ৩৪-৩৫

ভাসতীর অনুবাদ ।

এস্থলে পূর্বপক্ষ অতিরোহিতার্থ অর্থাৎ তিরোহিত অর্থযুক্ত নহে, অর্থাৎ দুর্বোধ নহে । কিন্তু বাহা

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘ্যাদৌ নাই)

[বৈষম্যানৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বং তথাহি দর্শয়তি । ৩৪]

[সিঃ ২:]

ভাস্তরীয় অম্বুদ ।

উত্তর তাহা বলিতেছি—উচ্চাবচমধ্যমস্থত্বদ্বয়ং অর্থাৎ উচ্চ (উত্তম) অবচ (নীচ) ও মধ্যম স্থত্বদ্বয়ের ভেদবিশিষ্ট প্রাণভূৎপ্রপঞ্চের অর্থাৎ প্রাণিসমূহের এবং স্থত্বদ্বয়ের কারণ অনেকবিধ স্ত্রী ও বিয়াদির রচনাকারী, প্রাণভূৎভেদোপাত্ত অর্থাৎ বিবিধ প্রাণিগণকর্তৃক অঙ্কিত পাপপুণ্য কর্ম্মাশয়-সহায় অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্মের আশয়রূপ সহায়যুক্ত পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য প্রসক্ত হয় না। অর্থাৎ যিনি বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্কিত পাপপুণ্যকর্ম্মবাসনার সাহায্যে উত্তম, অধম ও মধ্যম এইরূপে নানাবিধ স্থত্বদ্বয়যুক্ত প্রাণিসমূহ, এবং স্থত্বদ্বয়াদির কারণ অমৃত ও গরল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু সকল সৃষ্টি করেন, পরমপূজনীয় সেই পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য অর্থাৎ বিষমভাব অর্থাৎ পক্ষপাত ও নির্ভরতা হইতে পারে না। কারণ, বিচারসভায় নিযুক্ত কোন সভা, যুক্তবাদীকে অর্থাৎ যিনি সঙ্গত কথা বলেন তাঁহাকে, যুক্তবাদী অর্থাৎ ঠিক কথা বলিতেছে বলিলে, এবং অযুক্তবাদীকে অর্থাৎ যিনি অসঙ্গত কথা বলেন তাঁহাকে, অসঙ্গতবাদী অর্থাৎ অসঙ্গত কথা বলিতেছে বলিলে, অথবা সভাপতি যুক্তবাদীকে অমুগ্রহ করিলে অমুগ্রহ অর্থাৎ পক্ষপাতী হন না এবং অযুক্তবাদীকে নিগ্রহ করিলে বিদ্রোহী হন না, পরন্তু তিনি মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাত ও বিদ্রোহশূন্য বলিয়াই আখ্যাত অর্থাৎ কথিত হন, সেইরূপ ভগবান্ পুণ্যবান্ বাস্তবিক অমুগ্রহ করিয়া ও পাপীকে নিগ্রহ করিয়া মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষই হন, অমধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাতী বা বিদ্রোহী হন না। কারণ, তিনি যদি অকল্যাণকারীকে অর্থাৎ পাপীকে অমুগ্রহ করিতেন এবং কল্যাণকারীকে অর্থাৎ পুণ্যবান্কে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মধ্যস্থ হইতেন না। কিন্তু ইহা ত নহে, অতএব তাঁহার বৈষম্যাদৌ নাই। এই জন্মই সমস্ত প্রাণীকে সংহার কবিলেও তাঁহার নির্ভরতা হয় না। যেহেতু সংহারকাল প্রাণিগণের কর্ম্মসংস্কারসমূহের বৃত্তিনিরোধের সময়, অর্থাৎ সংস্কারসমূহের ফলপ্রদান অবস্থার নাশেব সময়, তাঁহাকে অতিলজ্জন করিলে অর্থাৎ অতিক্রম করিলে তিনি অযুক্তকারী হইতেন অর্থাৎ অত্যাচার করিতেন।

আর জীবের পাপপুণ্যকর্ম্মের অপেক্ষা করিলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের অর্থাৎ স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, যে প্রভু ভূত্যের সেবাদিকর্ম্মবিশেষের অপেক্ষা করিয়া ফলবিশেষ প্রদান করেন, তিনি অপ্রভু হন না। অর্থাৎ যে প্রভু ভূত্যের পরিচর্যাপ্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে ভূতাগণকে অল্পাদিক বেতনাদি প্রদান করেন, তাঁহার স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত হয় না। আর—

“এবঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকৈভ্যঃ উল্লিনীষতে,

এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিলীষতে” (কোঃ ব্রাঃ ৩৮)

অর্থাৎ এই ঈশ্বরই তাহাকে ভাল কর্ম্ম করান, যাহাকে উল্লে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং এই ঈশ্বরই তাহাকে মন্দ কর্ম্ম করান, যাহাকে নিয়ে অর্থাৎ পশ্বাদি যোনিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ঈশ্বরই বিদ্রোহ ও পক্ষপাতবশতঃ সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া লোককে স্বর্গে বা নরকে লইয়া যান, অতএব বৈষম্যাদৌয়ের আপত্তি হয় বলিয়া ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন অর্থাৎ স্রষ্টা নহেন—ইহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে বিরোধ (শ্রুতিবিরোধ) হয়। যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম করাইয়া প্রাণিগণকে স্থখী দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন, ইহা শ্রুতি হইতে বুঝা যায়, সেই হেতু “তিনি সৃষ্টি করেন না”—ইহা বিরুদ্ধ বলা হইতেছে।

আর ঈশ্বরের বৈষম্যমাত্রই এখানে বলিতেছি—কিন্তু ঈশ্বর যে জগৎকারণ, তাহা নিশ্চয় করিতেছি না,—ইহা বলিতে পার না। কারণ, যদি এইরূপই হয়—ইহাতেই বা কি ফল হইবে? সেইজন্ম যে সকল শ্রুতি বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের স্বাসনক্লেশের অর্থাৎ বাসনার সহিত ক্লেশের কোন পরামর্শ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই, সেই সকল বহু শ্রুতির অমুগ্রহের জন্ম অর্থাৎ গৌরবরক্ষার জন্ম “উল্লিনীষতে অধো নিলীষতে” এই শ্রুতিবাক্যও “প্রাণিগণের পূর্বজীবনের শুভাশুভ কর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ” প্রাণিগণের উন্নতি ও অধোগতি করিতে ইচ্ছা করেন—এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা আচার্য্যগণ বলেন—

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যম্নং তপঃ ।

ভেদৈবান্ত্যাস্রযোগেন ভৈলৈবান্ত্যসতে নরঃ ॥

অর্থাৎ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম মানুষ প্রতি জন্মে অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসবশতঃই সেই কর্ম্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

• সৃষ্টির তাত্ত্বিকত্ব আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়া এই কথা বলা হইল। কিন্তু সৃষ্টি অনির্কচনীয়—ইহা

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য্য্য দোষ নাই)

ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ৷৩৫

[সিঃ হুঃ]

ভাস্করভাষ্যম্ ।

এখানেও বিশ্বত হওয়া উচিত নহে । আর তাহা হইলে মায়াকার অর্থাৎ মায়াবী যে অঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদে অর্থাৎ অঙ্গের পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে অর্থাৎ ছিন্নমুণ্ড ছিন্নহস্ত ইত্যাদিরূপে বিচিত্র প্রাণিগণকে দেখায়, তাহার যেমন তাহাতে কোন বৈষম্যদোষ হয় না, অথবা হঠাৎ সংহার করিলে নিষ্ঠুরতা হয় না, এইরূপ ভগবান্ স্বভাববশতঃ অথবা লীলাবশতঃ নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অনির্কটনীয় জগৎ সকল দেখাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন, তাহারও কোন দোষ হয় না ৷৩৪

শাস্করভাষ্যম্ ।

ন কৰ্ম্ম অবিভাগাদিতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ ৷৩৫ *

“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ উঃ ৬২১১)

ইতি প্রাক্ সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণাৎ নাস্তি কৰ্ম্ম যৎ অপেক্ষ্য বিষম্য সৃষ্টিঃ স্রাৎ । সৃষ্ট্যন্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মাপেক্ষচ্ শরীরাদিবিভাগ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত । অতঃ বিভাগাৎ উদ্ধং কৰ্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম । প্রাক্ বিভাগাৎ বৈচিত্র্যানিমিত্তম্ কৰ্ম্মণঃ অভাবাৎ তুল্যা এব আত্মা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতি ইতি চেৎ ?

ন এষ দোষঃ । অনাদিত্বাৎ সংসারস্ত । ভবেৎ এষ দোষঃ, যদি আদিমান্ সংসারঃ স্রাৎ । অনাদৌ তু সংসারে বীজাকুরবৎ হেতুহেতুমদভাবেন কৰ্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্ত চ প্ররম্ভিঃ ন বিরূপ্যতে ৷৩৫

ভাষ্যম্ ।

সূত্রার্থ—“সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি বল—সৃষ্টির পূর্বে দেহ ইন্দ্রিয়াদি কোন বিভাগ না থাকায় তখন পুণ্যপাপজনক কোন কৰ্ম্ম ছিল না, অতএব কৰ্ম্ম অনুসারে বিষম সৃষ্টি হয়—ইহা ঠিক নহে, ইহা বলিতে পার না, কারণ সংসার অনাদি বলিয়া বীজাকুরের স্রায় অনাদি কার্য্যাকারণভাব হইতে পারে ।

ভাষ্যার্থ—যদি বল—

“সৎ এব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্”

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্করণ ব্রহ্মই ছিল, এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্বে অবিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন কিছুই ছিল না—ইহা অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া প্রতিপাদন করায় তখন জীবের কোন কৰ্ম্ম থাকে না, যে কৰ্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি হইবে ? আর সৃষ্টির উত্তরকালে শরীরাদিবিভাগকে অপেক্ষা কবিয়া কৰ্ম্ম হয়, আর শরীরাদিবিভাগ কৰ্ম্মকে অপেক্ষা করে, এইরূপে শরীরাদি বিভাগ ও কৰ্ম্মের কার্য্যাকারণভাব অতোত্তরাশ্রয়দোষবৃদ্ধ হইয়া পড়ে । অতএব শরীরাদিবিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পর কৰ্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর প্রবর্ত্ত হউন, অর্থাৎ কৰ্ম্মাত্মস্বারী ফল দেন, দিন, কিন্তু বিভাগের পূর্বে উত্তম মধ্যম অধম এইরূপ বৈচিত্র্যের নিমিত্তরূপ কৰ্ম্ম না থাকায়, প্রথম সৃষ্টি তুলা অর্থাৎ সমান হওয়া উচিত, স্ততরাং ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষই ঘটিয়া থাকে, ইত্যাদি ।

তাহা হইলে বলিব—না, ইহা দোষ নহে, কারণ, সংসার অনাদি । এ দোষ হইতে পারিত, যদি সংসারের আদি থাকিত । কিন্তু অনাদি সংসারে বীজাকুরের মত হেতুহেতুমদভাবে অর্থাৎ পরস্পর কার্য্যাকারণভাব থাকায় কৰ্ম্ম ও সৃষ্টিবৈষম্যের প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না ৷৩৫

* এই সূত্রে প্রথমস্ত পদ না থাকায় ইহা প্রাবন্ধিকরণের অঙ্গীভূত হইল । “ন” এই প্রথমস্তপদ থাকিলেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক নহে ; কারণ অখ্যায় বা পাদারম্ভ ভিন্নস্থলে “ইতি চেৎ” ঘটত পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত মিশ্রিত সূত্রে অধিকরণের আরম্ভক হয় না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । ভাষ্করভাষ্যে “অকস্মাৎ বিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ” এইরূপ পাঠ আছে । কিন্তু কোন ভাষ্যে এ পাঠ দেখা যায় না । রামানুজভাষ্যে ইহা “ন প্রয়োজনবন্ধাধিকরণে”র ৩য় সূত্রে ।

(ইহং বৈষম্য ও নৈর্ঘ্যাদিকরণম্)

উপপদ্যতে চাপ্য উপলভ্যতে চ । ৩৬

[সিঃ হঃ]

ভাস্তী ।

ইতি স্থিতে শঙ্কাপরিহারপরং সূত্রং—“ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ ন অনাদিহাৎ” । শঙ্কান্তরে অতিরোহিতার্থেন ভাস্ত্রগ্রন্থেন ব্যাখ্যাতে । ৩৫

ভাস্তীর অনুবাদ ।

কৰ্ম্মনিমিত্ত বিষয়সৃষ্টি, এইরূপ স্থির হইলে তাহাতে শঙ্কা ও তাহার পরিহারার্থ সূত্র—“ন কৰ্ম্ম অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিহাৎ” । শঙ্কা ও উত্তর অতিরোহিতার্থ ভাস্ত্রগ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ৩৫

শঙ্করভাস্ত্রম্ ।

উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ । ৩৬ *

কথং পুনঃ অবগম্যতে অনাদিঃ এষঃ সংসারঃ ইতি, অতঃ উত্তরং পঠতি—উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ” । উপপদ্যতে চ সংসারস্ত অনাদিহাৎ । আদিমস্তে হি সংসারস্ত অকস্মাৎ উদ্ভূতেঃ, মুক্তানাম্ অপি সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতভাগ্যগমপ্রসঙ্গশ্চ । সুখদুঃখাদি-বৈষম্যস্ত নিৰ্ম্মিত্ত্বাহাৎ । ন চ ঈশ্বরঃ বৈষম্যহেতুঃ ইত্যুক্তম্ । ন চ অবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্ত কারণম্, একরূপহাৎ । রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্য-করী স্তাহাৎ । ন চ কৰ্ম্ম অন্তরেণ শরীরং সম্ভবতি । ন চ শরীরম্ অন্তরেণ কৰ্ম্ম সম্ভবতি, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ । অনাদিহে তু বীজাকুরজ্ঞায়েন উপপত্তেঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ ভবতি । উপলভ্যতে চ সংসারস্ত অনাদিহাৎ প্রতিপত্ত্যোঃ । প্রকৃতৌ ভাবৎ—

“অনেন জীবেনাস্তানা” (ছাঃ উঃ ৬।৩২)

ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরম্ আস্থানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেন অভিলপম্ অনাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি । আদিমস্তে তু [ততঃ] প্রাক্ অনবধারিতপ্রাণঃ সন্ কথং প্রাণধারণ-নিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখে অভিলপ্যেত । ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ অভিলপ্যেত । অনাগতাৎ ই সম্বন্ধাৎ অতীতঃ সম্বন্ধঃ বলবান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নহাৎ ।

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বম্ অকল্পয়ৎ” (ঋক্ সং ১০।১২০।৩)

ইতি চ মন্তবর্গঃ পূৰ্ব্বকল্পসম্ভাবং দর্শয়তি । স্মৃতৌ অপি অনাদিহাৎ সংসারস্ত উপলভ্যতে—

“ন রূপমন্ত্বেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদি ন চ সম্প্রতিষ্ঠা” (গীতা ১৫।৩)

পুরাণে চ অতীতানাগতানাং চ কল্পানাং ন পরিমাণম্ স্তি ইতি স্থাপিতম্ । ৩৬ ইতি তাদশং বৈষম্যনৈর্ঘ্যাদিকরণম্ । ১২

ভাস্ত্রানুবাদ ।

সূত্রার্থ—সংসার অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রেও উপলব্ধ হয়; কাবণ, তাহা না হইলে অর্থাৎ সংসার অকস্মাৎ সৃষ্ট হইলে যুক্তপুরুষেরও পুনর্জন্ম হইয়া পড়ে । আর “সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ” “ন রূপমন্ত্বেহ তথোপলভ্যতে” “নাস্তো ন চাদি ন চ সম্প্রতিষ্ঠা” ইত্যাদি প্রতিনিবৃত্তিতেও দেখা যায় যে সংসার অনাদি ।

ভাস্ত্রার্থ—আচ্ছা, কি করিয়া জানা যায় যে, এই সংসার অনাদি, এজন্ত উত্তর বলিতেছেন—“উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ” । ইহার অর্থ—সংসার যে অনাদি, ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গতও বটে । যেহেতু সংসার আদিমান্ হইলে তাহার অকস্মাৎ উদ্ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি হইত বলিয়া যুক্তপুরুষ-গণেরও সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গ হইত এবং অকৃতভাগ্যগমও হইত, অর্থাৎ পাপপুণ্য না করিলেও তাহার ফলের

* এই সূত্রে প্রথমাস্তপদ না থাকায় ও “চ”কার থাকায় ইহা আরম্ভাদিকরণের অন্তর্গত সূত্র । নিষার্ক ও রামানুজ ভাষ্যে ইহা পূৰ্ব্বসূত্রের সহিত পঠিত । বসন্ত ও ভাস্কর ভাষ্যে পৃথক্ সূত্ররূপে পঠিত । বসন্তঃ ইহা পৃথক্ সূত্র হওয়াই উচিত ; কারণ, পূৰ্ব্বসূত্রোক্ত অনাদিহেতু প্রতী যুক্তি ও প্রতিকল্প প্রমাণ প্রদর্শিত হইরাছে । হেতুর হেতু যেখানে প্রদর্শিত হয়, সেখানে পৃথক্ বিচারই হয়, হতরাঃ পৃথক্ হজ্ঞঃ যে হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? মাক্ষও ইহাকে পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন ।

(ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈবৃত্ত্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ । ৩৬]

[পিঃ পঃ]

ভাষ্যমুদার ।

আগম হইত । কারণ, স্তম্ভদুঃখাদিবৈষম্য নির্নিমিত্ত ; অর্থাৎ স্তম্ভদুঃখের কোন হেতু নাই । আর ঈশ্বর বৈষম্যের হেতু নহেন, ইহা বলাই হইয়াছে । আর কেবল অবিজ্ঞাও বৈষম্যের হেতু নহে ; কারণ, তাহা একরূপ অর্থাৎ একমাত্র । কিন্তু রাগাদি অর্থাৎ রাগ, ঘেষ ও মোহ এই তিনটি ক্লেশের যে বাসনা অর্থাৎ সংস্কার, তাহার দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আরম্ভ হয় যে কৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্মকে অপেক্ষা করে যে অবিজ্ঞা, তাহাই বৈষম্যকরী হয়, অর্থাৎ উক্ত ক্লেশের বাসনাদ্বারা পাপপুণ্যজনক কৰ্ম্ম অহুষ্টিত হয়, এবং তদনুসারে অবিজ্ঞা স্তম্ভদুঃখাদি বৈষম্যের হেতু হয় । আর কৰ্ম্ম ব্যতীত শরীর জন্মে না, আর শরীর ব্যতীত কৰ্ম্ম হয় না—এইরূপে ঈতরেতরাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হয় । কিন্তু সংসার অনাদি হইলে বীজাক্তর জ্ঞায়ে উপপত্তি হয় বলিয়া, কোন দোষ হয় না । আর সংসার যে অনাদি তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে উপলব্ধও হয় । শ্রুতিতে আছে—

“অনেন জীবেন আত্মনা” (ছাঃ উঃ ৬।৩২)

অর্থাৎ এই জীবাত্মারূপে ইত্যাদি—অর্থাৎ এই শ্রুতিতে সগমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে শারীর অর্থাৎ শরীরযুক্ত আত্মাকে প্রাণধারণের নিমিত্ত জীবশব্দদ্বারা অভিলাপ অর্থাৎ উল্লেখ করিয়া সংসার যে অনাদি ইহা দেখাইতেছেন । কিন্তু যদি সংসার আদিমান হইত, তাহা হইলে তাহার পূর্বে অনবধারিতপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণধারণ না করিয়া প্রাণধারণের হেতু জীব এই শব্দদ্বারা সর্গপ্রমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে কি করিয়া সে অভিনিপিত অর্থাৎ উল্লিখিত হইত ? আর পবে প্রাণধারণ করিবে, এইজন্ত জীবনামে উল্লেখ করা হইতে পারে না ; কারণ, অনাগত সম্বন্ধ অপেক্ষা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ অপেক্ষা, অতীত সম্বন্ধ বলবান হয় ; যেহেতু তাহা অভিনিপ্পন্ন অর্থাৎ পূর্বে হইতে সিদ্ধ আছে । আর—

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ” । (ঋক্ সং ১০।১০।৩)

অর্থাৎ বিদ্যাতা পূর্ব্বকল্প অনুসারে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই মন্তব্য অর্থাৎ বৈদিক মন্তাকর, পূর্ব্বকল্পের সম্ভাব দেখাইতেছে, অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্বে অল্প সৃষ্টি ছিল, ইহা বলিয়া দিতেছে । আর স্মৃতিতেও সংসারের অনাদিস্ত উপলব্ধ হয়, যথা—

“ন রূপমস্ত্যেহ তথোপলভ্যতে, নাস্তো ন চাদি ন চ সম্প্রতিষ্ঠা” । (গীতা ১৫।৩)

অর্থাৎ এই সংসারের স্বরূপ অর্থাৎ ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বুঝা যায় না, ইহার শেষ নাই, আদিও নাই, আর সম্প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মধ্যাবস্থাও ইহার নাই, অর্থাৎ অস্তিত্বও নাই । (কারণ, ইহা মরীচিকার জ্ঞান দৃষ্টনষ্টস্বরূপ ।) আর পুরাণেও ব্যবস্থাপিত করা হইয়াছে যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ নাই, অর্থাৎ সৃষ্টির সংখ্যা নাই, ইত্যাদি । ৩৬

ভাষ্যতী ।

অনাদিস্বাদিত সিদ্ধবৎ উক্তং, তৎসাধনার্থং সূত্রম্—“উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ” । অকূতে কৰ্ম্মণি পুণ্যে পাপে বা তৎফলং ভোক্তারম্ অধ্যাগচ্ছৎ, তথা চ বিধিনিষেধশাস্ত্রম্ অনর্থকং ভবেৎ, প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবাৎ ইতি । মোক্ষশাস্ত্রস্ত চ উক্তম্ আনর্থক্যম্ । “ন চ অবিজ্ঞা কেবলা” ইতি লয়াভিপ্রায়ম্ । বিক্ষেপলক্ষণাবিজ্ঞাসংস্কারস্ত কার্য্যত্বাৎ স্বেতপত্তৌ পূর্ব্বং বিক্ষেপম্ অপেক্ষতে, বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ মোহাপরনামা পুণ্যাপুণ্যপ্রবৃত্তিহেতুভূতরাগদ্বেষণিদানং, স চ রাগাদিভিঃ সহিতঃ স্বকাৰ্য্যোঃ ন শরীরং স্তম্ভদুঃখভোগায়তনম্ অন্তরেণ সম্ভবতি । ন চ রাগদ্বেষৌ অন্তরেণ কৰ্ম্ম । ন চ ভোগসহিতং মোহম্ অন্তরেণ রাগদ্বেষৌ, ন চ পূর্ব্বশরীরম্ অন্তরেণ মোহাদিঃ ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাপেক্ষাঃ মোহাদিঃ এবং পূর্ব্বপূর্ব্বমোহাত্মপেক্ষাঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্বশরীরম্ ইতি অনাদিতা এব অত্র ভগবতী চিন্তম্ অনাকুলয়তি । তদেতৎ আহ—“রাগাদি-ক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকৰ্ম্মাপেক্ষা তু অবিজ্ঞা বৈষম্যকরী স্মাৎ” ইতি । রাগদ্বেষমোহা রাগাদয়ঃ, তে এব হি পুরুষং সংসারদুঃখম্ অমুভাব্য ক্লেশয়ন্তি ইতি ক্লেশাঃ, তেষাং বাসনাঃ কৰ্ম্মপ্রবৃত্ত্যমু-গুণাঃ তাভিঃ আক্ষিপ্তানি প্রবৃত্তিতানি কৰ্ম্মাণি তদপেক্ষা লয়লক্ষণা অবিজ্ঞা ।

স্তাদেতৎ—ভবিষ্যতাপি ব্যপদেশঃ দৃষ্টেঃ যথা—

(ইষয়ের বৈষম্য ও নৈর্ঘ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যপলভ্যতে চ । ৩৬]

[সিঃ সঃ]

ভামতী ।

“পুরোডাশকপালেন তুষান্ উপবপতি” ইতি ।

অত আহ—“ন চ ধারয়িত্ব ইত্যতঃ” ইতি । তদেবম্ অনাদিষে সিদ্ধে

“সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ উঃ ৬২।১) ইতি

প্রাকৃ সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণং সমুদাচরক্রপরাগাদিনিষেধপরং, ন পুনঃ এতান্ প্রশস্তান্ অপি অপাকরোতি ইতি সর্বম্ অবদাতম্ । ৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যানৈর্ঘ্যাদিকরণম্ । ১২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অকৃতভাগমগ্রসং ব্যাকরোতি—“অকৃত” ইতি । ওদীকারে আগতো দোষো আহ “তথা চ” ইতি । বেদান্তান্বকং মুক্তনাম্ অপি ইতি ভাষ্যাক্ষম্ ইত্যাহ—“মোক্ষশাস্ত্র” ইতি । ভাষ্যে কেবল্যা অবিজ্ঞায় বৈষম্যকরণনিষেধঃ অতঃপন্নঃ, ভ্রান্তেঃ বিজ্ঞেয়েন বৈষম্য-হেতুশ্লোপপত্তেঃ ইত্যশঙ্ক্য আহ—“লয়ে”তি । নমু মাতৃং লয়লক্ষণা অবিজ্ঞা বৈষম্যকরী, অগ্রসংস্কারস্ত কিং ন স্তাৎ ইতি চেৎ ? অজ্ঞ, ন তু সংসারানাদিতান্ অন্তরেণ স্তাৎ, তথা চ সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্ ইত্যাহ—“বিক্ষেপে”তি । বিজ্ঞসংস্কারস্ত অগ্রসংস্কারস্তাৎ ন স্তত এব বৈষম্যহেতুঃ বিজ্ঞমক্ষ ন কেবলঃ বৈষম্যহেতুঃ অশিত্ত রাগাদীন জনয়িত্ব তৎসহিতঃ । তথা চ বিজ্ঞঃ রাগাদিসহিতঃ শরীরঃ শরীরঃ কর্ণঃ কর্ণঃ রাগদেহাঃ তৌ চ মোহসংজ্ঞাং বিজ্ঞমাং স চ শরীরঃ উচ্যেতি ইতি চৈকভ্রমণম্ অনাদিতা এব সমাদখ্যতি ইত্যর্থঃ । অবযাতনিষ্কলান্ তুষান্ পুরোডাশকপালেন উপবপতি বিগময়তি ইত্যত্র অবযাতসময়ে কপালেয় পুরোডাশপ্ৰণাথাত্বাৎ ভবিষ্যজ্ঞপণম্ অপেক্ষা কপালানাং পুরোডাশসম্বন্ধকর্ত্তনম্ । ৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যানৈর্ঘ্যাদিকরণম্ । ১২

ভামতীর অনুবাদ ।

অনাদিত্বাৎ এই হেতুটি সিদ্ধবস্তুর মত বলা হইয়াছে, তাহাকে সাধন করিবার জন্ত “উপপদ্যতে চাপ্যপলভ্যতে চ” এই সূত্রটি । পূণ্যকর্ম বা পাপকর্ম না করিলেও যদি তাহার ফল তথ ও দুঃখ, তাহার ভোগকর্তা জীব আসিয়া পড়ে ; তাহা হইলে, বিধিশাস্ত্র ও নিষেধশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িবে ; কারণ, বিহিত কার্যে প্রবৃত্তি হইবে না এবং নিষিদ্ধ কার্য হইতে নিবৃত্তিও হইবে না, অর্থাৎ বিহিত কার্য না করিয়াও সুখ হইলে যজ্ঞাদি কার্য করিবার প্রয়োজন হইবে না, আর নিষিদ্ধ কার্য না করিয়াও দুঃখ হইলে নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়োজন হইবে না । আর মোক্ষশাস্ত্র অনর্থক হইয়া যায়, ইহা ভাঙ্করই বলিয়াছেন । আর লয়রূপ অবিজ্ঞাকে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া ভাঙ্কর “ন চ অবিদ্যা কেবল্যা” এই গ্রন্থ বলিয়াছেন । কিন্তু বিক্ষেপরূপ অবিজ্ঞাসংস্কার কার্যপদার্থ বলিয়া স্বোৎপত্তিতে অর্থাৎ নিজের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্ববর্ত্তিবিক্ষেপের অপেক্ষা করে আর বিক্ষেপপদার্থটি মিথ্যাশ্রুতায় বিশেষ, তাহার অপর নাম মোহ ; তাহা পূণ্যপাপ প্রবৃত্তির হেতুভূত রাগ ও ঘেষের নিদান অর্থাৎ কারণ । আর নিজ কার্য রাগঘেষের সহিত মোহ সুখদুঃখভোগের আয়তন অর্থাৎ অবলম্বন শরীর ব্যতীত সম্ভব হয় না । আর রাগঘেষ ব্যতীত কর্ম হয় না । আর ভোগের সহিত মোহ ব্যতীত রাগঘেষ হয় না । আর পূর্ব শরীর ব্যতীত মোহাদি হয় না । এইরূপে মোহাদি পূর্ব পূর্ব শরীরকে অপেক্ষা করে এবং পূর্ব পূর্ব মোহাদিকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ব পূর্ব শরীর হয় ; অতএব এ বিষয়ে ভগবতী অনাদিতাই আমাদের চিত্তকে অনাকুলিত করে ; অর্থাৎ সৃষ্টিবৈষম্য-বিষয়ক অতোত্তাপ্ররূপ তর্কদোষ হইতে উদ্ধার করে । সেইজন্ত ভাঙ্কর “রাগাদিক্লেশবাসনা-ক্ষিপ্তকর্ত্ত্বাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্তাৎ” এই গ্রন্থ বলিতেছেন । রাগাদি শব্দের অর্থ—রাগ ঘেষ ও মোহ ; কারণ, তাহারাই পুরুষকে সংসারদুঃখ অমূল্য করাইয়া রেশ দেয়, এইজন্ত তাহারাই ক্লেশপদবাচ্য হয় । তাহাদের কর্মপ্রবৃত্তির অমূল্য যে বাসনা, সেই বাসনাসমূহদ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তিত অর্থাৎ আরম্ভ বৈ কর্মসমূহ, তাহাদিগকেই লয়রূপ অবিজ্ঞা অপেক্ষা করে ।

আজ্ঞা, ভবিষ্যৎ বস্তদ্বারাও ত ব্যাপদেশ দেখা যায়, অর্থাৎ ব্যবহার হইতে দেখা যায়, যেমন—

“পুরোডাশকপালেন তুষান্ উপবপতি”

অর্থাৎ পুরোডাশকপালদ্বারা তুষ অপনোদন করিবে । এখানে, পরে করা হইবে যে কপালে পুরোডাশ-প্রণ, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে । এইজন্ত “ন চ ধারয়িত্ব ইত্যতঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । অতএব এইরূপে সংসারের অনাদিষ সিদ্ধ হইলে,

“সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ উঃ ৬২।১)

অর্থাৎ হে সৌম্য স্নেহকেতু ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল—এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্বে যে অবিভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা সমুদাচরক্রপরাগাদিনিষেধপর, অর্থাৎ স্পষ্টরূপরাগাদি ছিল না

(ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ । ৩৬]

[সিং ২২]

ভাস্যতীর্থ অনুবাদ ।

এই অভিপ্রায়ে কথিত । কিন্তু ইহা প্রস্তুত অর্থাৎ অতিসূক্ষ্মভাবে অবস্থিত রাগাদিকে নিষেধ করিবার অভিপ্রায়ে নহে । এইরূপে সমস্তই অবদাত অর্থাৎ পরিকার করা হইল । ৩৬। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যনামক দ্বাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল । ১২

দ্বাদশ অধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলিলে বিচিত্র জীবসৃষ্টিনিবন্ধন তাঁহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ উপস্থিত হয় । এই অধিকরণে তাহাই নিরাকৃত হইয়াছে । ইহাতে তিনটি সূত্র আছে । এবং সে তিনটিই সিদ্ধান্ত সূত্র, যথা—

১। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি । ৩৪

২। ন কস্ম্যবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ । ৩৫

৩। উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ । ৩৬

প্রথম সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম যদি মনুষ্যাদি প্রাণী ও জগৎ সকলের সৃষ্টিকর্তৃ হন, তাহা হইলে তাহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, এজ্ঞা বলা হইল—না, তাহা হয় না, কারণ ঈশ্বর জীবের কর্ম অপেক্ষা করেন ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—যদি বল তাহা হইতে পারে না, কারণ, সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ থাকে না, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, কর্ম ও সৃষ্টি উভয়ই অনাদি ।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—কর্ম যে অনাদি, তাহার বৃদ্ধি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণই আছে । অতএব জগৎকারণ ব্রহ্মে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। সঙ্গতি—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণ সঙ্গতি—আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহাতে বলিতেছেন যে লীলাই হইতে পারে না, কেননা যিনি জীবের পুণ্যপাপের অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে উত্তম অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না ; কারণ, তাঁহাকে পুণ্য ও পাপের অপেক্ষা করিতে হইল । আর যদি তিনি পুণ্য পাপের অপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন । এই আক্ষেপ বশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ইহাতে আক্ষেপ সঙ্গতি থাকিল ।

২। বিষয়—ব্রহ্ম লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন এই বেদান্তসমগ্র্যটি বিষয়—

৩। সংশয়—যিনি উচ্চনীচরূপ বিষয় সৃষ্টি করেন, তিনি নিম্নদীয়, এই বুদ্ধিধারা উক্ত সমগ্র্য বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয় ।

৪। পূর্বপক্ষ—অনিম্নদীয় ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা নহেন ; কারণ, তিনি জীবগণের কর্ম অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে উত্তম অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন ; যিনি ঈশ্বর হন, তিনি অপরের অপেক্ষা করেন না, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না, আর যদি তিনি কর্মের অপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে তিনি বিনা কারণে উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করিয়া পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, ইহা ত অনিম্নদীয় ঈশ্বরের পক্ষে উচিত নহে । আরও—

“বর্জ্যধর্মো জনৈরীশঃ কারয়িত্বা তয়োঃ কলে ।

সুখদুঃখে নৃজন্ম রাগদেবী সংহারতোহম্বুগঃ” ॥

অর্থাৎ যদি বল ঈশ্বর জীবগণকে পুণ্য ও পাপ করাইয়া, সেই পুণ্যপাপ অনুসারে উত্তম ও অধম প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সুখী ও দুঃখী করিতেছেন । তাহা হইলে জীবের পুণ্যপাপও ঈশ্বরাদীন বলিয়া কোন ব্যক্তিকে পুণ্য করাইয়া সুখী করেন, আর কোন ব্যক্তিকে পাপ করাইয়া দুঃখী করেন, ইহাতেও ত তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন । আর

[सिः नः]

• 22 •

(ব্রহ্মে সকল ধর্মের উপপত্তি)

[সর্বধর্মোপপত্তিশ্চ ১৩৭]

[সিং ২:]

শাস্ত্রসংহতি ।

সর্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম” ইতি । তস্মাৎ অনতিশঙ্কনীয়ম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্ ১৩৭
ইতি ত্রয়োদশং সর্বধর্মোপপত্ত্যাধিকরণম্ ১৩৮

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজাপাদশিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-
পূজাপাদকৃতৌ শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতায়ে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

ভাষ্যমুবাদ ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম নিগুণ বলিয়া তিনি জগৎকারণ হইতে পারেন না, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে ; কারণ,
জগৎকারণত্ব সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি গুণসকল একমাত্র ব্রহ্মেই সম্ভব হয় । অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ ।

ভাস্ক্যার্থ—চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—এই
প্রথমাদ্বায়ে অবধারিত বেদার্থে পরকর্তৃক অর্থাৎ সাংখ্যার্থ্যপ্রভৃতি অপর আচার্য্যগণকর্তৃক উপকৃষ্ট যে
বিলক্ষণবাদি দোষসমূহ, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎ অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া যে সকল দোষের আরোপ করিয়াছিলেন,
আমাদের আচার্য্য ভগবান্ বেদবাস্য তাঁহাদের সে সকল দোষ পরিহার করিলেন । এক্ষণে পরগত প্রতियেধপ্রধান
প্রকরণ, অর্থাৎ প্রধানভাবে পরমত খণ্ডন করা হইবে যে প্রকরণে সেই প্রকরণ, অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ প্রারম্ভমান
হইয়া অর্থাৎ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বপকপরিগ্রহপ্রধান প্রকরণ, অর্থাৎ যে প্রকরণে প্রধানভাবে নিজমত
স্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রকরণরূপ এই প্রথমপাদ উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্ত করিতেছেন । যেহেতু ব্রহ্মকে
জগৎকারণ বলিয়া পরিগ্রহ করিলে অর্থাৎ স্বীকার করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিতপ্রকারে অর্থাৎ আমরা যে সকল
প্রকার দেখাইয়াছি, তাহার দ্বারা “সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমান্ এবং মহামায়াবী ব্রহ্ম”, ইত্যাদি কারণধর্ম
সকল উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সম্ভব হয় । অতএব এই ঔপনিষদদর্শন অনতিশঙ্কনীয়, অর্থাৎ এই বেদান্তসারী দর্শনের
উপর অতিশয় আশঙ্কা করা উচিত নহে ১৩৭ ইহাই হইল সর্বধর্মোপপত্তিনামক ত্রয়োদশ অধিকরণ ।

ইতি শ্রীচারককৃৎ শ্রুতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ভাবার্থাখ্যা সম্পূর্ণ হইল ।

ভাস্তী ।

অত্র “সর্বজ্ঞম্” ইতি দৃশ্যতে সর্বশ্চ চেতনাধিষ্ঠিতশ্চ এব লোকে প্রযুক্তিঃ ইতি লোকাভ্যুসারঃ
দর্শিতঃ । “সর্বশক্তি” ইতি সর্বশ্চ জগত উপাদানকারণং নিমিত্তকারণং চ ইতি উপপাদিতম্ ।
“মহামায়ম্” ইতি সর্বানুপপত্তিশঙ্কা পরাস্তা । তস্মাৎ জগৎকারণং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্ ১৩৭
ইতি ত্রয়োদশং সর্বধর্মোপপত্ত্যাধিকরণম্ ১৩৮

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতো ভগবৎপাদশারীরকভাষ্যবিভাগে

ভাস্ত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

নিগুণব্রহ্মণো জগদুপাদানত্ববাদিসম্বয়স্ত যৎ নিগুণং ন তৎ উপাদানং গচ্ছ ইব ইতি স্তায়বিরোধসন্দেহে ভবতু বিমলপ্রভৃৎ পক্ষপাতেন
অব্যাপ্তম্ অনেকান্তম্ । সাধোন তু সত্ত্বগ্বে উপাদানত্বম্ ইতি প্রাপ্তে বিবর্ত্যাবিতানত্বম্ ইহ উপাদানত্বম্ । তচ্চ নিগুণৈহপি অবিকল্পম্,
জাত্যাদৌ অনিত্যত্বাত্মারোপোপলক্ষে ইতি সিদ্ধান্তঃ । ভাস্ক্যকারণে সৌত্রীঃ সর্বধর্মোপপত্তিঃ ব্যাক্তবর্ত্তা সর্বজ্ঞত্বাদয়ঃ কারণধর্মঃ ব্রহ্মণি
অপি উপপত্তয়ে ইত্যুক্তম্, ভগবন্তমিষ, ন হি এত লোকে কচিৎ কারণত্ব ধর্মী দৃশ্যন্তে, অত আহ—“অত্রো”তি । জড়প্রেরকত্বঃ কুলালাদৌ
দৃষ্টে, ব্রহ্মণি অপি নিরন্তরি তেন ভাবাম্ । তস্ত সর্বপ্রেরকত্বস্ত প্রতিপত্তিঃ অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ । এবং সর্বশক্তিত্বাদৌ যোজ্যাম্ ।
সর্বশক্তিধ্বেন উপাদানকারণত্ব উপপাদিতম্ । সর্বজ্ঞত্বেন নিমিত্তকারণং চ ইতি উপপাদিতম্ ইত্যর্থঃ । মহামায়াবিবর্ত্তিত্বেন
নিগুণত্বাদি প্রযুক্তসর্বানুপপত্তিশঙ্কা অপাস্তা ইত্যর্থঃ ১৩৭ ইতি ত্রয়োদশং সর্বধর্মোপপত্ত্যাধিকরণম্ ১৩৮

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বৈতানন্দপূজাপাদশিষ্য শ্রীমদ্ব্যাসভাস্মাপারনাম

ভগবদমলানন্দবিরচিতো বেদান্তকল্পতরো

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

এই ভাষ্যে “চেতন পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অবলম্বিত অচেতন সকলের প্রযুক্তি হইতে লোকে দেখা
যায়—এই” লৌকিকব্যবহার “সর্বজ্ঞ” পদের দ্বারা দেখান হইয়াছে । “সর্বশক্তি” এই পদের দ্বারা ব্রহ্ম
সর্ব জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ—ইহা দেখান হইয়াছে । “মহামায়ম্” এই শব্দদ্বারা

প্রথমপাদঃ—সর্বধর্মোপপত্ত্যধিকরণম্ । (১৩) ১৬৩

(ব্রহ্ম সকল ধর্মের উপপত্তি)

[সর্বধর্মোপপত্ত্যেচ্চ ৩৭]

[সি: ৭:]

ভামতীর অনুবাদ ।

ধর্মপ্রকার অহুপপত্তিশঙ্কা পরিত্যক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ অসঙ্গত বলিয়া যত আশঙ্কা হইতে পারে, সেই সকলই নিরাস করা হইয়াছে । ৩৭। ইহাই হইল সর্বধর্মোপপত্ত্যধিকরণ নামক ত্রয়োদশ অধিকরণ ।

ইতি শ্রীচাক্রকৃৎ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ ভামতীর ভাষ্যাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল ।

ত্রয়োদশ অধিকরণের তাৎপর্য ।

সর্বধর্মোপপত্ত্যধিকরণ নামক এই ত্রয়োদশ অধিকরণে একটীমাত্র সূত্র আছে । ইহার অর্থ—জগৎ কারণ ব্রহ্মে সর্বধর্মের উপপত্তি হয় । ইহার অবয়বগুলি এই—

১। সঙ্গতি—প্রতিসঙ্গতি—পূর্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—

অধ্যায়সঙ্গতি—

পাদসঙ্গতি—

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্বে বলা হইয়াছে, জীবগণের কণ্ঠাসুসারে ঈশ্বর বিষয় জগৎ সৃষ্টি করেন । কিন্তু ব্রহ্মের কোন গুণ না থাকায় তিনি জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না । এই আক্ষেপসঙ্গতিবশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন । অতএব এখানে আক্ষেপসঙ্গতি জানিতে হইবে ।

২। বিষয়—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন—এই বেদান্তসমগ্রটি বিষয় ।

৩। সংশয়—যিনি নিগুণ তিনি উপাদানকারণ হন না । যথা—গন্ধ—এই যুক্তি দ্বারা উক্ত সমগ্র বিষয়ক হয় কিনা ? ইহা সংশয় ।

৪। পূর্বপক্ষ—উক্ত যুক্তি অনুসারে নিগুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—ইহাই পূর্বপক্ষ ।

৫। সিদ্ধান্ত—

ব্রহ্মাধিষ্ঠানতোহস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বম্ উপেয়তে ।

নিগুণেহপ্যস্তি জাত্যাদৌ সৌতি সব্যভিচারিতা ॥

অর্থাৎ যাহা নিগুণ তাহা উপাদানকারণ নহে—এই ব্যাপ্তিতে পরিণামের উপাদানস্বাভাব সাধ্য হইবে ? না বিবর্তের উপাদানস্বাভাব সাধ্য হইবে ? যদি বল—পরিণামের উপাদানস্বাভাবই সাধ্য, তাহা হইলে ইহাতে আমার আপত্তি নাই । আর যদি বল—বিবর্তোপাদানস্বাভাবই সাধ্য, তাহা হইলে জাতি প্রকৃতি নিগুণ বস্তুতে অনিত্যত্বের আরোপ হইতে দেখা যায় বলিয়া ঐ নিয়মে ব্যভিচার হইল । অতএব ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান বলিয়া আমরা তাঁহাকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করি । কারণ, স্মৃতিকাদিরও বাস্তবিক পরিণাম হয় না, স্মৃতিকাপরিণাম ঘটাদির সখ ও অসখের স্বরূপ ও ধর্মত্বের বিকল্পদ্বারা তাহা যে অনির্কচনীয়—এ কথা আমরা আরম্ভগাধিকরণে বলিয়াছি, অতএব স্মৃতিকাদিও ঘটাদির বিবর্তের উপাদান । অতএব নিগুণ ব্রহ্ম জগতের বিবর্তোপাদান—ইহা বিবৃদ্ধ নহে । অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তোপাদানকারণ—এই বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ । ইতি

৬। ফলভেদ—পূর্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধে সমগ্র অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে স্মৃতির অবিরোধে সমগ্র সিদ্ধ ।

এই ত্রয়োদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহা এই—

নাস্তি প্রকৃতিত্বাৎ যদ্ বা নিগুণস্তাস্তি নাস্তি সা,

মূদাদেঃ সগুণস্তৈব প্রকৃতিত্বোপলব্ধনাৎ ॥

ব্রহ্মাধিষ্ঠানতোহস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে ।

নিগুণেহপ্যস্তি জাত্যাদৌ সা ব্রহ্ম প্রকৃতিস্ততঃ ॥

অথর—নিগুণত্ব প্রকৃতিত্বাৎ নাস্তি, যদ্ বা নাস্তি, সা নাস্তি, সগুণত্ব এব মূদাদেঃ প্রকৃতিত্বোপলব্ধনাৎ । অস্মাভিঃ ব্রহ্মাধিষ্ঠানতঃ প্রকৃতিত্বম্ উপেয়তে । নিগুণে জাত্যাদৌ অপি সা নাস্তি । ততঃ ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ ।

ইতি শ্রীচাক্রকৃৎ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের অধিকরণতাৎপর্যনির্ণয় সম্পূর্ণ হইল ।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের অধিকরণ, পূর্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তপক্ষ ।

অধিকরণ	পূর্বপক্ষসূত্র	সিদ্ধান্তসূত্র
১। স্বত্বাধিকরণ—	স্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ	ন অস্ত্যস্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১১ ইতরেবাং চ অমুপলক্ষেঃ ১২
২। যোগপ্রত্যক্ষাধিকরণ—		এতেন বোগঃ প্রত্যুক্তঃ ১৩
৩। ন বিলক্ষণাধিকরণ—	ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্ত তথাহি চ শকাৎ ১৪ অভিমানিবাপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ১৫ দৃশ্যতে তু ১৬ অসৎ ইতি চেৎ অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ১৮	ন প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ ১৭ ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ১৯ স্বপক্ষদোষাৎ চ ১১০
৪। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ—	তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অত্থাভ্যুমেয়মিতি চেৎ	এবমপি অনিশ্চোক্ষপ্রসঙ্গঃ ১১১ এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা ১১২
৫। ভোক্তৃপত্তাধিকরণ—	ভোক্তৃপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ	ত্য়াৎ লোকবৎ ১১৩ তদনুগতম্ আরম্ভগণশব্দাদিত্যঃ ১১৪
৬। আরম্ভাধিকরণ—		ভাবে চ পলক্ষেঃ ১১৫ সত্বাৎ চ অবরম্ভ ১১৬ ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ১১৭ যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ ১১৮ পটবৎ চ ১১৯ যথা চ প্রাণাদি ১২০
৭। ইতরব্যপদেশাধিকরণ—	ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ১২১	অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ১২২ অন্যাদিবৎ চ তদমুপপত্তিঃ ১২৩
৮। উপসংহারদর্শনাধিকরণ—	উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ	ন ক্ষীরবৎ হি ১২৪ দেবাদিবদপি লোকে ১২৫
৯। কুৎসপ্রসক্তাধিকরণ—	কুৎসপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ১২৬	শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ১২৭ আত্মনি চৈবং বিচিহ্নাশ্চ হি ১২৮ স্বপক্ষদোষাৎ চ ১২৯ সর্ব্বোপেতা চ তদদর্শনাৎ ১৩০ তৎ উক্তম্ ১৩১
১০। সর্ব্বোপেতাধিকরণ—	বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ	
১১। ন প্রয়োজনবস্থাধিকরণ—	ন প্রয়োজনবস্থাৎ ১৩২	লোকবৎ তু লীলাটকবন্যম্ ১৩৩ বৈষম্যনৈমিত্ত্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ১৩৪
১২। বৈষম্যনৈমিত্ত্যাধিকরণ—	ন কথ্যবিভাগাৎ ইতি চেৎ	ন অনাদিত্বাৎ ১৩৫ উপগম্মতে চাপি উপলভ্যতে চ ১৩৬
১৩। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তাধিকরণ—		সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেস্ত ১৩৭

ভামতীটীকা

ভামতীপ্রভা ।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ ।

অমন্দানন্দসন্দোহনিগ্ধান্দিপদপঙ্কজম্ ।

বন্দে বৃন্দাবনানন্দনিদানং নন্দনন্দনম্ ॥

কালিন্দীপুলিনে মিলংপবিজনে বৃন্দাবনে পাবনে,

থেলদগৌকুলসঙ্কলে ব্রজকূলে ফুল্লংতমালাকূলে ।

ক্ৰীড়কৌবসমীরনীরমধুরে লীলাধুবীণো হরিঃ,

পায়্য তান্ শবণাগতান্ স্নিয়তান্ রাখালরাজোহনিগম্ ॥

বনানাথায় গুববে সন্ধিপ্রকুলকেতবে । সেতবে শাস্তিসিদ্ধনাং শ্রেয়সাং হেতবে নমঃ ॥

ন্যাসায় বিষ্করুপায় নমো জ্ঞানাকরায় চ । রূপয়া জ্ঞানদীপোহয়ং দীপিতো যেন চাক্ষুসা ॥

শঙ্করায় নমস্তস্মৈ বেদান্তে নিষ্ঠিতায় চ । ভামতীপত্যে বাচস্পত্যয়েহমৃতসেবিনে ॥

মাতঃ প্রবোধজননীশ্চিতিবাণি তর্কী । মীমাংসিকে কপিলযোগকণাদবাণি ।

শাক্ষ্মতে ভবত যুগ্মিতঃ সহায় । বাচস্পতের্কীচসি যং কৃতসাহসোহহম্ ॥

তর্কালীচদৃঢ়প্রগাঢ়মিথ্যাবিত্রায়বিদ্—গৌড়ীভূগমভূগবিক্রমদটাপঞ্চাস্ত্রবাচস্পতেঃ ॥

সেয়ং শাক্ষবভাগবতকলনানিলুপ্তনাফলনা ভীয়াং বাক্ মিতয়া তয়াহ্যামৃতয়া বক্তঃ প্রয়াসো মম ॥

মিশ্রামিশ্রিতভাষ্কার্গঃ স্ত্রার্থোহপি ষ বক্ষাতে । যথামতি মতিপ্রাপ্তো ব্রহ্মমতপিপাতনা ॥

শ্রীমতা চারুক্ষেণ কৃষ্ণনিষ্ঠেন দীমতা । বিপ্রপ্রণ প্রিয়তর্কেণ ক্রিয়তে ভামতীপ্রভা ॥

নিত্যানন্দসমুদ্ভাসি সৌভাবামাশ্রকম্পিতা । তত্ত্বতামিয়মানন্দং বাসস্তীৰ প্রভা সতাম্ ॥

“জ্ঞানাত্ম যত” (১১১:) ইতি উপক্রমা “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তরূপরোধাৎ” (১১১২৩) ইতুপ-
সংহারেণ শুদ্ধে চেতনে ব্রহ্মণি জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানে সর্বথাং বেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ব্যবস্থাপিতঃ ।

যদি জগতোহভিন্ননিমিত্তোপাদানং চেতনং ব্রহ্ম, তর্হি স্মৃতিবিবোধঃ, জ্ঞানবিবোধঃ, বেদান্তানাং পরস্পরং
বিগাং চ । স্মৃতিষ্ হি কপিলাদিপ্রবর্তিতাস্থ প্রধানমেব অচেতনম্ উপাদানধারণং অথানে, বুদ্ধিসিদ্ধশ্চায়মেব
দাদঃ, যতঃ প্রপঞ্চবিলক্ষণং ব্রহ্ম ন প্রপঞ্চোপাদানতাম্ অর্হতি, কিন্তু তৎসলক্ষণং প্রধানমেব । তদুক্তম্

“বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক । তেন প্রধানসারপাৎ প্রধানশ্চৈব বিক্রিয়া” ॥ ইতি ।

“ধারণশূন্যকর্ত্ত্বাং কাব্যাস্যাবাক্তমপি সিদ্ধম্” ইতি চ । সতি চৈবঃ “প্রকৃতিশ্চ” ইতি স্মৃতিসিদ্ধে
অভিন্ননিমিত্তোপাদান এব যদি উপনিষদাং তাৎপর্যাং, তর্হি প্রধানবাদ এব তাৎপর্যবসানম্ । তদপি হি
সম্বন্ধপ্রশ্নে জ্ঞানশক্তিমত্বাং নিমিত্তং, প্রপঞ্চধারণে পরিণমমানত্বাং উপাদানং চ ভবতি, ততশ্চ ন
অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা ব্রহ্মণি সম্ভবতি—ইতি ব্যবস্থাপিতস্ত ব্রহ্মণি সমন্বয়স্ত আক্ষেপসমাপাদনাভ্যাং স্বর্ণানিখনন-
জায়েন দৃঢ়ীকরণার্থং দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ প্রবৃত্তঃ । তস্যা ইদম্ আদিমং সূত্রম্—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিত্যি চেদ্ব্যক্তস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ১২।১।১

তত্র প্রমাণাধায়নিরূপণানন্তরং দ্বিতীয়াধ্যায়নিকপণে “শাস্ত্রে নাসঙ্গতং ত্রয়াৎ” ইতি নিয়মাৎ কাচিৎ সঙ্গতিঃ
অবশ্যম্ অত্র প্রদর্শনীয়, ইতি তদর্থং স্ত্রাববোধার্থং চ “প্রথমেহধ্যায়ে” ইত্যাদিনা সংক্ষেপেণ বৃত্তবর্ণনাং
ভাগ্যে, ইত্যাহতী কায়াং বৃত্তবস্তিস্থ্যমাণয়োঃ ইতি । ‘বৃত্তঃ’ ব্যাখ্যাতঃ, সমন্বয়াদ্যায় ইতি যাবৎ । ‘বস্তিস্থ্যমাণঃ’
ব্যাখ্যাস্যমানঃ, অবিরোধাদ্যায় ইতি যাবৎ । অবিস্ত্রাববিষয়স্ত বিচারাসম্বন্ধাৎ বিষয়সিদ্ধানন্তরং বিষয়িভোহস্য
আরম্ভঃ ইতি সিদ্ধম্ অনয়োঃ পৌর্বাপর্যায়ম্ । ‘বিষয়ঃ’ সমন্বয়ঃ । ‘বিষয়ী’ অবিবোধঃ । সমন্বয়বিরোধপরিহার-
লক্ষণয়োঃ ইতি । ‘সমন্বয়ঃ’ সম্যকসম্বন্ধঃ, সাক্ষাৎপরস্পরয়া বা ব্রহ্মণি এব বেদান্তানাম্ তাৎপর্যবস্তাৎ
তত্রৈব তেবাং সমন্বয়ঃ । ‘বিরোধঃ’ নাম্ উক্ত্যৈবপরীত্যসাধকহেতুপত্ত্যাসেন উক্ত্যক্ষেপঃ, ‘পরিহার’শ্চ তন্নিরাসঃ ।
প্রকৃতে চ সমন্বয়াদ্যায়ম্ আশ্রিত্যেব বিরোধাৎ স এব বিষয়ঃ, দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ তাৎপর্যবিহাররূপত্বাৎ বিষয়ী,
ইতি অনয়োঃ বিষয়বিষয়িভাবঃ সঙ্গতিরিত্যি স্মৃতিতম্ ।

নম্ ‘বৃত্তবস্তিস্থ্যমাণ’পদং ব্যর্থং, বৃত্তস্য জ্ঞাতত্বাৎ বস্তিস্থ্যমাণস্য চ স্বয়ং জ্ঞাস্যমানত্বাৎ, ইত্যাহ—

সঙ্গতিপ্রদর্শনায় ইতি । সঙ্গতিস্তাবৎ ‘অনন্তরাভিধানপ্রযোজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়োহর্থঃ’ । ইতি অমু-
মিতিদ্বিতীয়ে গোড়দেশমণিঃ শিরোমণিঃ । “যদ্বিরূপণাবাহিতোত্তরনিরূপণপ্রযোজিকা যা জিজ্ঞাসা তচ্চনক-
জ্ঞানবিষয়ীভূতো যো ধর্মঃ স তদ্বিরূপিতসঙ্গতিঃ ইত্যর্থঃ” ইতি তট্টীকাকৃতঃ । সা চ ভায়মতে বভিধা । তদ্ব্যবস্থা—

“সঙ্গসঙ্গ উপোদ্যাতো হেতুতাবসরস্তথা । নির্বাহকৈক্যাকার্যৈকো ঘোচো সঙ্গতিরিগতে” ॥ ইতি ।

ব্রহ্মহ্মে তু উক্তবিধসঙ্গতাপেক্ষিতানন্তর্যার্থং মধ্যমা উপাদীয়ন্তে, প্রতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদাধিকরণস্বভেদাৎ ।
‘অধ্যায়াদীনাম্’ অবাস্তবসঙ্গতিশ্চ ‘আক্ষেপাদিভেদেন বহুধা উচ্যমানাহপি যথার্থম্ উক্তপ্রকারেণ এব অন্তর্ভবতি ।
সা চ ব্যাসাধিকরণমালীয়া’ ব্রহ্মবা । সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রতিব্যাক্তানরূপত্বাৎ, সর্বশ্রুতীনাম্ ব্রহ্মণি এব পরম-
তাপর্য্যাবসেহন ব্রহ্মবিচারায়কত্বাচ্চ, শাস্ত্রেহস্মিন্ সর্কেষু স্বত্রেণ বর্তেতে প্রতিশাস্ত্রয়োঃ সঙ্গতী । অধ্যায়পাদাধি-
করণস্বত্বসঙ্গতঃ ক্রমেণ পূর্বপূর্বব্যাপ্যভূতঃ । অধ্যায়চতুষ্টয়াস্বকেষ্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমস্তাবৎ সমন্বয়ঃ, দ্বিতীয়োহ-
নিরোধঃ, তৃতীয়ঃ সাধনম্, চতুর্থঃ ফলম্ । প্রকৃতপাদস্ব স্বমতবাবস্থাপনায়কঃ, অত্র অধিকরণানি সন্তি ত্রয়োদশ,
স্বত্রানি চ সপ্তত্রিংশৎ, ইতি সংক্ষেপঃ । অধ্যায়স্ব প্রত্যেকং চতুষ্পাদায়কঃ, পাদস্ব প্রত্যেকং অধিকরণাধ্য-
ক্ষায়সম্বন্ধপাঃ, একেন তদধিকেহন বা স্বত্রেণ রচিতানি চ অধিকরণানি, অধ্যায়েন অধ্যায়সা, পাদেন পাদসা,
অধিকরণেন চ অধিকরণস্ব, অস্তি অবাস্তবসঙ্গতিঃ । শ্রোতসমন্বয়স্ব বিরোধপরিস্কারার্থত্বাৎ অস্তি অত্র পাদে
শ্রুতিসঙ্গতিঃ, ব্রহ্মবিচারায়কত্বাৎ শাস্ত্রসঙ্গতিঃ, সাংখ্যাদিপ্রত্যাপস্থাপিতবিরোধপরিস্কারার্থত্বাচ্চ অধ্যায়সঙ্গতিঃ ।
বিরোধনিরসনেন স্বমতবাবস্থাপনায়কত্বাৎ অস্তি পাদসঙ্গতিঃ সর্কেষু অধিকরণেষু । তথা এতদধিকরণাস্তর্গত-
তদ্ব্যবস্থাপি অধিকরণসঙ্গতিবিত্তি বোদ্ধবাম্, ইতি ।

পূর্বোধ্যায়েন সহ এতদধ্যায়সা বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গতিঃ প্রাপ্তস্তা, সা চ আক্ষেপরূপা । বিষয়বিষয়িভাবঃ
প্রতিপাকপ্রতিপাদকভাবঃ । পূর্বস্মিন্ পাদে সাংখ্যীয়প্রধানবিষয়ত্বেন সন্ধিহমানাব্যাক্তজাদিশ্রুতিপদানাম্ ব্রহ্মণি
সমন্বয়ে দর্শিতঃ, স চ শিষ্টপরিগৃহীতকর্তাবনীচসাংখ্যাদিস্মৃতিভির্বিরোধাৎ অসঙ্গতঃ—ইতি ভবতি স্বাভাবিকী শঙ্কা,
তৎপরিহারেণ স্বমতবাবস্থাপনার্থত্বাৎ এতসা পাদসা আক্ষেপসঙ্গতিঃ অতীতেন পাদেন নম্ববা । পূর্বোধ্যায়স্ব
তাবৎ প্রধানবৎ পরমমাদিবাধাঃ অবৈদিকত্বাৎ বেদবিরোধাচ্চ প্রতিষিদ্ধাঃ, স তু ন যুক্তঃ, শিষ্টপরিগৃহীতনিরবকাশ-
সাংখ্যায়ুতেঃ অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ,—ইত্যাপেপে তৎপরিহারার্থত্বাৎ এতেন অধিকরণেন সহ পূর্বোধ্যায়স্ব সঙ্গতিঃ
আক্ষেপরূপা বিজ্ঞেয়া ইতি সংক্ষেপঃ । অধিকরণং চ বিষয়াদিপঞ্চকসমুদায়ঃ । যথাহঃ পূর্বোধ্যায়সাংবিদঃ—

“বিষয়ো বিষয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্ । নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেহধিকরণং মতম্” ॥ ইতি ।

তত্র বিষয়ো নাম বিচারইবাক্যম্ । বিষয়ঃ—অস্য অয়মর্থো ন বা ইতি সংশয়ঃ । পূর্বপক্ষঃ—প্রকৃতার্থ-
বিরোধিতকোপপত্তাসঃ । উত্তরং—সিদ্ধান্তায়ুক্তলতকোপপত্তাসঃ । নির্ণয়ঃ—মহাবাক্যার্থতাপর্ধানিশ্চয়ঃ । এবংক্রমেণ
বিবেচনম্ অত্র অধিক্রিয়তে ইত্যধিকরণম্ । উত্তরমীমাংসারীত্যা তু অধিকরণাঙ্গানি—বিষয়ঃ সন্দেহঃ পূর্বপক্ষঃ
সিদ্ধান্তপক্ষঃ সঙ্গতিঃ ফলভেদশ্চ ইতি ষট্ ।

অত্র জগদভিন্নমিত্তোপাদানে চেতনে ব্রহ্মণি বেদান্তানাং সমন্বয়ে বিষয়ঃ, তস্ত চ নিরবকাশসাংখ্যায়ুত্যা
বিরোধাৎ সঙ্কোচো ভবতি ন বা ইতি সংশয়ঃ, শিষ্টপরিগৃহীতসাংখ্যায়ুতেঃ অনবকাশানৌচিত্যাৎ ভবতি সঙ্কোচঃ
ইতি পূর্বপক্ষঃ, সাংখ্যায়ুত্যাধারে প্রত্যক্ষশ্রুতিমূল মন্বাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশপ্রসঙ্গাৎ তাভিঃ কল্মাশ্রুতিমূলসাংখ্য-
ায়ুতেঃ বাধাৎ সমন্বয়স্য ন সঙ্কোচঃ ইতি সিদ্ধান্তঃ । পূর্বপক্ষে সমন্বয়সিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ ইতি
ফলভেদঃ ইত্যধিকরণনির্ণয়ঃ ।

নহু এবমপি সংগ্রহেণ বক্তব্যমাগপ্রদর্শনং বার্থং, বিনাপি বক্তব্যমাগসংগ্রহণং বৃত্তম্ অসঙ্গতম্ ইতি আক্ষেপ-
প্রদর্শনমাত্রেণ সঙ্গতিপ্রদর্শনসম্ভবাৎ, ইত্যাপেক্ষাহ—সুখগ্রহণায় চ ইতি । সংক্ষেপতো হি বক্তব্যমাগার্থ-
কথনেন প্রেক্ষাবতাম্ অধ্যয়নে স্বরসপ্রবর্তিতবিষয়ি ইতি বক্তব্যমাগার্থসংগ্রহণম্ ইতি ভাবঃ । ‘অনপেক্ষঃ’
প্রমাণস্তরানপেক্ষম্, ইতরানপেক্ষপ্রামাণ্যকম্ ইত্যর্থঃ । অনেন চ অমুমানাদিপ্রমাণাস্তরানপেক্ষসাংখ্যাদিস্মৃত্যাপেক্ষয়া
বেদান্তব্যাক্যপ্রাবলাং হুচাতে । স্বরসসিদ্ধসমন্বয়লক্ষণম্ ইতি । যং বেদান্তব্যাক্যং, তস্য রসঃ ইচ্ছা—ব্যাক্ত
চ তদসম্ভবাৎ তাৎপর্ধ্যনির্ণয়কম্বিধিলিঙ্গোপেতত্বম্ অর্থঃ । তথাচ অনপেক্ষং যৎ বেদান্তব্যাক্যং তস্ত স্বরসেন
সিদ্ধং যৎ সমন্বয়লক্ষণং তস্ত ইত্যর্থঃ । আক্ষেপসম্বাদানকরণাদিভিঃ । ‘আক্ষেপঃ’ আপত্তিঃ, ‘সম্বাদানঃ’
তৎপরিহারঃ, তৎকরণাদিত্যর্থঃ । ‘লক্ষণেন’ অধ্যয়ন, ‘সম্বদঃ’ সঙ্গতিঃ, সমন্বয়লক্ষণম্ ইত্যর্থঃ ।

পাদার্থান্ সংক্ষেপেণ আহ—ভাষ্যকারঃ ইদানীমিতি । তত্র প্রথমে পাদে তাবৎ কপিলাদিস্মৃতি-
প্রাপ্তস্ত সন্বয়লক্ষণবিরোধস্ত পরিহারঃ, দ্বিতীয়পাদে কপিলকণাদিপ্রতিপাদিতপ্রধানপরমাধাদিবাদানায়

আগমাদিবিকল্পকৃষ্ণপূর্ণঃ প্রদণা বিরোধপরিহারঃ । তৃতীয়পাদে আকাশাদিশৃষ্টিবাক্যানাং তদভৌতজীবাস্থ-
স্থতীনাং চ সর্গপ্রলয়ক্রমাদিকথনেন অবিরোধঃ, চতুর্থে চ পাদে প্রাণাদিলিঙ্গশরীরস্থিতিবাক্যানাম্ অবিরোধঃ
প্রতিপাদ্যতে । তদুক্তং—

ষষ্ঠীয়ে স্মৃতিতর্কভামবিরোধোহুদ্বুদ্বিতা । ভূতভোক্তৃশ্রেতেলিঙ্গশ্রেতেরপাবিকল্পতা ॥ ইতি ।

নহু সাংখ্যাদীনামপি স্মৃতাঙ্কবলধনেন তদ্বনির্ণয়ে কথং বেদান্তসিদ্ধি এব সমগ্রঃ সমাদরণঃ, ন সাংখ্যাদি
সিদ্ধসমগ্রঃ, ইত্যাক্ষা সাংখ্যাদিস্থতীনাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধেন স্মৃতাভাসঃ, বেদান্তবাক্যানাং তদনুসারি-
স্থতীনাং চ ন তাদৃকত্বম্ ইতি ন দোষলেশোহপি ইত্যভিপ্রায়েণাহ ভাষ্যে স্বপক্ষে স্মৃতিজ্ঞায়বিরোধপরিহারঃ
প্রধানাদিবাদানাং চ জ্ঞান্যভাসোপবংহিতত্বম্ ইতি । স্মৃতিজ্ঞায়বিরোধপরিহার ইতি । বিরোধস্ত
পরিহারঃ বিরোধপরিহারঃ, স্মৃতিজ্ঞান্যভাসঃ বিরোধপরিহারঃ স্মৃতিজ্ঞায়বিরোধপরিহারঃ ইতি । স্মৃতাবলধনে
জ্ঞান্যবলধনে চ বিরোধঃ স্মৃতাবলধনে জ্ঞান্যবলধনে চ পরিত্রিয়তে ইতি ভাবঃ ।

নহু উভয়োরপি স্মৃতিজ্ঞায়বিশেষে জ্ঞায়জ্ঞায়বিশেষে চ বিনিগমনাবিরহঃ ইতি শঙ্কায়াম্ আহ—জ্ঞান্যভাস
ইতি । “জ্ঞান্যে নাম প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণম্, প্রত্যক্ষাগমাপ্রিতম্ অন্তর্যাম্, সা অদ্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমভাসম্ ঈক্ষিতম্
অদ্বীক্ষণম্ অদ্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ততে ইত্যাদিগণিকী জ্ঞায়বিজ্ঞা জ্ঞায়শাস্ত্রম্ । যং পুনরন্তর্যাম্ প্রত্যক্ষাগমবিকল্পং,
জ্ঞান্যভাসঃ স” ইতি জ্ঞায়ভাসকৃতঃ । ‘প্রমাণৈঃ’ সর্বপ্রমাণমূলকৈঃ প্রতিজ্ঞাদিপক্ষানববৈঃ, অর্থস্ত সাধ্যসাধনস্ব
হেতোঃ পরীক্ষণং জ্ঞায়ঃ, তদ্বং জ্ঞান্যভাসে যে তে জ্ঞান্যভাসাঃ, ন তু বস্তুতো জ্ঞান্য ইত্যর্থঃ । অথবা নীয়েতে
প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেনেনি জ্ঞায়ঃ, সমস্তরূপোপপন্নলিঙ্গবোধকবাক্যজাতম্ ইত্যর্থঃ । জ্ঞান্যভাসেতি
স্মৃতাভাসস্ত উপলক্ষণং, প্রধানবাদাদীনাম্ জ্ঞান্যঃ স্মৃতবশত স্বক্ৰিপরিবর্তিতত্বাৎ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিনা চ স্বয়ম্
আভাসরূপা, ইতি ন তদ্বনির্ণয়ে পথ্যাপ্তং প্রমাণম্ । অনেন চ পূর্বপক্ষসুক্তয়োঃপি দৃষ্টান্তে । ব্রহ্মকারণতাপর-
বেদান্তবাক্যবিরোধঃ প্রধানপরমাধাদিপ্রতিপাদনপরা জ্ঞান্য জ্ঞান্যভাসা ইত্যর্থঃ ।

অয়ং ভাবঃ—শ্রুতিভাষ্যনির্ণয়ার্থং খলু প্রবৃত্তমিদং ব্রহ্মসীমাংসাশাস্ত্রং তস্য ভাষ্যপাঠ্যং সাংখ্যাদিস্মৃতা-
বিরোধেন প্রধানেন এব অবধার্যতে, ন ব্রহ্মণি, শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ স্মৃতীনাম্ । “ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি
নহি সন্মোহাদলক্ষণম্” ইতি জ্ঞানেন সন্নিধৌ শ্রুত্যাৰ্থে স্মৃতাভাসবিব্যাখ্যানভৌব যুক্তত্বাৎ, শ্রুতিপ্রতিপাদিতে
কপিলাদিমহাপ্রবর্তিতসাংখ্যস্মৃতিসিদ্ধি এবার্থে বেদান্তানাং পথ্যবসানং, যদি তু মন্যাদিস্মৃতীনাম্ অপি শ্রুতি-
ব্যাখ্যানরূপত্বাৎ তদনুসারিণি অর্থে ব্রহ্মণি অপি ভাষ্যপাঠ্যং ন বিরুদ্ধম্ ইতি মত্রে, এবমপি স্মৃতিস্বয়বিরোধে
প্রাবল্যদোষল্যানির্ণয়ঃ সংশয়ঃ পরং ভবতোব, ইতি স্মৃতানবকাশাদিকবণং সাবকাশম্ ইতি হৃদয়ম্ ।

নহু শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে স্মৃতেঃ দুর্বলত্বাৎ কথং স্মৃতিবিরোধেন শ্রুতেঃ অগ্ৰতানয়নম্ ? ইত্যাক্ষা মন্যাদিস্মৃতীনাম্
পরোকধর্মবোধনার্থং প্রবৃত্তানাং শ্রুতাপেক্ষয়া দুর্বলত্বেরূপি, মোক্ষসাধনম্ উপদেষ্টুঃ প্রবৃত্তানাং সাংখ্যাদিস্মৃতীনাম্
ন তথা দৌর্বল্যঃ স্বীকর্তব্যঃ শকাতে । মোক্ষসাধনং হি সাক্ষাৎকারঃ, যুক্তীনাং মননপদবাচ্যানাং তদ্রূপযোগিত্বাৎ
সম্বন্ধঃ, ইতি স্বয়ং মননে সাক্ষাৎকৃত্য কপিলাদিভিঃ প্রবর্তিতানাং স্মৃতীনাম্ শ্রুতিসমানযোগ্যক্কেমং প্রামাণ্যং
স্বীকর্তব্যমিতি স্মৃতাপেক্ষয়া শ্রুতিপ্রাবল্যাবস্থাস্থাঃ ন সিদ্ধকারণপরস্মৃতিবিসয়ত্বম্, ইতি নিকপণার্থং ভাষ্যে স্মৃতিশ্চ
তদ্রূপাখ্যা ইত্যুক্তম্ । অপিচ অনন্তপরতর্কাত্তরোধেন শ্রোতব্রহ্মাদিপদানাম্ বহুগুণসাম্যং প্রধানপরতরৈব
ব্যাখ্যানং যুক্তম্ । অত্র তদ্রূপদেন শ্রুতামূল্যে আগমেষু বোদ্ধাদিপ্রবর্তিতেষু সাংখ্যস্মৃতেরপি প্রবেশঃ ভাষ্যকার-
নিবন্ধিতঃ, ইতি পক্ষানিরাকরণার্থং ব্যাচষ্টে—তদ্রূপত্বে ব্যুৎপাদ্যত্বে ইতি । তথাচ তদ্রূপাখ্যাপদেন
“বিরোধে জনপেক্ষং স্থাৎ” (পৃঃ মীঃ) ইতি পূর্বতদ্রূপায়ৈন প্রকৃত্যধিকরণস্ত গতাধ্বনিবাসঃ সূচ্যতে । স্পষ্টী-
করিত্বতে চৈদম্ অল্পপদমেব স্বয়ং ভাষ্যকৃত্য । আদ্যবিদ্যুবা ইতি । অনেন কপিলস্ত কারণরূপাবধারণং
স্বক্ৰিমাত্রাপেক্ষং, ন তু পরোপদেশনিবন্ধনম্ ইতি হৃচনেন ভগবৎপ্রবর্তিতং বেদবাক্যমিব কপিলপ্রবর্তিতসাংখ্য-
স্মৃতিরপি স্বতঃপ্রমাণম্ ইতি শ্রুতিসমানযোগ্যক্কেমং সাংখ্যস্মৃতিপ্রামাণ্যম্ ইতি জ্ঞাপ্যতে ।

নহু প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরা আহরিকপক্ষিখাদিপ্রবর্তিতা অজ্ঞা অপি স্মৃতয়ো বর্তন্তে, তাসাং চ সর্বাসাং
স্বতন্ত্রতত্ত্বমহাবিশ্রীতত্বে আদিবিশেষঃ কথং কপিলস্তেব ইতি নিন্দারয়িতুং শকাতে, ইত্যাক্ষাহ অজ্ঞাশ্চেতি
তদনুসারিণ্যঃ কপিলপ্রীতস্মৃতিমূল্য ইত্যর্থঃ । তথাচ পক্ষিখাদিস্মৃতীনাম্ কপিলস্মৃতিসাপেক্ষং প্রামাণ্যং,
কপিলস্মৃতেস্ত স্বতঃপ্রামাণ্যম্ ইতি ন বিরোধ ইতি ভাবঃ ।

অত্রায়ং সূত্রার্থঃ—অতীত্যাধ্যাত্মকঃ ব্রহ্মকারণপরঃ সমগ্রঃ প্রধানকারণপরসাংখ্যস্মৃতা বিরূপতেন ন বা
ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বে প্রধানকারণবাদিনী যা পরমর্ষিকপিলপ্রোক্তা সাংখ্যস্মৃতি

তত্ত্বাঃ অনবকাশো বৈয়র্ধ্যং, স এব দোষঃ, তৎপ্রসঙ্গঃ, অতঃ উক্তসম্বন্ধঃ বিরুদ্ধাতে ইতি তদনুসারেণৈব
বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ ইতি চেৎ, ইতি পূর্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—ন ইতি। উক্তসম্বন্ধঃ ন বিরুদ্ধাতে ইত্যর্থঃ
তত্র হেতুমাহ অজ্ঞানমুত্তোতি—

“অতশ্চ সংক্ষেপমিদং শৃণুধ্বং, নারায়ণঃ সর্বমিদং পুরাণং।

স সর্গকালে চ কুরোতি সর্বং, সংহারকালে চ তদন্তি ভূয়ঃ।

অহং কৃত্বন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা”। ইত্যাদি

ব্রহ্মকারণবাদিস্বতীনাং অনবকাশদোষঃ প্রসজ্যোত। তস্মাৎ স্বতীনাং পরম্পববিরোধে বেদান্তসারিণী এব
শ্রুতিঃ আদরণীয়া, তদ্বিরুদ্ধা তু অপ্রমাণম্ উপজীব্যবিরোধঃ। অতো বেদবিরুদ্ধসাংখ্যম্ভূত্যা সমন্বয়ো
বিরুদ্ধাতে ইত্যর্থঃ। অত্র স্বদ্বীয়প্রথমান্তপদেন অধিকরণরন্তঃ সূচ্যতে, প্রথমাণ্ডপদন্তু বিধায়কত্বাৎ।

সাংখ্যমুক্তিতত্ত্বাবৎ পরমসিগা আদিবিভূত্যা সর্বজ্ঞকপিলেন প্রণীতা, কেবলমোক্ষোপায়প্রতিপাদনেন
বিসম্যাস্তরাভাবাৎ নিরবকাশা, মহশিভিঃ পঞ্চশিখাদিভিঃ সমাদৃতা চেতি সর্বোৎকর্ষপরিবৃহিতসাংখ্যম্ভূত্যা
ব্রহ্মকারণবাদস্ত সঙ্কোচোহস্ত ন বা ইতি সন্দেহে “যদুক্তং” ইত্যাদি “বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ” ইত্যন্তভাষ্যন্ত
আশয়ং বর্ণয়ন্ত পূর্বপক্ষম্ আরচয়তি—ন খণ্ড অমুখ্যামিতি। তথাহি—

“সঙ্কোচোহনবকাশেন সাংখ্যেন চ সমন্বয়ে। কাব্যো ন বেতি সন্দেহে সঙ্কোচঃ কাব্য এন চ॥

সর্ববিৎকপিলেশো চি সাংখ্যবেদপ্রবর্তকৌ। সাংখ্যাসানবকাশত্বাৎ প্রাবল্যং সাবকাশতঃ”। ইতি।

অয়ং ভাবঃ—স্বতীনাং হি পরমসিগ্ৰহীতানাং সর্বাসাং কৃত্রচন সার্থক্যম্ অবগ্ৰং বর্ণনীয়ম্। ন চ যুক্তং
সর্বান্মনা অপ্রমাণাং কত্ৰা অপি স্মতের্কতুম্। সাংখ্যমুক্তির্হি প্রকৃতিপুরুষবিবেকং মোক্ষসাধনম্ উপদেষ্টুং
প্রবৃত্তা, প্রকৃতিপুরুষবিবেকশ্চ প্রকৃতেবেব কারণত্বং পুরুষস্ত তু অসঙ্গতম্, ইতি বিবেচনেন ভবতি নাভূত্যা।
সতি চৈবং চৈতন্ত্র্য অকারণত্বং প্রকৃতেবেব কারণত্বম্, ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্ত এব কিম্ উপনিষদাং তাৎপৰ্য্যং,
উত চৈতন্ত্র্য তস্মৈ, ইতি বীজায়াং প্রকৃতিকারণত্বপরেণ উপনিষদাং সমন্বয়সম্ভবাৎ সাংখ্যবেদান্তোভয়-
প্রামাণ্যবাদঃ প্রধানকারণবাদে সম্ভবতি, চৈতন্ত্র্যকারণবাদে তু বেদান্তমাত্রাপ্রামাণ্যবাদঃ, তথাচ সতি
শ্রুতিস্মৃত্যভয়প্রামাণ্যনিরীাহেণ অবাদেন উপপত্তৌ, একতরপ্রামাণ্যবাদকল্পনায়। অজ্ঞানমুত্তোতি, স্মৃত্যনুসাবেণ
বেদান্তব্যাপ্যানমেব যুক্তম্ ইতি। অয়মেব হি জ্ঞায়ঃ মতাদীনাং প্রামাণ্যাবস্থাণায়ামপি স্বীকৃত্যে, অজ্ঞান-
মতাদিস্বতীনাং স্পষ্টং শ্রুতিষু অন্তর্ভূতমানপ্রপাতট্যাদিনিরূপণপরাণাম্ প্রামাণ্যম্ অপি ন সিধ্যোৎ, তথাচ
যথা মতাদিস্বতীপ্রামাণ্যনিরীহাৎ তদবিরোধেন প্রপাদিকর্তব্যাতাপরতয়া “যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি” ইত্যাদি
মন্ত্রাণাং মতাদিস্বতীবৈয়র্ধ্যপরিহারার্থং দিনবৎ সাধু মন্ত্রতে, এবং সাংখ্যমুক্ত্যবিরোধেন, বেদান্তানাং বিবরণমেব
যোগ্যম্ ইতি তু নিরুধ্যঃ। অপি চ মতাদিস্বতী যথা বর্ষাশ্রমাচারাদিপ্রতিপাদনেন সাবকাশাঃ নৈবং
সাংখ্যমুক্তিঃ, তস্তা অপবর্গোপায়প্রতিপাদনমন্তরেণ বস্তুস্তরাপ্রতিপাদনাং, তস্মাপি অপ্রতিপাদনে সর্বথা
অনির্ধকাং প্রসজ্যোত, নচৈতৎ যুক্তং আপ্তবাক্যানাং, “অতঃ সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশং বলীয়ঃ” ইতি
জ্ঞান্যং বেদান্তবাক্যানামেব কথঞ্চিৎ সঙ্কোচঃ কার্য ইতি পূর্বপক্ষঃ। প্রমাণান্তরনিরূপেক্ষশ্রুতিবলেন অবধারিতং
যৎ ব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বং, তৎ শক্তিমুখ্যলৌকিকস্বতিবলেন কথং পুনরাঙ্কিপ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যো-
বিরোধে প্রবলতরশ্রুত্যা। হ্রবলস্বতিবাহুশ্চৈব সত্ত্বাদিতি শব্দতে ভাষ্যে কথং পুনঃ ইতি। টাকায়ঃ
প্রমাণিতম্ ইতি। অনপেক্ষণীয়ত্বম্ ইত্যনেন অয়ঃ। বিরোধে তু ইতি। প্রত্যক্ষাভূতমিত্যুক্তো মিথো
বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বে অস্মিতশ্রুতিপ্রামাণ্যম্ অনপেক্ষং হেয়ম্, অসতি তু বিরোধে শ্রুতাত্মমানস্বতী
প্রমাণং ভবতোব ইতি স্বত্বার্থঃ। সামান্ত্যতঃ প্রাপ্তং স্মৃতিপ্রামাণ্যম্ অনেন অপোক্ততে ইত্যর্থঃ।

তথাহি—“ঐদৃশরীং স্পষ্টা উদগায়ে”দিতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধা “সর্বমাবেষ্টেত” ইতি স্মৃতিঃ প্রমাণং ন বা
ইতি সন্দেহে, বৈদিকৈঃ মতাদিভিঃ অভিহিতত্বাৎ তদর্থাত্তষ্ঠানাচ্চ বেদবিরুদ্ধাপি স্মৃতিঃ শ্রুতিকল্পনয়া “ব্রীহিভি-
বদ্বৈত যবৈষজ্জৈত” ইত্যভয়শ্রুতিবৎ প্রমাণং ভবেৎ। বহুপ্রত্যক্ষং যথা বহৌ শৈত্যভাবং বিষয়ীকরোতি ন
তথা প্রত্যক্ষশ্রুতিঃ বিষয়ীকরোতি অহমেয়শ্রুত্যাভাবম্ ইতি বহুপক্ষকশৈত্যাত্মমানবৎ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা অহমেয়শ্রুতেঃ
ন বাধঃ। যোগপশ্চেন উভয়াত্তষ্ঠানম্ অসম্ভবদপি ব্রীহিষবশ্রুতিবৎ প্রত্যক্ষোপাধি সর্ববিধিনা সর্ববেষ্টেতাভূমান-
ন বাধ্যতে। অতঃ অহমানন্ত প্রত্যক্ষোপাধিবিরোধাৎ বিরুদ্ধানামপি প্রামাণ্যম্ ইতি প্রাপ্তে আহ—

“অপ্রামাণ্যং বিরুদ্ধানামশকার্যবিধানতঃ। ঐদৃশরীং ন শক্যোতি সর্বং বেষ্টয়িতুং স্পৃশন্ ॥

বেষ্টিতাং বাহি সস্পষ্টমতোহস্তোক্তবিরোধতঃ। প্রমেয়াপক্কুতেবেব বাধঃ স্তাৎ বহুশৈত্যবৎ” ॥

১. অশকার্থবিধানত্ব ইতি । সংস্পৃশতা বেষ্টয়িত্বম্ অশকাং, বেষ্টয়তা বা স্পষ্টম্ অশকাম্, ইতি । অশকার্থোবিধানাৎ বিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং ন প্রামাণ্যং, তদেব দর্শয়তি ঔদ্বক্ষ্যমীমতি, ঔদ্বক্ষ্যীঃ স্পৃশন সন্ধ্যা ঔদ্বক্ষ্যীং বেষ্টয়িত্বং ন শক্নোতি, সর্ববেষ্টিতাম্ ঔদ্বক্ষ্যীং বা স্পষ্টং ন শক্নোতি ইতি পবম্পবিরোধেন প্রমেয়া-
পহারাত্ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা অহুমানস্ত বাধঃ স্রাদেব, প্রত্যক্ষবহোম্মোহন শ্রুত্যা অহুমানবাবং ইত্যর্থঃ । স্মৃতিরপি—

“শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী । অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সত্য” ॥ ইতি ।

উপবর্ণনং ব্যাখ্যানম্ । পূর্বপক্ষী অধিকরণরম্ভবাদী, পূর্বপক্ষিপক্ষস্থিতঃ সূত্রকারঃ ইতি যাবৎ । **শ্রদ্ধাজড়ান্** ইতি শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ “প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যো তথা শ্রদ্ধেতাদাহুতা” ইতি খাজবহোভ্যন্তঃ, যে খলু স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞাঃ তে স্বয়মেব শ্রুতার্থাবধারণেন শ্রুতিষু শ্রদ্ধাবন্তঃ ইতি ন তেগাম্ অয়ম্ আক্ষেপঃ । মন্দমতীনাং তু স্মৃত্যবষ্টেজেন শ্রোতাখাবধারণাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতিষু চ শ্রদ্ধাতিরেকাৎ তদ্বলে নৈব তে শ্রোতাখ-
মবধারণয়েয়ং, ন শব্দদ্বাশ্চ অস্বংকৃতব্যাখ্যানম্, ইতি তেবাং ভবতোব অয়মাক্ষেপঃ, অতঃ তন্নিরাসেন অস্বংকৃত-
ব্যাখ্যান শ্রদ্ধাসম্পাদনার্থঃ পুনঃ প্রসাদনম্ ইত্যর্থঃ । **আপাতত** ইতি । যথাকথঞ্চ ইত্যর্থঃ । অগ্ৰথা
কপিলস্মৃতাপেক্ষা শ্রুতার্থাবধারণে “বিরোধে অনপেক্ষং শ্রাং” ইতি জায়ো বিকলোহ ইতি ভাবঃ । পরমসাধনং তু
বেদো যথা স্বাভাবিকভ্রমাত্ম্যাবাস্তবিকবস্ত্বগোচরেন্নববুদ্ধিপ্রভবজ্ঞেন প্রমাণং, তথা সাংখ্যাস্মৃতিরপি তাদৃশকপিল-
বুদ্ধিপ্রভবজ্ঞেন তথৈব প্রমাণম্ ইতি ত্যামনয়োঃ প্রামাণ্যং, পরং ক্ষুটতরং প্রদানাদিপ্রতিপাদনপরতয়া অগ্ৰথয়িত্বম্
অশকাভ্যেন নিববকাশঃ স্মৃতেঃ প্রাবল্যজ্ঞেতুঃ, অতঃ তদবিরোধেন শ্রুতার্থসম্বোধ এব জায়া ইতি তদধ-
ময়মাক্ষেপঃ ইতি আহ—**অয়মশ্রুতিসন্ধিঃ** ইতি । হিরবধারণে । তেন ইতি হেতো তৃতীয়া, যস্মাৎ
“শাস্ত্রযোনিহাং” ইতি স্মৃত্তে ব্রহ্মকব শাস্ত্রকাবণম্ উক্তং, তস্মাৎ ইত্যর্থঃ । “**ব্রহ্মপ্রভবঃ**” ইতি বহুব্রীহিঃ, “সন”
ইতি হরিং স্মরন মুচ্যতে ইতিবং হেতো শব্দঃ প্রয়োগঃ, তথচ ভগবান্ পাণিনিঃ “লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ”
ইতি । তথচ যতো ব্রহ্মপ্রভবঃ অতঃ ইত্যর্থঃ । **আজানসিদ্ধা** অনাবরণভূতার্থমাত্রগোচরা চ ইতি
বুদ্ধিবিবেচনাম্, **আজানসিদ্ধা** স্বাভাবিকী ন তু লৌকিকবুদ্ধিবৎ প্রযতসাধা, **অনাবরণেতি** আবরণং অবিচ্ছা
তদ্বচ্ছং যৎ ভূতার্থমাত্রং পৃথিবাদিযাবাস্তবিকবস্ত্ব তদগোচরা ইত্যর্থঃ । তথচ মেদিনী—

“ভূতং স্মাদৌ পিণাচাদৌ জন্তৌ প্রীৎ ত্রিসৃচিতে । প্রাপ্তে বস্তে সমে সত্যো দেবযোজন্তরে তু না” ॥ ইতি ।

তথা—অর্থোহভিবেয়ৈববস্ত্বপ্রযোজননিবৃতিষু, ইত্যনরঃ ।

গোচরো বিষয়ঃ । **মাত্রপদম্** অত্র সাকল্যপবং, তথচ অমরঃ, ‘মাত্রং কাংক্ষৈবধারণে’ ইতি । তত্র
ব্রহ্মণো বুদ্ধিঃ তদ্বুদ্ধিঃ, সা পূর্বং যত্র স তথা ইত্যর্থঃ । অত্র অনাবরণপদং ভ্রমবারণার্থম্, তথচ স্বাভাবিক-
লমানাসর্ববিষয়কব্রহ্মবুদ্ধিপ্রযোজ্যপ্তাবচ্ছেদক তাকবাবণতানিরূপিতকাযাতাকো বেদ ইতি কলিতার্থঃ । এতদেব
ক্ষুটিকরিত্বাতি অল্পপদমেব সাংখ্যো বেদনামাপ্রতিপাদক “নাবরণসর্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা” ইতি গ্রহেণ । অতোহত্র
ভ্রমবৎ সত্যানুভবগোচরত্বং বারয়তি মাত্রোতি ইতি কল্পতরুব্যাখ্যানং চিষ্টম্ । সত্যানুভববিষয়ত্বাৎ অনাবরণ-
পদেনৈব বারণাৎ । মাত্রপদস্ত সাকল্যার্থং চ “সর্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা” ইতি পরগ্রহেণ স্পষ্টীকৃতম্ । এতেন
এতাদৃশব্রহ্মবুদ্ধিপ্রভবত্বাৎ বেদস্ত পৌরুষেয়ত্বং সাধিতম্ । যত্বপি “শাস্ত্রযোনিহা” দিতিস্মৃত্তে পূর্বপূর্বসর্গাহুসারেণ
উক্তাসপ্রাধান্যবৎ অথত্বতঃ তাদৃশতাদৃশাহুপক্সমবেদবিরচনাৎ বেদপ্রণয়নে ভগবতঃ স্বাতন্ত্র্য্যভাবেন
অপৌরুষেয়ত্বমেব বেদস্ত সিদ্ধাস্তিত্বং, তথাপি পূর্বপক্ষিতত্ত্বসারেণ কথঞ্চ পৌরুষেয়ত্বমতিহিতমিতি ধোয়ম্ ।
আজানসিদ্ধভাবানাম্ ইতি । জন্মনঃ প্রভৃতি সিদ্ধাঃ প্রাপ্তাঃ ভাবাঃ বহুজ্ঞানবৈরাগীশাস্ত্রাণি যেবাং তেবাং
ইত্যর্থঃ । স্পষ্টতয়া প্রধানাদিপ্রতিপাদনাৎ ন শকাতে অল্পপরত্বমপি তাসাং ব্যাখ্যাতুম্ ইত্যাহ **ন চৈতা** ইতি ।
ক্ষুটতরম্ ইতি । ক্ষুটতরত্বং চ প্রবলতরতর্কীশ্রয়েণ হি তে প্রধানাদি প্রতিপাদয়ন্তি, তর্কস্ত চ শব্দবৎ
লক্ষণাদিবৃত্তা অগ্ৰথয়িত্বম্ অশকাভ্যেন অল্পপরতয়া ব্যাখ্যাতুম্ অশক্যম্ ইত্যর্থঃ । **তর্কোহপি** ইতি । তর্কোহত্র
অহুমানঃ, ন তু উঃ, অর্থাতে হি অহুমানস্ত শাস্ত্রার্থাবধারণকত্বং মনুনা যথা—

“প্রত্যক্ষমহুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্ । ত্রয়ং ত্রবিদিতং কাষাং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশশ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । যন্তর্কেণাত্তস্কন্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ” ॥ ইতি ।

তথাহি—জগদিদম্ অচেতনং স্থখদুঃখমোহময়াং চ, প্রধানমপি তথা, ইতি সাক্ষ্যাত্ প্রধানকাষামেব জগৎ
তবিত্বম্ অর্হতি । ব্রহ্ম তু বিত্বং চেতনং চ, ইতি ব্রহ্মবলক্ষণাৎ ন ব্রহ্মকাষাং তৎ ইতি । বক্ষ্যতি চ গ্রন্থকারঃ—

“বিত্বং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্ । তেন প্রধানসাক্ষ্যাত্ প্রধানত্বেন বিক্রিয়া” ॥ ইতি ।

১. প্রতিপাদয়িত্বতে চেদম্ উপরিষ্টাৎ । অতঃ তর্কাবলীভূতাক কপিলস্মৃতেঃ প্রাধান্যং লক্ষ্যতে; অতঃ তদন্তরোবে-

নৈব যথাকথঞ্চিৎ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতব্যা ইতি ভাবঃ। ভাষ্যে “ঋষিঃ প্রসূতং কপিলম্” ইতি। অগ্রে সৃষ্ট্যাধোঁ জায়মানং পশ্চাচ্চ প্রসূতং কপিলনামানং ঋষিঃ যঃ পরমেশ্বরঃ জ্ঞানৈঃ বিভর্তি পালয়তি তং পরমেশ্বরং পশ্চেন্দিতার্থঃ। তস্মৈ সমাধিঃ ইতি। তথাহি—

“প্রত্যক্ষশ্রুতিসম্বাদিমদ্বাদিস্মৃতিবাদতঃ। কল্মাশ্রুতিনিদানা চ বাধ্যতে কপিলস্মৃতিঃ” ॥ ইতি।

টীকায়াং যথাহি শ্রুতীনাং অবিগানম্ ইতি। “এতস্মাদাত্মনঃ সৰ্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে”। “আত্মন এবৈবঃ সৰ্বং” ইত্যাদিবেদান্তবাক্যজ্ঞাবগতীনাং চেতনব্রহ্মকারণবিশয়কত্বেন সাগাভ্যং তুল্যত্বাৎ শ্রুতীনাং ব্রহ্মণি অবিগানম্, অবিরোপ ইত্যর্থঃ।

ঈশ্বরকারণবাদিনীঃ শ্রুতীঃ উদাহরতি ভাষ্যকারো যন্তুঃ ইতি। স্বপ্নঃ চক্ষুবাদীক্ষিয়োগোচরম্ অতএব অবিজ্ঞেয়ং সৰ্বপ্রমাণাগোচরম্। স পরমাত্মা ভূতানাম্ প্রাণিনাম্ অন্তরাত্মা অন্তর্যামী, “যোহন্ততিষ্টন অন্তরো যমধতি” ইতি শ্রুতেঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি ক্ষেত্রবৎ ক্ষেত্রম্ সৰ্বকথ্যপ্ররোহভূমিত্বাৎ তৎ জানাতি যঃ স ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীব ইত্যর্থঃ। যথাহ ভগবান্—

“ইদম্ শরীরম্ কোশ্চৈয় ক্ষেত্রমিত্যভীদীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ” ॥ ইতি।

তস্মাৎ ইতি। তস্মাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ অব্যক্তম্ ভূতহৃদম্ উৎপন্নম্, নতু প্রধানম্, তস্মাৎ অনাদিত্বেন উৎপত্তাভাবাৎ। অব্যক্তম্ পুরুষে ইতি। নিগুণে গুণাতীতে পুরুষে পূৰ্ব্ দেহেষু শেতে অস্তয্যামিহেন বসতি ইতি পুরুষঃ তস্মিন্ ব্রহ্মণি দেশকানাচ্চনবচ্ছিন্নে চিদাত্মনি অব্যক্তম্ ভূতহৃদম্ সম্প্রলীয়তে, প্রলয়ে ভূতহৃদাণামপি লীয়মানত্বাৎ “সৰ্ব একীভবন্তি” ইতি শ্রুতেঃ। ইতিহাসপ্রমাণমভিদায় পুরাণপ্রমাণমাহ অচ্যুত ইতি। সংক্ষেপম্ ইতি। অগণিতপ্রপঞ্চজাতস্যা প্রত্যেকশো ভগবৎসৃষ্টত্বস্যা অশকাবচনাদিত্যর্থঃ। পুরাণঃ পুরাণপি নব এব। নারায়ণ ইতি। নরাৎ নরাখ্যপ্রজাপতেকৃতং পরা য়ে অৰ্ধাঃ তথা নরাজ্জাতম্ যৎ জনম্ তদয়নাৎ তদাশ্রয়াৎ নারায়ণঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—

“নরাৎ জাতানি তত্বানি নারায়ণীতি বিহুবুধাঃ। তস্যা ভাগ্যয়নম্ পূৰ্ব্বম্ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ॥

মতুরপি—

“আপো নারী ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নঃ পূৰ্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ॥ ইতি ॥

আপোহস্ত পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূৰ্ব্বম্ অয়নম্ আশ্রয় ইত্যাগমেযু আত্মাতঃ ইতি দৃষ্টকৃতত্বঃ। অহং সৰ্ববস্তু ইতি, প্রভবতি অস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিহেতুঃ, প্রলীয়তেতস্মিন্ ইতি প্রলয়ঃ লয়কারণমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ ইতি। তস্মাৎ প্রকৃতাৎ পরমাত্মনঃ সৰ্বং কার্যঃ ব্রহ্মাদিস্তাবরাভ্যঃ, কং জনং অয়ঃ অশ্রয়ো যেষাং তে কায়াঃ, ইতি ব্যাপত্তেঃ। প্রভবন্তি উৎপত্তান্তে ইতি পবনাত্মনো নিমিত্তকারণত্বং দশিতং। তথাচ মন্তঃ—

“সোহভিদায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্কৃতিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসজ্জাদো তাঃ বীজমবাসজং ॥

তদণ্ডমভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সকলোকপিতামহঃ ॥

তস্মিংশুে স ভগবান্ উবিজ্ঞা পরিবৎসরম্। স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা ॥

তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিং চ নিশ্বমে। মধ্যে বোয়ম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানং চ শাস্বতম্” ॥ ইতি।

মূলম্ উপাদানকারণং যতঃ শাস্বতিকঃ শশ্বতবৎ, সদাতন ইত্যর্থঃ। স চ কৃতঃ যতো নিত্যঃ, ধ্বংসপ্রাগ্ভাবাপ্রতিযোগী, ইত্যর্থঃ। শ্রুতিবিরোধমন্তুক্তা স্মৃতিবিরোধোপস্থাসবীজমাহ স্মৃতিবলেন ইতি। টীকায়াং পরস্পরবিগানাতঃ পরস্পরবিরোধাৎ। অবহেয়া ইতি। যথা বহুব্যাপ্যধুবান্ পর্ততঃ বহুভাব-ব্যাপ্যজলবান্ পর্ততঃ ইতিসংপ্রতিপক্ষস্থলে স্বয়োরেব তুল্যবলত্বাৎ ন কস্তাপি অস্তমিতিঃ, এবং স্বতীনাং অস্তোজ-বিপ্রতিপন্নানাং পুরুষার্থপ্রতিপাদকত্বাৎ যদ্ব্যাপ্যস্বক্সাত্ময়েন অবহেয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ। অর্বাণু ইতি, যোগিনাং তু শ্রুতিমন্তুরেণাপি যোগজ্ঞানেন অতীন্দ্রিয়ার্ধদর্শনসম্ভবাৎ “ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্” ইতি ভাষ্যম্ অর্বাণুগ্গতি-প্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। অর্বাণুঃ অবিবেকিনঃ মুঢ়া ইতি যাবৎ, তদ্বৎ বহিষ্ঠান্ এব ঘটপটাদিপদার্থান্ দ্রষ্টুং শীলা ইতি জ্বাঙ্গাঃ তদতিপ্রায়মদং ভাষ্যমিত্যর্থঃ। যোগিনস্ত অতিহৃদ্যানপি পদার্থান্ করামলকবৎ যথাকামং পশন্তি। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

“ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যকপ্রণিহিতেহমলে। অপশ্রুৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াম্ চ তদপশ্রয়াম্” ॥ ইতি।

যোগিপ্রত্যক্ষং চ সমর্থিতং দেবতাধিকরণে। নিরাকরোতি ইতি। পূৰ্ব্বপক্ষং নিরশ্রুতি “ন” ইত্যাদিনা ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরবৎ ইতি। ঈশ্বরস্য হি স্বতঃসিদ্ধসৰ্বজ্ঞত্বাদিপরমকল্যাণগুণসাগরভয়া ন শ্রুতাপেক্ষা তথাচ বিষ্ণুপুরাণং—

“গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মূনে বাতীতঃ, অশেষকলাগুণাঙ্কো হি” ইতি ।

“সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিতামলুপ্তশক্তিঃ ।

অকুণ্ঠশক্তিঃ চ বিভোবিধিজ্ঞাঃ যদাহরজ্ঞানি মহেশ্বরস্য চ” ॥ ইতি ।

কুম্ভাঞ্জলিপ্রকাশে বন্ধমানোপাধায়াঃ । কপিলাদয়স্ত প্রাগ্ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠানোপচিতপুণাপুঞ্জপ্রভাবাং সহজাতসিদ্ধয়ঃ ইতি **আজ্ঞানসিদ্ধা** ইত্যুচ্যেত । অতঃ সাধারণপুরুষবিলক্ষণা ইতি ভাবঃ । **তদনুষ্ঠানবতাং** বেদার্থানুষ্ঠানবতাং **প্রাচি** ভবে ইত্যনেন অদ্বয়ঃ । **প্রাগ্ভবীয়** ইতি । প্রাগ্ভবীয়ং যৎ বেদার্থানুষ্ঠানং শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদি, তেন লব্ধং জ্ঞয় যাসাং তান্তথা তদ্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ ।

অবস্থত ইতি । অবস্থতং বিশেষণে নিশ্চিতং বেদানাম্ প্রামাণ্যম্ যৈঃ তেষাম্ ইত্যর্থঃ । **তদপনাদিতম্** বেদশাসিতম্ । **অপ্রমাণমেব** ইতি । উপজীবাবিরোধাদিত্যি শেষঃ । তথাহি বেদপ্রামাণ্যানিশ্চয়েন তদনুষ্ঠানলক্ষসিদ্ধেঃ পুনস্তদ্বিরুদ্ধার্থকথনং মূলত এব কঠোর ইতি ভাবঃ । **তদ্বচনাং** সিদ্ধবচনাং, **অনাখ্যাসঃ** ন নিষ্কম্পপ্রবৃত্তিঃ অপ্রবৃত্তির্বা ইত্যর্থঃ । ভাষ্যে **বিপ্রতিপত্তৌ** ইতি । পবম্পরনিবোধে ইত্যর্থঃ । **প্রমাণম্** ইতি । কল্লাশ্রুতাপেক্ষয়া প্রত্যক্ষশ্রুতবলবদাদিত্যি শেষঃ । **ইতরাঃ** কল্লাশ্রুতিমূল্যাস্থ তয়ঃ **অনপেক্ষাঃ** ন অপেক্ষান্তে ইতি অনপেক্ষা হেয়া ইতি যাবৎ । তথাচ মতঃ—

“যে বেদবাহাঃ স্বতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ । তাঃ সর্বা নিষ্কলাঃ প্রেতা তমোনিষ্ঠা হিতাঃ স্বতাঃ” ॥ ইতি ।

অত্রৈব জৈমিনিহৃত্রম্ উদাহরতি **বিরোধে** তু ইতি । ব্যাখ্যাতমেতৎ অদ্বত্যাৎ । **সচ** ইতি “চোদনালক্ষণাহথো ধম্” ইতি পূর্বমীমাংসাহৃত্রং, চোদনা বিধিঃ স এব লক্ষণং প্রমাণং যন্ত এবজ্ঞতো ঘোষণঃ অগ্নিহোত্বাদিঃ সঃ ধর্মঃ ন তু চৈতাবন্দনাদিবিভ্যর্থঃ । **অতিশক্তিতুঃ** মুখ্যবৃত্তিপরিত্যাগেন গোণবৃত্তা । ব্যাখ্যাতুম্ ইত্যর্থঃ । **সিদ্ধব্যাপাশ্রয়** ইতি । সিদ্ধিশ্চ যোগজপ্রভাববিশেষঃ, সিদ্ধা য়ে কপিলাদয়ঃ তদ্ব্যাক্যশ্রয়েণ শ্রুতার্থকল্পনায়ং ইত্যর্থঃ । সিদ্ধপ্রগীতস্ত্রুতীনাং পরম্পরবিরোধে ঐক্যপ্রযমন্তরেন বেদার্থাবধারণাসম্ভবাদিত্যি ভাবঃ । **বৈশ্বরূপ্যম্** বৈবিশ্যম্ । **তদ্ব্যবস্থানম্** তদ্ব্যবস্থায়ঃ । **তন্তাপি** ইতি কঠরি যদ্বী । পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাপি ইত্যর্থঃ । **শ্রুতানুসার** ইতি কা চ শ্রুতিঃ শ্রুতিম্ অনুসরতি, কা চ তাম্ অবহায় স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্ততে ইতি বিষয়বিচারেণ ইত্যর্থঃ । **প্রজ্ঞাসংগ্রহঃ** বুদ্ধিসংগ্রহম্ । টীকায়াং **ন চ বিকল্প** ইতি । ক্রিয়া হি মোড়শিগ্রহণাগ্রহণবৎ বিকল্পাতে ন সিদ্ধং বস্ত, পরিনিষ্ঠিতত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ । **অনুষ্ঠানম্** ইতি । অনাগতং ভবাম্ অথচ উৎপাত্তং জননান্নম্ এবস্তম্ অনুষ্ঠানং ক্রিয়া ইত্যর্থঃ । অনাগতং চ তৎ উৎপাত্তং চেতি অনুষ্ঠানবিশেষণম্ । **শ্রুতি সামান্যমাত্রেণ** ইতি । সগরপুত্রদাহকস্য সাংখ্যাকারস্য চ কপিল ইতি বর্ণসামান্যমাত্রেণ ইত্যর্থঃ । শ্রোতশ্চ কপিলো হিরণ্যগর্ভঃ কনককপিলবর্ণত্বাৎ,—

“যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ” । “হিরণ্যগর্ভং পশুতি জায়মানম্” ॥

ইতোক্তবাক্যত্বাৎ । বেদবিরুদ্ধসাংখ্যাতন্ত্রপ্রবর্তকশ্চাপরঃ কশ্চিৎ কপিলঃ অগ্নিবংশসমুৎপত্তঃ, তথাচ বনপর্জন মার্কণ্ডেয়বাক্যম্—

“কপিলং পরমর্ষিৎ চ যমার্হুতয়ঃ সদা । অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্তকঃ” ॥ ইতি ।

পদ্মপুরাণং চ—

“কপিলো বাস্তুদেবাখ্যাঃ সাংখ্যো তৎসং জগাদ হ । ব্রহ্মাদিভাশ্চ দেবেভ্যো ভূবাদিভাস্তৃথৈব চ ॥

তথৈবাস্তুরয়ে সর্ববেদার্থৈর্ধর্মপনুহিতম্ । সর্ববেদবিরুদ্ধং চ কপিলোভ্যো জগাদ হ ॥

সাংখ্যমাহরয়েহত্মনৈ কৃতকপরিবৃত্তম্” ॥ ইতি ।

ততশ্চ সিদ্ধং কপিলানাং ত্রিংশ্চ, নিরীশ্বরসাংখ্যপ্রবর্তক একোভগ্নিবংশসমুৎপত্তঃ, অপরে দেবহৃতিতনয়ঃ বাস্তুদেন নামা সেশ্বরসাংখ্যপ্রবর্তকঃ । তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

“নাত্তত্র মদভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাং । আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীত্রং নিবর্ততে” ॥

ইতি কপিলোক্তিঃ, অপরশ্চ শ্রোতো হিরণ্যগর্ভঃ, স চ ন সাংখ্যকর্তা ইতি । **অজ্ঞার্থদর্শনস্ত চ** ইতি । শ্রুতিরিয়ং তাবৎ “পরমাত্মানং পুণ্যে” ইতি কপিলসর্বজ্ঞত্বম্ অনুজ্ঞ পরমাত্মদর্শনং বিদধতি, ন পুনঃ কপিল-সর্বজ্ঞতাম্, প্রমাণান্তরেন কপিলসর্বজ্ঞত্বমাত্মপ্রাপ্তেঃ ন অনুবাদমাত্রস্য স্বার্থবোধকত্বম্ ইতি ভাবঃ । অথবা পশ্চাদিত্যি বিধিনা দর্শনমেব বিধীয়তে, ন পুনঃ কপিলসর্বজ্ঞত্বং, তথাহি বাক্যার্থবিধানং সাংখ্যে, তচ্চ একপদরূপ-শ্রুত্যার্থবিধানসম্ভবে অজ্ঞাতম্, তদ্ব্যবস্থায়—

“বাক্যার্থবিধিরজ্ঞাখ্যাঃ শ্রুত্যার্থবিদিসম্ভবে” ইতি ।

তথাচ অত্র ঈশ্বরদর্শনম্ এব স্বার্থঃ বিধেয় ইতি যাবৎ । কপিলসর্বজ্ঞস্য চ বাক্যার্থত্বাৎ অত্যাৰ্থঃ, তস্য দর্শনঃ, বোধঃ, তস্য প্রমাণান্তরেন অপ্রাপ্তয়েন, অসাধকত্বাৎ তৎপ্রতিপাদকত্বাভাবাৎ উক্তপ্রতিরিতি শেষঃ । **সর্বভূতেষু** ইতি । স্বাবরজ্জন্মান্ন্যেকেষু সর্বভূতেষু স্থিতম্ আত্মানং স্বরূপং, সর্বভূতানি চ আত্মনি স্থিতানি ইতি ওতপ্রোক্ত-ভাবেন স্থিতম্ আত্মানং সংপত্ত্বা সাক্ষাৎ কুর্যন, আত্মযাজী ব্রহ্মবিষয়কধাংগকর্তা । তদুক্তং ভগবতঃ—

“ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্রক্ষাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা” ॥ ইতি ।

স্বারাজ্যং স্বপ্রকাশব্রহ্মভাবম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ । তথাচ মন্তবণঃ—

“যস্ম সৰ্ব্বানি ভূতানি আত্মগ্ৰেবাত্মপঞ্জতি । সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসে ॥ ইতি ।

স্মৃতিবিবোধং প্রদশ্য স্মৃতিকারসৈব গ্রন্থান্তরবিবোধম্ আহ **মহাভারতেহপি** ইতি । **পুরুষাঃ** দেহাভি-মানিনো জীবাতঃ কিং বহবঃ ? পরমার্গতো বিভিন্নাঃ ? উত সর্ববস্তুযাথাত্ম্যরূপঃ এক এব ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং সিদ্ধান্তনাহ—**বহুনাং পুরুষাণাম্** উপাধিভূতানাং দেহানাং যথা ক্ষিত্তিরেব একা **যোনিঃ** উপাদানং তথা তং **পুরুষঃ** ক্ষেত্রজ্ঞ চাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যুক্তেঃ সৰ্বদেহাধিষ্ঠাতাৎ, “ক্লম্মেনমবৌহি ত্বমাত্মানমগিলাত্মনাম্” ইতি ভাগবতোক্তে চ সকলাত্মনামাত্মানং, বিশ্বম্ অপিলজ্জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানতয়া বিশ্বস্বরূপং, গুণৈঃ দাক্ষিণ্যোদার্য্য-সৰ্বশক্তিমাধাদিভিঃ অধিকং পরিপূর্ণং কথয়িষ্যামি । সৰ্বেষাং তত্ত্বদেহাবচ্ছেদভেদেন ভিন্নানান্ আত্মনাং সাক্ষিভূতঃ সৰ্বাত্মাহপি ন তত্ত্বাদাত্মাভিমানবান্ । কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েন চক্ষুৰাদিনা ন প্রকাশঃ “নৈবাহসৌ চক্ষুঃ গ্রাহঃ” ইত্যাহ্ব্যক্তেঃ, যথা বহিঃস্থতাঃ ফলিঙ্গাদয়ো বহিঃ ন প্রকাশয়ন্তি, তথা তৎপ্রকাশলক্ষপ্রকাশ-চক্ষুরাদয়োহপি ন তং প্রকাশয়ন্তি । তথাচ শ্রুতিঃ “তমেব ভাস্তম্ অহুভাতি সৰ্বং তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি” ইতি বিশেষাৎ জীবানাং মুক্তিঃ এব মুক্তি যস্য স্বাভিন্নত্বাৎ তেষাম্ । এবং সৰ্বেষাং হস্তপাদাদয়ো অসৌব ইতি । এক এব পরমাত্মা নিদ্রাশরীরোপাধিনা জীবরূপেণ দেহাৎ দেহান্তবৎ গচ্ছতি, তথাপি ন জীববৎ কস্ম্পপরতন্ত্রঃ, কিন্তু স্বাদীনীকৃতমায়ত্বাৎ স্বচ্ছন্দবিস্বাহী, “স সন্নাভিতি হোবাচ” ইতি শ্রুতেঃ । অতএব যথা **স্বথম্** ইতি নিজানন্দপূর্ণ ইতি । সাংখ্যতন্ত্রস্ত স্মৃতিবিবোধং প্রদশ্য উপজীব্যবিবোধং দশয়তি **শ্রুতিশ্চেতি** । যস্মিন্ ব্রহ্মাত্মব্রহ্মানকালে **বিজ্ঞানতঃ** ব্রহ্ময়েন আত্মানম্ সাক্ষাৎকুর্যতঃ অস্যা যোগিনঃ আকাশাদীনি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ, অবিজ্ঞা-প্রভূতপস্থাপিতানাং সৰ্বেষাং ভূতানাং সমূলবাধাৎ, তত্র তস্মিনকালে কঃ **শোকঃ** দুঃখং, কঃ **মোহঃ** দেহাত্ম-বুদ্ধিঃ, সবাসনকৰ্ম্মণাম্ বিনাশাৎ । অত্র হেতুমাং—**একত্বমিতি** । বেদস্মৃত্যোবিবোধে কিমিতি বেদনৈব স্মৃতিব্যাপ্যতে ন স্মৃত্যো বেদস্য ইত্যত আহ—**বেদশ্চেতি** । এতচ্চ টীকাব্যাপ্যায়াম্ নিপুণম্ প্রতিপাদয়িষ্যতে ।

কপিলতন্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্য বৈলক্ষণ্যম্ প্রতিপাদয়তি টীকায়াম্ **অয়মভিসঙ্গিরিতি** । সংস্কাররূঢ়পূৰ্ণ-পূৰ্ব্বসর্গাত্মহুতাত্মপূৰ্ব্বমদবেদঃ স্মারং স্মারং সমুয়িখন ভগবান্ ন বেদপ্রণয়নে স্বতন্ত্রঃ কপিলাদিবৎ, কিন্তু গুরুশ্লেথ-ক্রমাত্মসারিশিষ্টাঙ্ককারবৎ পূৰ্ব্বপূৰ্ব্ববেদাত্মসারিপদবাক্যাত্মকরোতি কেবলম্ ইতি কৰ্ত্তৃত্বং অস্মাতস্ত্বাং চ সিদ্ধং ঈশ্বরস্য, অতএব চ অপৌরুষেয়ত্বং বেদস্ত ।

নমু যথা কপিলাদয়ঃ প্রাক্ অৰ্ঘমবধায় প্রণয়ন্তি শাস্ত্রং, তথা ঈশ্বরোহপি প্রাক্ অৰ্ঘমবধায় পশ্চাৎ প্রাণিনাং বেদং ইতি ন কপিলাদিতো বৈলক্ষণ্যং তস্য ইত্যত আহ **শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চেতি** । তথাচ শাস্ত্রতদর্থজ্ঞানয়ো-বৃগপদাবিভাবেন পৌৰ্ব্বাপধ্যাভাবাৎ ন কাৰ্য্যাকারণভাবঃ, কাৰ্য্যাব্যবহিতপূৰ্ব্ববত্তিস্বসৌব কারণত্বনিয়মাৎ ইতি ভাবঃ । অতো ন কপিলাদিসাম্যং বেদপ্রণেতৃত্বঃ । অর্থবোধপূৰ্বকং কপিলাদীনাম্ শাস্ত্রপ্রণয়নং, ঈশ্বরস্য চ তথাত্বাভাবাৎ ইত্যর্থঃ । **শাস্ত্রং চেতি** । তথাচ ঈশ্বরীয়জ্ঞানপূৰ্ব্বকরচনাভাবেহপি প্রামাণ্যং দশিতং বেদস্ত, তথাহি পুরুষোক্তিরিতে ব্রহ্মপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণপাটবাধ্যাপৌরুষদোষচতুষ্টয়বশাৎ ভবেৎ অপ্রমাণাংশঙ্কা, তন্নিসার্য্য অপেক্ষণীয়ং নির্দোষবাক্যং, অপৌরুষেয়বেদবাক্যানাং তু তাদৃশশব্দৈব নোদেতি ইতি নিরপেক্ষমেব প্রামাণ্যং তস্য, অতঃ সিদ্ধং বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যম্ । **কপিলাদিবচাংসি তু ইতি** । “তু” ইতি বেদস্যাম্যং বারয়তি । **স্বতন্ত্রকপিলাদিপ্রণেতৃকানি** ইতি । তথাচ বেদপ্রণয়নে ঈশ্বরসৌব ন অস্মাতস্ত্বাং কপিলাদেয়িতি কৰ্ত্তৃত্বো বিশেষঃ । ক্রিয়াতো বৈলক্ষণ্যং দশয়তি **তদর্থস্মৃতিপূৰ্ব্বকানি** ইতি । তেষাং কপিলাদিবচসাং অৰ্থা এব অৰ্থা যাসাং তাদৃশস্বতন্ত্রঃ পূৰ্ব্বং যেষাং বচসাং তানি ইতি বহুব্রীহিগর্ভোবহুব্রীহিঃ, এবং তদৰ্থাত্মভবপূৰ্ব্বা ইত্যত্রাপি, তথাহি তেষাং কপিলবচসাং অৰ্থা এব অৰ্থা যাসাং স্মৃতীনাম্ তাঃ তদৰ্থাঃ, তাসাং অৰ্থা এব অৰ্থাঃ যেষাং অমুভবাদীনাম্ তে তদৰ্থাত্মভবাঃ তে পূৰ্ব্বং যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ স্মৃতয়ঃ ইত্যর্থঃ । তথাচ বেদতদর্থ-জ্ঞানয়োঃ অক্রমেণ অবিভাবাৎ ন পৌৰ্ব্বাপর্য্যং, কপিলবচসাং তু অর্থস্মৃতিপূৰ্ব্বকবিরচনাৎ স্ফুটতরং তয়োঃ পারস্পর্য্যং ইতি ক্রিয়াতো বিশেষঃ ।

তস্মাৎ ইতি। কপিলানিবচনাৎ তদর্থমরণপূর্বকং স্বাতন্ত্র্যং কপিলাদিভিঃ প্রণয়নাৎ ইত্যর্থঃ। অর্থ-
প্রত্যয়েতি। অর্থপ্রত্যয়জ্ঞ অর্থং হেতু যঃ প্রমাণ-নিশ্চয়ঃ যোগ্যতানিশ্চয়দ্বারা ইতি শেষঃ, তস্মৈ ইত্যর্থঃ।
যাবৎ যাবতাকালেন ইত্যর্থঃ। স্মৃত্যুভবানিতি। প্রমাণানিশ্চয়ঃ স্মৃতিঃ কল্পনীয়া, স্মৃতিশ্চ অমৃতবস্তুত্বেরণ
ন সম্ভবতি সংস্কারদ্বাবকামুভবজ্ঞাত্বাৎ স্মৃতেঃ, ইতি স্মৃতিঃ অমৃতবস্তু কল্পনীয়ো। তাবৎ ততঃ প্রাগেব।
শীঘ্রং ইতি। যাবৎ স্মৃতীমর্থপ্রত্যয়হেতুপ্রমাণানিশ্চয়ঃ স্মৃতাভবাত্বং ক্ষণক্ষণমপেক্ষাতে তাবৎ একেনৈব
ক্ষণেন প্রত্যা স্বার্থঃ প্রত্যাবতে ইতি শীঘ্রতরপ্রাপ্তকৃত্য। বিলম্বপ্রবৃত্তস্মৃতিার্থাপহারঃ স্মৃতেঃ প্রামাণ্যং বাধাতে
ইতি সংক্ষেপঃ। নবমস্ত পিতৃশ্রবণ স্বার্থপ্রত্যয়কল্পঃ স্মৃতেঃ তথাপি কথং প্রত্যা তদর্থাপহারঃ, ইতি চেৎ, ভবেদেবং
যদি উভবোব্যবস্থিতিার্থপ্রতিপাদকত্বং ভবেৎ। প্রকৃতে তু প্রভেদেঃ চেতনপ্রকৃতিত্বং স্মৃতেশ্চ প্রধানপ্রকৃতিত্বং
বদন্ত্য বিরোধাত্ বলীযসা প্রত্যর্থেন স্মৃতাথোহপস্থিত্যে ইতি ধ্যেয়ম্।

ইতরেষাং চানুপলক্ষেঃ ১২

ইতরেষা প্রকৃতিভিন্নানাং মহদজ্ঞাবতগ্নাত্মানাং লোকবেদযোগেঃ অনুপলক্ষেণ সাংখ্যান্তানবকাশো ন
দোষঃ, ইতি সূত্রার্থঃ। নম্ “মহতঃ পরমব্যক্তমন্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ” ইত্যাদি ক্রতিপ্রমাণসম্মে কথং
অনুপলক্ষিত্বাৎ আহ ভাগ্যে যদপীতি। কার্যস্মৃতেবিতি। লোকবেদযোগেঃ অমৃতভাবাবেন মহাদাদিকার্য-
স্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যং তদ্বিকৃতং কারণপ্রদানভূতানমপি অপ্রমাণং, কাশ্মনময়ধূমবৎ চেতোঃ অসিদ্ধেঃ ইতি ভাবঃ।
গীকাষাং তস্মাদিতি। মহাদাদীনাং লোকবেদযোগেঃ অসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দৌহিত্র্যস্মৃতেবিতি। দৌহিত্র্য-
কর্ম দৌহিত্র্যং তস্য স্মৃতেঃ ইত্যর্থঃ। স্মৃতেঃ অমৃতবস্তুত্বেন মহাদাদীনাং লোকবেদযোগেঃ অমৃতভাবাবাৎ
তৎস্মৃতেঃ অভাবঃ, দৌহিত্র্যভাবে বন্ধায়াঃ দৌহিত্র্যকৃতকর্মস্ববণমিব। তথাহি বন্ধাস্থানীয়োহয় কপিলঃ,
প্রমাণাভাবাৎ তস্য দৌহিত্র্যতুল্যায়াঃ প্রমিত্তেঃ অভাবঃ, তদভাবাৎ দৌহিত্র্যতুল্যসংস্কারাভাবঃ, তদভাবাচ্চ দৌহিত্র্য-
তুল্যায়াঃ সংস্কারজ্ঞাস্মৃতেঃ অভাবঃ ইত্যর্থঃ।

নম্ কপিলজ্ঞানমেবাত্র শ্রীতং মামস্ম যত আহ—ন চার্ষমিতি। তথাচ “যতো বা ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে” “তদৈক্ষত বহু স্মাৎ প্রজায়ের” ইত্যাদি প্রত্যক্ষক্রতিবিবোধাত্ কপিলসামুভবোহপি ন প্রমাণতাম্
প্রাপ্নোতি। গত্র হত্রে বিধায়কপ্রমাণপদাভাবাৎ ন অধিকবণারম্ভঃ। ইত স্মৃতিাদিকরণং নাম প্রথমাদিকরণম্।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ১৩

সংস্কৃতং প্রদানং জগদুপাদানম্ ইতি বদন্ত্য। মধ্যমুদ্যমোদিতযোগস্বতা। ব্রহ্মোপাদানবাদিসমম্ময়ে
বিক্রমতে ন বা ইতি সংশয়ে শ্রোতযোগাদিপ্রতিপাদনপরতয়া তস্যাঃ প্রামাণ্যং জগদুপাদানত্বেন প্রধানসাপি
তদ্রাধিনানাং তয়া সমম্ময়ে বিক্রমতে ইতি প্রাপ্তে পুরুষোক্তায়াম্ স্মৃতিদিশতি আচাধ্যাঃ—এতেনেতি।
এতেন সাংখ্যান্তিনিবাকবণেন, যোগঃ যোগস্মৃতিরপি নিবাক্তত্যা বেদিতব্য। ইতি সূত্রার্থঃ।

যোগ ইতি প্রথমাস্তপদেন অধিকবণারম্ভঃ পূর্ববৎ বেদিতব্যঃ। ফলমপি তথা। যোগস্মৃতেঃ সাকল্যেন
অপ্রামাণ্যে তৎপ্রতিপাদিতমোক্ষসাধনানাং যমনিয়মাদীনামপি অপ্রামাণ্যং তদ্বদনমপি অসম্ভব ইত্যুপাঙ্গা-
ভাবাৎ মোক্ষোহপি অসিদ্ধঃ, ইতি ব্রহ্মসীমাংশাস্ত্রমিদং নিফলম্—ইত্যাদি দৃষ্টিকৃত্য আহ টীকায়াং—
নানেনেতি। হিরণ্যগর্ভপ্রণীতং হৈসগাগভম্। পতঙ্গলিনা অন্তর্শিষ্টং পাতঙ্গলম্, “অথ যোগাশুশাসন
মিত্যাদি,—পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তে”
রিত্যন্তশাস্ত্রম্। কিন্তু জগদুপাদানং যৎ সততম্ ঈশ্বরনিরপেক্ষং প্রধানাদি, তদ্বিয়কং প্রামাণ্যং নিবাক্রিয়তে
ইত্যর্থঃ। প্রদানাদীনাম্ অপ্রামাণ্যে “প্রসবঃ ন লভন্তে হি যাবৎ কচন মর্কটোঃ” ইতি শ্রায়েন
সাকল্যেন যোগশাস্ত্রানাম্ অপ্রামাণ্যাপত্তিরিত্যত আহ—নচেতাবতা ইতি। এষাং পাতঙ্গলাদীনাম্।
অপ্রামাণ্যভাবে হেতুমাং—যৎপরানীতি। যৎ যোগস্বরূপাদি পরং প্রতিপাচ্চ তাৎপর্যবিশেষো যেষাং তানি
ইত্যর্থঃ। হিহেতো। তানি শাস্ত্রানি। তত্র যোগস্বরূপাদৌ। অম্মুনীরন্ ব্যাপ্ত যঃ প্রাপ্ত যুরিতি যাবৎ।
যোগস্বরূপঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। “যোগশ্চিৎত্ববৃত্তিনিরোধঃ” ইতি তত্ত্বতঃ। উৎসাদনানি চ তত্রৈব
উক্তানি যথা—“যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাশ্যানসমাধয়োহষ্টৌ অঙ্গানি” ইতি।
বিভূতিঃ “ততোহগ্নিমাতিপ্রাপ্তর্ভাবঃ” ইত্যুক্তঃ অগ্নিমাতিঃ। কৈবল্যঃ প্রাগতিহিতম্। তচ্চ যোগ-
স্বরূপং চ। অবলম্বনবিশেষাবেশমন্তরেণ অসম্ভবঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, অতীন্দ্রিয়ক পুরুষো ন আলম্বনাই ইতি
চিত্তালম্বনত্বেন প্রবানাদিঃ ব্যুৎপাদিত ইত্যাহ কিঞ্চিদ্বিমিত্তীকৃত্যেতি। সর্গপ্রতিসর্গৌ কৃষ্টিপ্রলয়ো।
মধুস্তম্ একৈকমশুশাসনকালঃ। বংশচরিতং তৎকথং। তৎপ্রতিপাদনপরেষু ইতি পুরাণেষু ইত্যনেন

অয়মঃ । তৎ কৈবল্যম্ । ন তু তত্ত্ববিক্তিতম্ ইতি । তৎ সনিকারং প্রধানং ন বিবক্ষিতং তাৎপর্যবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ ।
অন্যপরাধিতি অন্যং যোগস্বরূপাদি পরং প্রতিপাত্য তাৎপর্যবিষয়ঃ যন্ত তস্যাং পাতঞ্জলাদেঃ অন্তানিমিত্তং
অন্যপ্রাধান্যকং তৎ প্রধানাদি অন্ত্যাপেয়েত প্রধানাদীনং প্রামাণ্যং স্বীকৃত্যেত, দেবতাদিকরণজ্ঞায়েন ইতি
শেষঃ । যানাস্তুরেণ ইতি । যানাস্তবং চ অত্র বেদান্তকৃতিঃ, সা চ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”
“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সঙ্কৃতঃ” ইত্যাদিরূপা । তস্যাং প্রতিবিরোধ্যং ন প্রধানাদি-
মিত্তবিত্তি । বিরোপে ত্বমপেক্ষা “স্মাৎ” ইতি জ্ঞায়েন প্রতিবিরোধে স্মৃতেইচ্ছন্ত প্রাগভিহিতত্বাৎ
ইত্যর্থঃ । অতএব প্রধানাদেঃ শাস্ত্রাসঙ্গিকত্বাদেব । ভগবান্—“উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতীম্ ।
বৈত্তিবিক্রামবিক্রামং চ স বাচো ভগবানিতি” ॥ ইত্যুক্তমডিপ্তগবান্ । গুণানাং স্বরূপত্বমস্যাং পরমং রূপম্
অবিশ্রামভূতং ব্রহ্ম, দৃষ্টিবিসয়ং ন ভবতি, গুণানাং তত্ত্ববিক্তিতবং ব্রহ্মবিক্তিত্বেন অনির্বিচলীয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব
তেষাং পরমং রূপম্ ইতি ভাবঃ । কিন্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং যৎ প্রধানাদি তৎ অতিকৃত্যং মায়া এব ইন্দ্রজাল-
বৎ শলীকমেন তত্ত্ব একসাক্ষ্যং কাব্যবোধমানত্বাৎ ইত্যর্থঃ । ব্যাপ্তিপাদয়িত্বাৎ প্রতিপাদয়িত্বম্ ইচ্ছত ।
নিমিত্তমাত্রাণাং উপলক্ষ্যমাত্রাণাং ইহ যোগশাস্ত্রে । মাত্রপদব্যাখ্যাত্যাহ ন তু ভাবত ইতি । ভাবতঃ
তত্ত্বতঃ । তেষাং গুণানাম্ অত্যন্তিকত্বাৎ অব্যক্তবিক্তত্বাৎ । প্রধানাদৌ যোগশাস্ত্রজ্ঞা অন্ত্যবাদকৃত্যে হেতু-
মাহ—অলোকিত্যাদি । অনাদিপূর্বপক্ষেতি । অনাদিকালং প্রবৃত্তে । যঃ পূর্বপক্ষঃ তস্মাৎ য-
জ্ঞায়াভাসাঃ হৃষ্টা যুক্ত্যঃ তৈঃ উৎপ্রেক্ষিতানাং কল্পিতানাম্ ইত্যর্থঃ । অনুবাত্তত্বম্ পুনঃ প্রতিপাদন-
বিসয়ত্বমিত্যর্থঃ । উপপন্নং যজ্ঞম্ । যোগস্মৃতেঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ হেতুসাক্ষ্যম্ তং সমর্থয়তি—প্রধানাদি-
বিসয়ত্বয়েতি । তথাচ প্রধানাদিমত্বমেব তস্যাঃ প্রত্যাক্ষ্যত্বাৎ হেতুবিক্তি ভাবঃ ।

ভাগ্যে ক্রিয়ন্তমিতি । জীনি উবোধীবাশিবাংসি দেহগ্রীবাশিবাংসি বা উন্নতানি যস্মিন্ শরীবে তৎ
শবাবং সমং যথা স্মাৎ তথা সংস্থাপা ইত্যর্থঃ । উক্তং চ ভগবতঃ—

“সমং কাশিবো গ্রীবাং দারদ্রচলং মনঃ । সংপ্রেক্ষা নাসিকাগ্রং স্বং দিশশচানবলোকয়ন্ ॥” ইতি

বৈদিকানি নিজানি অর্গবাদবাক্যানি । তাং যোগমিতি । তাং পুরোক্তানাম্ স্থিরাঃ নিশ্চলাঃ
ইন্দ্রিয়ানাং অন্ত্যবিক্তিত্বিতানাং দারদ্রাঃ একাগ্রতাকপাং যোগিনঃ যোগং পরমং তপঃ ইতি মন্তস্তে ।
বিজ্ঞানমেভামিতি । এভাং পুরোক্তাং নিজানাম্ ব্রহ্মবিক্তাং, ক্লেশস্বরূপকং, যোগবিদিশ্চ দানপ্রকারং চ
যতোঃ অন্ত্যগ্রহাৎ লক্ষ্যং ন চিকিত্তে ব্রহ্ম প্রাপ । অত্র যোগশাস্ত্রজ্ঞাপি সম্যক্তম্ আহ—যোগশাস্ত্রেইপি ইতি ।
অথেনি । এতচ্চ যোগশাস্ত্রজ্ঞা আদিমং সূত্রং—ইতি অন্ত্যমীষতে । ইদানীম্ এতচ্ছাস্ত্রং নোপলভাতেইষ্যতি ।
পাতঞ্জলযোগদর্শনং পূর্বং “মাহেশ্বরযোগসূত্রম্” আসীৎ বাবহার্যাস্পদং ইতি মন্ততে বহুভিঃ । তস্যৈব ইদং
সূত্রম্ ইতি সম্ভাবয়াম্যে বয়মপি । সম্প্রতিপন্নয়েতি । সম্প্রতিপন্নং কৃত্য। সংবাদিতঃ অর্থানাম্ একদেশো
যোগতৎসাবনবিভূতকৈবল্যরূপো যস্যঃ তদ্ব্যবহিত্যর্থঃ । অষ্টকাদীতি । তথাচ গোভিলঃ—

“অষ্টকায়োর্কমগ্রহাযণ্যাস্তমিস্তমী । পিত্রাদানায় মূলে স্থাবষ্টকান্তিশ্চ এব চ ॥” ইতি

শাভাতপঃ । পিতরঃ স্পৃহস্বস্ত্রাগ্রমষ্টকান্ত মন্যন্ত চ । তস্যাং দত্তাৎ সদা যুক্তো সিধ্যন্ত ব্রাহ্মণেষু চ ॥”

ইত্যাদি স্মৃতিঃ প্রমাণং ন বা ইতি সন্দেহে ধর্মসা বৈদিকমূলত্বাৎ বেদেষু চ অষ্টকাদেঃ অদৃষ্টত্বাৎ
পুরোক্তগোভিলাদিস্মৃতিঃ সর্ব্বা ঐচ্ছমী বেষ্টমিতব্য ইতিবৎ দ্রাস্তৃমূল্য ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে বেদসা ধর্ম-
মূলত্বম্ আতিষ্ঠমানেঃ মন্যাদিভিঃ অষ্টকানি ধর্মহস্মরণাৎ, অসতি চ বেদমূলত্বাৎ শিষ্টানাম্ এতেষু বৈদিকত্বস্বরূপম্
অবিরূপত্বপরম্পরয়া পরিগ্রহশ্চ নোপপত্তয়েত, ইতি অসতি প্রত্যক্ষবেদবিরোধে যুক্তম্ অষ্টকাদেঃ প্রামাণ্যং । তদুক্তম্—

“বৈদিকৈঃ স্মার্যমাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহদর্শনতঃ । সম্ভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতিনাং বেদমূলতঃ ॥” ইতি

অপিচ—অষ্টকাদিস্মৃতে ধর্ম্মে ন মানং মানতাহতবা । নিমূলত্বাৎ ন মানং সা বেদার্থোক্তো নিরর্থতা ॥

বৈদিকৈঃ স্মার্যমাণত্বাৎ সম্ভাব্য। বেদমূলতঃ । বিপ্রকীর্ত্তমংক্ষেপাৎ স্বার্থজ্ঞাদন্তিমানতা ॥ ইতি চ ।

বিমতা স্মৃতিঃ বেদমূল্য বৈদিকমরাদিপ্রণীতস্মৃতিত্বাৎ উপনয়নাদ্ব্যয়াদিস্মৃতিবৎ । ন চ বৈয়র্থ্যং শঙ্কনীয়ম্,
অয়দীনানং প্রত্যক্ষেষু পরোক্ষেষু নানাবেদেষু বিপ্রকীর্ত্তা অন্ত্যেষ্টার্থসা” একত্র সংক্ষিপ্যমাণত্বাৎ, তস্মাদিয়ং
স্মৃতিঃ ধর্ম্মে প্রমাণমিতি । যোগস্মৃতিরপি অনপবদনীয় ন অপ্রমাণম্ ইত্যর্থঃ ।

টীকায়াং শঙ্করীকৃত্যুচ্যোতিয়তি মা নাশ্যেতি । তথাচ—শ্রুতিসংবাদিতব্রহ্মজ্ঞানোপায়প্রমাণভূতযোগশাস্ত্র-
প্রতিপাদিতং প্রধানং প্রামাণিকম্ ইতি । তথাহি—

“জ্ঞানোপায়তয়া ক্রত্যাট্যৈকমত্যাক্ষ মানতা । যোগে যোগস্মৃতেষ্যং ন প্রধানেন মানতা কৃতঃ ॥”,

সংবাদবাহন্যাদিতি । সংবাদঃ ঐকমত্যম্ একফলতা ইতি যাবৎ, বেদেন সহ আধিকোন ঐকমত্যং ইত্যর্থঃ । যদি উচ্যতে শ্রুতিসংবাদঃ তত্ত্বজ্ঞানোপায়ত্বাচ্চ যমাদাবেব তৎপ্রমাণং, ন পুনঃ তৎপ্রমাণাভিহিতত্বমিতি প্রধানাদৌ ইত্যত আহ—ন চেতি । তত্র কাবণমাহ তত্রোক্তি । তত্র প্রধানাদৌ, অজ্ঞাত যমাদৌ, অনাস্বাসৌ প্রমাণম্ । অত্রৈব তত্ত্ববাহিকং দৃষ্টান্তমিতি—যথাক্ষরিত । কচন কৃত্তচিৎপ্রদেশে ফলবৎ ক্ষেত্রাদৌ মৰ্কটঃ পিণাচা বা ইতি উপন্যাতকমাত্রোপলক্ষণং যাবৎ প্রসরং অবকাশং ন লভন্তে তাবৎ স্বগোচরে স্ববিষয়ে নাভিজ্ঞবন্তি ন প্রবন্তে ইত্যর্থঃ ।

ভাষ্যে অর্থেকদেশে যোগাদিক্রমে সম্প্রতিপত্তাবপি সংবাদেহপি অর্থেকদেশে প্রধানাদিক্রমে বিপ্রতিপত্তে বিসংবাদসা দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ । তৎকারণমিতি । তেষাং কামানাং কাবণং সাংখ্যৈঃ জ্ঞানিভিঃ যোগৈঃ ধ্যায়িভিঃ অভিপন্নঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তঃ দেবঃ পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা অপেক্ষীকৃত্য সৰ্ব্বপাঠৈঃ অবিত্তাদিক্রোশঃ মুচ্যতে ইত্যর্থঃ । অবিত্তাদয়শ্চ পক্ষকণাঃ, তান্ আহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ “অবিত্তাহনিত্যরাগদেষাভিনিবেশাঃ পক্ষ ক্লেশাঃ” ইতি । তমেতেনিতি । তৎ পরমাত্মানং বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য যুত্বম্ অতি অতিক্রমা এতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অয়নায় মোক্ষায় অজ্ঞাঃ পন্থাঃ উপায়ান্তরং ন বিজ্ঞতে ইত্যর্থঃ । দ্বৈতিনো হি ইতি । দ্বৈতবাদেব তেষাং অবৈদিকত্বম্ ইতি অবৈদিকে ন সাংখ্যোন যোগেন বা ন মোক্ষাধিগমঃ, ইত্যচাৰ্যোণ তৌ নিবাকৃতৌ ইতি । প্রত্যাসত্তিঃ সান্নিধ্যং, তথাচ শক্ত্যুক্ত-সাংখ্যযোগশাস্ত্রয়োঃ সুবিধবর্তিশ্রৌতাত্বে এব আদবগীঃ, ন পুনর্দববর্তী স্মার্ত্তোহর্থঃ ইত্যর্থঃ । শিষ্টপরিগৃহীত-সাংখ্যযোগশাস্ত্রয়োঃ সৰ্ব্বথা অপ্ৰামাণ্যম্ আশঙ্ক্য আহ—যেন তু অংশেন ইতি । তথাচ শ্রুতিবিরোধাভাব এব প্রামাণ্যপ্রযোজক ইতি ভাবঃ । সাংক্যশাস্ত্রম্ অনপোদিতপ্রামাণ্যম্ ।

নহু যথা দেববিগ্ৰহাদীনাম্ অস্মিমিত্ত্বং প্রামাণ্যং প্রধানত্বমপি তথাস্ত ইতি চেৎ ? ন, ব্রহ্মোপাদান-প্রতিপাদকপ্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধঃ, দেববিগ্ৰহাদৌ চ তাদৃশশ্রুত্যাতিবিরোধাভাবাদিতি ।

টীকায়াং যদি প্রধানাদীনি । অং ভাবঃ—তাৎপর্যজ্ঞানং হি শাক্যবোধহেতুঃ, শ্রুতিবিরোধেন চ প্রধানাদৌ তাৎপর্যভাবাৎ ন শাক্যবোধবিষয়তা, কিন্তু চিত্তালম্বনার্থং নিমিত্তমাত্রং তৎ, ইতি প্রধানাদিবিসয় এব, অতস্তত্র অপ্ৰামাণ্যত্বমিতি ন তেন যোগাদিব্যাপাদানপরম্ বহুত্বম্ অপ্ৰামাণ্যম্ আপত্তি ইতি । যথা “প্রজ্ঞাপতিবর্ষামুদখিৎ” ইত্যাক্ত্যর্থবাদানাং স্বার্থে তাৎপর্যভাবাৎ অপ্ৰামাণ্যত্বমিতি ত্ববরপশাদিপ্রাশস্তো তাৎপর্যবস্তাৎ প্রামাণ্যং, তদ্বৎ অত্মপীতি বোধম্ । তথাপি—

“তাৎপর্যবিবচনং নৈব প্রধানাদৌ প্রমাণত্বাৎ । যোগশাস্ত্রে তাৎপর্যাৎ যোগে স্মাদেব মানতা” ॥ ইতি ।

টীকায়াং প্রধানাদিবিষয়েণ ইতি । তথাচ আননপ্রাণায়ামধারণাদ্যানাদীনাম্ বৈদিকভাৎ নিঃশ্রেয়স-সাধনত্বম্, প্রধানাদীনাম্ তু অবৈদিকভাৎ ন তথা ইতি ভদংশস্ত্রৈব নিরাকরণম্ ইতি ভাবঃ । সাংখ্যযোগশাস্ত্রৌ জ্ঞানদানপরৌ ইত্যুক্তং ভাষ্যে, তৎ সঙ্গময়তি—সংখ্যেতি ।

নহু চিত্তবৃত্তিনিবোধরূপযোগস্ত কথং তদুপাযধানপরতা ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—উপায়োপেয়য়োঃ শ্রুতি । তথাচ ঔপচারিকোহং প্রয়োগঃ ইতি ভাবঃ । তয়ো উপায়োপেয়ত্বং দর্শয়তি—চিত্তবৃত্তিনিরোধো হীতি । প্রত্যয়েকতানতা নিদিধাসনম্ । বৈদিকযোগশাস্ত্রসা ধ্যানমাত্রপবিত্রে যমাদীনাম্ ধারণাদীনাম্ চ যোগজ্ঞানাম্ অবৈদিকত্বেন অপ্ৰামাণ্যম্ আশঙ্ক্যাহ—এতচ্চৌপলক্ষণমিতি । এতেনেতি । এতেন সাংখ্যযোগশাস্ত্র-প্রত্যখ্যানেন । অভ্যুপগতঃ স্বীকৃতং বেদানাং প্রামাণ্যং যৈঃ তেষাম্ ইত্যর্থঃ । কণ্ডকাক্ষচরণৌ কণাদগৌতমৌ । তর্কস্মরণানি প্রত্যাপোয়ানি বেদবিরুদ্ধাংশে ইতি শেখঃ ১৩

ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাহং চ শঙ্কাৎ ১৪

এবং তাবৎ বেদবিরুদ্ধকাপিলৈহরগাণ্ডাদিন্মতীনাম্ অপ্ৰামাণ্যং ন তৈ বিরোধঃ সমগ্রস্যা ইত্যুক্তং গতেন গ্রন্থকদম্বেন, ইদানীং তদ্বিবোধিনঃ তৎপ্রদর্শিতত্বাদস্ত দৃষ্টতাপ্রদর্শনায় পূর্বপক্ষমিতি আচাৰ্য্যঃ—ন বিলক্ষণত্বাদিতি । অয়মর্থঃ—জগদিত্যং চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ অস্ত জগতো ব্রহ্মবিলক্ষণজড়ত্বং খটবৎ ইতি স্মৃতিপ্রদর্শিতত্বায়েন প্রোক্তসমগ্রম্ বিলক্ষণত্বেন ন বা ইতি সন্দেহে অং পূর্বপক্ষঃ—জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং বিলক্ষণত্বং, যৎ বহ্নিলক্ষণং তং ন তৎপ্রকৃতিকং যথা বহ্নিলক্ষণাঃ পটাদয়ো ন বহ্নপ্রকৃতিকাঃ । ব্রহ্মজগতোঃ বৈলক্ষণ্য হেতুম্ আহ—তথাহং চেতি । তয়ো বৈলক্ষণ্যং চ “বিলক্ষণং চ অনিষ্ঠানং চ” ইতি শ্রুতি-বাক্যং অগমাত্তে ইতি । পূর্বপক্ষে সমগ্রমিতি কলং সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ । অত্র “ন” ইতি প্রথামাস্তপদেন অবিকরণান্তো বেদিতব্যঃ ।

তথাহি—বিলক্ষণত্বতর্কেণ বৈদিকোহসৌ সমধয়ঃ । ন বাধাতে বাধাতে বা সংশয়ে বাধাতে ধ্বনম্ ॥

কাষ্যাকাষণসাদৃশং দৃশতে ত্রুদ্যুতাদিশু । ব্রহ্মণশ্চেতনাং বিশ্বমচেতনমসম্ভবি ॥ ইতি ।

পূর্বাদিকরণেন অত্র সম্ভবিত্বং দর্শয়তি ভাষ্যে—ব্রহ্মাস্ত্রোতি । সা চ সম্ভতিরবাস্তুরূপা ইত্যাহ টিকায়াম্ অনাস্তরসম্ভবিত্বমিতি । সা চ অভিহিতা “তথাবাস্তুরসম্ভবীঃ । উহেদাক্ষেপদৃষ্টান্ত প্রত্যুদাহরণাদিকা” ইতি । তথাহি স্মৃতেঃ মূলশ্রুতাবাবৎ অপ্রামাণ্যেহপি লৌকিকব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্যতামূলকত্বাৎ প্রবলান্তমানেন সমধয়ো বিক্রবাতে ইত্যর্থঃ । অবকাশাভাবে হেতুম্ আহ ভাষ্যে—নশ্বিত্বমিতি । নশ্বু ইতি অবধারণে, তথাচ অমরঃ “প্রস্রাবধারণানুজ্ঞাতুলনয়ামন্ত্রণে নশ্বু” ইতি । তত্র চ আগম ইতানেন অদ্বয়ঃ । তথাচ যতো ধর্ম ইদ ব্রহ্মণি অপি প্রমাণাস্তুরানপেক্ষঃ আগমঃ এব প্রমাণং ভবিতু মর্হতি অতঃ ইত্যর্থঃ । স্বাযোগব্যবচ্ছেদ-কৈবল্যকারণে ব্রহ্মণি তর্কশ্র অবকাশাভাবঃ স্মৃটীকৃতঃ । অথবা নশ্বিত্বমিতি হেতৌ ; অবয়ানাম্ অনেকার্থত্বাৎ, যত ঐত্যাৎ, তথাচ যতো ধর্ম ইব ইত্যাদি পূর্ববৎ । অবষ্টেস্তো দৃষ্টান্তঃ ।

টিকায়ং—সমানবিষয়ত্বে হি ইতি । অয়মামশয়ঃ—ভবতি হি সমানাদিকরণয়োর্ভাবাভাবয়ো বিরোধঃ, যাহভূৎ পূর্বতো বহিমান্ ব্রহ্মদেবহ্যভাববান্ ইতোত্যয়ো বিরোধঃ, ভিন্নাধিকরণত্বাৎ, এবং প্রকৃতেহপি সমধয়াভিহিতে জগৎকারণে ব্রহ্মণি তর্কেণ কারণত্বাভাবে বাবস্থাপিতে সম্ভাবাতে বিরোধঃ, ন চ পাষাতে তর্কাগোচরে ব্রহ্মণি কারণত্বাভাবঃ অসম্ভবত্বম্ । অতঃ শ্রুতিতর্কযোঃ অসমানবিষয়ত্বাৎ কথং বিরোধঃ ইতি । ব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বং প্রতিপাদয়তি—ধর্ম্যবদিত্বমিতি । ধর্ম্যত্র অন্তর্ভুক্ত্যেব সিদ্ধবস্তৃত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাস্তুরা-বিসয়ত্বম্ । তথাহি প্রসিদ্ধস্য খটাংদেঃ ইন্দ্রিয়সমিকর্মাৎ যথা প্রত্যক্ষং, বহ্মাদেবা তথাভূতশ্চ ধূমাদিলিপ্যপরাংশাৎ যথাত্মমিতি, নৈব সম্ভবতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্যত্র প্রত্যক্ষাত্মমিতী ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মণোহপি ইতি । ন হি ব্রহ্ম কেনচিৎ চক্ষুস্যা ব্রহ্মং শব্দ্যতে, রূপাভাবাৎ, “নৈবাসৌ চক্ষুস্যা গ্রাহ্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ । নাপি বা অন্ত্যাত্মত্বং, সামান্যাদিকরণাগ্রহাৎ, “নৈবাসৌ তর্কেণ মতিরূপপনয়ো” ইতি শ্রুতেশ্চ । অতর্ক্যত্বেন অন্ত্যমান্যযোগাভেদে । অতো সামান্যস্তুরাবিসয়তয়া আত্মায়ৈকগম্যাং তৎ ইত্যর্থঃ । তথাচ আত্মায়ৈকগোচরব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বেন আক্ষেপানবকাশঃ ইতি ফলিতার্থঃ ।

টিকায়ং—মানাস্তরশ্রোতি । অন্তর্ভুক্তকপত্বাৎ ধর্ম্যঃ সিদ্ধপদার্থং বিষয়ীভূতঃ চক্ষুবাদেঃ প্রমাণাত্মকশ্চ অবিষয়ঃ অস্ত্ব । কিঞ্চ ব্রহ্ম মানাস্তবশ্চ বিষয়ঃ ভবিতুম্ অর্হতি, যতঃ তৎ প্রসিদ্ধং বস্ত্ব, ন তু ধর্ম্যবৎ কার্যাকপম্ ইত্যর্থঃ । অনবকাশশেতি । “সাবকাশানিরনবকাশয়ো নিরবকাশঃ বলীয়ঃ” ইতি শ্রাতিদ্বিতী ভাবঃ । তদনুগুণতয়া তদন্তসারেণ । গুণকল্পনাদিভিঃ ইতি । গোণা লক্ষণা বা ইত্যর্থঃ ।

ভাষ্যে—দৃষ্টসাম্যেন ইতি । দৃষ্টে প্রত্যক্ষবিষয়ীভূতো দৃষ্টান্তঃ, তত্র সাম্যং সাধর্মাৎ সাদৃশ্যম্ ইতি বাবৎ তেন ইত্যর্থঃ । তথাহি মোক্ষসাধন্যং সাধনং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ অপরোক্ষরূপঃ, অপরোক্ষদৃষ্টান্তগোচরত্বেন চ অন্ত্যমানশ্চ তৎসাম্যং তেন, অদৃষ্টম্ অর্থং সমর্থয়ন্তী উপাদায়ন্তী ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্যাদিবলেন অন্ত্যমানদৃষ্টী ইতি বাবৎ, যুক্তিঃ অন্ত্যমানম্ অন্ত্যবশ্য প্রত্যক্ষস্ত সন্নিবৃত্ত্যতে সন্নিহিতা ভবতি, প্রত্যক্ষগোচর-দৃষ্টান্তাপেক্ষিতয়া সম্বন্ধিনী ভবতি ইত্যর্থঃ । তথাচ সাক্ষাৎকারশ্চ মোক্ষসাধনত্বেন প্রাধাত্বাৎ তর্কশ্র চ দৃষ্টান্তসাবেণ অর্থসম্পর্কত্বেন অপরোক্ষার্থবিষয়কত্বাৎ প্রধানসাক্ষাৎকারস্য বিষয়তঃ অন্তরঙ্গঃ তর্ক ইতি ভাবঃ । ইতি রত্নপ্রভামুখ্যাবিধাত্বাৎ । ঐতিহ্যমাত্রেণ পরোক্ষতয়া, বিপ্রকৃতে বহিবন্ধা ভবতি । তথাচ বহিবন্ধাপেক্ষয়া অন্তরঙ্গস্য বলীয়ত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ ।

টিকায়াম্ অপি চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ইতি । গান্ধর্বশাস্ত্রাভাসাহিতসংস্কারসচিবশ্রোত্রৈকিয়েণ বড় আদিসাক্ষাৎকারসোব বেদান্তব্যাক্যার্থজ্ঞানভাসাহিতসংস্কারসচিবেন অস্থঃকরণেন জীবঃ স্বরূপভাবং সাক্ষাৎ-করোতি, তত্র স্বপ্নোপাধিবিবোবিনী ব্রহ্মাকারঃ অন্তঃকরণবৃত্তিঃ অবিশ্রাং বাধমানা সাক্ষাৎকাররূপা অপরোক্ষ-রূপেণ মোক্ষসাধন্যং সাধনং ভবতি ইত্যর্থঃ । দৃষ্টসাম্যেন ইতি ভাষ্যপাঠো মিশ্রমতে দৃষ্টসাধর্মাৎ ইত্যোবৎকথং । দৃষ্টং দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ ইতি বাবৎ, তস্য সামান্যঃ ধর্ম্যঃ যস্য তৎ দৃষ্টসাধর্ম্যং, তত্র ভাবঃ দৃষ্টসাধর্ম্যাৎ তেন ইত্যর্থঃ । তথাচ চ অন্ত্যমানস্য ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্যাদিবলেন প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়দাট্যাৎ । মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্য সাক্ষাৎকারস্য অন্ত্যমানম্ অন্তরঙ্গম্ ইত্যদ্বয়ঃ । বিষয়ত্বঃ ইতি । সাক্ষাৎকারবিষয়বহ্মাদিবৎ অপরোক্ষ-দৃষ্টান্তগোচরত্বেন অন্ত্যমানশ্চাপি বিষয়বিষয়কত্বাৎ বিষয়ৈকোণ অন্ত্যমানং প্রত্যক্ষশ্চ অন্তরঙ্গং, নতু কারণত্যাগৈকোণ ইতি ভাবঃ । অদৃষ্টবিষয়মিতি । অদৃষ্টে অন্ত্যমানদশায়াং দর্শনাবিষয়ীভূতঃ বহ্মাদিঃ বিষয়ো যস্য তৎ ইত্যর্থঃ । বহিরঙ্গং তু ইতি । সাধর্ম্যাবিরহাদিতি শেষঃ । এতদেব স্মৃতিমিতি অন্ত্যস্তেতি । প্রধান-

প্রত্যাসত্ত্বা ইতি। মোক্ষসাধনেষু প্রধানেন সাক্ষাৎকাৰেণ সত্ৰ প্রত্যাসত্তিঃ সাধ্যাক্রপসদৃশঃ তথা ইত্যর্থঃ। **শ্রুতিরপীতি**। তথাচ নৈষা তর্কেণেতি অর্থবাদশ্রুত্যাপেক্ষয়া **শ্রোতব্যা** মন্তব্য ইতি বিধিশ্রুতেঃ বলীয়স্বাৎ ব্রহ্মণি আদবগীয়ঃ তর্ক ইতি ভাবঃ।

তর্কমাহ টীকায়াং—**প্রকৃত্যা** সচেতি। জগতঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিক ইনিরাসেন প্রধানপ্রকৃতিকত্বং ব্যবস্থাপয়িতুং প্রথমং তাবৎ সাক্ষ্যাত্ প্রকৃতিবিকৃতিভাবং দর্শয়তি সাংখ্যঃ **প্রকৃত্যা** সচেতি। প্রকৃত্যা উপাদানেন সহ বিকাষণাম্ উপাদেয়ানাং সাক্ষ্যাম্ অবস্থিতং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। এতেন ব্যাপ্তি লক্ষিতা—তথাহি কাৰ্য্যবিশেষং প্রতি উভয়োঃ কারণব্রহ্মণ্যাম্ অজ্ঞানবসা তদনবাবেণ ইয়ং তাবৎ ব্যাপ্তিঃ—যৎ যৎসরূপং তৎ তৎপ্রকৃতিকং যথা স্ববর্ণসরূপাঃ কুণ্ডলাদয়ঃ স্ববর্ণপ্রকৃতিকাঃ, ইতি বৈলক্ষণ্যে চ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবঃ “ন বিলক্ষণত্বাদিতি” স্ত্রে ভাষ্যে চ নিরূপিত ইতি কাবিকায়াং নোক্তং তথাচ যদ যদবিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকং যথা স্ববর্ণবিলক্ষণা ঘটাদয়ো ন স্ববর্ণপ্রকৃতিকাঃ ইতি। এতেন সাক্ষ্যো প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ, বৈলক্ষণ্যে চ তদভাবঃ ইতি স্থিতম্। এবং ব্যাপ্তিঃ ব্যবস্থাপ্য জগতঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবং প্রধানপ্রকৃতিকত্বং চ ক্রমেণ ব্যবস্থাপয়তি—**জগৎ ব্রহ্মসরূপ** চেতি। জগৎ ব্রহ্মসরূপং ন, তদ্বিলক্ষণম্ ইত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ তস্যা ব্রহ্মণঃ বিক্রিয়া বিকারঃ ন। তথাহি জগৎ ন ব্রহ্ম নিকাং, ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাত্, স্ববর্ণবিলক্ষণঘটস্যা স্ববর্ণাবিকারত্বাভাববৎ ইত্যর্থঃ। জগতো ব্রহ্মসাক্ষ্যাত্ভাবং দর্শয়তি—**নিশ্চলমিতি**। নিশ্চলঃ স্থখদুঃখাদিশৃণুং নিশ্চলত্বাৎ। **জড়ম্** অচেতনং স্বর্ণনিরবদিমঘদ্বাৎ, **অশুদ্ধিতাক্** কথদুঃখাদিমঘদ্বাৎ। তেন জগতো ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাত্ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবেন। **প্রধানসাক্ষ্যাদিতি**। প্রধানং পলু স্থখদুঃখমোহময়দ্বাৎ, স্বর্ণনিরবদিমঘদ্বাচ্চ অশুদ্ধং জড়ং চ ইতি তৎসাক্ষ্যাত্ প্রধানসৌব বিক্রিয়া উপাদেয়ং জগৎ, ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি পূর্বেণাহয়ঃ। অথবা তৎসাক্ষ্যাত্ যথা তৎপ্রকৃতিকত্বং, তথা সাক্ষ্যাত্ভাবাৎ তৎপ্রকৃতিকত্বাভাবোহপি, অত আহ **জগৎ ব্রহ্মসরূপং** চেতি। তৎ সাক্ষ্যাত্ তৎপ্রকৃতিকত্বয়োঃ সমনৈয়তেন তৎসাক্ষ্যাত্ভাবে তৎপ্রকৃতিকত্বাভাবঃ, অথবা ব্যাপ্যভাবস্ব ব্যাপকভাবস্বনিয়মাত্মনাং জগৎ ব্রহ্মসরূপং চেত্যাজ্ঞেয়ানামঙ্গতেঃ। সমনৈয়তাং চ পবম্পর-ব্যাপ্যব্যাপকভাবঃ।

প্রধানসাক্ষ্যাত্ প্রতিপাদয়তি—**এক এব স্ত্রীকায়** ইতি। **স্থখদুঃখমোহাশ্রয়ত্যা** সর্বজন্তুনোময়তয়া। **প্লিয়া** চেতি। সৌক্যোদাহরণেন সর্ব ভাবা স্থখদুঃখমোহাশ্রয়ত্যা ব্যাপ্যাতাঃ নিরূপিতা ইত্যর্থঃ। **নিরুতি-শয়ত্বাৎ** উপপত্তিবিনাশবাক্ষ্যেণ নিরুতিশয়ত্বাৎ ইতি। নিগময়তি **তস্মাদিতি**। অত এবেতি। যত এব নিবতিশয়ত্বং অতএব অকর্তৃৎ ব্যাপারমন্তবেণ কর্তৃত্বাসিক্কে। দৃষ্টান্তে হি দণ্ডচক্রাদীনি ব্যাপারয়ন্ কুলানঃ ধটকর্তা ভবতি, নিবতিশয়ত্বা চ ব্যাপারাসম্ভবাৎ কর্তৃত্বাভাবঃ ইত্যর্থঃ। তথা চ জগদিদম্ অচেতনং কাৰ্য্যকাৰণজ্ঞানো চেতনোপকারকত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যুমানং নিরাণলম্ ইতি।

চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং প্রত্যক্ষপিত্তা জগদপি চেতনম্ ইতি বেদান্তিকদেশিমতম্ উল্লিখ্য * পবিত্রনতি সাংখ্যঃ—**যোহপীতি**। জগতঃ চেতনত্বং ন বৎ ঘট নিশু তদুপলক্ষিঃ অত আহ ভাষ্যে—**অবিজ্ঞানং** তু ইতি। অবিজ্ঞানং ক্ষুব্ধাভাবঃ। তথাহি—চেতনকাৰ্য্যেণৈব জগতঃ চেতনত্বংহপি, চেতনান্নিভাক্তিঃ পবিণামবিশেষবভাবাৎ। পবিণামবিশেষে তু তৎ অভিজ্ঞাত্তে এন যথা অস্থঃকরণে, তত্র তু অস্থঃকরণশ্রব চেতনম্ভিজ্ঞাত্তে, ন তু প্রাণি নানি ইতি ভাবঃ। অথবা ঘটাদিজ্ঞানং অস্থঃকরণভিন্নপরিণামত্বাৎ চেতনত্বংহপি ন চেতনপ্রতীতিরিতি। সম্প্রতিপন্ন চ তত্ত্বমপি অবস্থাবিশেষে চেতন্যবিভাবনং দৃষ্টমিত্যাহ—যথা ইতি। সর্বেষামেব চেতনত্বং তুল্যো উপকার্য্যোপকারকত্বপত্তিঃ অত আহ ভাষ্যে—**এতস্মাদিতি**। বিভাবিত্তিভাবিত্ত্বম্ অভিজ্ঞাননিভাক্তম্। **গুণপ্রধানভাবঃ** উপকার্য্যোপকারকভাবঃ। জীবজগতোঃ চেতনত্বেন অবিশেষেহপি উপকার্য্যোপকারকভাবে দৃষ্টান্তমাহ—যথা চেতি। **প্রত্যাস্তবর্ত্তিনো** বিশেষাদিতি প্রাতিস্থিকাসাদারম্ভসাং ইত্যর্থঃ। নতু সর্বস্যেব জগতঃ চেতনত্বং চেতনাত্মচতনবিভাগঃ কথং অত আহ ভাষ্যে—**প্রতিষ্ঠাগেতি**। অতএব চেতন্যবিভাক্তানিভাবান্নিভাবাদেব। নতু জগতোহ-চেতনত্বপ্রতিপাদিকা য়া “অবিজ্ঞানং চে”তি শ্রুতিঃ সা ন সর্বথা চেতন্যবাহিতাৎ বোধয়তি, কিন্তু সতোহপি চেতন্য অননিভাক্তিম্বেব ইতি চেৎ ? অতঃ আহ ভাষ্যে—**অনবগম্যমানমিতি**।

অয়মাশয়ঃ—ন থলু অবগম্যতে জগতঃ চেতনত্বং প্রত্যক্ষতঃ, কিন্তু চেতনপ্রকৃতিকত্বপ্রবণাৎ **শব্দশরীরতয়া**

* ইদং চ মতঃ উপবর্ষ্যচাধ্যাক্ষ ইত্যমীয়ত অতঃ তদনুযায়িনা ভাস্করাংশেণ চেতনকাৰ্য্যত্বাৎ জগতঃ চেতনত্বং জড়মিত্যঃ যথা- ‘ব্রহ্ম-কাৰ্য্যাদেব তদ্ব্যবহৃত্তিঃ পাৰ্য্যায়িন্যু অমীয়মিহ’। ইতি ২।১।৪। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মকাৰ্য্যমপি জগৎ চেতনত্বঃ, পরিণামতঃ মায়ায়াঃ ক্তঃ সাংখ্যে এতদ্বিলাকরণং ন শ্রুত্বজ্ঞান আচাৰ্য্যঃ।

শক্তিরূপোপজীব্যেন উৎপ্রেক্ষেত প্রতীতিপত্তা। কল্পয়েৎ, কেবলয়া ইতি নাত্র প্রত্যক্ষং শ্রুতিবা অস্তি
প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ। তচ্চ চেতনয়ং চ, শব্দেনৈব “অবিজ্ঞানং চ” ইতি শ্রুত্যা এব বিকৃধ্যতে, তথাচ
শ্রুতিবিরোধাবং অর্থাপত্তেঃ প্রামাণ্যাপত্তাবং প্রমেয়ত্বাপি জগচ্চেতনত্বস্ত অপর ইতি।

উক্তভাষ্যে তৎপর্যায়োঃ টীকায়াং—শব্দার্থাদিতি। ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ “তৎ
আজ্ঞানং সম্যক্কৃত্য ইত্যাদি শ্রুত্যাৎ চেতনস্ত ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বাৎ উপাদানত্বাৎ তৎকাৰ্যাণাং
পৃথিবাদীনাং অপি চেতনয়ং অবগম্যমানং শ্রুতীপত্তা। কল্প্যমানং মানাস্তুরণ লৌকিকপ্রত্যক্ষাদি-
প্রমাণেন উপোদ্ধনিতঃ প্রাপ্তসামর্থ্যং সং “অবিজ্ঞানং চ” ইতি শ্রুত্যা সাক্ষাৎ জ্ঞায়মাণম্ অপি অচেতনত্বং
অন্যথয়েৎ অনভিবা ক্তচেতনত্বপবত্যা প্রতিপাদয়েৎ, দুর্লভয়াইপি অর্থাপত্তা। বলবত্তরপ্রত্যক্ষাত্মগীতয়া
বলবতোতপি শব্দপ্রামাণ্য সাধঃ। তদ্বত্তং—

“অতাস্তবলবন্তোতপি পৌবজ্ঞানপদা জনাঃ। দুর্লভৈবপি বাদান্তে পুরুষৈঃ পাণিবাশ্রিতৈঃ” ইতি ॥

প্রত্যক্ষাদিবলবৎপ্রমাণসাচিবাভাবে তু অর্থাপত্তিলকোহর্থঃ বলবতঃ শ্রোতার্থেন বাধ্যতে এব, ন পুনঃ
অর্থাপত্তিলক্ষণবলেন বলবতঃ শ্রোতাশ্রিত লক্ষণয়া অনভিবা ক্তপবত্যা বাধ্যত্বং জ্ঞায়মান অতএবোক্তং—
“ন মুখ্যে সম্ভবত্বার্থে জঘন্তা রুদ্রিণিষ্ঠাতে” ইতি, অংং প্রপঞ্জন। প্রকৃতে চ সহায়কপ্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবঃ
অনবগম্যমানপদেন ভাগে দশিতঃ, অনবগম্যমানম্ অনন্তভূয়মানম্।

অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্।৫

নন্ত পৃথিবাদীনাং চেতনত্বং ন কেবলম্ অর্থাপত্তিরূপং, কিন্তু “মুদত্ববীৎ” ইত্যাদি শ্রুতৌ মৃদাদীনাং
বক্তৃহাদিগণৈঃ শ্রোতুমপি তৎ, তথাচ কেবলশ্রুতাপেক্ষয়া প্রত্যক্ষশ্রুতিসহকৃতয়া অর্থাপত্তেঃ বলীয়ত্বাৎ
“অবিজ্ঞানং চ” ইতি শ্রুতঃ অনভিবা ক্তিপবত্যা নেবা, এবঞ্চ সৌত্রো বিলক্ষণহেতুঃ স্বরূপাসিদ্ধ ইতি শব্দতে
ভাগে—নস্থিতি। অত্র উত্তরমাহ সাংখ্যঃ—“অভিমানিব্যপদেশস্ত” ইতি। অর্থার্থঃ—তু শব্দঃ শব্দাবাকঃ,
“মুদত্ববীৎ” “তে হেমো প্রাণাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ মৃদাদীনাং চেতনত্বং ন আশঙ্কিতবাম্, যতো
মৃদাভিমানিনীনাং দেবতানাম্ অয়ং ব্যপদেশঃ ন তু মৃদাদীনাং। অত্র হেতু মাহ—বিশেষানুগতিভ্যাম্ ইতি।
তথাচ “এতা হবৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ” ইত্যাদিশ্রুতৌ চেতনবাদিনা দেবতাপদেন
প্রাণাদীনাং বিশেষিতত্বাৎ। “অগ্নির্বাণ্ডুহা মুখং প্রাবিশৎ”। ইত্যাদিশ্রুতাদিমু সন্দেহ অভিমানিদেবতানাম
অনুগতিপ্রবণাচ্চ ন চেতনং জগদিতি। সংবদনং বিনাদঃ। অহংশ্রেয়সে প্রাতিষিকশ্রেষ্ঠত্বাৎ। প্রাণে নিঃশ্রেয়সং
বিদিত্বা শ্রেষ্ঠত্বম্ অবদার্থ্য তদদীনা বভূবুঃ। তন্মৈ প্রাণাব, বলিহরণং প্রাতিষিকসমিস্ত্বাদিশুণ্ডপ্রদানম্।

টীকায়াং রূপতঃ স্বকপেণ। প্রথমোহধ্যায়ে ঈকতাধিকরণে, “গৌণশ্চেচ্ছাস্ত্বশব্দাদি”তি হুত্রে
“অপূতজ্ঞসোঃ চেতনবত্তপচারদর্শনাৎ” ইতি গ্রহণ, ইত্যর্থঃ। কথঞ্চিদিতি। তথাচ তেজঃপদস্ত তদভিমানি-
দেবতাস্থাং লাক্ষণিকত্বৈ ঈকত্বং মুখ্যতয়া সম্পাদনীত্বম্ ইতি ভাবঃ। পূর্বতঃ সাক্ষ্যপরিবাকত্বাৎ প্রথমাস্ত্রেইহপি
নাসাবিকরণাবস্তকত্বম্ ইতি বোধ্যম্।৫

দৃশ্যতে তু।৬

অস্মার্থঃ তু শব্দঃ পূর্বলক্ষণ্যাবস্তার্থঃ। যতুক্তং চেতনব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ অচেতনং জগৎ ন তদুপাদানকম্
ইতি, তদসঙ্গত্বম্, যতঃ চেতনাং পুরুষাং তদবিলক্ষণানাং কেশনখাদীনাং অচেতনানাং, অচেতনাচ্চ গোমহাদেঃ
চেতনানাং রুচিকাদীনাং উৎপত্তি দৃশ্যতে ইতি।

ভাষ্যে নায়মেকান্ত ইতি। অয়ং হেতু—ব্রহ্মজগতোঃ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবসাধকত্বেন ভবদুপজ্ঞাতো
বৈলক্ষণ্যকপঃ, একাধঃ অব্যভিচবিতঃ, ন ইত্যর্থঃ। কিঞ্চিদেবলক্ষণাত্ব হেতুত্বৈ বাভিচাবং দৃশ্যতি “দৃশ্যতে”
ইতি। তথাচ চেতনেভ্যঃ অচেতনানাং অচেতনেভ্যঃ চেতনানাং উৎপত্তিদর্শনাৎ উক্তো হেতুঃ অষ্টেকান্তঃ,
সাধাবণ ইতি যাবৎ। বৈলক্ষণ্যাহেতোঃ সাধাবণভাবং বাবয়িতুং শব্দতে—নস্থিতি। তথাচ অচেতনেভ্য
এব পুরুষাদিশবীবেভ্যঃ অচেতনানাং কেশনখাদীনাং উৎপত্তেঃ তত্র বৈলক্ষণ্যাহেতোঃ অভাবাৎ ন বাভিচারঃ
ইতি ভাবঃ। তদ্বাদি বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতি—উচ্যতে ইতি। আয়ত্তনং ভোগসাধারঃ। বাহ্যনো বৈলক্ষণ্যাত্ব
হেতুত্ব বাভিচারং দৃশ্যতি—মহা—শ্চেতি। পারিণামিকঃ কেশাদিগতপরিণামকপঃ।

টীকায়াং সাক্ষ্যং বিকল্প্য দৃশ্যতি ইতি। বিকল্পশ বৈকল্প্যাত্ম প্রকৃতিবিকৃতিভাববিরোধিত্বং বদতঃ
সাক্ষ্যং প্রকৃতিবিকৃতিভাবে হেতুত্বিতি গম্যতে, তত্র কীদৃশং সাক্ষ্যম্ অভিপ্রেতং সকলকারণত্বভাবানাম্
অনুভূতিঃ, যন্ত কন্তুচিং কারণত্বভাবন্ত বা ইতোবাংকপঃ। তত্র আত্মে দৃশ্যমাহ—অত্যন্তসাক্ষ্যপে্য চেতি।

দৃশ্যতে হি যত্র প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ তত্র ন অত্যন্তসাক্ষ্যং, যথা মৃদুটমোঃ, তত্র পুণ্ড্রোদরত্বাদীনং বৈলক্ষণ্যং, দ্বিতায়ে চ জগতি সত্ত্বানক্ষণব্রহ্মস্বভাবানুভূতেঃ ন প্রকৃতিবিকৃতিভাববান্যতঃ ইত্যর্থঃ । **সর্বস্বভাবানু-বর্তনমিতি** । তথাচ কতিপয়স্বভাবানুভূতাবপি ভবতি বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ । সর্বস্বভাবানুভবঃ সত্ত্ব বৈলক্ষণ্যে তত্ত্ব বিকারমাত্রেষু সত্ত্বাং প্রকৃতিবিকারমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, ইত্যতঃ তং প্রকৃতিবিকারভাবাবিবোধীতি ভাবঃ । **সর্বস্বভাবানুভবঃ** স্বরূপ এব ভবতি ন বিকারে অতশ্চ ন যত্র প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ । **মাধ্যমস্তু** ইতি । যন্ত কশ্চিৎ একস্তাপি প্রকৃতিস্বভাবস্য বিকারে অননুভবিত্বেন বৈলক্ষণ্যং, তথাচ একসাপানুভবো ন বৈলক্ষণ্যম্ ইত্যর্থঃ । তদা প্রকৃতে সত্ত্বানক্ষণব্রহ্মস্বভাবস্য আকাশাদৌ অনুভবো উক্তবৈলক্ষণ্যস্য অসিদ্ধেঃ হেতুঃ অসিদ্ধঃ, যথা পক্ষতো বক্ষিমান্ কাকনময়বৃক্ষ ইত্যত্র কাকনময়বৃক্ষঃ অসিদ্ধঃ, কুত্রাপি তস্য অসত্ত্বাৎ তদ্বৎ ইত্যর্থঃ । **তৃতীয়স্তু** ইতি । চৈতন্যাননুভবিত্বেন প্রকৃতে বৈলক্ষণ্যং, তদা সিদ্ধাস্তে সর্বস্বভাব বস্তুনঃ ব্রহ্ম-প্রকৃতিকল্পভাপগমাৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিবন্ত কশ্চিদপি অভাবাৎ দৃষ্টাস্তাভাবঃ । **নিদর্শনং** দৃষ্টাস্তঃ । তথাচ হেতুরয়ং অসাধারণঃ, তথাপি জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিবন্ত ব্রহ্মস্বভাবস্য চৈতন্যস্য অননুভবো, যৎ চৈতন্যে অননুভবঃ তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিবন্ত যথা ইত্যাদি দৃষ্টাস্তঃ স্বভাবম্ অদেক্ষণ্যং, তত্র ব্রহ্মবাদিমতে সর্বস্বভাব বস্তুনঃ ব্রহ্ম-প্রকৃতিকল্পভাপগমে ন দৃষ্টাস্তাভাবাৎ অসাধারণঃ । তথাপি—

সাক্ষ্যং সর্বথা নৈব প্রকৃতিবিকারতে । কিঞ্চিস্তপত্যায়ং চ ব্রহ্মসত্ত্বাৎ দিচ্ছতে ॥

চৈতন্যভাবতো ব্রহ্মোপাদানং জগতো ন চেৎ । দৃষ্টাস্তবিত্ত্বাৎ হেতুঃ সাদিসাদরণো দবম্ ॥ ইতি

অসাধারণলক্ষণং চ “**সর্বসমপক্ষবিপক্ষব্যাপ্তো হেতুঃ অসামান্যঃ**” ইতি চিন্তামণিঃ যথা শব্দোক্তিনির্ভাঃ শব্দদ্বাং । অত্র শব্দব্ধেতোঃ পক্ষমাত্রবিত্ত্বাৎ অসাধারণম্ এতচ্চ প্রাচীনমৈয়্যিকবীত্যা অভিহিতম্ । নবীনাস্থ “**সাধ্যব্যাপকীভূতভাবপ্রতিযোগী হেতুঃ অসামান্য**” ইতি লক্ষণং মতমানাঃ বিরুদ্ধস্তাপি অসাধারণাঃ বদন্তি । “অত্রএব বিরোধোহপি ফলতঃ প্রতিরোধ এব, তদন্ত্যেব ন বিরোধি বিশেষণীয়ম্” ইতি সবাচিষ্টাঃ প্রব্রুতঃ দীপিতকৃতঃ ইতি । **পক্ষশ্চ** যত্র পক্ষভাদৌ সাম্যং বক্ষাদি সন্ধিহতে স পক্ষঃ, তথাচ মহামতি মণিকারণঃ, “**সন্ধিধ্বসাম্যমর্থঃ পক্ষম্**” ইতি । সন্ধিধ্বং সাম্যং যেন রূপেণ তং সন্ধিধ্বসাম্যং সন্ধিধ্বনিগোচরভেদকমিতি বাবৎ, তাদৃশ পক্ষবদম্ ইত্যর্থঃ । অথবা সন্ধিধ্বং সাম্যং পো-ধম্যো যত্র স সন্ধিধ্বসাম্যবদ্যা, তস্য ভাবঃ তদম্ ইত্যর্থঃ । পক্ষতো বক্ষিমান্ পুমাং ইত্যত্র পক্ষতে বক্ষিমনেহৎ পক্ষতস্য পক্ষঃ । অথবা গুণমিত্যভাববিশিষ্টসামান্যভাববান্ পক্ষঃ যথাহ স এব, **সিদ্ধান্তসিদ্ধান্তবিরহ-সহকৃতসাম্যপ্রমাণভাবো যত্রাপি স পক্ষ** ইতি । পক্ষে সামান্যচয়সহে নাত্মমিতি, সিদ্ধসাম্যং, যদি চ তত্রাপি অত্মমিতি জায়তামিতি ইচ্ছা স্যাৎ, তদা ভবতোনাত্মমিতি । অত্রএব “**প্রত্যক্ষপরিবর্তিতমপি অর্থম্ অনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকঃ, ন হি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তম্ অনুমিমতে অনুমাতারঃ**” ইতি জায়বাদিকভাৎপষাটিকায়ং গ্রন্থকাব্যঃ । তথাচ যত্র ন সামান্যচয়ঃ, তৎ সন্ত্বে বা অনুমিত্য, তত্রাপি অত্মমিতি ন অত্মপত্তিবিত্ত্বিহিত্যোঃ সংগ্রহার্থং বিশিষ্টাস্তম্ । **সপক্ষশ্চ** নিষ্ঠিতসাধাবান্ ধর্ম্মী, যথা মহানসাদিঃ, **বিপক্ষশ্চ** সাধ্যভাববান্ ধর্ম্মী, যথা জলদ্রুদাদিঃ । ইতি প্রসঙ্গাত্তম্ । প্রকৃতে চ তাতীয়ভেতোঃ পক্ষমাত্রবিত্ত্বাৎ অসাধারণম্ । অথেনি ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি

তদব্রহ্ম” । “তদাত্মনং স্বয়মকৃতং” । “কদাবমীশং পুরুষং একবোনিং” ॥

ইত্যাজাগমপ্রমাণৈঃ ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদানত্বং সাধিতং, দৃষ্টং চ আগমবাদিত্বম্ অনুমানম্ যথা—
নরশিরঃকপালং শুচি, প্রাণাশ্বদ্বাং ইত্যনুমানসিদ্ধমপি নবশিবঃ গোচঃ “**মাঃ সমুত্তরপূরীষাদি নির্গতং হৃদুচি স্থিতম্**” ইতি শাস্ত্রাৎ বাধিতম্ । অয়ং ভাবঃ,—জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিবন্ত বৈলক্ষণ্যং—ইত্যনুমানস্য প্রতিঃ তাবৎ উপজীবাৎ তদঘটকব্রহ্মণঃ শ্রুতোকবৈলক্ষণ্যং, শ্রুতশ্চ ব্রহ্মণ এব জগৎকারণত্বম্ আমনন্তি । উক্তানুমানেন চ তন্নিরাসে উপজীব্যবিবোধঃ ইতি । যথাহি ইতি । আনোগ্যবর্ণাদীনং কৃতিসাধ্যত্বস্যোহপি পথ্যাশিন আরোগ্যং, শরীরভোজিনশ্চ রক্তকর্ষণং, সাক্ষ্যবৎকর্তা এবম্ উচ্যতে “**আরোগ্যকামঃ পথ্য-মশ্বীয়াং**” “**স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ**” ইতি, অত এতেষাং প্রত্যক্ষপ্রমাণাপেক্ষত্বং প্রাপ্তপ্রাপকভেদে ন অপ্রাপ্তপ্রাপকভেদপরিধিঃ নাস্তি, কিন্তু অস্ববাদকতমাত্মম্ । সিকতা শরীরঃ । “**দর্শপৌর্ণমাসভ্যং স্বর্গকামো যজ্ঞেত**” ইত্যাদৌ তু দর্শপৌর্ণমাসাদীনং স্বর্গাদিসাধনত্বস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ অত্যাশ্রিত্যপ্রাপ্তভেদ-নিবিধ্যম্ ইতি ন মানান্তরাপেক্ষত্বম্ ইত্যর্থঃ । এবং দৃষ্টাস্তঃ প্রদত্ত দৃষ্টাস্তিকেহপি মানান্তরগোচরভাগোচরভে

দর্শয়তি—এবং ভূতত্বানিশেষেহীতি । ভূতত্বং সিদ্ধত্বং প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বম্ ইতি যাবৎ । “অতি-
পত্তিতে”তি । অতিপ্রতিভাঃ অতিক্রান্তাঃ সমস্তানাং বেদান্তিরিতপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানাং সীমানঃ সামর্থ্যানি যেন
তস্ত ভাবঃ তস্তা তয়া ইত্যর্থঃ । হেতো তৃতীয়া । অতএব বেদৈকপ্রতিপত্তস্ত ব্রহ্মণঃ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বম্ ।
এতেন কাণ্ডাবিশেষেহপি ন সৰ্ব্বৈশ্বৰ্য শ্রুতোকগম্যতা, স্বরকামিনঃ সিকতাভক্ষণস্ত প্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ, এবং
ভূতত্বাবিশেষেহপি ন সৰ্ব্বেষামেব মানান্তরযোগাত্মং, ব্রহ্মণঃ তথাভূতত্বাপি তদযোগ্যত্বাৎ, ইতি সিদ্ধম্ ।
ইদম্ আপাততঃ, পরমার্থতস্ত ব্রহ্মণো ন ভূতত্বং; তথাহি পৃথিব্যাদিবং প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাপত্তেঃ, “অন্যত
ভূতত্বং ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশুগি তদ্বদ” ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাক্ষ ইতি ধোয়ম্ ।

ভাষ্যে নিব্বাদ্যভাবাচ্ছেতি । অয়ং ভাবঃ— ভবতি হি গৃহীতব্যাপ্তিকহেতোঃ পক্ষবৃত্তিস্বভাবাৎ
অনুমিতিঃ, যথা মহানসাদৌ ধূমে গৃহীতব্যাপ্তিকস্ত পক্ষতাদৌ তাদৃশপদদশনেন ব্যাপ্তিস্বরূপাৎ জায়তে বহু-
মিতিবিত্তি তাকিকাঃ । ব্রহ্মণশ্চ ইচ্ছিতাভীততয়া ব্যাপ্তিগ্রহাভাবাৎ, অসম্বন্ধেন চ পক্ষধৰ্ম্মত্বাভাবাৎ, নিদ্বন্দ্বেন
বিষয়ত্বাভাবাক্ত ন অমুমেয়ত্বম্, যদ্ব্যবহিক্রিয়ব্যাপকত্বং পরামর্শে ভাসতে তদ্ব্যবহিক্রিয়ত্বং অনুমিতিবিষয়ত্বাৎ
ইতি । আগমমাত্রোতি বিরূপং টাকায়াম্ । ব্রহ্মণঃ প্রমাণাস্তব্যাগমাত্রে শ্রুতিঃ প্রমাণমাহ—**তৈষা তর্কেণেতি** ।
এষা ব্রহ্মবিসয়িণী শুভা মতিঃ প্রতিভাকল্পিতেন তর্কেণ ন আপনেষা ন প্রাপণীয়া, অথবা কুতর্কেণ
নাপনেষা ন নিরসনীয়া, কিন্তু অতঃ নৈব বেদতত্ত্বজ্ঞেন আচাৰ্য্যেণ প্রোক্তা কৃপয়া উপদিষ্টা সত্যী স্বজ্ঞানায়
সাক্ষাৎকারাবলম্বিকণায় ভবতি । হে প্রেষ্ঠ পবমপ্রিযেতি যুতোর্নচিকেতঃসম্বোধনম্ । যতঃ পবমাত্মনঃ সকাশাৎ
ইয়ঃ বিসৃষ্টিঃ বিবিধা সৃষ্টিঃ আ সমস্তাৎ বহুত্বং তৎ পবমাত্মানম্ **ইহ** জগতি অঙ্ক্য সাক্ষাৎ কো বেদ,
আস্তাৎ তাবৎ জ্ঞানং, কো বা **প্রবোচৎ** ন কোহপি বহুং শব্দুযাৎ ইত্যর্থঃ । দীর্ঘাভাবঃ ছান্দসঃ ।
যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ প্রাকৃতবুদ্ধেঃ অতীতাঃ **তান্** তর্কেণ প্রতিভোৎপ্রেক্ষিতেন ন যোজয়েৎ । অত্র
ভগবৎসাক্ষাৎ প্রমাণয়তি নমে ইতি । দেবা ব্রহ্মদয় মহর্ষয়ঃ ব্যাসাদযোঃপি মে নম **প্রভবং** প্রভূশক্তিঃ
উৎপত্তিং বা ন বিদুঃ ন জানন্তি, হি যতঃ **দেবানাঃ মহর্ষীণাঃ চ অহং** আদিঃ মূলকারণং ইত্যর্থঃ ।

টাকায়ং প্রমাণবিষয়েতি । শ্রুত্যা বস্তুতত্ত্বে অবধারণিতে পশ্চাৎ অসম্ভবনাবিপৰীততাবনাদেঃ পুরুষ-
দোষস্ত নিরাসেন তত্ত্ববিবেচকতয়া তর্কঃ অনুমানং প্রামাণ্যতিকঙ্কিতাভূতঃ, ইত্যর্থঃ । তদাশ্রয় ইতি ।
তৎ প্রমাণং **আশ্রয়ো** যস্য স তথা ইত্যর্থঃ । অতএবোক্তং শ্রাবভায়ে—“**প্রত্যক্ষাগমশ্রুতিম্ অনুমানং
স। অদ্বীক্ষা প্রত্যক্ষাগমভ্যাং দ্বৈক্যিতস্ত পুনরদ্বীক্ষণম্ অদ্বীক্ষা**” ইতি প্রমাণেঃ অর্থমবগত্যা
বিশেষজ্ঞানার্থং দূততরজ্ঞানার্থং যদ্যন্তঃশর্যনিরাসার্থং বা অনুমানম্ আশ্রীয়েত ইত্যর্থঃ । প্রকৃতে চ শ্রুতি-
প্রতিপাদিতে তত্ত্বে অসম্ভাবনাদিনিবাসেন শ্রোতার্থদাঢ্যাত্মৈব আশ্রয়তে তর্কঃ, অসতি চ প্রমাণে উপকার্য্যস্ত
অভাবাৎ নিরাশ্রয়তয়া বিফলতর্ক ইত্যাহ **অসতি চ প্রমাণে** ইতি । ঈদৃশমেব তর্কং **মন্তব্য** ইতি মননবিধিঃ
ব্যাপ্পোতি ইত্যাহ—**যস্মিন্** । মননবিধিচ্চ “**বিষ্করুপা শুষ্কষ্টব্য**” ইতিবৎ বিদিস্করুপো ন তু বিধিঃ ইতি
শ্রবণীয়ং প্রাগতিহিতম্ । মননস্য সাক্ষাৎকারাস্থং নিদিধ্যাসনদ্বারা ইত্যাহ—**মতোহীতি** । **মতঃ**
শ্রবণান্তরং মননবিষয়ীকৃতঃ, তেন চ নিঃসন্দ্বিগ্ধঃ অথঃ **ভাব্যমানঃ** নিদিধ্যাস্যমানঃ **ভাবনায়াঃ** সমানাকার-
প্রত্যয়প্রবাহস্য বিষয়তয়া সাক্ষাৎকৃতো ভবতি ইত্যর্থঃ । **অমুভবাজমিতি**, নিদিধ্যাসনদ্বারা ইতি শেষঃ ।
তদ্বৎ বিজ্ঞারণেন

“ভাষ্যে নির্বচিকিংসেহর্থং চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ । একতানবমেতন্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে” ॥ ইতি
বিচিকিংসা সংশয়ঃ । **ভাষ্যে—নানেনেতি** । **মন্তব্য** ইতি ইতি মননবিধিনা ইত্যর্থঃ । **শুদ্ধত্বং** বেদ-
নিরপেক্ষত্বং ইতি যাবৎ । **আত্মসাত্ত্বঃ** স্বাধিকারঃ । **স্বপ্রাস্তবুদ্ধাস্তমোঃ** স্বপ্নজাগরণয়োঃ, **ইতরেতর-
ব্যভিচারাত্** স্বভাববৎকালবৃত্তিহাৎ এককালবৃত্তিত্বাভাবাদিতি যাবৎ । আত্মনস্ত তাদৃশাবস্থাধ্ব-
ভাবাৎ স্বভাবত এব **অনন্বাগতত্বম্** উক্তাবস্থাত্যাম্ অসম্পৃক্তত্বম্ । **সম্প্রসাদঃ** সুসুপ্তিঃ । তদানীং প্রপঞ্চ-
ভ্রমভাবেন সদাত্মনাবস্থানাং নির্বিশেষত্বকৈকত্বং । “**কার্য্যঃ কারণাৎ ন তিল্লঃ**” ইতি শ্রায়েন প্রপঞ্চস্য
ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ ব্রহ্মভেদ ইতি ঈদৃশতর্ক এব আশ্রয়ণীয়ঃ ইতি শেষঃ । অয়ং ভাবঃ—তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যেন
হি অবগম্যতে জীবব্রহ্মণোঃ অভেদঃ, ন চায়ং সম্ভবতি, তথাহি জাগ্রদাশ্রয়ত্বাবতো দেহাদিপ্রপঞ্চবতশ্চ
জীবস্য ন খলু নিশ্প্রপঞ্চব্রহ্মকৈক্যাসম্ভবঃ, বিরোধাত্ ; জীবঃ হৃৎস্রুৎখাদিভোক্তা, ব্রহ্ম তু তদসম্পংশি, প্রত্যক্ষাদিভিচ্চ
প্রমাণৈঃ ভেদস্যেব অবগম্যমানত্বাৎ কথং বা ব্রহ্মণঃ অদ্বিতীয়ত্বং সম্ভবেৎ । অতঃ শ্রুতোহপি অর্থঃ অসম্ভাব-
নাদিভিঃ **বিস্তৃতে** ইতি তদ্বারণায় জাগ্রদাশ্রয়ত্বানাং পরস্পরং ব্যভিচারাত্, আত্মনঃ তাভিঃ অসম্পৃষ্টত্বং,

স্বাভাবিকত্ব চ তা সাং করকাঠৈশতাৎ সদাতনস্বপ্রসঙ্গঃ । অমুখিকালে চ “সত্য সৌম্য তদা বা সম্পন্নো ভবতি” ইতি শ্রুতাবগতসদ্রুপতাসম্পত্তেঃ ব্রহ্মাষ্টকত্বসম্ভবঃ, কুণ্ডলাদীনাং স্ববর্ণানুত্ববৎ প্রপঞ্চস্তাপি “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ ব্রহ্মানুত্বম্ ইত্যাদিশ্রুতিমূলকত্বকঃ অবগম্য আশ্রয়ণীয়ঃ । সাংখ্যাদিকল্পিতো নিমূলঃ তর্কস্ত সৰ্বথাহবাহ্যঃ । তত্রভবতাম্ আচাৰ্য্যানামপি অয়মেবাশ্রয় ইতি দর্শয়তি—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি** । বিপ্রলম্বকত্বং পৌরুষ-প্রতিভোৎপ্রেক্ষিতত্বেন বিরুদ্ধাংশপ্রতিপাদকত্বম্ । যথাহতুট্টাঃ—

“যত্নেনানুগিতোহপাথঃ কুশলৈরনুগাহুতিঃ । অভিবৃকৃতরৈরনুগতৈবোপপাদ্যতে” ॥ ইতি

টীকায়াং সালক্ষণ্যং সাক্ষ্যম্ । **অনাবির্ভাবতয়া** ইতি । স্বভাবাদেব অনভিব্যক্ততয়া ইতি প্রাগেব উক্তম্ । “**অনিজ্ঞানং চ**” ইতি শ্রুতেঃ অনাবির্ভূতচৈতন্ত্যপরত্বে যুগার্থহানম্ অন্বয়সঃ কথঞ্চিদ-
তানেন স্মৃতিতঃ । **ন যুক্ত্যতে** ইতি । অচেতনাত্বে প্রধানাত্বে চৈতন্ত্যোৎপত্তেঃ অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ ।

নমু সাংখ্যসম্মতাচেতনপ্রধানস্য চেতনজগৎকারণদ্বাত্মপপত্তিবৎ তথাপি ব্রহ্মবাদিনঃ চেতনব্রহ্মণঃ অচেতন-জগৎকারণদ্বাত্মপপত্তিঃ; ইত্যত আহ ভাষ্কো—**প্রত্যুক্ত্বাদিতি** । সত্যপি বৈলক্ষণ্যে গোময়বৃশ্চিকাদেঃ কার্য্যাকারণভাবদর্শনেণ বাতিচারাত্বে উক্ত নিয়মসা নিবাহৃতত্বাদিতার্থঃ ।

মিশ্রাস্ত প্রত্যুক্ত্বাদিতি ভাষ্যসা জগতি সত্ত্বালক্ষণব্রহ্মস্বভাবসা অমুবৃত্ত্যা বৈলক্ষণ্যসা নিবাহৃতত্বাদিতার্থ-পরতাম্ আশ্রয়তে, এতচ্ছ “বৈলক্ষণ্যে কার্য্যাকারণভাবো নাস্তীতিভাষণেত্যে ইদমুক্তম্” ইতি তদগ্রহঃ সঙ্গচ্ছতে, তথাহি গোময়বৃশ্চিকাদীনাং কার্য্যাকারণভাবদর্শনেণ বৈলক্ষণ্যোহপি কার্য্যাকারণভাবসা ব্যবস্থাপিতত্বাৎ বার্থং প্রত্যুক্ত্বাত্ত্ব ইতি ভাষ্যম্ অত আহ—**বৈলক্ষণ্যে** ইত্যাদি । “**ইদং**” প্রত্যুক্ত্বাত্ত্ব ইতি ভাষ্যম্; **পরমার্থতঃ** বস্তুতঃ, এতদ্বিতি বৈলক্ষণ্যে কার্য্যাকারণভাবো নাস্তীতি মতমিতার্থঃ । ৬

অসদ্বিতি চেষ্ট প্রতিলেখনাত্ত্বাৎ ৭

শুদ্ধসা চেতনসা ব্রহ্মণঃ তদ্বিলক্ষণজগদ্রূপাদানদে প্রাপ্তত্বপত্তেজগৎ অসৎ স্যাৎ, তথাচ সংকার্য্যবাদভঙ্গ-প্রসঙ্গঃ ইতি চেষ্ট, **প্রতিলেখনাত্ত্বাৎ** অসৎ স্যাদিতি প্রতিলেখনসা প্রতিলেখনাত্ত্বাৎ প্রতিলেখনাত্ত্বং তৎ ইত্যর্থঃ । সারস্বাদিকবর্ণনাস্তবর্ণনাবাক দ্বাং নাসাধিকরণাপ্তবস্তুকত্বং । কার্য্যাকারণ্যোঃ অভেদাৎ প্রাপ্তং পত্তেঃ কারণসদে কার্য্যমপি সদেব ইতি কথং সংকার্য্যবাদব্যাঘাতঃ, অত আহ টীকায়াং **ন কারণাদিতি** । **স্বাভাবানি** স্বরূপে কাথো, **বৃত্তিবিরোপাদিতি** । বৃত্তিঃ ক্রিয়া, যথা কারণে ন কাচিৎ বৃত্তিঃ, তথা কাবর্ণাভিন্ন-কার্য্যস্যপি তদভাবেন কাষ্যদ্বাত্মপপত্তিরিতার্থঃ । **শুদ্ধাশুদ্ধাদিতি** । কারণং শুদ্ধং স্বপদঃ প্রমোহাত্ত্বাৎ, কার্য্যং চ জগৎ অশুদ্ধং তদুৎপত্তিমোহাদিময়ত্বাৎ ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাৎ ন কাথাকারণ্যোঃ অভেদ ইত্যর্থঃ । ভেদে তু উৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণসা সত্ত্বাৎ কাষ্যসা চ অসত্ত্বাৎ অসৎ কার্য্যম্ উৎপত্ততে ইতি সংকার্য্যবাদভঙ্গঃ ইত্যাহ—**অর্থোতি** ।

কার্য্যাকারণ্যোঃ বিরুদ্ধধর্ম্মত্বং দর্শয়তি ভাষো **যদীতি** । তথাচ এতাদৃশবিলক্ষণধর্ম্মণঃ কার্য্যসা কারণে সৎসাম্ভবাৎ প্রাপ্তত্বপত্তেঃ কার্য্যম্ অসদ্বিতি গম্যতে । **কারণাভাবানম্ অন্তরেণোতি** । কারণসত্ত্বাম্ আদ্যৈব অস্মাকং সংকার্য্যত্বাবহারঃ ন বস্তুতয়া কার্য্যং নাম কিঞ্চিদস্তি, ন হি শুক্তিবাথাভ্যাস্ত্রানানন্তরং রজতং কদাচিদপি কশ্চিৎ সত্যতয়া প্রতোতি, তথা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরং প্রপঞ্চং ন কদাচিদপি সত্যতয়া কশ্চিৎ মত্ততে তদ্বদশী । তত্ত্বজ্ঞানেণ আবিষ্টকপ্রপঞ্চসা সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ । যথাহবেদাস্তবিদঃ—

“তত্ত্বমস্যাদিবাকোথসমাগ্ধীজন্মমাত্ত্বতঃ । অবিজ্ঞা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ॥” ইতি

তথাচ উৎপত্তেঃ পূর্বে কারণসা সত্ত্বাৎ কার্য্যমপি সদেব কথম্ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ । অত্র শ্রুতি-প্রমাণমাহ—**সর্বমিতি** । যঃ পুমান্ বস্তুজাতং আশ্রয়্যতিরেকেণ জানাতি, তৎ পুরুষং সর্বং বস্তুজাতং **পরিত্যাগে** বধয়েৎ ইত্যর্থঃ । শব্দাদিহীনাত্বে ব্রহ্মণঃ শব্দাদিমজ্জগৎপত্তৌ অসৎ উৎপত্ততে ইতি শব্দাম্ অমুবদতি—**নস্তিতি** । অত্বাপেত্য পরিহরতি—**বাচ্যমিতি** । কারণসত্ত্বাতিরিক্তকাথাসত্ত্বানভাপগমাদিত্যাহ—**নস্তিতি** ।

টীকায়াং **তত্ত্বপত্তেঃ** ইতি । কারণে ব্রহ্মণি সতি বিজ্ঞমানে উৎপত্তেঃ পূর্বে তৎ কার্য্যং কথম্ **অসৎ** অবিজ্ঞমানং ভবতি ন কথমপি ইত্যর্থঃ । **স্বরূপেণ তু** ইতি । ন উৎপত্তিরিত্যয়ঃ, **সদসত্ত্বাত্ত্বমিতি** । জগৎ ন সৎ নাপি অসৎ, সৎস্বরূপত্বে সদেব স্যাৎ চিদাস্তবৎ; অসৎস্বরূপত্বে কথং সত্ত্বেন প্রতীতিরিতি সদসত্ত্বাত্ত্বম্ অনির্লীনীয়ম্ ইত্যর্থঃ । **সত্যোহসত্যো বা** ইতি । সত্য ইতি পরিণামবাদপ্রায়েণ, অসত্যঃ

ইতি সৌগভাতিপ্রায়েণ । নিবিষয় ইতি । স্বরূপতঃ কার্যাত্মৈব অভাবেন সংকার্যবাদস্তাপি অভাবাৎ তৎ-
প্রতিষেধো নিবিষয়ঃ, প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধে অভাবোহয়ম্ অলীকপ্রতিযোগিক ইতি ভাবঃ । ৭

অপীতো তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ । ৮

বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ অসঙ্গতং কথং ? অপীতো প্রলয়ে তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ প্রলয়ে
ব্রহ্মণি জগল্লীয়মানং স্বয়ং জাভাসাবয়ববাদিধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম মিশ্রয়েৎ, তৌয়মিশ্রিতলবণং যথা স্বধর্ম্মৈঃ তৌয়ং মিশ্রয়তি
তদ্বদিত্যর্থঃ । আরক্ষাধিকরণবাস্তবরক্ষাবারকত্বাৎ নাধিকরণারম্ভকত্বম্ অস্যা । ভাগ্যে প্রতिसংসৃজ্যমানম্
ইত্যন্তার্থঃ—কারণবিভাগম্ আপত্তমানম্ । ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগনিয়মস্ত অভাবং দর্শয়তি—অপি চ
সমস্তশ্চেতি । জ্ঞাদিনিমিত্তানাম্ কৰ্ম্মাদীনাম্ লয়ে পুনরুৎপত্তাহুপপত্তিং দর্শয়তি—অপি চ ভোক্তৃগ্ণামিতি ।
প্রলয়েহপি ব্রহ্মণো বিতরুতয়া অবতিষ্ঠমানং জগদিতি চেৎ, তর্হি প্রলয়শ্চৈব অসম্ভব ইত্যাহ—অথেন্দমিতি ।

টীকায়াং যুষঃ শাকরসঃ । ন চাত্তথা লয়ো লোকসিদ্ধ ইতি । নিরসয়নাশানভূতাপগমাৎ
প্রকারান্তরেণ লয়ো ন লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । নিরসয়নত্বম্ অপরিশিষ্টমাণরূপত্বং, বিনশ্যৎ বস্তু হৃদরূপাত্ত্বং
বিনশ্চতি হৃদস্য চ রূপং কারণেন অস্মিতং ভবতি ইতি সাস্বয়নাশ এব সর্বত্র সিদ্ধঃ অভাবান্তবিনাশস্ত ন
লোকে ইতি ভাবঃ । পরিণামেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়মাত্ত্বং দর্শয়তি—সমুজ্জশ্চেতি । বিবর্তেন তং দর্শয়তি
রজ্জ্বামিতি । এবম্ আকাশাদিক্রমেণ উৎপত্তিনিয়মোহপি নোপপত্ততে ন হি সমুদ্রস্য ফেণতরঙ্গাদিনা পরিণামে,
রজ্জ্বাং বা সর্পধারাদিবিভ্রমে কশ্চিৎ ক্রমনিয়মোহস্তু ইত্যাহ—ন চ ক্রমনিয়ম ইতি । ৮

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ । ৯

পূর্ব্বোক্তম্ অসমঞ্জসং ন ভবতি এব, তুকার এককার্য্যঃ । কারণে কার্য্যস্ত লয়ে কারণস্ত কার্য্যধর্ম্মাস্পর্শে
বহুশঃ দৃষ্টান্তসদ্বাবাৎ । ইতি সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে টীকায়াং “নাবিবভাগমাত্তম্” ইতি । অধিকরণান্তর্গতা-
বাস্তবরক্ষাবারকত্বাৎ নাস্ত তদারম্ভকত্বং সত্যপি প্রথমাস্তপদে । অবিভাগমাত্রস্ত লয়ে হিঙ্গাদিদৃশিতশাক-
রসাদিবৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যধর্ম্মত্বপ্রসঙ্গো ভবেৎ অতো লয়পদার্থং ব্যাকরোতি—অপি তু ইতি । তথাচ কারণে
কার্য্যস্ত লয়ে কার্য্যধর্ম্মমিশ্রণে বহুশো দৃষ্টান্তসদ্বাবাৎ ন ভবদুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ ।

ভাগে অপীতিরেবেতি । কার্য্যধর্ম্মসত্ত্বৈ তদাশ্রয়তয়া কার্য্যসত্ত্বস্তাপি অবশ্যং বক্তব্যতয়া প্রলয়াসম্ভবঃ
ইত্যর্থঃ । তথাচ তদানীং কার্য্যস্ত পৃথক্করণেণাসক্তাৎ পৃথক্করণবিশিষ্টধর্ম্মরূপাশ্রয়াসত্ত্বৈ আশ্রয়িণাং তদ্রক্ষায়াং
হোল্যাসাবয়বত্বাদীনাম্ মাভূৎ সত্ত্বং কথঞ্চিৎ ইতি ভাবঃ । ৯

নহু শরবাদিদৃষ্টান্তেহপি সংকার্য্যবাদিনঃ তব কথং কার্য্যধর্ম্মারম্ভং, কার্য্যস্ত নিবসয়নাশানভূতাপগমাদিতি
শব্দতে টীকায়াং স্মৃতিদেহিতি । এবমিদমপীতি । যথা শুক্রিরজতস্থলে আরোপিতরজতস্ত শুক্রিরেব
পারমাধিক্যং রূপং, ন তু তত্র রজতয়েন কিঞ্চিৎ বস্তুসং অস্তি । তত্রাধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষ্যং কারণে কারণসত্ত্বামাত্রোপ-
জীবকস্ত কার্য্যস্ত কারণরূপাত্ত্বগমেণ সাস্বয়নাশঃ, ন তু তত্র কার্য্যরূপস্তাপি অতুগমঃ, কারণসত্ত্বায়া এব কার্য্য-
সত্ত্বারূপত্বাৎ কার্য্যস্ত অনির্কচনীয়তয়া স্বাতন্ত্র্যেণ তৎসত্ত্বায়া অনভূতাপগমাৎ । প্রকৃতে চ কারণব্রহ্মাতিরিক্ত-
কার্য্যপ্রপঞ্চসৌ বস্তুতঃ অভাবেন অপীতো কারণস্য কার্য্যধর্ম্মদূষণশব্দেব নোদেহিতি ইতি ভাবঃ । অপিচেতি ।
“সর্ব্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” “মুতোঃ স যুক্ত্যমাপোতি য ইহ নানৈব পশ্চতি” ইত্যাদি
শ্রুতয়ো হি কার্য্যস্য ত্রৈকালিকনিষেধম্ অভিদধতি, তত্র যদি কার্য্যসত্ত্বং বস্তুতয়া অবগতা অপীতো কারণস্য
কার্য্যধর্ম্মমিশ্রণং শব্দোহ, তদা পূর্ব্বোক্তাঃ স্পষ্টশ্রুতয়ঃ অতিশব্দনীয়ঃ স্যাঃ, নৈবং যুক্তং বেদবাদিনাম্
ইত্যর্থঃ । প্রলপস্ত নাম যথাকথঞ্চিৎ প্রতিভেকজীবিনো বৌদ্ধাহঁতদায়ো বেদবাদীঃ পাণ্ডাঃ, ন তু সহামহে
বয়মেবম্ আশ্রয়জীবিনাং কপিলকণাদপ্রভৃতীনাম্ ইতি ভাবঃ । অপীতিমাত্রমিতি । তথাচ স্থিত্যুৎপত্তো-
রপি উক্তানুযোগস্য তুল্যতয়া অপীতিমাত্রকথনং নানতরম্ ইতি প্রতিবন্দ্যা সমাহিতং ভাষ্যকৃত্য ইত্যর্থঃ ।
লৌকিকঃ পুরুষ ইতি । জীবস্য জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ স্বাপ্রপঞ্চাননুবর্তনস্য প্রত্যক্ষদৃষ্টতয়া তদ্রিদর্শনেন সৃষ্টি-
স্থিতিপ্রলয়সাক্ষিণঃ পরমাত্মনোহপি প্রপঞ্চাসংস্পর্শঃ । যত্বপি ব্রহ্মণঃ স্বাপ্রপঞ্চকদোষবস্তুমপি প্রসক্তব্যমেব
ইত্যুত্তরোঃ তুল্যতয়া ন দৃষ্টান্তবস্তুত্বং, তথাপি জীবৈ স্বাপ্রপঞ্চকাসংসর্গস্য প্রত্যক্ষদৃষ্টতয়া উভয়ো ভেদাৎ
দৃষ্টান্তত্বম্ ইতি বোধ্যম্ ।

ভাগে তত্রোক্তমিতি । গোড়পাদচাৰ্য্যিহিতি শেষঃ । যদা আচার্য্যোপদেশকালে সৃষ্টোখিতবৎ স্বস্য
মায়াকার্য্যস্বত্বত্বাধিদ্রব্যরূপাহিতাম্ অহুভবতি তদা অজম্ উৎপত্তিশূন্যম্ অনিষ্টং লয়শূন্যম্ অর্ধৈতং পরিপূর্ণ-
ব্রহ্মরূপমাত্মানং সাক্ষ্যংকরোতি ইত্যর্থঃ । মিথ্যাজ্ঞানস্ত অনপোদিতত্বাদিতি । মিথ্যাত্বম্ অজ্ঞানং

মিথ্যাজ্ঞানম্। অনপোদিতত্বাৎ অবাধিতত্বাৎ। অত্র শ্রুতিং প্রমাণয়তি—ইমাঃ সৰ্ব্বা ইতি। সতি ব্রহ্মণি, সম্প্রাপ্ত একীভূয়। হৃষুপ্তৌ অজ্ঞানসমুৎপত্তিঃ—ন বিদ্যুতি। উপপত্তিরপি অস্তি “স্বপ্নমহিম্বাপ্নং ন কিঞ্চিদবেদিশম্” ইতি স্তম্বোথিতস্য সৌম্যপ্ৰতিষ্ঠাস্বরূপেন তদানীম্ অবিত্যাহুতবঃ অবশ্যম্ অভ্যুপগমে, অতুতবম্ অন্তরেণ স্বরণাহুদয়স্য সৰ্বসম্মতত্বাদিত্যে। তে হৃষুপ্তাঃ জীবা। ইহ হৃষুপ্তেঃ পূৰ্বং জাগরণকালে। যৎ যৎ প্রাতিষিককৰ্ম্মাহুসারিবাছাদিজাতিবিশেষরূপং, তদা পূৰ্বসংস্কারাহুসারিপুনঃপ্রবোধকালে, তথৈবেতি বাছাসিংহাদিবিভাগঃ দর্শিতঃ। নচ “স্বপ্নমহিম্বাপ্নং ন কিঞ্চিদবেদিশম্” ইতি প্রবোধকালস্বপ্নমাজ্ঞানস্য হৃষুপ্তে সৰ্বাং পুনঃ প্রবোধকালে উপপত্তিতে বিভাগবাবহারঃ, প্রলয়ে তু তাদৃশাজ্ঞানসত্ত্বাৎ মানাভাবাৎ কথম্ উপপত্ততাম্ উক্তো বিভাগনিয়মঃ? অত আহ—যথাহীতি। যথা হৃষুপ্তৌ ব্রহ্মণি সৰ্বপ্রপঞ্চস্য লয়েহপি তৎকালীনাবিত্যাহুতবশাৎ পুনর্জাগরণে বিভাগবাবহারঃ, এবং প্রলয়েহপি অবিত্যাহুতবশাৎ পুনর্বিভাগশক্তিঃ অতুতাস্যেতৎ, ব্রহ্মসাক্ষ্যং কাইরেকানশ্রুত্বাৎ অজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রলয়ে পুনর্বিভাগশক্তিমান্ ব্রহ্মসাক্ষ্যং কারাজ্ঞানপ্রলয়ত্বাৎ হৃষুপ্তিকালীনপ্রলয়বৎ ইত্যতুতানম্। মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ। অতো মিথ্যাজ্ঞানবতাং প্রলয়েহপি অবিত্যাহুতবশাৎ অবশ্যস্তাবাৎ পুনরুৎপত্তিনিয়ম উপপন্নঃ। মুক্তানাং তু বিভাগকারণ-বিত্যাহুতবশাৎ তত্ত্বজ্ঞানেন সমূলধাতং নিহতত্বাৎ ন পুনর্জাগরণস্য ইত্যাহ—এতেনেতি।

টীকায়াং প্রতিনিয়মেনেতি। প্রতিকূলো নিয়মঃ প্রতিনিয়মঃ বিপরীতনিয়ম ইতি যাবৎ। মিথ্যাজ্ঞানাৎ বিভাগশক্তিরিতি নিয়মঃ, তদভাবাচ্চ তদভাব ইতি প্রতিনিয়মঃ। এতমেব আহ—কারণাভাবে ইতি। কথং কারণাভাবঃ ইত্যত আহ—তত্ত্বজ্ঞানেনেতি। তথাচ মুক্তানাম্ অবিত্যাহুতবশাৎ অভাবাৎ ন পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। ১০

স্বপক্ষদোষাচ্চ। ১০

ন বিলক্ষণত্বাদিত্যাদিপত্রোক্তানাং বৈলক্ষণ্যে কার্যকারণভাবো নাস্তি ইত্যাদীনাম্ প্রধানকারণবাদ-পক্ষেহপি দোষত্বাৎ ন তে ব্রহ্মকারণবাদে প্রযোক্তব্যঃ “যশ্চোভয়োঃ সমোদোষঃ পবিত্রারোহপি বা সমঃ, নৈকঃ পথান্তযোক্তব্যঃ তাদৃশবিশিষ্টারগে” ইতি ত্রায়াৎ ইতি হত্রার্থং ব্যাচষ্টে—স্বপক্ষেচেতি। অতঃ শব্দসৌব বিবরণং বিলক্ষণকার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাদিত্যে। তথাচ শব্দাদিহীন্যং প্রধান্যং শব্দাদিমতঃ কার্যস্য উৎপত্তেঃ কার্যকাবণ্যো বৈলক্ষণ্যং, প্রধানবিলক্ষণস্য কার্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ কারণাত্মনা অবস্থানাসম্ভবাৎ, কার্যাত্মনা অবস্থানে চ প্রলয়সৌব অসম্ভবাৎ প্রাপ্ত্যুৎপত্তেঃ অসতঃ কার্যস্য সৃষ্টিদশায়াম্ উৎপত্তেঃ অসৎকার্যবাদ-প্রসঙ্গো ভবতামপি ইত্যর্থঃ। তথাগীতানিতি। তথাচ প্রধানস্য ঘটাদিবৎ স্থৌল্যাদিমতঃপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ; অথ কেচিচ্চিতি। যদি বন্ধযুক্তব্যবস্থাত্মং মুক্তানামেব স্বচ্ছঃখোপাদানক্লেশকৰ্ম্মাশ্রয়াদীনাম্ প্রলয়ে অবিত্যাহুতবশাৎ ন তু বন্ধানাম্ ইত্যচ্যতে তদা বন্ধকৰ্ম্মাদীনাম্ লয়াভাবেন প্রধানকার্যাহুতবশাৎপত্তিরিত্যর্থঃ।

টীকায়াং কার্যকারণয়োঃ সমানেহপি বৈলক্ষণ্যে, বৈলক্ষণ্যে কার্যকারণভাবস্ত অস্মদৃষ্টত্বাৎ ন দোষঃ ভবতাং তু অনিষ্টত্বাৎ দোষ এব ইতি হ্রদয়ম্। প্রাপ্ত্যুৎপত্তিরিতি। সম্ভবতঃ খলু কারণসম্ভাবিতরেকণ কার্যসম্ভাব্যুপগমে অসৎকার্যবাদপ্রসঙ্গঃ, তদ্বৎপ্রসঙ্গশ্চ, ন পুনঃ কার্যমিথ্যাত্ববাদীনাম্ অস্মাকম্ ইত্যর্থঃ। উপরিষ্টাৎ ইতি শিষ্টাণিরগ্রহাধিকরণে সাংখ্যোক্তসৎকার্যবাদস্ত নিপুণতরনিরাসেন, আরম্ভগাধিকরণে বিবর্ত-বাদস্ত স্বদৃঢ়ব্যবস্থাপনেন চ প্রতিপাদনম্ ইত্যর্থঃ। গুড়জিহ্বিকাচ প্রথমং জিহ্বায়াং গুড়প্রদানেন বালকস্ত কুচিম্ উৎপাদ্য পশ্চাৎ কটুকযায়ৌষধপ্রদানম্। ১০

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথাহুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। ১১

সাংখ্যাদিকল্পিততর্কীণাং শুদ্ধত্বেন প্রামাণ্যবিকলতয়া ন তৈঃ বৈদিকঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ চোদনীয় ইত্যাহ ভগবান্ হত্রকারঃ—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যে।

অয়মর্থঃ। অবৈদিকতর্কস্ত অপ্রতিষ্ঠানাদপি ন তাদৃশতর্কেণ সমন্বয়বিরোধঃ শব্দনীয়ঃ। তর্কস্ত অপ্রতি-ষ্ঠানং চ একেন প্রতিষ্ঠিতস্ত তর্কস্ত তাকিকাস্তরেণ প্রতিভাবিশেষবতা তর্কাস্তরেণ “যত্নেনাহুমেতোহপ্যর্থঃ” ইতি ত্রায়েন অতুতানয়নম্। অথ যন্তসে তর্কসামান্যস্ত অপ্রতিষ্ঠান্যং পরিত্যজ্যে ধূমাদিদর্শনানন্তরং বহুত্যা-নয়নপ্রবৃত্ত্যাহুপত্তিঃ, শাস্ত্রার্থসংশয়ে চ তর্কেণ তন্নিশ্চয়েহপি ন ত্রাৎ, অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানহেতুনা সমন্বয়-বিরোধশব্দপরিহারাহুমানমপি ন ত্রাৎ ইতি ন তর্কমাত্রস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অতঃ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়ে বিরোধাত্যে ইতি আহ—অন্তথাহুমেয়মিতি চেদিত্যে। অন্তথা প্রকারাস্তরেণ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়-বিরোধাদিকম্ অহুমেয়ম্ ইত্যর্থঃ। শব্দাং পরিহরতি—এবমপীতি। কস্যাচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাহি

লিঙ্গাদিরাহিত্যাং ব্রহ্মণঃ অবৈদিকতর্কস্য অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনিশ্চয়ঃ উক্তদোষাদমুদ্বাহারঃ ইত্যর্থঃ । অথবা কপিলকণাদাদীনাম্ আচাৰ্যাণাম্ অত্যাচারনিরোধাদবৈদিকতর্কৈঃ তত্ত্বাবধারণাসম্ভবাৎ অনিশ্চয়ঃ প্রসঙ্গঃ পরম-পুরুষার্থহানি রিতি । তস্যাং অবৈদিকতর্কস্য অপ্ৰমাণ্যং ন তেন সমন্বয়ো বিরুদ্ধাভেদ ইতি । তর্কাদীনসমন্বয়-বিরোধপরিহারার্থাদস্তা প্রকৃষ্টাধিকরণাদ্বতরং প্রথমান্তত্বেহপীতি বোধ্যং ।

টাকায়ং কেবলেতি । পরমতত্ত্বস্য বেদৈকগম্যাং চ রূপলিঙ্গাদিহীনত্বেন প্রত্যক্ষানুমানাদিসীম্যতি-ক্রমণাং । **শুদ্ধতর্ক** ইতি । বৈলক্ষণ্যতর্কস্য যৎতদ্ব্যটিতত্বেন পক্ষসপক্ষসাধারণতয়া অননুগতত্বাৎ ন সাধ্যসাধকত্বম্ ইত্যর্থঃ । যেন স্বতন্ত্রতর্কপ্রবর্তনেন, যত্নেন কথঞ্চিৎ ব্যাপ্তিপক্ষধর্মসমবহিতহেতুপঞ্জাসাদিনা, **অভিযুক্ততরৈঃ** তত্ত্বনির্ণয়বিজয়প্রযোজকহেতুভাসছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানাদিববেচননিপুণৈঃ । পরমগম্যরোহপি অর্থঃ প্রথিতমহিমা কেনচিৎ মহাত্মনা । প্রতিষ্ঠিততর্কতরঙ্গীশরণেন শক্যতে অধিগম্যম্ ইতি চেৎ অত আহ—**ন চেতি** । **মিথো নিপ্রতিপত্তেরিতি** । তথাহি পরমেশ্বরাদিষ্ঠিতোভ্যাঃ পার্থিবাদিপরমাণুভ্যো নিত্যোভ্যাঃ জগদ্ব্যপত্তিম্ আহঃ কণাদাত্মসারণঃ । **কাপিলাস্ত** নিরবয়বত্রিগুণপ্রধানাং মহাদাদিক্রমেণ উপপত্ততে বিশ্বমিতি মজ্জন্তে, ইতি সর্বজ্ঞানাং মুনীনাম্ এব মিথো বিরোধাত্ ভবতি তর্কীণাম্ অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বম্ ।

“কপিলো যদি সর্বজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা” ॥

ইতি ত্রায়াং ইতি ভাবঃ । **নানুমানাভাসেতি** । অনুমানাভাসে ব্যভিচারেণ বিষয়ব্যভিচারেণ, অনু-মানাভাসেন অনুমিতিজ্ঞানস্থলে বিষয়াস্বত্বেন ইত্যর্থঃ । অনুমানব্যভিচাবঃ অনুমানত্বাবচ্ছেদেন পিয়সব্যভিচাবঃ ন শঙ্কনীয়ঃ ইত্যর্থঃ । অত্রাণং ভাবঃ—অনুমানং ভ্রমজনকং, অনুমানত্বাৎ, অনুমানাভাসবৎ ইত্যনুমানেন অনুমান-ত্বাবচ্ছেদেন ভ্রমজনকত্বং ন শঙ্কনীয়ম্, অনুমানত্বসামান্যাদিকরণেন চ ব্যভিচার ইষ্ট এব । তথাচ বহি-লিঙ্গকধর্ম্যানুমানব্যভিচারদৃষ্ট্য ন ধর্মলিঙ্গকবহুমানমহপি ব্যভিচাবঃ শঙ্কনীয়ঃ । ন হি দূরত্বাদিদোষেণ শুজি-রজ্ঞতজ্ঞানে ব্যভিচারদর্শনেন ক্ষীতালোকমধ্যবস্থিটসাক্ষ্যংকারেহপি ব্যভিচারঃ শক্যতে কেনচিৎ প্রেক্ষাবতা ইতি ভাবঃ । **প্রত্যক্ষাদিষু** ইতি । প্রত্যক্ষং ভ্রমজনকং, প্রত্যক্ষত্বাৎ, প্রত্যক্ষাভাসবৎ ইত্যনুমানেন প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছেদেনাপি ভ্রমজনকত্বম্ সাধয়িতুং শক্যত্বাৎ প্রত্যক্ষমাত্রৈশ্চিব অপ্ৰমাণাপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । **স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধেতি** । স্বাভাবসদ্বন্ধঃ ব্যাপ্তিরিতি যাবৎ । তদ্বিশিষ্টহেতুসম্বন্ধে নিপুণেন হেতু-ভাসাভিজ্ঞেন অনুমানকর্তা ভবিতব্যমিত্যর্থঃ । **ততশ্চ** ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুপ্রয়োগাচ্চ । **অপ্রত্যাং** নিক্ষিপ্তম্ । অনুমানত্বাবচ্ছেদেন অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বং ন কল্পনীয়মিত্যত্র বক্তাস্তর মাং—**অপি চ যেনেতি** । তথাহি তর্কঃ অপ্ৰতিষ্ঠিতঃ, তর্কত্বাৎ, বৈলক্ষণ্যত্বাদিতর্কবৎ ইতি তর্কেণ তর্কত্বাবচ্ছিন্নত্বাব অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বাত্তমিতৌ এতশ্চৈব তর্কশ্চ অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বাত্তাপগম্যাং ব্যভিচাব ইতি ভাবঃ । **লোকবাত্তেতি** । বর্তমানভোজনাদীনাম্ ইষ্ট-সাধনত্বদর্শনেন অনাগতভোজনাদীনাম্ ইষ্টসাধনত্বানুমানাং **লোকপ্রবৃত্তিদর্শনাং** সর্বতর্কপ্রতিষ্ঠায়াং লোকব্যবহারোচ্ছেদঃ তথাচ ভোজনম্ ইষ্টসাধনং, ভোজনত্বাৎ, অতীতাদিভোজনবৎ ইতি । তথাচ লৌকিক-ব্যবহারসিদ্ধার্থমপি তর্কত্বসামান্যাদিকরণেন অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বম্ অবশ্যম্ স্বত্বাপেক্ষত্বাৎ ন তর্কত্বাবচ্ছেদেন অপ্ৰতিষ্ঠিতত্ব-মিতি । কত্চিৎ তর্কশ্চ চ অপ্ৰতিষ্ঠিতত্বং ন দূষণম্ অপি তু ভূষণমিত্যাহ—**অপি চ বিচারেতি** । বিচারো নাম সন্ধিক্ষে বস্তুনি প্রমাণেন তত্ত্বপরীক্ষায়াং তদনুকূলবাক্যকদম্বঃ কথাপরপর্যায়ঃ । তথাহি—

বিচারবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ । কথা, তস্তাঃ, যড়ঙ্গানি প্রাচল্যস্বারি কেচন ॥ ইতি

বিচার্যতে অসৌ ইতি ব্যাপ্তত্যা । বিচারগোচবর্ধনবিষয়কঃ নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ কথা ইত্যর্থঃ । স চ দ্বিবিধঃ কল্পিতবাদিপ্রতিবাদিসাধ্যঃ প্রকৃতবাদিপ্রতিবাদিসাধ্যশ্চ তত্র চ আত্মো দ্বিবিধঃ—যথা—যথাস্বহীনো বাদরূপঃ নৈয়ায়িকসম্মত একঃ, অপবশ্চ অত্রৈব তত্রভবতাম্ আচাৰ্যাণাং শিষ্যহিতার্থং প্রণীতা অধিকরণাবলী, অস্তা চ সন্তি অঙ্গানি যট, বিষয়ঃ সংশয়ঃ সন্দেহঃ পূর্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষঃ ফলভেদশ্চ ইতি । দ্বিতীয়শ্চ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপঃ মধ্যস্থাদীনঃ, অস্যাপি সন্তি অঙ্গানি চত্বারি, বিষয়ঃ সংশয়ঃ পূর্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষশ্চেতি এষ চ বিচারঃ দ্বিবিধঃ, বাদজ্ঞপ্তিবিভাগভেদাৎ । তত্র তত্ত্ববুদ্ধ্যন্তনা সহ বিচারঃ বাদঃ, স চ তত্ত্বনির্ণয়বাসনঃ । বিজ্ঞপ্তিগুণা সহ বিচারো জ্ঞানঃ, স চ বিজ্ঞয়বাসনঃ “বাদিনিগ্রহমাত্রপ্রয়োজনঃ । স্বপক্ষ-স্থাপনাজীনা বিতণ্ডা, পরপক্ষগুণনমাত্রপরিণামবাসনা ইতি । **তর্কিতপূর্বপক্ষঃ** তর্কবিষয়পূর্বপক্ষঃ, তত্ত্ব নিরাসেন হেতুভাসাদ্ব্যভাবনস্বারা ইতি শেষঃ । **তর্কিতং রাঙ্কাস্তম্** অনুজানাতি হেতুভাসাভাবাৎ অয়মেব পক্ষঃ সিদ্ধান্ত ইতি অনুমোদতে ইত্যর্থঃ । **সতি চৈষ** ইতি । প্রতিষ্ঠারহিতে পূর্বপক্ষতর্কে সতি বিজ্ঞমানে **এষ** বিচারঃ প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ । পূর্বপক্ষতর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বে তস্যোভয়সম্মতত্বাৎ ন বিচারপ্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ ।

তথাহি বিপ্রতিপত্তিবাক্যং তবং বিচারপ্রয়োজকং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যদ্বয়ং হি বিপ্রতিপত্তিবাক্যং, বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্তিবোধো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা তদর্থলোভাৎ, তস্মাচ্চ অপ্রামাণ্য শব্দাকবলিততত্ত্ববাক্যার্থবোধদ্বারা সংশয়ো জায়তে ইত্যেকতরকোটিনিশ্চয়ায় ত্রায়প্রয়োগাদিরূপো বিচারঃ প্রবর্ততে। অসতি পুরুষক্ষে বিরোধো-
ভাবেন সংশয়ানুদয়াৎ বিচার এব ন প্রবর্ততে তদ্বিন্যুক্তং তদভাবে বিচারাশ্রয়ন্তেরিতি। তদভাবে
পুরুষপক্ষাভাবে ইতি ॥ তদপ্রতিষ্ঠাদোষাৎ ন মুচ্যতে ইতি। তথাহি যৎ যদবিলক্ষণং তৎ ন তৎ-
প্রকৃতিকম্ ইত্যাত্তমানস্যা যৎতৎপদযতিত্বেন অননুগতত্বাৎ জগতি ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবসাধকত্বাভাবাৎ।
দৃষ্টান্তে তত্ত্ববিলক্ষণত্বং ঘটাদেঃ তত্ত্বপাদানকত্বাভাবে প্রয়োজকং বক্তব্যং, ন তৎ আকাশাদেঃ ব্রহ্মোপাদান-
কত্বাভাবে হেতুঃ ভবিতু মর্হতি, কিন্তু একবিলক্ষণস্বয়মেব, তথাচ ন দৃষ্টান্তদাষ্টাণ্ডিকয়োঃ হেতুতাবচ্ছেদকৈক্যাসম্ভবঃ।
সাধ্যতাবচ্ছেদকহেতুতাবচ্ছেদকৈক্যলোভে চ পক্ষবৃত্তিহেতৌ ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবাৎ নাভিমিতিরिति ভাবঃ।

ভাষ্যে অতীতবর্তমানাধেবতি। প্রবৃত্তিবিষয়ান্নভোজনাদিঃ নিবৃত্তিবিষয়শ্চ দিঘভক্ষণাদিঃ অত্র অধ্ব-
পদার্থঃ, তথাচ অতীতবর্তমানান্নভোজনবিষয়ভোজনয়োঃ ইষ্টানিষ্টসাধনত্বাত্ত্বভাবাৎ তৎসজাতীয়তয়া অনাগত্যো-
রপি তয়োঃ তথাত্তমানানাং ইষ্টসাধনে অন্নভোজনাদৌ প্রবর্ততে নিবর্ততে চ বিষয়ভোজনাদিত ইতি লোকযাজ্ঞা-
নির্কাহকঃ তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিত ইতি ন শকাতে বক্তৃম্ ইতি। বেদার্থয়োঃ বিরোধে অর্থাভাসপরিভাগেন
পরমার্থাবধারণং বাক্যাত্মপার্থ্যনির্ণায়কত্বকৌশল ফলম্ ইত্যাহ—**শ্রুত্যর্থো**তি। বাক্যস্ত বৃত্তিত্ত্বপার্থ্য তন্নিরূপাতে
নিশ্চীয়েত অনেনেনিতি করণে অনট। এতেন দৃষ্টাংলোকায়াজ্ঞানির্কাহকস্বয়মেব তর্কস্ত ন অলৌকিকবেদার্থ-
নির্ণায়কত্বম্ ইতি নিরস্তম্। অতএব “অথ য এবোহস্তুরাদিত্যে হিরণ্যমঃ পুরুষো দৃশ্যতে” ইত্যাদি
শ্রুতীনাং জীবেশ্বরপ্রতিপাদকত্বসন্দেহে উপক্রমোপসংহারাদিসহায়েন তর্কোপেব ভবতি বস্তুত্বস্বাধাবণম্ ইতি
সমদয়াধায়ে ভগবতা সূত্রাকরেণেব দর্শিতম্ অত্রথা ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রমণীদম্ অনর্থকং ত্রাৎ ইতি ন তর্কমাত্রস্য
অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ ইত্যর্থঃ। অত্র মনোবাপি সম্মতিমাহ—**মনুরপীতি**। ধর্মশুদ্ধিম্ অদ্ব্যন্তং নিবিচা ধর্মতত্ত্বাব-
ধারণম্ ইচ্ছতা পুরুষেণ ধর্মসাধনদ্রব্যাদেশকালস্বার্থকত্বাদিবিজ্ঞানায় প্রত্যক্ষম্ অমুখানাং বিবিধধর্মতত্ত্বাবধারণায়
বেদমূলং স্মৃতীতিহাসপুৰাণাদিরূপং শাস্ত্রং চ বিশেষেণ জ্ঞাতবাম্। এতেন ইদমেব প্রমাণত্বয়ং মনুসম্মতিমিতি
গমাতে। **আর্থঃ** ঋষিদৃষ্টত্বাৎ বেদম্, দক্ষোপদেশম্ ঋষিপ্রণীতবেদমূলকশাস্ত্রং চ অথবা আগম্ ইতি
বিশেষণং মন্বাদিঋষিপ্রণীতধর্মশাস্ত্রং, **বেদশাস্ত্রানুকূলতর্কেণ** মীমাংসাদিকপেণ, এতেন শুদ্ধতর্কসা নাসবঃ
কথঞ্চিদिति গমাতে। যঃ অতঃসমুদয়ে নিচাবগতি স যথার্থোই ধর্মতত্ত্বং জ্ঞানানি ন তু ইতরে মীমাংসাজ্ঞানভিজঃ
ইত্যর্থঃ। বেদো হি ধর্মসাধনং মীমাংসা চ তদিত্তিকত্বব্যতিক্রমাদিহ বার্তিককারঃ

“ধর্মে প্রমীয়মাণে তু বেদেন করণাশ্রয়ান্।

ইতিকর্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি ॥” ইতি।

অয়মেবেতি। তথাচ কস্যাচিৎ তর্কসা অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ ইষ্টমেব অত্রথা পুরুষপক্ষমিব অনুদয় ইতি ভাবঃ।
তর্কত্বরূপসামান্যধর্ম্মেণ পুরুষপক্ষতর্কবৎ উত্তরপক্ষতর্কস্যপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন মন্তবাম্ ইত্যাহ—**নহীতি**।
তস্মাৎ সর্বতর্কণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বাভাবাৎ যৎকিঞ্চিৎতর্কপ্রতিষ্ঠিতত্বসা চ ভ্রমত্বাৎ। **অতিগম্ভীরং** বেদান্তি-
রিক্তপ্রমাণাগোচরং, **ভাবশ্চ** জগন্নিমিত্তোপাদানব্রক্ষণঃ **যাথাশ্রম্য** অদ্বিতীয়ত্বং, **মুক্তিনিবন্ধনং** মুক্ত্যাশ্রয়ম্।
ব্রক্ষণোহতিগম্ভীরত্বং দর্শয়তি—**রূপাত্ত্বাভাবাদিতি**। অবিমোক্ষপদস্য মোক্ষাভাবার্থত্যায়ায় ব্যাচষ্টে—
অপিচেতি। **তদ্বিষয়ম্** একরূপবস্তুরিষয়ম্। **এবং সতীতি**। মোক্ষসাধনসম্যাগজ্ঞানসা একরূপত্বে সতি,
তথাচ তর্কজ্ঞজ্ঞানানাং পরস্পরবিবোধাৎ ন সমাগজ্ঞানত্বম্ ইত্যর্থঃ। **ব্যুৎপাদ্যতে** বাধ্যতে। **একরূপানব-
স্থিতিবিষয়মিতি**। একরূপেণানবস্থিতোবিষয়ো যস্য তৎ তথা ইত্যর্থঃ। এতচ্চ হেতুগর্ভবিশেষণং বিষয়া-
নবস্থানমেব জ্ঞানস্য অসমাক্লে, হেতুঃ বিষয়ভেদেন জ্ঞানভেদদ্ব্যেবাৎ। **ন চ প্রধানবাদীতি**। তথাচ
সাংখ্যপ্রণেতাঃ ন সর্বতর্কিকমুখ্যত্বং যেন তদুক্তমেব জ্ঞানং সমাগ্ জ্ঞানং ভবেদिति। **ন চ শক্যন্তে** ইতি।
তথাচ সর্বতর্কিকৈকমত্যা ব্যবস্থিতাবুদ্ধিঃ সম্যকবুদ্ধিঃ সৈব যোক্তেহেতুরিতি পবাস্তম্। **বেদশ্রুতি**।
বেদস্য নিত্যত্বসম্যকজ্ঞানকারণত্বস্বীকারে ইত্যর্থঃ। **ব্যবস্থিতার্থনিষয়ত্বোপপত্তেরিতি**। ব্যবস্থিতঃ
একরূপেণাবস্থিতঃ অর্থো বিষয়ো যস্য তস্যাত্তাব তত্ত্বমিত্যর্থঃ। নিগময়তি **অত** ইতি। সূত্রার্থমুপসংহরতি
অতোহন্ত্যেতি বেদোক্তজ্ঞাননৈসব সমাগজ্ঞানত্বাৎ তর্কপ্রভবজ্ঞানস্য চ অনেকরূপত্বাৎ ন তেন সংসার-
বিমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। অবৈদিকতর্কসা আভাসত্বাৎ ন তেন সমদয়বিরোধ ইত্যাদিকরণার্থমুপসংহরতি **অত আগম
বশেনেনিতি**।

টীকায়াং ভূতার্থগোচরস্ত সত্যবস্তুবিষয়কস্যা ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া পরিমিত্তিতবস্তুবিষয়তয়া একরূপবিষয়তয়া ইতি যাবৎ । ব্যবস্থানং বস্তুত্বতয়া স্বাণুবা পুরুষো বা ইতিবৎ অনেকরূপত্বাভাবাদেকরূপ-ত্বম্ । বেদোক্ততর্কেতিকর্তব্যতাকমিতি বেদান্তসারী তর্কো বিচারঃ ইতিকর্তব্যতা অদং যসা ইত্যর্থঃ । ব্যবস্থিতম্ একবস্তুবিষয়কত্বাৎ একরূপম্ । শুদ্ধতর্কজনিতজ্ঞানস্য অব্যবস্থিতত্বমাহ—বেদানপেক্ষেণ তু ইতি । এতাদৃশতর্কসা শুদ্ধত্বং “দৃশ্যতে তু” ইতি সূত্রে দশিতম্ । জগৎকারণভেদং প্রধানপরমাষাদি অবস্থাণয়তাং নির্দ্বাবয়তাং তাকিকাণাং কপিলকণাদাদীনাং পরস্পরবিরোধাৎ । তত্ত্বনির্ধারণেতি । আচার্যাণাং পরস্পরবিবোধে আশ্রয় এব ভগবান্ শরণীয়ঃ—তদভাবে নাশ্চ তত্ত্বনির্ণয়কারণমস্তি ইতি ভাবঃ । ততঃ বেদনিরপেক্ষতর্কাৎ, তত্ত্বব্যবস্থা সর্বসম্মততত্ত্বৈকত্বনিশ্চয়ঃ ইতীতি হেতৌ, ততঃ তর্কাৎ, সম্যক-জ্ঞানং মোক্ষসাধক তত্ত্বনিশ্চয়ঃ ইত্যান্থাস্তরম্ । অসম্যগ্জ্ঞানাস্তেতি । তত্ত্বজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্ব-দिति শেষঃ । তথাচ ভগবান্ অক্ষপাদঃ “তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্চেষয়সাধিগমঃ”, ইতি । আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়সা তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ইতি দ্বায়ভাগ্যুক্ততঃ । ১১

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২

ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাদিবেদান্তসমগ্রয়ঃ তর্ককুশলবৈশেষিকনয়েন দিকৃদ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে সাংখ্যাস্তুতিঃ যথা বেদবিপবীতত্বাৎ ন বেদমূল্য, তথা যৎ মহাপরিমাণং তৎ ন ত্রৈবোপাদানং যথাকালঃ, ইতি ব্যাণ্ডেঃ ব্রহ্মাপি ন জগদুপাদানং, তথাহি ব্রহ্মণোহপি জগতো মহত্বপ্রসঙ্গাৎ, দৃশ্যতে হি অল্পপরিমাণাৎ তত্বাদেঃ মহাপরিমাণস্ত বস্তুবাদেঃ উৎপত্তিঃ ইতি ব্যাণ্ড্যদিমূলবৈশেষিকতর্কেণ সমগ্রয়ো বিকধাতে, তস্মাৎ অধাদয় এব জগদুপাদানম্ ইতি দৃষ্টান্তপ্রত্নাদিহরণাভ্যাং প্রাপ্তে সত্ৰমিদং প্রণীযতে—এতেনেতি । অত্রাশ্চ সঙ্গতয়ঃ পূর্ববৎ বেদিতব্যঃ । পূর্বপক্ষে সমগ্রয়াসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ, এতেন আত্মাসঙ্গত্বপ্রকাশত্বসংকার্য-বাদান্ত্রাংশেন নবাদিশিষ্টপরিগৃহীতপ্রধানকারণবাদনিরাকরণপ্রকারেণ, শিষ্টৈঃ মত্বদেবলাদিতঃ কেনচিদপি অংশেন অপরিগৃহীতা অধাদিকারণবাদাঃ ব্যাপ্যাতা নিরস্তা জ্ঞেয়াঃ, শ্রুতিবাসিতত্বাৎ তর্কস্ত ইত্যর্থঃ । বিদায়কপ্রণামান্তপাদাদিদং নবীনমধিকরণমিতি জ্ঞেয়ম্ । অধিকরণয়োঃ এতয়োঃ উপদেশাতিদেশভাবে বীজমাহ ভাণ্ডে—বৈদিকশ্রুতি । আত্মাসঙ্গত্বাংশেন প্রত্যাসন্নং পলু বেদান্তানাং কাপিলতত্ত্বং শিষ্টপরিগৃহীতং চ ইতি ইদম্ উপদেশঃ, অধাদিবাদাশ্চ ন তথা ইতি অতিদেশঃ । তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ ইতি । কারণাপেক্ষয়া কার্যান্নানতয়াঃ ঘটকপালাদিষু দৃষ্টত্বাৎ বিভূনো ব্রহ্মণো ন জগদুৎপত্তিঃ,—তথাহি—

উপাদানকপালাদেঃ ঘটাদেন্দ্রানমানতঃ । বিভূনো ব্রহ্মণো বিশ্বং নান্ন মেতদসম্ভবি ॥ ইতি

প্রধানমগ্ন্যেতি । যথা প্রধানমগ্নপরাভয়েনৈব দুর্বলমগ্না অপি ভবন্তি পরাজিতাঃ তদবদিত্যর্থঃ । নিরাকরণ-কারণস্ত সাম্যমাহ—পরমগম্ভীরশ্রুতি । অপি চ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং বিভূত্বাৎ ইত্যত্র পক্ষসাধিকা শ্রুতিঃ অবশ্যম্ অপেক্ষণীয়া, তয়্যচ ইদং বাধাতে, শ্রুতিষু হি ব্রহ্মণ এব উপাদানত্বপ্রতিপাদানাৎ যথা—“সোহকাময়ত বহু স্মাৎ প্রজায়েত” “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” ইত্যাদি । স্বরূপাসিদ্ধিঃ ভবতি—তথাহি “অস্থূলমনগু” “কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধিঃ নিগুণে ব্রহ্মণি বিভূত্বাদেঃ অভাবাৎ । বৈশেষিকাস্ত্র আত্মনো বিভূত্বং মজ্ঞস্তে তথাহি—“বিভবান্নাহানাকাশস্তথাচাত্মা” ইতি তৎ সূত্রং, বিভবাৎ সর্কর্মূর্তসংযোগাৎ আকাশো মহান্ পরমমহাপরিমাণবান্, এতম্ আত্মাপি পরমমহাপরিমাণবান্ বিভূত্বাৎ । অদৃষ্টবাদাত্মসংযোগস্ত সর্গান্তকালীনপরমাণুকর্মহেতুত্বাৎ আত্মবিভূত্বম্ আবশ্যকম্ ইত্যর্থঃ ।

অত্র সাংখ্যাবাদখণ্ডনগর্ভাৎ শঙ্কাম্ অবতারয়তি মিথো—ন কার্য্যমিতি । যতুপীয়ং শঙ্কা কার্য্যস্ত অনির্কচনীয়ত্ব-বাবস্থাপনেন উপরিষ্টাৎ নিরাকরণাত্তে, তথাপি ভেদঘটিতকার্য্যাকারণভাবে কারণব্যাপার্যাৎ পূর্বাপরকালয়োঃ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাভ্যাং কার্য্যাসম্বন্ধব্যবস্থাপনবিরোধেন তাদৃশশঙ্কানিরসনম্ অত্র অধিকম্ ইতীহ নির্দেশঃ ইতি । সাংখ্যঃ কিল মজ্ঞস্তে কার্য্যং কারণাদভিন্নম্, তথাহি পটস্থস্তভো ন ভিত্ততে তদ্বক্ষ্যত্বাৎ (তদবস্থাবিশেষাত্মকত্বাৎ তৎসম্বনিত্যস্তভাকত্বাৎ বা) যৎ যস্মাৎ ভিন্নং তৎ ন তস্ত দৃশ্যং, যথা ঘটস্ত পটঃ, তদ্বপটয়োশ্চ দৃশ্যদৃশ্যিভাবাৎ ন তয়োঃ ভেদঃ, কারণব্যাপারাদ্ উদ্ভমিব ততঃ প্রাগপি কার্য্যং সদেব, কারণব্যাপারাজ সতঃ কার্য্যস্ত অভিব্যক্তিঃ, যথা তিলেষু সতঃ তৈলসা অভিব্যক্তিঃ পীড়নে, গোষু চ দুগ্ধসা দোহনে, যজ্ঞযৎ অংসৎ কারণশতব্যাপারোগাপি ন ততস্তদুৎপত্তিঃ, যথা বহুঃ জলসা, অত কার্য্যং কারণে সদেব ইতি । তমিমং সাংখ্যবাদং কণাদবাদেন উচ্চিন্তি—ন কার্য্যমিতি । কারণরূপবদिति । কারণাৎ অভিন্নং কারণস্বরূপং যথা কারণস্য ন কার্য্যং তথা কার্য্যস্য কারণাদভেদে কার্য্যত্বং ন স্যাদিত্যর্থঃ । করোত্যর্থঃ প্রযত্নোহপি অচূপনমঃ কার্য্যস্ত পূর্বসিদ্ধত্বাৎ ।

এতদেব প্রতিপাদয়তি অভূতমিতি । হিহেতো । অভূতস্য অসিদ্ধস্য । প্রাচুর্যাবনং উৎপাদনং, তদর্থঃ করোত্যাঃ । অস্ত্র কার্যাস্য । অভূতমিতি কারণাশ্রয়না সিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ । নমু মাভূৎ কার্যার্থং পুরুষস্য প্রযুক্তঃ, কিন্তু তদভিব্যক্তার্থমেব ইত্যত আহ—অভিব্যক্ত্যর্থমিতি । তত্ৰা অপি অভিব্যক্তেরপি কারণস্বরূপতয়া সম্ভাৎ ভবন্মতে ইতি শেষঃ । বাক্যরঃ পক্ষান্তবে । তদ্বৎপ্রসঙ্গেনেতি । অভিব্যক্তেঃ কার্যত্বেহপি যদি কারণাশ্রয়না সম্ভাবনঃ তদা কার্যত্বাবিশেষাৎ অভিব্যক্ত্যস্যাপি অভিব্যক্তিবৎ সম্ভাবাপ্রসঙ্গাৎ কারণাশ্রয়ত্বাঘাত ইত্যর্থঃ । তথাচ কার্যং কারণাশ্রয়না ন সং, কাযত্বাৎ, অভিব্যক্তিবৎ ইতি ।

অত্র হেতু মাহ--নহীতি । হি হেতো, একক্ষণাবচ্ছেদেন একপ্রতিযোগিকভাবাভাবয়ো রেকত্রাসিদ্ধে: রিতি ভাবঃ । কিস্তেদমিতি । শিক্ষিতমিত্যেনাদ্বয়ঃ । প্রতিবধাতে ঘণিনা বহুদাহিকাশক্তিঃ, সংস্খভাতে চ মদ্রৌষধিভ্যাং চতুজঙ্গবীর্ষাং, ইন্দ্রজালেন চ সদপি বস্ত তত্ত্বতো ন প্রতীয়তে, নৈব বা প্রতীয়তে, ইন্দ্রজালং শাস্বরীবিজ্ঞা কুহকমিতি যাবৎ । যৎ যেন ইন্দ্রজালেন, ইদং কার্যাম্, অজ্ঞাতেতি । অজ্ঞাতঃ অগুৎপন্নঃ অনিরুদ্ধঃ অবিনষ্টঃ অতিশয়ো যথো যস্য তৎ, তথাচ পাকেন শ্রামিমবিনাশাৎ রক্তিমোৎপাদবৎ কস্যাচিং ধর্মস্য উৎপাদবিনাশাভাবো দশিতঃ । অথবা—জ্ঞাতঃ অনিরুদ্ধঃ অতিশয়ো যস্য তথাভূতং ন ভবতি ইতি অজ্ঞাতানিরুদ্ধাতিশয়ঃ । অব্যবধানং বস্তুস্বরবরণশূন্যম্, এতেন যবনিকাব্যবহিতঘটস্য তদপসারণেন প্রত্যক্ষং কার্যাপ্রত্যক্ষং ন বাচ্যমিত্যর্থঃ । অবিদুরস্থানমিতি ন বিদুরে অতিদুরে স্থানং স্থিতি র্মা তৎ নাতিদূর্ববত্তি, কিন্তু অল্পদূর্ববত্তি, ইত্যর্থঃ তথাচ অতিদূর্ববত্তম্ অতিসান্নিধ্যং চ প্রত্যক্ষপরিপত্তি তত্রাহিতাৎ দশিতম্ । চৈত্রদষ্টস্যপি মৈত্রাপরোক্ষত্বসম্ভবাৎ আহ তশ্চৈবেতি । তথা চাত্র পুরুষভেদোহপি নাস্তি ইতি সূচিতম্ । তদবশ্চেতি । তদবস্তং প্রত্যক্ষকালীনবৎ অবিকৃতং ইন্দ্রিয়ং যস্য তস্য ইত্যর্থঃ । তথাচ সর্বথা প্রত্যক্ষবিঘটকসামগ্রীরাহিতাৎ দশিতং । কদাচিৎ উৎপত্ত্যানন্তরং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষনিষয়ঃ, পরোক্ষং পর্বোক্ষবিষয়ত্বং তৎ পূর্বম্ কার্যাপ্রসঙ্গানন্তরং বা । কার্যস্য কদাচিৎকপ্রত্যক্ষপরোক্ষত্বে উপহস্য পরাভিমতং তৎসাধনমুপপাদয়তি যেনেতি । যেন ঘটাদিগতপ্রত্যক্ষপর্বোক্ষত্বেন অস্ত্র কার্যস্য ঘটাদে: কদাচিৎ উৎপত্ত্যানন্তরং, প্রত্যক্ষঃ চক্ষুরাদি, উপলব্ধনং জ্ঞানসাধনং, কদাচিৎ উৎপত্তে: পূর্বং ধ্বংসানন্তরং বা, অনুমানং জ্ঞানসাধনং তথাচ দীপ্তরুদ্ধকঃ—

“অসদকরণা দুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভাবাভাবাৎ ।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সং কার্যাম্” ॥ ইতি ।

কদাচিৎ সৃষ্টে: প্রাক, জগদন্তিহবোধকঃ “সদেন সৌম্যেদমগ্র আসী” দিত্যাগমঃ উপলব্ধনম্ ইতি । অথবা প্রত্যক্ষাদিপদং জ্ঞানপদং এতন্মতে তু আগমপদং শ্রৌতশাস্ত্রবোধে লাক্ষণিকমিতি চিন্ত্যম্ । এতেন কারণবাপাবাৎ পূর্বং যদি ঘটরাহিতাৎ দশিতং সত্বে উপলভ্যেত এতো ন কার্যাকারণয়ো: অভেদঃ ইতি । কার্যাস্তরবরণবশিরিতি । কার্যাস্তরং শরবাদিনা ব্যবধানং ঘটস্য পারোক্ষ্যমাহেতুরিত্যর্থঃ । সদাতনত্বাদিতি । শবাবাণ্ডবস্থায়ামপি ঘটস্য বিদ্যমানত্বাৎ কথং তস্য পারোক্ষ্যম্ ইত্যর্থঃ । অথ কাবণাশ্রয়না এব কার্যস্য সত্ত্বং ন কাযাশ্রয়না অত উক্তং “কারণভাবাচ্চ সং কার্যাম্”মিতি তত্চ অস্ত্রাবয়বিশারাবাদিষু ঘটস্য ন প্রত্যক্ষং, কারণানাং চ পিণ্ডাদীনাং তৎপূর্বতনাবস্থাপেক্ষয়া কার্যত্বেন তদব্যবধানাৎ ন তেনু সতোহপি ঘটস্য প্রত্যক্ষম্ ইতি শব্দ্যতে অথাপি স্তাদিতি । যত্ৰপি সাংখ্যানেয়ৈ মৃত্তিকায় এব কারণত্বং ন তু কপালাদে:, তথাপি তেষাং কাবণত্বস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য অপলপিতুমশক্যত্বাৎ মৃত্তিকাত্বেনৈব তেষাং কারণত্বং ন তু কপালত্বাদিনা ইত্যাপ্রযস্তেষামিতি বোধ্যম্ । কারণাশ্রয়ন ইতি । কপালাদে: পূর্বপূর্বকার্যত্বেহপি উত্তরোত্তরকারণত্বাৎ কারণাত্বং কার্যজাতস্য ইতি । কদাচিৎকত্বে বা ইতি বাক্যরঃ পক্ষান্তবে, তথাচ পিণ্ডাদে: কদাচিৎকত্বাৎ ঘটসত্তাকালে তেষামভাবাৎ ন ঘটপ্রত্যক্ষাশ্রয়পত্তিরিতি ভাবঃ । দৃশ্যতি ন কারণাত্বমিতি । নিত্যত্বা- নিত্যত্বেতি । কারণস্য নিত্যত্বং কার্যস্য অনিত্যত্বমিতি বিরুদ্ধধর্মসংসর্গঃ কার্যাকারণয়ো: ভেদসাধকঃ । ভবতি হি বিরুদ্ধযোগোক্তাত্মকত্বয়ো: সংসর্গ এন গবাশ্রয়ো ভেদসাধকঃ । তথাচ যো যদ্ব্যবিরুদ্ধধর্মসংসর্গবান্ স তদ্ব্যবস্থাপ্রতিযোগিতাকভেদবান্ যথা ঘটব্যবিরুদ্ধপটত্বসমবয়বান্ পটো ঘটভিন্ন ইতি । ভবতু ভিন্নয়োঃপি নিত্যানিত্যয়োঃভেদঃ অত আহ—ভেদাভেদয়োঃশেচিতি । ইতু্যুক্তমিতি সম্বয়স্বত্রব্যাখ্যায়াম্ ইতি শেষঃ । নিগময়তি তস্মাদিতি । একান্তত্ব ইতি সর্বাত্মনা ন তু ভিন্নাভিন্নমভিন্নম্ ইতি যাবৎ । কার্যাকারণয়োঃসাম্যিকভেদে কার্যাকারণভাবাশ্রয়পত্তিমাশঙ্কতে নচেতি । তথাহি যৎ যতোভিচ্ছতে তৎ ন তৎ কার্যং যথা ঘটভিন্নঃ পটো ন ঘটকার্যমিতি । সাম্প্রতং যুক্তং, “যুক্তেষু সাম্প্রতং স্থানে” ইত্যমরঃ । প্রতিবন্দ্যা পরিহরতি অভেদেহপি ইতি । তথাহি কার্যাকারণয়োঃভেদে স্তবর্ণরূপং যথা ন স্তবর্ণকার্যং তথা

কুণ্ডলমপি স্ববর্ণকাৰ্য্যং ন শ্ৰাদিত্যর্থঃ। আপত্তিসাম্যং প্রদর্শ্য মূলশৈথিল্যমাহ **অত্যন্তভেদে** ইতি। নহু কুন্তকুন্তকারণং বস্তুনোঃ অত্যন্তভেদেহপি চেৎ কাৰ্য্যাকারণভাব স্তদা ন কথং উপলংগভেদোত্তৈলস্যা ভূমের্বা কচকাদীনামুৎপাদঃ অত আহ—**তস্মাদিতি**। ভেদেহপি কাৰ্য্যাকারণভাবদর্শনাদিত্যর্থঃ। **সমবায়ভেদে** এব অবয়বাবয়বিনোঃ সম্বন্ধবিশেষ এব, ন তু কাৰ্য্যাকারণয়োরভেদ ইতি স্বাযোগবাবচ্ছেদকৈবকারস্যার্থঃ। তথাচ ঘটকপালযোঃ তত্ত্বপটয়োচ্চ সমবায় এব তয়োঃ উপাদানোপাদেয়ভাবনিয়ামকঃ উপলংগভাদিষু চ তৈলান্দীনাম্ সমবায়ভাবাৎ নোক্তাহুযোগঃ ইতি ভাবঃ। তত্র কিমুপাদানং কিংবা উপাদেয়মিতি পরিচায়য়তি যশ্চ **অভুত্বা** ইতি। পূৰ্ব্বমতঃ সাম্প্রতমুৎপত্তমানস্য যস্য ঘটাদেবরিত্যর্থঃ। তথাচ সম্বন্ধস্য উভয়নিষ্ঠত্বাৎ তৎপ্রতিযোগী ঘটাদিঃ উপাদেয়পদার্থঃ, অত্য়োগিচ কপালাদি উপাদানম্ ইত্যাহ—**যত্রেতি**।

তদেব মুক্তপ্রবন্ধেন উপাদানোপাদেয়বাস্ত্বাৎ প্রদশ্য প্রকৃতং ব্রহ্মণোজগদুপাদানত্বাসম্ভবং প্রতিপাদয়িতুং পাতনিকামারচয়তি **উপাদানত্বং** চেতি। **তস্মাদিতি**। কাৰ্য্যাদল্পপরিমাণশ্চ জগদুপাদানত্বনিয়মেন পরম-মহতো ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। **মূলকারণমিতি**। তথাচ কাণভুজং সূত্রম্ “**সদকারণ-বল্লিতম্**”মিতি। অয়মর্থঃ সৎ ভাবরূপম্ তথাচ অভাবশ্চ জগৎকারণত্বং নিরন্তং, অভাবশ্চ কারণত্বে চূর্ণীকৃতাদপি বীজাদঙ্কুরোৎপাদাপত্তেঃ। **অকারণবৎ** কারণহীনং অজগমিতি যাবৎ তথাচ ঘটাদীনাম্ বারণং, নিত্যং ধ্বংসা-প্রতিযোগি ইতীদৃশং বস্তু অবয়বিনাম্ স্থূলপৃথিব্যাদীনাম্ মূলকারণমিতি। তত্র প্রমাণমাহ—“**তস্ম কাৰ্য্যং নিজমিতি**”। তস্ম মূলকারণশ্চ কাৰ্য্যং ত্রসবেদাদি কাৰ্য্যভাবাৎ লিঙ্গম্ অন্ত্যমাপকং, তথাহি অবয়বাবয়ববিধায়া আনন্ত্যো মেক্ষস্বপ্নয়োস্ত্যলপরিমাণভূপ্রসঙ্গঃ অনন্তাবয়বত্বাৎ তয়োঃ, অতঃ কুত্রচিৎ বিশ্রাণ্ঠিরবশ্যং বাচ্য, ন চ ত্রসরেণো বিশ্রামঃ ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুঃদ্রব্যত্বাৎ ঘটনদিত্যন্ত্যমানেন তদবয়বদ্বাণুকসিদ্ধেঃ, নাপি দ্বাণুক এব বিশ্রামঃ, এসরেধবয়বঃ সাবয়বঃ মহদারম্ভকত্বাৎ কপালবৎ ইত্যন্ত্যমানেন দ্বাণুকাবয়বত্বেন পরমাণুসিদ্ধিঃ, স এব মূলকারণং তস্মাপি ক্ষুদ্রতবাবকত্বে অনবস্থাপাতঃ অমুক্তলতর্কভাবশ্চ ইতি ন তথা কল্পনং মুক্তমিতি সংক্ষেপঃ।

নহু পরমাণোজগদুপাদানত্বে পরমমহতো ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং শ্রোতং কথমুপপত্ততাম্ তত্রাহ তস্মাদিতি। পরমাণোজগদুপাদানত্বস্য সদন্ত্যমানসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **সহস্রসম্বৎসরেতি** তথাচ শ্রুতিঃ **পঞ্চপঞ্চাশত্তিস্রবতঃ সম্বৎসরাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ পঞ্চদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ সপ্তদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ একবিংশাঃ বিশ্ব-স্বজাময়নং সহস্রসম্বৎসরমিতি**, কিমস্মিন্ সত্রে সহস্রায়ুত্বং গন্ধবাদীনামপিকারঃ উত মনুজাণাং যদি মনুজাণাং তদা কিং রসায়নাদিসম্পাদিতসহস্রায়ুত্বম্ উত নাসেযু সম্বৎসরত্বমশ্রিতা শুণেইনৈবায়ং মনুজাণামধি-কারঃ, উত দ্বাদশরাত্রিযু সম্বৎসরশব্দঃ, উত দিবসেযু? ইত্যাদয়ঃ পক্ষাঃ। তত্র গন্ধবাদীনাম্ অগ্ন্যুপসংহারা-সামর্থ্যাৎ মনুজাণামেব, মনুজাণাং চ “**শতায়ুর্বে পুরুষঃ**” ইতি শ্রুতেঃ রসায়নশ্চ এতাবদায়ুঃসম্পাদনা-সামর্থ্যাৎ সংখ্যাশব্দং সম্বৎসরশব্দং বা গৌণমশ্রিত্য মনুজাণিকারো বাচ্যঃ, তত্র সংখ্যাশব্দস্য যুগ্মভেদে স্বার্থত্যাগা-সম্ভবাৎ “**যো মাসঃ স সম্বৎসর**” ইতি দর্শনাৎ সম্বৎসরশব্দস্যেব মাসার্থে অগ্ন্যাধানাদৃষ্টং সহস্রমাসজীবনা-সম্ভবাৎ “**সম্বৎসরপ্রতিমা বৈ দ্বাদশরাত্রয়ঃ**” ইতি প্রয়োগাৎ দ্বাদশরাত্রিযু সম্বৎসরশব্দঃ, প্রতিমাবিশেষণম্ অত্র সম্বৎসরশব্দঃ, ন তস্ম দ্বাদশরাত্রিযু প্রয়োগঃ, তস্মাৎ ত্রিবৃদাদিশব্দসামঞ্জস্যত্বাৎ দিবসেযু সম্বৎসরশব্দঃ, ত্রিবৃদাদিপদৈঃ স্তোমবিশিষ্টং অহঃ উচ্যতে ন অহঃসমূহঃ, অতোহহঃস্ত গৌণী সম্বৎসরাভিধা ইতি সংক্ষেপঃ।

অবিস্তাসমারোপণেনেতি। তথাচ আরম্ভবাদে উপাদানশ্চ অল্পত্বনিয়মেহপি নায়ং নিয়মো বিবর্তে, দূরত্বপ্রাণ্ডপুরুষেযু বালত্বপ্রতিভাসাৎ। **শুদ্ধত্বেন** শ্রুতানপেক্ষত্বেন। উপাদানশ্চ অল্পত্বনিয়মোহপি প্রতিভ-পরিমাণতুলপিওজ্ঞাপিচূপ্রভৃতিষু ভগ্নঃ, তথা ত্রসরেণুঃ কাৰ্য্যাবয়বাবয়বঃ মহাকাৰ্য্যত্বাৎ পটবৎ, ইত্যন্ত্যমানেন পরমাণোরপি ন নিত্যত্বং, কাৰ্য্যম্ অবয়বাবয়বো যস্য ইতি বহুত্রীহিঃ। পরমাণুঃ সাবয়বঃ পৃথিবীত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যন্ত্যমানেন চ পরমাণুনাং সাবয়বত্বং দুষ্পরিহরম্। পরমাণুসাধকমন্ত্যমানমপি অপ্রয়োজকং তাদৃশরীত্যা। অনব-স্থিতাবয়বপরম্পরাসিক্তিপ্রসঙ্গাৎ। ইতি যদ্বাদ্যপেক্ষিতমবৈদিকং পরমাণুবাদঃ কৈমুক্তিকেন নিরন্ততি **শর-মাধ্যাদিবাদস্তেতি**। তথাহি—

“মধ্যাদিশিষ্টস্বাদিকাপিলং যদ্যপেক্ষিতম্। তদা শিষ্টপরিত্যক্তমবৈদিকমতং কিমু? ॥” ১২

ভোক্তৃপত্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রাল্লোকবৎ ১৩

অয়মব্রহ্মকারণবাদিবেদান্তসম্বন্ধয়ো বিষয়ঃ স তর্কসহিতভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিনা বিরুদ্ধাতে ন বা? ইতি সংশয়ে জগৎকারণে তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বেহপি জগন্ত্বেদে স প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি সম্বন্ধয়োবিরুদ্ধাতে ইতি প্রত্যানাহরণসঙ্গত্যা পূর্বপক্ষমাহ **ভোক্তৃপত্তেরিতি**। তর্কশ্চ ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চো নাষ্টীয়বস্তুভিন্নঃ

পরস্পরং ভিন্নত্বং, যদ্বৈবং তদ্বৈবং যথা ব্রহ্ম ইতি । অধিতীয়ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য
ব্রহ্মানন্তত্বেন ভোগ্যশব্দাদেৰ্ভোক্তৃশব্দকথাপত্তেঃ ভোক্তৃ বা ভোগ্যশব্দকথাপত্তেঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ পরস্পরবিভাগো
ন স্যাৎ, অতঃ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ো বিরুদ্ধাভেদ ইতি পূৰ্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—**স্তান্নোক্তবদিত্বমিতি** ।
একব্রহ্মোপাদানকত্বেহপি ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য পরস্পরং বিভাগঃ স্যাৎ লোকবৎ । যথা লোকে সমুদ্রানু
বত্তিন্নানামপি ফেনতরঙ্গাদীনাং পরস্পরং ভেদোচ্ছিন্নি তৎ, অতঃ কল্পিতভেদসম্বন্ধং ন প্রত্যক্ষবিরোধ ইত্যর্থঃ ।
পূৰ্ব্বপক্ষে অদ্বৈতাসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিরিতি । অত্র প্রথমাস্তপদাং অধিকরণান্তঃ ।

টীকায়াং **প্রবৃত্তা** হি ইতি । অর্থাবধারণায় কৃতপ্রবৃত্তিঃ ক্রতিঃ অপেক্ষত্বেন ন তর্কান্বিতানন্তরম্
অপেক্ষতে যদা তু অর্থাবধারণায় ক্রতিঃ প্রবর্তিতম্ আরভতে তদা প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধে “আদিত্যো
যুগঃ” ইত্যর্থবাদবৎ উপচরিতার্থা ভবতি ইত্যর্থঃ । **ক্ষুণ্ডতরপ্রতিষ্ঠিতো**তি । ক্ষুণ্ডতরম্ অথচ প্রতিষ্ঠিতং
প্রামাণ্যং প্রামাণ্যকল্পং যন্ত এতাদৃশো যন্তকঃ তদ্বিরোধেন ইত্যর্থঃ । ঘটপটাদিবিশেষবিষয়কতয়া ক্ষুণ্ডতরং,
বাধকপ্রমাণরাহিত্যাক্রান্তিপ্রতিষ্ঠিতম্ । এতদ্ব্যংগ্যং প্রত্যাপেক্ষ্য তর্কসা প্রাবল্যপ্রযোজকং বোধাম্ ।

ভাষ্যে **ভ্রমোরিতি** । ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইত্যর্থঃ । **ইতরেতরভাবঃ** পারস্পর্য্যম্ অবিভাগ ইতি যাবৎ ।
ব্রহ্মভেদক্রমতঃ তয়োঃ ভেদঃ কল্পতে ততস্ত প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধভেদসা বাধাপত্তিরিত্যর্থঃ । তথাহি—

“ব্রহ্মণো ভোক্তৃভোগ্যভাষ্যভেদে ভিন্নতা ভবেৎ । ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ স্তান্নভেদে চ তয়োক্তভঃ ॥”
ইতি প্রত্যক্ষস্ত চ স্তাত্মা বাধো ন যুক্ত ইত্যাহ—**“ন চান্তে”**তি । ক্রতির্হি সত্ত্বাত্মিক্যো উপচারেণাপি
কথঞ্চিৎ সাবকাশ্য, ন সা নিরবকাশ্যং প্রত্যক্ষং বাধিতুমীষ্টে, সাবকাশ্যনিরবকাশ্যয়োঃ নিরবকাশ্যস্ত বলবৎ ইতি
ভাবঃ । পূৰ্ব্বম্ অপ্রতিষ্ঠিততর্কবিরোধে ক্রমতঃ প্রাবল্যম্ উক্তম্ অত্র তু প্রতিষ্ঠিততর্কবিরোধে সাবকাশ্য ক্রতির্যেব
দুৰ্ব্বলা ইত্যবিরোধঃ । **অন্তঃ** বর্তমানদশায়াম্ ।

টীকায়াং **যদ্বীতি** । তথা চ অতীতানাগতয়োঃ বিভাগভাবে জাগ্রদর্শনে ন স্বাপ্নদর্শনবাধবৎ তন্ত বর্তমান-
বিভাগবাধকত্বং ন বিরোধঃ স্তাদিতি অবশিষ্টবর্তমানপ্রত্যক্ষস্ত বলবৎ তদ্বিদর্শনে তয়োঃপি তথাৎ
কল্পনীয়মিতি সিদ্ধো বিরোধঃ ইতি ভাবঃ । **তথাহ্যনুমানাদিতি** । অতীতানাগতকালো ভোক্তৃভোগ্য-
বিভাগ্যপ্রয়ো, কালত্বং, বর্তমানকালবৎ—ইত্যনুমানেন বিভাগস্ত সদাতনত্বসিদ্ধিঃ । “**য একস্মিন্মুদ্রমন্তরং**
কুরুতে অথ তন্ত ভয়ং ভবতি” ইত্যাদিশ্রুত্যা ব্রহ্মভেদস্তাপি বেদান্তিনাম্ অসহনীয়ত্বং সূত্রমিদম্
আপাতার্থপরতয়া ব্যাচষ্টে—**আপাতত** ইতি । বিচারেণ হি কারণাত্মনা ভেদাভাবশ্চৈব তাত্ত্বিকত্বং ভেদস্ত
চ মিথ্যাত্বং ভেদাভেদদৃষ্টান্তো ন বিচারসহ ইত্যাহ—**অবিচারিতো**তি । অবিচারিত এব লোকসিদ্ধিঃ
অবিচারিতলোকসিদ্ধিঃ, অবিচারদশায়ামেব লোকসিদ্ধিঃ ন তু বিচারদশায়ামপি—এবমুতো যো দৃষ্টান্তঃ তৎপ্রদর্শন-
মার্গেণ ইত্যর্থঃ ।

নহু সমুদ্রানুভেদে কথং ফেনতরঙ্গাদীনাং মিথো ভেদঃ, কথং বা তেষাং মিথো ভেদে সমুদ্রানুভেদঃ
অত আহ ভাষ্যে—**ন চেতি** । তথাচ “দৃষ্টে ন হুত্বপত্তিরিতি” স্তায়ং সঙ্গচ্ছতে ভিন্নয়োঃপি ভেদে ইতি ।
দৃষ্টান্তং দাষ্টাণ্টিক্যে যোজয়তি—**এবমিহাঙ্গীতি** । তথাচ পরমাং ব্রহ্মণোহনন্তত্বং জগতঃ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ
মিথো ভেদঃ । ন খবন্তি নিয়মঃ “কেনচিৎ ধর্মেণ অভিন্নত্বেহপি স্বরূপতোঃপি মিথো ভবিতবাম্” অভেদেন
মুদ্রানুভেদেহপি ঘটশরাবাত্মানু ভেদদর্শনাদিতি । তথাহি—

“মুদভিন্নবটাদেষ্ক পরস্পরবিভেদবৎ । ব্রহ্মানু ভেদেহপি ভেদঃ স্তাৎ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ॥” ইতি ।
এতেন ব্যবহারে ভেদাভেদবাদো দর্শিতঃ, “ব্যবহারে **ভাট্টনয়ঃ**” ইতি সময়াৎ । দৃষ্টান্তদাষ্টাণ্টিক্যোঃ বৈষম্যঃ
শব্দে—**য়তীতি** । পরিহরতি—**তথাঙ্গীতি** । তথাচ ঔপাধিকজ্ঞাপেক্ষয়া তয়োঃ সাম্যং বোধাম্ । নিগময়তি—
ইত্যত ইতি । তথাচ কারণাত্মনা অভেদেহপি যথা কার্য্যাপাং মিথো ভেদঃ, তথা ব্রহ্মানু ভেদেহপি
ভোক্তৃভোগ্যানাম্ অন্তোন্ত ভেদস্ত সিদ্ধত্বং ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন অদ্বৈতসমগ্রয়ো ন বিরুদ্ধাভেদ ইতি । ১৩

তদনন্তত্বমারম্ভগণশব্দাভিহাঃ ১৪

পরিণামবাদেন পূৰ্ব্বসমাধানস্ত আপাতিকত্বম্ অভিধায় বিবর্তবাদসমাধানস্য পরমত্বং বক্তং সূত্রং ব্যাখ্যাতুম্
উপক্রমতে—**অভ্যুপগম্য** চেতি । পূৰ্ব্বোক্তস্য অসা পৌনরুক্ত্যম্ অপাকর্তুম্ আহ—**ব্যাবহারিকমিতি** ।
তথাচ ভেদগ্রাহিপ্রমাণস্য প্রামাণ্যাকীকারেণ ভেদাভেদব্যবস্থয়া সমাধানস্য ব্যবহারিকত্বং, বিবর্তবাদেন চ
কার্য্যাসম্ব্যবস্থয়া সমাধানস্য তাত্ত্বিকত্বম্ ইত্যর্থঃ । অতো মিথ্যাকৃতভেদগ্রাহকপ্রমাণৈঃ অদ্বৈতক্রমতঃ ন বাধঃ ।
সদ্ব্যক্তি পূৰ্ব্ববৎ । বৈতস্য মিথ্যাসমাধানায় সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে—**যদ্বাদিতি** । **অনন্তত্বমিত্যস্য** যথাক্রমার্থে কার্য্য-

কারণয়োঃ অভেদবাদাপাতঃ, তত্র চ বৈশেষিকাছাড়াঙ্গদোষণপাতভিযা তৎ অজ্ঞাং ব্যাচষ্টে—ব্যতিরেকেণেতি ।
এতৎ ব্যাখ্যাভং টীকায়াং ন খলু ইতাদিনা, তথাচ কারণাৎ স্বাতন্ত্র্যোণ সম্ভাবঃ কার্যাসা, ন তু তয়োঃ অভেদ-
ইত্যর্থঃ । সূত্রার্থস্ত ভেদগ্রাহকত্বসহিতপ্রত্যক্ষাদিনা অদ্বয়ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তসম্বন্ধে বিরুদ্ধাভে ন
বা—ইতি সংগ্রেহে জগদভেদবাদিপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধাভে—ইতি পূর্বপক্ষে পরমসমাদানমাহ—
তদনন্ত্যমিতি । তৎ তস্মাৎ অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূতাৎ ব্রহ্মণঃ জগতঃ কার্যাসা অনন্ত্যং ভেদাভাবঃ
পৃথকসত্ত্বাহিতাম্ ইতি যাবৎ । কুতঃ ? আরম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ । “বাচ্যারম্ভং বিকারো নামধেয়ং
মুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্” । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”
ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ইতি । প্রথমান্তপদাৎ অবিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ ।

টীকায়াং পূর্বশ্রুত্যাং অবিরোধাদিতি । ভেদাভেদরূপাৎ ইত্যর্থঃ । বিশেষাভিধানেনিতি । ভেদা-
ভেদেন সমাদানসা ব্যাদহাবিকল্পঃ, ভেদাভাবেন সমাদানসা চ তাত্ত্বিকত্বম্, ইত্যেবং বিশেষাভিধানেন উপক্রমঃ
আরম্ভো যস্য পরিহারস্য স তথাভূতঃ । সৌত্র্যেণ অনন্ত্যপদেন ভেদনিষেধপরেণ ব্রহ্মাকতিরিক্তবস্তুমাত্রস্য
মিথ্যাস্বাভিধানাৎ নাস্য গত্যর্থতা ইতি ভাবঃ । এবং হি ব্রহ্মাকতিবিক্তবস্তুনঃ অতাত্ত্বিকার্থে হি, “তথাহি উত
তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাক্রুতং ক্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইতি প্রতিজ্ঞা-
বাক্যাৎ একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং ভবতি ইতি প্রতীয়তে । এতৎপ্রতিজ্ঞাবাক্যাং প্রধানম্, এতৎপ্রতিপাদনায়
উক্তং “যথা সৌম্যে”তিদৃষ্টান্তবাক্যম্ অপ্রধানং, তত্র পবিণামিমুদাদিদৃষ্টান্তেন ভেদাভেদস্বীকারে কাযাসা
জগতোহপি ব্রহ্মবৎ সত্যত্বম্ আপত্তেত তথাচ প্রতিজ্ঞাহানিঃ । ন হি যট্টে জ্ঞাতে পটৌহপি জ্ঞাতো ভবতি,
ন চৈতৎ যুক্তং মুখ্যতয়া সাধনীয়ার্থপরম্ প্রতিজ্ঞাবাক্যসা প্রধানত্বাৎ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিপাদনার্থসেব দৃষ্টান্ত-
বাক্যোপপত্ত্যসৎ । অতো দৃষ্টান্তবাক্যং মিথ্যাপরত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্ ইত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞানং চেতি । তত্ত্বং নাম
অবাধিতং, তদ্বিষয়কজ্ঞানং চ তত্ত্বজ্ঞানং, তথাচ পরিণামসা বাধিতত্বাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানং ন তত্ত্বজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ ।
অনন্ত্যং শিষ্টাপরিগ্রহাদিকরণপূর্বপক্ষে ।

ভাষ্যে—অপাগাদিতি । তথাচ কপত্রয়াণাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণানাং তন্মাত্রাণাং কারণত্বেন সত্যত্বম্
অগ্নিহস্য চ কার্যত্বেন অপগমঃ । তন্মাত্রাণামপি সংস্করণত্বেন সং অবশিষ্টতে ইতি ভাবঃ । ঐতদাত্ম্যমিতি ।
এতৎ সং আত্মা যস্য সর্বস্বা তৎ ঐতদাত্ম্য, তত্ত্ব ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্, এতেন সদাখান আত্মনা আত্মবৎ সর্বমিদং
জগৎ তৎ সদাখাৎ কারণং সত্যং পরমার্থসৎ, অতঃ স এব জ্ঞাত্বা হে শ্বেতকেতো তৎ সং ত্বমসি ইত্যর্থঃ ।
যদয়মাস্মেতি । যৎ যোজয়মাশ্মা স্রষ্টব্যঃ শ্রোতব ইতি প্রকৃতং, স আত্মা এব ইদং সর্বং, তদ্ব্যাপ্তিবাদেণ
অগ্রহণাদিত্যর্থঃ ।

টীকায়াং কেবলপদব্যাবর্ত্যমাহ—ন তু ইতি । শব্দজ্ঞানানুপাতীতি । শব্দজ্ঞানমাত্রাধীনঃ
অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো বিকল্পঃ, ন হি তস্য বিষয়ঃ কিক্লেবস্ত অস্তি, যথা পুরুষস্য চৈতন্ত্যং দ্রুপমিতি ।
পুরুষস্য চৈতন্ত্যভিন্নত্বোহপি ভেদবাপদেশো বিকল্পমাত্রমিতি । মুক্তিকা ইত্যেব সত্যমিতি । মিথ্যারূপস্য
ঘটাদেঃ বিকারস্য উপাদানং মুক্তিকা এব তত্ত্বং, তত্ত্বজ্ঞানং চ জ্ঞানম্ অতোহজ্ঞং মিথ্যাজ্ঞানম্ ইতি
কাবণজ্ঞানাদেব কাযাজ্ঞানস্য সিদ্ধিঃ, পবিণামস্য শ্রুত্যাভিপ্রেতত্বে “মুক্তিকা ইত্যেব সত্যমি”তি কারণমাত্রস্য
সত্যাস্বাভিধানম্ অসঙ্গতম্, অতঃ পবিণামদৃষ্টান্তেন অর্থাপত্ত্যা পবিণামকল্পনং কল্পনমেব, মুক্তিকা ইত্যেব
সত্যম্ ইত্যেবাকরশ্রুত্যা অর্থাপত্তেবাবাৎ । “যেনাক্রুতং ক্রুতং ভবতি” প্রতিজ্ঞা চ প্রধানং তদন্তরোধেন
গুণভূতো দৃষ্টান্তঃ মিথ্যাপরতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ । “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবজ্ঞং নিরঞ্জনম্” ইতি
শ্রুতৌ পবিণামক্রিয়ায়াঃ সাক্ষাৎ প্রতিষেধাৎ অর্থাপত্তেঃ অহুদয়ঃ, “নেই নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ
ব্রহ্মাকতিরিক্তবস্তুমাত্রস্য নিষেধাৎ শুভ্রিরজতবৎ মিথ্যাসিদ্ধিঃ কার্যায়ামিতি ভাবঃ । দৃষ্টনষ্টরূপত্বাদিতি ।
দৃষ্টং প্রতীতিমাত্রণীরং পুনর্নষ্টং অদৃষ্টং, নশ্চ অদর্শনে ইত্যাস্য রূপম্ । তাদৃশশরীরমপি চক্ষুরগোচরতাম্ আপন্ন-
মিত্যর্থঃ । এতদ্ব্যচষ্টে টীকায়াং—যে ইতি । তথাচ বিকারজাতং ন বস্তুসং দৃষ্টনষ্টরূপত্বাৎ যথা হুগত্বম্,
সা হি অধিষ্টানোযাদিপ্রাক্ষ্যে নশ্রুতি, এবং জগদধিষ্টানব্রহ্মসাক্ষ্যাকারে জগতো বিনাশাৎ জগন্মিথ্যাসিদ্ধিঃ,
তথাচ শ্রুতিঃ—

“যত্র তু অস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইতি । প্রতীতিকালেহপি নাস্তি তেষাং
সং, মাত্ৰং ব্রহ্মাৎ সর্পদর্শনদশায়াং সর্পস্ত ব্রহ্মপতঃ সৎ কদাচিত্, প্রতীতিমাত্রত্বাৎ তন্ত, এবং সংসারদশায়াং
সত্যপি জগদভানে ন তৎ বস্তুসং অবিচ্ছাৎকল্পিতত্বাৎ । তদ্বস্তং—

“তত্ত্বমস্তাদিবাক্যোৎসম্যগ্ধীজয়মাত্রতঃ । অবিত্তা সহ কার্ষোণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ॥” ইতি ।

উপনয়ং দর্শয়তি—তথাচেতি । তথা দৃষ্টনষ্টস্বরূপং, চকারঃ সমুচ্চয়ে । নিগময়তি—তন্মাদিতি । এতশ্চৈব
 'হেতোঃ বাতিরেকব্যাপ্তিং দর্শয়তি—তথাহি ইতি । ব্রহ্ম মিথ্যাত্বাভাববৎ, ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবঃ, যন্তৈবং
 তন্তৈবং যথা ঘটঃ । অস্ত্যেবেতি । এবকারঃ সর্বথা অস্তিত্বাভাবব্যাবর্তকঃ অতো ন সিদ্ধসাধনম্ । এতদেব
 দর্শয়তি—ন জ্ঞাসাবিতি । তথাহি—যং বস্তুসং ন তং দৃষ্টনষ্টস্বরূপং যথা ব্রহ্ম, তচ্চ ন দৃষ্টনষ্টস্বরূপং ত্রিবিধ-
 পরিচ্ছেদাভাবঃ, পরিচ্ছেদত্রৈবিধ্যং চ কালতঃ দেশতঃ স্বরূপতচ্চ অভাবপ্রতিযোগিত্বং, যথাক্রমং ধ্বংসাতাস্তা-
 ভাবাত্মোক্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরহিত্যমেব ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবঃ, তথাচ এতাদৃশপরিচ্ছেদাভাবঃ চিদাত্মা
 বস্তুসন্ ইতি ভাবঃ । পরিচ্ছেদত্রিতন্ত্রস্ত প্রত্যেকশ্চৈব হেতুতান তু মিলিতস্ত বৈয়র্গ্যং । অথবা নাশো নাম
 ধ্বংসঃ স চ জ্ঞাতাভাবরূপঃ, প্রকৃতে চ অভাবত্বেন প্রোক্তত্রিবিধাভাবম্ আদায় অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব দৃষ্টনষ্টস্বরূপং
 বাচ্যমিতি । অতএব কদাচিৎ কচিৎ কথঞ্চিৎ ইতি ত্রৈবিধ্যমুক্তম্, অথবা কদাচিদ্দিত্তি কালপরিচ্ছেদাভাবমেব
 অবশ্যং । কদাচিদ্দিত্তি ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপকালপরিচ্ছেদঃ, কচিদ্দিত্তি অতাস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপদেশ-
 পবিচ্ছেদঃ, কথঞ্চিদ্দিত্তি অগোক্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপস্বরূপপবিচ্ছেদঃ অভিহিতঃ । স্বান্বানসত্তাকল্পস্ত অভাব-
 বিশেষণং ন ব্রহ্মণি ব্যাভিচার ইতি মন্তব্যম্ । বিকারজাতস্ত অসত্যং দর্শয়তি—ন চৈবমিতি । তথাচ
 ত্রিবিধপরিচ্ছেদবজ্ঞাং ন কাষাণাং সত্যত্বম্ ইত্যর্থঃ । সত্যাসত্ত্বয়োঃ বিকারস্বরূপত্বং বিকারধর্মত্বং অর্থাৎসত্যত্বম্
 অলীকত্বং বা ইতি বিকল্যা যথাক্রমং তন্নিরাসমুপেন বিকারস্ত অনির্কচনীয়াস্তমানপ্রয়োজকম্ অতুলকলতর্কমাহ—
 সংস্রভাবং চেদিত্তি । কদাচিৎ অসদিত্তি । সদসতোবিবোধঃ সংস্রভাবস্ত কদাচিদপি অসত্ত্বাসম্ভবঃ,
 ন হি সংস্রূপং ব্রহ্ম কদাচিদসং ভবতি ইতি । কদাচিৎ সদিত্তি । যস্ত অসদেব স্বরূপং তং কদাচিদপি ন
 সদ ভবতি, ন চি ভবতি যপ্পং কদাচিদপি সং ইতি । এতেন সত্যাসত্ত্বো বিকারস্ত ন স্বরূপমিতি দর্শিতং
 তয়োঃ বিকারধর্মত্বং বাবয়তি—অথৈতি । তথাচ বিকারজাতং কদাচিৎ সত্ত্বপদম্ববং, কদাচিচ্চ অসত্ত্বরূপ-
 পদম্ববং, স্বকারণেতি । দণ্ডচক্রাদিকারণকলাপাৎ উৎপত্তিতে কদাচিৎ সত্ত্বং, মুদগারাদিনিমিত্তবশাচ্চ কদাচিৎ
 অসত্ত্বমিত্যর্থঃ । ধর্ম্মবাত্তিব্যেকং ধর্ম্মবৃত্তিস্বাসম্ভবং ধর্ম্মযোঃ সত্ত্বং ধর্ম্মিণো বিকারস্ত তদুভয়কালীনত্বাবশ্যকতয়া
 সদাতনত্বপ্রসঙ্গঃ, তথাচ ন বিকারবৎ, তগ্জজ্ঞানতিরেক্যং বিকারত্বস্ত, ন চ সদাতনং বস্তু জায়তে ইতি ভাবঃ ।
 অথাসত্ত্বসময়ে ইতি । তথাচ অসত্ত্বসময়ে ধর্ম্মী বিকার এব ন বর্ততে ইতি আয়াতং বিকারস্ত অসত্ত্বম্
 ইত্যর্থঃ । ন হি ধর্ম্মিণো বিকারস্ত অবিনশমানত্বো তদ্ব্যবস্থা অসত্ত্বস্য বৃত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যাহ—ন হীতি ।
 ইদানীম্ অসত্ত্বস্য অর্থাস্তবৎ বাবয়তি—অথাস্ত্যেতি । অস্ত্য বিকারস্য । কিন্তু অর্থাস্তরমসত্ত্বম্
 ইত্যোতং পথ্যন্তঃ শঙ্ক্যগ্রন্থঃ । উত্তরমাহ—কিমায়াতম্ ইতি । ভাবস্ত্য বিকারস্ত । অসত্ত্বস্ত অর্থাস্তরত্বো
 তস্য উৎপত্ত্যা অতুৎপত্ত্যা বা বিকারস্ত ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ইত্যাহ—ন হি ঘটে জাত ইতি । অর্থাস্তরত্বত্বপি
 অসত্ত্বস্য বিবোধিত্বং শঙ্কতে—অসত্ত্বমিতি । ভাববিরোধিত্বত্বম্ অসত্ত্বম্ অকিঞ্চিংকরং কিঞ্চিংকরং বা?
 আন্তো দূষণমাহ—ন ইতি । বিবোধিত্বং নাম বিরোধকবৎ, তথাচ বং অকিঞ্চিংকরং কথং তং বিবোধকরং
 ভবেৎ ইত্যাহ—অকিঞ্চিংকরস্ত্যেতি । তত্ত্বং বিরোধিত্বম্ । দ্বিতীয়ে দূষণমাহ—কিঞ্চিংকরত্বো ইতি ।
 তথাচ বিরোধিত্বত্বস্য অসত্ত্বস্য কিঞ্চিংকরত্বো অসত্ত্বমেব করোতি ইতি বাচ্যং, তদপি নাম অসত্ত্বং স্বরূপং ধর্ম্মো বা
 ইতি পুরোক্তানুযোগানামেব সম্ভব ইতি । কেচিৎ অসত্ত্বম্ অলীকমিত্যাহঃ, তন্মাতং নিরসতি—অথাসত্ত্বং
 নামেতি । অস্ত্য ভাবস্য, স এব ভাব এব । ন তন্ত্যেতি । তন্ত্য ভাবস্য কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাদি ন জায়তে,
 কিন্তু ভাব এব ন ভবতি ইত্যর্থঃ । দূষয়তি—অথৈষ ইতি । প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ অভাবঃ, নিরুচ্যতাং নিরুচ্য
 কথাতাম্ । তৎস্রভাবঃ প্রসজ্যপ্রতিষেধস্রভাবঃ অভাবস্রভাব ইতি বাবং । তত্র কিং ভাব এব অভাবস্বরূপঃ,
 অথবা অভাব এব ভাবস্বরূপঃ ইতি বিকল্যা আন্তং দূষয়তি—তত্রৈতি । ভাবানাং পৃথিবাদীনাং অভাবস্বরূপতয়া
 জগৎ অভাবস্বরূপং তুচ্ছং স্যাৎ ইত্যর্থঃ । ইষ্টাপত্তৌ অতুভববিরোধমাহ—তথাচেতি । দ্বিতীয়ং দূষয়তি
 সর্কেতি । তথাচ ভাবস্য সদাতনত্বেন অভাবব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ । অসত্ত্ববং সত্ত্বস্যপি অর্থাস্তরত্বো
 তেন বিকারস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং, সত্ত্বাস্তরোৎপাদে চ অনবস্থাপাতঃ । যদি চ উচ্যতে—'বিকারে ন সত্ত্বাস্তরং
 জায়তে, কিন্তু বিকার এব সন্ ভবতি' ইতি, তদা সংস্রভাবস্য অসত্ত্বাসম্ভবং বিকারস্য সদাতনত্বপ্রসঙ্গঃ ।
 নিগময়তি—তন্মাদিতি । বিকারস্য সত্ত্বেন অসত্ত্বেন বা নির্বাক্তম্ অশক্যত্বং ইত্যর্থঃ । কারণস্ত ব্রহ্মণঃ,
 নির্বাক্যতয়া ইতি । সত্ত্বেন ইতি শেষঃ । এবম্ অত্র প্রসূজ্যতে—ঘটস্ত কপালনিষ্ঠং, ঘটবৃত্তিত্বং, সত্ত্বাবদিত্তি ।
 ততচ্চ ঘটস্য কপালব্যতিরেকণে অভাব ইতি যুক্তিসিদ্ধমেব কারণব্যতিরেকণে কাষাণ্য অভাবম্ অতুভবদিত্তি স্রুতিঃ
 "যুক্তিকা ইত্যেব সত্যমি"তি । এবং জীবানামপি ব্রহ্মভেদঃ । তথাহি মহাকাশাৎ ঘটাকাশানাম্ আরোপিত-

ভেদবৎ জীবব্রহ্মণোরপি ভেদ আরোপিত এব, “ভূতমলি” ইত্যাদিশব্দভেদে ব্রহ্মণতভেদাৎ সত্যত্বম্ অবশ্যেয়ম্। জীবত্বং ব্রহ্মনিষ্ঠং, জীবনিষ্ঠত্বাৎ, সত্ত্বাৎ ইত্যাহমানমপি অত্র প্রমাণম্। তদেবং কার্যামাত্রস্য মিথ্যাত্বং শ্রুত্যা যুক্ত্য চ সমর্থিতম্। কার্যভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদে: পুনরর্থক্রিয়াসাধকবস্তবিসয়ত্বে বাধ্যতাবাৎ তাদৃশবস্ত-
পরিচ্ছেদকত্বমেব প্রমাণাৎ, ন হি ঘটাদে: জ্ঞানানয়নাদিকারণত্বং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধং বাধ্যত্বে, এবং শ্রোত-
ম্মাৰ্হযোগান্তত্বাৎ স্বর্গাদিফলসা তৎসাধকশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধকৰ্ম্মকাণ্ডস্যাপি তথৈব প্রমাণাৎ জ্ঞেয়ম্ ইতি।
নহু লোকসিদ্ধসৌব দৃষ্টান্তমাহ জ্ঞারশাস্ত্রং, তৎ কথমহুমানসিদ্ধয়ো: কার্যামিথ্যাত্বকারণসত্যত্বয়ো: শ্রুত্যা দৃষ্টান্ত-
করণম্ ইত্যত আহ—যজ্ঞোতি। অসার্থ:—যে তাবৎ লোকসামাত্রং নাতিবস্তুস্তে তে হি লৌকিকা:, যে
পুন: তর্কেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈশ্চ অর্থপরীক্ষণকুশলাস্তে খলু পরীক্ষকা:, উভয়েষাং যন্নিবৰ্ণে বুদ্ধিসাম্যাং—লৌকিকা:
যম্ অথং যথা অবগচ্ছন্তি পরীক্ষকা অপি তমর্থং তথা অবগচ্ছন্তি, সৌহৰ্ণ: দৃষ্টান্ত: ইতি। **প্রমাণসিদ্ধ:**
ইতি। প্রত্যক্ষেণ অহুমানেন চ সিদ্ধো যৌহৰ্ণ: স এব দৃষ্টান্ত ইত্যর্থ:। **অজ্ঞাধা** লোকসিদ্ধত্বাব দৃষ্টান্তত্বে,
নৈসর্গিকেতি। নৈসর্গিক: স্বভাবসিদ্ধ:, **বৈনয়িক:** শাস্ত্রালোচনসম্বাতচ যো **বুদ্ধ্যতিশয়:** জ্ঞানপ্রকৰ্ণ:
তদ্রহিতানাম্ ইত্যর্থ:।

ভোক্তৃপাণ্ডেরিতি হুত্রে সমুদ্রাঅনা একত্বং তরঙ্গাঅনা চ নানাত্বম্ ইতি ভেদাভেদবাবস্থয়া ভোক্তৃ-
ভোগ্যবিভাগবাবস্থাভিহিতা, ইতি তন্নতনিরাসায় প্রত্যবতিষ্ঠতে ভাষ্যকারো—**নশ্চিতি**। **তথাহি** কার্যং
খলু কারণাঅনা একং কার্য্যাঅনা চ ভিন্নং, যথা ঘটাদয়: মুদাঅনা অভিন্না: ভিন্নাশ্চ ঘটাত্মাঅনা, ভেদাভেদয়ো-
বিরোধেহপি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বাৎ নামুপপত্তি:, “ঘটোয়ং যুক্তিকা” ইতি সামানাদিকরণাপ্রত্যয়াৎ স্পষ্টৌ এতয়ো:
ভেদাভেদৌ। **তথাহি**—সৰ্গাঅনা অভেদে যুক্তিকা যুক্তিকা ঘটৌ ঘট ইতি একত্বাব অভ্যাসেন প্রতীতি: স্ত্রাৎ,
সৰ্গাঅনা ভেদে চ শশকুশাদিবৎ ন সামানাদিকরণেন প্রতীতি:। নাপি আধারাদেয়ভাব:, তথা সতি ঘটবদ্-
ভূতলমিতিবৎ সামানাদিকরণেণ ন প্রথেষে, ন চ একাদিকরণবৃত্তিত্বং তয়ো: একাশ্রয়াশ্রয়িনোরপি ঘটপটয়ো-
রভেদাভাবাৎ, ইতি অসন্দিগ্ধাবাধিতসৰ্গজ্ঞানীনাপ্রত্যয়াৎ সিদ্ধৌ কার্য্যাকারণয়ো: ভেদাভেদৌ যথাহ: প্রাঞ্চ:—

“কার্য্যাঅনা চ নানাত্বমভেদ: কারণাঅনা। হেমাঅনা যথাহভেদ: কুণ্ডলাঅনা ভিন্না।” ইতি।

তথাচ সঙ্গপেণ জ্ঞানায়োক্ষ:, ভিন্নত্বেন চ জ্ঞানাৎ লৌকিকবৈদিককৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো ব্যবহার: ইতি। **তথাহি**—

কৰ্ম্মকাণ্ডেন্দ্রিয়াদীনাং সমত্বাৎ বেদভাষিতৈ:। শ্রবণাদেবৈদিকাকচ সত্যাৎ ব্রহ্মপ্রমাভূব:।

মুদাদিশ্রোতদৃষ্টান্তদর্শনাদীশ্বরস্ত চ। উপাদানত্বতো ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্নমিতিস্থিতম্।

তন্ ইমম্ অনেকান্তবাদং দূষয়তি ভাঙে—**নৈবং** শ্রাদিতি।

টিকায়াং নিয়মশ্চেতি। কারণাঅনা একত্বং কার্য্যাঅনা নানাত্বমিত্যেবংরূপ:। **ন চ অনেকান্ত-**
বাদ ইতি ভেদপক্ষে অনেকান্তবাদোহপি ন সম্ভবতি, ভেদস্ত একান্তিকত্বাদিত্যর্থ:। **ন সন্ধীর্ঘ্যেতে** ইতি।
ধর্ম্মিসন্ধে তৎসমব্রিতধর্ম্মসত্তাবশ্চাবাৎ। **ভাবিক:** তাত্ত্বিক:। **স্বাভাবিকশ্চেতি**। স্বভাবোহবিভা। তয়া
রুতস্ত অবিজ্ঞায়া অনাদিত্বাৎ তৎরুতশারীরাত্মত্বশ্চাপি অনাদিত্বম্ ইত্যর্থ:। **এবমিতি**। তত্ত্বমস্তাদিবাক্যার্থস্ত
পরি সৰ্গতোভাবেন ভাবনং চিন্তনং নিদিধ্যাসনমিতি যাবৎ তস্ত অভ্যাস: পৌন:পুণ্যং তস্ত পরিপাক:
পরিণতি: তন্ম্যং ভূকুপ্তির্ধৃত তেন ইত্যর্থ:। **শারীরস্ত** শরীরোপাদিকস্ত জীবস্ত ইতি যাবৎ। **ব্রহ্মাত্মতাব:**
তস্ত সাক্ষাৎকারাত্মকেন বাধকেন সঙ্কোহয়ং লৌকিক: বৈদিকচ ব্যবহার: নিবৰ্ণেতে ইত্যদ্বয়:। **কামচার-**
বাদভক্ততা যথেষ্টকথনং তক্ষণং চ। **তক্ষরদৃষ্টান্তেনেতি**। যথা তক্ষরভ্রাত্যা আনীত: কচিং যদি
মিথ্যাভিধায়ী তদা তপ্তপৰশুন। দহতে, যদি চ সত্য্যভিধায়ী তদা ন দহতে তেন মৃচ্যতে, এবং পরমার্থৈকত্বজ্ঞানাৎ
মুক্তি:, মিথ্যানানাত্বজ্ঞানাক বন্ধনমিতি ছান্দোগ্যে দর্শিতম্। **অবাধিভেতি**। অবাধিতং বাধামপ্রাপ্তম্,
অনদিগতম্ অজ্ঞাতম্, অসন্দিগ্ধং সন্দেহাবিসয়: এবম্ভূতস্ত যৎ বিজ্ঞানং তস্ত সাধনম্ ইত্যর্থ:। ত্রয়সাধনস্ত প্রমাণস্ব-
বারণায়—**অবাধিভেতি**। স্মৃতিসাধনে অতিব্যাপ্তিবারণায়—**অনদিগতেনেতি**। সন্দেহকরণে অতিব্যাপ্তিবার-
ণায়—**অসন্দিগ্ধেনেতি**। “অসন্দিগ্ধাবিপরীতানদিগতবিসয়া চিন্তয়ন্তি: বোধশ্চ কলং প্রমা তৎসাধনং প্রমাণমি”তি
তত্বকৌমুদী। **ভাবনেনেতি**। ভাবনা নাম ভবিতুর্ভবনামুকূলভাবকব্যাপারবিশেষ:, সা চ শাকীভাবনা আর্থীভাব-
নেতি ভেদাৎ বিবিধা, তত্র পুরুষপ্রকৃত্যুকূলভাবকব্যাপারবিশেষ: শাকীভাবনা, সা চ যজ্ঞেত ইতি লিঙপ্রত্যয়স্ত
লিঙ্যাংশবাচ্যা, তাদৃশব্যাপারশ্চ লোকে পুরুষনিষ্ঠ: অভিপ্রায়বিশেষ:, বেদে তু পুরুষাভাবাৎ লিঙাদিশব্দনিষ্ঠ
এব, ইতি বৈদিক: শঙ্কোহত্র ভাবক:, অতএব শাকীভাবনা ইতি ব্যাপদেশ:। ভাবনা চ কিং কেন কথম্ ইত্যংশ-
ত্রয়ম্ অপেক্ষতে তস্তা: ভাব্যম্ আর্থীভাবনা, লিঙাদিজ্ঞানং করণম্, ইতি কর্তব্যতা চ প্রাপ্ত্যজ্ঞানম্, তদ্বক্তং—

বাস্তবশক্তিনীং তন্মুং শরীবং স্বপ্নে আস্থায় আশ্রিতা । প্রতিসন্দ্বিধানঃ য এবাহং স্বপ্নে ত্র্যাস্তদেহ আসং স এবাহম্ ইদানীং মাত্মসদেহ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাং কুর্কম্ ইত্যর্থঃ । দেহবদিতি । স্বাপ্নদেহস্য যথা এতদেহেভ্যেন ন প্রতিসন্দ্বিধানং তথা দেহমাত্রস্যা আস্থাস্থে য এবাহং ব্যাস্তদেহ আসং স এবাহম্ ইদানীং মাত্মসদেহ ইত্যভ্য-
দেহাভ্যন্তরভ্যেন আস্থানঃ প্রত্যভিজ্ঞা ন স্যাৎদিতি ভাবঃ । অতঃ সিদ্ধা স্বপ্নদশঃ অবগতিঃ অব্যাহিতা ইতি ।

ভাষ্যে যদা কৰ্ম্মস্তু কাম্যেষু ইতি । কাম্যেষু কাম্যার্থেষু কৰ্ম্মস্তু ক্রিয়মাণেষু সংস্র যদা স্বপ্নেষু
স্বপ্নকালেণ স্রিয়ং সন্দরীং পশ্চতি, তদা তস্মিন্ বস্তুপাদিপ্রশস্তস্বপ্নানির্দশনে সতি তত্র কাম্যকৰ্ম্মণি সমুজ্জিৎ
জানীয়াৎ ফলনিপত্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি বিজ্ঞাৎ ইত্যর্থঃ ।

টীকাযং যথা সঙ্কেতমিতি । সঙ্কেতয়িতৃণাং সঙ্কেতাত্মসারেণ রেখাস্বরূপম্ অসত্যমেব ইতি তৎ সঙ্কেতং
দর্শয়তি—ন হীতি । তথাচ ককবাদিবর্ণনাং শব্দাত্মকভেদে নৈদৃশরেখাভেদঃ ককার ইত্যুক্তে রেখাস্ত বর্ণ-
তাদাত্ম্যাবোপাং রেখাস্বরূপাক্ষরো মিথ্যা ইতি । অতঃ অসত্যং সত্যোৎপত্তিদশনাং যং অর্থক্রিয়াকারি তৎ
সত্যমিতি ব্যাপ্তিঃ দৃষ্টা, এবং যং অন্ততকরণগমাং তং বাবাং কুটিলিকাভ্যন্তরভ্যন্তর ইতি ব্যাপ্তিরপি ভগ্না । তথাচ
অনুতাদপি বেদান্তশাস্ত্রাং সত্যব্রহ্মায়জ্ঞানম্ উপপদ্যম্ ইতি ভাবঃ । কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রয় ইতি । কৰ্ম্মকাণ্ডঃ
তন্মাত্রা বেদভাগঃ স আশ্রয়ঃ প্রতিপাদকো যস্য স বৈদিকে। যোগাদিবিতর্কঃ । লৌকিকশ্চ অশনপানাদিঃ ।
তথাচ প্রাণাত্মজ্ঞানাং লৌকিকে বৈদিকশ্চ ভেদবাবহার এব ভবতি, ন তু অভেদবাবহার ইতি দর্শিতম্ ।
আস্থজ্ঞানাং পবং চ ব্যবহারমাত্রস্যা প্রবিলয়েন কদাচিদপি কস্যাপি যোগপদেন একত্বানেকত্বব্যবহারাত্মদয়াং
বার্থঃ ভেদকল্পনমিত্যাহ—যদি শব্দিতি । সমস্তপ্রমাণেতি । প্রমাণং প্রত্যক্ষাদি, তৎফলং চ প্রমাণাদি,
হ্রদবহারশ্চ হানোপাদানাদিঃ । উদীয়তে ইতি দৈবাদিকং ঈধাতোঃ সিদ্ধং তথাচ কবিকল্পনমঃ “ঈঙ য
গত্যামি”তি । যৎ অকুলং প্রতিকূলং বা, যেন অন্তকুলেন প্রতিকুলেন বা, ইয়ং একাত্ম্যাবগতিঃ, প্রতি-
ক্ষিপেত্য বাধো চ । ডুলিঃ কচ্ছপমহিশী, তথাচ “বর্ষাভী কমদী ডুলিরি”ত্যমবঃ । সা হি ফীরাভাবাৎ কেবলং
স্ববর্ণেণৈব অপত্যানি পুষ্যতি । তথাচ পদ্মপুবাণং—

“দর্শনদ্যানসংস্পর্শমৎস্কৃৎস্ববিহঙ্গমাঃ । স্বাশ্রয়ত্যানি পুষ্যন্তি তথাহমপি পদ্মজ ! ॥”

তথাহং বিষ্ণুরপি ভক্তান্ পুষ্যামি ইত্যর্থঃ । অবগতিঃ বৃত্তৌ অভিযাক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্ । নহু অবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ
বিজ্ঞাযাঃ ফলং তদা তৎপূর্ববর্তিনী অবগতিঃ কথম্ অস্ত্যা ভবেৎ ? মাভুং ফলতৎকারণযোগে অপৰ্যায়স্বং
কাৰ্য্যাব্যবহিতপূর্ববর্ত্তিনিবমাং কারণস্য ইত্যাপেক্ষাহ—নহীতি । অবিদ্যাবিরোধীতি । তথাচ
অবিজ্ঞাবাদস্বরূপা এব বিজ্ঞা উদয়তে, যথা ঘটবিবোধিকপালাত্মককাৰ্য্যোৎপত্তিরেব ঘটপৎসঃ তদ্বৎ । স চ
ন অভাবাত্মকঃ অতিরিক্তাভাবকল্পনে গৌরবাৎ, তথাহি—পৎসো নাভাবঃ, কাগাং, ঘটপৎ, অভাবাশ্চ
অত্যন্তাভাবদয়ো ন কাৰ্য্যাঃ । কথং তর্হি পৎসব্যবহার ইতি চেৎ ? কপালাত্মকবিরোধিককাৰ্য্যোৎপাদাদেবেতি
ক্রমঃ । তথাচ পৎসব্যবহারশ্চ কপালোৎপাদমেব অবগাহতে ইতি । মুদারপাতানন্তরং ঘটো নাস্তি
ইতিব্যবহারবিষয়শ্চ যোক্তব্যঃ স ন পৎসরূপঃ, কিঞ্চ পটাপসরণাং পবকালীনঘটো নাস্তি ইতিব্যবহার-
বিষয়াত্ম্যাত্ম্যভাবদং অত্যন্তাভাব এন, স চ ন উৎপত্তিতে তুচ্ছত্বাৎ, তুচ্ছত্বং চ অলীকত্বম্ । অতএব
“প্রতিযোগিমত ইব পৎসাঃসাদিমতোহপি কালস্ত অত্যন্তাভাববদেহবিরোধাদি”তি দীধিত-
কারাঃ । অবিজ্ঞানিবৃত্তেঃ বিজ্ঞাকার্য্যাত্ম্যভাবে কথং তৎফলত্বম্ অত আহ—অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চেতি ।
তথাচ ঈপ্সততমত্বমেব ফলত্বং, ন কাৰ্য্যভিমিত্যর্থঃ । পিত্তোদয়ানন্তরং ভেদব্যবহারাভাবে তৎপ্রাকৃতনব্যবহারায়
দৈতসত্যত্বম্ অবগাং কল্পনীয়ম্ ইতি শক্তে—আদেতদিতি । অবিসংবাদাৎ সমগপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ,
চোদয়তি শক্তে । উল্লেসৎ কল্পনীয়ম্ । একবাণেতি । একস্মিন বাণরূপে আশ্রয়ে ইত্যর্থঃ । নহু ভবতু
বক্ষস্য উৎপত্তিবিনাশো বা, কিমাত্মতং তেন বর্শিণ ইত্যত আহ—নচেতি । তত্র বেদে, তদর্থং ব্রহ্মদর্শনার্থং,
তদুপায়তয়া ব্রহ্মদর্শনোপায়তয়া ।

ভাষ্যে তচ্ছাস্ত্র বিজজ্ঞৌ ইতি । অস্ত্র পিতৃঃ আরূপেঃ তৎ সদেবাহমশ্মীতি আদেশবাচ্যং বিজ্ঞাতবান্
ইত্যর্থঃ । স বা এষ ইতি । স বৈ এষ মহান্ অজ আত্মা অজরঃ ন জীযাতে ন বিপরিণমতে, অতএব অমরঃ
ন স্রিয়তে, অতএব অনন্তঃ, অতএব অভয়ঃ ভয়শূন্যঃ, ব্রহ্ম পরমমহৎ ইত্যর্থঃ । স এষ নেতি নেতি ইতি কৃত্বা
মধুকণ্ঠে উক্তো যঃ স এষ আত্মা ইত্যর্থঃ । কুটস্থশ্চেতি । কুটস্থত্বং নাম নিবিকারত্বং তস্মৈ বস্তুতত্ত্বাত্মা-
ভাবরূপপরিণামাসম্ভবাৎ রজ্জুস্পর্শবৎ বিবর্ত্ত এব জগৎ ইতি ভাবঃ । তদাহঃ—

“সতত্বতোহগ্ৰথাপ্রথা বিকার ইত্যদীরিতঃ । অতত্বতোহগ্ৰথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যদাহতঃ ॥” ইতি ।

ন চ যথা ইতি। যথা বিদ্বৎব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ফলম্ অপবর্গঃ, ন তথা পরিণামজ্ঞানস্য কিঞ্চিৎফলমস্তি ইতি ন তত্র তাৎপর্য্যং শ্রুতেবিতি ভাবঃ।

তত্ত্বেন্তি। পরিণামশ্রুতীনাং স্বার্থে ফলাভাবে সতি ইত্যর্থঃ। ফলবদিতি। যথা স্বর্গাদিফলবদশ-পূর্ণমাসাদিসম্বোধৌ শ্রুতং নিফলং প্রযোজ্যাদি তদঙ্গত্বেন যজ্ঞতে, তথা মোক্ষফলকব্রহ্মদর্শনসম্বোধৌ শ্রুতং নিফলং পরিণামিত্বমপি তদঙ্গতয়া কল্যাণতে ইতি তৎফলেনৈব ফলবদিত্যর্থঃ। “তং যথা যথা উপাসতে তথা তথৈব ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ পরিণামবদব্রহ্মবিজ্ঞানাং তাদৃশব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হি পরিণামবদ্ব্যভি-তথাচ “ব্রহ্মবিদ্বৎব্রহ্মৈব ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ বিদ্বৎব্রহ্মবিজ্ঞানাং মোক্ষফলসম্ভবে পরিণামদুঃখাদিকল্পনা-নোচিতামিতি ভাবঃ। শঙ্কতে—কূটস্থব্রহ্মজ্ঞানবাদিন ইতি। তথাহি নির্বিশেষাচিদাশ্রুতিরেকেণ বস্তুস্তরা-ভাবে ঐশিত্রীশিতব্যভাবেন “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গাগি” “যোহম্মু তিষ্ঠন্ যোহপোহম্মুরো যময়তি” “তস্মাদ্বা এতস্মাদাস্মান আকাশঃ সমুত” ইত্যাদি শ্রুতিঃ “জন্মান্তশ্চ যত” ইতি সূত্রকার-প্রতিজ্ঞা চ বিরুদ্ধোক্ত্যিতি ভাবঃ। বিরোধং পবিহরতি—ন ইতি। ব্যাখ্যাতং টীকায়াং, ব্যাকরণং স্থলনীলাদি-রূপেণ অবস্থাস্থরং, তথাচ অবিজ্ঞাতকল্পিতনামরূপদ্বৈতাপেক্ষয়া এব ঐশিত্রীশিতব্যাদি, পবমার্থতস্ত্ব ন ব্রহ্মতোঃতজ্ঞং, প্রতিজ্ঞাসূত্রং তদঙ্গকুলং শ্রুতিবাক্যং চ দ্বৈতাপেক্ষং, পবমার্থাপেক্ষং চ তদনন্তসূত্রম্ ইত্যবিরোধ ইতি ভাবঃ। এতদেব বৈশিষ্ট্যেন প্রতিপাদয়তি—তস্মাদিত্যাদিনা। তথাহি—

শ্রুতিতন্মূলতর্কৈশ্চ দ্বৈততত্ত্বে নিবারুতে। প্রামাণ্যং তৎপ্রমাণানাং ব্যবহারিকমিচ্ছাতাম্ ॥

কূটস্থস্বাং ব্রহ্মণশ্চ দৃষ্টান্তশ্রুতিসম্বত্যা। পবিণামমতিবাধ্যা ব্রহ্মদ্বৈতমিতি স্থিতম্ ॥

আত্মভূতে ইবেতি। নামরূপয়োঃ ঐশ্ববস্বরূপদ্বয়ে ঐশ্বরবৎ বস্তুত্বপ্রসঙ্গঃ অত আহ—ইবেতি। এতদর্থং বিরোধোতি—তত্ত্বাত্মত্বাভ্যামিতি। তথাহি জডযোঃ নামরূপয়োঃ ন চিৎস্বরূপেশ্বরত্বং সম্ভবতি, নাপি তদজ্ঞত্বং জড়ানাং চৈতন্যন্যপেক্ষোণ সত্ত্বাস্বকৃত্যসম্ভবত্বং, স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বাস্বকৃত্যমিবে জডত্বানুপপত্তিঃ, ইতি গন্ধর্ব্ব-নগবাদিবৎ অবিজ্ঞাতকল্পিতে নামরূপে বেদিতব্যে ইত্যর্থঃ। সংসারেতি। নামরূপাত্মকসংসারপ্রপঞ্চস্য কাৰ্য্যত্বেন সৰূপেণৈব কেনচিৎ কাৰণেন ভবিতব্যমিতি কারণত্বেন তয়োঃ কল্পনমিতি ভাবঃ। কাৰ্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাৎ তয়োবেব মায়াদ্বয়মাহ—মায়াশক্তিরিতি। উক্তং চ দৌদ্ধশতকে—

“অলাতচক্রনিমগ্নপ্রথমায়াক্ষতদ্ব্যকৈঃ। দুমিকাস্তঃ প্রতিশ্রুতকামবীচাত্রৈঃ সমো ভবঃ ॥”

মায়াস্বপ্নগন্ধর্ব্বনগবাদিবৎ লৌকিক্যঃ পদার্থা নিরূপপত্তিক। এব সমুঃ সৰ্বলোকস্য অবিজ্ঞাত্যিমিবোপকৃতমতি-নয়নস্য প্রসিদ্ধিম্ উপগতা ইতি পবম্পাপেক্ষয়া এব কেনলং প্রসিদ্ধিম্ উপগতা বাটৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে। ইতি নাগার্জুন মাধামিককাবিকাব্যাপ্যানে ভাগ্যকাবপ্রাক্তনবৌদ্ধশতকীর্তিঃ। অপিচাহ ভাগ্যকারপ্রাক্তন-বৌদ্ধনাগার্জুনঃ—

“তস্মাৎ ন ভাবো নাভাবঃ ন লক্ষ্যং নাপিলক্ষণম্। আকাশমাকাশসমা দাতবঃ পঞ্চ মেগপরে ॥” ইতি।

পৃথিবাদয়ঃ পঞ্চ যে অনশিগন্তে তেহপি ভাবাভাবলক্ষ্যলক্ষণপবিকল্পস্বরূপবহিতাঃ পরিজ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তদেবং পদার্থানাং স্বভাবে ব্যবস্থিতে অবিজ্ঞাত্যিমিরোপকৃতমতিনিয়নতয়া অনাদিসংসারবাস্তবতয়া ভাবাভাবাদিবিপরীত-দর্শনা নির্বাণাত্মগাম্যবিপরীতনৈঃস্বভাবাদর্শনসম্মার্গপবিস্তৃষ্টাঃ পবমার্থং ন পশ্যন্তি ইত্যাহ বৌদ্ধো নাগার্জুনঃ—

“অস্তিত্বং য়ে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাম্ববুদ্ধয়ঃ। ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি প্রপঞ্চোপশমং শিবম্ ॥”

দ্রষ্টব্যোপশমং শিবলক্ষণং সৰূকল্পনাভাববহিতং জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তিস্বভাবং শিবং পরমার্থস্বভাবং, পরমার্থম্ অজরম্ অমরম্ অপ্রপঞ্চং নির্বাণং শূণ্যত্বস্বভাবং তে ন পশ্যন্তি মন্দবুদ্ধিতয়া অস্তিত্বং নাস্তিত্বং চ অভিনিবিষ্টাঃ সমুঃ ইতি তদ্ব্যাখ্যায়াং চন্দ্রকীর্তিঃ। তথা—

“ক্লেশাঃ কৰ্ম্মাণি দেহাশ্চ কৰ্ত্তারশ্চ ফলানি চ। গন্ধর্ব্বনগরাকারঃ মরীচিশ্রুতসমিভাঃ ॥” ইতি নাগার্জুনঃ।

“কেশোৎকৃৎ যথা মিথ্যা গৃহতে তৈমিরিকৈর্জনেঃ। তথা ভাববিকারোহয়ং মিথ্যা বাটৈবিকল্পাতে ॥”

“ন স্বভাবো ন বিজ্ঞপ্তিঃ ন চ বস্তু ন চালয়ঃ। বাটৈবিকল্পিতাজ্ঞাতে শবভূতৈঃ কৃতাকীর্তৈঃ ॥”

ইতি ভাগ্যকারপ্রাক্তনবৌদ্ধলঙ্কারতারঙ্গম্। যতপি বৌদ্ধাঃ সৰ্বসৌব বস্তুজাতস্য মিথ্যাত্বং বদন্তি তথাপি শাশ্বতচন্দ্রজ্ঞানেন লৌকিকবস্তুত্বায়া এব পরমার্থতত্ত্বং বোধয়ন্তি, তদ্বক্তং বুদ্ধেন—

“নাভুত্যা ভাময়া য়েজ্ঞঃ শক্যো গ্রাহয়িতুং যথা। ন লৌকিকমুতে লোকঃ শক্যো গ্রাহয়িতুং তথা ॥”

অপিচ তেনৈবোক্তং—“লোকো ময়া সাক্ষং বিবদতে, নাহং লোকেন সাক্ষং নিবদে যল্লোকেহস্তি সম্মতং তং ময়পি অস্তি সম্মতং, যল্লোকে নাস্তি সম্মতং, তন্ময়পি নাস্তি সম্মতমিতি।”

এতত্ত্ব বিবরণমাহ বৌদ্ধচক্রকীৰ্ত্তিঃ “এবং তাবৎ ভগবতা বুদ্ধেন স্বপ্রসিদ্ধপদার্থভেদস্বরূপবিভাগশ্রবণ-
সম্ভাতিভিলাষয়া বিনেয়জনস্য যদেতৎ স্বকথাংস্বয়তনাদিকম্ অবিজ্ঞাতৈমিরিকৈঃ সত্যতঃ পরিকল্পিতম্ উপলব্ধং
তদেব তাবৎ তথ্যম্ ইতুপবর্ণিতং ভগবতা বুদ্ধেন তদ্বর্ণনাপেক্ষয়া আত্মনি লোকস্য গৌরবোৎপাদনার্থং
বিদিতনিরবশেষলোকবৃত্তান্তোহয়ং ভগবান্ সৰ্বজ্ঞঃ, সৰ্বদর্শী বুদ্ধঃ এবং ভবাগ্রপর্যন্তস্ত বায়ুমণ্ডলাদেঃ
আকাশপাতপযাবসানন্ত ভাজনলোকস্ত সত্ত্বলোকস্ত অবিপরীতঃ স্থিতাংপাদপ্রলয়াদিকং সাত্তিবিচিত্রপ্রভেদং
সহেতুকং সফলং সাহায্যং সাদীনবং চ উপদিষ্টবান্ । এবং ভগবতি বুদ্ধে উৎপন্নসৰ্বজ্ঞবুদ্ধিবিনেয়জনস্ত
উত্তরকালং তদেব সৰ্বং ন বা তথামিত্যুপদর্শিতম্ । তথ্যং নাম যন্ত অস্ত্যাত্মং নাস্তি ইতি” ।

বাবহারিকসত্যং চ বৌদ্ধাঃ স্বীকৃষন্তি তথাচ চক্রকীৰ্ত্তিঃ—“বাবহারসত্যানুরোধেন লৌকিকতথ্যান্তভূপ-
গম্যবং তত্ত্বসাপি সমারোপতো লক্ষণমাহ নাগার্জুনঃ—

“অপরপ্রত্যয়ং শাস্তং প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্ । নির্জিকল্পমনানার্থমেতৎ তদ্বস্য লক্ষণম্ ॥”

“অনেকার্থমনানার্থমরুচ্ছেদমশাস্তম্ । এতৎ তল্লোকনাথানাং বুদ্ধানাং শাসনামৃতমিতি ॥”

বুদ্ধবাক্যেন কৃতপ্রযয়ঃ অপি যদি একম্মিন্ জন্মনি অকৃতার্থাঃ তদা জন্মান্তরেহপি তে ভবন্তি খলু কৃতার্থাঃ যথোক্তং
বৌদ্ধশতকে—

“ইহ যন্তপি তত্ত্বজ্ঞো নির্বাণং নাধিগচ্ছতি । প্রাপ্তোত্যয়ত্তোহবশ্যং পুনর্জন্মনি কৰ্ম্মবৎ ॥” ইতি ।

অথাপি কথঞ্চিদিহ অপরিপক্কশূলমূলতয়া শ্রবাপোত্যং সদ্ধৰ্ম্মায়তং ন মোক্ষম্ আসাদয়ন্তি, তথাপি জন্মান্তরেহপি
অবশ্যমেমাং পূৰ্ব্বাহেতুবলাদেব নিয়তা সিদ্ধিঃ সম্পদ্যতে” ইতি চক্রকীৰ্ত্তিঃ । শৃণ্বাদিনোহপি মাধ্যমিকা নৈব
নাস্তিকাঃ ইত্যাহ চক্রকীৰ্ত্তিঃ—“প্রতীত্যসমুৎপাদবাদিনো হি মাধ্যমিকাঃ হেতুপ্রত্যয়ং প্রাপ্য প্রতীত্য সমুৎপন্নস্য
সৰ্বমেব ইহলোকপরলোকং নিঃস্বভাবং বর্ণয়ন্তি । যথাবদ্বিদিতবস্ত্বস্বরূপাণাং মাধ্যমিকানাং ক্রবতাম্
অবগচ্ছতাং চ বস্ত্বস্বরূপাভেদেহপি যথাবৎ অবিদিতবস্ত্বস্বরূপৈঃ নাস্তিকৈঃ সহ জ্ঞানাভিধানয়ো নাস্তি সাম্যমিতি ।
কিঞ্চ ন বয়ং নাস্তিকাঃ অস্তিত্বনাস্তিত্বদ্বয়নিরাসেন তু বয়ং নির্বাণপূরগামিনম্ অদ্বয়পথং বিজ্ঞোক্তয়ামঃ, ন চ
কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃ ফলাদিকং নাস্তি ইতি ক্রমঃ নিঃস্বভাবমেব এতদিত্যি বাবস্থাপয়াম” ইতি প্রসঙ্গাদুচ্যম্ ।

কার্যাকারণয়োঃ অভেদাৎ আহ ভাষ্যে—মায়ৈতি । শ্রুতিস্মৃত্যোরিতি । শ্রুতিস্তাবৎ “ইজ্ঞো মায়ান্তিঃ
পুরুষো জৈয়তে” ইত্যাদিঃ, যতিশ্চ “ময়াধ্যক্ষেণপ্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্” ইতি ভগবদ্বাক্যং “এবা
মায়ী ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী” ইত্যাদি ভাগবতবাক্যং চ । নামরূপয়োঃ ঈশ্বরাভ্যুদয়ে ঈশ্বরস্যাপি নাম-
রূপবৎ অদ্বৈতাপত্তিঃ অত আহ—ভাষ্যামন্ত ইতি । ভেদে প্রমাণমাহ—আকাশ ইতি । ব্যাকরণে শ্রুতিমাহ—
নামরূপে ইতি । সৰ্ব্বাণি রূপাণীতি । দীর্ঘঃ দীর্ঘজিসম্পন্নঃ সৰ্বজ্ঞ ইতি যাবৎ, সৰ্বাণি নামানি বিচিত্র্য
নিষ্ঠায় নামানি চ কৃত্বা বুদ্ধাদ্যো এবিধ অভিবদন্ জীব ইতি ব্যবহরন্ যৎ য আন্তে তিষ্ঠতি তং জানন্ অমৃতো
ভবতি ইত্যর্থঃ । একম্মিতি । যঃ পরমেশ্বর একং বীজং প্রকৃতিরূপং বহুধা আকাশাদিরূপেণ পরিণময়তি ।
এবমিতি । অবিজ্ঞাকল্পিতে নামরূপাত্মকে উপাধী অমূৰ্গন্ধি অপেক্ষতে ইত্যর্থঃ । তথাচ নামরূপোপাধ্যাব-
চ্ছিন্নচৈতন্ত্যং নামরূপনির্জিতজগন্নিয়ন্তৃত্বাং ঈশ্বরো ভবতি, ন তু স্বভাবতঃ ইতি ভাবঃ । স্বাত্ত্বভূতানিতি ।
অবিজ্ঞারূপোপাধিবশাদেব জীবেশ্বরয়োঃ ভেদঃ, ন তু তাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ । অবিদ্যাপ্রভৃত্যুপস্থাপিতেতি ।
অবিজ্ঞয়া প্রভৃত্যুপস্থাপিতে কল্পিতে যে নামরূপে তৎকৃতং যৎ দেহেজ্জিহাদিঃ কার্যং করণং চ তৎসমুদায়ং
অমূৰ্গন্ধস্তি অপেক্ষন্তে তান্ ইত্যর্থঃ । তথাচ অবিজ্ঞাকল্পিতনামরূপাপেক্ষয়া এব জীবেশ্বরয়োঃ নিম্নমানিয়ামক-
ভাবঃ ন তু তত্ত্বতঃ অত আহ—ব্যবহারবিষয়ে ইতি । পরমার্থদশায়ান্ত তত্ত্বসাক্ষ্যং কারণে অবিজ্ঞাবাদাৎ
তদুপাদয়েপ্রপঞ্চস্যাপি সমুলোন্মূলনে ঔপাধিকভেদাভাবাৎ ন ঈশিজীশিতব্যভাবঃ, কিন্তু নিরন্তরমন্তভেদম্
অখণ্ডৈকরসং বিশুদ্ধং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব কেবলমিতি ভাবঃ । নিগময়তি—ভদেবমিতি । যত্র নাস্ত্যদ্বিতি ।
যস্মিন্ ভূমি স্থিতঃ জ্ঞানী অজ্ঞং দ্রষ্টব্যং ন পশুতি অজ্ঞত্বং শ্রোতব্যং ন শৃণোতি অজ্ঞতব্যং চ অজ্ঞং ন
বিজানান্তি স জ্ঞান অখণ্ডৈকরসো বিভূঃ পরমাত্মা ইত্যর্থঃ । যত্র তু ইতি । যত্র বিজ্ঞাবস্থায়ং অস্যা
বিদ্বঃ সৰ্ব্বং বস্ত্র কেবলম্ আত্মস্বরূপম্ অভূৎ তৎ তস্যামবস্থায়ং কেন ইজ্জিয়েণ কং পত্তে ইত্যাপেক্ষাৎ
নির্জিশেষতত্ত্বমাত্রং প্রকাশতে ইত্যর্থঃ । ন কৰ্ত্তৃত্বমিতি । প্রভুরীশ্বরঃ লোকস্য কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্মাণি চ রথাদীনি
ন সৃজতি, কারয়িতৃভাবাৎ দর্শয়তি—ন কৰ্ম্মেতি, কৰ্ম্মফলসম্বন্ধমপি ন সৃজতি, কত্ৰহি কুর্কন্ কারয়ন্ত
প্রবর্ততে ইত্যত আহ—স্বভাবস্ত ইতি, স্বভাবঃ অবিজ্ঞারূপা ময়া প্রবর্ত্ততে । পরমার্থতত্ত্ব আহ—নাস্তে
ইতি । অভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাণং ভক্তস্য চ কস্যচিৎ স্নুত্বং সেবনাদিকং নাস্তে ন গৃহ্যতি কথং তর্হি

ক্রিয়তে লোটকঃ পূজনহোমাদি অত আহ—অজ্ঞানেনেতি। অজ্ঞানেন বিবেকজ্ঞানম আবৃতং তেন হেতুনা জন্তবঃ সংসারিণো জীবাঃ করোমি কাব্যমি ইতি মুহুর্ন্তি মোহং প্রাপ্নুবন্তি। এষ সর্বৈশ্বর ইতি। এষ আত্মা সর্বৈশ্বরঃ, ভূতানাং ত্র্যাদিত্ত্বপথ্যস্তানাম্ অধিপতিঃ, ভূতানাং তেষামেব পালকঃ রক্ষিতা, এষ আত্মা এষাং ভূবাদিলোকানাং অসম্ভেদায় অসাঙ্খ্যায় বিধরণঃ বর্ণাশ্রমাদিবাবস্থায় বিধারকঃ, সেতুঃ ভেদমর্যাদারক্ষকঃ ইত্যর্থঃ।

হে অর্জুন গুহ্যস্তঃকরণ গুহ্যচিত্ত ইতি যাবৎ, তথাচ শ্রুতিঃ “অহুশ কৃষ্ণম্ অহরজ্জ্ঞানশ্চ দিবর্জ্ঞেতে রজসী বেদ্যাভিঃ” তথা “অবদাতঃ সিতো গোবোবলকোদধলোহর্জুন” ইত্যামবঃ। সর্বভূতানাং প্রাণিনাং হৃদদেশে ইশ্বরঃ অন্তর্ধ্যায়ী নাবামণঃ তিষ্ঠতি। কথং তিষ্ঠতি ইত্যাহ—সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি ইব মায়য়া চদন। জাময়ন তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। উক্তং চ মহাভাবতে—

“যথা দাক্ষমণী যোষিৎ নৃতাত্তে কৃহকেচ্ছয়া। এবমীশ্বরতত্ত্বোহয়মীহ তে স্তথদুঃখয়োঃ ইতি ॥

রাধারাবীপ্রণয়সদয়শ্যাককৃষ্ণঃ সতৃষ্ণস্তব্ধে সত্যে নিগমগমিতে নির্বিশেষেহপাশেষে।

তুচ্ছং বিখং বিন্নমিকিপবরন্ধনির্জিহ্বভাবো ধায়তান্তঃ স্ত্রনিবিডচিদ্ভানন্দরূপং স্বরূপম্ ॥১৪

ভাবে চোপলক্কেঃ ১৫

এবং তাবৎ ব্রহ্মণো জগদনন্তয়ে শ্রুতিপ্রত্যক্ষাদিবিবোধঃ পরিহৃতঃ, সাম্প্রতম্ অহুমানেন তদর্থং প্রতি-
পাদয়িতুম্ উপক্রমতে স্ত্রাহান্তরং—ভাবে চেতি। কারণস্ত ভাবে সত্ত্ব তথা উপলক্কৌ চ কার্যাস্য সত্ত্বাৎ
উপলভ্যচ্ছ, কারণাদনন্তত্ত্বং কাযাস্য ইতি স্ত্রার্থঃ। তথাচাযং প্রয়োগঃ—পটন্তত্ত্বতো ন ভিণ্ডতে, তত্ত্ব-
সত্ত্বোপলক্কিনিয়তসত্ত্বোপলক্কিত্বাৎ, তত্ত্ববৎ ইতি। অথবা ভাবাচোপলক্কেরিতি স্ত্রম্। ন কেবলং
শ্রুতেরেব কাষণাদনন্তত্ত্বং কাযাস্য, কিন্তু প্রত্যক্ষোপলক্কিভাবাচ্ছ। তথাহি তত্ত্বব্যতিরেকেণ পটাত্মনা ন
কিঞ্চিদুপলভাতে, কিন্তু খাতানিভিত্তানন্তঃ তত্ত্বব এব পটাত্মনা দৃশ্যন্তে ইতি কারণাদনন্তত্ত্বং কাযাস্য ইত্যর্থঃ।
কাষণসত্ত্বে কার্যোপলক্কঃ কার্যাস্য কারণাদনন্তত্ত্বম্ ইতি যথাপ্রত্যাগ্রহণে বহিস্তত্ত্বানিয়তোপলক্কিকধূমে
বহুভেদবিরহাৎ ব্যভিচারঃ, ইতি তদ্বারণায় পূর্বণেন স্ত্রং ব্যাখ্যাতুম্ উপক্রমতে মিশ্রঃ—কারণস্তেতি।
ভাব ইত্যস্যার্থঃ সত্ত্বা, তস্মিন্মিতি ভাবসম্বন্ধী। উক্তার্থস্য স্ত্রাহাক্ষরাৎ আনয়নপ্রকারমাহ—এতদ্বিতি।
বিষয়পদং ভাবপদম্, উপলক্কিবিষয়ত্বাৎ ভাবস্য, বিষয়িপদম্ উপলক্কিপদং, ভাববিষয়কত্বাৎ উপলক্কেরিতি।
ভাবপদস্য বিষয়বিষয়পদম্, উপলক্কিপদস্য চ বিষয়িবিষয়পরত্বং তদ্বিগুণ্যাত্বাৎ ইতি কল্পতরুঃ। কারণোপ-
লক্কন্তেতি। কারণম্ উপাদানং, ন নিমিত্তম্, পশ্চাৎ উপাদেয়াভিধানাৎ ব্যভিচারোচ্ছ। উপলক্কো জ্ঞানম্,
উপাদেয়ং কার্যম্। অত্র ভাবপদনিবেশপ্রয়োজনমাহ—তথা চেতি। প্রভাক্রপেতি। প্রভাচক্রং চ
তে, তাভ্যাম্ অহুবিক্রা সত্ত্বা বা বৃষ্টিঃ জ্ঞানং তেন বোধ্যং প্রকাশ্যং, তেনেতি চাক্ষুযবিশেষণম্। অন্ধকারে
চাক্ষুযাপ্তিবারণায় প্রভাসংযোগস্য কারণম্, আকাশাদীনাং প্রত্যক্ষস্ববারণায় রূপেতি। তত্রাপি গ্রীয়ো-
হাদিরূপপ্রত্যক্ষস্ববারণায় উদ্ভূতেতি বিশেষণং দেয়ম্। উদ্ভূতত্বং ন জাতিঃ গুহ্যাদিনা সন্ধরাৎ, কিন্তু
বাহুপ্রত্যক্ষপ্রয়োজকধর্ম্যবিশেষঃ। তদুপলক্কৌ তদুপলক্কৈঃ ইত্যেতাবন্মাত্রস্য হেতুত্বে ত্রযাচাক্ষুযং প্রতি প্রভা-
সাক্ষাৎকারস্য হেতুত্বাৎ তাদৃশচাক্ষুযেণ ব্যভিচারঃ, ঘটাদিত্রয়াপ্রভয়োঃ ভিন্নত্বাভাবাৎ ইতি তদ্বারণায় ভাব-
পদম্, ভাবে ভাবাদিত্যস্য বর্ত্তলাগ্নস্ত তৎসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বাদিতি, তথাচ ঘটচাক্ষুযস্য আলোকসাক্ষাৎকার-
জ্ঞত্বত্বেপি ঘটস্য আলোকসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। যত্বপি আলোকসংযোগসম্ভাব কারণত্ব-
রূপং তথাপি তৎসাক্ষাৎকারস্য কারণত্বমিত্যেকদেশমতমাদায় অভিধিতমিতি ধোয়ম্। উপলক্কপদনিবেশ-
প্রয়োজনমাহ—নাসীতি। ভাবশ্চ অভাবশ্চ ইতি ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বৈ, বহুভাবাভাবৌ বহিঃভাবাভাবৌ।
অনুবিধায়িনৌ অনুসারিণৌ, তয়োঃ অনুবিধায়িনৌ ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বৈ যস্য তেনেত্যর্থঃ। ধূমভেদে
ধূমবিশেষঃ অবিচ্ছিন্নমূলধূম ইতি যাবৎ। তথাচ তৎসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বমাত্রোক্তৌ বহিস্তত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকে
অবিচ্ছিন্নমূলধূমে বহুভেদবিরহাৎ ভবতি ব্যভিচারঃ ইত্যুপলক্কিপদম্। তদুপলক্কিনিয়তোপলক্কিকত্বাদিতি
উপলক্কৌ উপলক্কেরিত্যস্য বর্ত্তলার্থঃ। তথাচ বহিস্তত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বত্বেপি প্রোক্তধূমস্য বহুরূপলক্কিনিয়তো-
পলক্কিকত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। অতঃ তৎসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বে সতি তদুপলক্কিনিয়তোপলক্কিকত্বং পর্য্যবসিতে।
হেতুঃ। কাকতালীযজ্ঞায়েন কদাচিৎ অজস্য সত্ত্ব উপলক্কৌ চ অজস্য সত্ত্বোপলক্কিসত্ত্ববাৎ ব্যভিচারবাবণায়
উভয়ত্র নিয়তপদম্ ইতি। তদ্বপটাদীনাং তু তাদৃশহেতুসত্ত্বাৎ সিদ্ধমনন্তত্ত্বম্। বস্ত্তত্ত্ব কারণসত্ত্বানিয়তোপ-
লক্কিকত্বমেব হেতুঃ। কারণপদং চ উপাদানপরমিত্যুক্তং প্রাক্, বহিঃধূময়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবাভাবাৎ ন

বাভিচারঃ। ভাবপদমাত্রোপেক্ষিতানাং স্বরূপভাবপট্যেব তাৎপর্যং যজ্ঞে, ইতি বার্থম্ উপলক্ষিপদম্। ন চান্বিন্ পক্ষে দৃষ্টান্তাসিদ্ধা। হেতোরসাধাবণাং, পর্ত্তো বহিমান্ পর্ত্তত্বাৎ ইত্যাদেঃ সদভ্যুমানস্বাকীকারাৎ, অতএব নবোঃ—সাধাবাপকীভূতভাবপ্রতিযোগিহেতোরবাসাধাবণাং যজ্ঞতে ন পক্ষমাত্রবৃত্তেঃ ইত্যুক্তমধ্যস্তাৎ। তথাচ কারণসত্যনিয়তোপলক্ষিকত্বাৎ কারণাদনন্তত্বং কাৰ্য্যস্য ইতি পর্যাবসিতঃ সূত্রার্থঃ। একদেশাভিধানেন ভাবাংশমাত্রকথনেন। অনন্তত্বপদস্য অভিন্নার্থতামাশঙ্ক্যাহ—ভেদাভাব ইতি। হেতুনিবেশণায় ইতি। তৎসত্যনিয়তসত্ত্বকত্বহেতৌ তদুপলক্ষিনিয়তোপলক্ষিকত্বনিবেশণনিবেশায় ইত্যর্থঃ।

নন্ত তদ্ব্যতিরেকেণ পটস্যাভাবে তন্তুবঃ পট ইতি তন্তুনাং বহুত্বং পটস্য চ একত্বং কথয়ুপপত্ততাম্ অত আহ—একত্বমিতি। তথাচ আচ্ছাদনরূপৈকপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ পটস্য একত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। অর্থক্রিয়া প্রয়োজনোৎপাদনম্। নন্ত কাৰ্য্যাকারণ্যেবভেদে কাবণানাম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবে কথং কাৰ্য্যস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অত আহ—অর্থক্রিয়ায়াং চেতি। অনারভ্যেবেতি। তথাচ প্রত্যেকং প্রয়োজন-বিশেষাজনকত্বেরূপি মিলিতানাং তৎ দৃষ্টতে, এরমপি বৈশেষিকাদিবৎ ন বয়ং প্রত্যেকোপেক্ষয়া সমবেতানাং পদার্থান্তরত্বং মজ্ঞামহে, কিন্তু তন্তুবঃ পট ইতি বৈশেষিকবাসনিনির্মানামবাসিতপ্রত্যয়াৎ উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভিন্নত্বমেব ইতি। ইমমর্থঃ দৃষ্টান্তেন দ্রুতয়তি—যথেষ্ট। তথাচ গ্রাবুং প্রত্যেকং উপাদারূপপার্থক্রিয়া-কারিত্বগন্তবাৎ মিলিতানাং তথাহেতুপি যথান পদার্থান্তরত্বং, তথা তদ্ব্যপটাদীনামপি ইত্যর্থঃ। গ্রানাংঃ উপলপ্তানি, উখা স্থানী, পিঠরঃ স্থান্যাপা কুণ্ডমিত্যমবঃ।

নন্ত তদ্ব্যতিরেকেণ পটস্যাভাবে তন্তুবঃ পট ইতি তন্তুনাং বহুত্বং পটস্য চ একত্বং কথয়ুপপত্ততাম্ অত আহ—একত্বমিতি। তথাচ আচ্ছাদনরূপৈকপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ পটস্য একত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। অর্থক্রিয়া প্রয়োজনোৎপাদনম্। নন্ত কাৰ্য্যাকারণ্যেবভেদে কাবণানাম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবে কথং কাৰ্য্যস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অত আহ—অর্থক্রিয়ায়াং চেতি। অনারভ্যেবেতি। তথাচ প্রত্যেকং প্রয়োজন-বিশেষাজনকত্বেরূপি মিলিতানাং তৎ দৃষ্টতে, এরমপি বৈশেষিকাদিবৎ ন বয়ং প্রত্যেকোপেক্ষয়া সমবেতানাং পদার্থান্তরত্বং মজ্ঞামহে, কিন্তু তন্তুবঃ পট ইতি বৈশেষিকবাসনিনির্মানামবাসিতপ্রত্যয়াৎ উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভিন্নত্বমেব ইতি। ইমমর্থঃ দৃষ্টান্তেন দ্রুতয়তি—যথেষ্ট। তথাচ গ্রাবুং প্রত্যেকং উপাদারূপপার্থক্রিয়া-কারিত্বগন্তবাৎ মিলিতানাং তথাহেতুপি যথান পদার্থান্তরত্বং, তথা তদ্ব্যপটাদীনামপি ইত্যর্থঃ। গ্রানাংঃ উপলপ্তানি, উখা স্থানী, পিঠরঃ স্থান্যাপা কুণ্ডমিত্যমবঃ।

নন্ত তদ্ব্যতিরেকেণ পটস্যাভাবে তন্তুবঃ পট ইতি তন্তুনাং বহুত্বং পটস্য চ একত্বং কথয়ুপপত্ততাম্ অত আহ—একত্বমিতি। তথাচ আচ্ছাদনরূপৈকপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ পটস্য একত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। অর্থক্রিয়া প্রয়োজনোৎপাদনম্। নন্ত কাৰ্য্যাকারণ্যেবভেদে কাবণানাম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবে কথং কাৰ্য্যস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অত আহ—অর্থক্রিয়ায়াং চেতি। অনারভ্যেবেতি। তথাচ প্রত্যেকং প্রয়োজন-বিশেষাজনকত্বেরূপি মিলিতানাং তৎ দৃষ্টতে, এরমপি বৈশেষিকাদিবৎ ন বয়ং প্রত্যেকোপেক্ষয়া সমবেতানাং পদার্থান্তরত্বং মজ্ঞামহে, কিন্তু তন্তুবঃ পট ইতি বৈশেষিকবাসনিনির্মানামবাসিতপ্রত্যয়াৎ উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভিন্নত্বমেব ইতি। ইমমর্থঃ দৃষ্টান্তেন দ্রুতয়তি—যথেষ্ট। তথাচ গ্রাবুং প্রত্যেকং উপাদারূপপার্থক্রিয়া-কারিত্বগন্তবাৎ মিলিতানাং তথাহেতুপি যথান পদার্থান্তরত্বং, তথা তদ্ব্যপটাদীনামপি ইত্যর্থঃ। গ্রানাংঃ উপলপ্তানি, উখা স্থানী, পিঠরঃ স্থান্যাপা কুণ্ডমিত্যমবঃ।

নন্ত তদ্ব্যতিরেকেণ পটস্যাভাবে তন্তুবঃ পট ইতি তন্তুনাং বহুত্বং পটস্য চ একত্বং কথয়ুপপত্ততাম্ অত আহ—একত্বমিতি। তথাচ আচ্ছাদনরূপৈকপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ পটস্য একত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। অর্থক্রিয়া প্রয়োজনোৎপাদনম্। নন্ত কাৰ্য্যাকারণ্যেবভেদে কাবণানাম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবে কথং কাৰ্য্যস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অত আহ—অর্থক্রিয়ায়াং চেতি। অনারভ্যেবেতি। তথাচ প্রত্যেকং প্রয়োজন-বিশেষাজনকত্বেরূপি মিলিতানাং তৎ দৃষ্টতে, এরমপি বৈশেষিকাদিবৎ ন বয়ং প্রত্যেকোপেক্ষয়া সমবেতানাং পদার্থান্তরত্বং মজ্ঞামহে, কিন্তু তন্তুবঃ পট ইতি বৈশেষিকবাসনিনির্মানামবাসিতপ্রত্যয়াৎ উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভিন্নত্বমেব ইতি। ইমমর্থঃ দৃষ্টান্তেন দ্রুতয়তি—যথেষ্ট। তথাচ গ্রাবুং প্রত্যেকং উপাদারূপপার্থক্রিয়া-কারিত্বগন্তবাৎ মিলিতানাং তথাহেতুপি যথান পদার্থান্তরত্বং, তথা তদ্ব্যপটাদীনামপি ইত্যর্থঃ। গ্রানাংঃ উপলপ্তানি, উখা স্থানী, পিঠরঃ স্থান্যাপা কুণ্ডমিত্যমবঃ।

সংস্কারবস্ত ১৬

অবস্থা উত্তরকালীনস্ত কাৰ্য্যস্ত জগত ইতি যাবৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ কাবণায়া সত্ত্বাৎ “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” “আত্মা বা ইদমেক এনাগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতৌ ইদংপদবাচ্য জগতঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ সদাত্মব্রহ্মণাক, তদন্তাত্তপপত্তা উৎপত্তানন্তরমপি কাৰ্য্যস্ত কারণাদনন্তত্বমিতি পূর্বেণায় ইতি সূত্রার্থঃ। উৎপত্তেঃ পূর্বে যদাত্মনা যদি ঘটসত্ত্ব সাধনীত্বাৎ অধ্যব্যাপ্তিঃ বিহায় ব্যতিরেকমুপেন ব্যাপ্তিঃ দর্শয়তি ভাগ্যে যচ্চেতি। তথাচ সিকতাত্মনা সিকতায় তৈলস্তাভাবাৎ সিকতাত্তৈলস্তাভাবাৎ ইতি, ব্যাপকতাভাবস্ত চ ব্যাপ্যতাভাবসাধকত্বাৎ যদুপাদানকবটোৎপত্তিঃ হেতুত্বাৎ তৎপূর্বে যদাত্মনা যদি ঘটসত্ত্ব সাধনীত্বাৎ, তথাচ প্রয়োগঃ-ঘটঃ উৎপত্তেঃ প্রাক্ যদাত্মনা মুষ্টিঃ তদুৎপন্নত্বাৎ তৈলবৎ, এতাদৃশব্যাপ্তিসিদ্ধমুৎপত্তিপূর্বেকালীনকাৰ্য্যাকারণ্যোরভেদং হেতুত্বাৎ তৎপরকালীনয়োরপি তয়োরভেদং সাধয়তি ভাগ্যে—ভস্মাদিতি। উৎপন্নং কাৰ্য্যং কাবণাদভিন্নম্ উৎপত্তিপূর্বেকালীনয়ো স্তয়োরভেদাৎ, ন হি কালভেদে বস্তুভেদপ্রয়োজকঃ সৌহৃৎ দেবদত্ত ইত্যাদৌ তদদর্শনাং ইতি।

ভাগ্যোক্তাম্ উপপত্তিঃ প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি টীকায়াং ন হি তৈলমিত্যাদিনা। ঘটস্ত যদাত্মনা যদি সবে অসুভবং প্রমাণমাহ—প্রত্যুৎপন্নোহি ইতি। তথাচ প্রয়োগঃ যৎ যদাত্মনা অবাদেন উপলভ্যতে তৎ তদাত্মকং যথা মুক্তিকা, এবং যদাত্মনা অবাদেন উপলভ্যমানত্বাৎ যদাত্মকম্ ঘটস্ত। এবং ঘটোৎপত্তেঃ প্রাগপি

মুক্তিকাসম্বন্ধ সৰ্ব্বসম্মতত্বাৎ তদাত্মকত্ব ঘটাপি মৃদাশ্চনা তত্র সম্বন্ধ অবশ্যমভূতপেয়ং, ন হি তাদাত্ম্যন্ত
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ কচিৎ দৃষ্টচরম্, অত্থা তত্র মুক্তিকায়্য অপি অভাব আপত্তেত স চ অনিষ্টঃ । তদানীং ঘটাত্ম-
পলক্ষিণ পিণ্ডকপালাদিব্যবধানসদৃশাদিতি । নৈবং প্রত্যুৎপন্নমিতি । প্রত্যুৎপন্নং তৈলং সিকতায়্য
সিকতাত্মনা ন উপলভাতে, অতঃ তৈলং সিকতায়্যং সিকতাত্মনা নাস্তি ইত্যয়ঃ । মৃদঘটয়োশ্চ উপাদানো-
পাদেয়ভাবঃ সৰ্ব্বসম্মতঃ, ততশ্চ যৎ যদুপাদেয়ং তৎ তদাত্মকং যথা মৃদুপাদেয়ো ঘটো মৃদাত্মকঃ । ঐদৃশতর্কস্ত
প্রয়োজনমাহ—তেনেতি । সিকতায়্যং সিকাতাত্মনা তৈলশ্চাসবেন ইত্যর্থঃ । ন জায়েতেতি । ভবন্নতে
আত্মাত্মনা আত্মনি জগতোহসম্বাৎ ইতি শেযঃ । ইষ্টাপত্তৌ বাধকমাহ—জায়তে চেতি । “তস্মাদ্ বা
এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভুতঃ” “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদি” তাদৌ সংস্করণং ব্রহ্মণো
জগৎপত্তিশ্চৈতেরিতি শেযঃ । তস্মাৎ জগতো ব্রহ্মোপাদেয়ত্বাৎ । গম্যতে অমুমীয়তে যৎ যদুপাদয়ং তৎ
তদাত্মকং স্ববর্ণময়কুণ্ডলবদিতাহ্মমানাদিতি শেযঃ । এবঞ্চ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাৎ জগদপি ব্রহ্মাত্মকমেব,
তদাত্মনা অল্পপলক্ষিণ অনাটবিজ্ঞাব্যবধানবশাদিতি ক্রমঃ, উৎপত্তেঃ প্রাক্ যদি ঘটাত্মপলক্ষিবৎ, ঘটঃ সন্ পটঃ
সন্ ইতি সদাত্মনা চ ভবত্যেতল উপলক্ষিরিতি ।

নহু “কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সম্বৎ ন ব্যভিচরতি” ইতি ভাষ্যং ন সঙ্গচ্ছতে কাযাশ্চ
ত্ৰৈকালিকসত্যত্বৈ কাযাত্মমেব ন সিদ্ধোৎ, মাভুৎ ত্ৰিকালসত্যং ব্রহ্ম কার্য্যম্, ইত্যাদিশ্চ্য সদসদব্যতিরিক্তস্ত
আব্যাপিতকাযাশ্চ দৃষ্টনষ্টব্রহ্মপদেন অসত্যত্বৈহপি অসিদ্ধানব্রহ্মসত্ত্বয়া কার্য্যস্ত ত্ৰৈকালিকসম্বৎ ভাষ্যে অভিহিতম্
ইতি সঙ্গময়তি যথাহি ইতি । যথাহি ঘটঃ কদাপি অথটো ন ভবতি, ভবতি চ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ ইতি
বাবহাবঃ, অতঃ সদাত্মনা ঘটোহপি ত্রিষু অপি কালেষু সন্নেব, ন কদাচিদপি অসন্ ভবিতু মৰ্হতি ইতি সিদ্ধং
কাযাস্য সদাত্মনা সদাতনম্ । অথং ভাবঃ—রূপদ্বয়ং তাবৎ দৃশ্যতে কাযাজ্ঞাতে, কাবণরূপং কাযারূপং চ, তত্র
মুক্তিকাস্ব কাবণরূপং কাযারূপং চ ঘটকং, “মুক্তিকা ইত্যোন সত্য” মিতি শ্রুতিবলাৎ পুরোক্তগুণৈশ্চ
কাবণরূপসৌব সত্যত্বং, কাযারূপস্য চ ঘটকত্বদেঃ অনির্বাচনীয়ত্বাৎ মিথ্যাত্মমিতি, তস্মাৎ কাযারূপেণ ঘটাদেঃ
ত্ৰৈকালিকসত্যত্বৈহপি কাবণরূপেণ ত্ৰৈকালিকসত্যত্বাৎ ভাষ্যোক্তং কাযাসদাতনত্বং স্বসঙ্গতমিতি ।
উপপাদিতমিতি । তথাচ কাযাস্য সত্ত্বং যদি স্বভাবঃ তদা কদাপি তস্য অসত্ত্বং ন স্যাৎ ন হি ভবতি
বহ্নিঃ কদাপি অমৃত্যঃ, যদি চ সত্ত্বাসত্ত্বৈ তস্য ধর্ম্মো তদা ধর্ম্মব্যাতিবেকেণ ধর্ম্মসম্বাসম্বাবৎ ধর্ম্মিণঃ কাযাস্য
সদাতনত্বাপাতঃ ইত্যাদি দৃষ্টনষ্টব্রহ্মত্বাদিতিভাষ্যব্যাখ্যানাবসাবে বৃত্ত্যা সমর্থিতমিতিার্থঃ । যত্থপি কাযাৎ
ত্রিষু অপি কালেষু সদিতি কাযাস্য স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বং ন নিবক্ষিতং, কিন্তু শুক্লিসত্ত্বয়া রজতসত্ত্ববৎ
কারণব্রহ্মসত্ত্বয়া এব কাযাস্য জগতঃ সম্বৎ ইতি সিদ্ধান্তঃ, অতএব আরম্ভণভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে “ন
খলু অনন্তত্বমিত্যভেদং ক্রমঃ কিন্তু ভেদং ব্যাসেদাগঃ” ইতি কাযাকাবণবোভেদো নিবাকৃতঃ,
তথাপি “ভাবে চোপলক্ষেঃ” “সম্বাদ্ভাবরন্ত” ইতি স্তব্ধত্বভাষ্যটাকরো রাপাতদৃষ্ট্যা কাযাকারণয়োঃভেদ
এব বাবস্থাপিত ইতি ভ্রমাৎ কাযাস্য ত্ৰৈকালিকসত্ত্বৈ কারণবৎ কাযাস্য স্বতন্ত্রসত্ত্বমাপতিতং, তথাচ নাভেদ-
সিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—সত্ত্বং চেদিতি । কস্য ? অতীতানাগতবর্ত্তমানকালেষু কাযাস্য ইতি শেযঃ ।
সত্ত্বং চ একমিতি । তথাচ কারণসত্ত্বয়া এব কাযাৎ সম্বদং, ন তু কাযাসত্ত্বং নাম কিঞ্চিৎ বস্ত্র অস্তি ইত্যর্থঃ ।
তত্র কারণমাহ—ন হীতি । তথাচ ঘটশরাবাদিব্যাক্তভেদেহপি মূৎসব্ধসৌব একস্য তেযু অমুগম্যাৎ ন সত্ত্বং
প্রতিব্যক্তি ভিত্তিতে ইত্যর্থঃ । এতাদৃশবিচারস্য প্রয়োজনমাহ—ততশ্চেতি । কাযাকাবণয়োঃ সম্বস্য একত্বৈ
চ ইত্যর্থঃ । অভিন্নেতি । অভিন্না যা সত্ত্বা তস্যা অনন্তত্বাৎ ভেদাভাবাৎ এতে কাযাকারণে অপি পরস্পরং
ন ভিত্তিতে ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—সব্বমেব হি বস্তুনাং স্বরূপং, তদব্যতিবেকেণ খপ্পাদীনাম্ তুচ্ছত্বং, সম্বৎ
চ কাযাকারণয়োঃ একম্ ইতি তদভেদাৎ কাযাকারণে অপি পরস্পরং ন ভিত্তিতে ইতি । তথাচ এতৎ—
স্বদ্বীয়সত্ত্বাদিতিপঞ্চমাস্তসম্বপদেন আরম্ভণস্বদ্বীয়ানন্তত্বপদস্য অর্থয়ো দর্শিতঃ । কাযাকারণয়োঃবাসিতস্বরূপসত্ত্বং
তাবৎ একং, তৎসম্বাৎ তদোরভেদাৎ কাযাকারণয়োঃবপি পরস্পরমভেদঃ ইতি ফলিতার্থঃ । বৈপরীত্যোন
আশঙ্ক্যাহ—ন চ তাভ্যামিতি । যথা একসত্ত্বানন্তত্বাৎ কাযাকারণয়োঃভেদঃ তথা কাযাকারণভ্যামনন্তত্বাৎ
সব্বসৌব ভেদোহস্ত ইত্যর্থঃ । তথাসত্ত্বীতি । ভিন্নকাযাকারণভিন্নত্বাৎ সম্বস্য ভেদে সত্ত্বীত্যর্থঃ । হি যতঃ,
সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি । কাযাকারণভ্যামভিন্নত্বাৎ সম্বস্য ভেদে সত্ত্বসৌব সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ।

নহু ভবতু সম্বস্য সমারোপিতত্বং কা ক্রুতিরিতি চেৎ ? শৃণু, ন খলু কাযাৎ কারণং বা নাম কিঞ্চিৎ বস্ত্রসদন্তি
য়েন সবেন তয়ো মূখ্যাভেদো ভবেৎ কিন্তু সংস্করণে বস্তুনি অনাটবিজ্ঞাবশাৎ সমারোপিতে এব তে, সদেব

তয়োঃ স্বরূপং, রজ্জুরিব সমারোপিতভূজঙ্গম্, তথাচ সদন্তরেণ তয়োঃ ভাব এব ইতি তত্ত্বম্। এবঞ্চ “তথাসতি” ইতি পরিহারঃ সঙ্গচ্ছতে অত্থা তৈঃ ইষ্টাপত্তিবেব কৰ্ত্ত্বং শক্যত ইতি বোধাম্। কার্যাকারণয়োঃ ভিন্নত্বাৎ তে এব সমারোপিতে ইতি সিদ্ধান্তিসম্মতং, সত্বস্য অভিন্নত্বাৎ তদেব সমারোপিতমিতি চ পূৰ্ব্বপক্ষিণঃ, ইত্যনয়ো-
রন্যতরপরিগ্রহাৎ কল্পে পরম্পরাশ্রয়বলিতভেদস্যেব সমারোপো ভ্রাত্বা ইতি প্রতিপাদয়িতুং বিকল্পয়তি—
তত্ত্বেতি। ভেদাভেদয়োঃ ইতি। ভেদপদং কার্যাকারণে লক্ষণিকম্, অভেদপদং চ সত্বে, তথাচ কিং
কার্যাকারণয়োঃ সমারোপঃ সত্বে, উত সত্বস্য সমারোপঃ কার্যাকারণয়োঃ ইতি ভেদপদং চ সত্বে, তথাচ কিং
এবঞ্চ ভিন্নত্বেনৈব কার্যাকারণয়োঃ সমারোপঃ ন কার্যাকারণত্বেন, সত্বস্য চ অভিন্নত্বেনৈব সমারোপঃ ন তু
সত্বত্বেন ইতি প্রতিপাদনার্থমুক্তলাক্ষণিকপদোক্তেঃ ইতি বোধাম্। বয়স্তু ইতি। তথাচ ঘটাত্ত পটো ভিষ্ঠতে
ইত্যত্র ভেদস্য প্রতিযোগী ধটঃ, অত্র ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্বজ্ঞানং ভেদাশ্রয়পটিনিষ্ঠভেদগ্রহমুতে অসম্ভবি বিনা
চ প্রতিযোগিত্বজ্ঞানং ভেদজ্ঞানমিতি দৃক্ৰূপঃ পরম্পরাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ। তাদৃশাত্তোক্তাশ্রয়াভাবাৎ ভেদোপ-
জ্জীবাভ্য অভেদস্যেব তাত্ত্বিকঃ যুক্ত মিত্যত্র অভেদগ্রহন্তু চ ইতি। অত্র হেতুঃ নিরপেক্ষতয়া
ইতি। ভেদবৎ প্রতিযোগিত্বগ্রহানপেক্ষতয়া ইত্যর্থঃ। তদনুপপত্তেঃ অতোক্তাশ্রয়ানুপপত্তেঃ। অভেদস্য
ভেদোপজ্জীবাভ্যে হেতুমাংস এত্ৰৈক্যেতি। এত্ৰৈক্যং পটাদি আশ্রয়ো যস্য তত্বাদিতার্থঃ। তথাচ ঘটাত্ত
পটো ভিষ্ঠতে ইত্যাদৌ একঃ পটাদি ভেদাশ্রয়ঃ, একত্বং চাভেদঃ ইত্যেকস্য আশ্রয়স্যাভাবে আশ্রয়িণঃ
ভেদস্য অন্তপপত্তেঃ, ভাবেচোপপত্তেঃ, অস্বয়বতিরেকাৎ সিদ্ধমভেদন্তু ভেদোপাদানত্বম্, ইত্যভেদোপজ্জীবাভ্যং
ভেদন্তু ইতি।

নহু সদানুনা কার্যাকারণাদভিন্নং সদানুনা প্রতীয়মানত্বাৎ, ইত্যনুমানেন হি কার্যাকারণয়োঃ ভেদঃ
প্রতিপাদনীয়ঃ, তত্র প্রতিযোগিত্বযোগিণোঃ সাঙ্খ্যাবারণায় ভেদজ্ঞানমাবশ্যকমিতি ভেদস্যপি অভেদোপ-
জ্জীবাভ্যং সমানমিত্যত্রঃ একৈক্যেতিকল্পিতভেদানুবাদঃ, তথাচ অশ্বেন অসদৃশী গো রিতাত্ত সাদৃশ্যেব
ইদমত্বাৎ অভিন্নমিতি ভ্রমীষবিষয়তাপরভেদস্যেব প্রতিযোগিত্বযোগিণোরগমুহেখো ন তু অভেদস্য, অসাদৃশ্যবৎ
প্রতিযোগিবাহিত্যাত্ত তস্য, ন তি অশ্বসাদৃশ্যঃ কদাচিদিপি গবি দৃষ্টচরম্ অত উপজীব্যত্বং ন সৰ্বত্র বলবত্ব-
প্রবোজকং বাধ্যমানত্বাৎ তস্য, অতএব নাগং ভূজঙ্গো রজ্জুরিবম্ ইতি প্রতীতো উপজীব্যতয়া ভূজঙ্গপ্রতীতে-
রপেক্ষণীয়ত্বেনৈব ন প্রাবল্যং, তথাচ পাবমগ্নং হত্বং “পৌৰ্ব্বাপর্য্যে পূৰ্ব্বদৌৰ্ব্বল্যং প্রকৃতিবদি”তি।
নিমিত্তয়োঃ পৌৰ্ব্বাপর্য্যে সতি পূৰ্ব্বত্বা নৈমিত্তিকস্য দৌৰ্ব্বল্যম্ উত্তরস্য নিরপেক্ষস্য পূৰ্ব্ববোধকত্বেন
উৎপন্নত্বাৎ, পূৰ্ব্বোৎপত্তিকালে উত্তরসাম্যত্বাৎ পূৰ্ব্বেন বাধ্যত্বাসম্ভবাৎ। প্রকৃতিবদिति। প্রকৃতে প্রাপ্তস্য
কণময়বহিঃ বৈকল্যেন শব্দময়বহিঃ বাধবৎ। তত্ফলং—

“পূৰ্ব্বং পরমজ্ঞাতত্বাদবাহিত্বং জায়তে। পরসামান্যত্বোৎপাদাৎ ন ত্ববাধেন সম্ভবঃ ॥

পূৰ্ব্বাৎ পরবলীয়ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অতোক্তানিরপেক্ষাণাং যত্র জগ্না দিগ্নাং ভবেদिति” ॥১৬

অসদ্ব্যাপদেশোন্নেতি চেয় ধৰ্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ১৭

অর্থঃ—প্রাপ্তপত্তেঃ কাৰ্য্যাকারণানু সদিত্তি পূৰ্ব্বোক্তম্ আক্ষিপ্য সমাধত্তে অসদ্ব্যাপদেশাদিত্তি।
অসদেবেদমগ্র আসীদিত্তাদিশ্রুত্যা উৎপত্তেঃ প্রাক্ অসদ্ব্যাপদেশাৎ কারণানুনা ন সৎ কার্য্যন্তু ইতি
চেৎ ন, যতো নাগং সৰ্ব্বানুনাঃ সদ্ব্যাপদেশঃ, কিন্তু বর্ত্তমানবাকৃতত্বরূপধৰ্ম্মাৎ অব্যাকৃতত্বরূপধৰ্ম্মান্তরেণ, কত্বাৎ ?
বাক্যশেষাৎ—বাক্যাশেষে তি “তৎসদাসীৎ” ইতি শ্লোকে। অতঃ সিদ্ধং কারণাদনন্তত্বং কার্য্যন্তু ইতি।
ভাষ্যে ন হি অয়মিতি। অয়ং অসদ্ব্যাপদেশঃ, ন খপ্পাদিবৎ তুচ্ছত্বাভিপ্রায়েণ, কিন্তু অব্যাকৃতনামরূপ-
রূপধৰ্ম্মান্তরেণ অনির্লচনীয়েন, ন তু অব্যক্তত্বেন, এবং ব্যাকৃতনামরূপত্বং চ অনির্লচনীয়েন ব্যক্তত্বং, তথাহি
সাংখ্যবাদাপত্তিঃ। বাক্যশেষাদিত্তি। যত্নপক্রমে সন্নিধং তৎ বাক্যশেষাৎ নিশ্চীয়েত, তথাহি অস্তাঃ
শৰ্করং উপদধাতি ইত্যত্র কেন অঙ্গনং তৈলেন ঘূতেন বা ইতি সংশয়ে তেজো বৈ ঘূতম্ ইতি
বাক্যাশেষাৎ নিশ্চীয়েত যত্নতেনৈব অঙ্গনমিতি। তত্বং অত্রাপি “তৎসদাসীদি”তি। বাক্যাশেষানিশ্চীয়েত
সন্নিধার্থাসংপদবাচ্যং ন খপ্পাদিবৎ তুচ্ছং কিন্তু সত্বেব ইতি। তথাচ অসদিত্তি সমুদাচরজ্ঞপরাগাদি-
নিষেধপরং ন তু গ্রহণানপি নিরাকরোতি। যুক্তান্তর মাংস—অসতশ্চেতি। অসচ্ছদব্যাচ্য তুচ্ছত্বেন আসীদিত্তি
অতীতকালসম্বন্ধো ন স্যাৎ, মাভ্যং খপ্পমাসীদিত্তি প্রয়োগঃ। এবম্ অসদ্ব্য বা ইদমগ্র আসীদিত্তি
অসংপদমপি তৎ আত্মানমিত্তাদিবাক্যাশেষাৎ সংপ্রতিপাদকম্, অত্থা তুচ্ছস্য অকুরুত্ব ইতি ক্রিয়মাণত্ব-
বিশেষণং ন সঙ্গচ্ছতে ১৭

যুক্তঃ শব্দান্তরাচ্ ১৮

প্রাপ্তপত্তে কার্যাস্য কারণাত্মনা সত্ত্ব তদনন্তরং চ দর্শয়িতুং যুক্তিং শাস্ত্রবাক্যং চ প্রমাণয়তি ভগবান্
স্বরূপো যুক্তেন্নিত্যাদি । প্রাপ্তপত্তে কারণাত্মনা কার্যাস্য অসত্ত্বে কথং রূচকাখিনা হ্রবর্ণমুপাদীয়তে দধাখিনা
চ ক্ষীরং ন মৃদাদি, ইত্যাদি যুক্তে, “সদেব সৌম্য” ইত্যাদিশ্রুতান্তরাচ্ প্রাপ্তপত্তে কার্যাস্য কাবণাত্মনা সত্ত্ব
তদনন্তরং চ সিদ্ধম্ ইতি সূত্রার্থঃ । যুক্তিং দর্শয়তি ভাগে দধিঘটেতি । প্রতিনিয়তানি ইতি । ঘটখিভিঃ
মুত্তিকায়্য এব উপাদানং অল্পপাদানাচ্ ক্ষীরাদীনাম্, দধাখিভিঃ ক্ষীরবৈসাব উপাদানং অল্পপাদানাচ্
মুত্তিকাদীনাম্ কারণনৈয়ত্যাং কার্যাস্য রূপম্ । নৈচতং অসংকার্যবাদে সম্ভবতি ইত্যাহ—ন ইতি ।
প্রাপ্তপত্তে কার্যাস্য সর্বথা অসত্ত্বে প্রতিনিয়তকারণোপাদানং ন উপপত্ততে ইত্যর্থঃ । নন্ত উপাদানমাদেব
ঘটখিনিঃ মুত্তিকায়্যং প্রবৃতিঃ দধাখিনশ্চ ক্ষীরে, ন কার্যসত্ত্বাং, তথাচ ন সংকার্যবাদসিদ্ধিবিভাক আহ—
অবিশিষ্টে হি ইতি । উপত্তে প্রাক্ মুত্তিকায়্য যথা সপাত্মনা দধি অসৎ, এবং ক্ষীরেহপি চেৎ সর্বাত্মনা এব
অসৎ তদা ইত্যর্থঃ । ক্ষীরাদেবেতি । তথাচ কারণাত্মনা ক্ষীরে দধঃ সত্ত্বাদেব দধাখিনা ক্ষীরম্ উপাদীয়তে
ন মুত্তিকা, অগ্নায়া মুত্তিকাতপি উপাদীয়তে । যদি অমদপি কার্যম উপত্ততে তহি সক্ষমাদপি সর্বোপত্তি-
প্রসঙ্গঃ, যথাঃ সাংখ্যাত্মনাঃ—

“অসদ্করণোপাদানগ্রংণাৎ সক্ষমসত্ত্বভাবাৎ । শব্দন্ত শব্দকবণাৎ কারণভাবাচ্ সংকার্যম্” ॥ ইতি

অর্থমর্থঃ—উপত্তে প্রাগপি কাযং সদেব, তথাচ উপত্তনসত্ত্বং কাযাসম্বন্ধা বৈশেষিকাদিসম্মতত্বাৎ ন
সিদ্ধমাপনং, তত্র হেতুমাহ—অসদ্করণাদিতি । উপত্তে প্রাক্ কার্যম্ অসৎ চেৎ কস্য কবণাসম্বন্ধঃ, ন তি
সিকতায়ামসং তৈলং ব্যাপাবশতেনাপি করুং শকাতে । দৃষ্টতে চ তিলেঘ সদেব তৈলং তৈলমস্বাদিনা
পীড়নে উপত্তমানম্ । হেতুত্বমাহ—উপাদানগ্রংণাদিতি । উপাদীয়ন্তে কাযজনায বিশেষরূপেণ গৃহ্যন্তে
ইতি উপাদাননি কাবণনি তেষাং গ্রংণং কাযেণ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ ইত্যর্থঃ । কারণসম্বন্ধঃ তি কাযম্ উপত্তমানং
ভবেৎ, অসতা চ সম্বন্ধাভাবং উপত্তে প্রাগপি কাযং সদিত্তি ভাবঃ । যদি চ কারণেবসম্বন্ধমেব কাযম্
উপত্তদেত, তদা সর্বোপত্তিঃ সর্বোপত্তিপ্রসঙ্গঃ, তদভাবাৎ কারণসম্বন্ধমেব কাযং জায়তে নন্তসম্বন্ধম্, অতশ্চ
সংকার্যম্ ইত্যাহ সর্বসত্ত্বভাবাদিতি । সক্ষম্যং কারণং সর্বোপত্তিঃ কাযাণাং সম্বন্ধঃ উপত্তিঃ তদভাবাৎ
ইত্যর্থঃ । যথাঃ সাংখ্যাত্মনাঃ—

“অসত্ত্বো নাস্তি সম্বন্ধঃ কাবণেঃ সম্বন্ধিভিঃ । অসম্বন্ধস্য চোপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতঃ” ॥ ইতি

অর্থমর্থঃ—উপত্তে প্রাক্ কাযাস্য অসত্ত্বে সম্বন্ধিভিঃ সম্বন্ধশ্রয়ৈঃ কাবণৈঃ সহ কাযাস্য সম্বন্ধো নাস্তি ।
ইষ্টাপত্তৌ দোষমাহ—অসম্বন্ধশ্রোতি । কাবণৈঃ সম্বন্ধশ্রুতাস্য চ কার্যাস্য উপত্তৌ সত্যং পূর্বোক্তো অব্যব-
স্থিতিঃ সর্বোপত্তিঃ কাবণাৎ সর্বোপত্তিপত্তিকপা অব্যবস্থা স্যাৎ । অথ কাযাসম্বন্ধমপি কারণং যদ্বিকল্পিত-
শক্তিমং তৎ তৎকাযমেব কবোতি নাত্মং, শক্তিশ্চ শ্রয়ব্যাতিরেকাদন্তমীয়তে, ততশ্চ ন সর্বসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ অত
আহ—শব্দশ্রোতি ।

শব্দাশ্রয়ো তি শব্দঃ কাবণং, তদ্বিষয়শ্চ শব্দঃ কার্য মিার্থঃ । অসতি কার্যো কথং শক্তিবিশয়তারূপা
শব্দাত্মা কথং বা তদাশ্রয়রূপা শব্দতাপি ? শব্দকবণে চ সর্বসত্ত্বপ্রসঙ্গসদৃশ এব । চবমং হেতুমাহ কারণ-
ভাবাদিতি । কাবণাত্মকত্বং কাযাস্য কাবণভেদাদিতি বাসং । তথাচ ঘটমুক্তাদয়ঃ প্রাপ্তপত্তে নৃৎসবর্ণাত্মান্না
এব আসন্ ইত্যন্তভবাৎ কাবণসম্বন্ধাৎ উপাদানোপাদেয়ভাবাৎ গুরুহৃৎশব্দাচ্ছপদান্তঃ কাযং ন কারণাৎ
ভিন্নং, কাযং যদি কাবণাৎ ভিন্নং স্যাৎ ন স্যাৎ তয়োঃ ধর্মধর্মিভাবঃ যথা যুৎসবর্ণয়োঃ । কাবণসম্বন্ধঃ চ
কারণাবস্থা বিশেষাত্মকত্বং কারণসত্ত্বানিষতসত্ত্বাকত্বং বা । ভিন্নস্তে চ তয়োঃ ঘটপটবৎ উপাদানোপাদেয়ভাব
এব ন স্যাৎ, উপাদানং কাযাস্য অনাগতাবস্থাবিশেষাশ্রয়রূপং কাবণম্, এবং কারণাশ্রিতসম্বন্ধাবস্থাপন্নং
কাযম্ উপাদেয়ং তদভাবাৎ ইত্যর্থঃ । তথাচ কার্যাস্য অনাগতাবস্থাশ্রয়রূপেণ উপাদানকাবণত্বং, তচ্চ
অনাগতাবস্থাপন্নকাযরূপমেব, অতস্য দুর্লভত্বাৎ অত্যাগ সর্প এব সর্বজননায় উপাদীয়েরন্, ন চ তথা
উপাদীয়ন্তে, উপাদীয়ন্তে চ ঘটাদিজননায় মৃদাদয়ঃ ন তু সৃবর্ণাদয়ঃ । ন চ প্রাগভাবঃ তস্য নিয়ামকঃ, তস্য
অভাবত্বেন স্ততো বিশেষকত্বাভাবাৎ । প্রতিযোগ্যতারূপা তস্য তথাক্রমং তু প্রতিযোগ্যসম্বন্ধকালে অসম্বন্ধাৎ
উপত্তে প্রাক্ প্রতিযোগিনঃ অসত্ত্বেন তেন সহ প্রাগভাবস্য সম্বন্ধানোচি ত্যাৎ । ইতি অনাগতাবস্থাপন্ন
কাযাত্মকত্বম্ উপাদানস্য যুক্তং, দৃষ্টতে চ কচকোপাদানং স্রবন্তম্ । কপালয়ো যাবদ্ গুরুত্বং ঘটস্য ন তদ
দৈবত্বম্ ইত্যাদ্যপলন্তাচ্ কারণাত্মকত্বং কাযাস্য ইতি, অতশ্চ কাবণাবস্থা বিশেষ এব কাযং ন ততোহন্ত্যাদিতি

সিদ্ধং সংকার্যামিতি । অস্মন্নতে তু কারণবিবর্ত্তঃ কার্যং কারণব্যতিরেকেন কার্যং নাম ন কিকিৎ বস্তুসদন্তি ইতি ন বিশ্বর্হবাম্ ।

কার্যনিয়মার্থং পুনঃ শব্দতে অথেনিতি । অতিশয়ো হি ধর্মঃ, স কিং কার্যনিষ্ঠঃ কশ্চৈৎ বিশেষঃ কারণ-নিষ্ঠো বা, আত্মে দূষণমাহ তর্হি ইতি । তথাচ অতিশয়স্য কাষাধ্বক্ষে ধর্ম্যবতিরেকেন ধর্ম্যবৃত্তিসাম্ভবাৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ ধর্ম্মিণঃ কার্যস্য সম্ভবশ্চমভূপেয মতি সিদ্ধঃ সংকার্যবাদঃ, অসংকার্যবাদব্যাঘাতশ্চ, ইতি এতদেবাহ টীকায়াং অতিশয়ো হি ইতি । প্রাগবদ্বা দধ্যাদিকার্য্যাপ্যম্ উপত্তিপূর্ব্বকালীনাবস্থা, দ্বিতীয়ং দৃশ্যতি শক্তিশ্চেতি ।

এতস্য আশয়ং বর্ণয়তি টীকায়াং নন্তিতি । তথাচ কার্যজননানুকূলঃ কারণনিষ্ঠঃ কশ্চৈৎ অতিশয়বিশেষঃ শক্তিরিতার্থঃ । স চ অসত্যপীতি । তথাচ তন্নিক্রপকস্ত কাষাশ্চ অসত্ত্বৈপি তদাশ্রয়শ্চ কারণস্য সন্তেন ন অসংকার্য্যাসিদ্ধান্তব্যাঘাত ইতি ভাবঃ । নাপি অসত্যীতি । কারণসত্ত্বশ্চ উভয়সম্মততয়া তেন ক্রপেণ শক্তেরসত্ত্বশ্চ বক্তুম্ অশকাহেন পারিশেয়াৎ কাষাশ্চন্য তৎ সম্পত্ততে তদাহ—অসত্যী কার্য্যাস্ত্যনা ইতি ।

ভাষ্যে অসত্ত্বাবিশেষাদিতি । অসত্যাঃ শব্দেঃ কার্য্যনিয়ামকত্বে বিনিগমনাভাবাৎ সর্ব্বকার্য্যোষু তৎপ্রসক্তা সর্ব্বাশ্চ সর্ব্বকার্য্যোৎপাদে অনিয়মঃ, এবমপি ইষ্টাপত্তৌ শক্তিব্যতিরিক্তশ্চ গণ্যপাদেঃ নিয়ামকত্ব-প্রসঙ্গঃ, কাষাকারণভিন্নায়াঃ শক্তেনিয়ামকত্বে ভিন্নত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বাশ্চ সর্ব্বকার্য্যনিয়মনমিতি অনিয়ম এব, ইষ্টাপত্তৌ গবাস্থাদীনামপি নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গঃ । তস্যাৎ কারণাস্ত্যনা লীনং কাষামেব অভিন্যক্তিনিয়ামকতয়া শক্তিবৈশিষ্টবাৎ ততশ্চ সংকার্য্যবাদসিদ্ধিবিতি । কিন্তু কাষায়া কাষণাদ্ ভিন্নত্বে কুণ্ডলং স্তবণমিতি সামান্য-করণান প্রতীতাত্তপপত্তিঃ অতন্ত্রয়োতাদ্যাম্ অভূপেয়মিত্যাহ ভাষ্যে অপি চ কার্য্যাকারণয়োঃ ইতি । কার্য্যাকারণয়োর্ব্বন্ততো ভেদেহপি সমবায়বশাদেব তথাবুদ্ধেবভাবঃ ন তু তাদ্যাত্ ইতি চেদত 'আহ—সমবায়কল্পনায়ামপি ইতি । তথাচ বৈশয়িকত্বত্রঃ—“ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যাকারণয়োঃ স সমবায়ঃ” ইতি । “অযুতসিদ্ধানাম্ আধার্য্যাদারভূতানাং যঃ সম্বন্ধঃ ইহপ্রত্যয়েহেতুঃ স সমবায়ঃ” ইতি প্রশস্তদেদভাষ্যম্ ।

অসার্থঃ—পৃথকস্থানস্থিতানন্তবং য়ে মিলিতান্তে গলু যুতাঃ, তথান ভবন্তি ইতি অযুতাঃ, অযুতাঃ তে সিদ্ধাশ্চেতি অযুতসিদ্ধাঃ, মিলিতা এব সন্তি ন বিযুক্তা ইত্যর্থঃ, এতেন অপ্রাপ্তিপূর্ব্বকস্যা সংযোগশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ । আধার্য্যাদারভূতানাং স্বাভাবিকাদারাদেয়ভাবাপন্নানাং, ন তু আগন্তুকেন কেনচিৎ দর্শনেন ইত্যর্থঃ । এতেন বাচ্যপাচকরূপাগন্তুকসম্বন্ধো বারিতঃ, এতেষাং যঃ সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিক্রপঃ স সমবায়ঃ । তত্র প্রমাণমাহ ইহেতি । কপালে ঘটঃ বীণণেষু কটী ইত্যাদিনিশিষ্টবুদ্ধিরেব তাদৃশসম্বন্ধমদ্বাভে প্রমাণমিতি ।

কাষাকারণযোবিত্তাপলক্ষণং গুণগুণিনোঃ, ক্রিয়াক্রিযাবতোঃ, জাতিব্যক্তোঃ, নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ আধারাদেয়ভাবনিয়ামকঃ সম্বন্ধঃ সমবায় এব ইতি মন্তবাম্ । সমবায়ে প্রমাণং তু গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণ-বিশেষ্যসম্বন্ধবিসয়া বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডী পুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ ইত্যহ্মানং । তত্র চ সংযোগাদিবাধাৎ সমবায়সিদ্ধিঃ । ন চ স্বরূপসম্বন্ধেন অর্থাস্তবম্, অনন্তস্বরূপাণাং সম্বন্ধত্বাভাপগমে মহাগৌরবাৎ একনিত্যসমবায়-কল্পনে চ লাঘবম্ ইতি ।

উপাদানোপাদেয়য়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ সমবায়সম্বন্ধে অভূপগম্যমানে স সম্বন্ধঃ দ্রব্যগুণাদিভিঃ সমবার্য্যিভিঃ সম্বন্ধঃ অসম্বন্ধো বা ভেদবাবহারঃ হেতুঃ ? সম্বন্ধশ্চেৎ স সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ স্বরূপং বা ? আত্মে অনবস্থা, দ্বিতীয়ে স্বরূপসম্বন্ধাদেব উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভেদবুদ্ধুপপত্তৌ কৃতং সমবায়কল্পনেন । অসম্বন্ধশ্চেৎ তত্রাহ—অনভূপগম্যমানে চেতি ।

ভাবে চোপলঙ্কেরিতাত্ম দ্বিতীয়প্রাখ্যায় এতদ্বাখ্যানান্ত কারণাতিরিক্তকাষাভাবশ্চ পৌনরুক্ত্যামাশঙ্ক্য পরিহবতি টীকায়াং যন্তপীতি । ন হি অসম্বন্ধ ইতি । অসম্বন্ধস্তাপি সম্বন্ধকত্বে হিমবদ্বিকাবপি সম্বন্ধয়েৎ ইত্যর্থঃ । অসম্বন্ধস্তেব সমবায়শ্চ সম্বন্ধকত্বে যুক্তিমাহ যথাহি ইতি । সন্তি সত্তাবন্তি, দ্রবাং সং, গুণঃ সন্, কর্ম্ম সং ইতি প্রত্যয়ঃ ব্যবহারশ্চ সত্তাজাতৌ প্রমাণং, তথাচ কণ্ডকত্বত্বম্ “সদिति যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মস্তু সা সত্তা” ইতি । যতঃ সত্তায়া হেতোঃ দ্রব্যাদিষু সন্ ইতি প্রত্যয়ঃ ব্যবহারশ্চ ভবতি সা সত্তা ইত্যর্থঃ । স্বভাবত এব সদिति । অনবস্থান্ত্যাদিতি শেষঃ । তথা সমবায় ইতি । সত্তায়াঃ সত্তাস্ত্রয়োগানপেক্ষবৎ সমবায়োহপি সম্বন্ধান্তবমনপেক্ষাব স্বস্ত পরস্য চ বিশিষ্টধীনিয়ামকঃ । অয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদিতি । তস্যাপি সম্বন্ধান্তরা-পেক্ষায়াম্ অনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ । সিদ্ধান্তান্তরবিরোধাপাদনং প্রতিবন্ধীপ্রদর্শনম্ । তথাহি সমবায়শ্চ

সম্বন্ধরূপত্বং যদি সম্বন্ধাস্তরানপেক্ষা তর্হি সংযোগস্যাপি তথাহ্যং সম্বন্ধাস্তরানপেক্ষা স্যাৎ ইতি, তথাচ সংযোগসা সম্বন্ধরূপত্বেহপি সমবায়াপেক্ষায়া ভবদভিমতত্বাৎ সমবায়াস্ত্রাপি তথাহ্যং সম্বন্ধাস্তরানপেক্ষত্বং স্ববচমিতি অনবস্থাপাত ইতি ভাবঃ। তামেতাং প্রতিবন্ধীং নিবাকরুং শঙ্কতে—ন চ সংযোগস্ত্রোতি। অয়মাশয়ঃ ত্রিবিধং থলু কারণং ভবতি কার্যাকাং, সমবায়্যসমবায়িনিমিত্তভেদাৎ, তত্র—যত্র সমবেতং সং উৎপত্ততে কাৰ্যাং তৎ সমবায়ি, যথা পটং প্রতি তন্ত্ববঃ, তেষু হি সমবেতঃ পট উৎপত্ততে, যচ্চ সমবায়িকারণসমবেতং সং কাৰ্য্যজনকং তৎ অসমবায়ি, যথা আতানবিতানবতাং তন্ত্বনাং সংযোগঃ, উভয়বাত্তিরিক্তং চ নিমিত্তং, যথা কুবিন্দাদয়ঃ ইতি। তত্র সংযোগস্ত্র কার্য্যত্বাৎ অবশ্যং সমবায়িকারণেনাপি ভবিতব্যম্ ইতি সমবায়াং বিনা তদন্ত্র পপত্তেঃ সংযোগস্ত্র সমবায়কল্পনমিত্যর্থঃ। অজ্ঞেতি। ন জায়তে ইতি অজঃ অন্তঃপাতঃ নিতা ইতি যাবৎ জয়রহিতভাবমাত্রস্ত্র নিতাহ্যং, নিতাসংযোগশ্চ আত্মাকাশাদীন্যং, তৎসংযোগস্ত্র অজ্ঞাত্বাৎ সমবায়াভাব-প্রসঙ্গঃ, ইষ্টাপত্তৌ স্বাত্মাপেতহানিরিতি। অজসংযোগশ্চ “ন চ অজসংযোগো নাস্তি” ইত্যাদিনা উপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যতে। অল্পকলতর্করাহিত্যাং অজসংযোগাত্ত্বকলাভমানানভাপগমে আহ—অপি চেতি। সম্বন্ধা-ধীননিরূপণ ইতি। সম্বন্ধাধীনং নিরূপণং জ্ঞানং যন্ত স তথোক্তঃ, সম্বন্ধসাক্ষাৎকারং প্রতি সম্বন্ধিসাক্ষাৎ-কারস্ত্র হেতুত্বাৎ সম্বন্ধাধীননিরূপণং তন্ত্র ইতি, এতচ্চ সমবায়্যসাক্ষাৎকাবমতেনোক্তং, তদন্ত্রমেঘত্বনয়ে তু পক্ষতাবচ্ছেদকবিধয়া সম্বন্ধিজ্ঞানমপেক্ষণীয়মিতি বোধ্যম্। সংযোগোহপি ভবেদिति। তথাচ ভবদভিমত-সংযোগঃ অসিদ্ধঃ, সংযোগস্ত্র ত্রৈবিদ্যাং জ্ঞাত্বং চ মন্তমানেন সংযোগস্ত্র ঐদৃক্ অনভূপগমাৎ, তথাহি বৈশেষিক-সূত্রম্—অগতরকম্বজঃ উভয়কম্বজঃ সংযোগজ্ঞশ্চ সংযোগ ইতি। অগতরকম্বজঃ—শ্বেদশৈলাদি-সংযোগঃ, উভয়কম্বজঃ—বৃষদ্ব্যসংযোগঃ, কবচপ্তমসংযোগাৎ তন্ত্রকুস্তমসংযোগশ্চ—সংযোগজ্ঞসংযোগঃ ইতি। প্রতিসম্বন্ধিগমিথুনমিতি। সম্বন্ধস্ত্র প্রতিযোগাত্মনো ভ্রাতৃভয়নিষ্টত্বাৎ প্রতিসম্বন্ধিগমিথুনং সমবায়্যস্ত্রাপি সংযোগবৎ ভেদঃ, ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সমবায়্য একদে যোহি গন্ধসমবায়ঃ স এব রূপসমবায় ইতি বক্তব্যং, তন্ত্র চ জলে বস্ত্রমান ত্রয়া তত্রাপি গন্ধরূপাদিবিষ্ট ইতি। অনিত্যশ্চেতি। কিঞ্চ যথা সদৃশিনির্দেশেন বিনাশাৎ সংযোগস্ত্র অনিত্যতা তথা সমবায়্যস্ত্রাপি ইত্যপি বোধ্যম্। একস্ম্যাৎ নিমিত্তকারণাদিতি। সমবায়্যস্য সমবায়িকারণা-ভূপগমে অনবস্থাপাতবিধা নিমিত্তকারণমাত্রদ্বীকাবঃ। সংযোগোহপীতি। তথাচ দ্বয়োরেব সম্বন্ধত্বাৎ সমবায়বৎ সংযোগস্যাপি নিমিত্তকারণমাত্রজ্ঞাত্বং বার্থং সমবায়কল্পনম্, তথাচ সংযোগঃ নিমিত্তকারণমাত্রজ্ঞাত্বঃ সম্বন্ধত্বাৎ সমবায়বদिति প্রয়োগঃ। যদি চ সংযোগস্য সমবায়িকারণমিচ্ছতে তর্হি সমবায়স্যাপি তথৈব এগীয়ত্বাৎ অনবস্থাতাদবস্থামিতি ভাবঃ। অথ সম্বন্ধঃ ন সংযোগস্য সম্বন্ধাপেক্ষায়াং হেতুঃ, কিম্ব গুণত্বমেব তথাচ সমবায়স্য গুণত্বাভাবাৎ ন সম্বন্ধাস্তরানপেক্ষা কিম্ব সংযোগস্যৈব ইতি চেৎ, তর্হি সমবায়স্য গুণত্বাভাবেহপি ধর্মত্বাদেব সম্বন্ধদ্বপ্রসঙ্গঃ, অসম্বন্ধস্য ধর্মত্বাত্ত্রপপত্তেঃ, পটে অসম্বন্ধস্য খটধর্ম্য পটধর্ম্যত্বাদিশনাদिति বোধ্যম্।

তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চেতি। শূক্রে কঞ্চলো রোহিণী ধেক্তঃ নীলমুৎপলম্ ইত্যাদৌ গুণগুণিনোঃ সামান্যধিকরণ্যপ্রতীতিরিত্যর্থঃ। তন্ত্র তাদাত্ম্যস্য, নানাঐক্যপ্রায়েতি। নানাধ্বেন সহ একঃ আশ্রয়ো যস্য স তথা অনেকত্বাশ্রয়াশ্রিত ইতি যাবৎ, এবদ্বিধো যঃ সম্বন্ধঃ তেন সহ বিরোদাৎ সম্ভাবনস্থানাদিত্যর্থঃ। ঘটবদভূতলমিত্যাদৌ ভূতলঘটয়োৱনেকত্বসংঘাৎ বর্ততে তত্র সম্বন্ধঃ সংযোগঃ ন তাদাত্ম্য, তথাচ যো যন্মিকপিত-সম্বন্ধবান্ ন তত্র তৎতাদাত্ম্যং গোত্রাশ্রয়বৎ তয়োবিরোদাৎ ইতি। তথাচ শুবর্ণং কুণ্ডলং নীলমুৎপলমিত্যাদৌ তাদাত্ম্যসাক্ষাৎকারাৎ ন তত্র তদ্বিবোধিসমবায়সম্ভবঃ, কপালে খটঃ, তদ্ব্যুপ পট ইত্যাদিপ্রতীতিস্ত্র ভবতি বৈশেষিকবাসনাবাসিতানামেব ভ্রান্তানাং, ন পুনঃ নৈসর্গিকবৈশেষিকপ্রেক্ষাবতামগ্ৰেবার্মিতি বোধ্যম্। বক্ষ্যন্তি চ—“তস্মাৎ মুৎস্ববর্ণে এব তেন তেন আকারেণ পরিণমমানে ঘট ইতি চ, রুচক ইতি চ ব্যাখ্যায়েতে” ইতি “ন তু ঘটাদয়ো বা কপলাদিযু, রুচকাদয়ো বা শকলাদিযু প্রত্যভিজ্ঞাযন্তে” ইতি। “ন হি কপলাদয়োহস্য উপাদানং, তৎসংযোগো বা অসমবায়িকারণম্ অপি তু সামান্যমুপাদানম্ ইতি চ উপরিষ্টাৎ মিশ্রাঃ। বৃত্তি-বিকল্পেতি। বৃত্তিঃ অবস্থানং তস্য বিকল্পঃ বিবিধকল্পনং তেন, অবয়বী অবয়বসমুদায়ে পর্যাপ্ত্যা বর্ততে, প্রত্যবয়বং বা তথা, ইত্যেবং বিকল্পেন ইত্যর্থঃ। অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী ইতি। সম্বন্ধঃ সমস্তেষু অবয়বেষু ব্যাসঙ্গ্য একত্বানবচ্ছিন্নাত্মযোগিতাকপৰ্য্যাপ্তিসম্বন্ধেন বর্ততে ইত্যর্থঃ। কতিপয়েতি। কতিপয়েষু অবয়বেষু স্থানং স্থিতি র্যস্য স তথোক্তঃ, তথাচ সর্বাযবব্যাসক্তোহপি কতিপয়াবয়বগ্রহণেনাপি অবয়বী জ্ঞানবিষয়ো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ন হি বহুত্বমিতি। বহুব্যাসক্তস্যাপি কতিপয়াধারজ্ঞানেন গ্রহণে বহুত্বমপি তথা গৃহ্যেত, ন চ গৃহ্যেত, তথা অবয়বী অপি সর্বাযবব্যজ্ঞানেনৈব জ্ঞাসাতে ন তু কতিপয়াবয়বজ্ঞানেন, ব্যাসঙ্গ্যবৃত্তিপদার্থ-

সাক্ষাৎকারস্য সকলপ্রযাসাক্ষাৎকারাদীনহাং। অথ বহুত্বং সকলবয়বগ্রহণেনৈব অবয়বী গ্রহীত্বাৎ ইতি চেৎ এবমপি অবয়বাত্মপলঙ্কিতাদবস্থাং, সর্বাণ্যবয়বেষু ইন্দ্রিয়সম্মিকধাসম্ভবাৎ সকলবয়বানাম্ অগ্রহণপ্রসঙ্গেন অবয়বিনোহপাল্পলঙ্কিবিত্তি ভাষ্যসমুদাযাথঃ। ভাষ্যে “কিং সমস্তেষু অবয়বেষু অবয়বী বর্ত্তে উত প্রত্যবয়বমি”তি অবয়ববৃত্তিং দ্বিধা বিকল্পা “যদি সমস্তেষু” “অথ অবয়বশ” ইতি আত্মকল্পঃ পুন দ্বিধা বিকল্পিতঃ। টীকাধাম্ “অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী” ইত্যাদিনা প্রথমকল্পস্য আদিমকল্পং ব্যাখ্যায় তসৌব দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যাতু মারভতে নহুত্বসংখ্যা হি ইতি। তদ্রূপশ্চ ইতি। বহুত্বস্য অনেকত্বাবচ্ছিন্নাত্ত্বযোগিতাক-
পথ্যাপ্তিকাদিত্যর্থঃ। অবয়বী তু ইতি। তথাচ প্রথমস্য আদিমঃ স্বরূপেণ অবয়বেষু অবয়বিনোবৃত্তিত্ব-
ব্যবস্থাপনপরঃ, তদ্বিতীয়স্ত ন স্বরূপেণ, কিন্তু একৈক্যাবয়বদ্বারা অবয়বেষু অবয়বিনো বৃত্তিত্বব্যবস্থাপনপরঃ ইতি ভাবঃ। তেনেতি। যথা অবয়বদ্বারা সকলপুষ্পব্যাপি অপি স্বয়ং সকলপুষ্পজ্ঞানমন্তরেণাপি কতিপয়পুষ্প-
জ্ঞানেনৈব গৃহ্যতে, তথা অবয়বদ্বারা সকলবয়বব্যাপী অপি অবয়বী সকলবয়বজ্ঞানমন্তরেণাপি কতিপয়বয়ব-
জ্ঞানেনৈব গৃহীত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে অথালয়লশ ইতি। করণে চশস্। তথাচ অবয়বদ্বারা সমস্তেষু আরম্ভকাবয়বেষু অবয়বী
ঘটাদিবর্ত্তে ইত্যর্থঃ। অত্র আরম্ভকাবয়বব্যাপ্তিরুক্তাঃ করণীভূতা অবয়বা অবশ্যং কল্পণীয়াঃ করণাধিকরণয়ো-
ভিন্নত্বাৎ, তেহপি অবয়বা ইতি তত্রাপি বৃত্ত্যর্থং করণীভূতাবয়বাস্তরকল্পনে, তত্রাপি অবয়বাস্তরকল্পনে অনবস্থা-
প্রসঙ্গঃ ইতি দৃশয়তি—তদাপীতি। উত প্রত্যবয়বমিতি দ্বিতীয়কল্পং দৃশয়তি—অথ প্রত্যবয়বমিতি।
তথাচ পটশ্চ একতত্ত্ববৃত্তিতাদশয়াম্ অত্র তত্ত্ববৃত্তিতা ন শ্রুতং, যোগপণ্ডেন সকলবয়ববৃত্তিত্ত্বৈ অবয়বিনোহনেকত-
প্রসঙ্গঃ। অথ যথা একশ্চৈব জ্ঞাপিতদার্থশ্চ গোত্রাদেঃ যোগপণ্ডেন অনেকগোত্র্যজ্ঞিরূপিত্ত্বং, তথা অবয়বিনোহপি
পটাদেঃ একশ্চৈব অনেকাবয়বতত্ত্বজ্ঞাতবৃত্তিরমন্ত ইতি শব্দতে—গোত্রাদিবদिति। যথা গোত্রং প্রতি-
ব্যক্তিরূপিত্ত্বা দৃশ্যতে ন তথা প্রত্যবয়ববৃত্তিত্ত্বমবয়বিন ইতি দৃষ্টান্তবেদমাং দশয়ন্ পবিরহতি নেতি। অপিচ
অবয়বিনঃ প্রত্যবয়ববৃত্তিত্ত্বৈ যথা কশ্চিং গৃহং বহি বা অপিষ্ঠায় ভোজনং কৰোতি তথা অবয়বী শৃঙ্গং পৃষ্ঠঃ বা
অপিষ্ঠায় ক্ষীরং কুর্ঘ্যাৎ ইত্যাহ—প্রত্যেকপরিসমাপ্তাবিতি। অমিকারঃ সঙ্কঃ। প্রকারান্তবেণ অসং-
কাধাবাদং দৃশয়তি—প্রাপ্তংপত্তেচ্ছেতি। উৎপত্তেঃ পূৰ্ব্বং কার্যশ্চ অসত্তে আশ্রয়রূপকারণাভাবাৎ তদাপ্রিত্যয়া
উৎপত্তেরেব অভাব ইত্যর্থঃ। উৎপত্তেঃ সৰ্ব্বত্বক্বে অন্তমানমাহ—উৎপত্তিচ্ছেতি। উৎপত্তিঃ সৰ্ব্বত্বকা
ক্রিয়াত্বং গতিবৎ ইতি।

টীকায়াং শব্দতে—যত্থ্যচ্যেত ইতি। তথাচ ঘট উৎপত্ততে ইত্যুক্তে ঘটো ন উৎপত্তিক্রিয়ায়াঃ কহা,
কিন্তু অব্যবহিতপূৰ্ব্ববৃত্তিসম্বন্ধেন অসমবায়িকারণসহকৃতং সমবায়িকারণং কপাল এব, তস্মৈ চ প্রাপ্তংপত্তেঃ
সত্ত্বাৎ উপপন্নং কৰ্ত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। পূৰ্ব্বাপরীভাব উচ্চাবচীভাবঃ। তাদর্থ্যনিমিত্তাদিতি। স ঘট এব
অর্থঃ প্রয়োজনং যেমাং তে তদর্থ্যঃ তেমাং ভাবঃ তাদর্থ্যং তং নিমিত্তং যন্ত তাদৃশাৎ উপচারাৎ “ইন্দ্রার্থী সূণা
ইন্দ্র” ইতিবৎ। ঘটাব্যবহিতপূৰ্ব্ববৃত্তিসম্বন্ধে লক্ষণাকারণমিত্যর্থঃ। পবিরহতি—উৎপাদনা হি ইতি।
তথাচ ঘটো ভবতি ইতি প্রয়োগে, ঘটপদস্য লক্ষণয়া তৎকারণকপালপরত্বেনপি উৎপত্তিক্রিয়ানদ্বয়ং, উৎপাদনা-
বক্কৃত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ। যদি চ উচ্যতে উৎপাদনৈব উৎপত্তিঃ, তথাচ কপালেষু উৎপাদনাস্থে উৎপত্তিঃ
ম্যাদেব ইতি নানুপপত্তিরত আহ—ন চ উৎপাদনৈবেনেতি। ভেদে কারণমাহ—প্রয়োজ্যেতি।
প্রয়োজকব্যাপারো হি উৎপাদনা, প্রয়োজ্যব্যাপারশ্চ উৎপত্তিঃ, সা চ আত্মক্ষণসম্বন্ধরূপা। অতএব কুলালো
ঘটম্ উৎপাদয়তি ঘটশ্চ উৎপত্ততে ইতিপ্রয়োগঃ। তয়োৰভেদে দোষমাহ—অভেদে বা ইতি। তথাচ
উৎপাদনায়া ইব উৎপত্তেরপি সাক্ষ্যকল্পপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যুৎপাদনয়ো ভেদাৎ। স্বামী ঘটং কারয়তি
ভূত্যাশ্চ ঘটং কৰোতি ইত্যত্র স্বামিত্বতাসমবেতয়ো ঘটবিশয়কারণতিকরোত্যর্থয়ো যথা আশ্রয়ভেদঃ, তথা
উৎপাদনোৎপত্ত্যোরপি, তত্র উৎপাদনাশ্রয়ঃ কপালাদিঃ, উৎপত্ত্যাশ্রয়শ্চ ঘটঃ। এবঞ্চ উৎপত্তেঃ কার্যধৰ্ম্মত্ব-
ধৰ্ম্মিব্যতিরেকেণ ধৰ্ম্মসম্বন্ধসম্ভবাৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যসম্বয়বশ্চমত্বাপেয়ম্ ইতি সিদ্ধঃ সংকার্যবাদঃ ইতি। ঘটস্য
উৎপত্তিকৰ্ত্ত্বৈ পাণিনিশ্চয়িমপি প্রমাণয়তি—এবঞ্চেতি। ধাতুপাত্তঃ কৰ্ত্তা ইতি। ধাতুপাত্তো নাম ধাতুনা
বোধো যো ব্যাপারঃ তদাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। স চ ব্যাপারঃ বক্তা। ইচ্ছয়া বিভিন্নকারণগতঃ ধাতুনা বোধাতে,
যদীয়শ্চ ব্যাপারঃ ধাতুনা বোধিতঃ তসৌব তত্র কৰ্ত্ত্বং ভবতি, অতএব দেবদত্তঃ পচতি, স্থালী পচতি, ততুলঃ
পচাতে ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগাঃ সিদ্ধন্তি ইতি ভাবঃ। সত্তাৎ বিক্লিভেঃ প্রাক্ বিস্তমানানাং তদাশ্রয়ণামিতি যাবৎ।
তাকিকমতমাশব্দতে—অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ ইতি। তথাচ উৎপত্তেঃ ক্রিয়ারূপত্বৈ তস্মাৎ সৰ্ব্বত্বক্বেন

উৎপত্তিং কার্যাসম্বাস্য আবগুণকত্বেনাপি, স্বকারণসমবায়কপায়াঃ স্বসত্তাসমবায়কপায়া বা উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্যস্য অসত্ত্বেনাপি ন কশ্চিৎ বিরোধ ইত্যাহ—এতদুক্তং ভবতি ইতি । **অলঙ্কার্যকম্** অপ্রাপ্তস্বকপম্ । তথাহি স্বকারণে কার্যশ্চ সমবায় উৎপত্তিঃ ইত্যুক্তে উৎপত্তেঃ প্রাক্ অপি কাযাবগুণকং, সম্বন্ধস্য প্রতিযোগাত্ত্বাৎ প্রত্যয়-নিষ্ঠেন তদাশ্রয়রূপস্য প্রতিযোগিনঃ কার্যশ্চ প্রাক্ সম্বন্ধবশমেব স্বীকাব্যং, দৃষ্টব্যাতিরেকেণ দৃষ্টবৃত্তেঃ অসম্ভবং, দৃষ্টতে হি কুণ্ডে বদবম্ ইত্যাদৌ সংযোগসম্বন্ধস্ত তৎপূৰ্ণকালীনকণ্ডবদরো ভয়নিষ্ঠত্বমিতি সমবায়শ্চাপি সম্বন্ধরূপত্বং তথাহি যুক্তম্ ইত্যাহ। এবং স্বসত্তাসমবায় উৎপত্তিবিধি দ্বিতীয়কল্পেহপি কার্যশ্চ অবিগম্যানশ্চ সত্তাসমবায়বৎ ন সম্ভবতি উক্তযুক্তিরিতি ভাবঃ ।

ভাগ্যে **অসত্তো বী** ইতি । অসত্তোঃ অবিগম্যানয়োঃ পপূৰ্ণশব্দশব্দয়োবিব সদসত্তোঃ উপাদানোপাদেয়য়োঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ । বাক্যারঃ উপমার্পে, তথাচ নিম্নঃ “বাস্তবিকলোপমণ্যোবেবার্থে চ সমুচ্চয়ে” ইতি ।

টীকায়াম্ **অপিচেতি** । **ভাবেন** উৎপত্তিকপেণ ভাবপদার্থেন । অতাস্তাভাবস্ত ত্রৈকালিকাভাবকপশ্চ, বক্ষ্যাত্ত্বপ্রতিযোগিকো বোহিতাস্তাভাবঃ তস্ত্র অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিকস্য ইতি সাব্যস্তং । **মাভূম্যর্থাদী** ইতি । বক্ষ্যাপুত্রেণেতি শেষঃ । **অনুপাখ্যঃ** তুচ্ছঃ, **সং** বক্ষ্যাত্ত্বতঃ । **প্রাগস্তাভাবস্ত তু** ইতি । যটৌ ভবিগতি ইতি ভাবিঘটকপশ্চপ্রতিযোগিনীকপণীয়া ইত্যর্থঃ । **উপাখ্যেয়ঃ** ইতি । উপ সানীপোন খ্যায়তে নিরুচাতে ইতি, উপাখ্যেয়ঃ নিরুচনীয ইত্যর্থঃ । **অসত্তাৎ** ইতি । সত্তাচ্চাবরশ্চ ইতি স্তব্ধব্যাখ্যানাবসরে, তস্মাপি উপপত্তিৰসি “দৃষ্টনষ্টবরূপত্বাৎ” ইতি ভাষ্যব্যাপ্যানাবসরে “অসংস্ভাবং চেৎ কথং কদাচিৎ সৎ” ইত্যাদিগ্রন্থেন ইতি শেষঃ । ভাগ্যে **উপাপত্ত্বস্ত** উপপন্নম্ অভিব্যক্তং । **কার্য্যভাবঃ** অসংকাযাম্ ।

টীকায়াম্ **উক্তমেতদिति** । সংস্কপে মূলকারণে অনাগ্ণিষ্ঠাবশ্যং কল্পিতং কার্য্যত্বং বস্তুতঃ কারণ-স্বরূপাৎ নাত্যবিচাতে, তচ্চ সদসদভ্যাম্ অনিষ্টাচ্চাৎ, সমুদ্রতবজাদিবং কাবগায়না অভিন্নমিব, কাযাশ্চানা ভিন্নমিব চ প্রতীতমানঃ ভবতি ইতি । পটঃ তদ্বৎ ভাষ্যে ভিন্নতে চন্দ্রবিকল্পবিশেষবত্বাৎ ইত্যন্তমানেন বিশেষদর্শন-বশাৎ প্রাপ্তে ভেদে অহ—**বিশেষদর্শনমাত্রাদিতি** । বিশেষেণ অনিষ্টচনাযটকাদিনা সাক্ষাৎকাববিষয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ । **ন চ বস্তুগতঃ ভবতি**—এতি ভাগ্যং যথাক্রমে কাযাকাবগয়োর্বিন্নত্বং গময়তি, তেন চ সিদ্ধান্ত-ব্যাহতেঃ ব্যাচঃ—**নস্তু তঃ** ইতি । **নস্তু ত** ইত্যস্মার্থঃ প্রমার্থতঃ, কেবলং বিশেষদর্শনবশাদেব কাযাশ্চ কারণাৎ প্রমার্থতঃ ভেদো ন ভবতি ইত্যর্থঃ । অথং ভাবঃ—যৎকিঞ্চিদংশেসাশ্চানা অপিজ্ঞানদশায়াং দেবদত্তাদেঃ তদ্বিশেষবিজ্ঞানদশায়াং নথ্য ন বাতবিকভেদঃ, এবং কাযাকল্পনাভাবদশায়াং সতঃ কাবগশ্চ ন্যাকল্পনাভাবদশায়াংপি ন বস্তুতো ভিন্নত্বম্, ইতি কাযোতপি কাবগশ্চ অভেদঃ সিধ্যতি, এবং চ কারণাদগতং ন কাযাশ্চ ইতি । ভেদাভেদয়োস্ত বাবহারিকত্বং ন গাৰ্বিকমিত্যাহ—**সাংব্যবহারিকে তু** ইতি । ভেদাভেদব্যবহায়াঃ চতুঃশ্রীব্যাপ্যায়ং দৃষ্টিত্বাৎ কথঞ্চিদপি । **অনয়েবেতি** । রক্ষ্মস্পর্শদৃষ্টাশ্চেন নিবর্তাদবীত্যাহ । ইত্যর্থঃ । অতথা পরিণামবাদাপাতঃ স্ত্যং ইতি ভাবঃ ।

ভাগ্যে—**অনেকসংস্থানানামিতি** । অনেকানি সংস্থানানি আকৃতযো যোযাং তেষামিতিার্থঃ । **প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি** । কৃতসাক্ষাৎকারশ্চ তদাকাবতয়া পুনঃ সাক্ষাৎকারঃ প্রত্যভিজ্ঞা, যথা সোহয়ং দেবদত্ত ইতি । তথাচ দৃষ্টান্তদ্বয়েন উক্তহেতোর্বাভিচারঃ প্রদর্শিতঃ, তথাহি তত্র কাযাকাবগয়োৰ্ভেদস্ত সাক্ষাৎকারাৎ হেতোর্চ বিশেষদর্শনশ্চ সত্ত্বাং সাধ্যাভাববশ্চিন্তরূপে বাভিচারঃ ইত্যর্থঃ । শব্দে—**জ্ঞানোচ্চৈদেতি** । জ্ঞান উৎপত্তিঃ, উচ্চৈদো বিনাশঃ, তাভ্যাং ব্যবধানাভাবাদিত্যর্থঃ । তথাচ দৃষ্টান্তে পিত্রাদিদেহানাম্ উৎপত্তিবিনাশাভ্যাম্ অব্যবধানাৎ অভেদেহপি, দধিঘটাদিকায়শ্চ ক্ষীরমৃদাদিবিনাশাচ্চপত্তেঃ, উৎপত্তিবিনাশাব্যবধানাৎ ভেদো যুক্ত ইতি ভাবঃ । পরিহরতি—**নেতি** । তথাচ দধ্যাদৌ ক্ষীরাদীনামবশ্য সাক্ষাৎকারেণ নাশাভাবাৎ উক্তহেতুরসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । দধিঘটাদৌ ক্ষীরমৃদাদীনাম্ অঘদর্শনেনপি, সৃষ্টাণাং বটদীপাদীনাম্ তদন্তরাদৌ অঘদর্শনাতঃ, উৎপত্তিবিনাশরূপহেতোর্ভেদস্ত সত্ত্বাং কাযাকারণয়োৰ্ভেদো যুক্ত ইত্যাহ—**অদৃশ্যমানানামিতি** । তথাচ বীজাবয়বানাম্ অঙ্গরাদাবয়বায় উৎপত্তিবিনাশাভাব এব, অবয়বানাম্ উপচয়্যাপচয়বশাৎ দর্শনাদর্শনাভ্যাম্ উৎপত্তি-বিনাশব্যবহারঃ, ন বস্তুগতম্ । উপচয়্যাপচয়বশাদপি কাযাকাবগয়োঃ ভেদাত্তমানেন অসত্তো ঘটাদেকত্বপত্তিঃ, সতচ্চ বিনাশ, ইত্যভ্যুপগমে ব্যভিচারঃ দর্শয়তি—**তত্ত্রেদৃগজ্ঞেতি** । তথাচ তাদৃশবালকে উক্তহেতোরঃ সত্ত্বাং সাধ্যস্ত চ ভেদস্ত অসত্ত্বাৎ ব্যভিচারঃ, পিত্রাদিদেহস্ত উপচয়্যাপচয়বশাৎ ভেদাত্তাপগমে ব্যবহারবিরোধমাহ—**পিত্রাদীতি** । এতদ্পলক্ষণং প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধোহপি দ্রষ্টব্যঃ । **এতেন** কাযেশ্চ কারণায়শ্চ সাক্ষাৎপলভ্য-মানত্বেন, বস্তুজ্ঞাতস্ত্র কণিকাবাদী বৌদ্ধবাদঃ নিরাকর্তব্যঃ । **অভাবশ্চ** ইতি । তথাচ কারকব্যাপারশ্চ কায-

প্রাগভাববিসয়জ্ঞাত্তপত্তিঃ । নাপি সমবায়িকাবণবিসয়ঃ, কারণাং কাৰ্য্যস্ত ভিন্নত্বে ভিন্নত্বাবিশেষাৎ তন্তুনিষ্ঠেন কারকব্যাপ্যবেণ ধটোৎপত্তিপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**অন্যবিসয়ণে** ইতি । অভিন্নত্বে চ সংকাষাবাদাপাত ইত্যাহ—**সমবায়িকারণস্ত্রৈবোতি** । **আত্মাভিশয়ঃ** স্বকীয়ধর্মাবিশেষঃ । উপাদানকারণানন্তরং কাষণামুপসংহরতি—**তন্মাদিত্তি** । **নটন** দিত্তি । যথাহি যদিদিভবরূপো নটঃ কল্পিতবেশভূষাদিভিমিত্যারাজাদিরূপতয়া প্রতীয়তে, তথা জীবাদিত্তি ব্রহ্ম অনাত্মবিদ্যয়া আকাশাদিভগদাকারতয়া প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ । ঈশ্বরস্ত মূলকারণত্বা-
পগমে মানানচ্ছিন্নস্ত তস্য পরিলক্ষ্যদেহেন একবিজ্ঞানান্ সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিঃ স্মাদিত আহ টীকায়াং—**মূলকারণং ব্রহ্ম** ইতি । যুক্ত্যে শব্দাচ্চ ইতানভিন্যাস শব্দান্তব্যাচ ইত্যন্তবপদস্ত প্রয়োজনমাহ—ভাষ্যে **পূর্বসূত্রে** ইতি । তথাচ শব্দাৎ অসত্যঃ কারণস্য নিবস্ত্য সমানবিভক্তিকসদিত্তিপদাভ্যাং কাষাকাবণয়োঃ সামানাদিকবণ্যপ্রতিপাদনাং তথোরভিন্নঃ সাধিতম্ ইতি ভাষ্যসমুদ্যাবার্থঃ ৷১৮

পটবচ ১৯

ভেদবাদিনঃ তাবৎ পটঃ তদ্ব্যভাতি ভিত্তে বিলক্ষণপ্রতীতিবিসয়ত্বাৎ অসিকপরিমাণবদ্বাচ অজ্ঞাদিন গচ্ছঃ, ইত্যুমানেন কাষাকাবণযোৰ্ভেদঃ ব্যবস্থাপরম্বিত্তি, উক্তহেত্বোবাভিচারপ্রদর্শনায় স্বরমিদম্ আবভতে **পটবচো**তি । যথা সংদেষ্টে তপটোং প্রসারিতপটস্ত বিলক্ষণপ্রতীতিবিসয়ত্বেহপি ন ভেদঃ, তথা তদ্ব্যপটয়োরপি বেদিতব্য ইতি
সূত্রার্থঃ ৷১৯

যথা চ প্রাণাদিঃ ২০

মূত্ৰপিশে ন জলানয়নাদি ন নিপাত্তে ঘটেন তু তন্নিপাত্তে, ইতি ভিন্নার্থক্রিয়াকাবিত্ত্বাৎ কাষাং কারণভিন্নং সম্ভবতঃ, ইত্যুমানেন হেতোবাভিচারমাহ—**যথা চো**তি । প্রাণাযামনিকৃষ্ণঃ প্রাণাদি যথা জীবনমাত্রং নিপাদয়তি ন আকুঞ্চনপ্রসারণাত্ত্বং কষ, অনিকৃষ্ণস্ত আকুঞ্চনাদিকমপি কবোতি, নৈতাবতা যথা প্রাণাদেৰ্ভেদঃ, তথা কাষাকারণয়োরপি বেদিতব্যঃ । অতঃ সিদ্ধং কাবণাদিনন্তঃ কাষাস্থেতি । ভেদাভেদয়োস্ত ন তাত্ত্বিকত্বং কিঞ্চ ব্যবহারিকত্বম্ । এবং সর্বশ্চ বস্ত্তজাতস্ত ব্রহ্মানন্তত্বাৎ একবিজ্ঞানান্ সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-
মিক্টিবিত্তি সংক্ষেপঃ । আবদ্ধাবিকরণদ্ব্যন্তোমোপিত্ত্বা তদঙ্গত্বাৎ নাত্ম অদিকবণ্যস্তরানন্তকং সত্যপি
প্রথমাস্তপদে ইতি বোধ্যম্ ।

যমাকৃষ্টকেশঃ সমাবিষ্টচেতাঃ গুরোঃ পাদয়ো নন্দয়োচ্চাকৃষ্ণঃ ।

শ্রুতান্তে পুতাত্তঃ প্রশান্তৌতাত্তঃ কৃতাত্তং ন শঙ্কে জনস্তাপিত্তাত্তঃ ৷২০

ইতরব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ২১

অভিন্ননিমিত্তোপাদানং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং জীবান্তি ব্রহ্ম চেৎ জগৎ-
কারণং তদা ন স্থানিষ্টং নবকাদি জনয়েৎ, ন চ বস্ত্তঃ কশ্চিৎ স্বয়মেব স্বাহিতকাব্যী স্মাদিত্তি ত্রায়েন বিরুদ্ধাতে
ন বা ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মণঃ স্ত্রেদে হিতাকবণাদিপ্রসক্তা, ব্রহ্ম ন জগৎকারণমিত্যাক্ষেপাৎ পূর্বপক্ষমাহ—
ইতরব্যপদেশাদিত্তি । অয়মর্থঃ ইতরস্ত জীবন্ত “স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইত্যাদিশ্রুতৌ
ব্রহ্মাত্মব্যপদেশাৎ । অথবা—ইতরস্ত ব্রহ্মণঃ “তৎস্তু তদেবানুপ্রাবিশ” ইত্যাদিশ্রুতৌ জীবত্মব্যপদেশাৎ
জীবান্তিব্রহ্মণঃ স্ত্রেদে হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ, নন্তব্যতাসেন স্বহিতজ্ঞবামণাদিবিবিধানর্থকবস্ত্তদোষপ্রসক্তিঃ
স্তাৎ । নঃ চ তৎ যুক্তম্ অস্ত্রাষ্টচেতনস্ত স্বতন্ত্রস্ত ভগবতঃ পবমেশ্বরস্ত । এতদুপলক্ষণং সর্বপ্রলয়কর্ত্তৃদসর্বজ্ঞত্বাদি-
প্রসক্তিত্ত জীবন্ত । অতঃ প্রোক্তসমন্বয়ো বিরুদ্ধাতে ইতি পূর্বপক্ষঃ । তথাহি—

সর্বজ্ঞস্য স্বতন্ত্রস্য জীবভেদং প্রপণ্যতঃ । কুচে জীবাহিতেনিষ্ঠা নিজাহিতকৃত্তির্ভবেৎ ॥ ইতি ।

অত্র প্রথমাস্তপদাৎ অসিকরণাবস্তো বোধ্যঃ । নহ “রসো বৈ সঃ রসং ছেদায় লক্ষ্য আনন্দী
ভবতি” “একঃ স্বাত্ম পিঙ্গলমত্তি অন্তঃ অনন্তান্ অভিতাকনী” ইত্যাদিশ্রুতয়োঃ জীবন্ত ব্রহ্মণো ভেদমেব
উপদিষ্টম্ ন তু অভেদঃ, তৎ কথম্ ইতরস্ত ব্রহ্মণঃ জীবত্মব্যপদেশঃ, জীবন্ত বা ব্রহ্মত্মব্যপদেশঃ ? অত আহ
টীকায়াং—**যন্তপী**তি । ভেদপ্রতিবৎ “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যাদিশ্রুতীনাং ভেদোপদেশাৎ ভবত্যেব
আক্ষেপ ইত্যাহ—**তথাপী**তি । তত্তি ভবতাং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ তয়োৰ্ভেদাভেদৌ, অত আহ—**নচেতি** ।
বিরোধাৎ গোত্বান্তরবৎ সহানবস্থানাৎ । নহ স্বয়োরেব শ্রোতত্ত্ব সমুদ্রতরঙ্গবৎ অবিরোধ এব ভবতু অত
আহ—**ন চ ভেদ** ইতি । জীবব্রহ্মণোৰ্ভেদস্ত অতাত্ত্বিকত্বে কথং ভেদপ্রতীতিঃ অত আহ—**স এব তু**
ইতি । তথাচ বস্ত্ততো ভেদাভাবেহপি অনাত্মবিদ্যোপাদিবশাৎ জীবব্রহ্মণোৰ্ভেদভ্রমঃ, পরমার্থতো ভেদাভাবেহপি
গৃহ্যত্বোপাদিবশাৎ ভেদপ্রত্যয়বৎ মহাবোয়ঃ । তেন জীবব্রহ্মণোবাস্তবভেদাভাবেন । পরমাত্মনো জীবভেদস্ত

ভামতীপ্রভা—১ম পাদঃ ২২-২৩-২৪শ সূত্রাণি । ২০৭

অনুভবঃ অনুভবো বা ইতি বিকল্পা প্রথম কল্পে ইষ্টাপত্তিঃ গৃহীত্বা দ্বিতীয়ে দোষমাহ—অননুভবে ইতি । তথাচ “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ স সৰ্ব্ববিদী”তি শ্রুতিঃ কুপোঃ । তথাচ অবিজ্ঞাবশাৎ জীবানাং ভ্রমঃ হিতাকরণাদি সম্ভবেহপি সৰ্ব্বজ্ঞস্তদ্রূপস্য ন দ্বগংকারণং ব্রহ্ম ইতি ভাবঃ ১০১

অদিকং তু ভেদব্যাপদেশাৎ ১২২

তু শব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষং ব্যাবহরতি । যতো জীবাদদিকং ভিন্নং ব্রহ্ম জগদ্বিস্ত্রোপাদানম্ ইতি বয়ং বদামঃ, অতঃ ন হিতাকরণাদিদোষাণাং ব্রহ্মণি প্রসক্তিঃ, কুতঃ ভেদব্যাপদেশাৎ । “আত্মা বাবে দৃষ্টবা” ইত্যাদৌ উপাধিকভেদনির্দেশাৎ । ন চান্তি নিত্যমুক্তস্ত বিশুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ হিতম্ অহিতং বা কিঞ্চিৎ, যেন অহিতকরণাদয়ঃ স্তত্র প্রসঙ্গোহরন্ ইত্যর্থঃ । আরক্যাদিকরণসিদ্ধাস্তজ্ঞাপকত্বাৎ নানেন অদিকরণবস্তুঃ ।

ভাষ্যে যৎ সৰ্ব্বজ্ঞমিতি । তথাচ সৰ্ব্বজ্ঞাৎ সৰ্ব্বশক্তেব্রহ্মণঃ সৃষ্ট জীবস্ত উপাধিকভেদাৎ ন হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ ব্রহ্মণি, ন বা সৰ্গপ্রলয়কর্তৃহসৰ্ব্বজ্ঞাদয়ো গুণা জীবো প্রসজ্ঞাস্তে, দৃষ্টতে চ বাস্তবভেদেহপি অবচ্ছেদকভেদেন ভেদো মহাকাশবটাকাশযোঃ, সম্ভবন্তি চ মায়াশক্তিবশাৎ বিশুদ্ধত্বাপি ব্রহ্মণঃ স্তত্র আদয়ঃ গুণাঃ, অবিজ্ঞাবশাচ্চ প্রোক্ত ভোক্তৃদ্বন্দ্বয় ইতি ভাবঃ । জীবেশযোঃ উপাধিকভেদে শ্রুতিং প্রমাণযতি—“আত্মা বা” ইত্যাদি ।

টীকায়াং সত্যময়ামিত্যাদি । সৰ্ব্বজ্ঞস্ত সৰ্ব্বায়নঃ ব্রহ্মণঃ জীবভেদজ্ঞানেহপি জীবপতঙ্গদ্ব্যুপাদীনাং আবিজ্ঞকদ্বন্দ্বানাং ন অহিতকরণং স্তত্র উদাসীনস্ত নিত্যমুক্তস্ত ইত্যর্থঃ । ভাবতঃ তত্ত্বতঃ, বেদনাসঙ্গঃ জ্ঞানসম্বন্ধঃ, তদ্বদভিমানঃ, স্তত্রদ্ব্যুপাদিবস্তুর জ্ঞানম্ ইতি এপি পৰমায়া পশুতি ইত্যম্বয়ঃ । তথাহি—

গন্ধর্গগৃহবৎ জীবসংসাৎ পশুতঃ প্রভোঃ । অহিতং বা হিতং বাপি ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ॥

ভাষ্যোক্তা অপিচৈতাদিসূক্তিঃ আবস্তগতব্রাবসান এব উক্তা, পুনরত্রাভিধানে পৌনরুক্ত্যামাশঙ্ক্যাহ—পূর্বোপপত্তীতি ।

ভাষ্যে অপি চেতি । তথাচ ন ভাবং একাত্মজ্ঞানাৎ পরং ব্রহ্মণঃ সৃষ্টং জীবস্ত বা অহিতকরণং সম্ভবতি । তদানীং একাত্মজ্ঞানেন দ্বৈতস্ত সমূলবাসাৎ, “যত্র তু সৰ্বমস্ত আত্মৈবাত্মভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইতি শ্রুতেঃ । একাত্মজ্ঞানাৎ পক্ষঃ চ জীবেশ্বরবোঃ উপাধিকভেদেষ্টেদ সম্বাৎ ন হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ইত্যাহ—অনাদিতে তু ইতি । অত্র সৰ্বময়বস্তুম্ ১২২

অস্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ১২৩

অয়মর্থঃ—যথা একাত্মাৎ পৃথিবীভূতাত্ অগ্নানাং বজ্রবৈজুর্য়াদিভেদেন বৈচিত্র্যমেবং ব্রহ্মোপাদেয়ানাম্ আকাশাদীনাম্ অরূপতো বৈচিত্র্যং বোধ্যম্, অতঃ একাত্মাৎ ব্রহ্মণো বিচিত্রজগৎপত্তের্নানুপপত্তিরিতি । আরক্যাদিকরণদৃষ্টান্তমাত্রোক্তোযাৎ নানেন অদিকরণবস্তুঃ ।

টীকায়াং সৰ্ব্বৈশ্বেবেতি । মুদ্বিকারস্ত ঘটশবাবাদেঃ সৰ্ব্বৈশ্বব জড়ত্বং ব্রহ্মবিবদস্ত জীবস্ত চেতন-দর্শনাৎ তদ্বিবদস্ত সৰ্ব্বৈশ্বব আকাশাদেঃ ভূতজাতস্ত চেতনদ্ব্যপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ । ভাষ্যে যথা চেতি । বরূপ-ধম্ম-ক্রিয়াভেদাৎ ত্রিবিধো দৃষ্টান্তঃ । কিংপাকঃ মহাতানঃ, তথাচ তত্ত্বংকাযগংস্কাবকপাদিশিষ্টভেদাৎ বৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ । শ্রুতেশ্চেতি । জীবাত্তিন্নস্ত ব্রহ্মণো জীববদোষপ্রসক্তিঃ নবশিরঃশৌচানুমানবৎ “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবজ্ঞং নিরঞ্জনম্” ইত্যাদিপ্রত্যয়াদি বাধ্যতে । জীবৈশ্বব যদি আবিজ্ঞক-স্বত্বদ্ব্যুপাদে ন বস্তুতঃ সম্বন্ধলেশঃ, তদা কিমু বক্তব্যঃ মায়াদীশস্ত কর্তৃভোক্তৃদ্ব্যুপাদিরহিতস্য পরমকাবণস্য ব্রহ্মণ ইত্যাহ—নিকারশ্চেতি । “বাহোঃ শিব” ইতিবং বিকাশস্য আকাশাদে বায়াদ্ব্যুপাদে ন বিকারঃ বস্তুসন্ ইতি প্রপঞ্চিতং সমনস্তবাধিকরণে । যচ্চাভিধীয়তে—একরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ তৎকার্যস্য জগতো ন বৈচিত্র্যাসম্ভবঃ, দৃষ্টতে হি বিভিন্নজ্ঞাতীয়ানায়েব যৎস্ববর্ণাদীনাম্ ঘটমুকুটাদিকার্য্যবৈচিত্র্যমিতি, তদেতৎ স্বপ্নদৃষ্টাশ্চেন পরিহরতি—স্বপ্নদৃষ্টেতি । যথা অসিদ্ধানস্য স্বপ্নদর্শনঃ একেষ্টেহপি তদভিতানং বাপ্তস্বত্বদ্ব্যুপাদিভাবানাং বৈচিত্র্যং, তথা বিবর্তাসিদ্ধানস্য ব্রহ্মণঃ একেষ্টেহপি তদ্ব্যপন্নয়োঃ জীবেশ্বরবোঃ আকাশাদেচ বৈচিত্র্যং নানুপপন্নম্, অতঃ কারণস্য একাং ন কাযৈকো ভস্তুম্ ইতি সিদ্ধম্ ১২৩

উপসংহারদর্শনাম্মেতি চেন্ন ক্ষীরবন্ধি ১২৪

অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিং বদন্ত সমগ্রয়ো বিয়য়ঃ । স চ অসংখ্যং নোপাদানং কৰ্ত্তৃ বা, ক্লালাদিবৎ ইতি জ্ঞায়েন বিরুদ্ধাতে ন বা ইতি সংশয়ে, উপাধিকভেদবশাৎ হিতাকরণাদিদোষো বারিতঃ পূর্বস্মিন্ সূত্রে, ইহ তু উপাধিতোহপি ন দ্বৈতঃ ভিন্নং সহকারিকারণং কিঞ্চিদপি অনেকত্বাভাবাদীশ্বরস্য, অতো ন ব্রহ্ম

জগদুপাদানং সহকার্যভাবাদিতি প্রত্যাহরণেন আক্ষিপ্য সমাধত্তে—উপসংহারেতি । ফলং পূর্ববৎ । অয়মর্থঃ লোকে হি কুলাদাদয়ঃ দণ্ডচক্রাদিসামগ্রাসহায়েন ঘটাদিকর্তারঃ দৃশ্যন্তে, উপাদানানাং চ মুদাদীনাং স্বব্যতিরক্ত-কুলাদাদিসহভাবঃ । অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্য চ ব্রহ্মণঃ নাস্তি এতৎস্বয়মপি, অতঃ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেৎ, **ক্ষীরবজ্জি** ইতি । হি যতঃ, যথা ক্ষীরম্ অনপেক্ষ্যৈব বাহুং কিঞ্চিসাধনাস্তং দধিভাবেন পরিণমতে, তথা ব্রহ্মপি ইত্যর্থঃ । প্রথমাস্তনগ্রুপদাৎ অবিকরণান্তো জ্ঞেয়ঃ ।

টীকায়ামেকমিতি । পূর্বপক্ষে জগদৈবদ্যাবাবীজম্ উপাদানান্তররহিত্যং দর্শিতম্, **অদ্বিতীয়তয়া** ইতি চ সহকারিকারণভাবো দর্শিতঃ । **ক্রমেণেতি** কারণক্রমস্তুরেণ কার্যক্রমাভাবঃ সূচিতঃ । **বিবিশ্বেতি** ন দেবতিষ্ণ্ডম্নুশ্চাদিভেদেন বৈবিধ্যং জগতঃ, বৈচিত্র্যং চ পণ্ডিতমুখ্যন্তন্দরাত্মদ্রপুংস্তাদিভেদেন । **ন হি একরূপাদিতি** । দৃশ্যতে হি বিলক্ষণকারণেভ্যো মৃত্তবর্ণাদিভাঃ বিলক্ষণকার্যণাং ঘটশরাবকুণ্ডলরচকাদী-নামুৎপত্তিঃ, অতঃ কারণবৈলক্ষণ্যমেব কার্যবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ । ব্রহ্মণস্তদ্বিরহাৎ কার্যস্যাপি আকাশাদেঃ তদ্বিরহো যুক্ত ইতি ভাবঃ । **আকস্মিকত্বেতি** । কারণং বিনা উৎপন্নম্ আকস্মিকম্ । কার্যভেদামু-পপত্তিবৎ কার্যক্রমোহপি অল্পপন্ন ইত্যাহ—**ন চাক্রমাদিতি** । তথাচ কারণানাং মৃত্তবর্ণাদীনাং ক্রমাদেব হি বিজ্ঞাতীয়কার্যণাং ঘটমুকুটাদীনাং ভবতি ক্রমঃ, প্রকৃতে চ মূল কারণস্য ব্রহ্মণঃ একস্য ক্রমাভাবং কার্যণাম্ আকাশাদীনাং ক্রমেণ উৎপত্ত্যভাব ইত্যর্থঃ । “তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সমুভূতঃ আকাশঃ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাদিশ্রুতিস্ত সৃষ্টিক্রমং বোধয়তি । সামর্থ্যাভাবাৎ গুণগদনৈককাৰ্যো-পাদাভাবো দৃষ্টঃ কুলাদাদৌ, নিরতিশয়ানন্তশক্তিমতশ্চ ভগবতঃ সোহপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ—**সমর্থশ্চেতি** । **ক্ষেপো** বিলম্বঃ । উপাদানস্য বর্ণনাদেঃ একত্বোহপি সহকারিকারণসমধানক্রমাৎ ভবতি কটকমুকুটাদি-সজাতীয়কার্যক্রমঃ, ব্রহ্মণশ্চ অদ্বিতীয়স্য সহকার্যভাবাৎ সোহপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ—**অদ্বিতীয়তয়েতি** । **ক্রমবদিতি** মতুবন্তম্ ।

ভাষ্যে **অনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনা** ইতি । অনেকমাং কারকাণাং দণ্ডচক্র-সলিলসূত্রমুদাদীনাম্ উপসংহারেণ মেলনেন সংগৃহীতং লব্ধং সাধনম্ অখিলকারণসমবধানং যৈঃ তে ইত্যর্থঃ । অত্র কারকসাধনপদয়োঃ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—**একৈকমিতি** । সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্রাং, যাবৎকারণ-সমবধানমিতি যাবৎ । তথাচ বাস্তবসমষ্টিভেদেন তয়ো ভেদঃ । সাধাতে অবশ্যমেব নিষ্পাণ্ডতে কার্যমেনেনেতি সাধনং করণে অনট, সাধকতমমিত্যর্থঃ । একৈকেন মুদগাদিনা ন খলু নিষ্পাণ্ডতে কার্যং ঘটাদি, সতি চ কাবণ-কুটসমবধানে অবশ্যমেব নিষ্পাণ্ডতে তৎ ইত্যাহ—**ততো হি** ইতি । **ততঃ** সাধনাং । **নিগমগতি তস্মাদিতি** । **তথাহি**—নাসহায়মুপাদানং নৈকস্যাং কার্যাসমুত্তিঃ । বিয়দাদিক্রমো নাপি দ্বিতীয়রহিতাৎ বিভোঃ ॥ ইতি ।

ভাষ্যে **স্বার্থ্যতে** শীঘ্রতাং সম্পাণ্ডতে । তথাচ স্বত এব ক্ষীরাদীনাং বর্জ্যতে দধিভাবসামর্থ্যম্, আতঙ্কনাদিকল্প শীঘ্রতাসম্পাদকমাত্রম্ । স্বত স্তেভাং দধিভাবসামর্থ্যাভাবে সহায়শক্তেনাপি ন তথা শক্যতে কল্প মিতিাহ—**যদি চেতি** । স্বতো বর্জ্যমানায় এল শক্তে কল্পসম্পাদনমেব সহায়সম্পদা কার্যং, ন পুনঃ অসত্য উৎপাদনমিত্যাহ—**সাধনসামগ্র্যা চেতি** ।

টীকায়াম্ **উচ্যতে ক্ষীরবজ্জীতি** । তথাহি—

ব্রহ্মবিজ্ঞাসহায়ত্বাৎ বিচিত্রানেককর্মকৃত্বং । অবিজ্ঞাপরিপাকচ্চ ক্রমোহপি কার্যাসঞ্চয়ে ॥

ব্যচষ্টাং প্রতিবক্তু । **তাত্ত্বিকম্** অল্পহিতং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তশরূপমিতি যাবৎ । **ইদং** ব্রহ্মণোহুপাদানম্ । **অনাদিনামেতি** । অনাদি নামরূপাত্মকং বীজং কারণং তৎসহিত মিত্যর্থঃ, তথাচ আন্তরসহকারিকারণসত্ত্বং দর্শিতম্ ঈশ্বরশ্চ । **কান্ত্বনিকং** মায়িকং, সর্গশক্তিম্ অপেক্ষ্যেতি পূর্বেণাহঃ । তথাচ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং সহায়ভাবাৎ সম্মতবৎ ইত্যাহুমানবটকং ব্রহ্ম বিশুদ্ধম্ অবিশুদ্ধং বা ? আত্মে ইষ্টাপত্তি মাহ—**কিং নামেতি** । তথাচ পরমার্থতঃ কার্যভাবাৎ শুদ্ধস্ত ব্রহ্মণঃ অল্পপাদানম্ ইষ্টমেবেতি ভাবঃ । শ্রুতৌ করণং সাধনং । দ্বিতীয়ে তু ব্যভিচারাসিন্দৌ দর্শয়তি যদীতি । তথাহি অত্যন্তব্যতিরক্তসহকারিকারণভাবাৎ বা আন্তর-সহকারিকারণভাবাদ্ বা অল্পপাদানম্ ব্রহ্মণঃ ? যদি তাবৎ আত্ম তদা ক্ষীরাদিবিভিচারঃ, তথাবিধসহকারি-কারণভাবেহপি তেষাং দধ্যাদুপাদানত্বদর্শনাৎ । অত্যন্তব্যতিরক্তম্ স্বধর্মস্বেন অনন্তভূতম্ । তে ক্ষীরাদয়ঃ, **পরিবাসঃ** পূর্বকালাদারভা উত্তরকালেহপি বাসঃ, পর্যুষিতবৎ । সোহপি ক্ষীরস্ত ধর্ম এব । **পরিণামান্তরং** দধ্যাদিভাবম্ **আসাদয়ন্তি** গ্রাপ্তবন্তি, চৌরাদিকাং আঙপূর্বকসদেক্রপম্ । যত্বপি “পয়োহনুবচ্ছেৎ তত্রাপি” ইতি স্বত্রে ক্ষীরপরিণামেহপি পরমার্থতঃ ঈশ্বরাদিষ্ঠানরূপং কারণান্তরমস্তু ইতি বক্ষ্যতে, তথাপি অর্বাণ্-

দৃগভিপ্রায়েণেদমুক্তমিতি বোধাম্। দ্বিতীয়ে অসিদ্ধিমাহ—অত্রৈতি। ব্রহ্মণোহুপাদানত্বসাধকাত্মমানে ইত্যর্থঃ।
আন্তরত্বং স্বধর্মত্বম্, অন্তরদ্বন্দ্বমিতি যাবৎ। তদসিদ্ধমিতি। অসিদ্ধিঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ, সা চ হেতুভাববৎ-
পক্ষরূপা। তামাহ—অনির্ব্বাচ্যেতি। অত্রৈতৌ মায়িনং মায়্যবিষয়ং ন তু মায়্যশ্রয়ং ব্রহ্মণস্তদ্বিরহাৎ, মায়্যায়াঃ
ব্রহ্মধর্মত্বং চ ন সাক্ষাৎ, কিন্তু অবিত্তাত্মকমায়্যবিষয়ত্বাৎ পারস্পরিকম্ ইতি জ্ঞেয়ম্।

নহু ক্রমরহিতাৎ ব্রহ্মণঃ আকাশাদিকার্যাক্রমাত্মপন্থিরুক্ত। পূর্ব্বপক্ষে, ইদানীং মায়্যায়াঃ সহকারিত্বোপ-
গমেহপি তদ্ব্যসত্তাদবস্থায়ত আহ—কার্যক্রমেণেতি। তৎপরিণাপকঃ তত্ত্বাঃ মায়্যায়াঃ পরিণতিঃ,
তথাচ কার্যক্রমদর্শনাৎ তৎপরিণতিরপি ক্রমেণৈব ভবতি ইতি ফলবলাৎ কল্প্যম্ ইতি ভাবঃ। একরূপাৎ
ব্রহ্মণো বিবিধকার্যোৎপত্ত্যভাব উক্তঃ পূর্ব্বপক্ষে, তত্র কারণৈকত্বহেতৌ ব্যভিচারং দর্শয়তি—একস্মাদপীতি।
যথা চৈত্রসম্ভাভাৎ একস্মাদেব ধাবনাখ্যাৎ কল্পণঃ পূর্ব্বদেশবিভাগঃ, উত্তরদেশসংযোগঃ চৈত্রে চ বেগাখ্যাঃ সংস্কারো
জায়তে। তথাচ কারণগতশক্তিবৈচিত্র্যমেব একস্মাৎ কারণাৎ নানাকার্যোৎপাদগ্রন্থোজকম্। প্রকৃতে চ
অনিবাচ্যানিষ্ঠাশক্তে বৈচিত্র্যাদেব মূলকারণাৎ ব্রহ্মণ একস্মাদপি বিবিধকার্যোৎপাদ ইতি ভাবঃ। ২৪

দেবাদিবদপি লোকে। ২৫

অচেতনস্ত ক্ষীবাদেরসহায়স্ত কাবণত্বসম্ভবেহপি চেতনস্ত কুলানাদেরসহায়স্ত তদদর্শনাৎ ব্রহ্মণশ্চেতনস্ত
অসহায়স্ত ন জগৎকারণত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরেণ পরিহরতি—দেবাদিবদপি। লোকে শাস্ত্রে ঐতি-
শ্মতীতিহাসাদৌ, দেবাঃ পিতব্যঃ ঋষয়শ্চ মহাপ্রভাবাঃ অনপেক্ষ্যেব বাহুং সাধনান্তরং বিবিধকার্যকারিণো
দৃগুশ্চে, তথা সর্গজঃ সর্গশক্তিমান্ পরমেশ্বরোহপি অনপেক্ষ্যেব বাহুং সাধনান্তরং ব্রহ্মাতীদং বিবিধং
জগদিতি। অথবা লোকে ইহৈব জগতি “লোকস্ত ভুবনে জনে” ইত্যমবঃ, তথাহি ভবগতামাচাৰ্যাণাং
সূত্রপ্রণয়নকালে যজ্ঞনিমগ্নিতানাং দেবানাম্ ইন্দ্রাদীনাম্, ঋষিণাং চ সৌভরিপ্রভৃতীনাং সাধনান্তরনৈরপেক্ষ্য-
ণৈব বিবিধরূপপরিগ্রহঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ লোকে; তদ্বৎ ব্রহ্মপি ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ দৃষ্টান্তলক্ষণস্ত যথার্থতাপি
সঙ্গচ্ছতে, তথাচ ভগবান্ অক্ষপাদঃ—“যত্র লৌকিকপন্নীক্ষকাণাং বৃজিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ” ইতি।
ইতি হত্রার্থঃ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগৎকারণং চেতনদে সতি অসহায়ত্বাৎ কুলালবৎ ইত্যাহু্যানে হেতৌ চেতনত্ব-
বিশেষণেহপি দেবাদিমু ব্যভিচারতাদবস্থায় দর্শিতম্। পূর্ব্বত্র ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন অসহায়স্ত উপাদানত্বং দর্শিতম্,
অত্র তু অসহায়স্ত নিমিত্তকারণত্বমপীতি। ঐশ্বর্য্যবিশেষঃ তপঃপ্রভাবঃ হন্যৎ যোগঃ সাধননৈরপেক্ষ্যেণ
কার্যকারিত্বম্, অভিধ্যানং সঙ্কল্পঃ। বৈদিকপ্রমাণমনিচ্ছতো বরীকান্ প্রত্যাহ—তস্মানভ্যশ্চেতি।
দৃষ্টান্তদ্বৈষ্টান্তিকয়োঃ বৈষম্যপ্রদর্শনেন শব্দে—স যদিতি। নিরাকরোতি—তৎ প্রতীতি। তথাহি কুলালাদীনাং
পরস্পরাধাস্তচিহ্নভাঙ্গকপিণ্ডানামেব কর্তৃত্বমকামেনাপি ভবতা বাচ্যং, তাদৃশাৎ তে সাধনান্তরপেক্ষ্যেব
সম্পাদয়ন্তি ঘটাদিকার্য্যজাতং, দেবাদয়স্ত দেহাদিমস্তোহপি অনপেক্ষ্যেব সাধনকলাপং প্রাসাদোদ্যানদেহাদি-
বিবিধকার্য্যজাতং সঙ্কল্পগাত্রৈণৈব প্রভবন্তি নিম্মাতুম্, ইতি বজ্রলেপো ব্যভিচারঃ ইতি ভাবঃ। যদি ভগবৎ-
প্রসাদলবাসাদিতশক্তীনাং দেবানাম্ ঈদৃশী দক্ষতা, কিমু বক্তব্যম্ সর্ব্বজ্ঞস্ত বিবিধবিচছানস্তথাক্তে ভগবতঃ পরমেশ্বরস্ত
সত্যসঙ্কল্পস্ত। যথাহঃ পুবাণবিদঃ—চিকীর্ষিতে কল্পিণ চক্রপাণোনাপেক্ষ্যতে কাপি সহায়সম্পৎ। পাঞ্চালজায়াঃ
পটসংবিধানে মধোসভং নৈব তুরী ন বেমা ॥ ইতি।

টীকায়াং যদি তু ইতি। অসহায়ং ন কারণমিতি ব্যাপ্তৌ অসহায়স্ত ক্ষীরাদেঃ দধ্যাদিকারণত্বদর্শনাৎ
সত্যপি ব্যভিচারে চেতনদে সতি ইতি হেতুবিশেষণেন ক্ষীবাদ্যচেতনবাদাসাৎ, চেতনানাং চ কুলালাদীনাম্
অসহায়ানামকাবণত্বদর্শনাৎ ন ব্যভিচার, ইতি চেতনমসহায়ং ব্রহ্ম ন জগন্নিমিত্তোপাদানমিত্যর্থঃ। ২৫

কৃৎস্নপ্রসক্তি নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা। ২৬

নিরবয়বং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি বদনং সমগ্রয়ো বিষয়ঃ, “ক্ষীরবজ্জি” ইতি দৃষ্টান্তেন ব্রহ্ম পরিণমতে
ইতি ভ্রমে স কিং নিরবয়বং ন পরিণমতে আকাশবৎ ইতি ত্রায়েন বিকথ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, পরিণামনিরাসেন
বিবর্ত্তদুটীকরণায় আক্ষেপসঙ্গত্যা কার্য্যত্বসঙ্গত্যা বা পূর্ব্বপক্ষয়তি—কৃৎস্নপ্রসক্তিরিতি। তথাহি ব্রহ্ম নিরবয়বং
সাবয়বং বা? আত্মে ব্রহ্মণঃ পরিণামে সর্বাশ্রয়ান পরিণামো বাচ্যঃ, সাবয়বত্বেন ক্ষীরনীরাদেবৈকদেশপরিণাম-
সম্ভবাৎ, নিরবয়বস্ত চ একদেশবিরহাৎ ন তথা। দ্বিতীয়ে “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত” মিত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ,
উভয়ত্রৈব অনিত্যত্বপ্রসঙ্গত্ব। তথাচ ব্রহ্ম ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ। অত্র প্রথমাস্তপদাৎ অধিকরণায়ন্তো বেদ্যঃ।

ভাষ্যে পর্য্যায়শ্রুৎ পরিণতোহভবিত্যৎ। নিষ্কলমিতি। নিষ্কলং নিরবয়বং নিষ্ক্রিয়ং কৃৎস্নং, শাস্তং
উপসংকৃতসর্গবিকারং, নিরবয়বং অগর্হণীয়ং, নিরঞ্জনং নির্লেপম্। স আত্মা দিব্যঃ জ্যোতনবান্ অলৌকিকে।

বা, হি যন্মাং অমূৰ্ত্তঃ সৰ্বমূৰ্ত্তিবিবৰ্জিতঃ পুরুষঃ পূৰ্ণঃ পুরিশয়ো বা, বাহ্যভাস্ময়েণ সহ বৰ্ত্ততে ইতি সৰ্বাছাত্ম্য-
স্তরঃ, ন জায়তে কৃতশ্চিদিতি অজঃ । নিষ্কলমিত্যাদিশ্রুত্যাশ্লেখকলমাহ—ততশ্চেতি । সৰ্বাছাত্ম্য পরিণামে
“আত্মা বাহ্যে দৃষ্টব্য” ইতি দৃষ্টব্যত্বোপদেশবৈয়ৰ্থ্যমাহ—দৃষ্টব্যত্বেনেতি । তথাচ পরিণতস্ত ব্রহ্মণো দৃষ্টব্যত্বোক্তৌ
উপদেশানর্থক্যং স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ তস্ত । অপরিণতস্ত চ অভাবাৎ কিং দৃক্ষ্যতি । অপি চ জগদাত্মনা জাতে
ব্রহ্মণি “অজো হ্যেকো জুবমাণোহমুশেতে জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহতু” ইত্যাদি শ্রুতি-
বিরোধমাহ—অজত্বেনেতি । স্ত্রোবশেষং ব্যাখ্যাতু মুপক্রমতে অথেনেতি । তথাচ ব্রহ্মণঃ সাবয়বত্বে শ্রুতি-
বিরোধঃ । যুক্তিবিরোধমপ্যাহ—সাবয়বত্বে ইতি । শ্রুত্যা ব্রহ্মা চ বিরুদ্ধোহয়ং পরিণামবাদঃ কথমপি
নোপপত্ততে ইত্যাহ—সৰ্ব্বথেনেতি । তথাহি—

সাকলেন জগদভাবে ব্রহ্মণোহমিত্যাতা ভবেৎ । একাংশেন তথাহে তু ব্রহ্ম সাদংশভাগপি ॥ ইতি

জগতো ব্রহ্মবিবৰ্ত্তনস্ত পরমার্থতয়া পরিণামবাবস্থাপনাক্ষেপকত্বে বৈয়ৰ্থ্যাপত্ত্যা শাস্ত্রার্থপরিভুক্তিরেব
প্রয়োজনমন্ত অধিকরণশ্চেতি ভাষ্যতাৎপর্যাবিবরণায় শব্দতে টীকায়াং—নস্থিতি । নহু ব্রহ্মণস্তাত্ত্বিকপরিণামাভাবে
কথং ক্ষীরাদিদৃষ্টাস্তেন পরিণামযোগ্যত্বপ্রতিপাদনং তত্রভবতাং সূত্রকৃতাম্ উপপত্ততে ভাগকৃতং চ ইত্যত
আহ—অবিজ্ঞাকল্পিতেন তু ইতি । তথাচ অবিজ্ঞাকল্পিতনামরূপাভ্যামেব ব্রহ্মণঃ পরিণামবাবহারঃ
ইত্যর্থঃ । নহু অবিজ্ঞাকল্পিতনামরূপাভ্যাং ব্রহ্মণঃ পরিণামাস্পদত্বে অগ্নিযোগাৎ মুদ্রটাদেবিরূপবস্ত্রপ্রসঙ্গঃ
অত আহ—ন চেতি । রূপং কৰ্ত্ত, বস্ত্র কৰ্ম্ম, এতদেব প্রতিপাদয়তি—ন হীতি । তৈমিরকস্ত তিমির-
বোগাক্রান্তস্ত । তিমিরো নাম নেত্ররোগবিশেষঃ যেন একমপি পদার্থং দিধা পশ্যতি । তথাচ সূত্রতঃ—

ষিধা স্থিতে ষিধা পশ্যেৎ বহুলং চানবস্থিতে । দোষে দৃষ্টাশ্রিতে তিৰ্য্যক্ স একং মন্ততে ষিধা ॥

তিমিরাখাঃ স বৈ দোষঃ ॥ ইতি ।

তথাচ ফলিতমাহ—তস্মাদিতি তথাচ ব্রহ্মণঃ বাস্তবপরিণামাভাবাৎ ন সাকলেন পরিণামপ্রসঙ্গঃ নাপি
নিবয়বত্বশ্রুতিবিরোধ ইত্যন্যরভ্যমিদমধিকরণম্ ইত্যর্থঃ । শ্রুতার্থপরিভুক্তিপ্ৰকারমাহ—যত্মপি ইতি । তথাচ
“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রম্” ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ অবধারিতাখিলবিকারহীনমন্ত ব্রহ্মণঃ ক্ষীরাদিদৃষ্টাস্তেন
কৃত্ত্বপরিণামবস্তুম্ আপাঞ্জ তত্র অনিত্যতাদিদোষং প্রদর্শয়—“শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাদি”তি ব্যাপানানসবে নহু
শব্দেনাপি ইত্যাদিনা নিবয়বস্ত্র আংশিকপরিণামং পরিচোজ “নৈব দোষ” ইত্যাদিনা তৎ পরিক্রতা
“আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যত্র চ দৃষ্টাস্তেন নিবিকারে ব্রহ্মণি অবিজ্ঞাকল্পিতং জগদিতি পরিশোধিতঃ
শ্রুত্যর্থঃ ইত্যর্থঃ ১২৬

শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাদিতি ১২৭

তু শব্দেন পূৰ্ণপক্ষব্যাবৃতিঃ, ন তাবদস্তি কৃত্ত্বপ্রসক্তাদিদোষপ্রসঙ্গঃ, কস্মাৎ ? শ্রুতেঃ । “সেয়ং
দেবতা” ইত্যাদি শ্রুতিহি ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং তদব্যাতিরেকেণ লিখ্যমানত্বং চ প্রতিপাদয়তি । নহু
নিবয়বস্ত্র ব্রহ্মণঃ কথং কার্যব্যতিরেকেণ সত্ত্বং শ্রুতিবা প্রতিপাদয়েৎ উক্তযুক্তিবিরোধাৎ অত আহ—শব্দ-
মূলত্বাদিতি । যতঃ শ্রুত্যেকমূলং ব্রহ্ম, যথাক্ষতি ব্রহ্মণঃ জগদুপাদানত্বং তত্ত্বিন্নতয়া সত্ত্বং চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ ।

পরিণামাশ্রয়েণ তাবৎ পূৰ্ণকল্পিতাক্ষেপদ্বয়ং পরিহরতি—তু শব্দেন ইতি । তৎপ্রকারমাহ—যথেনি
ভেদেন ব্যপদেশাৎ ইতি । কৰ্ত্তৃকৰ্ম্মণোঃ ভিন্নত্বেন ব্রহ্মণ্যাকরণবিষয়াৎ জগতো ভিন্নত্বম্ ঈক্ষিতু দেবতা-
পদবাচ্যস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ । তাবানিতি পুরুষস্ত জায়ত্বব্যপদেশাৎ মহত্ত্বাল্লাত্মাপেক্ষ্যাপি তয়োভেদ
ইত্যর্থঃ । “এষ আত্মা হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ হৃদয়স্থানত্বং ব্রহ্মণঃ, সংস্পর্শিত্বং “সতা সৌম্য
তদা সম্পন্নো ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতে সৎপদবাচ্যব্রহ্মণো জীবন্ত স্তুমুখিকালে সম্পত্তিরবগম্যতে । শ্রুতি-
তাৎপর্যেণ জগদাত্মতাব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মসত্ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—যদীতি । “নৈবাসৌ চক্ষুৰ্ভা গ্রাহঃ”
ইত্যাদৌ ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ বিকারাৎ ঘটপটাদেবত্বতিরিক্তং অবিকৃত্ত্বং ব্রহ্ম অস্তি ইতি গম্যতে ।

নহু ভবতু ব্রহ্মণঃ কৃত্ত্বপ্রসক্তিদোষাভাবঃ কিন্তু পরিণামিত্বে তদভাবে চ সাবয়বত্বদোষো দুস্পরিহরঃ, ন খলু
একস্ত পরিণামিত্বতদভাবৌ নিবয়বত্বে সম্ভবতঃ । তথাচ “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রম্” ইত্যাদিশ্রুতি-
বিরোধঃ স্তাদেব অত আহ—ন চেতি । তথাচ শ্রুতিবলাদেব ব্রহ্মণঃ পরিণামিত্বেহপি নিবয়বত্বম্ । কিমিতি
বচনং ন কুর্যাৎ নাস্তি বচনশ্রুতিভার ইতি শ্রায়াদিতি ভাবঃ । এবমপি কথং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনং
শ্রুতেঃ, একত্র যোগ্যতাবিরহাপাতাদিত্যত আহ—শব্দমূলমিতি । তথাচ ইন্দ্রিয়গম্যত্বোবর্ধন্ত ইন্দ্রিয়গেব
বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বে ভবেদিত্যং শব্দা, প্রকৃতে চ বেদৈকগম্যং ব্রহ্ম নিবয়বত্বং অকৃত্ত্বপরিণামি চেতি নাজ

প্রভবেৎ বৌদ্ধো বিরোধঃ; কিন্তু নরশিরঃশৌচানুমানবৎ তর্কো বাধ্যতে ইতি ভাবঃ। যদি লৌকিকানামেব মজ্জাদীনাম্ অতর্ক্যশক্তিঃ, তর্হি কিমু বক্তব্যং বৈদৈক্যগম্যন্ত ব্রহ্মণ স্তথাৎ, তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্—

“শক্তয়ঃ সর্বাভাবানামচিন্তাজ্ঞানগোচরা। যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাচ্ছা ভাবশক্তয়ঃ ॥

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকন্ত যথোচ্ছ্রতা” ॥ ইতি।

অতো ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তেঃ বৈদৈক্যপ্রমাণস্ত বিবুদ্ধোভয়বৎ সঙ্গতম্ ইতি ভাবঃ। অত্র মহাভারতং প্রমাণয়তি—
অচিন্ত্য ইতি। প্রকৃতিভ্যাঃ ইন্দ্রিয়গোচরেভ্যাঃ বস্তুজ্ঞাতেভ্যাঃ যৎ পবম্ অতীতং তৎ অচিন্ত্যম্ স্বরূপম্ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং **তস্মাদিতি**। বস্তুতঃ ব্রহ্মপরিণামাভাবেন জগতঃ বিচিত্রশক্তাবিধাকল্পিতবাদিত্যর্থঃ। তস্তুতঃ যথার্থোক্তন, অবিকৃতং নিরবয়বং নির্দেশেযং গুণাতীতং বিশুদ্ধং ব্রহ্ম অস্তি ইত্যর্থঃ। “**তস্মাদবিকৃতং ব্রহ্ম**” ইতি অস্তিপদরহিতস্ত ভাষ্যপাঠঃ কল্পতরুসম্মতঃ। নহু অতর্ক্যশক্তিবশেন হি ব্রহ্মণো নিরবয়বস্তাপি উপাদান-ত্বম্ অকৃত্বপ্রসক্তিচ্ছ ইত্যুক্তং প্রাগেব, তৎ কথং **নহু শব্দেনাপি** ইতি পুনঃ শব্দা অত আহ—
অবিজ্ঞাকল্পিতভোদঘাটনায়ৈতি। উদঘাটনং স্পষ্টতয়া প্রতিপাদনম্। শব্দাত্ম্যং বিবৃণোতি—**ন** হীতি। **বিশাস্তরং** প্রকারান্তরং, প্রকারান্তরাভাবে হেতু মাহ—**একনিষেধশ্চেতি**। **নাস্তরীয়কত্বম্** সম্পাদকত্বম্, একবিশেষনিষেধস্ত অপরিবেশযবিধায়কত্বনিয়মাৎ, তেন একবিশেষনিষেধস্ত অপরিবেশবিধায়ক-ত্বেন **প্রকারান্তরাভাবাৎ** তদতিরিক্তপ্রকারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। **অনুপপত্তেরিতি** বিরোধাদিতি শ্রেণঃ। **গ্রাবল্পবনং** গিরিলঙ্ঘনম্। যোগ্যতাজ্ঞানস্ত শব্দবোধঃ প্রতি কারণত্বাৎ তদ্বিরহাৎ তাদৃশঃ শব্দোহপ্রমাণম্ ইতি ভাবঃ। যোগ্যতা চ তস্মিন্ পদার্থে তৎপদার্থবৎ, যথা জলেন সিক্তি ইতি জলে সেচনসাধনত্বস্বাৎ প্রমাণং, নহৌ চ তদভাবাৎ বহ্নিনা সিক্তি ইতি শব্দোহপ্রমাণম্ ইতি।

নহু নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োবিকল্পেন শ্রুতীনাং সামঞ্জস্যং ভবেদিত্যত আহ—ভাষ্যে **ক্রিয়াবিষয়ে হি** ইতি। ক্রিয়ায়াঃ পুরুষাদীনত্বাৎ গ্রহণস্ত চ তথাভ্যাং কর্তৃম্ অকর্তৃম্ বা শকাতে, প্রকৃতে চ ব্রহ্মণঃ ক্রিয়াভাবেন পুরুষাদীনত্বাভাবাৎ ন সিকল্পসম্ভবঃ। এবং চ সাবয়বত্বনিরবয়বত্বয়োবেকত্বম্ ব্রহ্মণি বিরোধাৎ বিকল্পস্য চ অসম্ভবাৎ শ্রুতীনাম্ অপ্ৰামাণ্যম্ ইতি চেৎ অত আহ—**নৈষ দোষ ইতি**। তথাচ নিরবয়বস্তাপি ব্রহ্মণঃ অবিজ্ঞাকল্পিতনামকপাভ্যাং সাবয়বত্বকল্পনম্ ইতি ন তেন তস্ত নিরবয়বত্বং ব্যাহন্ততে। ন খলু কল্পিতেন অবয়বেন বস্তু বস্তুতঃ সাবয়বং ভবতি, দৃষ্টান্তেনৈতৎ প্রচয়তি—**ন** হীতি। **ব্যাকৃতাব্যাকৃতাস্থকেন** ব্যাকৃতাব্যাকৃতপেণ। **তস্তুত্বাভ্যামিতি**। সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন চ নির্বক্যম্ অযোগ্যম্। তথাচ অঘটনঘটনপটীয়স্তা মায়য়া ব্রহ্মণঃ পরিণামাস্পদত্বং অকৃত্বপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বং চ সম্প্রস্তুতে। ন হি কিঞ্চিদ-দশকাং মায়য়া ইতি ভাবঃ। বস্তুতঃ সৃষ্টিনাম ন কিঞ্চিদস্তি যেন ব্রহ্মণঃ পরিণামিদ্ভাদিঃ প্রসজোত ইত্যাহ—
ন চেয়মিতি। বিশুদ্ধব্রহ্মসাক্ষ্যংকারিত্বত্বেন হি পরিণামশ্রুতীনাম্ সাক্ষ্যং, ন তু তাসাম্ অঙ্গিবিরোধেন স্বার্থে তাৎপর্যমস্তি, অতোহবিবক্ষিতত্বম্ আসাম্ ইত্যর্থঃ। নিগময়তি—**তস্মাদিতি** ১৭

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ১৮

স্বরূপানুপমর্দেন ভগবতো জগৎস্রষ্টৃৎ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি—**আত্মনীতি**। হি যস্মাৎ এবং ব্রহ্মণীব **আত্মনি** স্বপ্নদর্শিনি জীবে চ একত্বম্ নিরয়বে স্বরূপানুপমর্দেনৈব বিচিত্রা রথাদিসৃষ্টয়ঃ “**অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ স্বজতে**” ইত্যাদিষু ক্ষয়ন্তে। লোকে চ মায়াদিষু বিচিত্রাঃ ইন্দ্রাদিরচনা দৃষ্টান্তে ইত্যর্থঃ। তথাহি—

“মায়্যশক্তিবহুত্বাচ্চ ব্রহ্মণো বহুত্বগতা। ন সাক্ষ্যাত্ ন চাংশাচ্চ ততঃ সর্বং সমঞ্জসম্” ॥ ইতি।

স্বরূপাব্যাধাতেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হি বিবক্ষিতঃ। যথার্হবেদান্তবিদ্যার্হাঃ **অভবতোহন্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যাদীনি** তঃ” ইতি। স্বপ্নে গজাদীন পশ্যামি ইত্যন্তভবাৎ স্বপ্নো ন স্মৃতিঃ, কিন্তু প্রত্যক্ষম্, অত এব “**পথঃ স্বজতে**” ইতি সৃষ্টিপ্রতিরূপহৃতে, অতথা স্মৃতিষু তদনুপপত্তিরিত্যুপপচ্ছতাং মতেনায়াং দৃষ্টান্তঃ, ইতরথা তদানীং সৃষ্ট্যভাবাৎ অদৃষ্টান্ততা স্মাদিতি। রথেষু যুজ্যন্তে যে তে **রথযোগাঃ** অথা ইত্যর্থঃ।
অন্তঃ স্তগম ১৮

• **অপক্ষদোষাচ্চ ১৯**

“**যশ্চোভয়োঃ সর্মো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ**” ইতি শ্রায়াদাহ—**স্বপক্ষেতি**। পূর্বোক্তাঃ দোষাঃ সাংখ্যপক্ষেহপি প্রসজোবান্, তৈরপি নিরবয়বপ্রধানস্ত জগৎকারণত্বেনাস্বীকারাৎ। এবং পরমাণুবাদেহপি পরমাণুসংযোগস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিঃ লোকবিকল্পং, কার্যস্ত প্রথিমাহুপপত্তিচ্ছ। অব্যাপ্যবৃত্তিঃ চ নিরবয়বস্ত অহুপপন্নমিতি উপপন্নঃ নির্দোষঃ ব্রহ্মকারণবাদ ইত্যর্থঃ।

অপক্ষঃ সাংখ্যাপক্ষঃ, তৎ দর্শয়তি ভাষ্যে—**প্রধানেন**তি । তত্রাপি সাংখ্যমতেহপি । তথাহি প্রকৃতিঃ মহাদাত্তাকারেণ পরিণমতে ইতি হি তেষাং প্রক্রিয়া, তত্র কাংশ্চেন পরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ নিরবয়বস্ত একদেশেন পরিণামাসম্ভবাৎ, অকাংশ্চেন চ পরিণামে স্বাবয়বদ্বাদোসো দুস্পরিহরঃ ইত্যর্থঃ । দোষদ্বোরন্তরয়ো নিরাসায় শক্যতে—**ন**স্থিতি । তথাচ প্রধানস্ত সত্ত্বাদিভিঃ সাবয়বত্বাৎ ন কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিঃ একদেশেন পরিণাম-সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ । শঙ্ক্যমেতাং পরিহরতি—**নৈব**স্থিতি । তথাচ প্রধানস্তাবয়বত্বেন গৃহীতাঃ যে সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ তেষাং প্রত্যেকনিরবয়বত্বস্ত ভবদ্বিষ্টত্বাৎ সাকল্যেন পরিণামে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, অসাকল্যেন চ পরিণামে সাবয়বদ্বাদোসো দুস্পরিহর ইত্যর্থঃ ।

সমুদায়স্ত সাবয়বত্বেন একাংশপরিণামে ন মূলোচ্ছেদসম্ভব ইতি শক্যতে টীকায়াং—**যন্ত**সীতি । **সমুদায়ঃ সমষ্টিঃ** । পরিহরতি—**তথা**সীতি । ন হি সমুদায়িবাতিরেকেণ সমুদায়ো নাম কিঞ্চিদবস্ত অস্তি যেন সম্বাদীনাং পরিণামেহপি তেষাং সমুদায়ঃ প্রধানম্ অপরিণতং বর্জ্যেত ইতি ভাবঃ । **ন** হি **অন্তী**তি । তথাচ সম্বাদস্ত পরিণামে অপরিণোঃ সত্ত্বাৎ ন মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ । **সমুদায়** পরিণামাদিতি । তেষাম্ অন্তোত্তমিধুনবৃত্তিত্বাৎ ইত্যর্থঃ । তত্ত্বং চ অব্যভিচারিতত্বম্ ।

সম্বাদীনাম্ একৈকপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ যদ্বৎ পরিণতং তত্ত্বং সাবয়বং যথা ক্ষীরম্ ইত্যাহুমানাচ্চ গুণানাং সাবয়বত্বমেব ; ইতি একদেশপরিণামাৎ ন মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, ততশ্চ নিরবয়বত্বসাধকঃ তর্কোহপ্রতিষ্ঠিত ইতি শক্যতে ভাষ্যে—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদি**তি । পরিহরতি—**এবমপি** ইতি । গুণানাং সাবয়বত্বস্ত তেষা-মনভূপগমঃ অপিনা সূচিতঃ । অনভূপগমকারণমাহ—**অনিত্যত্বাদি**তি । তথাচ তেষাং সাবয়বত্বং যৎ যৎ সাবয়বং তৎ তৎ ন মূলকারণম্ অনিত্যঞ্চ, যথা যুক্তিকা । যদৈবং তদৈবং যথা স্বাভিমতং প্রধানম্ ইতি ত্রায়াচ্চ প্রধানস্ত নিরবয়বত্বসিদ্ধিঃ । ব্যাপকাভাবস্ত ব্যাপ্যভাবসাধকত্বাদিতি ভাবঃ । নস্ত গুণানাং অবয়বা পিণ্ডকপালশর্করাদিবৎ ন কার্যারম্ভকাঃ কিন্তু কার্যাবৈচিত্র্যালিঙ্গাৎ শক্তিরূপা এব অমুমীয়ন্তে তথাচ ন অনিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গ ইতাহ—**অথেন**তি । এবং অস্মাভিঃ ব্রহ্মণোহপি কার্যাবৈচিত্র্যালিঙ্গাৎ অনির্লীচনীয়াঃ শক্যয়ো অভূপেয়ন্তে তৈরেব সাবয়বত্বং তস্ত, ইতি সামান্যাবয়োগে কো দোগো ব্রহ্মবাদিনাম্ ইতাহ—**তাস্ত** ইতি ।

টীকায়াং **অব্যাপ্যব**ব্ বা ইতি । নাকাবঃ পক্ষান্তরে যদি ন ব্যাপ্তয়াং তদা সংযোগস্ত অব্যাপ্য-বৃত্তিহে ইতি যাবৎ । তত্র পরমাণুদ্বয়ে । **ন** বর্জ্যেত ইতি । স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিগতং খলু অব্যাপ্য-বৃত্তিহে তচ্চ একাংশাবচ্ছেদেন বৃত্তৌ অপরাংশাবচ্ছেদেন চ তদভাবে ভবেৎ, পরমাণুনাং চ নিবংশত্বাৎ নৈব সম্ভবতি, অতঃ অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগস্ত তত্র বৃত্তিহেমেব ন স্তাদিত্যর্থঃ । এতদেব প্রতিপাদয়তি—**ন** হি **অন্তী**তি । তথাচ পরমাণুসংযোগস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিহে চ, **উপর্য্য** ইতি । দ্ব্যণুকারণস্ত একঃ পরমাণুঃ—উপমাধঃ পার্শ্বতশ্চ চতস্রো দিশঃ, ইতি দিক্‌ঘটকানাং কেনচিদ্ভিন্নগতেন অপরপরমাণুনাং মিলিতশ্চেৎ, তদা অপরদিগবৃত্তেঃ পরমাণুপক্ষকৈকমেনেহপি প্রথিমাহুপপত্তিঃ, সমানদেশত্বাৎ তেষাং, তে যদি মধ্যবর্ত্তিপরিমাণোঃ বিভিন্নদেশস্থাঃ তদা তৎ পরমাণোঃ মড়ংশত্বাপত্তিঃ, তদ্বৎ স্তায়বর্ত্তিকে—

“ঘটকেন যুগপদেষ্যাগাৎ পরমাণোঃ ঘড়ংশতা । যদ্বাং সমানদেশত্বে পিণ্ডঃ স্তাদণুমাত্রকঃ” ॥ ইতি এতদেব আহ **অব্যাপনে**বা ইতি । তর্হি ভবতু পরমাণুনাং সাবয়বত্বম্, অত আহ **অশক্যং** চেতি । তত্র হেতুমাহ **তথাস**তি ইতি । পরমাণোঃ সাবয়বত্বং সতি ইত্যর্থঃ । **তস্মাদি**তি । পরমাণুনিরবয়বত্বসাবয়বত্বো-ভয়পক্ষে এব প্রক্রিয়ায়া অসঙ্গত্বাৎ ইত্যর্থঃ । দোষসাম্যকখনমাত্রৈণ ন স্তস্ত নিদ্বৈধ্যতা স্তাৎ, অত আহ **আপাত-****মাত্রৈণ** ইতি । **ভাবিকং** তাত্ত্বিকং, **পরিণামং** বস্তনঃ পূর্বাবস্থানাদেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপং, যদ্বাঃ **“সতত্বতোহস্তথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ”** ইতি । ইচ্ছতাং সাংখ্যানামিত্যর্থঃ । **কার্য্যিকারণ-****ভাবমি**তি । কার্য্যং চ কারণং চ ইতি বদ্যঃ, তয়োর্ভাবঃ সত্ত্বা, তথাচ **“বদ্যং**পয়ঃ **শ্রয়মাণঃ** শব্দঃ **প্রত্যেকেনাভি****সম্বদ্যতে”** ইতি ত্রায়াং কার্য্যস্ত কারণস্ত চ স্বাতন্ত্র্যেণ সত্বম্ ইচ্ছতাম্ আরম্ভবাদিনাম্ ইত্যর্থঃ । **মায়াবাদিনাম্** ইতি । অঘটনঘটনপটীয়স্ত মায়ায়াঃ শক্তিবৈচিত্র্যাদেব জগতো বৈচিত্র্যম্, অতো ব্রহ্মণি ন কশ্চিদোষপাত ইত্যসক্কাবেদিতম্ ইতি । নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ১২০

সর্বোপেতা চ তদদর্শনাৎ ১৩০ .

মায়াশক্তিবৈচিত্র্যাৎ উক্তং ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদানত্বং বিষয়ঃ, তত্র শরীরেন্দ্রিয়শূন্যস্য ব্রহ্মণো মায়া ন সম্ভবতি, দৃষ্টং হি দেবাদীনাম্ মায়াবিনাং শরীরাদি শাস্ত্রলোকয়োঃ, তদমুমীয়তে—যে মায়াবিনঃ তে শরীরবন্তঃ যথা দেবদত্তঃ ইতি । ব্যাপকাভাবস্য ব্যাপ্যভাবসাধকত্বনিয়মাৎ অশরীরস্য ব্রহ্মণো ন মায়া । অত উক্ত—

সম্বয়ো বিরূধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, বিরূধ্যতে ইতি পূর্বপক্ষে শক্তিমন্তপ্রতিপাদনাং বিষয়বিষয়িতাবসদত্যা। সিদ্ধান্তমাহ—সর্বোপেতেতি । পরা দেবতা সর্বশক্তিযুতা, কৃতঃ ? উদ্ধর্শনাং, “সর্বকর্মা সর্বকাম” ইত্যাদিশ্রুতৌ পরদেবতায়াঃ সর্বশক্তিমন্তদর্শনাং ইত্যর্থঃ । পূর্বপক্ষে সম্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তদবিরোধ ইতি । অত্যাঙঃ অভিভো ব্যাপ্তঃ সর্বব্যাপীতি যাবৎ । অবাকী বাগিন্দ্রিয়রহিতঃ, অমাদরঃ আদরো রাগঃ তদ্রহিতঃ বিরাগ ইতি যাবৎ । অন্তর্ধামাধিকরণে অশরীরস্যাপি নিয়ামকত্বমুক্তম্, অত্র তু তাদৃশস্য ব্রহ্মণঃ মায়ান সম্ভবতি ইতি আক্ষিপাতে ইতি ন পৌনরুক্ত্যমিতি বোধ্যম্ । প্রথমাস্তপদাদধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ ১৩০

বিকরণদ্বায়েতি চেৎ তদুক্তম্ ১৩১

দেবাদীনাং চক্ষুরাদীশ্রিয়বতামেব বিবিধকার্য্যকারিত্বমবগম্যাতে শাস্ত্রেণ, ব্রহ্মণশ্চ “অচক্ষুঃশ্রোত্রম্” ইত্যাদিশাস্ত্রাণ্যনিশ্রিয়ত্বাবগমাৎ ন কর্তৃত্বমিতি চেৎ ? অত্র যৎ বক্তব্যং তৎ “দেবাদিবদপি লোকে” ইত্যাদাবভিহিতমিত্যর্থঃ ।

করণম্ ইশ্রিয়ম্, এতচ্চ শরীরস্যাপি উপলক্ষণং, বিগতং করণং যন্ত তদবিকরণং তদভাবে, অশরীরে-শ্রিয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ । তথাচ শরীরেজ্রিয়রাহিত্যাৎ ব্রহ্ম ন মায়াবি মায়াত্বাবচ্চ ন জগৎকারণম্, তথাহি—

লোকে হি মায়িনঃ সর্বৈ দৃশ্যস্তে দেহিনঃ সদা । ব্যাপকেন শরীরেণ হীনস্তাস্ত্র ন মায়িতা ॥

ইতি পূর্বপক্ষমন্তু সমাধত্তে—তদুক্তমিতি । এতদেবাহ টীকায়াম্—এতদাক্ষেপেতি । পুরস্তাদেবোক্তম্ ইতি ভাষ্যোক্তং ব্যাচষ্টে—কুলালাদিভ্যঃ ইতি । বাহ্যকরণং বহিরিন্দ্রিয় করচরণাদি অপেক্ষস্তে যে তেভ্য ইত্যর্থঃ । তথাচ কুলালাদিভ্যো দেবাদীনাং বিশেষো দৃষ্টঃ শাস্ত্রেণ অশকাপলব ইতি ভাবঃ । এতেন “দেবাদি-বদপি লোকে” ইতি সূত্রার্থঃ স্মারিতঃ, যথা তু ইতি চ “আত্মনি চৈবং বিচিহ্নাশ্চ হি” ইতি সূত্রার্থঃ স্মারিতঃ । কুলালদেবাদীনাং ব্যক্তিভেদাৎ যথা সাধনভেদঃ, এবম্ অনন্তাচিন্ত্যশক্তেঃগবতঃ পরমেশ্বরস্যাপি আশ্রয়করণানপেক্ষস্তব জগৎসৃষ্টিঃ ক্রয়মাণা উপপত্ততে ইতি ভাবঃ । স্মৃতিশ্চ অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বাভিনিক-নেকশক্তিৎ কথয়তি যথা—“ন তন্তু কার্য্যং করণং চ বিজ্ঞতে ন তৎসমস্তাভ্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্ত শক্তিবিরিধৈব জ্ঞয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে”তি । সামান্ততোদৃষ্টমাত্রোণ ইতি । দেবাদিম্ ব্যক্তিভেদেন শক্তিভেদদর্শনাৎ শরীরেজ্রিয়হীনঃ কর্তা ন শক্তিমান্ ইত্যাহুমানস্ত অপ্রয়োজকত্বেন ইত্যর্থঃ । ব্যক্তিভেদেন কার্য্যাকরণত্বভেদাৎ মায়াবিচৈত্রাদীনাং শরীরজ্ঞদর্শনাৎ তথাবিধে ব্রহ্মণি শরীরত্বং নাপাদনীয়ং, তথা সতি কুলালাদীনাং বাহ্যকরণাপেক্ষকর্তৃত্বদর্শনাৎ দেবাদিষুপি তথাপাদনীয়ং স্ত্রাৎ । “তদুক্তম্” ইত্যনেন দেবাদিদৃষ্টান্তস্মারণাৎ নাস্ত্র পৌনরুক্ত্যম্ ইত্যবধেয়ম্ । অতঃ সিদ্ধং শরীরেজ্রিয়রহিতস্যাপি ব্রহ্মণঃ মায়্যশক্তিবশাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানত্বম্ ইতি । তথাহি—

দেবানাং বাহ্যকরণহীনানাং কর্তৃত্বা যথা । প্রমাণাৎ ব্রহ্মণশ্চৈবং মায়্য স্তাদশরীরিণঃ । ইতি দশমং সর্বোপেতাধিকরণম্ ১৩১

ন প্রয়োজনবত্বাৎ ১৩২

পরিতৃপ্তং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানং ক্রবন্ সম্বয়ো বিষয়ঃ, স কিম্ অপ্রাস্তচেতনপ্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি ভায়েন বিরূধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে, প্রয়োজনাত্বাবাৎ শক্তমপি অপ্রাস্তচেতনং ব্রহ্ম ন সৃষ্টার্থং প্রবর্ততে ইত্যাক্ষেপাৎ পূর্বপক্ষমাহ—ন প্রয়োজনবত্বাদিতি । অয়মর্থঃ—ব্রহ্ম ন জগৎকর্তৃ প্রয়োজনাভিসন্ধানাভাবে, অপ্রাস্তচেতনপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বাৎ ইতি । “ন” ইতি প্রথমাস্তপদাৎ অধিকরণারম্ভঃ । ভাষ্যে ন খলু ইতি প্রতিজ্ঞাবাক্যং, প্রয়োজনবত্বাদিতি চ হেতুঃ । প্রয়োজনং ফলং, তচ্চ দুঃখপ্রাপ্তিঃ দুঃখনিবৃত্তিঃ, তথাহি আদৌ ইচ্ছা, ততঃ কৃতিঃ, ততঃ চেষ্টা, ততশ্চ উপায়প্রাপ্তৌ প্রণাল্যা ফলং ভবতি ইতি প্রেক্ষিয়া, তদুক্তম্—

“আত্মজ্ঞাত্য ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজ্ঞাত্য কৃতি র্ভবেৎ । কৃতিজ্ঞাত্য ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টয়া ফলমুচ্যতে” ॥ ইতি ।

ব্যতিরেকেণ উদাহরণমাহ—চেতনো হি ইতি । মনোপক্রমাম্ অন্বয়াসাম্ । অন্বয়াসামপি নিষ্ফলাৎ প্রবৃত্তিঃ ন কুরুতে হি লোক ইত্যর্থঃ । প্রবৃত্তিচ্চাত্র ক্রিয়া, যো হি প্রবর্ততে প্রেক্ষাবান্ স এব ফলার্থমেব প্রবর্ততে, যশ্চ কৃপয়া প্রবর্ততে সোহপি পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া চিত্তবাহুলতানিবৃত্ত্যর্থমেব প্রবর্ততে, ইতি ন ব্যতিচারঃ । গুরুভরসংরম্ভা বহ্বায়াসা । নহু দৈশ্বর্য্যস্যপি প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা এব ভবতু ইত্যত আহ—যদীয়মিতি । তথাচ দৈশ্বর্য্যপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে তন্ত পরিতৃপ্তত্বং ব্যাহজেত, নিবৃত্তপ্রয়োজনো হি পরিতৃপ্তঃ । প্রয়োজনাত্বাবে বা ইতি । তথাচ প্রয়োজনাত্বাবে তথ্যাপ্যায়ঃ প্রবৃত্তেরপি অভাবঃ, ব্যাপকাত্বাত

ব্যাপ্যভাবহেতুত্বাৎ ইতি ভাবঃ। তথাচ প্রয়োজনাভাবাৎ তদ্ব্যাপকপ্রবৃত্ত্যভাববদ্ ব্রহ্ম স্তাৎ ইত্যর্থঃ। প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যভাব ইত্যত্র ব্যভিচারঃ চোদয়তি—অথেন্তি। **বুদ্ধ্যাপরাধঃ** বিবেকরাহিত্যম্। সৰ্ব্বজ্ঞে পরমাত্মনি ব্যভিচারভাবমাহ—তথা সতি ইতি। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। তথাচ প্রয়োজনাভাবাৎ দৈশরো ন জগৎশষ্টা ইতি প্রাপ্তম্। তথাহি—

বিনা প্রয়োজনং তাবৎ প্রবৃত্তি নহি দৃশ্যতে। ইতি প্রবৃত্তিঃ সর্গার্থং ন তৃপ্তস্ত পরাশ্রয়ঃ। ইতি প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি সামান্ত্রব্যাপ্তৌ উদ্যতান্তর্ভাবেন ব্যভিচারেহপি বিবেকিপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ, দৈশরস্ত চ পরমবিবেকিত্বাৎ তৎ প্রবৃত্তেরপ্যবগ্ধং প্রয়োজনেন ভাব্যং, তস্ত তু পরিতৃপ্ত্যেব প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যভাব ইতি—পূৰ্ব্বপক্ষয়তি টীকায়াং—ন তাবদ্বিতি। প্রয়োজনাভাবেহপি মূঢ়ত্বকণাদৌ প্রেমতস্ত প্রবৃত্তিদর্শনাৎ তদবৎ ব্রহ্মাপি প্রয়োজনাভাবেহপি জগৎপ্রচনে প্রবর্ততে, তত্র হেতুমাহ—**মতিবিজ্ঞমাদিতি**। তথাচ প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি নিয়মে ব্যভিচারো দর্শিতঃ, ব্যভিচারমুকুরতি—**ভ্রান্ত্যন্তেতি**। তথাচ দৈশরস্ত সৰ্ব্বজ্ঞেবন ভ্রাম্যভাবাৎ প্রয়োজনাভাবে ন প্রবৃত্তিরিতি নিরস্তো ব্যভিচারঃ। **প্রেক্ষাবতা** ইতি।

“যস্যামুৎপত্তমানায়ামাবস্থা নাশমহতি। বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে”।

ইতুক্তপ্রেক্ষাবৎ প্রেক্ষা চাত্ত বিবেকবুদ্ধিঃ তদ্বতা ইত্যর্থঃ। প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে যুক্তিমাহ—**প্রেক্ষনতশ্চেতি**। **স্বপ্নরেতি**। তথাচ যত্র যত্র প্রেক্ষাবান্ প্রবর্ততে তত্র তত্র স্বপ্ন পরস্ত বা হিতপ্রাপ্ত্যর্থম্ অহিতপরিহারার্থং বা প্রবর্ততে ন তু অজ্ঞা, অল্লায়াসপি তৎপ্রবৃত্তিঃ ন অপ্রয়োজনা ভবিতুম্ অহিতি ইত্যর্থঃ। অল্লায়াসায়্য অপি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে বহ্নয়াসায়্য এতাদৃশজগদবিসয়কপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনাভাবস্তাবে কিং বক্তব্যম্ ইতি কৈমুতিকত্বায়েন জগৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বং প্রতিপাদয়তি—**কিং পুনরिति**। অপরিমেয়েত্যাদি বিশেষণং জগতো মহত্বপ্রতিপাদনার্থম্।

নহ্ন নেয়ং সৃষ্টিঃ ক্রিয়াসামান্যং, কিন্তু ভগবতো লীলৈব, সা চ হাসগানাদিবৎ প্রয়োজনমন্তরেণাপি ভবিতুম্ অহিতি বিলাসরূপত্বাৎ তস্তাঃ, তথাচ সৃষ্টিঃ “**লীলা ক্রিয়া বিলাসশ্চেতি**। তথাচ প্রয়োজনং লীলারূপাৎ প্রবৃত্তিং ন ব্যাপ্নোতি অত আহ—অত এবেন্তি। যত এব সৃষ্টিরিয়ং মহাপ্রয়াসা অত এব ইত্যর্থঃ, সৃষ্টিতো লীলায়া বৈলক্ষণ্যমাহ—**অল্লায়াসেতি**। হিঃ হেতৌ। ভবতু সৃষ্টিলীলৈব, তথাপি ন প্রয়োজনং ব্যভিচারিত ইত্যাহ—**ন চেতি**। তথাচ স্বপ্নমেব তস্তাঃ প্রয়োজনং, তহি হুখার্থমেব তস্ত প্রবৃত্তিরিতি চেৎ? তচ্চ স্বকীয়ং পরকীয়ং বা? নাহ্ন ইত্যাহ—**তাদর্থ্যেন** ইতি। তৎ স্বপ্নমেব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তদর্থঃ তদা ভাবঃ তাদার্থ্যং তেন স্বরূপপ্রয়োজনবৎবেন ইতি যাবৎ। পূৰ্ব্বং স্বপ্নরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারৌ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনমুক্তম্, ইদানীং স্বপ্নৈশ্বৰ তত্ত্বমভিপ্রেতা ইদমুক্তমিতি বোধ্যম্। অয়ং ভাবঃ—দ্বিবিধং যলু প্রয়োজনং, স্বপ্নরহিতপ্রাপ্তিঃ অহিতনিবৃত্তিঃ, তত্র লীলায়াং দ্বিতীয়ত্বাবেহপি প্রথমস্ত সম্ভবাৎ প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনৈব ইতি। বাক্যরঃ পক্ষান্তরে। **তদভাবে** স্বপ্নভাবে **কৃতার্থত্বানুপপত্তে**রिति। ব্রহ্মণঃ পরিতৃপ্ত্যেব প্রবৃত্তেরনন্তরং স্বপ্নাভাবাৎ প্রবৃত্তিরকৃতার্থা ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**পরেষাৎ চেতি**। জীবানানিতার্থঃ। **প্রাক্** সৃষ্টেঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মব্যতিরেকেণ বস্তুস্তরাভাবাৎ উপকার্য্যভাব উক্তঃ। **তদুপকারায়াঃ** জীবোপকারায়াঃ, তথাচ স্বার্থায়াঃ পরার্থায়াশ্চ প্রবৃত্তেরন সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বপ্নপ্রয়োজনাভাবেন তদ্ব্যাপ্যায়্যঃ প্রবৃত্তেরভাবাৎ ন জগৎকারণং ব্রহ্ম ইতু্যপসংহরতি—**তস্মাদিতি**। ৩২

লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্। ৩৩

সিদ্ধান্তয়তি—**লোকবন্তু** ইতি। **তু** ইতি পূৰ্ব্বোক্তাক্ষেপং ব্যাবৰ্ত্তয়তি। যথা লোকে রাজতদমাত্যাদীনাং বিনৈব প্রয়োজনং কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে, যথা বা উচ্ছ্বাসপ্রশাসাদয়ো বিনা প্রয়োজনং স্বভাবাদেব উৎপত্তন্তে, এবং বিনৈব প্রয়োজনং ব্রহ্মণো বিবিধবিচিত্ররচনাঃ কেবলং লীলারূপাঃ ভবিস্বন্তি, রাজাদীনাং প্রবৃত্তৌ কথঞ্চিৎ ফলাভিসন্ধানসম্ভবেহপি আশুকাশু ভগবতঃ কেবলং লীলৈব ইতি ভাবঃ, ইতি স্বার্থঃ। **কৈবল্যমিতি** ত্রৈলোক্যবৎ স্বার্থে যন্।

পূৰ্ব্বপক্ষোক্তাং প্রবৃত্তৌ প্রয়োজনব্যাপ্তিং ব্যভিচারমিভুং দৃষ্টান্তধরম্ অবতারণয়তি ভায়ে—**ষথেন্তি**। **আশুভবগন্ত** প্রাপ্তকামস্ত, ব্যতিরিক্তং লীলাতো ভিন্নং, ক্রীড়ারূপা বিহার্য্য আরামোপবনাদয় তেহু ইত্যর্থঃ। রাজাং বিলাসরূপলীলায়াম্ আনন্দোৎকর্ষাদিপ্রয়োজনলেশসম্ভবাৎ ব্যভিচারভাবমাহ—**ক্রিয়ারূপলীলায়াং** ব্যভিচারমাহ—**ষথাচেতি**। তত্রাপি গমনাদিক্রিয়ায়াং প্রয়োজনাভিসন্ধানসম্ভবাৎ তৎপরিহারেণ নিশ্চয়োজনক্রিয়াশ্রয়তি—**উচ্ছ্বাসেতি**। তথাচ উচ্ছ্বাসাদৌ প্রয়োজনলেশতাপি অভাবাৎ সূক্ষ্মো ব্যভিচারঃ।

স্বভাবাদেবেতি । স্বভাবশ্চ প্রাপ্ত্য তির্থাগুণতিমহং প্রাশাসাদিকারণম্, ঈশ্বরশ্চ চ জীবাজিতগুণ্যাপ-
কালাদিসহকৃতাংবিজ্ঞা । নহু মহাসংস্কারং প্রাপকরচনাং কুর্বতো ভগবতঃ কিঞ্চিৎফলমবশ্যং কল্পনীয়ং, তৎ
কথং নিফলমিত্যুচ্যতে অত আহ—ন হীতি । শ্রুয়ন্ত ইতি । আপ্তকামশ্চ স্বপ্নপ্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ ।
শ্রুতিত ইতি । সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদৌ আনন্দদ্বন্দ্বভেদে ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ । নহু লীলৈব
চেৎ সৃষ্টিহেতুঃ তদা অস্বাদাদিবং সহসা প্রলয়োহপি ভবতু, ন বাস্তব সৃষ্টিঃ, কিং নিফলং সৃজতি অত
আহ—ন চ স্বভাবোতি । তথাচ কালাদৃষ্টাদিসহকারাদেব অবিজ্ঞাসচিবন্ত ভগবতো দৃষ্টনষ্টস্বরূপেণ সৃষ্টিরিতি
ভাবঃ । যদুক্তং সতি আশাসে ফলমবশ্যং কল্পনীয়মিতি তত্রাহ—যদপীতি । তথাচ অচিৎস্থানতশ্চক্রেভগবত
আশাসাভাবাৎ নিফলৈব প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । লৌকিকলীলায়াং ফলবৎস্বৈপি আপ্তকামশ্চ তদপি ন কল্পনীয়-
মিত্যাহ—যদি নাশেতি । যচ্চোক্তং প্রয়োজনাভাবে সৃষ্টৌ অপ্রবৃত্তিঃ, উন্নতবৎপ্রবৃত্তির্বা ইতি তত্রাহ—
নাপীতি । তথাচ “যতো বা” ইত্যাদি সৃষ্টিশ্রুতেন অপ্রবৃত্তিঃ, “যঃ সর্বভক্তঃ” ইত্যাদিশ্রুতেন ন
উন্নতবৎপ্রবৃত্তিরিতি ক্রমেণ অদ্বয়ঃ । ন চেয়মিতি । স্বাপ্নসৃষ্টিবৎ অবজ্ঞাস্থাং জগতো ন ফলাপেক্ষা ইত্যর্থঃ ।
নিফলা চেৎ সৃষ্টিঃ তর্হি তচ্ছ্রুতীনাং বৈষয়্যম্ অত আহ—ব্রহ্মাস্বভাবোতি । তথাচ ব্রহ্মজ্ঞানাদ্বয়েন সার্থকত্বং
সৃষ্টিশ্রুতীনাং, ব্রহ্মজ্ঞানং চ পরমঃ পূমর্থ ইত্যাসক্তদাবেদিতং ন বিস্মৃতব্যমিত্যর্থঃ ।

লীলাপদশ্চ ক্রিয়াসাম্যগুণরসমাদায় ব্যাখ্যাতুমুপক্রমতে চীকায়াং—ভবেদিত্তি । এতৎ ব্রহ্মণোহমু-
পাদানম্, এনং পূর্বোক্তপ্রকারেণ, প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ বিবেকিক্রিয়া, তথাচ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বে
প্রয়োজনাভাবে প্রবৃত্ত্যভাবো ভবেৎ, অত্র দৃষ্টান্তমাহ—শিংশপাত্তমিতি । শিংশপাত্তশ্চ বৃক্ষত্বব্যাপ্যত্বাৎ
বাপকীভূতবৃক্ষত্বনিবৃত্তৌ তদব্যাপ্যশিংশপাত্তশ্চাপি নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্ববিষট্টনায়
বাতিচারং দর্শয়তি—ন হেতুদন্তীতি । এতৎ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বম্, অননুসংহিতপ্রয়োজনানাং
প্রয়োজনান্ভিসন্ধানশূন্যানাং, বিনাপি প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যুৎপাদে ধর্মস্বত্বং প্রমাণয়তি—অন্ত্যথেনি । অন্ত্যথা
বিনা প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যুৎপাদে, ধর্মস্বত্বং ব্যাপদেন প্রয়োজনাভাবো লক্ষ্যতে । নির্নিবৃত্তম্ ইতি ।
বিনা প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যুৎপাদে প্রতিযোগ্যভাবেন নিসেধো বিফলঃ শ্রাৎ ইত্যর্থঃ । তথাচ নিম্প্রয়োজন-
প্রবৃত্তিনিষেধেনৈব অর্থবৎ সূত্রম্ ইত্যকামেনাপি স্বীকার্যং, ততশ্চ প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনং বাতিচরতোব ।
নিষেধশ্চ কথঞ্চিৎ সার্থকত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি—ন চেতি । বিবেকবাহিত্যাৎ বিনাপি প্রয়োজনং প্রবৃত্তিতে
উন্নতঃ ইতি তৎ প্রত্যেব অর্থবৎ সূত্রমিত্যর্থঃ । তথাচ বিবেকিপ্রবৃত্তৌ ন বাতিচারং, ভগবতশ্চ পরমবিবেকিন
আপ্তকামশ্চ প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যুৎপত্তিরিতি ভাবঃ । তদর্থবোধেনি । উন্নতশ্চ বিবেকাভাবাৎ সূত্রার্থ-
বোধস্য, তেন নিফলপ্রবৃত্তিতো নিবৃত্তেঃ অসম্ভবাৎ বিফলং সূত্রমিতি বিবেকিনঃ প্রত্যেব তৎ সার্থকং
বক্তব্যং, ততশ্চ বক্তলপো বাতিচার ইতি ভাবঃ । উক্তবাতিচারে ধর্মস্বত্বকৃতাং সম্যতিং প্রদর্শ্য সূত্রোক্ত-
ক্রিয়াস্বকলীলায়াং বাতিচারং দর্শয়তি—অপি চেতি । অদৃষ্টহেতুকেতি । অদৃষ্টমেব হেতুশ্চ সা তথোক্তা,
উৎপত্তিকালমারম্ভ প্রবৃত্তা ইতি উৎপত্তিকী, জীবাদৃষ্টবশাৎ খলু প্রবর্ততে জন্মাতঃ প্রভৃতি স্বাসপ্রশাসলক্ষণা
ক্রিয়া, সা চ নিম্প্রয়োজনৈব ইতি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তৌ বাতিচারঃ, অথবা ন দৃষ্টঃ প্রয়োজনান্ভিসন্ধানরূপো হেতুরস্যা
ইত্যদৃষ্টহেতুকা স্বাভাবিকীতি যাবৎ । স্বপ্তপ্রবৃত্তৌ জানন্ত অহুপযোগেন স্বাসপ্রশাসলক্ষণক্রিয়ায়াঃ চেতন-
কর্তৃকত্বাভাবেন তত্র বাতিচারেহপি ন কতিঃ, প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ ইত্যশঙ্ক্য পরিহরতি—ন
চেতি । অন্ত্যাৎ স্বাসক্রিয়ায়াং ন চ যুক্তমিত্যর্থঃ । সম্প্রসাদঃ ত্র্যমুখিঃ, ভাবাৎ স্বাসক্রিয়ায়াঃ স্বভাৎ, তথাচ
অন্ত্যাসিদ্ধত্বাৎ চৈতন্ত্যং ন তৎকারণমিতি ভাবঃ । সৌমুখ্যস্বাসক্রিয়ায়াং অপি চৈতন্ত্যোপযোগিত্বং দর্শয়তি—
প্রাজ্ঞত্বাপীতি । কারণশরীরান্তিমানিনঃ স্বপ্তজীবশ্চাপি চৈতন্ত্যশ্চ বিস্তমানত্বাদিত্যর্থঃ । উক্তং চ—

“সাকারণশরীরং শ্রাৎ প্রাজ্ঞত্বজ্ঞাতিমানবান্” ইতি ।

নহু সৌমুখ্যেহপি চৈতন্ত্যস্বৈ কিং মানমিতি চেৎ অত আহ—অন্ত্যথেনি । তথাচ মৃতশরীরে
স্বাসপ্রবৃত্তাদর্শনাৎ জীবচ্ছরীরে চ তদর্শনাৎ অদ্বয়বাত্তিরেকবশাৎ চৈতন্ত্যশ্চৈব তৎকারণত্বং মন্তব্যমিতি ভাবঃ ।
তদানীং চ স্বাসক্রিয়াদর্শনে ফলবলাৎ জীবনযোনিপ্রযত্নোহপি কল্পনীয় ইতি কর্তৃত্বং পুরুষস্য সিদ্ধমিতি
বোধ্যং তথাচ তত্র বাতিচারঃ স্থপন্ন ইতি ।

সাম্প্রতং লীলাপদশ্চ বিলাসার্থতাবাদায় বাতিচারং দর্শয়তি—যথা চেতি । স্বার্থপরার্থেনি । প্রয়োজনং
হি বিবিধং স্বকীয় পরকীয় চ, এতৎপ্রয়োজনব্রহ্মসাধনসম্পাদা আসাদিত্যঃ প্রাপ্তাঃ সর্বৈ কায়াঃ কামিনী-
কাকনাগদো বৈঃ তেষামিত্যর্থঃ । আসাদিত্য ইতি চৌরাদিকাং আত্মপুরুষকসদেনিষ্ঠাত্বাৎ সিদ্ধম্, “আতঃ

বদক্চ বদজ্ঞোশবিবাদে শরণে গতো ইতি কবিকল্পকমঃ। হুতরাং কৃতকৃত্যতয়া নিষ্পাদিতা-
খিলকর্তব্যতয়া অনাকুলমনসাং হৃদচিত্তানাম্, অতএব অকামানাং প্রাপ্তসমুৎকামাশ্চেন কারনাত্মানাং,
বিষয়সিদ্ধৌ ইচ্ছায়া অমুৎপাদাং, লীলামাত্রাৎ কেবলং বিলাসসদৃশাং অনুনিষ্পাদিহি ইতি লীলার্থে নিম্ন,
প্রয়োজনানুদেশেন প্রবৃত্তাবপি পশ্চাৎ প্রয়োজনসিদ্ধেরবশতাবে ইত্যর্থঃ। এতেন ম চেতনমপি অপ্রয়োজনা
লীলয়া অপি সুখপ্রয়োজনবদ্ধাঙ্গিতি পূৰ্ব্বপক্ষযুক্তিঃ নিরাকৃত্য, অত্র প্রয়োজনাভিসন্ধানাভাবেনৈব
প্রবৃত্তেকং পন্নত্বাং। এতদেবাহ—নৈবেতি। তথাচ অনভিসংহিতপ্রয়োজনঃ প্রবৃত্ত্যভাববান্ বিবেকিহাং ইত্যহ-
মানং লীলাকর্তরি অনৈকান্তং, বিনাপি প্রয়োজনং তত্ত প্রবৃত্তিদর্শনাং। এবং দৃষ্টান্তং প্রদর্শ্য লীলাকর্তরি ভগবতি
তামুপপাদয়তি—এবমিতি। তথাচ সিদ্ধং পরিতুগন্ত্যপি ব্রহ্মণঃ বিনৈব প্রয়োজনং লীলামাত্রাৎ প্রবৃত্তিরিতি।
বহ্নায়াসসাধ্যকৰ্ম্মণাং কৈয়ুতিকেন সপ্রয়োজনম্ সাধিতং পূৰ্ব্বপক্ষে, অতো লীলাকর্তরি ব্যভিচারপ্রদর্শনমপি
বহ্নায়াসসাধো ভগবৎপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ অত আহ—দৃষ্টং চেতি। তথাচ অমাদৃশামশকার্যা জগৎসৃষ্টে
ভগবতো লীলামাত্রাৎ ব্যভিচারোহব্যাহত ইতি ভাবঃ। সুশকং সুখসাধ্যম্ ঈষৎকরম্ অমায়াসসাধ্যম্।
দৃগ্গতে চ সজ্ঞাতানন্দস্ত বিনাপি প্রয়োজনং হাসগানাদৌ প্রবৃত্তিঃ, অতএব হাসাদিষু কারণমেব পৃচ্ছাতে ন
প্রয়োজনমিতি। এবং নিরতিশয়ানন্দস্ত ভগবতোহপি প্রবৃত্তিনির্ফলৈব। তদুক্তং—

“সৃষ্টাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষা চ। কুরুতে কেবলানন্দাং যথা মন্তস্ত নর্তনম্”। ইতি।

মারুতিঃ পবনাত্মজো হনুমান্, তৎপ্রভৃতিভিঃ নীলনলাদিভিঃ, মগৈঃ পর্বতপাদপাদিভিঃ সাধনৈঃ,
নীলনিধিঃ সমুদ্রঃ মহাসাঙ্গানাং বিলক্ষণবলবতাম্, অগাধঃ অধুঘাঃ। ন হি ন বদ্যঃ ইত্যর্থঃ, “যৌ মঞৌ
প্রকৃত্যর্থং গময়তঃ” ইতি শ্রায়াং বদ্য এব ইত্যর্থঃ। যে খলু পায়রাঃ নিরতিশয়মহিমসমুদ্ভানাং ভগবতাং
দাশরথিপ্রভৃতীনাং লোকাতিগলীলাসু অবিদ্যমন্তঃ সত্যব্রতমহিমপ্রপীতরায়াণভারতাদীন্ কবিকল্পনামাত্রাশ্চেন
উপহসন্তি তেষামধিক্ষেপায় নঞর্থম্। অতএব সজ্ঞাত্যমাননিবেদননিবর্তনে মঞ ঘরমিতি বামনঃ। পার্থঃ
অজুনঃ, শিলীমুখো বাণঃ, ইদং শকায়ে নিদর্শনম্। চুলুকেণ গভূষেণ, কলসবোমিঃ অগস্ত্যঃ, “অগস্ত্যঃ
কুন্তসন্তবঃ” ইত্যমরঃ। ইদং চ ঈষৎকরয়ে নিদর্শনম্। নৃগো নাম কশিৎ মৈথিলো নরপতিঃ কুপয়া যৎ
কৃতার্থীকৃতবান্ বাচম্পতিঃ, তৎসেবাপরিতুটৌ নিজামরগ্রয়ে স্নেহাৎ তদ্রাম্যাপি নিবেশিতবান্। অনিষত
নিমিত্তাপ্রবৃত্তিঃ বদুচ্ছা অঙ্গুলীচালনাদিঃ। স্বভাবায়া উজ্জ্বলপ্রকাশনিমেষাদিবং, তথাহি—

বিনা প্রয়োজনং দৃষ্টা লীলাখাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। লীলয়া বা স্বভাবাদ্ বা প্রবৃত্তিব্রহ্মণ তথা ॥ ইতি।
অত্রাহ গোড়পাদঃ—

“ক্ৰীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্তে ভোগার্থমপি চাপরে। দেবৈশ্চ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহা” ॥ ইতি।

ক্ৰীড়ার্থমিত্যনেন আনন্দাবাপ্তিঃ সৃষ্টেঃ প্রয়োজনমিতি মতং নিরাকৃতম্। সপ্রয়োজনপ্রমদবনবিহারাদিক্ৰীড়া-
নিষেধপরং বা ইদম্।

“স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথাস্তে পরিমুছমাণাঃ।

দেবৈশ্চ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্” ॥ ইতি।

ইতি (শ্বেঃ ৬।১) শ্রুতৌ স্বভাবনিষেধক সাংখ্যাদিসম্মতস্বজ্যবস্তুস্বভাবপ্রতিষেধপরং, শয়নভোজনাদিসপ্রয়োজন-
স্বাভাবিকক্রিয়াবং ভগবতঃ সপ্রয়োজনস্বাভাবিকক্রিয়ানিষেধপরো বা। ন তু হাসগানাদিবং নিষ্প্রয়োজনভগবৎ-
স্বভাবস্ত্যপি ইতি ন বিরোধঃ। লীলয়া বা ইতি নৃগনয়প্রদাদিবং বিলাসাদ্ বা ইত্যর্থঃ। স্বভাবো লীলা চ
ভগবতঃ অবিজ্ঞা এব। কিঞ্চ ভবতি হি স্বজ্যবস্তুনো যাথার্থো প্রয়োজনাপেক্ষা, ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজন বুদ্ধিস্ত
রজ্জ্বস্পর্শে প্রবর্ততে লোকঃ, এবং সৃষ্টাবপি মিথ্যাত্বায়াং ন কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ, অবিজ্ঞানিবন্ধনা খলু
সা, ব্রহ্ম চ ভ্রাম্যষ্ঠানতয়া কারণং শুক্তিরিব মিথ্যারজতস্ত ইত্যাহ—অপি চ নেয়মিতি। সমুচ্ছিষ্ট-
প্রয়োজনাঃ প্রয়োজনপ্রযোজ্য ভবন্তি ইত্যর্থঃ। নহু মাতৃং বিভ্রমাণাং প্রয়োজনাপেক্ষা তৎকার্য্যাণাং তু
শ্রাদেব তদপেক্ষা ইতি চেদত আহ—ম চ তৎকার্য্যা ইতি। তথাচ অবিজ্ঞাবং বিষয়াদীনামপি নাস্তি
প্রয়োজনাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। নহু অবিজ্ঞা চেৎ স্বভাবাদেব প্রবর্ততে তর্হি অলং ব্রহ্মণা, তথাচ শ্রৌতং জগদ্ব্যোমিহ
তস্ত বাহগ্গেত অত আহ—সা চেতি। ছুরিতা মিশ্রিতা অধিষ্ঠিতা ইতি যাবৎ, তথাচ সদবিষ্ঠানমন্তরেণ
ভ্রাম্যহুংপত্তেঃ অবিজ্ঞাবিষয়স্ত সংব্রূপব্রহ্মণো জগদ্বিভ্রমাযিষ্ঠানতয়া উপাদানঅসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। তদুক্তং—

“জমাধিষ্ঠানতোহস্মাভিঃ প্রকৃতিবন্ধুপেরতে” ইতি।

অপি চেতি। বেদান্তানাং সৃষ্টাবতাপর্ধ্যাং তাৎপর্য্যাক ব্রহ্মাত্মকয়ে, তদাপ্রয়ো দোষঃ ব্রহ্মণঃ

সই বাহুপনতিঃ, নিবিষয়ঃ শ্রোতাত্ত্বপৰ্য্যাবিসয়ঃ ব্রহ্মাত্মকঃ স্তষ্টুং ন ক্রমতে ইত্যর্থঃ । ন হি শাস্ত্রাদিসংযে
প্রযুক্তেন দোষনিবহেন কিঞ্চিচ্ছিন্নং তদ্বিসয়স্য ইতি ভাবঃ । অতএব “ন চ অবিসয়েহপ্রামাণ্যং বিষয়েহপি
প্রামাণ্যমুপহতি” ইত্যুক্তমর্থতঃ । তথাঃ অবিস্তাৰ্য্যভাবাৎ অবাস্তবীয়ং বিষয়টিরিত্তি সিদ্ধম্ ॥৩৩

বৈষম্যেনৈশ্বৰ্য্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দৰ্শয়তি ॥৩৪

সূত্রমিদম্ আক্ষেপসমাধানোভয়পরং, তথাহি রাগদ্বৈবাদিশূভাৎ ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিং বদন্ সম্বন্ধে বিষয়ঃ,
স কিং যো বিষয়কারী স রাগাদিমান্ ইতি জ্ঞায়েন বিরুদ্ধাভে ন বা ইতি সংশয়ে, পূৰ্বে লীলয়া যৎ
কারণত্বমভিহিতং তদেব জীবকৰ্ম্মসাপেক্ষং নিরপেক্ষং বা ? আন্তে ঈশ্বরত্বমুপপত্তিঃ, দ্বিতীয়ে চ রাগাদিমতঃপ্রসঙ্গঃ
দেবত্বির্গাণাদীন স্বত্বদুঃখাদিমন্তয়া সর্জনং, সৰ্জসংহর্ষত্বাৎ নৈশ্বৰ্য্যাপ্রসঙ্গত্বাৎ, অতো ন রাগাদিরহিতং
ব্রহ্ম জগৎকর্তৃ ইতি আক্ষেপাৎ প্রাপ্তে আহ—ন সাপেক্ষত্বাদিত্তি । ব্রহ্মণি বৈষম্যনৈশ্বৰ্য্যে ন স্ত্রাতাৎ,
কৃতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি জীবকৰ্ম্মসাপেক্ষা এব তত্ত্ব স্তষ্টুং অতো ন বৈষম্যং, নিরোধকালে চ সংহর্ষত্বাৎ
ন নৈশ্বৰ্য্যং, হি যতঃ এষ এষ সাধুকৰ্ম্ম কারণত্বি ইত্যাদি শ্রুতিঃ যে যথা মাং প্রপত্তন্তে ইত্যাদি—
স্মৃতিশ্চ, তথা পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারং দৰ্শয়তি ইত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বপক্ষে সম্বন্ধবিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তদবিরোধঃ
ইতি । পোনঃপুন্তেন আক্ষিপ্য সমাধানে পক্ষে দৃঢ়মূলঃ স্ত্রাদতোহয়মাক্ষেপঃ ইত্যাহ ভাষ্যে—পুনশ্চেতি ।
প্রতিজ্ঞাতস্তার্থো ব্রহ্মৈব জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি । পৃথগ্জ্ঞানো মূঢ়ঃ । শ্রুতিশ্চ—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্র-
মিত্যাদিঃ, স্মৃতিশ্চ—নান্দন্তে কস্তচিৎ পাপমিত্যাদিঃ । স্বচ্ছন্দাদিঃ ইতি আদিশব্দেন নিষ্ক্রিয়বৃক্ট্যদ্বাদিঃ
উচ্যতে, এতচ্চ ঈশ্বরত্বাবিশেষণম্ । তথাহি—

বৈষম্যোং জগৎসৃষ্টেদেবো রাগাদিমান্ ভবেৎ । কৰ্ম্মসাপেক্ষে অনীশ্বর্যমিতি নো বিষয়গবিত্ত্বঃ ॥ ইতি ।

নহু শুভাশুভাপ্রাণিকৰ্ম্মফলাদেব উচ্চাবচদেহতৎস্বত্বদুঃখাদিসৃষ্টৌ কিম্ ঈশ্বরেণ ? অত আহ—ঈশ্বরস্ত
ইতি । তথাহি কারণং থলু দ্বিবিধং সাধারণম্ অসাধারণং চ, যথা যবাত্ত্বরং প্রতি ক্ষিত্তিজলাদয়ঃ সাধারণ-
কারণানি, তবীজং চ অসাধারণম্ ইতি, এবং কাৰ্য্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি ঈশ্বরেণ কারণতা, তত্ত্বৎকাৰ্য্যত্বাবচ্ছিন্নং
প্রতি তু তত্ত্বত্বজ্ঞেয়ং, ইতি অসাধারণকারণাভাবে কাৰ্য্যত্বপাদবৎ সাধারণকারণাভাবেহপি অমুৎপাদঃ
কাৰ্য্যত্ব, মাভূৎ ক্ষিত্ত্যত্বাভাবে বীজানাং অজুরোপধায়কত্বম্ । এবং সাধারণকারণাভাবে সংস্ৰু অপি জীবাদুষ্টেযু
ন সৃষ্টিঃ, অতঃ অবশ্যং সাধারণকারণমপেক্ষণীয়ং, তচ্চ ঈশ্বর এবেতি সংক্ষেপঃ । যৎ পুরুষং উল্লিখীযতে
উৰ্দ্ধং নেতুমিচ্ছতি, তম্ এষ ঈশ্বরঃ সাধুকৰ্ম্ম যাগদানাদি কারণত্বি ইত্যর্থঃ ।

টীকায়াম্ উচ্চাবচেতি । স্থানানি চ দুঃখানি চ ইতি স্বত্বদুঃখানি, প্রাণভূতাং প্রপঞ্চঃ প্রাণভূতঃপ্রপঞ্চঃ,
উচ্চং চ অবচং চ মধ্যমং চ ইতি ব্হ্মঃ, তাদৃশানি স্বত্বদুঃখানি ইতি কৰ্ম্মধারয়ঃ, তেযাং ভেদবাৎসল্যসৌ প্রাণভূত-
প্রপঞ্চশ্চেতি পুনঃ কৰ্ম্মধারয়ঃ । এতেন ভোগাভোক্তৃপ্রপঞ্চো দশিতঃ । বিরচয়ত্ব ইতি । কর্তৃত্ববাচকশব্দ-
প্রত্যয়েন তেযু ভগবতঃ কর্তৃত্বং স্মৃতিতঃ, তৎসহকারিণ আহ—পুণ্যপাপেতি । প্রাণভূতভেদৈঃ
জীববিশেষৈঃ উপাস্তানি অজিতানি পাপপুণ্যকৰ্ম্মাণি আশ্রয়াঃ বাসনাশ্চ সহায়্যঃ সহকারিণো
যস্ত তস্ত ইত্যর্থঃ । অত্রোভবতঃ পরমপূজ্যত্ব, অপি তত্রোভবাম্ পূজ্যে তথা চাত্রোভবানিতি ইতি
কোষঃ । দৃষ্টং চ লোকে কর্তৃত্বকৰ্ম্মেহপি সহকারিভেদেন বিভিন্নকাৰ্য্যজনকত্বং কুলালাদৌ, তত্ত্বৎকাৰ্য্যত্বমুপারেণ
শুভাশুভবিধায়কত্ব নৈরবশ্তে দৃষ্টান্ত মাহ—ন হি সত্য ইতি । তথাচ তাদৃশসভো তত্ত্বৎকৰ্ম্মবশাৎ
নিগ্রহাহুগ্রহকারিণি সতাপতো চ “যো বিষয়কারী স রাগাদিমান্” ইত্যম্মনস্ত ব্যভিচারো দশিতঃ, তত্র
বিষয়কারিত্বহেতোঃ সত্বাৎ রাগাদিমন্তস্ত চ সাধ্যত্ব অভাবাৎ । এবম্ ঈশ্বরস্তাপি নিরবশ্তত্বমাহ—তদ্বাদিত্তি ।
অতএব ইতি । যতএব সহকারি পুণ্যাপুণ্যবশাৎ নিগ্রহাহুগ্রহং কুর্ত্বতো ন বৈষম্যম্ অতএব ইত্যর্থঃ ।
নৈশ্বৰ্য্যমিতি । যথা কৰ্ম্মণা, জুগুপ্সাকৰ্ম্মণে যুগে ইত্যমরঃ । নির্নাশ্তি যুগা কৰ্ম্মণা যস্ত স নিশ্বৰ্য্যঃ
তস্ত ভাবঃ নৈশ্বৰ্য্যম্ অকৰ্ম্মণাম্ অতিকুরত্বমিতি যাবৎ । ন হেতুদন্তীতি । “রমণীয়াচরণা রমণীয়াং
যোনিমাপত্তন্তে কপুয়চরণাঃ কপুয়াং যোনিম্ । পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ
পাপেন” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্তি ভাবঃ । সৰ্গপ্রাণিসংহারে কঃ সহকারী ইত্যপেক্ষয়াঃ প্রলয়কালস্ত সহকারিত্বমাহ—
স হি বৃত্তিনিরোধসময় ইতি । সঃ সহায়কালঃ, বৃত্তিঃ স্বত্বদুঃখাদিনপ্রবর্ততা । নিরোধো নাশঃ । ঈশ্বরস্ত
কৰ্ম্মসাপেক্ষে স্বরূপপ্রাতিমাশব্ধাহ—ন চেতি । ন হীতি । হি হেতৌ, সেবাদীতি আদিনি চৌর্ধ্যবন্ধনাদি-
প্রগ্রহঃ, কলভেদঃ পুরস্কারদণ্ডাদিঃ, প্রকৃত্বঃ ঈশ্বরঃ ইত্যনর্থান্তরং, তথাচ যঃ সাপেক্ষঃ সঃ সেবকবৎ অনীশ্বরঃ
ইত্যম্মানে ব্যভিচারঃ, তৃত্যকৰ্ম্মসাপেক্ষে যাদিনি ঈশ্বরত্বসম্ভাবস্ত প্রত্যকত্বাৎ । তথাহি—

তাদীশো নিরবজ্ঞোহপি বিশ্বস্বক্ প্রাণিকর্মতঃ । তথাহেহপি ন চেশ্বব্যাবাভ্যঃ ভাং প্রোক্তোরিব । ইতি
 শুভাশুভকর্ম্যাপেক্ষাঃ নিগ্রহাহুগ্রং কুর্ন্তো ভগবতঃ বৈষম্যাবেহপি শুভাশুভকর্ম্যপ্রবর্তকত্বাৎ আপতিতং
 তৎ ইত্যাহ—ন চেতি । ন চ বাচ্যম্ ইত্যহঃ । তথাহি নিরবজ্ঞাদীশ্বরস্ত শুভাশুভকর্ম্যসম্পাদনদ্বারা বিষম-
 স্রষ্টৃত্বাভাবোহুচ্যীয়তে, বিষমস্রষ্টৃত্বাৎ রাগাদিমত্বং বা? আন্তে দোষমাহ—বিরোধাদিত্তি । বিরোধঃ
 শ্রুতিবিরোধঃ, তমেব দর্শয়তি—সম্মাদিত্তি । উন্নীযতে ইত্যাত্মার্থঃ স্মৃতিঃ সৃজতীতি, অধোনিীযতে
 ইত্যাত্ম.চ স্মৃতিঃ সৃজতীতি । সত্যসকলস্ত ভগবতঃ সকলমাত্রেণৈব সাধুকর্ম্যাহুষ্ঠাপনেন দেখাদিযোনৌ
 স্রষ্টা উক্তনয়নং সম্পাদতে, অসাধুকর্ম্যাহুষ্ঠাপনেন চ তির্ধ্যাগ্যোনৌ স্রষ্টা অধোনয়নম্ ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতি-
 বিরোধাৎ নবশিরঃশোচাহুমানবং আত্মো বাধিতঃ, দ্বিতীয়োহপি ঈশ্বরনিরবজ্ঞস্ত শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ তৎ বাধিতঃ
 এব, ইত্যাহ—ন চেতি । ন চ বক্তব্যমিত্যহঃ । কিমত ইতি । যদি বিষমকারিত্বাৎ রাগাদিমত্বমুচ্যীয়তে
 তদা, অতঃ সমুমানং কিমনিষ্টমস্মাকম্, নিরবজ্ঞঃ নিরজ্ঞনমিত্যাদিশ্রুতিবাধিতত্বাৎ তস্ত ইত্যর্থঃ ।

নমু নিরবজ্ঞস্ত ব্রহ্মণঃ শুভাশুভকর্ম্যাহুষ্ঠাপনেন বিষমস্রষ্টৃত্বং, বিষমস্রষ্টৃত্বং রাগাদিরাহিত্যং কথং শ্রুত্যা
 বিরুদ্ধমভিধীয়তে শাকবোধে যোগ্যতাজ্ঞানস্ত কারণত্বাৎ ; প্রকৃতে চ তদভাবাৎ ইত্যাহুচ্য পরমসম্পাদনমাহ—
 তস্মাদিত্তি । সম্মাৎ রাগদোষাদিবিহীনস্ত ভগবতো ন বিষমকারিত্বং সম্ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ । বাসনা কর্মসংস্কারঃ,
 তৎসহিতক্লেশানাম্ অপরাধমণং সম্বন্ধাভাবং, ক্লেশাশ্চ রাগদোষমোহা ইত্যগ্রিমস্রুত্রে নক্যতে । তথাচ পূর্বপূর্ব-
 কর্ম্যাহুষ্ঠাপনৈব সাধকসাধুকর্ম্যপ্রবর্তনেন দেবমহুষ্ঠাদীন্ সৃজতো ভগবতো ন বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ । তাস্মিকেষু
 হি স্রষ্টেঃ বৈষম্যনৈর্ঘ্যপ্রসঙ্গসম্ভবঃ তদেব তু ন, গন্ধর্বনগরাদিবং মায়িকত্বাৎ তস্তা ইত্যাহ—অভ্যুপেক্ষ্য
 ইতি । মায়িকবিবিধবিচিত্রসৃষ্টিসংহারে মায়াকারস্ত বৈষম্যনৈর্ঘ্যগাভাবাৎ ভগবতোহপি তথাবিদ্যস্ত ন
 বৈষম্যং নৈর্ঘ্যং বা প্রসঙ্গ্যতে ইত্যর্থঃ । তথাচ বিষমকারিত্বাৎ সাবজ্ঞ ইতি ব্যাণ্ডেঃ মায়াবিনি বাভিচারো
 দশিতঃ, তস্ত বিষমস্রষ্টৃত্বোহপি রাগদোষগাভাবাৎ ইতি । দর্শয়ত ইতি বস্ততঃ অভাবেহপি গন্ধর্বনগরাদিবং
 অনির্বাচ্যং বিশ্বং সাক্ষাৎকারয়ত ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুমাহ—অভাবাদ্ভাব ইতি ৷৩৪

ন কর্ম্মবিভাগাদিত্তি চেন্নানাদিত্বাৎ ৷৩৫

শুভাশুভপ্রাণিকর্ম্মবশাৎ বিষমং সৃজমপি ঈশ্ববো ন রাগাদিমান্ ইত্যাহুচ্য, তত্র শব্দতে—ন কর্ম্মেতি ।
 তথাহি—“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রাক্ স্রষ্টেঃ বিশ্বস্ত সংস্করণব্রহ্মাত্মন অবস্থান-
 প্রতিপাদনাৎ তদানীং শরীরাভাবাৎ ন পুণ্যং নাপি পাপং কর্ম্ম, অতঃ কর্ম্মাপেক্ষয়া বিষমস্রুতিরিত্যাহুচ্য ন
 সম্বন্ধতে ইতি চেন্ন । অনাদিত্বাৎ সংসাবজ্ঞ সাদিহে হি উক্তদোষপ্রসঙ্গঃ, তদেব ন, অতঃ বীজাকুরজ্ঞায়েন
 কর্ম্মণরীরয়োঃ কার্য্যকারণভাবোপপত্তিরিত্যর্থঃ । ভাণ্ডে—ইতরেতরাশ্রয়েতি । স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-
 গ্রহকত্বং তল্লগ্নম্ । তথাচ কর্ম্মাপেক্ষং শরীরং তদপেক্ষং চ কর্ম্ম ইতি কর্ম্মাভাবাৎ ঈশ্বরস্ত চ নিরবজ্ঞত্বাৎ
 সমানৈব স্রুতিপরম্পরা সাদিত্যর্থঃ ৷৩৫

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ৷৩৬

অমমর্থঃ—সংসারস্তানাদিত্বং সিদ্ধবচুস্তং, যুক্ত্যা শাস্ত্রেণ চ তৎ ব্যবস্থাপয়তি—উপপদ্যতে চেতি ।
 চকারঃ উক্তসমুচ্চায়কঃ, তথাচ উক্তশ্চৈব সংসারানাদিত্বস্ত শ্রুতিযুক্তিত্বাৎ ব্যবস্থাপনার্থং স্রুতিগিদং, ন পুনঃ
 যুক্তান্তার্থম্ ইত্যর্থঃ । সংসারস্ত অনাদিত্বম্ উপপদ্যতে, অন্তথা স্রষ্টেরাকস্মিকত্বেন যুক্তানাম্ উপপত্তিপ্রসঙ্গঃ,
 পুণ্যপাপমন্তরেণাপি স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ । তথাচ বিধিনিষেধমোক্ষশাস্ত্রাণামানর্থক্যম্ । শ্রুতৌ স্রুতৌ
 চ একত্বলভ্যতে যথা—“সূর্য্যচক্সমনৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্মষৎ” ইতি শ্রুতিঃ, স্মৃতিশ্চ “নাশ্তো
 ন চাদিন্ চ সংপ্রতিষ্ঠা” ইতি । ভাণ্ডে অকস্মাৎ বিনাকারণম্ ।

অকৃতান্ত্যাগমেতি ভাণ্ডে ব্যাচষ্টে । টীকায়াম্—অকৃতে কর্ম্মণি ইতি । পুণ্যপাপফলং তাবৎ স্বর্গ-
 নরকাদি, তদন্তরেণাপি তৎপ্রাপ্তৌ অকৃতকর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিঃ সাদিত্যর্থঃ । ইষ্টাপত্তৌ দোষমাহ—তথা চেতি ।
 অকৃতেহপি কর্ম্মণি তৎফললাভে সতি ইত্যর্থঃ । বিধিনিষেধেতি । বিধিশাস্ত্রং তাবৎ “অশ্বমেধেন
 যজ্ঞেত স্বর্গকাম” ইত্যাদি, নিষেধশাস্ত্রং চ “ব্রাহ্মণং ন হজ্যাৎ” ইত্যাদি । তথাচ বিনা হি অশ্বমেধং
 স্বর্গপ্রাপ্তৌ, বিনাপি ব্রহ্মহননং নরকপ্রাপ্তৌ চ তত্ত্বংশাস্ত্রম্ অনর্থকং ভবেদিত্যর্থঃ । হেতুমাহ—প্রবৃত্তিনিবৃত্তীতি ।
 ইষ্টসাধনতাজ্ঞানং হি প্রবৃত্তিকারণম্, অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানং চ নিবৃত্তিকারণং, বিনাপি যোগাভুষ্ঠানং স্বর্গাদি-
 প্রাপ্তৌ, বিনা চ ব্রহ্মহননং নরকপ্রাপ্তৌ তযোস্তৎসাধনত্বাভাবাৎ “কষ্টং কর্ম্ম” ইতি জ্ঞায়াৎ ন কজাপি
 প্রবৃত্তিঃ অশ্বমেধাদৌ, ন বা নিবৃত্তি ব্রহ্মবদ্যাৎ ইতি অনর্থকং বিধিনিষেধশাস্ত্রমিত্যর্থঃ । এবং মোক্ষশাস্ত্র
 বেদান্তম্যাপি বৈষম্যমুক্তং “যুক্তানামপি” ইতি ভাণ্ডেণ ইতি শেষঃ ।

নহু যদুৎ স্বধৃঃখাদিনিমিত্তং পুণ্যপাণজনকং কর্ম, কিন্তু ঈশ্বরঃ অবিজ্ঞা বা তন্নিমিত্তমহু ইত্যশঙ্ক্য
আত্মং পরিহরতি ভাঙে—ন চ ঈশ্বর ইতি। তস্য পক্ষভং সাধারণকারণত্বাৎ। বিতীর্থে কেবলা
রাগাপেক্ষা বা অবিজ্ঞা বৈষম্যাহতুরিত্তি বিকল্পা আত্মং নিরুত্তি—ন চ অবিজ্ঞা কেবলেতি।

অবিজ্ঞাবৈচিত্র্যো কেবলায়া অপি অবিজ্ঞায়া বৈষম্যাকরত্বসম্ভবাৎ ন চাবিদ্যা ইতি ভাঙ্য ন সঙ্গচ্চে
অত আহ টীকায়াং—লয়াভিপ্রায়মিতি। তথাচ লয়লক্ষণাবিজ্ঞাভিপ্রায়ৈবে এতদুত্তং ভাঙে ইত্যর্থঃ।
নহু লয়াভিকার্যা অবিজ্ঞায়া বৈষম্যাকরত্বসম্ভবেহপি অবিজ্ঞাসংস্কারস্ত তৎকরত্বসম্ভবাৎ তত এব স্বধৃঃখাদি-
বৈষম্যং ভবেৎ ইত্যশঙ্ক্য আহ—বিক্ষেপলক্ষণেতি। তথাচ তেনৈব সংসারস্ত অনাদিত্যহপি মিথ্যাসি ইতি
ভাবঃ। কার্যত্বাদিতি। তথাচ বিক্ষেপসংস্কারং প্রতি বিক্ষেপস্ত কারণত্বাৎ কারণস্য চ অব্যবহিতপূর্ববৃত্তি-
নিয়মাৎ তৎপূর্বং বিক্ষেপঃ অবশ্যমপেক্ষীয় ইত্যর্থঃ। বিক্ষেপস্য রাগাদিহেতুত্বং তেযাং যোজনকত্বপ্রসিদ্ধি-
বিরোধ ইত্যত আহ—বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয় ইতি। তথাচ পারমর্ষং স্বত্বম্—“দ্বঃখজ্ঞানপ্রবৃত্তি-
দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপারাদপবর্গঃ” ইতি। মিথ্যাজ্ঞানং চ “আত্মনি
ভাবৎ নাস্তি”ত্যাদিনা প্রপকিতং ভগবতা বাৎসায়নেন, তবজ্ঞানেন বিরোধিনা তিরোহিতে মিথ্যাজ্ঞানে
কারণনাশাৎ তৎকার্যরাগদ্বৈলক্ষণদোষনিবৃত্তৌ তৎকার্যপুণ্যপুণ্যালক্ষণপ্রবৃত্ত্যন্তদয়ে, তৎকার্যবিশিষ্টশরীরসম্বন্ধ-
রপজ্ঞান্যভাবাৎ, আত্মস্তিকত্বাভাব ইত্যর্থঃ। তথাচ মিথ্যাজ্ঞানমেব সর্কানবর্ণনানং, তন্নিবৃত্তৌ চ দোষনিবৃত্তি-
ক্রমেণ সর্বদ্বঃখপ্রগ্রাহমিতি ভাবঃ। এতদেব হৃদি নিধায় বিক্ষেপস্য জরাসত্ত্বিকারণত্বং দর্শিতং টীকাভ্যামিতি
বোধ্যম্। মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চ অবজ্ঞানি দেহাদৌ বস্তুবুদ্ধিঃ। দেহাঙ্গলক্ষণমোহাচ্চ তদনুকূলে দর্শনীয়মপাদৌ
রাগঃ, স চ প্রাপ্তেহপি অভিলষিতে বস্তুনি পুনরধিকে তস্মিন্ চিস্তরঞ্জনাত্মকঃ তৃপ্তাপরনামা, তস্মাচ্চ প্রবৃত্তিঃ
তৎসাধনে দুর্গাপূজাদৌ পুণ্যে কর্মণি তদুত্তং ভাব্যত্বাৎ মনোরমাৎ দেহি মনোবৃত্ত্যমুসারিণীমিতি।
পরদারাদৌ চ রাগাৎ প্রবৃত্তিঃ পাপকর্মণি। দেহপ্রতিকূলে চ সপত্নাদৌ দ্বৈষাৎ তরাশায় প্রবৃত্তিঃ অভিচারাদি-
পাপকর্মণালোকিকে, লোকিকে চ দণ্ডনিপাতনাদৌ। অভিচারস্য পাপসাধনতা চ অভিচারো মূলকর্ম
চ ইত্যাদিনা উপপাতকমধ্যে পাঠ্যং মন্যনাভিহিত। শরীরস্য মোহাকারণত্বং দর্শয়তি—স চেতি। স
বিক্ষেপঃ, স্বকাঠোঃ রাগাদিভিঃ সহিতো বিক্ষেপঃ দ্বঃখজ্ঞানভোগায়তনং শরীরমন্তরেণ ন সম্ভবতি ইত্যয়ঃ।
রাগাদিভিঃ সহিত ইতি। তথাচ বিক্ষেপ এব পুণ্যপাপহেতুঃ, রাগাদয়শ্চ পাকসাধনদারুণাং দহন-
শিখাবৎ তদান্তরীয়কা, ইতি রাগাদীন্ উৎপাদ্য মোহ এব তৎকারণমিত্যর্থঃ। ভোগায়তনমিতি,
অধ্যাস্তদেহাবচ্ছেদেনৈব খলু স্বকচন্দনবনিতাদিসম্পর্কাৎ স্বধৃঃখোপভোগাৎ তদায়তনং শরীরমিতি অধ্যাস-
বিসয়বিধয়া শরীরং মোহাকারণমিতি ভাবঃ। পূর্বপূর্বশরীরাণাং বর্তমানমোহাদিকারণত্বং দর্শয়তি—ন চ
রাগদ্বৈষাবিতি। সত্যপি মোহে কামিচ্ছাদিভোগমন্তরেণ তত্র রাগাদ্যহুৎপত্তেঃ তদান্তরীয়কভোগ-
সাহিত্যেনৈব তস্য কারণত্বং বক্তব্যমিত্যত আহ—ভোগসহিতমিতি। পূর্বশরীরমন্তরেণেতি।
প্রাগ্ভবীয়শরীরে আত্মলক্ষণমোহসংস্কারাদেব এতচ্ছরীরে তাদৃশমোহোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। পূর্বপূর্ব-
মোহাদ্যপেক্ষমিতি। তথাচ পূর্বপূর্বমোহঃ রাগাদিধারা পুণ্যপাপপ্রবৃত্তিযুৎপাদ্য তত্তৎফলভোগার্থম্
উত্তরোত্তরশরীরহেতুরিত্যর্থঃ। এবঞ্চ বর্তমানমোহাকারণং পূর্বশরীরং, তৎকারণং চ পুণ্যপাপকর্মপ্রবর্তকরাগাদি-
ধারা তৎপূর্বত্ববিধৌ মোহ এব ইত্যাদিরয়ং জগৎপ্রবাহো বীজাকুর ইতি স্থিতম্। উক্তং চ ত্রায়াচাঠ্যোঃ—

“সাপেক্ষবাদনাদিহাৎ বৈচিত্র্যাৎ বিশ্ববৃত্তিতঃ। প্রত্যাশ্বনিয়তং ভুক্তেরত্তি হেতুরলৌকিকঃ।” ইতি
প্রামাণিকী-চৈয়মনবস্থা বীজাকুরবৎ ন দোষায় ইতি চ বর্জমানোপাধ্যায়ঃ। ষোক্তমোহস্য ভাষ্যোক্তাদিপদ-
গ্রাহ্যতামাহ—রাগদ্বৈষমোহ ইতি।

নহু ক্লেশোনাম দ্বঃখং, তৎ কথং রাগাদীনাং ক্লেশত্বমুক্তং ভাঙে অত আহ—ত এব হি ইতি। হিঃ
হেতৌ, যত এব তে দ্বঃখমহুভাবয়ন্তি, অতএব তে ক্লেশাঃ, তথাচ ভাষ্যোক্তং ক্লেশপদং তজ্ঞনকে রাগাদৌ
লাক্ষণিকম্ ইত্যর্থঃ। তত্র রাগাদীনাং কণিকত্বেন বিলম্বতাবিকর্মপ্রবৃত্তিজনকত্বমসম্ভবি, অব্যবহিতপূর্ব-
বৃত্তিষ্টসৌব তথাৎ, অত আহ—বাসনা ইতি। বাসনা সংস্কারবিশেষঃ, তথাচ তদ্বারা এব কর্মপ্রবৃত্তিজনকত্বং
রাগাদীনাং, ব্যাপ্তিজ্ঞানস্তেব পরামর্শধারা অহুমিতিজনকত্বম্। এতদেব স্মরতি—কর্মপ্রবৃত্ত্যন্তুগুণা ইতি।
আলেক্ষস্ত স্বারসিকজ্ঞানার্থস্বারণায় আহ—প্রবৃত্তিতানি ইতি। যত্ববিপরীকৃতানি ইত্যর্থঃ। কণিকত্বং চ
তৃতীয়কপ্রবৃত্তিঃসংপ্রতিযোগিত্বম্। পুরোভাষণঃ পঞ্চবাগুঃ, কপালঃ পুরোভাষণসাধনযুৎপাদ্যবিশেষঃ, ভূষান্
অবধাতনিপ্পান্, উপবতি অপসারয়তি। তত্র অবধাতকালে পুরোভাষণপাক্তাভাবাৎ কপালসম্বন্ধাভাবহপি

“ভাবিনি জুতবচুপচারঃ” ইতি জ্ঞায়েন ভাবিপাকসম্বন্ধমাদায়ৈব পুরোভাসসম্বন্ধকথনং কপাক্ত ইতি । নম্ সংসারস্ত অনাদিহে অবিজ্ঞানীনাগাদীনাম্ অবশুস্তাবাৎ “সদেব সৌম্য” ইত্যাদিশ্রুত্বাৎ প্রাক্ সৃষ্টেঃ এবকারপ্রতিপাত্ত্বিবিধভেদরাহিত্যং সতঃ কথম্ উপপত্ততে, ইত্যশঙ্ক্যাহ—তদেবমিতি । সমুদাচরজ্ঞপাঃ ভেদেন ভাসমানো রূপঃ স্বরূপো মেমাং তথাবিধা যে রাগাদয়ঃ তন্নিষেধপরম্ অবিভাগাবধারণম্ ইত্যর্থঃ । প্রস্তুপ্তানিতি । তথাচ শক্ত্যান্মনা অবস্থিতানামপি রাগাদীনং নিষেধে ন তাৎপর্য্যং স্রুতেরিতি ভাবঃ । সর্বমদাতমিতি—সর্বং ব্রহ্মণোজগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বাদি, “সদেব সৌম্য” ইতিবৎ অনদেবেদমিত্যাदि স্রুতিজ্ঞাতং চ অবদাতং বৈশম্যানৈম্মণ্যোতরেতরাশ্রয়াদিদোষজ্ঞাতনিরাসেন নিশাকর-কবোদ্ধাসিগ্রমুষ্টমণিকৃষ্টিমবৎ বিশুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ । ১৩৬

সর্বদর্শনোপপত্তেস্ত ১৩৭

তত্ত্বকর্ম্মবশাৎ নিমমকারিষ্মকুং ব্রহ্মণঃ পূর্বেহধিকরণে, সাম্প্রতং লোকে উপাদানস্ত যুদাদিবৎ সগুণত্ব-দর্শনাৎ ব্রহ্মণশ্চ নিগুণত্বাৎ ন উপাদানম্ ইতি প্রত্যাধাহরণসম্ভবত্যা সূত্রমিদমাচাঠে—সর্বদর্শনোতি । নিগুণং ব্রহ্ম জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানম্ ইতি বদন্ সমন্বয়ো দিবয়ঃ, স কিং যন্নিগুণং তন্মোপাদানং যথা রূপম্ ইতি জ্ঞায়েন বিরূপাতে ন বা ইতি সন্দেহে বিরূপাতে, তথাহি—যদুপাদানং তৎ সগুণং যথা তদ্বিরিতি ব্যাপ্তেঃ উপাদানস্ত সগুণত্বং সিদ্ধং, ব্রহ্মণশ্চ নিগুণত্বাৎ উপাদানত্বস্তাপি অভাবঃ, ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যভাবসিদ্ধেঃ । তথাহি—

সগুণস্ত স্ববর্ণাদেকরূপাদানত্বদর্শনাৎ । নিগুণং ন তবৎ ব্রহ্ম প্রকৃতির্জগতঃ কিল ॥ ইতি ।

ইতি প্রাপ্তে আহ—সর্বদর্শনোতি । পূর্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে তু তদবিরোধঃ । সর্বজ্ঞত্বাদগো-মে কারণধর্ম্মাঃ স্রুত্বাঃ তেষাং ব্রহ্মণি এব উপপত্তেঃ জগৎনিমিত্তোপাদানং ব্রহ্ম ইতি সূত্রার্থঃ । অদ্বারুত-প্রণমাস্তপদাৎ অধিকরণরন্তো জ্ঞেয়ঃ । পরোদ্বাভিতদোষনিবাসেন স্বপক্ষস্থাপনপরোহয়মাত্তঃ পাদঃ, ইতুপ-সংহারোহপি আবশ্যকঃ, তদর্থমিদমধিকরণং, সৌত্রচকাবস্তাপীদমেব প্রসোজনং বোধ্যম্ ।

ভাণে—যস্মাদিতি । তথাচ ব্রহ্মাববন্তো জগদিতি হি অস্মদভিমতং, ব্রহ্ম চ বিবর্তাদিষ্টানতয়া উপাদানং, নিগুণস্তাপি উপাদানম্ অবিকল্পম্ অবিজ্ঞাকল্পিতসর্বজ্ঞত্বাদিগ্রযুক্তত্বাৎ তস্মাৎ, ইতি প্রদর্শিতঃ প্রকারঃ, বাধিতায়াং তু প্রবিজ্ঞায়াং ন কার্য্যং, নাপি তদুপাদানত্বং ব্রহ্মণ ইত্যাসকুদাবেদিতম্ ইতি । কিঞ্চ অপ্রযোজক-শ্চাং তর্কো যন্নিগুণং তন্মোপাদানমিতি । বৈশেষিকৈঃ প্রথমক্ষেণে নিগুণস্যাপি ঘটাদে দ্বিতীয়ক্ষেণোৎপন্নগো-পাদানবস্বীকারাৎ । নিগুণেহপি জ্ঞানাদৌ অনিত্যাহারোপদর্শনাৎ বিবর্তোপাদানত্বে সগুণত্বস্ত সর্বথা অনপেক্ষত্বাচ্চ ইতি । তথাহি—

দ্রব্যস্ত নিগুণস্তাপি চোৎপত্তিকালিকস্ত তু । উপাদানত্বতো ব্যাপ্তিঃ পূর্বোক্তা ব্যতিচারিণী ॥ ইতি ।

নম্ লোকে সর্বজ্ঞত্বাদীনং কারণধর্ম্মত্বং ন কচিদ্বপলভ্যতে, তৎ কথং জগদুপাদানস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞত্বাদিকথনং ভাণোক্তং সঙ্গচ্চেৎ অত আহ টীকায়াম্—অত্রোতি । চেতনাদিষ্ঠিতশ্চৈবেতি । দৃশ্যতে চ কুবিন্দাদিষ্ঠিত-শ্চৈব তুরীবেমাদেঃ পটকারণত্বম্, ইতি ব্রহ্মাদিষ্ঠিতায়া অবিজ্ঞায়া জগৎকাবগতেন তদধিষ্ঠাতু ব্রহ্মণশ্চাপি চেতনত্বম্ অবশ্যত্বাপেয়ং, অত এবোক্তং—সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদ্বৎপাদহেতুরিতি । স্রুতৌ চ ব্রহ্মণঃ সর্ব-কর্ত্তৃত্বাবগতে: “তৎকর্ত্তা খলু তজ্জাতা” ইতি জ্ঞায়েন সর্বকর্ত্তু ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিৎ চ সিদ্ধম্ । সর্বজ্ঞত্বাৎ নিমিত্তং সর্বশক্তিহাচ্চ উপাদানমিতি ভাবঃ । নিগুণস্ত কথং নিয়ামকত্বাদি সম্ভবতি অত আহ—

মহামায়ং, তথাচ মহামায়াবিশয়ীকৃতত্বাৎ উপপত্ততে সর্বং তস্মিন্ ইত্যর্থঃ । ১৩৭

রাখালদাসী দেবী যং দেবীং ধৃতসুত্রত । অস্মত তনয়ং তেন রচিতা ভামতীপ্রভা ॥

ইতি শ্রীচাক্ষুঃশ্রুতিতর্কবেদান্ততীর্থবিরচিতায়াং ভামতীপ্রভায়াং

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

